ধর্মপদ অর্থকথা-১

অনুবাদ :
শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা-১

অনুবাদ :
শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা-১

(যমকবর্গ - দণ্ডবর্গ)

অনুবাদ :
শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির
তত্ত্বভূষণ, সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম বিশারদ কর্তৃক সংশোধিত

কম্পোজ :
শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪, বুদ্ধাব্দ ২৪৭৮ (রেঙ্গুন)
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৬২, বুদ্ধাব্দ ২৫০৬
তৃতীয় প্রকাশ : ২০০০, বুদ্ধাব্দ ২৫৪৪
চতুর্থ প্রকাশ : ২০১৬, বুদ্ধাব্দ ২৫৬০

PDF
Bimal Jyoti Bhikkhu

http://kalpataruboi.org

সূচীপত্র

নিবেদন ৮
গ্রন্থ পরিচয় ১০
ধর্মপদ অর্থকথা - ১ ..... ১৫

প্রথম খণ্ড (যমক-বর্গ)

১. যমক-বর্গ
চক্ষুপাল স্থবিরের উপাখ্যান—১ ..... ১৬
মৃষ্টকুণ্ডলীর উপাখ্যান—২ ..... ৩১
স্থূলতিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৩ ..... ৩৮
কালীযক্ষিণীর উপাখ্যান—৪ ..... ৪৩
কৌশাম্বীক উপাখ্যান—৫ ..... ৪৮
চূলকাল-মহাকালের উপাখ্যান—৬ ..... ৫৫
দেবদত্তের উপাখ্যান—৭ ..... ৬১
অগ্রশ্রাবকের উপাখ্যান—৮ ..... ৬৫
নন্দ স্থবিরের উপাখ্যান—৯ ..... ৮৩
শৌকরিক চূন্দের উপাখ্যান—১০ ..... ৯০
ধার্মিক উপাসকের উপাখ্যান—১১ ..... ৯৩
দেবদত্তের উপাখ্যান—১২ ..... ৯৫
সুমনাদেবীর উপাখ্যান—১৩ ..... ১০৭
দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান—১৪ ..... ১০৯

দ্বিতীয় খণ্ড (অপ্রমাদ-বর্গ)

http://kalpataruboi.org

২. অপ্রমাদ-বর্গ

উদেনবত্থু.....১১৪
ঘোসকসেষ্টি বত্থু.....১১৯
শ্যামাবতীর উপাখ্যান ১৩০
বাসুলদত্তার উপখ্যান ১৩২
মাগন্দিয়ার উপাখ্যান ১৩৬
উদয়নের মৃত্যু সন্দিশিত উপাখ্যান.....১৩৮
কুম্ভঘোষকের উপাখ্যান.....১৫৩
চুল্লপন্থক স্থবিরের কাহিনী ১৫৮
বালনক্ষত্র ঘোষণার কাহিনী..... ১৬৭
মহাকাশ্যপ স্থবিরের কাহিনী ১৬৯
দুইবন্ধু ভিক্ষুর কাহিনী.....১৭০
মহালি-প্রশ্ন উপাখ্যান.....১৭২
অপর একজন ভিক্ষুর উপাখ্যান ১৮১
নগরবাসি তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান.....১৮৩

তৃতীয় খণ্ড (চিত্ত-বর্গ - পুষ্প-বর্গ)

৩. চিত্ত-বর্গ

মেঘিয় স্থবিরের উপাখ্যান—১ .....১৮৬
জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২ .....১৮৮
অপর উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩ .....১৯৪
ভাগিনেয় সঙ্ঘরক্ষিত স্থবিরের উপাখ্যান—৪ .....১৯৬
চিত্তহস্ত স্থবিরের উপাখ্যান—৫ .....২০০
পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৬ .....২০৫
পূতিগাত্র তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৭ .....২০৯
নন্দগোপালকের উপাখ্যান—৮ ..... ২১২
সোরেয়্য স্থবিরের উপাখ্যান—৯.....২১৪

৪. পুষ্প-বর্গ

পৃথিবী কথাপ্রসূত পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—১ ..... ২১৯
মরীচিকা কর্মস্থানিক স্থবিরের উপাখ্যান—২ ..... ২২১
বিড়ূঢভের উপাখ্যান—৩.....২২২
পতিপুজিক কুমারীর উপাখ্যান—৪ .....২৩৭
কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৫ .....২৩৯

http://kalpataruboi.org

পাবেয়্যক আজীবকের উপাখ্যান—৬ ..... ২৪৫
ছত্রপাণি উপাসকের উপাখ্যান—৭..... ২৪৮
বিশাখার উপাখ্যান—৮ ..... ২৫১
আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান—৯ ..... ২৭৩
মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত দানের উপাখ্যান—১০..... ২৭৫
গোধিক স্থবিরের পরিনির্বাণের উপাখ্যান—১১..... ২৭৯
গরহদিন্নের উপাখ্যান—১২..... ২৮১

চতুর্থ খণ্ড (বালবর্গ - পণ্ডিতবর্গ)

৫. বাল-বর্গ

জনৈক পুরুষের উপাখ্যান—১..... ২৯০
মহাকশ্যপ স্থবির সহবিহারিকের উপাখ্যান—২ ..... ৩০০
আনন্দ শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৩..... ৩০৫
গ্রন্থিভেদক চোরের উপাখ্যান—৪ ..... ৩০৮
উদায়ী স্থবিরের উপাখ্যান—৫..... ৩০৯
ত্রিশজন পাবেয়্যক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৬ ..... ৩১০
সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠির উপাখ্যান—৭ ..... ৩১২
কৃষকের উপাখ্যান—৮ ..... ৩১৪
সুমন মালাকারের উপাখ্যান—৯ ..... ৩১৬
উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান—১০ ..... ৩২০
জম্বুক স্থবিরের উপাখ্যান—১১..... ৩২৩
অহিপ্রেতের উপাখ্যান—১২ ..... ৩৩০
ষষ্টিকূট প্রেতের উপাখ্যান—১৩ ..... ৩৩৩
চিত্ত গৃহপতির উপাখ্যান—১৪..... ৩৩৭
বনবাসি তিষ্য শ্রামণেরের উপাখ্যান—১৫ ..... ৩৪৩

৬. পণ্ডিত-বর্গ

রাধ স্থবিরের উপাখ্যান—১ ..... ৩৫৭
অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুকের উপাখ্যান—২..... ৩৬০
ছন্ন স্থবিরের উপাখ্যান—৩ ..... ৩৬১
মহাকপ্পিন স্থবিরের উপাখ্যান—৪..... ৩৬৩
পণ্ডিত শ্রামণেরের উপাখ্যান—৫..... ৩৭২
লকুন্টক ভদ্রিয় স্থবিরের উপাখ্যান—৬ ..... ৩৮৫
কাণমাতার উপাখ্যান—৭ ..... ৩৮৬

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮ ..... ৩৮৯
ধার্মিক স্থবিরের উপাখ্যান—৯ ..... ৩৯২
ধর্মশ্রবণের উপাখ্যান—১০ ..... ৩৯৩
পঞ্চশত আগন্তুক ভিক্ষুর উপাখ্যান—১১ ..... ৩৯৫

পঞ্চম খণ্ড (অর্হৎবর্গ - দণ্ডবর্গ)

৭. অর্হৎ বর্গ

জীবক-প্রশ্ন উপাখ্যান—১ ..... ৩৯৮
মহাকাশ্যপ স্থবিরের উপাখ্যান—২ ..... ৪০০
বেলট্‌ঠিসীস স্থবিরের উপাখ্যান—৩ ..... ৪০২
অনুরুদ্ধ স্থবিরের উপাখ্যান—৪ ..... ৪০৪
মহাকচ্চায়ন স্থবিরের উপাখ্যান—৫ ..... ৪০৬
সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান (ক)—৬ ..... ৪০৮
কোশম্বীবাসি তিষ্য স্থবিরের শ্রামণেরের উপাখ্যান—৭ ..... ৪১০
সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান (খ)—৮ ..... ৪১৩
খদিরবনিয় রেবত স্থবিরের উপাখ্যান—৯ ..... ৪১৫
জনৈকা স্ত্রীলোকের উপাখ্যান—১০ ..... ৪২২

৮. সহস্রবর্গ

তাম্রদন্তিক চোরঘাতকের উপাখ্যান—১ ..... ৪২৪
বাহিয় দারুচীরিয় স্থবিরের উপাখ্যান—২ ..... ৪২৭
থেরী কুণ্ডলকেশীর উপাখ্যান—৩ ..... ৪৩২
অনর্থজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৪ ..... ৪৩৮
সারিপুত্র স্থবিরের মাতুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৫ ..... ৪৪০
সারিপুত্র স্থবিরের ভাগিনেয়ের উপাখ্যান—৬ ..... ৪৪১
সারিপুত্র স্থবিরের সহায়ক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৭ ..... ৪৪২
আয়ুবর্ধন কুমারের উপাখ্যান—৮ ..... ৪৪৪
সংকিচ্চ শ্রামণেরের উপাখ্যান—৯ ..... ৪৪৭
খাণু কোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরের উপাখ্যান—১০ ..... ৪৫৫
সপ্পদাস স্থবিরের উপাখ্যান—১১ ..... ৪৫৬
পটাচারা থেরীর উপাখ্যান—১২ ..... ৪৫৯
কিসা গোতমীর উপাখ্যান—১৩ ..... ৪৬৪
বহুপুত্তিকা থেরীর উপাখ্যান—১৪ ..... ৪৬৮

http://kalpataruboi.org

৯. পাপবর্গ

চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১ .....৪৬৯
সেয়্যসক স্থবিরের উপাখ্যান—২ .....৪৭২
লাজ দেবকন্যার উপাখ্যান—৩ .....৪৭৩
অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৪ .....৪৭৬
অসংযত পরিক্খার ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫ .....৪৮০
বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৬ .....৪৮১
মহাধন বণিকের উপাখ্যান—৭ .....৪৮৪
কুক্কুটমিত্র নিষাদের উপাখ্যান—৮ .....৪৮৬
কোক-শুনক-লুব্ধকের উপাখ্যান—৯ .....৪৯১
মণিকার কুলোপগ তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—১০ .....৪৯৩
তিন প্রকার ব্যক্তিদের উপাখ্যান—১১ .....৪৯৬
সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের উপাখ্যান—১২ .....৫০০

১০. দণ্ডবর্গ

১. ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান—১ .....৫০৩
২. ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান—২ .....৫০৪
সম্বহুল কুমারকের উপাখ্যান—৩ .....৫০৫
কোণ্ডধান স্থবিরের উপাখ্যান—৪ .....৫০৬
উপোসথিক স্ত্রীগণের উপাখ্যান—৫ .....৫১১
অজগর প্রেতের উপাখ্যান—৬ .....৫১২
মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান—৭ .....৫১৫
বহুভণ্ডিক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮ .....৫১৯
সন্ততি মহামাত্যের উপাখ্যান—৯ .....৫২৪
পিলোতিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—১০ .....৫২৭
সুখ শ্রামণেরের উপাখ্যান—১১ .....৫৩০

●●●●●

http://kalpataruboi.org

নিবেদন

ধর্মাধর্মে সুবিজ্ঞ শাক্যমুনি ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রীমুখ পঙ্কজ নিঃসৃত এক একটি ধর্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সদৃশ। ধর্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ সম্ভারে পরিপূর্ণ। ইহাতে মোক্ষপ্রদায়ক নীতিগর্ভ ৪২৩টি গাথা বা শ্লোক আছে। ইহা সূত্রপিটকে ক্ষুদ্র নিকায়ের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ধর্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত। এই ধর্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত... ...।

ধর্মপদের এক একটি গাথার উপমা যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান যুক্তি বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে **'ধর্মপদার্থকথা'** বলে। এই ধর্মপদার্থকথা প্রথম সঙ্গীতিকারক সংগৃহীত মহাকশ্যপ স্থবির প্রমুখ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাস্রব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অর্হৎ মহেন্দ্র স্থবির এই ধর্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধর্মপদার্থকথা অন্যান্য দেশবাসির কোন হিতসাধন হইতেছে না দেখিয়া কুমারকশ্যপ স্থবিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসি ত্রিপিটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত অনুবুদ্ধ 'বুদ্ধঘোষ' স্থবির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাষায় ৭২ ভাণবার যুক্ত **'ধর্মপদার্থকথা'** লিখিয়াছিলেন।

এই ধর্মপদার্থকথা অতি মৃদু মধুর ভাষায় বর্ণিত ধর্মপদের গাথাসমূহের কুশলাকুশল বিপাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক চক্ষুপাল স্থবিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করিতে ছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কর্তৃক আদিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্মপদার্থকথার প্রথম যমকবর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। এই যমকবর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পন্ন।

ধর্মাঙ্কুর বিহারে বিবিধ কার্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ধর্মপদার্থকথার যমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ যাহাতে সরল ও সুখবোধ্য হয় তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

আমার গুরুদেব অতি যত্নের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া ও

http://kalpataruboi.org

একখানা সুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া বি.এ.বি.এল. মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আদ্যপান্ত উত্তমরূপে দেখিয়া অনেকগুলি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিতেছি।

এই গ্রন্থ জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা
৭ ভাদ্র, ২৪ আগস্ট
২৪৭৮ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ

শ্রীশীলালঙ্কার স্থবির
ধর্মদূত বিহার
রেঙ্গুন

http://kalpataruboi.org

গ্রন্থ পরিচয়

Kalpataru Boi PDF

শ্রীশ্রী সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেশিত সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রখানি ধর্ম ও বিনয় নামে কথিত। ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্মকে বুঝায়। বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায়। আবার সমগ্র বিনয় পিটককে (আণাদেসনা) আজ্ঞা দেশনা বলা হয়, কেননা ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। সূত্র পিটককে (বোহার দেসনা) ব্যবহার দেশনা বলা হয়, কেননা ব্যবহার কুশল ভগবান বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভিধর্ম পিটককে (পরমত্থ দেসনা) পরমার্থ দেশনা বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান বহুলভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অভিধর্ম পিটকে প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা নামে অভিহিত।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বিভঙ্গ, উভয় গন্ধক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড। সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায়। অভিধর্ম পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত। এই সতেরখানি মূলগ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করিয়াছেন। এখানে কেবল অট্‌ঠকথা ও টীকাগুলি কাহার দ্বারা প্রণীত উহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ স্থবির প্রণীত : ১. দীঘনিকায়ট্‌ঠকথা—সুমঙ্গল বিলাসিনী। ২. মজ্ঝিমনিকায়ট্‌ঠকথা—পপঞ্চসুদনী। ৩. সংযুক্তনিকায়ট্‌ঠকথা— সারত্থপ্পকাসিনী। ৪. অঙ্গুত্তরনিকায়ট্‌ঠকথা—মনোরথপূরণী। ৫. জাতকট্‌ঠকথা। ৬. সুত্তনিপাতট্‌ঠকথা—পরমত্থ জ্যোতিকা। ৭. ধম্মপদট্‌ঠকথা—সদ্ধম্ম জ্যোতিকা। ৮. খুদ্দকপাঠট্‌ঠকথা—পরমত্থজ্যোতিকা। ৯. বিনয়ট্‌ঠকথা— সমন্তপাসাদিকা।

১। এত্থ হি বিনয়পিটকং আণারহেন ভগবতা আণাবাহুল্লতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সুত্তপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহার বাহুল্লতো দেতিতত্তা বোহার দেসনা, অভিধম্মপিটকং কুসলেন ভগবতা পরমত্থবাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমত্থদেসনাতি বুচ্চতি।—ইতি অট্‌ঠসালিনী

http://kalpataruboi.org

১০. ধম্মসঙ্গনী অট্‌ঠকথা—অট্‌ঠসালিনী। ১১. বিভঙ্গট্‌ঠকথা—সম্মোহবিনোদনী। ১২. পঞ্চপ্পকরণট্‌ঠকথা। ১৩. কঙ্খাবিতরণী টীকা।

শ্রীমৎ ধর্মপাল স্থবির প্রণীত : ১. ইতিবুত্তকট্‌ঠকথা—পরমত্থ দীপনী। ২. বিমানবত্থু অট্‌ঠকথা। ৩. পেতবত্থু অট্‌ঠকথা। ৪. থেরগাথাট্‌ঠকথা। ৫. থেরীগাথাট্‌ঠকথা। ৬. উদানট্‌ঠকথা। ৭. চরিয়াপিটকট্‌ঠকথা। ৮. নেত্তিপ্পকরণট্‌ঠকথা। ৯. বিসুদ্ধিমগ্‌গটীকা। ১০. দীঘনিকায়ট্‌ঠকথা। ১১. মজ্ঝিমনিকায়ট্‌ঠকথা টীকা। ১২. সংযুক্তনিকায়ট্‌ঠকথা টীকা। ১৩. বিনয় বিমতি বিনোদনী টীকা। ১৪. সচ্চসঙ্খেপ।

শ্রীমৎ উপসেন স্থবির প্রণীত : ১. চুলনিদ্দেসট্‌ঠকথা—সদ্ধম্মপজ্জোতিকা ও ২. মহানিদ্দেসট্‌ঠকথা।

শ্রীমৎ মহানাম স্থবির প্রণীত : ১. পটিসম্ভিদা মগ্‌গট্‌ঠকথা—সদ্ধম্মপ্পকাসনী ও ২. মহাবংস (১ম ভাগ)। অন্যতম স্থবির প্রণীত : ১. অপাদানট্‌ঠকথা বিসুদ্ধজনবিলাসিনী।

শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত স্থবির প্রণীত : ১. বুদ্ধবংসট্‌ঠকথা—মধুরত্থ বিলাসিনী ও ২. বিনয় বিনিচ্ছয়ো (সম্পূর্ণ বিনয়ার্থকথা পদ্যে)

শ্রীমৎ সারিপুত্র স্থবির প্রণীত : ১. বিনয় সারত্থদীপনী টীকা। ২. পালিমুত্তক বিনয় বিনিচ্ছয়ো ও ঐ টীকা।

শ্রীমৎ বজিরারাম স্থবির প্রণীত : ১. বিনয় বজিরবুদ্ধি টীকা।

শ্রীমৎ জাগর স্থবির প্রণীত : ১. বিনয়ট্‌ঠকথা সমন্তপাসাদিকা যোজনা।

শ্রীমৎ বুদ্ধনাগ স্থবির প্রণীত : ১. কঙ্ক্ষাবিতরণী টীকা বিনয়ত্থ মঞ্জুসা।

শ্রীমৎ ধর্মশ্রী স্থবির প্রণীত : ১. খুদ্দসিক্‌খা ও ২. মূলসিক্‌খা।

শ্রীমৎ সঙ্ঘরক্ষিত স্থবির প্রণীত : ১. খুদ্দসিক্‌খা টীকা সুমঙ্গলপ্পসাদনী ও ২. মূলসিক্‌খা টীকা।

ব্রহ্মদেশের তম্বদ্বীপ রাজ্যে রতনপুণ্ন নগরে তিরিয় পর্বতবাসি জনৈক ত্রিপিটকাচার্য স্থবির কর্তৃক ২১০১ সুগত বর্ষে লিখিত—১. বিনয়ালঙ্কার টীকা।

শ্রীমৎ আর্যবংশ স্থবির প্রণীত : ১. সুত্তসঙ্গহট্‌ঠকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ স্থবির প্রণীত : ১. অভিধম্মত্থ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ সুমঙ্গল স্থবির প্রণীত : ১. অভিধম্মত্থসঙ্গহ টীকা বিভাবনী। ২. ঐ টীকা পরমত্থদীপনী (লেডি ছেয়াদকৃত)। ৩. ঐ টীকা অঙ্কুর (বিমল স্থবির কৃত)। ৪. ঐ টীকা অতুল বিসোধনী। ৫. ঐ টীকা মণিসার মঞ্জুসা।

● ধম্মপদ

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কবাসি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজবোল ধম্মপদের এক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে তিনি ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। তদনন্তর বার্ণফ,

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

গগার্লি, উফম, ওয়েযার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন। ১৮৭৯ খ্রি. অধ্যাপক মোক্ষমূলর ইংরেজি ভাষায়, ১৮৭৮ খ্রি. ফার্ণন্দহু ফরাসী ভাষায়, ১৮৭৮ খ্রি. রেভারেন্ড বিল চীন ভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ সিফনার তিব্বতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খ্রি. এই ধম্মপদ কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্স সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রেভারেন্ড বিল বলেন—চীন ভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয়। এই ধম্মপদ ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে।

● ধম্মপদট্ঠকথা

ধম্মপদের অট্ঠকথাখানি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক লিখিত হয়। খ্রিস্টীয় ৪১০-৪৩২ অব্দে মহানাম নামক পণ্ডিত মহাবংস নামে সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহানামের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, 'বুদ্ধঘোষ মগধ হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং সিংহলীর অট্ঠকথা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।'

লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহিন্দ স্থবির খ্রিস্টপূর্ব ২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ স্থবির *ধম্মপদট্ঠকথা* পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই স্বীয় রচিত গাথায় গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—'সিংহলী ভাষায় ইহার অট্ঠকথা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসিতেছে না, আমি কুমার কশ্যপ স্থবির কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ইহা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।'

কেহ কেহ বলেন, ধম্মপদট্ঠকথার প্রণেতা মহানাম রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাঁহার পরবর্তীকালে অন্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের বহু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কপ্পোৎপন্ন মনুষ্যগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত হইয়াছে :

'সা মাগধী মূল ভাসা নরা যাযাদিকপ্পিকা,
ব্রহ্মানো চ স্সুতালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে।'

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মাগধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না বলিয়া দেশীয় মাগধী নামে

http://kalpataruboi.org

কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ-সালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার ন্যায় সুমার্জিত নহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রুতিমধুর ও লালিত্যগুণ বিধায় শুদ্ধ মাগধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধী ভাষা উহা মূখ্যত সম্যকসম্বুদ্ধ বর্ণিত ধম্ম বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি বা পঙ্‌ক্তি ক্রমে বুদ্ধপ্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পালি ভাষা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পালি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা যোজনা প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে ঐ ভাষাকে মাগধী পালি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃতাচার্যগণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে যাহাই হউক বুদ্ধের নির্বাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্যন্ত পালি বিশারদ আচার্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শুদ্ধ মাগধী ভাষাকে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া আসিতেছেন।

থেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,
ধম্মপদট্‌ঠকথা চ সোদত্তাভিধানক।
সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,
তাসং অট্‌ঠকথং এতং করোন্তেন সুনিম্মলং,
দ্বাসত্ততি পমানায় ভাণবারেহি পালিয়া।

পূর্বোক্ত ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি, উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি। লঙ্কাধিপতি শীলামেঘ বর্ণাভয় কশ্যপ সিংহলী ভাষায় এই *ধম্মপদট্‌ঠকথার* একখানি গণ্ঠিপদত্থবণ্ণনা সম্পাদন করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীমৎ ধর্মসেন স্থবির রতনাবলী হইতেই *ধম্মপদট্‌ঠকথা* লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভাবত্থু সুদনী নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা মহামনস্বী আচার্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি এই ভাষায় উপাখ্যানগুলি এমন প্রাঞ্জল ভাবসম্পদে পূর্ণ করিয়া রচনা চাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন। এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অন্যত্র বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয়। দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমি এই মহৎ অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্রতী হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, তখন অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা চলিয়া যায়। আবার যখন কলিকাতায় ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান

http://kalpataruboi.org

করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয়। পুনরায় *মিলিন্দপ্রশ্ন* অনুবাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় *ধম্মপদট্ঠকথা*র অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ *ধম্মপদট্ঠকথা*র যমক বর্গ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অর্পিত হইল।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা
বিদর্শনারাম
কানাইমাদারী
২৫-৭-৩২ইং

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা - ১

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা

১-২. মহামোহ তমাচ্ছন্ন বিশ্বে সমুজ্জ্বল ঋদ্ধি প্রভাবে সেই লোকান্তদর্শী কর্তৃক সদ্ধর্ম প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; সেই শ্রীমান সম্বুদ্ধের পাদপদ্মে নমস্কার, সদ্ধর্মকে পূজা ও সংঘকে যুক্তাঞ্জলি করি।

৩-৪. সেই সেই কারণ উপলক্ষে ধর্মাধর্মে অভিজ্ঞ, সদ্ধর্ম পদ (লক্ষ্য) সম্প্রাপ্ত শাস্তা করুণাবেগ সমুৎসাহিত হৃদয়ে দেব-মানবগণের প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধক যেই শুভ ধর্মপদ উপদেশ করিয়াছে;

৫. সেই ধর্মপদের যে নিপুণ অর্থ বর্ণনা আচার্য পরম্পরা আহরিত হইয়াছে, যাহা তাম্রপাণি (সিংহল) দ্বীপে দ্বীপ ভাষায় অবস্থিত।

৬. যাহা অপর জনগণের হিতসম্পদ সাধন করে না, তাহা নিশ্চিতরূপে সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন করুক।

৭-১০. এই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্থিরচিত্ত, দান্ত, সদাচারী ও সদ্ধর্ম স্থিতিকামী স্থবির কুমার কাশ্যপ দ্বারা সগৌরবে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি সেই ভাষা এবং অতি বিস্তৃত বাচন প্রণালী পরিহারপূর্বক মনোরম পালি ভাষায় আরোপ করিয়া গাথাসমূহের যে সকল ব্যঞ্জন পদ তথায় বিভাবিত হয় নাই, কেবল তাহা প্রকাশ করিব। অবশিষ্ট অর্থ হিসাবে তদ্রূপই থাকিবে। আমি বিজ্ঞদের মনের অর্থ ও ধর্মসংযুক্ত প্রীতি ও আনন্দ আবাহন করিয়া ভাষান্তরে বর্ণনা করিব।

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা
প্রথম খণ্ড (যমকবর্গ)

১. যমকবর্গ

চক্ষুপাল স্থবিরের উপাখ্যান—১

১. মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা;
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং।...১

অনুবাদ : বস্তুসমূহের গুণরাজি মনেরই আরোপিত, মনেই তাদের অবস্থিতি, মন দিয়েই তারা নির্মিত। আমরা যেমন ভাবি, সেরূপ হই। তাই দূষিত মনে কেউ কিছু বললে বা করলে দুঃখ তার অনুগমন করে, যেমন গাড়ির চাকা বাহক বলদের অনুসরণ করে।

অন্বয় : ধম্মা[১] (ধর্মসমূহের অর্থাৎ বস্তুর গুণসমূহের মধ্যে) মনোপব্বংগমা (মনপূর্বগামী) মনোসেট্‌ঠা (মন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) মনোময়া [ধর্মরাজি] (মনোময়)। পদুট্‌ঠেন মনসা চে (যদি প্রদুষ্ট মনে) ভাসতি বা করোতি বা [কেউ] (কথা বলে বা কাজ করে) চক্কং বহতো (চাকা যেমন বহনকারী পশুর) পদম্ ইব (পদের ন্যায়) নং (একে অর্থাৎ মানুষকে) দুক্‌খম্ অন্বেতি (দুঃখ অনুসরণ করে)।

মন পূর্বঙ্গম ধর্মচয়, মন শ্রেষ্ঠ মনোময়;
দোষযুক্ত মনে যদি কোন একজন,
বলে কোন কথা কিছু করে বা কর্ম;
শকটের চক্র যথা বৃষ পদে ধায়,
দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায়।

এই ধর্মোপদেশ কোথায় বলা হইয়াছিল? শ্রাবস্তীতে। কাহাকে উপলক্ষ করিয়া? চক্ষুপাল স্থবিরকে।

১. শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ নামে এক মহাধনী, মহাভোগী, ধনাঢ্য কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্নানতীর্থে গমনপূর্বক স্নান করিয়া

---

[১]। ধর্মপদ গ্রন্থ 'ধম্ম' শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, যথা : ১. ধর্মমত অর্থাৎ বুদ্ধ প্রচারিত সত্য, ২. বস্তু কিংবা রূপ, ৩. জীবনধারা এবং ৪. গুণ। এখানে এই শব্দ চতুর্থ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'ধম্ম' শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য ধম্মপদ, মিহির গুপ্ত অনুবাদকৃত বই-এর পরিশিষ্টে শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

http://kalpataruboi.org

আসিবার সময় পথিমধ্যে শাখাসম্পন্ন এক বনস্পতি দেখিতে পাইলেন। 'এই বৃক্ষটিকে হয়ত কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রয় করিয়া থাকিবেন' এই ভাবিয়া তিনি ইহার তলদেশ পরিষ্কার করাইলেন, চারিদিকে প্রাকার বেষ্টনী করাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং ধ্বজাপতাকা উত্তোলন করাইলেন, বনস্পতিকে সমলঙ্কৃত করিয়া 'পুত্র বা কন্যা লাভ করিলে আপনার মহাসৎকার করিব' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২. অনন্তর তাঁহার ভার্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ভার্যা গর্ভসঞ্চার হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাঁহার গর্ভ পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতিপালিত বনস্পতির প্রসাদে পুত্র লাভের দরুন তার নাম রাখিলেন 'পালিত'। কিছুদিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ করিলেন। তাহার 'চুল্লপাল' নাম রাখিয়া জ্যেষ্ঠের নাম পরিবর্তন করিয়া 'মহাপাল' রাখিলেন। তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

৩. তখন শাস্তা ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক চুয়ান্ন কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত জেতবন মহাবিহারে জনগণকে স্বর্গমার্গে ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে করিতে বাস করিতেছিলেন। তথাগত মাতৃপক্ষের অশীতি সহস্র ও পিতৃপক্ষের অশীতি সহস্র, এই দ্বি অশীতি সহস্র জ্ঞাতিকুল দ্বারা নির্মিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে ঊনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা কর্তৃক সপ্তবিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পূর্বারাম বিহারে ছয় বর্ষা, এই দুই কুলের গুণ মহত্ত্বের জন্য শ্রাবস্তীকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডিক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুইবার তথাগতের সেবা করিতে যাইতেন। 'তরুণ শ্রামণেরগণ কিছু প্রাপ্তির আশায় আমাদের হাতের দিকে তাকাইবেন' এই মনে করিয়া তাঁহারা যাইবার সময় কখনও রিক্ত হস্তে যাইতেন না। পূর্বাহ্নে যাইবার সময় অনেক খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও অপরাহ্নে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য[৩] ও অষ্টবিধ[৪] পানীয় লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের দুইজনের আবাসেও নিত্য দুই সহস্র ভিক্ষুর জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত। অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্যের মধ্যে যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাহা যথেচ্ছা লাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনাথপিণ্ডিক একদিনও শাস্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি ভাবিতেন—'তথাগত বুদ্ধ সুকুমার ক্ষত্রিয় সুকুমার হন, 'গৃহপতি আমার উপকারক' ইহা মনে করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিলে ক্লান্ত হইতে

৩। ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড়।

৪। মধু, কিশমিশ, শালুক, কাঁঠালীকলা, আঁটিকলা, আম, জাম ও পানীফল এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক্ক না করিয়া ছাঁকিয়া ভিক্ষুরা ইচ্ছা করিলে বিকালে পান করিতে পারেন।

http://kalpataruboi.org

পারেন' এই মনে করিয়া শাস্তার প্রতি স্নেহাধিক্যবশত তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না। কিন্তু তিনি বসিবামাত্র 'এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় স্থানে রক্ষা করিতেছে। আমি যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজের অলঙ্কৃত প্রতিমণ্ডিত শির ছেদন করিয়া, চক্ষুযুগল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় মাংস ছিন্ন করিয়া ও প্রাণসম স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমীসমূহ পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্মদেশনা করিবার জন্যই করিয়াছি। এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় স্থানে রক্ষা করিতেছে।' শাস্তা ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন।

৪. সেই সময় শ্রাবস্তীতে সাতকোটি লোক বাস করিতেন। তাহাদের মধ্যে পাঁচকোটি শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্যশ্রাবক হইয়াছিলেন; দুই কোটি মাত্র পৃথকজন[৩] ছিল। আর্যশ্রাবকদের এই দুইটি কর্তব্য ছিল। ভোজনের পূর্বে আহার্যবস্তু দান দিতেন এবং আহারান্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্গে নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি হস্তে করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইতেন।

৫. একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্যশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমাল্য হস্তে বিহারে যাইতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'এতলোক কোথায় যাইতেছে?' প্রত্যুত্তরে শুনিলেন—'ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছেন।' তাহা শুনিয়া 'আমিও যাইব' এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিহারে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক সমাগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৬. বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যাদির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়াই তাহার অভিপ্রায় অনুসারে উপদেশ দিয়া থাকেন। তদ্ধেতু সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে আনুপূর্ব কথা কহিলেন; যথা—দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামগুণ সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্লেশ এবং নিষ্কামের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপাল কুটুম্বিক ভাবিতে লাগিলেন—'পরলোক গমনকালে পুত্র-কন্যা কিংবা ভোগসম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীরও নিজের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার কি হইবে? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' দেশনাবসানে তিনি শাস্তার সমীপে যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার কি বিদায় নিয়া আসার মত কোন আত্মীয় নাই?'

'ভন্তে! আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে।'

'তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আস।'

৭. তিনি সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন—'ভাই, এই কুলে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর, তুমি তাহা গ্রহণ কর।'

'দাদা, আপনি কি?'

---

[৩]। যাহারা নির্বাণের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই।

http://kalpataruboi.org

'আমি শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইব।'

'কি বলিতেছেন দাদা! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার ন্যায়, পিতার মৃত্যুতে পিতার ন্যায় পাইয়াছি। আপনার গৃহে মহাবিভব বর্তমান। গৃহে বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না।'

'ভাই, আমি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়াছি; তিনি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া আদি, মধ্য ও অবসানে কল্যাণময় ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না; আমি প্রব্রজিত হইব, ভাই।'

'দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন।'

'বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না, জ্ঞাতিগণের আর কথাই বা কি! তাই আমি তোমার কথা রক্ষা করিব না, শ্রবণব্রত পরিপূর্ণ করিব।'

'যাহার জরা জর্জরিত হস্তপদ অকর্মণ্য ও শক্তিহীন হয়, সে কি প্রকারে ধর্ম আচরণ করিবে?'

'বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব।' কনিষ্ঠের রোদন সত্ত্বেও তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া আচার্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন। অনন্তর তিনি বর্ষাবাস[১] শেষ করিয়া প্রবারণার[২] পর শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এই শাসনে কয়টি ধুর?'

'গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর দুইধুর ভিক্ষু।'

'ভন্তে! গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর কি?'

'নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায় বা সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রন্থধুর। লঘুবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমাস্থ বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার শরীরে ক্ষয়-ব্যয়ের ভাব অবলোকন করা এবং সতত ক্রিয়াবশে বা অদম্য উৎসাহে বিদর্শন বাড়াইয়া অর্হত্ত্ব লাভের নাম বিদর্শনধুর।'

'ভন্তে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শনধুরই পূর্ণ করিব; আমাকে 'কর্মস্থান[৩] সম্বন্ধে বলুন।'

৮. অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অর্হত্ত্ব কর্মস্থান পর্যন্ত বলিলেন। তিনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না অন্বেষণ করিলেন। ষাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি তাঁহাদের সহিত নিষ্ক্রমণ করিলেন। তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রমপূর্বক এক বৃহৎ প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। লোকেরা নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন সজ্জিত করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার

---

[১]। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময়।

[২]। দোষ হইলে বলিবার জন্য অপরকে আরাধনা করা।

[৩]। ভাবনা।

http://kalpataruboi.org

পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে আর্যগণ! আপনারা কোথায় যাইতেছেন?'

'সুবিধাজনক স্থানে, উপাসকগণ!'

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুঝিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপযোগী বাসস্থানের অন্বেষণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—'ভন্তে আর্যগণ! আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, তবে আমরা শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব।' ভিক্ষুরাও এই মনে করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন যে 'এই কুলসমূহের আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা ভবদুঃখের অবসান করিব।' লোকেরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিহার সংস্কার করিয়া রাত্রি স্থান, দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন। তাঁহারা নিত্যই সেই গ্রামে পিণ্ডের জন্য প্রবেশ করিতেন। অনন্তর এক বৈদ্য আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—'ভন্তে, বহুজন একত্রে বাস করিতে গেলে অসুখাদি হইয়া থাকে, আপনাদের অসুখ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব।' এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থবির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে সেই ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুস[৯] তোমরা এই তিন মাস কয় 'ঈর্যাপথে'[১০] অতিবাহিত করিবে?'

'চারি ঈর্যাপথে, ভন্তে!'

'আবুস, ইহা কি সমীচীন? অপ্রমত্ত হওয়া উচিত নহে কি? আমরা জীবন্ত বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান নিয়া আসিয়াছি; বুদ্ধগণকে শঠতা দ্বারা আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ অভিলাষ দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিতে হয়। প্রমত্তের পক্ষে চারি অপায়[১১] স্বীয় গৃহ সদৃশ হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও, আবুস।'

'ভন্তে! আপনি?'

'আমি তিন ঈর্যাপথে অতিবাহিত করিব, পৃষ্ঠ প্রসারিত করিব না আবুস।'

'সাধু ভন্তে, অপ্রমত্ত হউন।'

৯. স্থবির নিদ্রা যাইতেন না, তাই প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইলেই তাহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল। ছিন্নঘট হইতে জলধারার ন্যায় চক্ষুযুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি সারারাত্রি শ্রমণধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশপূর্বক উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন—'ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে।'

'তাহা হইলে আবুস, পাত্র চীবর গ্রহণ কর' এই বলিয়া তিনি নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার সজলধারচক্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এ কি?'

'আবুস, আমার চক্ষু বায়ুবিদ্ধ হইয়াছে।'

৯। ভিক্ষুদের মধ্যে বয়কনিষ্ঠের প্রতি আহ্বান, বন্ধু।

১০। শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ঈর্যাপথ বলে।

১১। নরক, তির্যক, প্রেত ও অসুরলোক।

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, বৈদ্য আমাদের চিকিৎসার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন নহে কি? তাঁহাকে আমরা বলিব।'

'সাধু আবুস।'

১০. ভিক্ষুরা বৈদ্যকে কহিলেন। তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন। স্থবির উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বৈদ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—'ভন্তে, আর্যের চোখে নাকি বাতবিদ্ধ হইতেছে?'

'হাঁ, উপাসক!'

'ভন্তে, আমি ত তৈলপাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উহা কি নাকে আসেচন করিয়াছেন?'

'হাঁ উপাসক!'

'এখন কেমন লাগিতেছে?'

'এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক!'

১১. বৈদ্য চিন্তা করিলেন—'আমি একবার প্রয়োগেই উপশম সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি?' চিন্তা করিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, তৈল বসিয়া আসেচন করিয়াছিলেন, না শুইয়া করিয়াছিলেন?' স্থবির নীরব রহিলেন, পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু কহিলেন না। চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন—'বিহারে গিয়া স্থবিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে।' প্রকাশ্যে কহিলেন—'তাহা হইলে ভন্তে, আপনি এখন যান।' স্থবিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে গেলেন। সেইখানে স্থবিরের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার চংক্রমণ স্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন, শয়নস্থান দেখিলেন না। তিনি স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি কি বসিয়া তৈল আসেচন করিয়াছেন, না শুইয়া।' স্থবির নীরব রহিলেন।

চিকিৎসক পুনঃপুন অনুরোধ করিয়া কহিলেন—'ভন্তে, আর এমন করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমণধর্ম পালন করিতে পারিবেন; শুইয়া তৈল আসেচন করিবেন।'

১২. 'যাও আবুস, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।' সেইখানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা স্বলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন কাহার সঙ্গে? স্থবির অশুভ কায়ের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—'আবুস পালিত, বল ত দেখি, তুমি কি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও? আদি-অন্ত বিরহিত সংসারবর্তে কতকাল যে চক্ষুহীন ছিলে তাহার গণনা নাই। কত শত সহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ; কাজেই তোমার চক্ষু নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধশাসনকেই ধরিয়া থাক, চক্ষুকে নয়।' তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে এই সকল গাথা ভাষণ করিলেন :

মমত্ববোধক চক্ষুযুগল ক্ষয় হইতেছে; কর্ণদ্বয় ক্ষয় হইতেছে, সেইরূপে দেহ

http://kalpataruboi.org

এবং দেহাশ্রিত এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষয় হইতেছে। হে পালিত! কি কারণে তুমি প্রমত্ত হইতেছ?

মমত্ববোধক চক্ষুযুগল জীর্ণ হইতেছে, কর্ণদ্বয় জীর্ণ হইতেছে, সেইরূপে কায় এবং কায়াশ্রিত এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীর্ণ হইতেছে। হে পালিত! কি কারণে তুমি প্রমত্ত হইতেছ?

মমত্ববোধক চক্ষুযুগল নষ্ট হইতেছে, কর্ণদ্বয় নষ্ট হইতেছে, সেইরূপে রূপ এবং রূপাশ্রিত এই সমস্ত নষ্ট হইতেছে। হে পালিত! কি কারণে তুমি প্রমত্ত হইতেছ?

১৩. এইরূপে গাথাত্রয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই নাসিকায় তৈল সিঞ্চন করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, নস্য কর্ম করিয়াছেন কি?'

'হাঁ, উপাসক!'

'এখন কেমন বোধ হইতেছে, ভন্তে?'

'এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক!'

'শুইয়া করিয়াছেন, না বসিয়া করিয়াছেন?'

১৪. স্থবির নীরব রহিলেন। পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিলেন না। অনন্তর বৈদ্য তাঁহাকে কহিলেন—'ভন্তে, আপনি ভাল করিতেছেন না, অদ্য হইতে বলিবেন না যে, অমুক আমাকে তৈলপাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার জন্য তৈলপাক করিয়াছিলাম।' তিনি বৈদ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে গমনপূর্বক নিজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'শ্রমণ, বৈদ্যও তোমাকে ত্যাগ করিল, 'ঈর্যাপথ' ত্যাগ করিও না।'

হে পালিত! চিকিৎসায় তুমি বৈদ্য কর্তৃক বর্জিত হইয়াছ; নিশ্চিত মৃত্যুরাজের অধীন হইয়াছ, আর কেন প্রমত্ত হইতেছ?

১৫. এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বেও নয় পরেও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্লেশ (পাপ) দুই নষ্ট হইল। তিনি সূক্ষ্মবিদর্শক অর্হৎ হইয়া কক্ষে প্রবেশপূর্বক উপবেশন করিলেন। ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে ভিক্ষুরা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন—'ভন্তে, ভিক্ষাচর্যার সময় হইয়াছে।'

'আবুস, সময় হইয়াছে?'

'হাঁ ভন্তে।'

'তবে তোমরা যাও।'

'ভন্তে আপনি?'

'আবুস, আমি চক্ষুহীন হইয়াছি।'

১৬. তাঁহারা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন—'ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমরা আপনার সেবা করিব।' তাঁহারা স্থবিরকে আশ্বস্ত করিয়া এবং যথাকর্তব্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। লোকেরা

http://kalpataruboi.org

তাঁহাদের সঙ্গে স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আমাদের আর্য কোথায়?' তাহারা তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্য যাগু পাঠাইয়া দিল এবং নিজেরা তাহার জন্য আহার্য লইয়া বিহারে গমন করিল। বিহারে যাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল—'ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্ত্বাবধান করিব।' তাহারা তাঁহাকে এইরূপে সমাশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল। সেই হইতে তাহারা নিয়মিতভাবে বিহারেই যাগু ও ভাত পাঠাইতে লাগিল। স্থবিরও অপর ষাটজন ভিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরকে কহিলেন—'ভন্তে, আমরা শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।' স্থবির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি দুর্বল, পথিমধ্যে অমনুষ্য পরিগৃহীত বন আছে; আমি যদি ইহাদের সঙ্গে যাই, তবে সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহাদিগকে পূর্বেই পাঠাইয়া দিব।' অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন—'আবুস, তোমরা পূর্বে যাও।'

'আপনি ভন্তে?'

'আমি দুর্বল, পথিমধ্যে অমনুষ্যাশ্রিত বন আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমরা পূর্বে যাও।'

'ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই যাইব।'

'আবুস, তোমরা এমন রুচি করিও না, এমন হইলে আমার অসুবিধা হইবে। আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে আমার চক্ষুহানির বিষয় বলিও। সে আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি তাহার সহিত যাইব। তোমরা আমার আদেশে দশবল[১২] ও অশীতি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিবে।' এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

১৭. তাঁহাদের কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে স্থবিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনুষ্যরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আপনারা যেন কোথাও যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে?'

'হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।'

তাহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জন্য পুনঃপুন বলিয়াও যখন জানিল যে একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাহারা কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্তাকে ও মহাস্থবিরদিগকে স্থবিরের কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন। পরদিবস স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া

---

[১২]। বুদ্ধ।

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। কুটুম্বিক 'চুল্লপাল' তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সম্মানের সহিত উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার ভ্রাতা স্থবির কোথায়?' তাঁহারা তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি তাঁহাদের পাদমূলে অবলুণ্ঠিত হইয়া রোদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এখন কি করা কর্তব্য?'

'স্থবির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন, কেহ গেলে তাহার সহিত আসিবেন।'

'ভন্তে, এ আমার ভাগিনেয়, ইহার নাম পালিত; ইহাকে পাঠাইয়া দেন।'

'এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে; প্রব্রজিত করাইয়া পাঠাইতে হইবে।'

'সেইরূপ করিয়া পাঠান, ভন্তে।'

১৮. অনন্তর ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া অর্দ্ধমাস যাবৎ চীবর পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সন্ধান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সে অনুক্রমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া কোন অরণ্য বিহার আছে কি?'

'আছে ভন্তে।'

'তথায় কে বাস করেন?'

'পালিত স্থবির ভন্তে।'

'আমাকে পথ দেখাইয়া দেন।'

'ভন্তে আপনি কে?'

'আমি স্থবিরের ভাগিনেয়।'

১৯. অতঃপর বৃদ্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন। শ্রামণের স্থবিরকে বন্দনা করিল এবং অর্দ্ধমাস যাবৎ ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল। তৎপর বলিল—'ভন্তে, আমার মাতুল কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই।'

'তাহা হইলে, আমার যষ্ঠির অগ্রভাগ ধারণ কর।'

সে যষ্ঠির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল। লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল—'কি ভন্তে, আপনি যেন কোথায়ও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে?'

'হাঁ উপাসক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব।'

২০. তাহারা স্থবিরকে নানা প্রকারে সেখানে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল, কিন্তু অর্দ্ধপথ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল। অতঃপর তাহারা রোদন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল।

শ্রামণের স্থবিরের যষ্ঠিটি ধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে বনমধ্যে কাষ্ঠনগরে উপনীত হইল। পূর্বে স্থবির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া জনৈক স্ত্রীলোক অরণ্যে গান

http://kalpataruboi.org

করিতে করিতে কাষ্ঠ আহরণ করিতেছিল। শ্রামণের গীতশব্দ শুনিয়া তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইল।

২১. স্ত্রী শব্দের ন্যায় পুরুষদের সমস্ত শরীর বিস্ফারিত হইয়া স্থিত থাকিতে পারে এমন অন্য কোন শব্দের সামর্থ নাই। তাই ভগবান বলিয়াছেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও সম্যকরূপে দেখিতেছি না, যাহা এইরূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত অধিকার করিয়া স্থিত থাকিতে পারে; যেমন এই স্ত্রীশব্দ।' শ্রামণের সেই স্ত্রীশব্দে নিমিত্ত[১০] গ্রহণ করিয়া যষ্ঠির অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—'ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান, আমার কাজ আছে।' এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল। স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল। সে তাহার সহিত শীল বিপত্তি প্রাপ্ত হইল। তখন স্থবির চিন্তা করিলেন—'এই মাত্রই এক গীতশব্দ শুনিতেছিলাম; তাহাও স্ত্রীর গীতশব্দ। শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে; বোধ হয় সে শীলভ্রষ্ট হইয়াছে।' সেও আপন কাজ শেষ করিয়া আসিয়া কহিল—'ভন্তে, চলুন আমরা যাই।' অতঃপর স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শ্রামণের, তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ?' সে নীরব রহিল। পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না। অতঃপর স্থবির তাহাকে কহিলেন—'সেইরূপ পাপী আমার যষ্ঠির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।' শ্রামণেরের সংবেগ উৎপন্ন হইল। সে চীবর খুলিয়া গৃহীর ন্যায় পরিধান করিয়া কহিল—'ভন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাম, এখন গৃহী হইয়াছি। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও আমি শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হই নাই, পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, আসুন আমরা যাই।'

'আবুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ। তুমি শ্রামণের অবস্থায় থাকিয়া মাত্র শীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর কি কল্যাণধর্ম আচরণ করিবে? তোমার ন্যায় পাপীর পক্ষে আমার যষ্ঠি গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।'

'ভন্তে, পথে অমনুষ্য উপদ্রব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইস্থানে বাস করিবেন?'

২২. অতঃপর স্থবির তাহাকে কহিলেন—'আবুস, তুমি এইজন্য চিন্তা করিও না, আমি এইখানেই শুইয়া মরিলেও অথবা এদিক ওদিক গড়াইয়া পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত যাওয়া হইবে না' এই বলিয়া তিনি এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

'হায়! আমি চক্ষুহীন, অরণ্যপথে আসিয়াছি,
শুইয়া থাকিব, তথাপি যাইব না, পাপীর সঙ্গে সাহচর্য হয় না।
হায়! আমি চক্ষুহীন, অরণ্য পথে আসিয়াছি,
মরিব, তথাপি যাইব না, অজ্ঞের সঙ্গে সাহচর্য হয় না।

২৩. তাহা শুনিয়া শ্রামণের জাতসংবেগ হইয়া 'আমি ভারি, দুঃসাহসিক,

[১০]। কামরাগ সংমিশ্রিত স্বরূপ ভাব।

http://kalpataruboi.org

অযোগ্য কাজ করিয়াছি' এই বলিয়া বাহুতে চক্ষু আবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করতঃ অরণ্যের দিকে ধাবিত হইল।

স্থবিরের শীলতেজে দেবরাজ ইন্দ্রের ষাট যোজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ যোজন প্রস্থ, পঞ্চাশ যোজন ঘন, জয়সুমন পুষ্পবর্ণ, উপবেশন ও উত্থানকালে অবনয়ন ও উন্নয়ন স্বভাব পাণ্ডুকম্বল শিলাসন উষ্ণ হইয়া উঠিল। ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হইলেন; 'কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় কি?' তিনি দিব্য চক্ষুতে দেব-মনুষ্যলোক অবলোকন করিয়া স্থবিরকে দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :

'সহস্র নেত্র দেবেন্দ্র দিব্যচক্ষু বিশোধন করিলেন,
পাপ নিন্দুক এই পাল স্বজীবিকা বিশোধিত করিলেন।'
সহস্র নেত্র দেবেন্দ্র দিব্যচক্ষু বিশোধন করিলেন।
ধর্ম গৌরবী এই পালঙ্কাসনে রত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

২৪. অতঃপর দেবেন্দ্র এই মনে করিলেন—'যদি আমি এইরূপ পাপনিন্দক ধর্মের প্রতি গৌরব ভাবযুক্ত আর্যের নিকট না যাই তাহা হইলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে; তাঁহার নিকট যাইব।' সেইজন্য বলা হইয়াছে—

'দেবরাজ শ্রী দেবেন্দ্র সহস্র নেত্র,
ক্ষণকাল মধ্যেই আসিয়া চক্ষুপাল সমীপে উপনীত হইলেন।

২৫. দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্থবিরের অদূরে পদ শব্দ করিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তুমি?'

'ভন্তে, আমি পথিক।'

' কোথায় যাইতেছ, উপাসক?'

'শ্রাবস্তীতে, ভন্তে।'

'যাও আবুস।'

'ভন্তে আর্য, কোথায় যাইবেন?'

'আমিও সেখানে যাইব।'

'তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব।'

'আমি দুর্বল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলম্ব হইবে।'

'আমার তেমন জরুরী কিছু নাই, আর্যের সঙ্গে গেলে আমিও দশবিধ পুণ্যক্রিয়া বস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে।

২৬. 'ইনি একজন সৎপুরুষ হইবেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থবির কহিলেন—'তাহা হইলে উপাসক, আমার যষ্ঠির অগ্রভাগ ধারণ কর।' শক্র তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন।

স্থবির শঙ্খ মৃদঙ্গাদির শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই শব্দ কোথায় হইতে আসিতেছে?'

'শ্রাবস্তী হইতে ভন্তে।'

http://kalpataruboi.org

'উপাসক, পূর্বে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক সময় লাগিয়াছিল।'

'ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি।'

তখন স্থবির বুঝিতে পারিলেন—'ইনি মনুষ্য নহেন, দেবতা হইবেন।'

'দেবরাজ লক্ষ্মীশ্বর, সহস্রনেত্র দেবেন্দ্র,

সেই পথ সংক্ষেপ করিয়া সত্বর শ্রাবস্তীতে আগমন করিলেন।

২৭. কনিষ্ঠ কুটুম্বিক স্থবিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শক্র স্থবিরকে সেখানে নিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং প্রিয় সুহৃদের বেশে চুল্লপালের নিকট যাইয়া 'বন্ধুপাল' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

'কি বন্ধু?'

'স্থবির আসিয়াছেন, জান?'

'না, জানি না, স্থবির আসিয়াছেন কি?'

'হাঁ বন্ধু, আমি এখনই বিহারে যাইয়া স্থবিরকে তোমার নির্মিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

২৮. কুটুম্বিক বিহারে গেলেন। তথায় স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার পাদমূলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—'ভন্তে, আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রব্রজিত হইতে বাধা দিয়াছিলাম।' এইরূপ অনেক পরিতাপের পর দুইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত করাইয়া কহিলেন—'গ্রাম হইতে যাগু-ভাতাদি আনিয়া স্থবিরের সেবা করিতে থাকুন।' বলিয়া শ্রমণেরদ্বয়কে স্থবিরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

২৯. শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া স্থবিরের সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিবস বিদেশবাসি ভিক্ষুগণ 'শাস্তাকে দেখিব' মনে করিয়া জেতবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া অশীতি মহাস্থবিরকে দর্শন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বিহারে বিচরণ করিতে করিতে চক্ষুপাল স্থবিরের বাসস্থানে সমীপবর্তী হইয়া 'তাঁহাকেও দেখিব' মনে করিয়া সন্ধ্যাকালে তদভিমুখী হইলেন। তখন আকাশেও মহামেঘোদয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন—'এখন সন্ধ্যাও হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব' মনে করিয়া নিবৃত হইলেন। প্রথম যামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম যামে থামিয়া গেল। স্থবির আরদ্ধবীর্য চংক্রমণশীল মতোই শেষ যামে তিনি চংক্রমণ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তখন নববৃষ্টি সিক্ত ভূমি হইতে বহু ইন্দ্রগোপ[১৪] উঠিয়াছিল। স্থবিরের চংক্রমণ সময়ে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল। আবাসিকেরা স্থবিরের চংক্রমণ স্থান সকালে সম্মার্জন করে নাই। অপর ভিক্ষুরা 'স্থবিরের বাবস্থান দেখিব' বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চংক্রমণ স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে এখানে চংক্রমণ করে?'

---

[১৪]। রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট বিশেষ।

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, আমাদের উপাধ্যায়।'

৩০. ভিক্ষুরা অনুযোগের সুরে কহিলেন—'শ্রমণটির কর্ম দেখুন, যখন চক্ষু ছিল তখন কিছুই না করিয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল। এখন চক্ষুহারা হইয়া চংক্রমণ করিতে যাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবননাশ করিল। ভাল কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিল।'

অতঃপর তাঁহারা যাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—'ভন্তে, চক্ষুপাল স্থবির চংক্রমণ করিতে যাইয়া বহু প্রাণী বধ করিয়াছে।'

'তোমরা কি মারিতে তাহাকে দেখিয়াছ?'

'দেখি নাই ভন্তে।'

'যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণীসমূহ দেখিতে পায় নাই। ক্ষীণাসবদের বধচেতনা নাই, ভিক্ষুগণ।'

'ভন্তে, অর্হত্ত্বের হেতু থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্ধ হইলেন কেন?'

'ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কর্মবশেই।'

'ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন?'

'তাহা হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর :

৩১. 'অতীতকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিতেন। তখন জনৈক বৈদ্য গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত। এক সময় কোন দুর্বলচক্ষু স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার অসুখ হইয়াছে কি?'

'আমি চক্ষে দেখিতে পাই না?'

'তোমাকে ঔষধ দিব?'

'দেন মহাশয়।'

'আমাকে কি দিবে?'

'যদি আমার চক্ষু স্বাভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদেরসহ আপনার দাসী হইব।'

৩২. সে 'ভাল' বলিয়া ঔষধ দিল। একমাত্রা ঔষধেই চক্ষু স্বাভাবিক হইল। সেই স্ত্রীলোক চিন্তা করিল—'ছেলে-মেয়েসহ এর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন না, তাঁহাকে বঞ্চনা করিব।' বৈদ্য আসিয়া তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল—'এখন কেমন ভদ্রে?'

প্রত্যুত্তরে কহিল—'পূর্বে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিন্তু এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে।'

৩৩. বৈদ্য চিন্তা করিল—'এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কিছুই না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে। ইহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার কোন প্রয়োজন নাই। এখনই ইহাকে অন্ধ করিব।' সে গৃহে যাইয়া ভার্যাকে সেই কথা কহিল। গৃহিণী নীরব রহিল। বৈদ্য এক প্রকার ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাইয়া কহিল—'ভদ্রে, এই ঔষধের অঞ্জন দাও।' এই বলিয়া অঞ্জন দেওয়াইল। অঞ্জন দেওয়াতে তাহার দুই চক্ষু দীপশিখার ন্যায় জ্বলিয়া গেল। চক্ষুপালই সেই

http://kalpataruboi.org

বৈদ্য ছিল।

'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের তখনকার কৃতকর্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া আসিয়াছে। ধুরবাহী বলীবর্দের পাদ অনুগামী চক্রের ন্যায় পাপকর্ম অনুগমন করে।'

৩৪. ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া শিরোনামাঙ্কিত শাসনের (পত্রের) উপর রাজমুদ্রা চিহ্নিত করার ন্যায় ধর্মরাজ এই গাথা কহিলেন :

মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময়। যদি কেহ দ্বেষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহীর (বলদের) পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তাহার অনুসরণ করে।

৩৫. তথায় 'মন' বলিলে—কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত চতুর্ভৌমিক চিত্ত[১৫] বুঝায়। কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈদ্যের উৎপন্ন চিত্তভেদে নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছেদ্যমান দৌর্মনস্য-সহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত চিত্তই লক্ষিত হইতেছে।

'পূর্বঙ্গম'—প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রণী, পূর্বগামী।

'ধর্মচয়'—গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্যাপ্তি) ও নিঃসত্ত্ব-নির্জীব ভেদে ধর্ম চতুর্বিধ। তন্মধ্যে :

'ধর্ম ও অধর্ম উভয়ের বিপাক সমান নয়,
অধর্ম নিরয়ে নেয় আর ধর্ম সুগতি প্রাপ্ত করায়।'

এই গাথায় ধর্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ ধর্মদেশনা করিব' ইত্যাদি এই বাক্যে ধর্মশব্দে দেশনা ধর্ম বুঝাইতেছে।

'হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র সূত্র-গেয়্যাদি ধর্ম শিক্ষা করে' এই বাক্যে ধর্ম শব্দ পর্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'সেই সময়ে ধর্ম হয়, স্কন্ধ হয়' ইত্যাদি। এই বাক্যে ধর্ম শব্দ নিঃসত্ত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাকে নির্জীব ধর্মও বলা হয়। তন্মধ্যে এই স্থানে নিঃসত্ত্ব-নির্জীব ধর্মই অভিপ্রেত। তাহা অর্থ ভেদে 'বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্কন্ধকে বুঝাইতেছে।

মন ইহাদের মধ্যে পূর্বঙ্গম বলিয়া 'মনপূর্বগামী' বলা হইয়াছে। মন ধর্মসমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বাস্তু ও সমানালম্বন হইয়া এবং অপূর্বাপরভাবে, একক্ষণে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ইহাদের পূর্বঙ্গম হয়? উৎপাদন 'প্রত্যয়' অর্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রামঘাতাদি দুষ্কর্ম করিলে 'কে ইহাদের পূর্বগামী?' এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সেই কার্য করে, যে তাহাদের কার্যের প্রত্যয় বা কারণ হয়,

[১৫]। কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর চিত্ত।

http://kalpataruboi.org

সে (বা তাহার নাম) দত্তই হউক আর মত্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পূর্বগামী বলিয়া উক্ত হয়। তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাতব্য। উৎপাদন প্রত্যয় অর্থে মন ইহাদের পূর্বঙ্গম বলিয়া মনপূর্বঙ্গম। মন উৎপন্ন না হইলে তাহারা উৎপন্ন হইতে পারে না। মন কিন্তু কোন কোন চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয়। অধিপতিরূপে মন ইহাদের (ধর্মসমূহের) শ্রেষ্ঠ মনশ্রেষ্ঠ। যেমন চোর প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগণ, দলের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধর্মসমূহের মধ্যে মনশ্রেষ্ঠ। যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিষ্পন্ন ভাণ্ডসমূহ কাষ্ঠময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ইহারাও মন হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া কথিত হয়।

৩৬. 'প্রদুষ্টমনে' আগন্তুক বা বহিরাগত অভিধ্যাদি (লোভাদি) দোষের দ্বারা দূষিত মন। প্রকৃত মন ভবাঙ্গচিত্ত। তাহা অপ্রদুষ্ট যেমন নির্মল জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল, পীতজল নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ইহা নতুন জলও হয় না, পূর্বের নির্মল জলও থাকে না; তদ্রূপ চিত্তও অভিধ্যা প্রভৃতি আগন্তুক দোষের দ্বারা প্রদুষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে নতুন চিত্তও হয় না, পূর্বের ভবাঙ্গ চিত্তও থাকে না। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই চিত্ত প্রভাস্বর, তাহা আগন্তুক উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।' এইরূপ 'প্রদুষ্ট মনে যদি কাজ করে কিম্বা কথা বলে, কথা বলিলে চতুর্বিধ মন্দ বাক্যই (মিথ্যা, পরুষ, পিশুন ও সম্প্রলাপ বাক্যে) বলে; কার্য করিবার সময় ত্রিবিধ কায়িক পাপ (প্রাণীহত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদত্ত গ্রহণ ও অবৈধ কামাবচর) করে; কিছু না বলিলে ও না করিলে অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা প্রদুষ্ট মানস হেতু উক্ত ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিতপূর্ণ করে। এইরূপ তাহার দশ অকুশল 'কর্মপথ' পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৩৭. 'দুঃখ তাহার অনুসরণ করে' সেই ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র হইতে উৎপন্ন দুঃখ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে। দুশ্চরিত্র প্রভাবে চারি অপায় বা মনুষ্যলোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কায়িক চৈতসিক বিপাকদুঃখ অনুগমন করে। তাহা কিরূপ—'শকটবাহীর পদানুগামী চক্রের ন্যায়' ধুরে যুক্ত ধুর বহনকারী বলীবর্দের পদচক্রের ন্যায়। ধুরবাহী বলীবর্দ একদিন, দুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অর্দ্ধমাস, এমন কি একমাস ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না, পক্ষান্তরে সম্মুখ দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে গ্রীবা বাধে, পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উরুমাংস প্রতিহত করে; এই ভাবে দ্বিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্র তাহার পদানুপদিক হয়। তদ্রূপ প্রদুষ্ট মনের দ্বারা ত্রিবিধ দুশ্চরিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিয়রাদি স্থানের যেখানে যেখানে যায় সেই সেইখানে দুশ্চরিতমূলক কায়িক চৈতসিক দুঃখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

গাথা পর্যাবসানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরিষদে উপস্থিত অন্যান্যদেরও এই ধর্মদেশনা সার্থক ও ফলবতী হইয়াছিল।

kalpataru Boi.org

http://kalpataruboi.org

মৃষ্টকুণ্ডলীর উপাখ্যান—২

২. মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা;
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।...২

অনুবাদ : বস্তুসমূহের গুণরাজি মনেরই আরোপিত, মনেই তাদের অবস্থিতি, মন দিয়েই তারা নির্মিত। প্রসন্নমনে যিনি কথা বলেন বা কাজ করেন সুখ তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়ার মত অনুসরণ করে।

অন্বয় : ধম্মা মনোপুব্বংগমা মনসেট্‌ঠা মনোময়া (মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনোময়)। পসন্নেন মনসা চে (যদি কেহ প্রসন্ন মনে) ভাসতি বা করোতি বা (কথা বলে বা কাজ করে) ততো অনপায়িনী ছায়া ইব (তবে সর্বক্ষণ ছায়ার ন্যায়) সুখং নং অন্বেতি (সুখ তাকে অনুসরণ করে।)

'মনপূর্বগামী' এই দ্বিতীয় গাথাও মৃষ্টকুণ্ডলীর কথা প্রসঙ্গে শ্রাবস্তীতে কথিত হইয়াছিল।

১. শ্রাবস্তীতে 'অদিন্নপূর্বক' (অদত্তপূর্ব) নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূর্বে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিন্ন পূর্বক নামে বিদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল। ছেলেটি বেশ প্রিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ। ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জন্য অলঙ্কার তৈয়ার করেন। কিন্তু ভাবিলেন—'যদি স্বর্ণকারকে প্রস্তুত করিতে বলি তবে মজুরি দিতে হইবে' তাই নিজেই সোনা পিটিয়া মৃষ্টকুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই মৃষ্টকুণ্ডল পরাতেই ব্রাহ্মণ পুত্র মৃষ্টকুণ্ডল নামে পরিচিত হইল। তাহার ষোল বছর বয়সে তাহার পাণ্ডুরোগ হইল। মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ওগো ব্রাহ্মণ, তোমার ছেলের রোগ হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসা করাও।'

'ভদ্রে, যদি কবিরাজ আনি তবে দর্শনী দিতে হইবে। তুমি কি আমার ধননাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।'

'তবে কি করিবে ব্রাহ্মণ?'

'যাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিব।'

২. অতঃপর তিনি বৈদ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণ্ডুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন? বৈদ্যেরা তাঁহাকে যাহা তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে রোগ অধিক হইল। অচিকিৎস্যভাবে উপনীত হইল। ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল দেখিয়া একজন বৈদ্য ডাকিয়া আনিলেন। বৈদ্য রোগী দেখিয়া কহিলেন—'আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া চিকিৎসা করান।' এই বলিয়া বৈদ্য রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের মরণ আসন্ন বুঝিয়া ভাবিলেন—'ইহাকে দেখিবার জন্য লোকজন আসিয়া আমার বাড়ির ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে, ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া বারান্দায়

kalpataru boi PDF

http://kalpataruboi.org

শোয়াইয়া রাখিলেন।

৩. সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান 'মহাকরুণা সমাপত্তি' ধ্যান হইতে উঠিয়া পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট অধিকার প্রাপ্ত, প্রবল কুশল মূলসম্পন্ন বিনেয় বান্ধবগণকে দর্শনের নিমিত্তে বুদ্ধচক্ষু দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিবার মানসে তিনি দশ সহস্র চক্রবালে আপন জ্ঞানজাল প্রসারিত করিলেন। মৃষ্টকুণ্ডলীকে বহিরালিন্দে শায়িত অবস্থাতেই জ্ঞানজালের মধ্যে দেখা গেল।

৪. শাস্তা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া 'আমার গমনে এই ব্যক্তির কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা' অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

'এই ব্রাহ্মণপুত্র আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া দেহান্তে 'তাবতিংস' দেবলোকে ত্রিশ যোজন প্রমাণ এক কণকবিমানে উৎপন্ন হইবে, সহস্র অপ্সরা তাহার পরিবার হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্মশানে বিচরণ করিবে। দেবপুত্র সহস্র অপ্সরা পরিবৃত, ষষ্ঠি শকটভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ত্রিগব্যুতি প্রমাণ শরীর দেখিয়া 'কোন কর্মের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল' তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ হেতু ইহা লাভ হইয়াছে; আরও দেখিতে পাইবে যে—তাহার পিতা ধনহানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে যাইয়া রোদন করিতেছে, 'ইহাকে বিকার প্রাপ্ত বা তিরস্কৃত করাইব।' পিতার প্রতি অসহিষ্ণুতাবশত মৃষ্টকুণ্ডলীরূপে আসিয়া শ্মশানের অনতিদূরে শুইয়া রোদন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—'কে তুমি?'

'আমি আপনার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী।'

'কোথায় জন্ম নিয়াছ?'

'তাবতিংস' দেবলোকে।'

'কি কর্মের ফলে?' এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি চিত্তপ্রসাদ হেতু তথায় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। 'আপনার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি?' প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শতসহস্র এমন তাহা গণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না; এই বলিয়া ধর্মপদের গাথা বলিব। গাথা শেষ হইলে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইবে। মৃষ্টকুণ্ডলী স্রোতাপন্ন হইবে এবং 'অদিন্নপূর্বক' ব্রাহ্মণও সেইরূপ হইবে। এইরূপে এই কুলপুত্রের উপলক্ষে মহাধর্ম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে।' ইহা জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীরকৃত্য সমাপন পূর্বক মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন এবং অনুক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

৫. সেই সময়ে মৃষ্টকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল। শাস্তা নিজের অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে এক জ্যোতি বিকিরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ যুবক 'ইহা কিসের আভা' মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া

http://kalpataruboi.org

শাস্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—'অবোধ পিতার জন্য এইরূপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া কায়িক সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে কিছু দান করিতে কিংবা তাঁহার মুখে ধর্মশ্রবণ করিতে পারিলাম না। এখন আমার হস্তও অবশ, অন্য আর কিছু করিবার উপায়ও নাই।' এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিল। শাস্তা 'ইহাই উহার পক্ষে যথেষ্ট' মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। তথাগত তাহার চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে সুপ্তপ্রবুদ্ধের ন্যায় দেবলোকে ত্রিংশৎ যোজন প্রমাণ এক কণক বিমানে গিয়া উৎপন্ন হইল।

৬. ব্রাহ্মণ তাহার শরীর দাহ করিয়া শ্মশানে গিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন। প্রত্যহ শ্মশানে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে—'হায়, আমার একটি পুত্র কোথায় গেল?' দেবপুত্রও নিজের শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া 'কি কর্মের ফলে ইহা লাভ হইয়াছে' তাহা অবধারণ করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে—শাস্তার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিবার ফলেই তাঁহার এই লাভ। তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—'এই ব্রাহ্মণ আমার অসুখের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে গিয়া কাঁদিতেছেন, এখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করা উচিত হইবে।' এই মনে করিয়া তিনি মৃষ্টকুণ্ডলীর রূপ ধারণপূর্বক শ্মশানের অদূরে বাহু ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন—'আমি পুত্রশোকে কাঁদিতেছি, এ কি জন্য কাঁদিতেছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।' তিনি তাঁহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

মসৃণ কুণ্ডল পরিহিত, মালাধারী, হরিচন্দনচর্চিত অলঙ্কার ভূষিত
হইয়া তুমি বনের মধ্যে বাহু ধরিয়া কি দুঃখে রোদন করিতেছ?
তিনি বলিলেন—
আমার স্বর্ণময় অত্যুজ্জ্বল রথ পঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার
চক্ষুযুগল পাইতেছি না, সেই দুঃখে আমার জীবন ত্যাগ করিব।
অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—
হে ভদ্র মানব, স্বর্ণময়, মণিময়, লৌহময় অথবা রৌপ্যময় যাহা চাও,
আমাকে বল, আমি সেই চক্রযুগল তোমাকে দিব।

৭. তাহা শুনিয়া মানব রূপধারী দেবপুত্র ভাবিলেন—'ইনি পুত্রের চিকিৎসা করান নাই, অথচ পুত্রের প্রতিরূপী আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—'স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব'; তাহা হইলেও তথাপি তাঁহাকে নিগৃহীত করিব।' প্রকাশ্যে বলিলেন—'আমার চক্রযুগল কত বড় করিয়া দিবেন?'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—'তুমি যত বড় চাও।'

'আমার চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।' এইরূপ যাচঞা করিয়া গাথায় কহিলেন—

'সে মানব ব্রাহ্মণকে বলিল, চন্দ্র-সূর্য উভয় ভ্রাতা, এখানে আমার স্বর্ণময় রথ, সেই চক্রযুগল দ্বারা সুশোভিত হইবে।'

http://kalpataruboi.org

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন—

'হে মানব, তুমি মূর্খ অকাম্য বস্তু কামনা করিতেছ, আমি মনে করি তুমি মরিবে তথাপি চন্দ্র-সূর্য পাইবে না।'

৮. অতঃপর দেবপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'যাহা দেখা যাইতেছে তাহার জন্য কাঁদা কি মূর্খতা, না যাহা দেখা যায় না তাহার জন্য কাঁদা মূর্খতা?' এই বলিয়া গাথায় কহিলেন—

'এখানে উভয়ের বর্ণধাতু, বীথিদ্বয় এবং গমনাগমন দেখা যায়, কিন্তু কালগত প্রেত দেখা যায় না, এ ক্ষেত্রে ক্রন্দনকারীদের মধ্যে কে অধিকতর মূর্খ?'

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ 'ও'ত ঠিক কথাই বলিতেছে' এইরূপ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন—

'মানব, সত্য বলেছ, বালকের চন্দ্রের জন্য রোদনের ন্যায় কালগত প্রেতকে প্রার্থনা করিয়া রোদন করা ক্রন্দনকারীদের মধ্যে আমিই অধিকতর মূর্খ।' ইহা বলিয়া দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে এই সকল গাথা কহিলেন—

'ঘৃতসিক্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন জলসিঞ্চনে নির্বাপিত হয়, সেইরূপ আমার সকল শোক শান্ত হইয়াছে।

শোকাতুর আমার পুত্রশোক যিনি অপনোদন করিয়াছেন, তিনি একান্তই আমার হৃদয়নিশ্রিত শোকশল্য উৎপাটন করিয়াছেন।

হে মানব, আপনার উপদেশ শুনিয়া আমি শোক করিব না, রোদন করিব না, আমি শল্যমুক্ত হইয়াছি নির্বাপিত ও সুশীতল হইয়াছি।

৯. অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 'তুমি কে' পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন—'তুমি দেবতা, গন্ধর্ব কিংবা শক্র পুরন্দর হও,

তুমি কে অথবা কাহার পুত্র, আমরা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারি?' অতঃপর দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

'যে পুত্রকে শ্মশানেতে স্বয়ং দগ্ধ করিয়া রোদন বিলাপ করিতেছে, সেই আমি কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া ত্রিদশবাসিদের সাহচর্য লাভ করিয়াছি।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন—

'আপনগৃহে অল্প কিংবা বহু দান দিতে অথবা
তাদৃশ উপোসথকর্ম সম্পাদন করিতে দেখিলাম না,
কোন কর্মপ্রভাবে তুমি দেবলোকে গমন করিলে?'

১০. দেবপুত্র কহিলেন—

'আমি যখন আপন গৃহে ব্যাধিগ্রস্থ, দুঃখিত,
রোগাতুর অবস্থায় সাংঘাতিক পীড়িত ছিলাম,
তখন বিগতরজ উত্তীর্ণ সংশয়, সর্বোত্তমজ্ঞানী
সুগত বুদ্ধকে দেখিয়াছিলাম।
মুদিত মন, প্রফুল্ল চিত্তে আমি, তথাগতকে

http://kalpataruboi.org

অঞ্জলি প্রণাম করি।
সেই কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া
আমি ত্রিদশবাসিদের সাহচর্য লাভ করিয়াছি।'

১১. তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন—

'আশ্চর্য বটে! অদ্ভুত বটে! অঞ্জলি কর্মের এইরূপ পরিণাম?
আমিও মুদিত মনে, প্রসন্ন চিত্তে আজই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিব।'

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন—

'আজই প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করুন, তদ্রূপেই অখণ্ড ও পূর্ণভাবে পঞ্চ শিক্ষাপদ গ্রহণ করুন।

সত্ত্বর প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হউন। জগতের অদত্ত গ্রহণ পরিত্যাগ করুন। স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকুন, মিথ্যা বলিবেন না, নেশা সেবন করিবেন না। তিনি 'সাধু' বলিয়া সম্মত হওত এই গাথাসমূহ কহিলেন—

হে যক্ষ, আপনি আমার অর্থকামী, হে দেবতা, আপনি আমার হিতকামী হন, আপনার বাক্য পালন করিব, আপনি আমার আচার্য হন।

আমি অনুত্তর বুদ্ধের, ধর্মের এবং সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি, আর নরদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

আমি সত্ত্বর প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইতেছি, জগতে অদত্ত গ্রহণ পরিত্যাগ করিতেছি, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকিব, মিথ্যা কথা কখনো বলিব না এবং নেশা সেবন করিব না।

১২. অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—'ব্রাহ্মণ আপনার গৃহে বহু ধন আছে, শাস্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধর্ম শুনুন, ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করুন।' এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'ভদ্রে, আমি শ্রমণ গৌতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সৎকারের আয়োজন কর।' এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন। তিনি শাস্তাকে অভিবাদনও করিলেন না, শিষ্টাচারসূচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—'ভো গৌতম, ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অদ্যকার জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।'

১৩. শাস্তা সম্মত হইলেন। তিনি শাস্তার সম্মতি জানিয়া বেগে আপন নিবাসে আসিয়া খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ যত্নের সহিত পরিবেশন করিলেন। বহু জনসমাগত হইল। ভিন্ন মতাবলম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে দুই দলের লোক সমবেত হইত; ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত 'আজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রমণ গৌতমকে উত্যক্ত দেখিব।' সদ্ধর্মীরা আসিত 'অদ্য বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেখিব।'

১৪. ভোজনকৃত্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন করিয়া নীচ

http://kalpataruboi.org

আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভো গৌতম, আপনাকে দান না দিয়া, পূজা না করিয়া, আপনার মুখে ধর্ম না শুনিয়া উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিত্ত প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি?'

'ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিষয় তোমাকে বলে নাই কি?

'কখন ভো গৌতম?'

'তুমি আজ শ্মশানে যাইয়া যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদূরে বাহু ধরিয়া একজন মানব কাঁদিতেছিল দেখিয়া মসৃণ কুণ্ডল ভূষিত মালাধারী ইত্যাদি কথায় শাস্তা দুইজনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া সমস্ত মৃষ্টকুণ্ডলীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

১৫. এই জন্য এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইয়াছে। এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—'ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত নহে; আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া কত লোক যে স্বর্গে গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমবেত জনমণ্ডলী নিঃসন্দেহ হইল না। তাঁহাদের সন্দিগ্ধ ভাব জানিয়া শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্যাভরণ প্রতিমণ্ডিত, ত্রিগব্যুতি প্রমাণ শরীরে আসিয়া বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি এই দিব্য শ্রীসম্পত্তি কোন কর্মের ফলে পাইয়াছ?' এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

যে দেবতা অত্যুজ্জ্বল দেহ জ্যোতিতে সর্বদিক আলোকিত করিয়া ঔষধী তারকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, হে মহানুভব দেব! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যাবস্থায় তুমি কি পুণ্য করিয়াছ?

দেবপুত্র কহিলেন—'প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই পাইয়াছি।'

'আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই পাইয়াছ?'

'হাঁ প্রভু!'

১৬. সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তোষ বাক্যে বলিতে লাগিল—'অহো বুদ্ধের গুণসমূহ আশ্চর্য! অদিন্নপূর্বক ব্রাহ্মণের ছেলে অন্য কোন পুণ্য না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ শ্রীসম্পত্তি লাভ করিয়াছে।' অতঃপর শাস্তা কহিলেন—'লোকদের কুশলাকুশল কর্মকরণে মন পূর্বগামী, মন শ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন মনে কৃত কর্ম মানবের দেবলোকে বা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইবার সময় ছায়ার ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করে না।' এই কাহিনী কহিয়া পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া শিরোনাম স্থাপিত শাসনে রাজমুদ্রা অঙ্কিত করার ন্যায় ধর্মরাজ এই গাথা কহিলেন—

মন ধর্মসমূহের অগ্রণী, মন ইহাদের প্রধান। ইহারা মনে উৎপন্ন হয়। যদি কেহ প্রসন্ন মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার ন্যায়

http://kalpataruboi.org

সুখ তাহার অনুগামী হয়।

১৭. তথায় 'মন' বলিলে—সম্পূর্ণ চতুর্ভূমিক চিত্তসমূহ বুঝায়। কিন্তু এই পদে নিয়ম্যমান ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছেদ্যমান ভেদে আট প্রকার কামাবচর কুশল চিত্তই পরিলক্ষিত হইতেছে। তৎমধ্যে বস্তু ভেদে বিভক্ত করিলে সৌমনস্যসহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিত্তই লাভ হয়।

'পূর্বঙ্গম' উহা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

'ধর্মচিত্ত'—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্কন্ধ, ইহাদের উৎপাদন প্রত্যায়ার্থে সৌমনস্য সম্প্রযুক্ত মন ইহাদের পূর্বগামী, এই বলিয়া মনপূর্বঙ্গম বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্ষুসঙ্ঘকে চীবর দান বা সাড়ম্বর পূজা, ধর্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাকরণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—'ইহাদের পূর্বঙ্গম বা অগ্রণী কে?' তখন যেমন যাঁহার চেষ্টায় এই সকল পুণ্যকার্য হইয়াছে বা যাঁহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি তিষ্যই হউন আর ফুষ্যই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয়; ইহাও সেইরূপ জ্ঞাতব্য। এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনপূর্বঙ্গম ইহাদের এই অর্থে মনপূর্বঙ্গম। মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না। মন কিন্তু কোন কোন চৈতসিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয়। অধিপতিবশে মন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনশ্রেষ্ঠ। যেমন গনাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়; সেইরূপ মনও ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনশ্রেষ্ঠ। যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্মিত ভাণ্ডসমূহ সুবর্ণময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময়।

'প্রসন্ন' অভিধ্যা বা লোভাদির অবিদ্যমানতা হেতু সুপ্রসন্ন ভাবযুক্ত।

'করে কিম্বা ভাষে' এইরূপ মনের দ্বারা ভাষণ করিবার সময় চতুর্বিধ বাক সুচরিতই ভাষণ করে, কার্য করিলে ত্রিবিধ কায় সুচরিতই আচরণ করা হয়; কিন্তু না করিলেও কিম্বা না বলিলেও লোভাদির অভাব হেতু প্রসন্ন মানসতার দরুণ ত্রিবিধ মনোসুচরিত আচরণ করা হয়। এইরূপে তাহার দশকুশল কর্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

'তৎপর সুখ তার অনুগামী হয়' ত্রিবিধ সুচরিত হইতে উৎপন্ন সুখ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে। এইস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ এই তিন ভূমির কুশলই অভিপ্রেত। তদ্ধেতু ত্রৈভূমিক সুচরিত প্রভাবে সুগতিতে বা দুর্গতিতে উৎপন্ন ব্যক্তির সুখানুভব স্থানে স্থিত কায়বিষয়ক বা অন্য বিষয়ক বা অবিষয়ক কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অনুগমন করে। অর্থাৎ এবম্বিধ সুখ তাহাকে ত্যাগ করে না। যথা তাহা কিরূপ—

'অবিচ্ছিন্ন ছায়া সম' ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবদ্ধ, শরীর চলিলে চলে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে, নম্র বা পরুষ বাক্য বলিয়া নিবৃত্ত হয় বলিলে, অথবা দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিলেও নিবৃত্ত করা যায় না। কারণ ইহা শরীর প্রতিবদ্ধ। সেইরূপ এই দশবিধ কুশল কর্মপথের মধ্যে আচরিত

http://kalpataruboi.org

সমাচরিত কামাবচরাদি বিবিধ প্রকার কায়িক ও চৈতসিক সুখ অপরিত্যাগিনী ছায়ার ন্যায় কারক যেইখানে যাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করে না।

গাথা শেষ হইলে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মবোধ হইয়াছিল। মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। সেইরূপ অদিন্নপূর্বক ব্রাহ্মণও। ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধশাসনে দান করিয়াছিলেন।

স্থূলতিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৩

৩. 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্হন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি ॥

৪. 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে।
যে চ তং ন উপনয্হন্তি, বেরং তেসূপসম্মতি ॥...৩-৪

অনুবাদ : আমার প্রতি আক্রোশ করল, আমায় মেরে ফেলল, আমাকে (অন্যায়ভাবে) হারাল, আমারটা ছিনিয়ে নিল—সবসময় যাদের এই চিন্তা, তাদের মন থেকে বৈরীভাব কখনো দূর হয় না। আমার সঙ্গে শত্রুতা করল, আমায় মারল, আমারটা হারাল, আমারটা নিল—এ সব চিন্তা যাঁরা মনে স্থান না দেন তাঁদের বৈরীভাব দূর হয়ে যায়।

অন্বয় : মং অক্কোচ্ছি (আমাকে আক্রোশ করল), মং অবধি (আমাকে বধ করল), মং অজিনি (আমাকে পরাস্ত করল), মে অহাসি (আমারটা চুরি করল) যে তং উপনয্হন্তি (এ চিন্তা যারা মনে পোষণ করে) তেসং বেরং না সম্মতি (তাদের বৈরীভাব প্রশমিত হয় না)। মং অক্কোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি যে তং ন উপনয্হন্তি (আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে বধ করল, আমাকে পরাস্ত করল, আমারটা চুরি করল—এ চিন্তা যারা মনে স্থান দেয় না) তেসু বেরং উপসম্মতি (তাদের বৈরীভাব দূর হয়)।

'আমাকে আক্রোশ করিয়াছে' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালীন তিষ্য স্থবিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন।'

১. আয়ুষ্মান স্থূলতিষ্য স্থবির ভগবানের পিসতুত ভাই। তিনি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকগণের পুণ্য প্রভাবে উৎপন্ন লাভ-সৎকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি স্থূল হইয়াছিলেন। তিনি পিটিয়া পিটিয়া সুন্দরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া প্রায়ই বিহার মধ্যস্থ উপস্থানশালায় বসিয়া থাকিতেন।

২. তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য আগত আগন্তুক ভিক্ষুরা, 'ইনি একজন মহাস্থবির হইবেন' এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার প্রতি উহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদমর্দনাদি করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। অনন্তর একদিন এক যুবক ভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ?' তিনি কহিলেন—'বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি।' অপর ভিক্ষু

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'আবুস দুর্বিনীত বৃদ্ধ, নিজের প্রমাণ জান না! এতগুলি মহাস্থবিরকে দেখিয়া সৌজন্য মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, সঙ্কোচ মাত্রও তোমার নেই!' এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন। তিষ্য ক্ষত্রিয়াভিমানে অভিমান করিয়া কহিলেন—'আপনারা কাহার নিকট আসিয়াছেন?' তাঁহারা বলিলেন—'শাস্তার নিকট।' তিনি বলিলেন—'আমাকে কে বলিয়া মনে করেন? আপনাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়িব।' এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখী দুর্মন হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন।

৩. অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে তিষ্য, তুমি দুঃখী, দুর্মনা ও অশ্রুমুখ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ যে?' সেই ভিক্ষুরাও 'ইনি যাইয়া কিছু গোলমাল করিতে পারেন' এই ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিষ্য স্থবির কহিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষুরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন।'

'তুমি কোথায় বসিয়াছিলে?'

'বিহারে উপস্থানশালায় ভন্তে!'

'তুমি এই ভিক্ষুদের আসিতে দেখিয়াছিলে?'

'হাঁ ভন্তে, দেখিয়াছিলাম।'

'তুমি উঠিয়া ওদের আগুবাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি?'

'তাহা করি নাই, ভন্তে!'

'তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে?'

'চাহি নাই, ভন্তে!'

'বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ?'

'না ভন্তে, করি নাই।'

'তিষ্য, বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিত। এই সব যে না করে, তার পক্ষে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিত নহে, তোমারই দোষ, এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও।'

'ওরাই আমাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি ওদের কাছে ক্ষমা চাহিব না।'

'হে তিষ্য, এমন করিও না, তোমারই দোষ, ক্ষমা চাও।'

'না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না।'

৪. ভিক্ষুগণ কহিলেন—'প্রভু, এই ভিক্ষু বড় দুর্বচ।' ভিক্ষুরা এই কথা বলিলে শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষুগণ সে যে কেবল এখন দুর্বচ তাহা নয়, পূর্বেও দুর্বচ ছিল।' ভিক্ষুগণ কহিলেন—'প্রভু, ওর বর্তমান দুর্বচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল?' ভগবান কহিলেন—'তবে ভিক্ষুগণ, শুন।' এই বলিয়া পূর্ব বৃত্তান্ত বলিলেন :

'পুরাকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল নামক এক তাপস আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অম্ল সেবন করিবার জন্য চারিমাস নগরের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল। সে হিমালয় হইতে আসিয়া

http://kalpataruboi.org

নগরদ্বারে বালকদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন?'

'কুম্ভকারশালায়, ভন্তে!'

৫. তাপস কুম্ভকারশালায় গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—'ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাত্রি শালায় বাস করিব।'

কুম্ভকার—'রাত্রিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা আপনি যথাসুখে থাকুন ভন্তে!' এই বলিয়া শালা প্রদান করিল। সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুম্ভকারশালায় একরাত্রি বাস করতে প্রার্থনা করিল।

৬. কুম্ভকার চিন্তা করিল—'পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তিনি এর সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি না জানি না, নিজকে বাঁচাইব।' এই মনে করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তাঁহার যদি অভিরুচি হয়, তবে থাকুন।' নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—'আচার্যবর, যদি আপনার অসুবিধা না হয়, আমিও একরাত্রি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।'

'প্রকাণ্ডশালা প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক।' সে এই কথা বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া পূর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল। উভয়ে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া শয়ন করিল।

৭. শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপে লক্ষ্য করিয়াই শয়ন করিল। দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে শয়ন না করিয়া দরজায় গিয়া তির্যকভাবে শয়ন করিল। নারদ রাত্রিতে বাহিরে যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জটা পদদলিত করিল। দেবল বলিয়া উঠিল—'কে আমাকে মাড়াইয়া গেল?'

'নারদ উত্তর করিল—'আচার্য, আমি।'

'হে কুটজটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি!'

'আচার্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা জানি না; আমাকে ক্ষমা করুন।' এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সত্ত্বেও বাহিরে গেল। দেবল চিন্তা করিল—'সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদদলিত করিতে পারে' এই মনে করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—'প্রথম একবার আচার্যের নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ের দিক দিয়া ঢুকিব।' এই মনে করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদদলিত করিল।

দেবল বলিয়া উঠিল—'কে এ?'

নারদ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—'আমি আচার্য।'

'হে কুটজটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার গ্রীবা আক্রমণ করিলি? আমি তোকে অভিশাপ দিব।'

ইহা শুনিয়া নারদ কহিল—'আচার্য, আমার দোষ নাই, আপনি যে এ ভাবে

http://kalpataruboi.org

শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না। আমি আচার্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার আপনার পায়ের দিকে দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই ঢুকিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন।

'হে কুটজটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব।'

'আচার্য, এইরূপ করিবেন না।'

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :

'সহস্র কিরণ শততেজ তমঃ বিনোদন যে সূর্য আছে, সেই সূর্য প্রভাতে উদিত হইবার সময় তোমার মস্তক সাত ভাগে বিদীর্ণ হউক।'

নারদ কহিল—'আচার্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি অভিশাপ দিলেন; যাহার দোষ আছে তাহার মস্তক ফাটুক, নির্দোষের যেন না ফাটে।' এই বলিয়া কহিল :

'সহস্র কিরণ শততেজ তমঃ বিদোন, যে সূর্য আছে।

সেই সূর্য প্রভাতে উদয় হইবার সময় মস্তক সাত ভাগে বিদীর্ণ হউক।' এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল।

৮. সে মহানুভব ছিল, অতীতের চল্লিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ কল্প, এই আশি কল্পের কথা অনুস্মরণ করিতে পারিত। কাহার উপর এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া সে জানিতে পারিল যে আচার্যের উপরেই তাহা পড়িবে। ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া ঋদ্ধিবলে সূর্যোদয় নিবারণ করিল। নাগরিকেরা সূর্যোদয় হইতেছে না দেখিয়া রাজদ্বারে যাইয়া কহিল—'দেব, আপনার রাজত্বের সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের সূর্যোদয় করিয়া দিন।' এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা আপনার শারীরিক কর্মাদি অবলোকন করিলেন। কিন্তু নিজের কোন অন্যায় কার্য দেখিতে পাইলেন না। ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে পারে' এইরূপ সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই নগরে কোনো প্রব্রজিত আছেন কি?'

'দেব, গতকল্য সন্ধ্যার সময় দুইজন আসিয়া কুম্ভকারশালায় অবস্থান করিতেছেন।' লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মুহূর্তেই মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনাপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন :

হে নারদ! জম্বুদ্বীপের সমস্ত কর্ম অচল হইয়াছে। কি কারণে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল? তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বলুন।

৯. নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—'এই কারণে ইনি আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই, যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক। প্রত্যাভিশাপ দিয়া, কাহার উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আচার্যের মাথা সাত ভাগ হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া সূর্য উদিতে দিতেছি না।

KalpataruBoi.PDF

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, কিসে তাঁহার অন্তরায় হইবে না?'

'যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অন্তরায় হইবে না।'

'তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান।'

'মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কুটজটিলের কাছে ক্ষমা চাহিব না।'

'ভন্তে, এমন করিবেন না, ক্ষমা চান।'

'না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না।'

'আপনার মাথা সাত ভাগে ফাটিয়া যাইবে' বলিলেও ক্ষমা চাহিল না।

১০. অতঃপর রাজা তাহাকে কহিলেন—'আপনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা চাহিবেন না।' এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ, কুক্ষি ও গ্রীবাতে ধরাইয়া তাহাকে নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন। নারদ বলিল—'আচার্য, উঠুন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম।' রাজাকে কহিল—'মহারাজ, ইনি স্বেচ্ছায় ক্ষমা চান নাই [তাই তাঁহার বিপদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই] নগরের অদূরে এক সরোবর আছে, সেখানে তাঁহার মস্তকে মাটির পিণ্ড রাখিয়া তাঁহাকে গলা প্রমাণ জলে রাখিয়া দিন।'

১১. রাজা তাহাই করিলেন। নারদ দেবলকে সম্বোধন করিয়া কহিল—'আচার্য, আমি ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলে যখন সূর্যসন্তাপ উঠিবে, তখন জলে ডুব দিয়া অন্যদিকে উঠিয়া চলিয়া যাইবেন। সূর্যরশ্মি দ্বারা সংস্পৃষ্ঠ হইবা মাত্র তাঁহার মৃত্তিকাপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল। সে ডুব দিয়া অন্য স্থানে পলায়ন করিল।

১২. শাস্তা এই ধর্মোপদেশ দিয়া ব্যক্তি নির্দেশ করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল রাজা; তিষ্য ছিল দেবল; আমি ছিলাম নারদ। তিষ্য তখনও এমন দুর্বচ ছিল।' ইহা বলিয়া শাস্তা তিষ্য স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'তিষ্য, অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে, অমুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে, অমুক আমার জিনিস চুরি করিয়াছে, এইরূপ চিন্তা ভিক্ষুরা করিলে তাহাদের বৈরীভাবের উপশম হয় না। যে এইরূপ ভাব পোষণ করে না, তাহারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল, যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে, তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় না।

আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল, কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল, যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে না, তাহাদের শত্রুতার উপশম হয়।

১৩. তথায় ভর্ৎসিয়াছে অক্রোশ করিয়াছে। 'মারিয়াছে' প্রহার করিয়াছে। 'জিনিয়াছে' কুট সাক্ষ্যের অবতারণা করিয়া বা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কার্যকরণ দ্বারা পরাজিত করিয়াছে। 'হরিয়াছে' আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে। 'যাহারা তাহা' যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত তাহা। আমাকে আক্রোশ করিয়াছে' ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে

http://kalpataruboi.org

শকট ধুরের ন্যায় ক্রোধ, কুশাদি দ্বারা পূতিমাংস পুনঃপুন বেষ্টন করার ন্যায় উপনদ্ধ, তাহাদের একবার উৎপন্ন বৈরীভাব 'সাম্য হয় না' উপশম হয় না। 'উপনদ্ধ করে না তা, যারা' যাহারা বিস্মৃত বা অন্য মনস্কতাবশত উৎপন্ন বৈরীভাব পোষণ করে না, অথবা কর্ম প্রত্যবেক্ষণ করিয়া ভাবে যে তুমিও পূর্বজন্মে কোন নির্দোষীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদি দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে, বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই জন্য তুমি নির্দোষ হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ করে না। তাহাতে প্রমাদবশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইন্ধন (জ্বালানি কাষ্ঠ) বিহীন অগ্নির ন্যায় উপশান্ত হইবে।

দেশনা অবসানে শত সহস্র ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল। দুর্বচও সুবচ হইয়াছিল।

কালীযক্ষিণীর উপাখ্যান—৪

৫. ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।...৫

অনুবাদ : শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার শান্তি হয় না। শত্রুতাহীনতা দ্বারাই শত্রুতা প্রশমিত হয়—এই হল সনাতন ধর্ম।

অন্বয় : ইধ (এখানে, এ জগতে) বেরানি বেরেন (বৈর দ্বারা বৈর) ন হি কুদাচনং সম্মন্তি (কখনো প্রশমিত হয় না)। অবেরেন চ সম্মন্তি (অবৈর দ্বারাই তা প্রশমিত হয়) এস সনন্তনো ধম্মো (এই সনাতন ধর্ম)।

১. 'বৈরীতায় নহে' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় জনৈক বন্ধ্যা নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

২. এক কুটুম্বিক পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের ও গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য নিজে করিয়া মাতৃসেবা করিতেছিল। অনন্তর তাহার মাতা তাহাকে কহিল—'বাবা তোমার জন্য একটা মেয়ে আনিব।'

'মা, অমন কথা বলিবেন না, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন আপনার সেবা করিব।'

'বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না, আমি বৌ আনিব।' সে বারবার অসম্মতি জানাইয়া নীরব হইল। তাহার মাতা বাহির হইল, কোন এক বাড়ি গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে। পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, কাহাদের বাড়িতে যাইতেছেন?' মা 'অমুক বাড়ি' বলিলে, সে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ মত কুল নির্দেশ করিয়া দিল। সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল। বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল। সে বন্ধ্যা হইল।

৩. অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—'পুত্র, তুমি নিজের রুচি অনুসারে মেয়ে

http://kalpataruboi.org

আনাইয়াছ, সে ত বন্ধ্যা হইল। অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়, বংশ রক্ষা হয় না, তাই বলি আর একটি বৌ আনি।' সে বলিল, 'নিষ্প্রয়োজন মা,' এইরূপে সে বারণ করিলেও মা পুনঃপুন বলিতে লাগিল।

বন্ধ্যা স্ত্রী সেই কথা শুনিয়া ভাবিল—'ছেলেরা মাতা-পিতার কথা না রাখিয়া পারে না, এখন অন্য একটি প্রসবকারিণী স্ত্রী আনিয়া আমাকে দাসীর মত করিয়া রাখিবে। অতএব আমি নিজেই একটি মেয়ে ঠিক করিয়া আনিব।' সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কোন এক বাড়িতে গিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করিল। 'এ কেমন কথা বলিতেছ মা!' এই বলিয়া তাহারা উপেক্ষা করিলে, সে বলিল—'আমার পেটে ছেলে ধরিল না, অপুত্রক কুল নাশ হয়, তোমাদের মেয়ে ছেলের মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, আমার স্বামীর জন্য ওকে দাও।' এইরূপে সে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে সম্মত করাইয়া মেয়ে আনিয়া স্বামীর ঘর করাইল। তারপর তাহার ভাবনা হইল—'যদি ইহার ছেলে মেয়ে হয়, তবে সেই সম্পত্তির কর্ত্রী হইবে, যাহাতে ছেলে না হয়, তাহাই করিব।' অতঃপর সে উহাকে বলিল—'যখন তোর পেটে গর্ভ হয় তখন আমাকে বলিস।' সে 'ভাল' বলিয়া সম্মতি জানাইয়া অন্তঃসত্ত্বা হইলে সপত্নীকে জানাইল। সে তাহাকে সর্বদা নিজের হাতেই যাউ ভাত বাড়িয়া দিত। একদিন আহারের সঙ্গে গর্ভপাতের ঔষধ দিলে গর্ভপাত হইল।

৪. দ্বিতীয় বারও তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল। সেবারেও সেইরূপ করিল। অনন্তর একসময়ে প্রতিবেশিনী রমণীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার সতীন কোন অন্তরায় করিতেছে কি?' সে সব কথা বলিল। প্রতিবেশিনী বলিল—'আঁধি। বোকা কোথাকার! কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে? সে তোমার সৌভাগ্যের ভয়ে গর্ভপাতের ঔষধ যোগ করিয়া দিতেছে, সেই জন্যই তোমার গর্ভপাত হইতেছে। আর এইরূপ বলিও না?' প্রতিবেশিনীরা এইরূপ বলার পর সে তৃতীয় বারে তাহাকে বলিল না। অতঃপর সতীন তাহার উদর দেখিয়া বলিল—'কেন আমাকে গর্ভ হওয়ার কথা বলিস নাই?'

'তুমি আমাকে আনিয়া দুইবার গর্ভপাত করিয়াছ, কেন তোমাকে বলিব?' সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—'এবার বুঝি আমার সর্বনাশ হইল। সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অন্বেষণ করিতে করিতে গর্ভের পরিণত অবস্থায় সুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ যোগ করিয়া দিল। গর্ভ পরিণত হওয়ায় পতিত হইতে না পারিয়া তির্যকভাবে রহিল। তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল। সে সতীনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—'তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই আমাকে আনিয়া তিনটি ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম। মৃত্যুর পর যেন যক্ষিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে খাইতে পারি।' সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুর পর সে সেই বাড়িতে বিড়ালি হইয়া জন্মিল। স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া 'তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে' বলিয়া

http://kalpataruboi.org

কনুই ও হাঁটু দ্বারা বেদম প্রহার করিল। সেই পীড়াতেই তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়িতে কুক্কুটী হইয়া জন্মিল। কুক্কুটি ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালি আসিয়া খাইতে লাগিল। দ্বিতীয়বারও খাইল, তৃতীয়বারও খাইল। কুক্কুটি বলিল—'তিনবার আমার ডিম খাইয়া এখন আমাকে খাইতে চাও? এবার মরিয়া ছেলেসহ তোমাকে খাইতে পারি মত যেন উৎপন্ন হই।' এই প্রার্থনা করিয়াই সে প্রাণত্যাগ করিল। সে দীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অপরজন মৃগী হইল। সে তিনবার প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার শাবক খাইয়া ফেলিল। মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—'এ তিনবার আমার শাবক খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে। এবার মরিয়াও যেন সপুত্র একে খাইতে পারি।' সে যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দীপিনী মরিয়া শ্রাবস্তীতে কোন এক মনুষ্যকুলে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সে বড় হইলে গ্রামাসন্নে তাহার বিবাহ হইল। সে পতিগৃহে গেল। কিছুদিন পরে সে এক পুত্র প্রসব করিল। যক্ষিণী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আমার প্রিয় সখী কোথায়?'

'বাড়ির ভিতরে সূতিকাগারে আছে।'

'ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে? আমি তাহাকে দেখিব।' এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া পলায়ন করিল। দ্বিতীয় বারও সেইরূপ করিল। তৃতীয়বারে সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—'স্বামিন, এই স্থানে এক যক্ষিণী আমার দুই পুত্রকে খাইয়া দিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ি গিয়া প্রসব করিব।' এই বলিয়া সে বাপের বাড়ি গিয়া প্রসব করিল।

৫. তখন যক্ষিণীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পালা পড়িয়াছিল। সে জল দিতে গিয়াছিল। অনোতত্ত হ্রদ হইতে যক্ষিণীরা শিরঃ পরম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত। তাহারা চারিমাসে অথবা পাঁচমাসে এই কাজ হইতে মুক্ত হইত। কেহ কেহ ক্লান্ত হইয়া মরিয়াও যাইত। সেই যক্ষিণী জলের পালা হইতে মুক্ত হইবা মাত্র সবেগে সেই বাড়িতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আমার সখী কোথায়?'

'কোথায় তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে হয় যক্ষিণী খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ি গিয়াছে।'

'সে যেইখানেই যাউক না, আমা হইতে মুক্তি পাইবে না।' এই বলিয়া সে বৈরীভাবের প্রবলতাবশত সমুৎসাহিত চিত্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে স্নান করাইয়া নাম রাখিয়া স্বামীকে কহিল—'স্বামিন, এখন চল আপন ঘরে যাই।' এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহার পুষ্করিণীতে স্নান করিল। আবার স্বামী স্নান করিবার সময় পুত্রকে নিজে লইয়া স্থিতাবস্থায় স্তন্যপান করাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যক্ষিণী সেইদিকে আসিতেছে

http://kalpataruboi.org

দেখিতে পাইল। যক্ষিণীকে চিনিতে পারিয়া সে আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—'ওগো! ওগো! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, ঐ সে যক্ষিণী।' স্বামীর আসা যাবৎ স্থির থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া বিহার অভিমুখে দৌড়াইয়া গেল। সেই সময়ে শাস্তা পরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—'একে আপনাকে দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন।' দ্বার প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী সুমন নামক দেবতা যক্ষিণীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

৬. শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'যাও আনন্দ, সেই যক্ষিণীকে ডাক।' স্থবির তাহাকে ডাকিলেন। স্ত্রীলোকটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—'ভন্তে, এই আসিতেছে।'

৭. শাস্তা বলিলেন—'আসুক, শব্দ করিও না।' যক্ষিণী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে শাস্তা কহিলেন—'কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদৃশ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক ও ফন্দন বৃক্ষের[১৬] ন্যায় এবং কাকোলুকের[১৭] ন্যায় তোমাদের শত্রুতা কল্পকাল স্থায়ী হইত, কেন পরস্পরে শত্রুতা আচরণ করিতেছ? বৈরী অবৈরীর দ্বারা উপশান্ত হয়, বৈরী দ্বারা নহে।' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না; মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; ইহাই সনাতন ধর্ম।

৮. তথায় 'বৈরীতায় নহে' যেমন থুথু-শিকনি আদি অশুচি পদার্থের দ্বারা মক্ষিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ করা যায় না; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অবিশুদ্ধ ও দুর্গন্ধ হয়; সেইরূপ আক্রোশকারীকে প্রত্যাক্রোশ করিয়া, প্রহারকারীকে প্রতিপ্রহার করিয়া, বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীভাবের উপশম হয় না। অধিকন্তু তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয়। সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা কস্মিনকালেও সাম্য হয় না বরঞ্চ বর্দ্ধিত হয়।

'অবৈরীতে সাম্য হয়' যেমন পরিষ্কার জল দ্বারা ধৌত হইলে নিষ্ঠাবনাদি অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ হয়; তদ্রূপ অবৈরীভাবের দ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রী দ্বারা সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতাভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয়।

'ইহা সনাতন ধর্ম' অবৈরী দ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা পুরাতন ধর্ম, সকল বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবগণের অবলম্বিত মার্গ।

৯. গাথা অবসানে যক্ষিণী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

---

[১৬]। ফন্দন জাতক দ্রষ্টব্য।

[১৭]। উলুক জাতক দ্রষ্টব্য।

http://kalpataruboi.org

শাস্তা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—'তোমার ছেলেটি যক্ষিণীকে দাও।'

'ভন্তে, আমার ভয় হইতেছে।'

'ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।' সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল। যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ আবার কি?'

'ভন্তে, আমি পূর্বে যেমন তেমন ভাবে জীবিকার্জন করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব?'

অতঃপর শাস্তা—'চিন্তা করিও না' এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে কহিলেন—ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্রযাগু, ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে।

১০. সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (ঢেঁকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্রযাগু, ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল। ধান ভাণিবার সময় তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুষলের আঘাত পরিতেছে। সে সখীকে ডাকিয়া কহিল—'এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অন্য জায়গায় রাখ।' তাহার রুচি অনুসারে ক্রমে ঢেঁকিঘরে, জলের চাটিতে, উনুনে, অলিন্দে আস্তাকুঁড়ে ও গ্রামদ্বারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও 'এখানে আমার মাথায় মুষলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা এঁটোজল ফেলে, এখানে কুকুর শোয়, এখানে ছেলেরা অশুচি করে, এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলেরা লক্ষ্যভেদ করে।' ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল। অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেখানে তাহাকে অগ্রযাগু ভাত ইত্যাদি নিয়া দিতে লাগিল। সে তাহার সখীকে বলিত—'এই বৎসর সুবৃষ্টি হইবে উচ্চ জমিতে শস্য রোপন কর; এই বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিম্ন ভূমিতে শস্য রোপন কর।'

১১. আর সকলের ফসল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার বেশ সুজন্মা হইত। অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—'হে বন্ধু, তোমার শস্য জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি? কেন এমন হয়?'

আমাদের সখী যক্ষিণী সুবৃষ্টি-দুর্বৃষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শস্য বপন করি, তাই আমাদের সুজন্মা হয়। দেখ না আমাদের বাড়ি হইতে নিত্য যাগুভাত নিয়া যাওয়া হয়? তাহার জন্য নেওয়া হয়। তোমরাও তাহাকে অগ্রযাগু ভাত দাও, তোমাদের কাজকর্মের উপর নজর রাখিবে।' অতঃপর সকল নগরবাসিরা তাহার সৎকার করিতে লাগিল। সেও তখন হইতে সকলের কাজকর্ম দেখিতে লাগিল। তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বহুলোক তাহার অনুগত হইল। পরে সে অনুক্রমে তাহাতে ভাত দিবার জন্য আটটি পালা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল। আজ পর্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে।

http://kalpataruboi.org

কৌশাম্বীক উপাখ্যান—৫

৬. পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে,
যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা ॥...৬

অনুবাদ : মূর্খেরা জানে না যে তারা চিরকাল এই সংসারে থাকবে না। যাঁরা জানেন তাঁদের সব কলহের শান্তি হয়।

অন্বয় : পরে চ (অপরে অর্থাৎ মূর্খেরা) ন বিজানন্তি (জানে না) মযং (আমরা) এত্থ যমামসে (ইহলোক ত্যাগ করব); যে চ তত্থ বিজানন্তি (যাঁরা তা জানেন) ততো মেধগা (তাঁদের সকল কলহ) সম্মন্তি (শান্ত হয়)।

১. 'পরেরা জানে না' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় কৌশাম্বীর ভিক্ষুদিগের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

২. কৌশাম্বীর ঘোষকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধর্মকথিক দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন। প্রত্যেকের পাঁচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে ধর্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে আচমন জলাবশেষ জলধারে রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পশ্চাৎ বিনয়ধর সেখানে প্রবেশ করিয়া সেই জল দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুস, আপনি ওখানে জল রাখিয়াছেন?'

'হাঁ আবুস।'

'ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না।'

'না, জানি না।'

'আবুস, ইহাতে 'আপত্তি' হয়।'

'তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব।'

'আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তি হইবে না।'

৩. ধর্মকথিক ইহা 'আপত্তি' নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন। বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন—'এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না 'আপত্তি হইয়াছে।' তাঁহারা ধর্মকথিকের শিষ্যদিগকে দেখিয়া কহিলেন—'আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না। 'আপত্তি' হইয়াছে।' তাঁহারা গিয়া নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন। তিনি এইরূপ কহিলেন—'এই বিনয়ধর পূর্বে 'অনাপত্তি' বলিয়া, এখন বলিতেছেন 'আপত্তি'; ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী।'

তাঁহারা যাইয়া কহিলেন—'আপনাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।' এইরূপে পরস্পরের মধ্যে কলহ বর্দ্ধিত হইল।

৪. অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, ধর্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি জ্ঞান করেন নাই, এই অজুহাতে তাঁহাকে উপেক্ষণীয় নামক দণ্ডকর্ম প্রদান করিলেন। সেই হইতে তাঁহাদের অন্নবস্ত্র দায়ক উপস্থাপকেরাও দুই ভাগ হইল। যে সকল ভিক্ষুণী তাঁহাদের কাছে ধর্মোপদেশ শুনিতেন তাঁহারাও দুই ভাগ হইলেন। তাঁহাদের

http://kalpataruboi.org

রক্ষাকারী দেবতারাও দুই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রক্ষাদেবতাদের বন্ধু-বান্ধব আকাশস্থ দেবতারাও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল পৃথক্‌জনই দুই পক্ষ হইলেন। চতুর্মহারাজিক হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার লাভ করিল।

৫. অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—'বর্জনকারীরা বলিতেছেন—'ধর্মানুসারেই বর্জন করা হইয়াছে বর্জিতের পক্ষদের বিশ্বাস 'অধর্মানুসারে বর্জন করা হইয়াছে।' বর্জকেরা বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।'

৬. ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন—'সম্মিলিত হও।' দুই বারই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'ভন্তে, তাঁহারা সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন না?' ইহা শুনিয়া তৃতীয়বার ভগবান বলিয়া উঠিলেন—ভিক্ষুসঙ্ঘ ভিন্ন হইল? ভিক্ষুসঙ্ঘ ভিন্ন হইল? ভগবান তাহাদের নিকট গিয়া বর্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বর্জন কার্যের কুফল এবং অপরপক্ষকে তাঁহাদের দোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে আবার একসীমায় উপোসথকর্মাদি করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায় দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (আনন্তরিকভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাসনে উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহার পরেও শাস্তা শুনিতে পাইলেন—'ভিক্ষুরা এখনও বিভিন্ন হইয়া আছেন।' তিনি তাঁহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, নিষ্প্রয়োজন, ভিন্ন হইও না' ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, বিভেদ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ এই সব অনর্থক। কলহের জন্য চড়ুই (ভারুই) পক্ষিও হস্তীনাগের প্রাণনাশ করিয়াছিল।' এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন, শাস্তা আবার কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, মিলিত হও, বিবাদ করিও না; বিবাদের জন্য অনেক সহস্র বত্তক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।' এই বলিয়া তিনি বত্তক জাতক কহিলেন।

৭. এত বলা সত্ত্বেও তাঁহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না, তখন একজন ধর্মবাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্লান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা না করিয়া কহিলেন—'প্রভু ভগবান ধর্মস্বামী, আপনি ক্ষান্ত হউন, উৎকণ্ঠাবিহীন চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধর্মপ্রসূত সুখে অনুযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করুন। আমরা এই ভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ফল দেখাইব।' এইরূপ বলিলে শাস্তা অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন' এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক কোশলরাজ দীঘিতির রাজ্যোচ্ছেদ, অজ্ঞাত বাসের ন্যায় পিতার নিধন ও দীর্ঘায়ু কুমার কর্তৃক স্বীয় জীবনদানের (কাশীরাজের জীবন রক্ষার) পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের ন্যায় দণ্ডধারী ও অস্ত্রধারী রাজাদেরও এইরূপ ক্ষান্তি সৌহাদ্য সম্ভব হয়, এ স্থলে কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায়? যেহেতু তোমরা এমন সুআখ্যাত ধর্ম বিনয়সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়াছ তদ্ধেতু তোমরা

http://kalpataruboi.org

ক্ষমাশীল ও সহৃদয় হইবে।' এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাদিগকে মিলাইতে পারিলেন না।

৮. তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাসে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—'আমি এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া দুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব।' তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌশাম্বীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালকলোণকারামে গেলেন। তথায় ভগু স্থবিরকে একচারিক ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপকারিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্রশালমূলে পারিলেয়্যক হস্তী দ্বারা সেবিত হইয়া সুখে বর্ষাবাস করিতেছিলেন।

৯. কৌশাম্বীবাসি উপাসকেরা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, শাস্তা কোথায়?'

'পারিলেয়্য বনে গিয়াছেন।'

'কেন?'

'আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত হই নাই;'

'ভন্তে, আপনারা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া তিনি মিলাইতে চাহিলেও আপনারা মিলিলেন না?'

'এইরূপই আবুস।'

মনুষ্যেরা কহিল—'এই ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের জন্য শাস্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বসিবার আসনও দিব না, অভিবাদনাদিও করিব না।'

১০. সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সৎকার পর্যন্ত করিল না। ভিক্ষুরা অল্পাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই উজু হইয়া পরস্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ক্ষমা চাহিয়া উপাসকগণকে কহিলেন—'হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপনারাও পূর্বের ন্যায় হউন।'

'ভন্তে, শাস্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি?'

'না, ক্ষমা করেন নাই, আবুস!'

'তাহা হইলে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শাস্তা ক্ষমা করিলে আমরাও আপনাদের প্রতি পূর্ব সদৃশ হইব।'

অদ্য বর্ষা হেতু তাঁহারা শাস্তার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না। দুঃখের সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন। শাস্তা কিন্তু সেই হস্তীর সেবা-শুশ্রূষায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

১১. সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইয়া সুখে বাস করিবার জন্যই সেই বনগহনে

Kalpataru Boi.org

http://kalpataruboi.org

প্রবেশ করিল।

যথা বলা হইয়াছে—'আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তীবালক ও হস্তীশিশু সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, তাহাদের ছিন্নগ্র তৃণ খাইতে হইতেছে, আমার ভাঙ্গা ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল পান করিতে হইতেছে, অবগাহনের ও উঠিবার সময় হস্তিনীসকল গা ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাস করিব।'

১২. অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়্য বনে রক্ষিত ঘনবনাংশে ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেন তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল। তথায় অবলোকন করিয়া অন্য কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল। শুণ্ডের দ্বারা শাখা হইয়া সম্মার্জন (পরিষ্কার) করিল। সেই হইতে শুণ্ডের দ্বারা ঘট লইয়া পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে জল গরম করিয়া দিত। কি প্রকারে? শুণ্ডের দ্বারা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্ঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জ্বালিত, তথায় তথায় পাষাণ খণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা উল্টাইয়া ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শুণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্তভাব পরীক্ষা করিত, তপ্তভাব জানিয়া, যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিত। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিতেন—'পারিলেয়্য, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি?' এই বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন। অতঃপর ভগবানের জন্য নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া দিত।

১৩. যখন শাস্তা গ্রামে পিণ্ডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন হস্তী শাস্তার পাত্র-চীবর লইয়া কুম্ভোপরি স্থাপন করত শাস্তার সঙ্গেই যাইত। শাস্তা গ্রামের উপচার সীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন—'পারিলেয়্য, ইহার পর তুমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাত্র-চীবর আমাকে দাও।' শাস্তা পাত্র-চীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন। হস্তী শাস্তার নিষ্ক্রমণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত। তাঁহার প্রত্যাবর্তন সময় আগুবাড়াইয়া লইত ও পূর্বের ন্যায় পাত্র-চীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখার দ্বারা বাতাস দিত। রাত্রে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্য শুণ্ডের দ্বারা বৃহৎ দণ্ড গ্রহণ করিয়া 'শাস্তাকে রক্ষা করিব' এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্যন্ত বনগহনের অন্তরান্তরে বিচরণ করিত।

১৪. সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল 'রক্ষিত বনসণ্ড' হস্তী অরুণ উদয়ে মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই নিয়মে সম্পাদন করিত।

১৫. অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন (প্রতি মুহূর্তে) তথাগতের ব্রত প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—'আমিও কিছু করিব।' বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা বিহীন এক মৌচাক

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

দেখিতে পাইল। সেই দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দণ্ড সহিতই মৌচাকখানা শাস্তার নিকট লইয়া আসিল। একখণ্ড কদলি পত্র ছিঁড়িয়া পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শাস্তাকে প্রদান করিল। শাস্তা তাহা গ্রহণ করিলেন। 'শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি না' এই চিন্তা করিয়া বানর চাহিয়া রহিল। বানর দেখিল শাস্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া আছেন। 'তাহার কারণ কি' চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ করিয়া মৌচাকখানা উল্টাইয়া দেখিল। তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার ডিম্ব রহিয়াছে। সত্ত্বর ডিম্বগুলো বিদূরিত করিয়া প্রদান করিল। শাস্তা মধু পান করিলেন। তাহাতে বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শাখা হইতে শাখান্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল। অতঃপর তাহার গৃহীত ও আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল। সে এক স্থাণুর (গোঁজার) উপর পড়িল, তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল। এই আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালীন শাস্তার প্রতি প্রসন্ন চিত্তে মরিয়া তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। তথায় সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়াছিল।

১৬. তথাগত পারিলেয়্য বনে অবস্থান করিতেন, হস্তীনাগ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচার হইয়াছিল। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিশাখা ও এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপাসক-উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'ভন্তে, আমাদিগকে শাস্তাকে দেখান।' বর্ষাবাসের পর নানাদিকবাসি পাঁচশত ভিক্ষু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যাচঞা করিলেন—'আয়ুষ্মান আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহুদিন পূর্বে; আবুস আনন্দ, আমরা ভগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 'তথাগত তিনমাস যাবৎ একাকী বিচরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অযুক্তিকর' এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদিগকে বহির্দেশে রাখিয়া একাকী তথাগতের সম্মুখীন হইলেন।

১৭. পারিলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিয়া দণ্ড লইয়া অগ্রসর হইল। শাস্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন—'পারিলেয়্য, আসিতে দাও, বারণ করিও না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক।' হস্তী সেই স্থানেই দণ্ড ছাড়িয়া পাত্র-চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা করিল—'ইনি যদি ব্রত সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শাস্তা বসিবার পাষাণফলকে পাত্র-চীবর রাখিবেন না।' স্থবির পাত্র-চীবর ভূমিতে রাখিলেন। 'ব্রত সম্পন্নেরা গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন জিনিস রাখেন না।' স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'একাই আসিয়াছ কি?' পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত আগমনের কথা শুনিয়া শাস্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাহারা কোথায়?'

'আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আসিয়াছি।' স্থবির এইরূপ বলিলে শাস্তা তাহাকে আদেশ দিলেন—'তাহাদিগকে ডাক।' স্থবির ডাকিলেন।

১৮. শাস্তা তাহাদের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—'ভন্তে ভগবন, বুদ্ধ সুকুমার, ক্ষত্রিয় সুকুমার; আপনি তিনমাস

http://kalpataruboi.org

যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্যন্ত দিবার লোক ছিল না বোধ হয়!' ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সর্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে; এইরূপ বন্ধু লাভীর একত্রে বাস করা উচিত। যে লাভ না করে তাহার পক্ষে একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন—

যদি জ্ঞানবান সচ্চরিত্র ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করিবে।

যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদাচারী ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তবে বিজিত রাজ্যত্যাগী রাজার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ নাগের ন্যায় একাকী অরণ্যে বিচরণ করিবে।

একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়, কারণ অজ্ঞানীর দ্বারা সহায়তা হয় না। মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া একাকী বিচরণ করিবে। কদাচ পাপ করিবে না। গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হইলেন।

১৯. আনন্দ স্থবির অনাথপিণ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের সমীপে নিবেদন করিলেন—'প্রভু, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ পাঁচ কোটি আর্যশ্রাবক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন।'

শাস্তা কহিলেন—'তাহা হইলে পাত্র-চীবর গ্রহণ কর।'

শাস্তা পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন। হস্তী যাইয়া পথে তির্যকভাগে দাঁড়াইল। ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, হস্তী এরূপ করিতেছে কেন?'

ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে। এই হস্তী দীর্ঘদিন আমার উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিত্তে দুঃখ দেওয়া উচিত হইবে না। তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও।'

২০. শাস্তা ভিক্ষুগণসহ নিবৃত্ত হইলেন। হস্তী বনগহনে প্রবেশ করিয়া কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল। পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল। পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারিল না। ভোজন কার্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন। হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরান্তরে যাইয়া শাস্তার পুরভাগে তির্যকভাবে স্থিত হইল।

'ভন্তে, হস্তী কি করিতেছে?'

'ভিক্ষুগণ, হস্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে।'

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'পারিলেয়্য, ইহা আমার অনিবর্তনীয় গমন। তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল কিছুই লাভ হইবে না; তুমি স্থিত হও।'

তাহা শুনিয়া মহাহস্তী মুখে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। হস্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই নিয়মে

http://kalpataruboi.org

যাবজ্জীবন সেবাপূজা করিত। শাস্তা গ্রামের উপাচার সীমা প্রান্ত হইয়া হস্তীকে কহিল—'পারিলেয়্য, এই হইতে তোমার অভূমি, লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না।' সে রোদন পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্ষুপথের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল। ইহাতে তাহার মৃত্যু হইল। শাস্তার প্রতি প্রসন্নতা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল। তাহার নাম হইল 'পারিলেয়্য দেবপুত্র'।

২১. শাস্তা অনুক্রমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন। কৌশম্বীবাসি ভিক্ষুরা শুনিতে পাইলেন, শাস্তা শ্রাবস্তীতে আসিয়াছেন। তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। কোশলরাজ শুনিলেন যে কৌশম্বীবাসি সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আসিতেছেন। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'ভন্তে, আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।'

'মহারাজ, সেই ভিক্ষুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরস্পরের বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই। তাহারা এখন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসিতেছে, তাহারা আসুক মহারাজ।'

অনাথপিণ্ডিকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—'আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না।' ভগবান পূর্বের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন।

২২. ভগবান শ্রাবস্তীতে উপনীত সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নাসন দেওয়াইলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না। আগতাগতেরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'ভন্তে, ভেদকারী কৌশম্বীবাসি ভিক্ষুরা কোথায়?'

শাস্তা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—'ইহারা।'

'ইহারা, ইহারাই' এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল। এই লজ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিয়া না পারিয়া ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

২৩. শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা ভারি অন্যায় করিয়াছ; তোমরা আমার ন্যায় বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা করিলে, আমার কথা রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও বধদণ্ড প্রাপ্ত মাতা-পিতার উপদেশ শুনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইলেও, সেই উপদেশ অতিক্রম না করিয়া পরে দুই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল।' এই বলিয়া পুনরায় কৌশম্বীক জাতক কহিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—'ভিক্ষুগণ, এইরূপে দীর্ঘায়ুকুমার মাতা-পিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ অতিক্রম না করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কন্যা লাভ করিয়া কাশী-কোশল রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া ভারি অন্যায় করিয়াছ' বলিয়া এই গাথা কহিলেন—

http://kalpataruboi.org

আমরা এখানে [কলহে] নষ্ট হইতেছি অর্থাৎ অনুক্ষণ মৃত্যুর দিকে যাইতেছি, [কলহপ্রিয়] লোকেরা ইহা বুঝে না; যাহারা ইহা উপলব্ধি করে তাহাদের কলহ প্রশমিত হয়।

২৪. তথায় 'পরেরা বা মূর্খেরা' পণ্ডিতগণ ব্যতীত অন্যান্য কলহ পরায়ণ ব্যক্তিকে পর বলা হয়। তাহারা সঙ্ঘ মধ্যে বিবাদ করিবার সময় জানে না বা মনে করে না 'আমরা এই সংসারে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছি বা সতত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।'

'জানিবে যাহারা তাহা' তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহারা জানে যে 'আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছি।'

'তথা কলহসাম্য হবে' এইরূপ জ্ঞাত পণ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া কলহকারীর কলহ উপশম করিবার জন্য প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয়।

২৫. অথবা 'পরেরা' এই অর্থে আমি পূর্ব 'ভিক্ষুগণ, বিবাদ করিও না' ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন বলিয়া 'পর'। 'আমরা ছন্দাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া' আমরা চিরকাল ইহ সংসারে থাকিব না তাহা না জানিয়া, সঙ্ঘ মধ্যে কলহাদি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহারা সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করাতে জানিতেছে যে 'আমরা পূর্বে অসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে ছন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপৃত হইয়া গর্হিত কার্য করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের সহায়তায়' তাহারা এই কলহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।'

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

চূলকাল-মহাকালের উপাখ্যান—৬

৭. সুভানুপস্সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিযেসু অসংবুতং,
ভোজনম্হি চ অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং;
তং বে পসহতী মারো বাতো রুক্খং ব দুব্বলং।

৮. অসুভানুপস্সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রিযেসু সুসংবুতং,
ভোজনম্হি চ মত্তঞ্ঞুং, সদ্ধং, আরদ্ধবীরিয়ং;
তং বে নপ্পসহতী মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং।...৭-৮

অনুবাদ : যে কেবল বাইরের সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ায়, যে অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতাহারী, অলস আর হীনবীর্য, সে বাতাহত দুর্বল গাছের মত মারের (রিপুগণের) দ্বারা পরাভূত হয়। শরীরের মলিনতার কথা জেনে যে বাইরের শোভা খোঁজে না, যে ইন্দ্রিয় সংযত রাখে, পরিমিত আহার করে, সেই শ্রদ্ধাবান ও বীর্যবান পুরুষকে মার প্রভাবিত করতে পারে না। বায়ু যেমন শিলাময় পর্বতকে

http://kalpataruboi.org

টলাতে পারে না, ঠিক তেমনি।

অন্বয় : সুভানুপস্সিং বিহরন্তং, (আপাত শুভ অর্থাৎ প্রিয়ের অন্বেষণকারী) ইন্দ্রিযেসু অসংবুতং, (ইন্দ্রিয়ে অসংযত), ভোজনং হি অমত্তঞ্ঞুং (ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন), কুসীতং (অলস) হীনবীরিয়ং (হীনবীর্য) তং (তাকে, সেই লোককে) বে মারো (মার অর্থাৎ রিপুগণ) দুব্বলং রুক্খং (দুর্বল বৃক্ষকে) বাতা ইব (বাতাসের ন্যায়) পসহতী (পরাস্ত বা অভিভূত করে)। অসুভানুপস্সিং বিহরন্তং (যিনি বাহ্য শুভ দর্শনে বিরত অর্থাৎ শ্রেয়ের অন্বেষণকারী) ইন্দ্রিযেসু সুসংবুতং (সংযতেন্দ্রিয়) ভোজনম্হি মত্তঞ্ঞুং (মিতাহারী) চ সদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং (শ্রদ্ধাবান ও বীর্যসম্পন্ন) তং বে মারো (তাকে মার) সেলং পব্বতং (শৈল পর্বতকে) বাতো ইব (বায়ুর ন্যায়) ন পসহতি (প্রতিহত করতে পারে না)।

১. 'যে [দেহের বাহ্য] শোভাদর্শী হইয়া বিহরণ করে' এই ধর্মদেশনা শাস্তা শ্বেতব্য নগরের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার সময় চূলকাল ও মহাকালের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

২. চূলকাল, মেজকাল ও মহাকাল তিন ভাই শ্বেতব্যবাসি কুটুম্বিক, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশ-দেশান্তরে বিচরণ করিয়া গাড়ির দ্বারা পণ্য আহরণ করিত। মেজকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত। এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়িতে বিবিধ পণ্য বোঝাই করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবস্তী নগর ও জেতবনের মধ্য পথে গাড়ি খুলিয়াছিল। মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাসি আর্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য যাইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—'ইহারা কোথায় যাইতেছেন' ধর্মশ্রবণের জন্য যাইতেছেন শুনিয়া 'আমিও যাইব' এই চিন্তা করিয়া কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—'গাড়িগুলি ভালরূপে দেখিও ভাই, আমি ধর্ম শুনিতে যাইব।' এই বলিয়া গিয়া, তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে দুঃখস্কন্ধ সূত্রাদির অবতারণা করিয়া অনেক পর্যায়ে কামের কুফল, অপকারিতা ও সংক্লেশের বিষয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের উদয় হইল—'তাইত! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগসম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে যায় না। তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি? আমি প্রব্রজিত হইব।' সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। ভগবান বলিলেন—'অনুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই?'

'ভন্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে।'

'তাহার সম্মতি নিয়া আস।'

'সাধু ভন্তে', তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—'ভাই, তুমি এই সম্পত্তি গ্রহণ কর।'

http://kalpataruboi.org

'আপনি দাদা?'

'আমি শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব।'

সে তাঁহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কহিল—'ভাল, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন।'

৩. মহাকাল যাইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন। চূলকাল ভাবিল—'আমি দাদাকে ফিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব' এই চিন্তা করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল! কিছুদিন পরে মহাকাল উপসম্পদা লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধুর জানিতে চাহিলেন। শাস্তা ধুর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন। মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—'ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পূর্ণ করিব।' তিনি অর্হত্ত্ব লাভের কর্মস্থান পর্যন্ত ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া শ্মশানিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিলেন। তিনি রাত্রির প্রথম যামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্মশানে যাইতেন এবং প্রত্যুষে কেহ গাত্রোত্থান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন।

৪. অনন্তর শ্মশান রক্ষিকা কালীনাম্নী শবদাহিকা স্থবিরের স্থিতি, উপবেশন ও চংক্রমণের বিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—'কে এখানে আসে? তাহাকে ধরিব!' সে তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন শ্মশান কুটিরে প্রদীপ জ্বালিয়া ছেলে-মেয়েসহ শ্মশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল। মধ্যমযামে স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্দনাপূর্বক কহিল—'আমাদের আর্য! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি?'

'হাঁ উপাসিকে।'

'ভন্তে, শ্মশানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।'

স্থবির—'তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব?' এইরূপ না বলিয়া কহিলেন—'কি করিতে হইবে উপাসিকে?'

'ভন্তে, শ্মশানিক অঙ্গ রক্ষাকারীদের শ্মশান বাসের কথা শ্মশান রক্ষীদের, বিহারের মহাস্থবিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয়।'

'কারণ কি?'

'গৃহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল শ্মশানে ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া শ্মশানবাসিদের উপদ্রব করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—'আমরা জানি ইনি এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন।' তাহাতে উপদ্রব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয়।'

'আর কি করিতে হয়?'

'ভন্তে, শ্মশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে নাই, দিনে ঘুমাইতে নাই, আলস্য ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে যাইতে হয়। যদি ভন্তে আর্য,

http://kalpataruboi.org

এখানে এইভাবে থাকেন তবে প্রব্রজ্যা কর্মে ফলবান হইতে পারেন। যদি মৃতদেহ আনিয়া ফেলে, আমি কম্বলকুটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা ও গন্ধদ্রব্যে সৎকার করিয়া শরীরকৃত্য করিব। আর আপনি যদি তাহা না পারেন চিতা জ্বালিয়া শঙ্কু দিয়া টানিয়া তাহা বাহিরে ক্ষেপণ করিব, এবং কুড়ালির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব, তৎপর আগুনে প্রক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া ফেলিব।' স্থবির তাহাকে কহিলেন—'সাধু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত শরীর দেখিলে আমাকে বলিও।'

শ্মশান রক্ষিকা—'ভাল, তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিল।

৫. স্থবির ইচ্ছানুরূপ শ্মশানে গিয়া শ্রমণধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। চূলকাল স্থবির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ির কথা চিন্তা করেন, স্ত্রীপুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি ভাবেন—'আমার দাদা গুরুভার কর্ম করিতেছেন।'

একদিন কোন এক গৃহস্থের কন্যা মুহূর্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াহ্ন সময়ে অম্লান, অক্লান্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তাহাকে তাহার জ্ঞাতিবন্ধুরা কাষ্ঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া শ্মশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—'একে পোড়াও।' এই বলিয়া তাহারা তাহাকে মজুরি চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সে শবের বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিয়া তৎমুহূর্তে মৃত পীন্‌পীনে সুবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া ভাবিল—'এইটি আর্যকে দেখাইবার মত আলম্বন বটে।' সে গিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া কহিল—'ভন্তে, এইরূপ আলম্বন আসিয়াছে, দেখিয়া যান।'

৬. স্থবির 'সাধু' বলিয়া যাইয়া বস্ত্রাবরণ অপসারিত করাইলেন এবং পাদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন—'এমন পীন্‌পীনে সুবর্ণবর্ণ রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নিশিখা জড়াইয়া ধরিবে তখন আমাকে বলিও।' স্থবির এই বলিয়া স্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে তদ্রূপ করিয়া স্থবিরকে জানাইল। স্থবির আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অগ্নিজ্বালা লাগিয়া সেই স্বর্ণকান্তি দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর ন্যায় হইয়াছে, পদযুগল নমিত হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, হস্তদ্বয় বক্র হইয়াছে, ললাট নিশ্চর্ম হইয়াছে। স্থবির ভাবিলেন—'এই শরীর এখনই অপর্যাপ্ত দর্শন ছিল, আবার এখনই ক্ষয়প্রাপ্ত, ব্যয়প্রাপ্ত হইল।' এই চিন্তা করিতে করিতে 'রাত্রিস্থানে' গিয়া উপবেশন করত ক্ষয়-ব্যয় সন্দর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—

'হায়! উদয়-বিলয় ধর্মী সংস্কারসমূহ একান্তই অনিত্য, উহারা উৎপন্ন হইয়া নিরোধ হয়, তাহাদের উপশমে পরম সুখ।' এই গাথা বলিয়া স্থবির বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্বেতব্যে গিয়া শিংশপা বনে প্রবেশ করিলেন। চূলকালের স্ত্রীরা শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া 'আমাদের স্বামীকে ধরিব' এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিল।

৭. বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে তাহা বলিবার জন্য একজন ভিক্ষুকে আগে যাইতে হয়। বুদ্ধের আসন মধ্যে দিতে হয়, তাঁহার

http://kalpataruboi.org

দক্ষিণে সারিপুত্র স্থবিরের, বামে মহামোদ্দল্লায়ন স্থবিরের, তাহার উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসঙ্ঘের আসন দিতে হয়। সেই জন্য মহাকাল স্থবির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া 'তুমি আগে যাইয়া কিরূপভাবে আসন দিতে হইবে তাহা বলগে' এই বলিয়া চূলকালকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ির লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া নীচাসনসমূহ সঙ্ঘ স্থবিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সঙ্ঘনবকের আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল। চূলকাল কহিলেন—'এমন করিও না, উচ্চাসন নীচে, নীচাসন উপরে দিও না। তাঁহার স্ত্রীগণ যেন তাঁহার কথা শুনে নাই এমনভাবে কহিল—'তুমি কি করিতেছ?' তোমার কি আসন বিছাইতে নাই? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ? কে তোমাকে শ্রমণ করাইয়াছে? কেন এখানে আসিয়াছ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইল এবং শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-মুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—'যাও, শাস্তাকে নিয়া আস, আমরা আসন পাতিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল।

৮. দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যাত্যাগীরা লজ্জাবোধ করে না। তাই সে সেই বেশেই নিরাশঙ্কের ন্যায় গিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল। মহাকালের স্ত্রীরা ভাবিল—'ইহারা এদের স্বামীকে নিয়ে নিল, আমরাও আমাদের স্বামীকে নিয়ে নিব।' ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পর দিবসের জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। সেইদিন আসন বিন্যাস দেখাইবার জন্য অন্য ভিক্ষু আসিলেন। তাহারা তখন সুযোগ না পাইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া ভিক্ষাদান করিল। চূলকালের দুই স্ত্রী, মধ্যমকালের চারিজন ও মহাকালের আটজন স্ত্রী। যাঁহারা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বসিয়া ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন। যাঁহারা বাহিরে যাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শাস্তা সেখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন। তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের স্ত্রীরা কহিল—'ভন্তে, মহাকাল স্থবির আমাদের দানানুমোদন করিয়া আসিবেন, আপনি আগে যান।' শাস্তা 'সাধু' বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন।

৯. ভিক্ষুগণ গ্রামদ্বারে উপনীত হইয়া কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন—'শাস্তা একি করিলেন? জানিয়া করিলেন? না, না জানিয়া করিলেন? গতকল্য আগে গিয়া চূলকালের প্রব্রজ্যার অন্তরায় হইয়াছিল। অদ্য অন্য ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অন্তরায় হইতে পারে নাই। শাস্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন। এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচারসম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অন্তরায় করিবে না কি কে জানে?'

১০. শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ?' তাহারা তাহা বলিলে শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চূলকালের ন্যায় মনে কর?'

'হাঁ ভন্তে, ওর দুই স্ত্রী, এর আট স্ত্রী। আটজনে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলে কি

http://kalpataruboi.org

করিবে ভন্তে?'

শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, এমন বলিও না। চূলকাল উঠিতে বসিতে সবসময়ে শোভনালম্বন বহুল হইয়া বিহার করে, সে প্রপাততটে স্থিত দুর্বল বৃক্ষসদৃশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্বতের ন্যায় অচল।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

যে [দেহের বাহ্য] শোভাদর্শী ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, আলস্যপরায়ণ ও হীনবীর্য, বায়ুবিধ্বস্ত দুর্বল বৃক্ষের ন্যায় মার [রিপুগণ] তাহাকেই অভিভূত করে।

যিনি [বাহ্য] শোভা দর্শনে বিরত [অশুভ ভাবনায় রত] ইন্দ্রিয়সমূহে সুসংযত, ভোজনে মাত্রা রাখেন, শ্রদ্ধাবান ও আরদ্ধবীর্য, বায়ুতে অবিচলিত শিলাময় পর্বতের ন্যায় মার তাহাকে কখনও অভিভূত করিতে পারে না।

১১. তথায় 'যিনি বাহ্য শোভা নিরীক্ষণ করিয়া যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টালম্বনে মনোনিবেশ করিয়া বিহরণ করে। যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্যে নিমিত্ত গ্রহণ করে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্টবে অনুব্যঞ্জনগ্রাহী বা মুগ্ধ হইয়া নখ ও অঙ্গুলি সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা, ওষ্ঠ, দন্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, ভ্রু, ললাট ও কেশ সুন্দর বলিয়া মনে করে; কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক সুন্দর বলিয়া মনে করে; বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস) সুন্দর বলিয়া মনে করে; ইহার নামই শুভানুদর্শী। এইরূপ শুভ মনে করিয়া অনুবিক্ষণ করিতে করিতে বাসকারী।

'ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত' চক্ষাদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃত, অসংযতেন্দ্রিয়, চক্ষুদ্বারাদি অরক্ষক।

'ভোজনে মাত্রাহীন' পর্যোষণ মাত্রা, প্রতিগ্রহণ মাত্রা ও পরিভোগ মাত্রা জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাত্রা ও বিসর্জন মাত্রাও জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ। এই ভোজন ধর্মানুমোদিত, ইহা ধর্মানুমোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাত্রজ্ঞ।

'অলস' কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস, কার্যকারিতা রহিত।

'উদ্যমহীন' হীনবীর্য, গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি ঈর্যাপথে বা অবস্থানে বীর্যরহিতা।

'পরাভব করে' পরাজয় করে, নিমজ্জিত করে।

'বাত্যাহত দুর্বল তরুপ্রায়' ছিন্নতটে জাত দুর্বলীকৃত বৃক্ষকে যেমন ঝঞ্ঝাবায়ু উৎপাটিত করে। যেমন ঝঞ্ঝাবায়ু সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে, ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন পূর্বক ভূমিতে পাতিত করিয়া উর্দ্ধমূল ও অধোশাখা করিয়া যায়; তদ্রূপ যে ভিক্ষু সৌন্দর্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীর্য ও আলস্যপরায়ণ তাহার অন্তরে উৎপন্ন ক্লেশমার তাহাকে পরাভব করে, ঝঞ্ঝাবায়ু দুর্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প ছিন্ন করার ন্যায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র

http://kalpataruboi.org

'আপত্তি' প্রাপ্ত করায়; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার ন্যায় 'নিস্সগ্গিয়া'দি (নিসর্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করায়; মহাশাখা ভগ্ন করার ন্যায় ত্রয়োদশ 'সঙ্ঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত করায়। উদ্ধর্তন করিয়া উর্দ্ধমূল অধোশির করিয়া পতন করার ন্যায় 'পারাজিকা' আপত্তিও প্রাপ্ত করায়। সু-আখ্যাত শাসন হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাব প্রাপ্ত করায়। এইরূপে ক্লেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে প্রবর্তিত করে।

১২. 'অশুভানুদর্শী' দশবিধ অশুভের মধ্যে অন্যতর যে কোন অশুভ দেখিয়া ঘৃণা মনসিকারযুক্ত হইয়া বিহরণ করা; কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, বর্ণ ও সংস্থান অশুভ মনে করিয়া বিহরণকারী।

'ইন্দ্রিয়সমূহে' ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে।

'সুসংযত' নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত, চক্ষুদ্বারাদি আবদ্ধ দ্বার।

'ভোজনে মাত্রজ্ঞ' ভোজনে অমাত্রজ্ঞ না হওয়া।

'শ্রদ্ধা' কর্ম ও তাহার ফলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং বস্তুত্রয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত।

'আরদ্ধবীর্য' প্রগৃহীত বীর্য, পরিপূর্ণ বীর্য।

'একান্তই তাহাকে' যেমন মন্দবায়ু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও সঘন শিলাময় পর্বতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অশুভদর্শী, সংযতেন্দ্রিয়, ভোজনমাত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধা ও আরদ্ধবীর্য ব্যক্তিকে দুর্বল ক্লেশমার অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত করিতে পারে না।

১৩. এদিকে তাঁহার প্রাক্তন ভার্যারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া বলিতে লাগিল—'তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী হইতে হইবে।' এভাবে তাহারা নানা কথা বলিয়া কাষায়বস্ত্র কাড়িয়া লইতে মনস্থ করিল। স্থবির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঋদ্ধিবলে আসন হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া কুটাগার কর্ণিকা ভেদ করত আকাশপথে ছুটিয়া আসিয়া শান্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাঁহার সুবর্ণবর্ণ শরীরের স্তুতি করিতে করিতে অবতরণ করিয়া তথাগতের পদ বন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তি ফলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

দেবদত্তের উপাখ্যান—৭

৯. অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্সতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাববমরহতি।

১০. যো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন, স বে কাসাবমরহতি।...৯-১০

অনুবাদ : কাম, আসক্তিতে যার হৃদয় মলিন, সে কাষায়বস্ত্র পরবার যোগ্য

http://kalpataruboi.org

নয়। যিনি কাম, রাগ ইত্যাদি দোষমুক্ত, শীলসমূহে[১৮] সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযমী, সত্যনিষ্ঠ তিনিই কাষায়বস্ত্র পরবার উপযুক্ত।

অন্বয় : অনিক্কসাবো (অনিষ্কষায় অর্থাৎ অপবিত্র) যো কাসাবং বত্থং (যে কাষায়বস্ত্র) পরিদহেস্সতি (পরিধান করে) দমসচ্চেন অপেতো (দম ও সত্যহীন) সো কাসাবং ন অরহতি (সে কাষায় বসনের উপযুক্ত নয়)। যো চ (যিনি) বন্তকসাবো (বান্তকষায় অর্থাৎ কলুষহীন) অস্স সীলেসু সুসমাহিতো (শীলসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন)। দমসচ্চেন উপেতো (সংযমী ও সত্যাশ্রয়ী) স বে (সে অবশ্যই) কাসাবম অরহতি (কাষায়বস্ত্র ধারণের যোগ্য)।

১. 'অনিষ্কসাব' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় রাজগৃহে দেবদত্তের কাষায় লাভের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

২. এক সময়ে অগ্রশ্রাবকদ্বয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু পরিজন লইয়া শাস্তার সম্মতিক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। রাজগৃহবাসিরা দুইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে আগন্তুকভাবে ভিক্ষাদান করিয়াছিল। একদিন আয়ুষ্মান সারিপুত্র পুণ্যানুমোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে উৎসাহিত করে না। সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেখানে ভোগসম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না। কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে; সেখানে সেখানে পরিজন সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ লাভ করে না। কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কাঁজি মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয়। আর কেহ নিজেও দান দেয়, পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও, সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগসম্পদ ও পরিজন সম্পদ দুই লাভ করে।' তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করিলেন।

৩. তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—'আশ্চর্য এই ধর্মদেশনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে। এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অগ্রশ্রাবককে কহিলেন—'ভন্তে, আগামীকল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

'উপাসক, তোমারা কয়জন ভিক্ষু চাও?'

'ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন?'

'সহস্রজন উপাসক!'

'সকলকে নিয়া আগামীকল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন, ভন্তে!'

স্থবির সম্মত হইলেন। উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন

[১৮]। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচরণবিধি।

http://kalpataruboi.org

করিয়া কহিতে লাগিল—'বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন? আপনারা কতজনকে পারিবেন।' এই বলিয়া সকলকে দানকার্যে উৎসাহিত করিলেন। লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ, 'আমরা দশজনকে দিব,' 'আমরা বিশজনকে দিব,' 'আমরা শতজনকে দিব,' এইরূপ বলিল। উপাসক বলিলেন—'তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব। সকলে ডাল, চাউল, তিল, সর্পি ও গুড়াদি নিয়া আস' এই বলিয়া সকলের জিনিস একস্থানে আনয়ন করাইলেন।

৪. অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়বস্ত্র দান করিয়া কহিলেন—'যদি আপনার দানীয় দ্রব্যের সঙ্কুলান না হয়, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন। যদি কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন।' তাঁহার সব দানসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল। কিছুই কম পড়িল না। তিনি উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়েরা! দেখুন, এই কাষায়বস্ত্রখানা একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত হইয়াছে, কাহাকে দিব?' কেহ কেহ বলিল—'সারিপুত্র স্থবিরকে।' কেহ কেহ বলিল—'সারিপুত্র স্থবির শস্য পাকিলে (সুখের সময়) আসিয়া চলিয়া যান, দেবদত্ত আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়, বৃহৎ উদক কুম্ভের ন্যায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব। সকলের মত লইয়া দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই ইহা দেবদত্তকে দেওয়া হইল। তিনি তাহা ছিঁড়িয়া সেলাই ও রঞ্জিত করিয়া পরিধান পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—'ইহা দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন।'

৫. অনন্তর অন্যস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন। শাস্তা তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কেমন আছেন জানিতে চাহিলেন। তিনি প্রথম হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষু, সে যে এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পূর্বেও করিয়াছিল।' ইহা বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :

৬. পূর্বকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, বারাণসীবাসি জনৈক হস্তীমারক হস্তী মারিয়া দন্ত, নখ, অন্ত্র ও ঘনমাংস লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত। এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে যাইবার সময় এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিতে পাইল। সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জানু নত করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিত। একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল—'আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি; এরা দেখিতেছি আসিতে যাইতে পচ্চেক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে? সে ভাবিয়া স্থির করিল—'কাষায়বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও কাষায়বস্ত্র যোগার করিতে হইবে। একদিন সে দেখিল জনৈক পচ্চেক বুদ্ধ সরোবরের তীরে কাষায়বস্ত্র রাখিয়া জলে নামিয়া অবগাহন করিতেছেন। সে

http://kalpataruboi.org

সুযোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল। অতঃপর হস্তী সকলের গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্র মস্তক আবৃত করিয়া অস্ত্রহস্তে বসিয়া রহিল। হস্তী তাহাকে দেখিয়া পচ্চেক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই দলের সর্ব পশ্চাৎ গমনকারী হস্তীকে অস্ত্রের আঘাতে মারিয়া দন্তাদি গ্রহণপূর্বক অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত।

৭. পরে এক সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীযোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া যুথপতি হস্তীশ্রেষ্ঠ হইল। সে তখনও তেমনভাবে হস্তী মারিত। মহাপুরুষ আপনার দল কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এই সব হাতী কোথায় গেল? কেন কম দেখাইতেছে?'

হাতীরা বলিল—'জানি না প্রভু!'

'কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইও না, বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।' এরূপ চিন্তা করিয়া 'ঐ একস্থানে কাষায়বস্ত্র আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তি হইতে ভয়ের কারণ হইয়া থাকিবে।' এই আশঙ্কায় যুথপতি স্থির করিল—'তাহাকে ধরিতে হইবে।' পরদিন বোধিসত্ত্ব সমস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়া পশ্চাৎ আসিতেছিল। সকল হস্তী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে হস্তীমারক যুথপতিকে আসিতে দেখিয়া চীবর অপনয়ন করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাপুরুষ সাবধানের সহিত আসিতেছিল, শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র পশ্চাৎ হটিয়া শক্তি এড়াইল। অতঃপর 'এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে' বলিয়া ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

৮. অতঃপর হস্তী বৃক্ষের সহিত তাহাকে শুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিতে উদ্যত হইল। সে কাষায় বাহির করিয়া দেখাইল। তাহা দেখিয়া হস্তীরাজ ভাবিল—'যদি আমি ইহাকে দূষিত করি হাজার হাজার বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবের প্রতি যে আমার লজ্জা সম্ভ্রম আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।' এই চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি আমার এতগুলি জ্ঞাতি নাশ করিয়াছ?'

'হাঁ প্রভু।'

'কেন তুমি এরূপ গুরুতর কার্য করিলে? নিজের অযোগ্য বীতরাগগণের পরিধানযোগ্য কাপড় পরিয়া এমন কাজ করিয়া তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ।' এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর নিগৃহীত করিবার জন্য 'অনিক্কসাবো কাসাবং' ইত্যাদি বলিয়া কহিল—'তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ।'

৯. শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিলেন—'তখন দেবদত্ত ছিল হস্তীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি।' এই বলিয়া জাতক সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন নয় পূর্বেও তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল।' এই বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ সত্য ও দমগুণ বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত—৯

http://kalpataruboi.org

যিনি কলুষমুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযতেন্দ্রিয় ও সত্যপরায়ণ তিনিই গৈরিক বসন ধারণের যোগ্য—১০

'ছদ্দন্ত' জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত।

১০. তথায় অনিষ্কাশিত কামরাগাদি কসাবের দ্বারা যুক্ত। 'পরিধান করিবে' নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আস্তরণরূপে ব্যবহার করিবে।

'দম-সত্য-পরিহীন' ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থ সত্য পক্ষীয় সত্য বাক্য হইতে বিযুক্ত বা পরিত্যক্ত।

'সে অযোগ্য' এইরূপ পুদ্গল কাষায়বস্ত্র পরিধান করিবার অযোগ্য।

'বমিত কলুষ' চতুর্মাগ দ্বারা যাহার কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন কসাব [কামরাগাদি কসাবহীন]।

'শীলসমূহে' চারিপরিশুদ্ধি শীলসমূহে।

'সুষ্ঠু সমাহিত' সুসমাহিত, সুস্থিত।

'সমন্বিত' ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের[১৯] দ্বারা উপগত।

'যোগ্য সেই' সেই এইরূপ পুদ্গল সেই সুগন্ধ কাষায়বস্ত্রের উপযুক্ত।

গাথা অবসানে আগন্তুক ভিক্ষু স্রোতাপন্ন হইয়াছিল; অপর বহুজনও স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল।

অগ্রশ্রাবকের উপাখ্যান—৮

১১. অসারে, সারমতিনো সারে চাসারদস্সিনো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসংকপ্পগোচরা।

১২. সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসংকপ্পগোচরা।...১১-১২

অনুবাদ : যা অসার বা অসত্য তাকে যারা সার বা সত্য মনে করে, আর সারকে অসার মনে করে, মিথ্যাসঙ্কল্পের সেই আশ্রয়দাতারা কখনো সারবস্তু পায় না। কিন্তু সারকে যাঁরা সার বলেই জানেন আর অসারকে অসার বলে, সত্যসঙ্কল্প সেই ব্যক্তিরা সারবস্তুকেই পেয়ে থাকেন।

অন্বয় : [যে] অসারে, সারমতিনো (যারা অসার বস্তুকে সার মনে করে) সরে চ অসারদস্সিনো (এবং সারে অসার দর্শন করে) মিচ্ছাসংকপ্পগোচরা (মিথ্যা সংকল্প আশ্রিত) তে (তারা) সারং অধিগচ্ছন্তি (সারবস্তু পায় না)। [যে] চ সারং সারতো ঞত্বা (যাঁরা সারকে সার জেনে) অসারং চ অসারতো [জানন্তি] (অসারকে অসার বলে জানেন) সম্মাসংকপ্পগোচরা (সম্যক সঙ্কল্প আশ্রিত) তে (তাঁরা) সারং অধিগচ্ছন্তি (সার বস্তু লাভ করেন)।

১. 'অসারে সার মনে করে' এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় অগ্রশ্রাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তথায় এই

[১৯]। দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য।

http://kalpataruboi.org

আনুপূর্বিক কথা—

২. আমাদের শাস্তা [গৌতম বুদ্ধ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে অমরবতী নগরে সুমেধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি হিমালয়ে বাস করিবার সময় ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি আকাশপথে যাইবার সময় দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রমানগরে দীপঙ্কর দশবলের গমনোপলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একস্থানে গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন। তাঁহার পথ সংস্কার কার্য সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্দমের উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন—'শাস্তা ও তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘ কর্দম মর্দিত না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর হইতে থাকুন।' শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—'ইনি বুদ্ধাঙ্কুর, শতসহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্যেয় কাল পরে ইনি গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন।'

৩. সেই দীপঙ্কর বুদ্ধের পরে কৌণ্ডণ্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদুম, নারদ, পদুমুত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, ফুস্স, বিপর্শী, শিখী, বেশ্বভূ, ককুসন্ধ, কোণাগমন, কশ্যপ এই ত্রয়োবিংশতি বুদ্ধ ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দশ পারমিতা[২০], দশ উপপারমিতা[২১] ও দশ পরমার্থ পারমিতা[২২] এই তিন পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া 'বেস্সন্তর' জন্মে পৃথিবী বিকম্পী মহাদান দিয়া স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে তুষিতপুরীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেখানে আয়ুষ্কাল থাকিবার পর দশসহস্র চক্রবাল দেবতা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—

'হে মহাবীর, আপনার এই ত সময়, জননী জঠরে উৎপন্ন হউন, দেবসহ নরগণকে ত্রাণ করিবার জন্য অমৃতপদ অধিগত হউন।'

৪. দেবতারা এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন করিলেন। অতঃপর সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজকুলে জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্রযৌবনপ্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক শ্রীর ন্যায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উদ্যান ক্রীড়ায় যাইবার সময় অনুক্রমে জীর্ণ, পীড়িত ও মৃতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়া সঞ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ দেখিয়া 'সাধু প্রব্রজ্যা' বলিয়া

---

[২০]। দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই দশবিধ পারমিতা। ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পারমিতা।

[২১]। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা।

[২২]। জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা।

http://kalpataruboi.org

প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপন্ন করত উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুষ্করিণী তীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলঙ্কৃত করিলেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল। তিনি পুত্র স্নেহের বলবত্তাব বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—'এই বাঁধন শক্ত না হইতেই ছিঁড়িব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—'সে মাতা নিশ্চয় নিবৃতা, সে পিতা নিশ্চয় নিবৃত, যাহাদের এমন পুত্র; সে নারী নিশ্চয় নিবৃতা, যাহার এমন পতি।'

৫. তাঁহার পিসতুতা ভগিনী কৃশাগৌতমী তাঁহাকে দেখিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এইকথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—'অহো, ইনি আমাকে নিবৃতপদ শ্রবণ করাইলেন' এই বলিয়া নিজের মুক্তাহার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্তকিগণের বিকৃতাকার দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইলেন। ছন্নকে ঘুম হইতে জাগরিত করিয়া কন্থক নামক অশ্বকে আনাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত দশ সহস্র চক্রবাল দেবতার দ্বারা পরিবৃত হইয়া ছন্নের সাহায্যে মহা অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন। অনোমা নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুক্রমে রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডব পর্বত গহ্বরে সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আসিতে প্রতিশ্রুতি করাইলেন। অনন্তর তিনি আলাঢ় ও উদ্রকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ কিছু না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপর্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে সুজাতার প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা 'সমাপত্তি' দ্বারা দিবাভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াহ্ন সময়ে সোত্থিয়ের প্রদত্ত তৃণ গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অভিস্তুত হইয়া, বোধিমণ্ডপে আরোহণ পূর্বক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—যাহাতে আর জন্ম নিতে না হয় সেইরূপ ভাবে আমার চিত্ত আস্রব (তৃষ্ণা) হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি এই আসন ভাঙ্গিব না' সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। সূর্য অস্তমিত না হইতেই মারসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া রাত্রির প্রথম যামে পূর্বজন্মের জ্ঞান, মধ্যম যামে সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞান অবতরণ করাইয়া দশবল চতুর্বৈশারদ্যাদি সর্বগুণ প্রতিমণ্ডিত সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডপে অতিবাহিত করিলেন। অষ্টম সপ্তাহে অজপাল ন্যাগ্রোধমূলে গমন করিলেন। সেখানে উপবেশন করিয়া ধর্মের গভীরভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মন্দোৎসাহ হইলেন। ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা সহম্পতি আসিয়া তাঁহাকে

http://kalpataruboi.org

ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধচক্ষু দ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া 'আমি কাহাকে প্রথম ধর্মদেশনা করিব' এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বার অবলোকন করিলেন। দেখিলেন আলাঢ় ও উদ্রেক কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার পর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন। তাঁহাদিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উপকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে তিনি ঋষিপতনে মৃগদায়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞাপন করিয়া 'অঞ্ঞঞ কোণ্ডঞ্ঞঞ' প্রমুখ করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মাকে অমৃত পান করাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই ভিক্ষুদের সকলকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই দিবসই তিনি কুলপুত্র যশের হেতু সম্পত্তি দেখিলেন। সেই রাত্রিতে কুলপুত্র উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন 'এস যশ' বলিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সেই রাত্রি মধ্যে তাঁহাকে স্রোতাপত্তি ফল এবং পরদিবসে অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত করাইলেন। অনন্তর তাহার চুয়ান্ন জন বন্ধুকেও 'এস ভিক্ষু' প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত করাইলেন।

৬. এইরূপে জগতে একষট্টি জন অর্হৎ হইলে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণার পর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা বিচরণ কর।' এই বলিয়া ষাটজন ভিক্ষুকে দিগ-দিগন্তে পাঠাইয়া তিনি স্বয়ং উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কপ্পাসিক বনভাগে ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় কুমারকে বিনীত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম জন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন স্রোতাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সকলকে 'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলায় গমন করিলেন। সেখানে সার্দ্ধ দ্বি সহস্র প্রাতিহার্য বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া উরুবেল কশ্যপ প্রভৃতি জটিল ভ্রাতৃত্রয়কে তাঁহাদের অনুচর সহস্র জটিলের সহিত বিনীত করিয়া 'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত করিলেন। তাহাদিগকে গয়াশীর্ষে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পর্যায় দেশনা দ্বারা অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র অর্হতের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিম্বিসার রাজার নিকট কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজগৃহ নগরের সমীপবর্তী তাল উদ্যানে গমন করিলেন। শাস্তা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রাজা দ্বাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন করিলেন। তাঁহাদিগকে মধুর ধর্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অযুতের সহিত রাজাকে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অযুতকে শরণে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরদিবস তিনি রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণ যুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। রাজভবনে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া বেণুবনারামে প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন। সেখানে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

http://kalpataruboi.org

৭. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের আগমনের পূর্বাপর কথা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রাজগৃহের অদূরে উপতিষ্য[১০] গ্রাম ও কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে উপতিষ্য গ্রামে রূপসারি নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে মৌদ্গলী ব্রাহ্মণীর গর্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৮. সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয়ভাবের দ্বারা আবদ্ধ-প্রতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন। নামকরণ দিবসে, উপতিষ্য গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারি ব্রহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিষ্য এবং কোলিত গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা উভয়েই বয়োপ্রাপ্তে সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিষ্য ক্রীড়া করিবার জন্য যখন নদী বা উদ্যানে যাইতেন তখন পাঁচশত সুবর্ণ শিবিকা তাঁহার সঙ্গে যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত। দুইজনের পাঁচ পাঁচ শত মাণবক পরিজন ছিল।

৯. রাজগৃহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা দুইজনেই একস্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মনে (বাহব্যা) দিবার স্থানে মান দিতেন। এইভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক্ক হওয়ায় পূর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় হাস্য স্থানে হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্নও হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে মানও দিলেন না, দুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন—'ইহাতে কি দেখিবার আছে? শত বৎসর না যাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে। কোন এক মোক্ষধর্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে।' এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন। কোলিত উপতিষ্যকে কহিলেন—'বন্ধু উপতিষ্য, অন্যদিনের মত আজ তোমার হাসিখুশী নাই কেন? বিমর্ষ হইয়াছ কেন? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে?'

বন্ধু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া ফল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক, নিজের মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয়। ইহা চিন্তা করিয়াই বসিয়া আছি। তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন?' তিনিও সেইরূপ বলিলেন।

১০. উপতিষ্য নিজের সহিত উহার একমত জানিয়া কহিলেন—'আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে। মোক্ষধর্মের গবেষণা করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্রব্রজ্যা নিতে হয়, কাহার নিকট প্রব্রজিত হইব?

১১. সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক বাসগৃহে এক মহাপরিব্রাজক দলের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইবার মানসে পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্য বিদায় দিলেন এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত

[১০]। বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিষ্য গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত গ্রামের নাম কলভাণ্ডারী।

http://kalpataruboi.org

সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। তাঁহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব যশস্বী ও লাভবান হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম অবগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচার্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ পর্যন্ত? না, আরও অধিক কিছু আছে?'

'এই পর্যন্ত' সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ।' আচার্য এই কথা কহিলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—'এইরূপ হইলে তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য বাস নিরর্থক। আমরা যে মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি তাহা তাঁহার নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না। এই জম্বুদ্বীপ মহৎ গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে পর্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের উপদেষ্টা কোন আচার্য লাভ করিব।' ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে যেখানে যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে গিয়া আলাপ করেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠ প্রশ্ন অন্যেরা উত্তর করিতে পারে না। তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন।

১২. এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জম্বুদ্বীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া উপতিষ্য কহিলেন—'বন্ধু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে।' তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল। তাঁহারা এইরূপ কথা কহিয়া অবস্থান করিতেছেন এমন সময় শাস্তা উক্তানুক্রমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেণুবন গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে 'ভিক্ষুগণ বহুজনের হিতের জন্য পর্যটন কর' এই কথা বলিয়া রত্নত্রয়ের গুণকীর্তনের জন্য যে ষাটজন অর্হৎকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যবর্তী পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্যতম অশ্বজিৎ মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজগৃহে আসিয়া ছিলেন। তথায় আগমনের পর দিবস প্রাতেই পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে উপস্থিত পরিব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে যাইবার সময় স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি পূর্বে এরূপ প্রব্রজিত দেখি নাই। যাঁহারা জগতে অর্হৎ বা অর্হৎ মার্গ সমাপন্ন, ইনি তাঁহাদের একজন হইবেন। তাঁহার নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব—'বন্ধু আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন? কেই বা আপনার শাস্তা? কার ধর্মে আপনার রুচি হইয়াছে? তৎপর তাঁহার মনে হইল, এই ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাসে পিণ্ডের জন্য বিচরণ করিতেছেন। আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব, সন্ধানীরা মার্গ পরিজ্ঞাত হন।'

১৩. তিনি স্থবিরকে পিণ্ডপাত লাভ করিয়া অন্যতর অবকাশযুক্ত স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বসিতে উৎসুক জানিয়া নিজের পরিব্রাজক পীড়ি পাতিয়া দিলেন। ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে আপনার কুণ্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন। এইরূপে আচার্যব্রত করিয়া ভোজন শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিশুদ্ধ, উজ্জ্বল; আপনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন? আপনার শাস্তা কে?

http://kalpataruboi.org

কার ধর্মে আপনি অভিরুচি সম্পন্ন?'

১৪. স্থবির চিন্তা করিলেন—'এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রতিপক্ষভূত, ইহাকে শাসনের গভীরতা প্রদর্শন করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া নিজের নবীনত্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—'বন্ধু, আমি নবীন, প্রব্রজিত হইয়াছি বেশিদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্মবিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার ধর্মদেশনা করিতে আমি পারিব না।'

পরিব্রাজক বলিলেন—'আমার নাম উপতিষ্য, আপনি যথাশক্তি অল্প হউক বা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার ভার আমার উপর।' এইভাবে চিন্তা করিয়া গাথায় কহিলেন—

অল্প কিংবা বহু ভাষণ করুন, আমাকে অর্থই বলুন, আমার অর্থেরই প্রয়োজন। বহু ব্যঞ্জন কি করিবে?

১৫. তিনি ইহা বলিলে স্থবির 'যে ধর্ম হেতুপ্রভব' ইত্যাদি গাথা কহিলেন। পরিব্রাজক প্রথম পদদ্বয় শুনিয়া সহস্র ন্যায় সম্পন্ন স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অপর পদদ্বয় তাঁহার স্রোতাপত্তিকালে সমাপ্ত হইল। তিনি স্রোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গফলাদির অপ্রাপ্তে চিন্তা করিলেন—'ইহার কোন কারণ থাকিবে' এই চিন্তা করিয়া স্থবিরকে কহিলেন—'ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধর্মদেশনা বাড়াইবেন না; আমাদের শাস্তা কোথায় বাস করেন?'

'বেণুবনে আবুস।'

'তবে ভন্তে, আপনি আগে যান, আমার একজন বন্ধু আছেন, আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—'যে প্রথমে অমৃত পায় সে অপরকে বলিবে।' আমি সেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া আপনার গমন পথেই শাস্তার নিকট আসিব।' ইহা বলিয়া স্থবিরের পাদমূলে নিপতিত হওত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন।

১৬. কোলিত পরিব্রাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন—'আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অন্য দিবসের ন্যায় নহে, নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন' তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও 'হাঁ আবুস, অমৃত পাইয়াছি।' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন। গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোলিত স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—'সৌম্য, আমাদের শাস্তা কোথায় বাস করিতেছেন?' 'বেণুবনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য অশ্বজিৎ স্থবির এরূপ কহিলেন।'

'তাহা হইলে সৌম্য, চল যাই, শাস্তাকে দেখিগে।'

১৭. এই সারিপুত্র স্থবির সর্বদা আচার্য পূজক ছিলেন, সেই জন্য বন্ধুকে এরূপ কহিলেন—'সৌম্য, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য সঞ্জয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুঝাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শাস্তার নিকট যাইবেন। বুদ্ধের দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন।' তাহার পর দুইজনেই সঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন।

kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসগণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি?'

'হাঁ আচার্য, পাইয়াছি। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন; আসুন, শাস্তার নিকট যাই।'

তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না।'

'কারণ কি?'

'আমি বহুজনের আচার্য হইয়া বিচরণ করিতেছি; আমাকে তাঁহার শিষ্য হইতে যাওয়া জালার হাঁড়িকুঁড়ি হওয়ার ন্যায় হয়। আমি শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না।'

১৮. 'আচার্য, এরূপ করিবেন না।'

'থাক! থাক! বাছারা! তোমরা যাও, আমি পারিব না।'

'আচার্য, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে যাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে যাইব, আপনি কি করিবেন?'

'প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মূর্খ অধিক না পণ্ডিত অধিক?'

'আচার্য, মূর্খই অধিক, পণ্ডিত কয়েকজন মাত্রই।'

'তবে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে; মূর্খেরা মূর্খ আমার নিকট আসিবে। তোমরা যাও, আমি যাইব না।'

'আচার্য, আপনি বুঝিবেন।' এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

১৯. তাঁহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাঙ্গিয়া গেল। সেই ক্ষণে আরাম শূন্য হইল। তিনি শূন্য আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত রক্ত বমি করিলেন। তাঁহাদের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়ের নিজ শিষ্য আড়াইশত নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা নিজেদের আড়াই শত পরিব্রাজক শিষ্যের সহিত বেণুবনে গমন করিলেন। শাস্তা পরিষদ চতুষ্টয়ের মধ্যে আসীন থাকিয়া ধর্মদেশনা করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, কোলিত ও উপতিষ্য নামক এই দুইজন বন্ধু আসিতেছে, ইহারা আমার শ্রাবক যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র শ্রাবক যুগল।'

২০. তাঁহারা ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন—'ভন্তে, আমরা ভগবানের সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিব।'

ভগবান কহিলেন—'এস ভিক্ষুগণ' 'ধর্ম সুব্যাখ্যাত' দুঃখের অন্ত করিবার জন্য সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।' ইহা বলিতেই সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরধারী শতবর্ষ স্থবিরের ন্যায় হইলেন।

২১. অনন্তর তাঁহাদের পরিষদে শাস্তা শ্রোতাদের চরিতানুযায়ী ধর্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন। দুই অগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর সকলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অগ্রশ্রাবকদের উর্দ্ধতন মার্গত্রয়কৃত্য তখনও শেষ হয় নাই। কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহত্তর। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামোদ্গল্যায়ন প্রব্রজ্যার দিন

http://kalpataruboi.org

হইতে সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যে কল্লবাড় গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাস করিবারকালে তাঁহাদের স্ত্যানমিদ্ধ আক্রমণ করিলে শাস্তার দ্বারা সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ অপনোদন করিলেন। তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত ধাতু কর্মস্থান শুনিতে শুনিতেই উর্দ্ধতন মার্গত্রয় কৃত্য সমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন।

২২. সারিপুত্র স্থবির প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অর্ধমাস অতিক্রম করিয়া শাস্তার সহিত সেই রাজগৃহের উপনিশ্রয়ে শুকরক্ষত লেনে যখন বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় দীর্ঘনখ পরিব্রাজককে 'বেদনা পরিগ্রহ সূত্র' দেশনা করিবার সময় সূত্রানুযায়ী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের জন্য বাড়াভাত খাওয়ার ন্যায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র না মহাপ্রাজ্ঞ? তবে কেন মহামৌদ্গল্যায়ন হইতে দীর্ঘতরকাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। পরিকর্ম মহত্ত্ব হেতু।

২৩. যেমন দুর্গত মনুষ্যেরা কোথাও যাইতে হইলে শীঘ্র বাহির হয়, রাজাকে কিন্তু হস্তী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি মহা আয়োজন করিতে হয়, ইহা তদ্রূপ জানিতে হইবে। শাস্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে বেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া স্থবিরদ্বয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিলেন। ভিক্ষুরা কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন—'শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন। অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চবর্গীয়েরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা না করিলে যশ স্থবির প্রমুখ পঞ্চান্নজন ভিক্ষুকে দিতে হয়, তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবর্গীয়দের, তাঁহাদিগকে না করিলে উরুবেলা কশ্যপ প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয়কে দিতে হয়; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সর্বশেষ প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে হয়।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ?' ভিক্ষুরা তাঁহাদের অনুযোগের কথা বলিলে, শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, আমি মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই দিয়াছি। অর্হৎ কৌণ্ডণ্য এক ফসলের সময় নয়বার অগ্রশস্য দান দিবার সময় অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধর্ম অর্হত্ত্ব সর্বপ্রথম বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল।'

'কখন ভগবান?'

'শুনিবে ভিক্ষুগণ?'

'হাঁ ভন্তে।'

২৪. ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একানব্বই কল্পে বিপশী ভগবান সংসারে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তখন মহাকাল আর চূলকাল নামে দুই ভাই কুটুম্বিক মহা এক ধান্যক্ষেত্র বপন করিয়াছিল। একদিন চূলকাল ধান্যক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান থোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে খুব মিষ্টি লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধান থোর দান করি। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল—'দাদা, ধান থোর চিরিয়া

http://kalpataruboi.org

বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়া দান দিব।'

'কি বলিতেছ ভাই; ধান থোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ কখনও দেয় নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিও না।' সে বারবার দাদার মত চাহিল।

২৫. দাদা শেষকালে বলিল—'তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুইভাগ করিয়া আমার ভাগ না ছুঁইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা কর।' সে 'উত্তম!' বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর ডাকিয়া আনিয়া ধান থোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু দুধ দিয়া পাক করাইল। তাহাতে ঘৃত, মধু ও গুড় মিশাইয়া বুদ্ধকে আর ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিল। ভোজনকার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা করিল—'ভন্তে, আমার এই অগ্রদান আমার অগ্রধর্ম সর্বপ্রথম জ্ঞাত হইবার কারণ হউক।

২৬. শাস্তা 'এইরূপই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন পরে সে ক্ষেতে গিয়া দেখে কুণ্ডলীকৃত হইয়া ধানের শীষ সারাক্ষেত ছাইয়া বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পঞ্চপ্রীতি[৪৪] লাভ করিয়া চিন্তা করিল—'অহো, আমার কি লাভ!' সে তাহার ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া পৃথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পৃথুকাগ্রদান দিল, গ্রামবাসিদের সঙ্গে নবান্ন দান করিল, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি বাঁধিবার সময় বেণী অগ্রদান, পালা মারিবার সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া খোলায় নিয়া খলভণ্ডাগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রদান এইরূপে এক ফসলে নয়বার অগ্রদান দিয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শস্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে। তজ্জন্য ভগবান বলিয়াছেন :

ধর্ম একান্তই ধর্মচারীকে রক্ষা করে, সু-আচরিত ধর্ম সুখ আহরণ করে। ধর্ম সু-আচরিত হইলে এই পুরস্কার [লাভ হয়]; ধর্মচারী কখনও দুর্গতিতে গমন করেন না।

২৭. এরূপ সে বিপর্শী সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে অগ্রধর্ম প্রথম বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া নয়বার অগ্রদান দিয়াছিল। এখন হইতে শত সহস্র কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ও সপ্তাহকাল মহাদান দিয়া সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগ্রধর্ম প্রথম বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুখ দেখিয়া দিই নাই।'

২৮. 'যশ প্রমুখ পঞ্চান্নজন ভিক্ষু কি ধর্ম করিয়াছিলেন ভন্তে?'

'তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অর্হত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্যকর্ম করিয়াছিল! এক সময়ে বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে সকলে বন্ধু হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তাহারা দল বাঁধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্যকাজে লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গর্ভিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া দাহ করিবার জন্য

[৪৪]। ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্ধোত্তলিকা ও স্ফুরণা প্রীতি।

http://kalpataruboi.org

শ্মশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্য শ্মশানে রাখিয়া বাকি সব গ্রামে চলিয়া গিয়াছিল। যশকুমার সেই মৃত শরীর শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পোড়াইবার সময় 'অশুভ সংজ্ঞা' লাভ করিল। অপর চারিজনকেও সে 'দেখ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত চর্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র গরুর ন্যায় হইয়াছে; দেখ, কি দুর্গন্ধ! কি অশুচি! কি প্রতিকূল' ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অশুভ সংজ্ঞা লাভ করিল। তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্যান্য বন্ধুগণকে বলিল। যশকুমার ঘরে গিয়া পিতা-মাতা ও স্ত্রীকে বলিল। তাহারা সকলেই অশুভ ভাবনা ভাবিয়াছিল। এই হইল তাহাদের পূর্বকর্ম। সেই জন্য স্ত্রী আগারে যশের শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল। সেই উপনিশ্রয় সম্পত্তির বলে সকলের অর্হত্ত্ব লাভ হইয়াছে। এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়াই দিই নাই।

২৯. 'ভদ্রবর্গীয় বন্ধুরা কি কর্ম করিয়াছিলেন ভন্তে?'

'ইহারাও পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট অর্হত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া পুণ্যকর্ম করিয়াছিল; পরে এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে ত্রিশজন ধূর্ত (পাশা খেলোয়ার) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুণ্ডিল মুনির উপদেশ শুনিয়া ষাট হাজার বৎসর পঞ্চশীল রক্ষা করিয়াছিল। কাজেই ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়াই দিই নাই।'

৩০. 'উরুবেল কশ্যপ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে?'

'তাহারাও অর্হত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্যকাজ করিয়াছিল। এখন হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে তিষ্য ও ফুস্য নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। ফুস্য বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা। তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত হইলে রাজার ছোট ছেলে হইল অগ্রশ্রাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক। রাজা শাস্তার নিকট যাইয়া চিন্তা করিল—'আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠপুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিতপুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক'; এই চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া 'বুদ্ধ আমারই, ধর্ম আমারই, সঙ্ঘ আমারই' এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান স্বরে 'সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার' বলিয়া শাস্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—'ভন্তে, এখন আমার নব্বই হাজার বৎসর আয়ুকালের প্রান্তসীমায় বসিয়া নিদ্রা যাওয়ার সময়ের মতই হইয়াছে; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন অন্যের গৃহদ্বারে না যাইয়া আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাদি চারি প্রত্যয়ের ব্যবস্থা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বুদ্ধ রাজি হইলে তিনি নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন।

৩১. রাজার আরও তিন ছেলে ছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া যোদ্ধা পরিজন ছিল। তাহাদেরও ইচ্ছা হইলে দাদাকে ভোজন করাইবে। পিতার নিকট গিয়া অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না। বারবার চাহিয়াও পাইল না। এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল; শান্তি স্থাপনের জন্য তাহারা প্রেরিত হইল। সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া

http://kalpataruboi.org

পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। পিতা পুত্রদের আলিঙ্গন করত শির চুম্বন করিয়া বলিলেন—'বৎসগণ, তোমাদের বর দিব।' তাহারা 'সাধু দেব' বলিয়া বর নিতে রাজি হইল। আর কিছুদিন পরে পিতা ছেলেদের বলিলেন—'বাবা বর নাও।'

তাহারা বলিল—'দেব, আমাদের জন্য কিছুইত দরকার নাই, এই হইতে আমরা দাদাকে ভোজন করাইব আমাদিগকে বর দিন।'

'না বাবা, তাহা দিব না।'

'বরাবরের জন্য না দেন ত সাত বছরের জন্য দিন।'

'না বাবা, দেব না।'

'তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর; সাতমাস, ছয়মাস, পাঁচমাস, চারিমাস, তিন মাসের জন্য দিন।'

'না বাবা, দেব না।

'তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন মাস দিন।'

'আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও।'

৩২. তাহাদের তিনজনেরই এক ভাণ্ডাগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ এবং দ্বাদশ অযুত পরিষদ। তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—'আমরা এই তিনমাস দশশীল নিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিয়া শাস্তার সঙ্গে থাকিব। তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নব্বই হাজার ভিক্ষুর ও হাজার যোদ্ধার খাদ্য-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর। আমরা ইহার পর আর কিছু বলিব না।' তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ করিয়া, কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল।

৩৩. ভাণ্ডারাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডাগার হইতে বারে বারে দানসামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল। কার্যকারকদের ছেলেরা যাগু-ভাতাদির জন্য রোদন করিত; তাহারা ভিক্ষুসঙ্ঘ না আসিতেই তাহাদের খাওয়াইয়া দিত। ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত না। পরে পরে তাহারা ছেলেদের দিতে গিয়া নিজেরা নিয়া খাইতে লাগিল। ভাল ভাল আহার করিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না। তাহারা সংখ্যায় চুরাশি হাজার। তাহারা সঙ্ঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর পর প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল।

৩৪. তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহস্রের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল। তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চরণ করিতে করিতে বিরানব্বই কল্প ক্ষেপণ করিল। এইরূপে তাহারা তিন ভাই অর্হত্ত্ব প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণকর্ম করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই। তখন তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিশাখ উপাসক, তিন রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল। তাহাদের কর্মচারিরা তখন প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া সুগতি দুর্গতি অনুসারে সঞ্চরণ করিয়া এই কল্পে চারি

http://kalpataruboi.org

বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল।

৩৫. তাহারা এই কল্পের সর্বপ্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর আয়ুষ্ক ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আমাদের আহার লাভের সময় কবে বলুন।'

তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজনমাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।' তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণাগমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—'আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজনমাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কশ্যপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।' তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—'আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহাপৃথিবী যোজনমাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন। তখন তোমাদের জ্ঞাতি বিম্বিসার নামক রাজা হইবেন; তিনি শাস্তাকে দান দিয়া পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহার পাইবে।

৩৬. এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামীকল্যের ন্যায় হইল। তথাগত উৎপন্ন হইলে বিম্বিসার রাজা যখন প্রথম দিবস দান দিলেন, সেই দিন পুণ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় রাত্রিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিয়া নিজেকে রাজার নয়নগোচর করাইল। তিনি পরদিবস বেণুবনে আসিয়া তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শাস্তা কহিলেন—'মহারাজ, এখন হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুস্‌স বুদ্ধকালে ইহারা আপনার জ্ঞাতি ছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানসামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসন্ধাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের মুখে এরূপ এরূপ শুনিয়া এতকাল আপনার দান প্রত্যাশায় ছিল। গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ায় এইরূপ করিয়াছে।

'ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি?'

'হাঁ মহারাজ!'

৩৭. রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান দিয়া কহিলেন—'ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্ত হউক।' এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল। তাহাদের সেইরূপই লাভ হইল। পরদিবস তাহারা নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নয়নগোচর করাইল। রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—'ভন্তে, আজ নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল।'

'মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই।' পরদিবস বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন—'ইহাতে তাহাদের দিব্যবস্ত্র লাভ হউক' এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল। সেই ক্ষণেই তাহাদের দিব্যবস্ত্র উৎপন্ন হইল। তাহারা প্রেতাত্মভাব ত্যাগ

http://kalpataruboi.org

করিয়া দিব্যাত্মভাবে সংস্থিত হইল। শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় 'দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে' ইত্যাদি বাক্যে তিরকুড্ড সূত্র' কহিয়া অনুমোদন করিলেন। অনুমোদনাবসানে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইল। শাস্তা জটিল ভ্রাতৃত্রয়ের কাহিনী কহিয়া এক ধর্মদেশনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন।

৩৮. 'ভন্তে অগ্রশ্রাবকেরা কি করিয়াছিলেন।'

'অগ্রশ্রাবকত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। এই হইতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল শরদ মানব। মৌদ্গল্যায়ন গৃহপতি মহাশাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম শ্রীবর্দ্ধ কুটুম্বিক। তাহারা দুইজনে খেলাধুলার সাথী। তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈত্রিক ধনের অধিকারি হইয়া একদিন নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিল—'আমি ইহজন্মের কথা জানি, পরজন্মের কথা জানি না; যে সব প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মরণ ধ্রুব। কোন রকমের প্রব্রজ্যা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করাই শ্রেয়।' সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—'বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক, আমি প্রব্রজ্যা নিয়া মোক্ষধর্মের অন্বেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে প্রব্রজিত হইতে পারিবে কি না?'

'না বন্ধু, পারিব না; তুমিই প্রব্রজিত হও।'

৩৯. শরদ মানব চিন্তা করিল—'পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক বা জ্ঞাতিমিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না; নিজের কৃত কর্মই নিজের হয়।' তৎপর সে রত্ন কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিখারীদিগকে বাহ্যদান দিয়া পর্বত পাদমূলে গিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। অতঃপর একজন দুইজন করিয়া প্রব্রজ্যা নিয়া চুয়াত্তর হাজার জটিল হইল। সে পঞ্চাভিজ্ঞা[২৫] ও অষ্টসমাপত্তি[২৬] উৎপন্ন করিয়া সেই জটিলদের 'কৃৎস্ন পরিকর্ম নামক ধ্যানাঙ্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিল। তাহারা সকলে পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্টসমাপত্তি লাভ করিল।

৪০. সেই সময় অনোমদর্শী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বন্ধুমতি নগর তাঁহার জন্মস্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার পিতা, যশোধরা দেবী মাতা, অর্জুন বৃক্ষ বোধিদ্রুম, নিসভ ও অনোম দুই অগ্রশ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, সুন্দরা ও সুমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আয়ু প্রমাণ ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল ৫৮ হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ যোজন স্ফুরিত হইত। শত সহস্র ভিক্ষু তাঁহার পরিজন ছিল।

৪১. তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া

---

[২৫]। ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান, দিব্যশ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

[২৬]। রূপাবচর প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান এবং আকাশ অনন্ত, বিজ্ঞান অনন্ত, আকিঞ্চন আয়তন ও না-সংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা আয়তন। এই রূপারূপ অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্টসমাপত্তি বলে।

http://kalpataruboi.org

বুদ্ধচক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—'অদ্য আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধর্মদেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার অনুচর চুয়াত্তর হাজার জটিল অর্হত্ত্ব পাইবে। আমাকে তথায় যাইতে হইবে।' এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্রচীবর নিলেন এবং অন্য আর কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের ন্যায় একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের শিষ্যেরা ফলমূল আহরণ করিতে গেলে 'সে বুদ্ধভাব জানুক' এই অধিষ্ঠান করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পথবর্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে দাঁড়াইলেন।

৪২. শরদ তাপস বুদ্ধানুভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ যাঁহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে চক্রবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন, এই পুরুষ নিশ্চয়ই বুদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্যুৎগমন করিল এবং পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল। ভগবান তাহার দেওয়া আসনে বসিলেন। শরদ তাপসও আপনার যোগ্য আসন নিয়া এক পার্শ্বে বসিল।

৪৩. সে সময়ে চুয়াত্তর হাজার জটিল সরস ওজঃ গুণবিশিষ্ট ফলমূল আহরণ করিয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বুদ্ধের ও আচার্যের বসার আসন দেখিয়া বলিল—'আচার্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম, এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ আপনার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়!'

'কি বলিতেছ বৎসগণ! আটষট্টি শতসহস্র যোজন উচ্চ সিনেরুর সঙ্গে সরিষার তুলনা করিতে ইচ্ছা কর? বৎসগণ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা করিও না।' অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—'যদি এই লোকটি সামান্য হইতেন আমাদের আচার্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না; ইনি মহাপুরুষই হইবেন। তাহারা সকলে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া বন্দনা করিল।

৪৪. অতঃপর আচার্য তাহাদিগকে বলিল—'বৎসগণ, বুদ্ধের যোগ্য আমাদের দেয় কিছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন, আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফলমূল আনিয়াছ, তাহা নিয়া আস।' তাহা আনাইয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের পাত্রে রাখিল। শাস্তা ফলমূল প্রতিগ্রহণ করিবা মাত্রই দেবতারা দিব্য ওজঃ প্রক্ষেপ করিল। সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল। তৎপর শাস্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট বসিয়া স্মরণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল। শাস্তা মনে মনে চিন্তা করিলেন—'অগ্রশ্রাবকদ্বয় ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আসুক।' তাহারা শাস্তার মনোভাব জানিয়া শতসহস্র ক্ষীণাসবে পরিবৃত হইয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করত একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

৪৫. অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—'বাবারা! বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার আসনও নাই,

http://kalpataruboi.org

তোমাদের আজ জাঁকালো রকমের বুদ্ধপূজা করিতে হইবে। পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ ফুল নিয়া আস। বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, ঋদ্ধিমানদের ঋদ্ধির বিষয় অচিন্তনীয়। মুহূর্তকাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিল। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ত্রি-গব্যুতি[২৭] প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্ধ যোজন হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্ঘনবকের উসভ[২৮] মাত্র পর্যন্ত আসন রচিত হইল। এক আশ্রমে সেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা করিও না; এইসব ঋদ্ধির বিষয়।

৪৬. এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল—'ভন্তে, আমার চিরদিনের হিতের ও সুখের জন্য এই পুষ্পাসনে উঠিয়া বসুন।' তাই বলা হইয়াছে :

'নানা পুষ্প ও সুগন্ধ একত্রে সম্মিলিত করিয়া তাপস,
পুষ্পাসন সাজাইলেন এবং এই প্রার্থনা করিলেন—

'হে বীর! আপনার উপযুক্ত আমার এই পুষ্পাসন সজ্জিত হইয়াছে, আমার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া আপনি পুষ্পাসনে উপবেশন করুন। আমার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া এই দেবসহ জনগণকে উল্লাসিত করিয়া বুদ্ধ সপ্ত দিবা-রাত্রি পুষ্পাসনে উপবেশন করিলেন।

৪৭. এইরূপে শাস্তা বসিলে দুই অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন আপন আসনে গিয়া বসিল। শরদ তাপস একখানা বড় ফুলের ছাতা তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল' শাস্তা 'জটিলদের এই সৎকার মহাফলদায়ক হউক' এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইলেন। শাস্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই অগ্রশ্রাবক ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল। তথাগত সপ্তাহকাল নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষ্যেরা ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে বনের ফলমূল খাইয়া আর বাকি সময় বুদ্ধের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিত। শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না পাইয়া ফুলের ছাতা ধরিয়াই সপ্তাহকাল পর্যন্ত প্রীতি সুখে অতিবাহিত করিল।

৪৮. শাস্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'নিসভ, সৎকারকারী তাপসদের পুষ্পাসন অনুমোদন কর।' রাজচক্রবর্তী হইতে মহাপুরস্কার লাভী মহাযোধের ন্যায় স্থবির সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমীজ্ঞানে স্থিত হওত পুষ্পাসন অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেশনা শেষ হইলে শাস্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন—'ভিক্ষু, তুমিও ধর্মদেশনা কর।' অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিল। শ্রাবকদ্বয়ের দেশনায় একজনেরও জ্ঞানোন্বেষ

---

[২৭]। পৌণে দশ মাইল।

[২৮]। ১৪০ হাত।

http://kalpataruboi.org

হইল না। অতঃপর শাস্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধর্মদেশনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশনা শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুয়াত্তর হাজার জটিলের সকলেই অর্হত্ত্ব পাইল। 'এস ভিক্ষুগণ!' বলিয়া শাস্তা হাত বাড়াইলেন। তখনই তাহাদের কেশশ্রশ্রু অন্তর্হিত হইল, অষ্টপরিষ্কার[৯] শরীরে আসিয়া লাগিল।

৪৯. শরদ তাপস কেন অর্হত্ত্ব পাইল না? তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া। বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবক পারমীজ্ঞানে স্থিত হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধর্মদেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ করিবার কাল হইতে তাহার মনে হইল—'অহো! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ হইবেন তাঁহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম!' সে এই পরিবিতর্কের জন্য মার্গফল বুঝিতে পারে নাই। সে তথাগতকে বন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—'ভন্তে, আপনার নিকটবর্তী আসনে ঐ যে ভিক্ষু বসিয়া আছেন, উনি আপনার শাসনে কে হন?

'সে আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অনুপ্রবর্তক ও শ্রাবক পারমীজ্ঞানের চরমসীমাপ্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা তাহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে।'

'ভন্তে, আমি যে সপ্তাহকাল পুষ্পছত্র ধরিয়া সৎকার করিয়াছি, আমি ইহার ফলে ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব কিছুই চাহি না, এই নিসভ স্থবিরের ন্যায় ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্রশ্রাবক হই।' এই বলিয়া প্রার্থনা করিল।

৫০. শাস্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া এই ব্যক্তির প্রার্থনা সফল হইবে কি না দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—'শত সহস্র কল্পাধিক এক অসংখ্য কল্প অতিক্রমের পর সফল হইবে। তাহা দেখিয়া শরদ তাপসকে কহিলেন—'তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না। ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গৌতম নামে এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন। তাহার মাতা হইবেন মহামায়া নাম্নী দেবী, পিতা হইবেন শুদ্ধোধন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামৌদ্গল্যায়ন, তুমি তাঁহার ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে।' শাস্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়া, ধর্মকথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন।

৫১. শরদ তাপসও শিষ্য স্থবিরদের নিকট গিয়া বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল—'ভন্তে, আপনারা আমার বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিককে বলুন যে, তোমার বন্ধু শরদ তাপস ভবিষ্যৎ বুদ্ধ গৌতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্য অনোমদর্শী বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর।' এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিয়া স্থবিরদের আগে গিয়া শ্রীবর্দ্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। শ্রীবর্দ্ধক 'বহুদিন পরে আমার আর্য আসিয়াছেন' বলিয়া আসনে বসাইয়া স্বয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আপনার শিষ্যদিগকে যে দেখা যাইতেছে না?'

'হাঁ বন্ধু, আমাদের আশ্রমে অনোমদর্শী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে

[৯]। সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুঁচ, কোমর বন্ধনী ও জল ছাঁকিবার বস্ত্রখণ্ড।

http://kalpataruboi.org

আমাদের যথাশক্তি সৎকার করিয়াছিলাম। শাস্তা সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে অর্হত্ত্ব পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে। আমি শাস্তার অগ্রশ্রাবক নিসভ স্থবিরকে দেখিয়া ভবিষ্যৎ বুদ্ধ গৌতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি। তুমিও তাঁহার শাসনে দ্বিতীয় শ্রাবক স্থান প্রার্থনা কর।'

'বুদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, ভন্তে।'

'বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল, তুমি সৎকার কার্যের বিপুল আয়োজন কর।'

৫২. শ্রীবর্দ্ধক তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করীষ পরিমাণ স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, খৈসহ পঞ্চপুষ্প ছড়াইয়া দিল, নীল পদ্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত অপর ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহাসৎকার পূজা সাঁজাইল; তৎপর বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শরদ তাপসকে ইঙ্গিত করিল। তাপস বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইল। শ্রীবর্দ্ধকও আগু বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া গেল। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণোদক দিয়া উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল। ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহার্ঘ বস্ত্র দান করিল এবং শাস্তাকে কহিল—'ভন্তে, এই আয়োজন সামান্য স্থানের জন্য নহে, এই নিয়মে সপ্তাহকাল আমাকে অনুগ্রহ করিবেন।' শাস্তা সম্মত হইলেন।

৫৩. সে সেই নিয়মেই সপ্তাহকাল মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—'ভন্তে, আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শাস্তার অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার দ্বিতীয় শ্রাবক হই।' শাস্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন—'তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক কল্প অতিক্রম করিয়া গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইবে।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীবর্দ্ধক হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইল। শাস্তা ভূক্তানুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণসহ বিহারে গেলেন। 'হে ভিক্ষুগণ, ইহা আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই পাইয়াছে; আমি মুখ দেখিয়াই দিই নাই।'

৫৪. শাস্তা এইরূপ কহিলে অগ্রশ্রাবকদ্বয় ভগবানকে বন্দনা করিয়া—'ভন্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম' ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অশ্বজিৎ স্থবিরের নিকট স্রোতাপত্তি ফল লাভ করা পর্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহিয়া ভগবানকে বলিল—'ভন্তে, আমরা আচার্যের নিকট গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আপনার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের অসারত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম এবং এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—'এখন আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাকা জলের জালার

http://kalpataruboi.org

হাড়িকুঁড়ি হওয়ার ন্যায় হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না।' আমরা বলিলাম—'আচার্য, এখন দলে দলে সকলে গন্ধ-মালাদি হস্তে গিয়া শাস্তাকে পূজা করিবে, আপনি কেমন হইবেন?' আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—'এই সংসারে পণ্ডিত বেশি না মূর্খ বেশি?'

'আচার্য, মূর্খ বেশি, পণ্ডিত কম।' এইরূপ বলিলে তিনি কহিলেন—'তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে, মূর্খেরা আমি যে মূর্খ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও।' এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না।'

৫৫. তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজের মিথ্যাদৃষ্টির জন্য অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তোমরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে অসাররূপে জানিয়া অসার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ।' এই বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় কহিলেন :

যাহারা অসার বস্তুকে সার এবং সারবস্তুকে অসার মনে করে, সেই মিথ্যা কল্পনা বিলাসীরা প্রকৃত সারবস্তু লাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা সারবস্তুকে সার এবং অসার বস্তুকে অসাররূপে জানেন, সেই সম্যক সংকল্পগোচর ব্যক্তিরা প্রকৃত সার বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন।—১২

৫৬. তথায় 'অসারেতে সারমতি' চারি 'প্রত্যয়'[৩০] ও দশবিষয়িনী মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া মনে করে।

'সারে যে অসারদর্শী দশবিষয়িনী সম্যকদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে।

'সে মিথ্যাসঙ্কল্পকারীরা পেতে নাহি পারে সার' সে মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হইয়া কাম বিতর্কাদিরবশে মিথ্যাসঙ্কল্পকারী হইয়া শীলসার, সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থ সার নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

'সারে জেনে সার বলে অসারকে যে অসার' শীলসারাদিকে সার, উক্ত প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া, 'সে সাধু সঙ্কল্পকারীরা নিশ্চয় পাইবে সার' সেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা সম্যক দর্শন পরায়ণ হইয়া নিষ্কাম সঙ্কল্পাদির বশে সম্যক সঙ্কল্পকারী হইয়া উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয়।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

নন্দ স্থবিরের উপাখ্যান—৯

১৩. যথা'গারং দুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি সমতিবিজ্ঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্ঝতি।

১৪. যথাগারং সুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি।...১৩-১৪

---

[৩০]। চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও রোগীর পথ্য বা ঔষধ।

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : যে ঘর ভালভাবে আচ্ছাদিত নয়, তার মধ্যে যেমন বৃষ্টি ঢুকে পড়ে, তেমনি যে চিত্ত ধ্যানপরায়ণ নয় তাতেও রাগ (আসক্তি) প্রবেশ করে। ভালভাবে আচ্ছাদিত ঘরে যেমন বৃষ্টি ঢুকতে পারে না, ভাবনাযুক্ত (সাধনাপূত) চিত্তে তেমনি আসক্তি প্রবেশ করতে পারে না।

অন্বয় : যথা (যেরূপ) দুচ্ছন্নং আগারং (দুরাচ্ছাদিত গৃহে) বুট্‌ঠি (বৃষ্টি) সমতিবিজ্ঝতি (প্রবেশ করে) এবং (এরূপ) অভাবিতং চিত্তং (অভাবিত অর্থাৎ সাধনাহীন চিত্তে) রাগো (রাগ, আসক্তি) সমতিবিজ্ঝতি (প্রবেশ করে)। যথা সুচ্ছন্নং, অগারং বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি (যেরূপ সম্যক আচ্ছাদিত গৃহে বৃষ্টি প্রবেশ করে না) এবং সুভাবিতং চিত্তং (এরূপ সাধনাপূত চিত্তে) রাগো ন সমতিবিজ্ঝন্তি (আসক্তি প্রবেশ করতে পারে না)।

১. 'যথাগার' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় আয়ুষ্মান নন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

শাস্তা শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃহে গিয়া বেণুবনে বাস করিতেছিলেন। শুদ্ধোধন মহারাজা সে সংবাদ শুনিয়া 'আমার ছেলেকে আনিয়া আমাকে দেখাও' এই বলিয়া দশজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেক দূত হাজার জন অনুচরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা কেহ ফিরিয়া না আসাতে সর্বশেষে কালুদায়ী গেলেন। তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সময় বুঝিয়া শাস্তার কপিলপুরে গমনের 'প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কপিলবাস্তুর মার্গশোভা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অর্হৎ পরিবৃত হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন। তথায় জ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পুষ্কর বৃষ্টি[৩] সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া 'বেস্‌সন্তর' জাতক কহিলেন। পরদিবস ভিক্ষার জন্য কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া 'উঠ, প্রমত্ত হইয়া অকর্তব্য' ইত্যাদি গাথায় পিতাকে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 'ধর্মাচরণ করিবে' ইত্যাদি গাথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে স্রোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাহুল মাতার গুণকথা প্রসঙ্গে 'চন্দকিন্নর জাতক' বলিলেন। ইহার পর দিবস রাজকুমার নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল। সে দিন ভগবান ভিক্ষার জন্য রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না।

২. কুমারও তথাগতের প্রতি গৌরব করিয়া 'ভন্তে, আপনার পাত্র গ্রহণ করুন' এই কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন—'সোপান শীর্ষে' গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ভগবান সেখানেও তাহা গ্রহণ করিলেন না।

---

[৩]। বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণবশত এই পুষ্কর বৃষ্টি হইয়া থাকে; এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিক্ত হয়, যে ইচ্ছা না করে সে সিক্ত হয় না।

http://kalpataruboi.org

কুমার অতঃপর ভাবিলেন—'সোপান পাদমূলে গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার ভাবিলেন—'রাজাঙ্গনে নিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি গৌরবভাব প্রযুক্ত 'পাত্র গ্রহণ করুন' এই কথা বলিতে পারিলেন না। 'এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন' এরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সে সময়ে জনপদকল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল—'আর্যে, ভগবান নন্দরাজাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন।' তিনি অর্ধ আঁচড়ান বা আলুলায়িত কেশে ছুটিলেন, সিক্তচুল হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন—'আর্যপুত্র, সত্ত্বর আসিবেন।' তাঁহার সে বচন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রস্থরাকারে পতিত হইয়া রহিল।

৩. এদিকে ভগবানও তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে বিহারে নিয়া গেলেন। বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'নন্দ, প্রব্রজিত হইবে?' তিনি বুদ্ধের প্রতি গৌরবভাব প্রযুক্ত 'প্রব্রজিত হইব না' না বলিয়া কহিলেন—'হাঁ, প্রব্রজিত হইব।' ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন—'তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর।' ভগবান কপিলপুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে রাহুলমাতা রাহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন—'বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মরূপীবর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, তাঁহার যে বৃহৎ নিধিকুম্ভ সকল ছিল, তাঁহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না। যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—'পিত, আমি এখন কুমার, অভিষিক্ত হইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের দরকার, আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী।'

৪. কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃস্নেহে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন—'শ্রমণ, আপনার ছায়া সুখস্পর্শ।' আরও তদনুরূপ বালকসুলভ আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন। আহার কার্য শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূর্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 'শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন,' শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন' বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না। পরিজনেরাও তাঁহাকে ভগবানের সঙ্গে যাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন। তৎপর ভগবান চিন্তা করিলেন—'এ বালক পিতার নিকট যেই পৈতৃক ধন যাচঞা করিতেছে, তাহা আবর্তাবহ ও দুঃখদায়ক। বোধিতলে প্রাপ্ত সপ্তবিধ আর্যধনই ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব।'

তিনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'তাহা হইলে সারিপুত্র, তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর।' সারিপুত্র স্থবির কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন।

http://kalpataruboi.org

৫. রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব দুঃখিত হইলেন। রাজা তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মর্মান্তিক দুঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে আর্য, পিতা-মাতার অনুমতি জ্ঞাত না হইয়া পুত্রকে প্রব্রজিত করাইবেন না।' ভগবান তাঁহাকে সেই বর দিলেন। অন্য একদিন রাজপ্রাসাদে তাঁহার প্রাতরাশ ভোজনের পর রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন—'ভন্তে, আপনি যখন দুষ্কর তপশ্চর্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন—'আপনার পুত্র কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।' আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম—'আমার পুত্র বোধি না পাইয়া মরিতে পারে না। এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম।' রাজা এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন—

'এখন কি বিশ্বাস করিবেন? পূর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া যখন বলিয়াছিল—'আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস করেন নাই। এই কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া তিনি মহাধর্মপাল জাতক কহিলেন। কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৬. এই প্রকারে ভগবান পিতাকে 'ফলত্রয়ে' প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া পুনরায় রাজগৃহ নগরে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে জেতবন বিহারের নির্মাণকার্য শেষ হইল। অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহাবিহার গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন আয়ুষ্মান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ কহিলেন—'বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য পালন করিতে আমি পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাসেই প্রত্যাবর্তন করিব।' ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুষ্মান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন—'সত্য নাকি নন্দ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ—'বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্তন করিব?'

'হাঁ, ভন্তে।'

'কি জন্য নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছ, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন গৃহবাসে ফিরিয়া যাইবে?'

'ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, তখন শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্ধ আলুলায়িত কেশে আসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল—'আর্যপুত্র, সত্বর আসিবেন।' সে কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময়ে জাগিতেছে। তাই আমি অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না। শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহবাসে ফিরিয়া যাইব।'

http://kalpataruboi.org

৭. অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান নন্দকে বাহুতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকের দিকে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে কোন এক দগ্ধ ক্ষেত্রে দগ্ধীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষে উপবিষ্ট ছিন্ন কর্ণ-নাসা-লাঙ্গুলবিশিষ্টা এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া ত্রয়োত্রিংশ দেবভবনে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্যার জন্য আগত পঞ্চশত কপোত চরণা অপ্সরাকে দেখাইলেন।

কপোত চরণা অর্থ—পারাবতের পায়ের ন্যায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা। অপ্সরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'নন্দ, কাহাকে তুমি অভিরূপতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর? শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অপ্সরাকে?'

'ভন্তে, শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণীর কাছে কানকাটা, নাককাটা, লেজছেঁড়া সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পাঁচশত পায়রাপদ অপ্সরাদের কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন। ইহাদের কাছে তাহার উপমা করা যায় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগ্নাংশও না। এই পাঁচশত অপ্সরাই নিশ্চয়ই সুন্দরতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা।'

'নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্যে রত হও, পাঁচশত পায়রাপদ অপ্সরা পাইবে, তজ্জন্য আমি প্রতিভূ থাকিলাম।'

'ভন্তে ভগবান, আপনি যদি পাঁচশত পায়রাপদ অপ্সরা লাভে আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভন্তে, আমি ভগবানের বিধান অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করিব।'

৮. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া জেতবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভিক্ষুরা শুনিতে পাইলেন যে 'ভগবানের ভ্রাতা মাতৃস্বসাপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ কপোতচরণা অপ্সরা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছেন; ভগবান নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত চরণা অপ্সরা লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন।' অতঃপর আয়ুষ্মান নন্দের সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপকৃতবাদে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—'ও! ও! আয়ুষ্মান নন্দ মজুর! আয়ুষ্মান নন্দ ভাড়াটে! তাঁহার ব্রহ্মচর্য দেখিতেছি অপ্সরার জন্য, ভগবান তাঁহার পাঁচশত পায়রাপদ অপ্সরা পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ হইয়াছেন।'

৯. অনন্তর আয়ুষ্মান নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভৃত্যবাদে ও উপক্রীতবাদে নিজেকে নিন্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্তুকাম ও ক্লেশকাম হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্তভাবে, উদ্যমের সহিত তন্ময় চিত্তে শ্রমণধর্ম পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্য কুলপুত্রের আগার ত্যাগ করিয়া সম্যকরূপে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের অনুত্তর পর্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য আর যে কিছু বাকি রহিল না, তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন। ভগবানের অর্হৎ শ্রাবকদের মধ্যে আয়ুষ্মান নন্দও একজন অর্হৎ হইলেন।

http://kalpataruboi.org

১০. অতঃপর এক দেবতা রাত্রি ভাগে সকল জেতবন আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—'ভন্তে! ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুষ্মান নন্দ আস্রবের (তৃষ্ণার) ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্ত চিত্ততা ও মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন।' ভগবানও জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন—নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্তচিত্ততা মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছে।'

১১. আয়ুষ্মান নন্দও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—'ভন্তে ভগবান, যে পাঁচশত কপোত চরণা অপ্সরা লাভের জন্য আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, ভগবানকে আমি সে প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিলাম।'

'নন্দ, আমিও (আমার) চিত্তের দ্বারা (তোমার) চিত্ত অবলম্বন করিয়া জানিয়াছি—'নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া উপলব্ধি করিয়া বিহরণ করিতেছে।' দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে। নন্দ, যখনই (তুমি আসক্তিবশে কিছু গ্রহণ না করাতে) তোমার চিত্ত উপাদান হীন হইয়া আস্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখনই আমি জামিনের দাবী হইতে মুক্ত হইয়াছি।' অতঃপর ভগবান নন্দের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় জানিয়া সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন :

যিনি কাম পঞ্চ অতিক্রম করিয়াছেন, কামকন্টক মর্দিত করিয়াছেন, এবং মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সুখ-দুঃখে কখনও বিচলিত হন না।

১২. অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু নন্দ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি কেমন আছ?

'বন্ধু, গৃহী হইবার জন্য আমার আর ইচ্ছা নাই।' তাহা শুনিয়া ভিক্ষুরা কহিলেন—'আয়ুষ্মান নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অর্হত্ত্ব ভাবের কথাই প্রকাশ করিতেছে। পূর্বে মন ছটফট করিতেছে বলিয়া এখন বলিতেছে গৃহী হইবার জন্য আমার ইচ্ছা নাই।' তাঁহারা গিয়া ভগবানকে সে কথা কহিলেন।

ভগবান কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আত্মভাব দুচ্ছন্ন গৃহের ন্যায় ছিল, এখন সুচ্ছন্ন গৃহের ন্যায় হইয়াছে। সে দিব্য অপ্সরাদিগকে দেখিয়া অবধি প্রব্রজিত কার্যের সাফল্যের জন্য যত্নপর হইয়া তাহা পাইয়াছে।' এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

দুরাচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে, তেমনি সাধনাবিহীন চিত্তে কামরাগ প্রবেশ করে।—১৩

সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি সাধনাপূত চিত্তে বিষয় বাসনা প্রবেশ করে না।—১৪

১৩. তথায় 'আগার' যে কোন গৃহ। 'দূরাচ্ছন্ন' বিরল আচ্ছন্ন, ছিদ্র-বিছিদ্র। 'বিধে অতি' বৃষ্টির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে (বৃষ্টির জল পড়ে)। 'অভাবিত' দূচ্ছন্ন

http://kalpataruboi.org

গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে, তদ্রূপ ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিত্তকে কামরাগ বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে; কেবল রাগ নহে, দ্বেষ, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তদ্রূপ চিত্তকে অতীব বিদ্ধ করে। 'সুভাবিত' শমথ-বিদর্শন ভাবনা দ্বারা সুভাবিতা সু-আচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তদ্রূপ সুভাবিত চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

১৪. অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কথা তুলিলেন—'বন্ধু, বুদ্ধদের আশ্চর্য ক্ষমতা! আয়ুষ্মান নন্দ জনপদকল্যাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শাস্তা তাঁহাকে দেবাপ্সরার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন।'

ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্য তোমরা এখানে সমাসীন হইয়াছ?' তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয় বলিলে তিনি কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নয় পূর্বেও একে স্ত্রীর প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছি।' ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন :

১৫. 'পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজা রাজ্যশাসন করিতেছিলেন তখন সে নগরে 'কপ্পট' নামে এক বণিক বাস করিত। তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলসী হাঁড়িকুঁড়ি বহিয়া নিয়া যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বণিক একদিন গাধার পিঠে মালবোঝাই করিয়া দিয়া তক্ষশিলায় গেল। তথায় গিয়া মাল বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত গাধাটিকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। অতঃপর গাধা পরিখা পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার কাছে গেল। গাধী তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—

'কোথায় হইতে আসিয়াছ?'

'বারাণসী হইতে।'

'কি কাজে আসা হইয়াছে?'

'ব্যবসা উপলক্ষে।'

'কি বোঝা বহ গা?'

'হাঁড়িকুঁড়ির বোঝাই।'

'এই ভার নিয়া কত যোজন যাও।'

'সাত যোজন।'

'যেখানে যাও সেখানে পা-পিট টিপিবার কোন দরদী আছে কি?'

'না।'

'তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতেছ!'

১৬. তির্যক প্রাণীর আবার পাদসেবাদি করিবার কেহ থাকে না, কাম সম্ভোগ ঘটাইবার জন্য এরূপ বলিতেছে। গাধা গাধীর কথায় কামাকুল চিত্ত হইল। কপ্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল—'এস বাছা, এখন যাই।'

'তুমি যাও, আমি যাব না।'

http://kalpataruboi.org

অতঃপর তাহাকে বারবার বলিলেও যখন যাইতে রাজি হইল না, তখন তাহাকে 'ভয় দেখাইয়া নিয়া যাইব' ভাবিয়া বলিল—

'রে গর্দভ, তোমাকে ষোল অঙ্গুল কন্টকযুক্ত কশাঘাত করিব, তোমার চর্ম ছেদন করিব, ইহা জানিয়া রাখ।'

১৭. তাহা শুনিয়া গাধা বলিল—তাহা যদি হয়, আমিও তোমার কর্তব্য জানিব।' এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

'হে কপ্পট, আমাকে ষোল আঙ্গুল কন্টকযুক্ত কশাঘাত করিবে আমি সম্মুখ পায়ে ভার করিয়া পশ্চাতের পদদ্বয় উত্তোলন পূর্বক তোমার দন্ত উৎপাটন করিব, ইহা জানিয়া রাখ।'

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল—'কেন সে এমন বলিতেছে?' এদিকে সেদিকে দেখিতে দেখিতে সে গাধীকে দেখিতে পাইল। সে মনে করিল—'এই গাধীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে। সে বুদ্ধি আঁটিল—'তোমার জন্য এইরূপ একটি গাধী আনিব' এইরূপে স্ত্রীলোভ দেখাইয়া তাহাকে নিয়া যাইব।' এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

'রে গর্দভ, চতুষ্পদী, শঙ্খমুখী, সর্বাঙ্গ শোভিনী এক গর্দভী ভার্যা তোমার জন্য আনয়ন করিব। ইহা জানিও।' তাহা শুনিয়া গাধা সন্তুষ্ট চিত্তে এই গাথা বলিল—

'হে কপ্পট, চতুষ্পদী, শঙ্খমুখী, সর্বাঙ্গ শোভিনী এক গর্দভী ভার্যা আমার জন্য আনয়ন করিবে; তাহা হইলে আরো অধিক চৌদ্দ যোজন গমন করিব।'

১৮. অতঃপর কপ্পট তাহাকে বলিল—'তাহা হইলে আস।' তাহাকে নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। গাধা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—'তুমি না আমার জন্য বৌ আনিবে বলিয়াছিলে?'

'হাঁ বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না, তোমার জন্য বৌ আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে কি না তাহা তুমিই জানিবে। তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে-মেয়েও হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কি না তাহা তুমিই বুঝিবে।' সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিল।

ভগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, তখন গাধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি। এইরূপে পূর্বেও আমি ইহাকে স্ত্রীর প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন।

শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান—১০

১৫. ইধ সোচতি, পেচ্চ সোচতি, পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি,
সো সোচতি, সো বিহঞ্ঞতি, দিস্বা কম্মকিলিট্‌ঠমত্তনো।...১৫

অনুবাদ : যে পাপ করে সে ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই অনুশোচনা করে। নিজের দুষ্কর্ম দেখে সে শোক করে আর কষ্ট পায়।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : পাপকারী ইধ সোচতি (পাপকারী ইহলোকে শোক করে) পেচ্চ সোচতি (পরলোকে শোক করে) উভয়ত্থ সোচতি (উভয়লোকেই শোক করে)। অত্তনো (আত্মার, নিজের) কম্মকিলিট্‌ঠং (ক্লিষ্টকর্ম, দুষ্কর্ম) দিস্বা (দেখে) সো সোচতি (সে শোক করে), সো বিহঞ্ঞতি (সে ক্লিষ্ট হয়)।

১. 'ইহলোকে করে শোক' এই ধর্মদেশনা ভগবান বেণুবনে বাস করিবার সময় শূকরিক চূন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

চূন্দ পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ শুকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত জীবিকা নির্বাহ করিত। শূকরদের বাচ্চা দেওয়ার সময় সে গাড়ি করিয়া ধান লইয়া গ্রামে যাইত এবং সের দুইসের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য শুকরের ছানা কিনিয়া গাড়ি করিয়া লইয়া আসিত। বাড়ির পিছনে একটা স্থান ঠিক করিয়া ব্রজের মত করিয়া সে শুকরের ভক্ষ্য (কচু ইত্যাদি গাছগুল্ম) লাগাইয়া রাখিত। শুকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র খাইয়া বাড়িয়া উঠিত। যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত সেটা সেটা শ্মশানে নিয়া গিয়া যাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে বাঁধিত। শরীরমাংস ফুলিয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্য চৌপাটি মুগুর দিয়া প্রহার করিত। মাংসের বৃদ্ধিভাব জানিয়া মুখ মেলিয়া মুখের ভিতর একখানা কাঠ লাগাইয়া দিত। উত্তপ্ত গরম জল লৌহথালায় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত।

২. তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক্ক মলসহ গুহ্যপথে বাহির হইত। পেটের সামান্য মল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত। অতঃপর অবশিষ্ট গরম জল পিঠে ঢালিয়া দিত। তাহাতে কালচর্ম উঠিয়া যাইত। তারপর খড়ের মশাল জ্বালিয়া লোমগুলি পুড়াইয়া ফেলিত। পোড়া হইলে ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত। ধারা বহিয়া যে রক্ত পড়িতে থাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত। তাহা মাখাইয়া মাংস বাড়াইয়া লইত, কতেক পাক করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত, বাকি যাহা বিক্রয় করিত।

৩. সে এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর কাটাইয়াছিল। ভগবান তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন তাঁহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই, কিংবা আর কিছু পুণ্যকাজ করে নাই। অনন্তর তাহার শরীরে রোগ হইল। জীবিতাবস্থাতেই সে অবীচি মহানরকের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'চারিদিকে শতযোজন বিস্তৃত হইয়া ইহা সর্বদা অবস্থিত।' নাগসেন স্থবির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্য এই উপমা দিয়াছেন—'যথা মহারাজ! কূটাগার প্রমাণ পাষাণও নৈরয়িক অগ্নিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু ইহাতে জাত প্রাণী কর্মবলে মাতৃজঠরের ন্যায় অবস্থান করে; বিলীন হয় না।'

৪. সেই সন্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কর্মানুরূপ আকার উৎপন্ন হইল। সে বাড়ির মধ্যেই শুকরের ন্যায় করিয়া হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়া পূর্ব পশ্চিমে যাতায়াত

kalpataru boi PDF

http://kalpataruboi.org

করিতে লাগিল। বাড়ির লোকেরা শক্ত করিয়া মখু বাঁধিয়া দিল (যাহাতে শব্দ না হইতে পারে)। কর্মের বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শুকরের ন্যায় শব্দ করিতেই লাগিল। তাহার শব্দে চারিদিকে সাত বাড়ির লোক ঘুমাইতে পারিত না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজনেরা সে যাহাতে বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিকে ঘিরিয়া চৌকি দিতে লাগিল।

৫. সে ঘরের মাঝেই নরকের সন্তাপে তপ্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। এরূপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে প্রাণত্যাগ করিয়া অবীচি মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল। অবীচি মহানিরয় 'দেবদূত সূত্রান্ত' অনুসারে বর্ণিতব্য। ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের দুয়ার দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শুকর শব্দ মনে করিয়া বিহারে গিয়া ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন—'ভন্তে, আজ সাতদিন যাবৎ শুকর ওয়ালা চূন্দ ঘরের দুয়ার বাঁধিয়া শুকর মারিতেই আছে, তাহার বাড়িতে বোধ হয় কোন মঙ্গল উৎসব আছে। ভন্তে, এতগুলি শুকর মারিতেছে তবু তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চার হইল না। এমনতর কঠোর, নিষ্ঠুর লোক ত আর কখনও দেখি নাই!'

৬. ভগবান কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শুকর মারে নাই। তাহার কর্মানুরূপ বিপাক উৎপন্ন হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অবীচি মহানরকের সন্তাপ অনুভব করিয়াছে। সে সেই সন্তাপের দ্বারা সাতদিন যাবৎ শুকরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ মরিয়া অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে।'

ভিক্ষুরা বলিলেন—'ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া আবার গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল?'

'হাঁ ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক উভয় স্থানেই শোক করে।' ইহা বলিয়া এই গাথাটি বলিলেন—

পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয় লোকে অনুশোচনা করে, সে স্বীয় মন্দকর্ম দেখিয়া অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়।—১৫

৭. তথায় 'পাপকারী' নানা প্রকার পাপকর্মকারী ব্যক্তি 'কল্যাণ কর্ম' করি নাই, পাপকর্ম করিয়াছি' বলিয়া একান্তই মরণ সময়ে ইহলোকে শোক করে, ইহা তাহার কর্মশোচনা। পরে পাপকর্মের বিপাক অনুভব করিতে করিতে শোক করে, ইহা তাহার পরলোকে বিপাকানুশোচনা। এইরূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে। সেই কারণে শৌকরিক চূন্দও জীবন্ত থাকিতেই 'কলুষিত কর্ম দেখিয়া' আপন কলুষিত কর্ম দেখিয়া শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দুঃখ পাইতেছে।

গাথা অবসানে অনেকে স্রোতাপন্নাদি হইল। দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

http://kalpataruboi.org

ধার্মিক উপাসকের উপাখ্যান—১১

১৬. ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো উভয়থ মোদতি,
সো মোদতি, সো পমোদতি দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো।...১৬

অনুবাদ : যিনি কৃতপুণ্য তিনি ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই আনন্দ লাভ করেন। তিনি নিজের সুকৃতি দেখে পরম আনন্দ পান।

অন্বয় : কতপুঞ্ঞো (কৃতপুণ্য) ইধ মোদতি (ইহলোকে আনন্দ পান) পেচ্চ মোদতি (পরলোকে আনন্দ পান) উভয়থ মোদতি (উভয়লোকে আনন্দ পান)। অত্তনো (নিজের) কম্মবিসুদ্ধিং (বিশুদ্ধ কর্ম) দিস্বা (দেখে) সো মোদতি (তিনি আনন্দ পান) সো পমোদতি (তিনি পরমানন্দ লাভ করেন)।

১. 'ইহলোকে প্রমোদিত হয়' ভগবান জেতবনে বাস করিবার সময় ধার্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকন্যা ছিল। তাহাদের প্রত্যেকে এক এক বার পালানুক্রমে যাগু, পালানুক্রমে ভাত, পাক্ষিক ভাত; (নতুন চন্দ্র উদিত হইলে) নবচন্দ্র ভাত ও বর্ষাবাসিক ভাত দিত। তাহারা সকলেই অনুজাত পুত্র (বাপকা বেটা) হইয়াছিল। উপাসকের নিজের স্ত্রীর ছেলেমেয়ে চৌদ্দটির দান লইয়া ষোলটি পালানুক্রমে যাগুদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। এইরূপে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণসহ তিনি শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দানে নিরত হইয়াছিলেন।

২. অনন্তর এক সময় তাঁহার রোগ হইল, আয়ু ফুরাইয়া আসিল। তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি ষোলজন ভিক্ষু চাহিয়া পাঠাইলেন। ভগবান ভিক্ষু পাঠাইলেন। তাঁহারা গিয়া তাহার মঞ্চ ঘিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন।

উপাসক বলিলেন—'ভন্তে, আপনাদের দর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি সূত্রপাঠ করিয়া আমাকে শুনান।'

'কোন সূত্র শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক?'

'সকল বুদ্ধের অপরিহার্য সতিপট্ঠান সূত্র।'

ভিক্ষুরা—'ভিক্ষুগণ, এই এক অয়ন, এই এক মার্গ, সত্ত্বদিগের বিশুদ্ধির নিমিত্ত' ইত্যাদি বলিয়া 'সতিপট্ঠান' সূত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৩. সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সর্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত সহস্র অশ্বযুক্ত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয়খানি রথ আসিল। রথে স্থিত থাকিয়া দেবতারা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন—'ওহে, মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া সোনার পাত্র গ্রহণের ন্যায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করতে এখানে আস।' উপাসক ধর্মশ্রবণকালীন তাঁহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া কহিলেন—'আপনারা এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন।' ভিক্ষুরা 'আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে' এই মনে করিয়া নীরব হইলেন। তাঁহা পুত্র-কন্যারা এই বলিয়া কাঁদিতে

http://kalpataruboi.org

লাগিলেন—'আমাদের পিতার ধর্মশ্রবণ করিয়া কোনদিন তৃপ্তি হয় নাই (অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত শুনিবার ইচ্ছা করিতেন) এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া সূত্রপাঠে প্রবৃত্ত করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহই নাই।' ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৪. উপাসক অল্পক্ষণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কাঁদিতেছ কেন?'

'বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম শুনিতে শুনিতে নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি।'

'আর্যেরা কোথায়?'

'অসময় বুঝিয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

'বাবারা, আমি ত আর্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই!'

'তবে বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন?'

'ছয় দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছয়খানি রথে দেবতারা আসিয়া আকাশে থাকিয়া 'আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও' এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কহিয়াছি।'

'রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না!'

'আমার জন্য ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে?'

'আছে বাবা!'

'কোন দেবলোক রমণীয়!'

'বাবা, তুষিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে সকল বোধিসত্ত্ব আর বোধিসত্ত্বের পিতা-মাতা বাস করেন।'

'তাহা হইলে 'তুষিত স্বর্গ' হইতে যেই রথ আসিয়াছে তাহাতে লগ্ন হউক এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড়।'

৫. তাহারা ছুড়িল। মালা রথের চাকায় লাগিয়া আকাশে ঝুলিতে লাগিল। সমবেত লোকেরা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না।

উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি?'

'হাঁ দেখিতেছি।'

ইহা তুষিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই ঝুলিতেছে, আমি তুষিত ভবনে যাইব, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্যসমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য করিতে থাক।' উপাসক এই বলিয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন এবং তুষিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখনই তাঁহার ষাট গাড়ির বোঝাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গব্যুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল। তিন সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইলেন। তাঁহার জন্য পঁচিশ যোজন প্রমাণ এক কনক বিমান প্রাদুর্ভূত হইল।

৬. এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা

http://kalpataruboi.org

করিলেন—'ভিক্ষুগণ, উপাসক ধর্মদেশনা শুনিয়াছে ত?'

হাঁ ভন্তে, শুনিয়াছেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে মাঝখানে 'আপনারা অপেক্ষা করুন' বলিয়া বারণ করিলেন। তারপর তাঁহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল। আমরা তখন অসময় বুঝিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি।'

'ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই। ছয় দেবলোক হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাঁজাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপাসককে ডাকিতেছিল, সে ধর্মদেশনায় বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেবতাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল।'

'তাই নাকি ভন্তে?'

'তাই ভিক্ষুগণ!'

'ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন?'

'তুষিত ভবনে ভিক্ষুগণ!'

'এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকিয়া, আবার এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন?'

হাঁ ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সবস্থানেই তাহারা আমোদিত হয়। এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

'কৃতপুণ্য জন ইহলোকে ও পরলোকে, উভয় লোকেতে প্রমোদিত হয়। সে নিজের কর্ম বিশুদ্ধি দেখিয়া অতিশয় আমোদিত হয়, প্রমোদিত হয়।'—১৬

৭. তথায় 'কৃতপুণ্য' নানাপ্রকার কুশলকর্মের কারক। কৃতপুণ্য ব্যক্তি 'আমি পাপ করি নাই, পুণ্যই করিয়াছি' বলিয়া ইহলোকে কর্মের আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকর্মের ফলভোগের আনন্দ পায়; এইরূপে সে উভয়ত্র আনন্দিত হয়।

'কর্ম-বিশুদ্ধি' ধার্মিক উপাসক আপনার কর্ম-বিশুদ্ধি পুণ্যকর্ম সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

দেবদত্তের উপাখ্যান—১২

১৭. ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি, পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি,
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি, ভিয্যো তপ্পতি দুগ্‌গতিং গতো।...১৭

অনুবাদ : পাপী ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই অনুতাপ ভোগ করে। আমি পাপ করেছি—এই চিন্তা তাকে যেমন দগ্ধ করতে থাকে, তেমনি পাপের ফলে দুর্গতি লাভ করে সে আরো দুঃখ পায়।

অন্বয় : পাপকারী ইধ তপ্পতি (পাপকারী ইহলোকে সন্তাপ পায়) পেচ্চ তপ্পতি (পরলোকে সন্তাপ পায়) উভয়ত্থ তপ্পতি (উভয়লোকে সন্তাপ পায়) মে পাপং কতং ইতি তপ্পতি (আমি পাপ করেছি এই বলে অনুতপ্ত হয়) দুগ্‌গতিং গতো

http://kalpataruboi.org

(দুর্গতি লাভ করে) ভিয্যো তপ্পতি (পুনরায় সন্তপ্ত হয়)।

১. 'ইহলোকে পায় তাপ' এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে বাস করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্যন্ত তাহার জীবনের ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—অনুপ্রিয় ছিল মল্লদের নগর। ভগবান সেই অনুপ্রিয় নগর আশ্রয় করিয়া অনুপ্রিয় আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। তথাগতের জন্মের পর তাঁহার শরীর লক্ষণ বিচারের দিন তাঁহার আশি হাজার জ্ঞাতিরা চিন্তা করিলেন—'ইনি রাজা হউন অথবা বুদ্ধই হউন ক্ষত্রিয় পরিবৃত হইয়াই বিচরণ করিবেন।' এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদের আশি হাজার ক্ষত্রিয় কুমার দিবার প্রস্তাব করিলেন। যথাসময়ে সেই ক্ষত্রিয় কুমারদের অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভদ্রিয় রাজাদের মধ্যে অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—'আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজ্যা দিয়া দিলাম, এই ছয়জন শাক্য ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্যা নিল না, বোধ হয় তাহারা বুদ্ধের জ্ঞাতি নয়।'

২. অনন্তর মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই; তুমি প্রব্রজ্যা নাও, না হয় আমি নিই।'

অনুরুদ্ধ ছিলেন সুকোমল, ভোগবিলাসী। 'নাই' এই শব্দও কোনদিন শুনেন নাই। এক দিবস তাঁহাদের ছয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গুটিখেলা হইতেছিল। খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাজী রাখিল, সে পরাজয় হইলে পিঠা খাওয়াইবে। খেলা করিতে করিতে অনুরুদ্ধের পরাজয় হইল। তিনি পিঠার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতা পিঠা সাঁজাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তাহা খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিল। বারবার তাঁহারই পরাজয়। তিনিও পুনঃপুন মাতার নিকট পিঠার জন্য প্রেরণ করিলেন। মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিঠা নাই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'পিঠা নাই।' তিনি যে 'নাই' শব্দ কোনদিন শুনেন নাই, তাই তাহাও একপ্রকার পিঠাবিশেষ মনে করিলেন। তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন—'যাও, আমার জন্য 'নাই পিঠা' নিয়া আস।'

৩. সেও যাইয়া বলিল—'আর্যে, 'নাই পিঠা' দেন।' অনুরুদ্ধের মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—আমার ছেলে 'নাই' শব্দ কোনদিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে 'নাই' শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিব' এই চিন্তা করিয়া শূন্য এক সোনার ভাজন অন্য এক সোনার ভাজনের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তখন নগর রক্ষক দেবতারা চিন্তা করিলেন—'অনুরুদ্ধ শাক্য পূর্বজন্মে অন্নভার নাম ধারণ করিয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিজের অংশের ভাত উপরিষ্ট নামক

http://kalpataruboi.org

'পচ্চেক' বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন। দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'কখনও 'নাই' শব্দ যেন আমি না শুনি, আর আহার উৎপন্নের কারণও যেন আমাকে জানিতে না হয়।' তিনি যদি এই শূন্যপাত্র দেখেন, তাহা হইলে আমরা আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না, মাথাও আমাদের সাতভাগে ফাটিয়া যাইবে।'

৪. অতঃপর দেবতারা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠায় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। পাত্রটি গুলি-মণ্ডলে রাখিয়া ঢাকনি উল্টাইবামাত্রই পিঠার সুগন্ধে সমস্ত নগর সুগন্ধময় হইল। পিঠাখণ্ড মুখে দেওয়ামাত্রই সাত হাজার রস হরণীতে বিস্তার লাভ করিল। তখন অনুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন—'আমি মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই 'নাই পিঠা' পাক করে নাই। এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না।' তিনি গৃহে যাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, আমি কি তোমার প্রিয়, না অপ্রিয়?'

'বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাহার একচক্ষু যেমন প্রিয়, হৃদয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয়।'

'তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই 'নাই পিঠা' পাক কর নাই?'

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, পাত্রে কিছু ছিল কি?'

'আর্যে, পাত্র পিঠায় পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে দেখি নাই।'

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—'আমার ছেলে পুণ্যবান, পূর্বকৃত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্রপূর্ণ করিয়া পিঠা পাঠাইয়া থাকিবেন।'

অতঃপর অনুরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন—'মা, এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না; এই 'নাই পিঠা'ই আমার জন্য পাক করিও।'

৫. সেই হইতে অনুরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও এক শূন্য পাত্র অন্য এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন। অনুরুদ্ধ যতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার জন্য দিব্য পিঠা পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এতদূরও জানেন না, প্রব্রজ্যার বিষয় আর কি জানিবেন! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই প্রব্রজ্যা কি?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'চুল ও গোঁপদাড়ি ছেদন করিতে হয়, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠাস্তরণে অথবা বেত্রমঞ্চে শুইতে হয়, পিণ্ডাচরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, এই হইল প্রব্রজ্যা।'

তিনি এইরূপ বলিলে অনুরুদ্ধ কহিলেন—'দাদা, আমি সুকোমল, আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিব না।'

'তাহা হইলে ভাই, কাজকর্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাদের একজন প্রব্রজ্যা না নিয়া পারিব না।'

অতঃপর অনুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কাজ কর্ম কেমন?' যেই কুলপুত্র ভাত উৎপন্নের স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজ কর্মের বিষয় কি জানিবেন?

৬. এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যের কথা উত্থাপিত হইল—'ভাত কোথায়

http://kalpataruboi.org

উৎপন্ন হয়?'

কিম্বিল কহিলেন—'গোলায় উৎপন্ন হয়।'

ভদ্রিয় কহিলেন—'তুমি ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন হয় পাত্রে।'

অনুরুদ্ধ কহিলেন—'তোমরা দুইজনেই জান না, ভাত উৎপন্ন হয় রত্ন মুকুল সদৃশ সোনার থালায়।'

তাঁহাদের মধ্যে কিম্বল একদিন দেখিয়াছিলেন—গোলা হইতে ধান পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—ইহা গোলাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভদ্রিয় একদিন দেখিয়াছিলেন—পাতিল হইতে ভাত ঢালিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—ভাত পাতিলেই উৎপন্ন হয়। অনুরুদ্ধ কিন্তু ধান ভানিতে, ভাত রাঁধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল দেখিয়াছেন—ভাত ঢালিয়া সম্মুখে স্থাপন মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে করিলেন—'ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয়।

৭. এইরূপ তিনজনেই ভাত উৎপন্নের কারণ জানেন না। তাই অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাজকর্ম কেমন?' তদুত্তরে 'প্রথম ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে হইবে' ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কর্তব্য কর্মের কথা শুনিয়া কহিলেন—'কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে?' আর কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া সুখে ভোগসম্পত্তি পরিভোগ করিব?' এই বলিয়া কর্মান্তের অসমাপ্তির বিষয় কথিত হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন—'তাহা হইলে আপনিই ঘরে থাকুন, আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'মা, অনুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন—'তোমার বন্ধু ভদ্রিয় রাজা যদি প্রব্রজিত হয়, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও।' মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবন্ধ' এই বলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া সপ্তম দিবসে তাঁহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা করাইলেন।

৮. তৎপর শাক্যরাজকুলের ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত এই ছয় ক্ষত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালিসহ এই সাতজন সপ্তাহকাল দেবতার ন্যায় দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিলেন। সপ্তম দিবসে উদ্যানে যাওয়ার ন্যায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন। তাঁহারা অপররাজ্য সম্প্রাপ্ত হইলে সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় ছয় ক্ষত্রিয় আপন আপন আভরণসমূহ খুলিয়া লইয়া পুটলি বাঁধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—'ওহে উপালি, তুমি বিরত হও, ইহাতেই তোমার জীবিকার জন্য যথেষ্ট হইবে।' এই কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বিদায়কালীন বন যেন রোদন করিতেছে,

http://kalpataruboi.org

পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল। উপালি অল্পক্ষণ নিবর্তন করিয়া চিন্তা করিলেন—শাক্যগণ উগ্র, হয়ত তাঁহারা ইহাও মনে করিতে পারেন—ইহা দ্বারা কুমারগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।' এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন। এই শাক্য কুমারেরা যদি এমন সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণসমূহ থুথুর ন্যায় ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, তবে আমার আর কথাই বা কি!' এই মনে করিয়া পুটলি খুলিয়া 'যাহাদের প্রয়োজন তাহারা গ্রহণ করুক' এই বলিয়া আভরণসমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে, ফিরিয়া আসিলে যে?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন।

৯. অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া ভগবানকে কহিলেন—'ভন্তে, আমরা শাক্যমাত্রই অভিমানী, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমত ইহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব। এইরূপ হইলেই আমাদের অভিমান ধ্বংস হইবে।' এই বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রব্রজিত হইলেন।

১০. তাঁহাদের মধ্যে আয়ুষ্মান ভদ্রিয় সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ত্রিবিদ্যা লাভী হইলেন; আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে 'মহাপুরুষ বিতর্ক সূত্র' শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন; আয়ুষ্মান আনন্দ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন; অন্য সময় ভৃগু স্থবির ও কিম্বিল স্থবির বিদর্শন ভাবনা বর্দ্ধিত করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন; দেবদত্ত পৃথগজন ঋদ্ধি পাইলেন।

১১. অনন্তর ভগবান যখন কৌশাম্বিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভগবানও তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘের মহা লাভসৎকার উৎপন্ন হইয়াছিল। লোকেরা বস্ত্র ভৈষজ্যাদি হস্তে বিহারে যাইতেন। তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিয়া—'ভগবান কোথায়, সারিপুত্র স্থবির কোথায়, মৌদগল্যায়ন স্থবির কোথায়, মহাকশ্যপ স্থবির কোথায়, ভদ্রিয় স্থবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্থবির কোথায়, আনন্দ স্থবির কোথায়, ভৃগু স্থবির কোথায়, কিম্বিল স্থবির কোথায়?' এইরূপ বলিতে বলিতে অশীতি মহাশ্রাবকদিগের বাসস্থানসমূহ দেখিতে দেখিতে বিচরণ করিতেন। 'দেবদত্ত স্থবির কোথায় উপবিষ্ট বা স্থিত এই কথা বলিবারও কেহ ছিল না। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি ইহাদের সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি। ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত। মনুষ্যেরা দানীয়বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে তালাস করে, আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাই; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া, কাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার লাভসৎকার উৎপাদন করি।'

১২. অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন—'এই বিম্বিসার রাজা ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অযুত লোকের সহিত স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছেন, ইনির সহিত মিলিতে পারিব না। কোশলরাজের সহিতও পারিব না। এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষগুণ সম্বন্ধে জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব।'

http://kalpataruboi.org

১৩. এই মনে করিয়া দেবদত্ত কৌশাম্বি হইতে রাজগৃহে গমন করিলেন তথায় যাইয়া কুমারবর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সর্প চারি হস্ত পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মস্তকে পাগড়ির ন্যায় বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন। এইরূপে তিনি সর্পের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করত অজাতশত্রুর কোলের উপর গিয়া বসিলেন। অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে?' 'আমি দেবদত্ত' এই বলিয়া তাঁহার ভয় বিনোদনের জন্য সেই বেশ পরিবর্তন করিয়া সঙ্ঘাটি পাত্র-চীবর দ্বারা ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভসৎকার উৎপাদন করাইলেন। দেবদত্ত লাভসৎকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন—'আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করিব। এই পাপচিত্ত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি পরিহীন হইল। অনন্তর একদিবস ভগবান বেণুবন বিহারে পৃথগজন পরিষদের মধ্যে বসিয়া ধর্মদেশনা করিতেছিলেন। সেই ধর্মদেশনার সময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিলেন—'ভন্তে ভগবান, আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সাধিক্য হইয়াছেন; এই হইতে আপনি নিরিবিলি চিত্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস করুন, আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করিব, ভিক্ষুসঙ্ঘের ভার আমাকে প্রদান করুন। ভগবান তাঁহাকে শ্লেষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন। দেবদত্ত তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি এই প্রথম শত্রুতা পোষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৪. অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তাঁহাকে 'প্রকাশনীয়' নামক দণ্ডকর্ম প্রদান করিলেন। তিনি ভাবিলেন—'শ্রমণ গৌতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এখন তাঁহার অনর্থ করিব।' এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'কুমার, পূর্বে ছিল মানুষের দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অল্পায়ু, হয়ত এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব।' অজাতশত্রু রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্য দেবদত্ত কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত হইলেন। দেবদত্ত 'আমিই শ্রমণ গৌতমের জীবননাশ করিব।' এই মনে করিয়া স্বয়ং গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণপূর্বক শিলা নিক্ষেপ করিলেন। (শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে) ভগবানের পা হইতে (একবিন্দু) রক্ত বিগলিত হইল। এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না পারিয়া পুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। হস্তী আসিবারকালীন আনন্দ স্থবির নিজের জীবন বুদ্ধের জন্য বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের পুরোভাগে স্থিত হইলেন।

১৫. বুদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয়বস্তু নিয়া আসিয়াছেন,

http://kalpataruboi.org

ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন। সেই দিবসে রাজগৃহবাসি আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপূর্বিক ভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্ম শুনিয়া চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান হইয়াছিল। ভিক্ষুরা আনন্দ স্থবিরের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন—'অহো আয়ুষ্মান আনন্দ মহাগুণসম্পন্ন, এমনতর প্রকাণ্ড হাতি আসিবারকালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের পুরোভাগে স্থিত হইলেন!' স্থবিরের এই গুণকথা শুনিয়া ভগবান কহিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও সে আমার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।' সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও কর্কট জাতকাদি কহিলেন।

১৬. দেবদত্ত রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণনাশের জন্য বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল; এইসব করাতেও জনসমাজে তাহার কর্ম সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কর্মসমূহ বিশেষভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল—'দেবদত্ত রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্য বধক নিয়োজিত করিয়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে, এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে।' রাজা লোকজনের এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদত্তের জন্য যেই পাঁচশত পাতিল ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। পুনরায় তিনি আর তাঁহার সেবার্থ আসিলেন না। ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেও নগরবাসিরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না।

১৭. দেবদত্তের লাভসৎকার পরিহীন হইল। অগত্যা কুহক ভাবের দ্বারা (বক ধার্মিকের ন্যায়) জীবিকা নির্বাহ করিবার মানসে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ বিষয় যাচঞা করিলেন। ভগবান কহিলেন—'দেবদত্ত নিষ্প্রয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসি হউক।' এই বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'আবুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার? আমি উৎকৃষ্টবশে এরূপ বলিতেছি—'ভাল ভন্তে, ১. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন, ২. ভিক্ষা করিয়া খাইবেন, ৩. পাংশুকুল বা ধুলা মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন; ৪. বৃক্ষমূলে বাস করিবেন; ৫. কখনও মাছমাংস খাইবেন না।' যে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস।' এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। দেবদত্তের কথা শুনিয়া নতুন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন কোন মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—'দেবদত্ত ভালইত বলিতেছেন, আমরা ইনির সহিত বিচরণ করিব।' এই বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

১৮. এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল। তিনি সেই পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন লোকগুলোকে বুঝাইয়া তাহাদের হইতে যাচঞা করিয়া খাইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি

Kalpataru Boi. PDF

http://kalpataruboi.org

সঙ্ঘভেদের জন্যও পরাক্রম করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সঙ্ঘভেদ, চক্রভেদের জন্য পরাক্রম করিতেছ?' দেবদত্ত উত্তর দিলেন—'হাঁ, সত্য।' ভগবান কহিলেন—'দেবদত্ত, সঙ্ঘভেদ গুরুতর কাজ। ইত্যাদিরূপে উপদেশ দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রাজগৃহে আয়ুষ্মান আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—'আবুস আনন্দ, অদ্য হইতে জানিয়া রাখ ভগবানও ভিক্ষুসঙ্ঘকে বাদ দিয়া উপোসথ করিব ও সঙ্ঘকর্ম করিব।

১৯. স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া ভগবানের ধর্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। 'দেবদত্ত দেব-মনুষ্যলোকের এই অনর্থ করার দরুন নিজেকে অবীচিতে পক্ক করার কারণ করিতেছে।' এই চিন্তা করিয়া ভগবান সংবেগ চিত্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :

'অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ, কিন্তু যাহা প্রকৃত হিতকর ও নির্দোষ তাদৃশ কর্ম অতিশয় দুষ্কর।'

এই গাথা কহিয়া পুনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :

'সাধুজনে সাধুকাজ করা সুকর, পাপীজনে সাধুকাজ করা দুষ্কর; পাপীজনে পাপকাজ করা সুকর, আর্যগণে পাপকাজ করা দুষ্কর।'

২০. অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিষদের সহিত কোনও এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন—'যাহার এই পাঁচটি বিষয় মনোনীত হয় সে শলাকা (টিকেই) গ্রহণ কর।' নতুন প্রব্রজিত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পাঁচশত বজ্জিপুত্র শলাকা গ্রহণ করিলেন। দেবদত্ত সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া সঙ্ঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার জন্য ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া প্রাতিহার্যযুক্ত দেশনা অনুশাসন দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রাতিহার্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করত ভিক্ষুগণকে অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশমার্গে আগমন করিলেন।

২১. তখন কোকালিক[৩৩] যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল—'আবুস দেবদত্ত, শয্যাত্যাগ কর, সারিপুত্র মৌদগল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে লইয়া যাইতেছে; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম—'আবুস, সারিপুত্র মৌদগল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার বশীভূত। এই বলিয়া সে জানুদ্বারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল। সেখানেই দেবদত্তের মুখ হইতে গরম রক্ত বমি হইল। ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আকাশমার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—'ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া একজন মাত্র গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া আসিবারকালীন শোভা পাইতেছে।'

৩৩। দেবদত্তের অগ্রশ্রাবক।

http://kalpataruboi.org

ভগবান কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবারকালীন শোভা পাইয়াছিল।' এই বলিয়া লক্ষণমৃগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :

'সচ্চরিত্র, আদর্শ সেবাপরায়ণের সর্বত্র সৌভাগ্য লাভ হয়। জ্ঞাতি সঙ্ঘের অগ্রগামী হইয়া লক্ষণমৃগ আসিতেছে, দেখ। আর জ্ঞাতিগণ পরিহীন এই কালমৃগের অবস্থা দর্শন কর।'

২২. পুনরায় ভিক্ষুগণ কহিলেন—ভন্তে, দেবদত্ত 'বুদ্ধলীলায় ধর্মদেশনা করিব' এই মনে করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে তাহার উভয় পার্শ্বে বসাইয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিল।' ভিক্ষুগণ এইরূপ বলিলে ভগবান বলিলেন :

'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই।' এই বলিয়া সেই পুরাতন কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এই গাথা দুইটি কহিলেন :

হে বীরক, মধুরভাষী, ময়ূরগ্রীব আমার পতি সবিষ্ঠক পক্ষীকে দেখিয়াছেন কি?'

বীরক কহিল : 'নিত্য কাঁচা মৎস্য ভোজী জলচর ও স্থলচর যে পক্ষী আছে, তাহার অনুকরণ করিয়া সবষ্ঠিক শৈবালে জড়িত হইয়া মরিয়া গিয়াছে।'

এই জাতক কহিয়া পরে পরে অন্যান্য দিবসেও সেইরূপ কথা প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাদ্বয় কহিলেন :

'এই গরুড় অসার কাষ্ঠের বনে বিচরণ করিয়া, চঞ্চু দিয়া তাহা বিদারণ করিয়াছে; কিন্তু যখন সারবান খদিরে ঘা দিল, তখন তাহার তুণ্ডশির বিচূর্ণ হইল।'

'তোমার মস্তক বিদলিত, মস্তিষ্ক বিগলিত এবং সকল অস্থি চূর্ণীকৃত হইল আজ তুমি বিরোচিত হইয়াছ।'

২৩. পুনরায় দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে জবশকুন জাতকটি কহিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন :

'মৃগরাজ নমস্কার, যথাশক্তি আপনার কাজ করেছি, তাহা কি স্মরণ হয়? তার কিছু প্রতিদান কি আমার ভাগ্যে আছে? তাহা জানিতে মন বড় উৎসুক।'

মগৃরাজ কহিল : 'নিত্য পশু বধ করিয়া রক্তপায়ী আমার দন্তের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তবুও যে বাঁচিয়া আছ, ইহাই তোমার নিমিত্ত যথেষ্ট পুরস্কার।'

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা প্রসঙ্গে কুরঙ্গমৃগ জাতক কহিয়া এই গাথাটি বলিলেন :

'ওহে সপ্তপর্ণী, তুমি যেই ফল ফেলিতেছ,
কুরঙ্গ মৃগের কাছে তাহা অবিদিত নহে;
সেই হেতু অন্য সপ্তপর্ণী তলে চলিলাম,
তোমার এই ফলে আমার কিছু মাত্র রুচি নাই।'

২৪. এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থানকালীন দেবদত্তের লাভসৎকার ও

http://kalpataruboi.org

শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। তখন ভগবান কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল।' এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোভ্রষ্ট জাতক কহিলেন। জাতক বলার পর এই গাথাটি কহিলেন :

'পতির চক্ষুযুগল নষ্ট ও বস্ত্রচুরি হইল,
সখীর ঘরে বিবাদ করিয়া পত্নী শাস্তি পাইল;
(বড়শি জীবি প্রদুষ্ট মনে অন্যায় আচরণ করায়)
জলে স্থলে দুই দিকেতে ভারি বিপত্তি ঘটিল।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থানকালীন দেবদত্ত সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গেলেন। তথায় তিনি জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

২৫. দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছায় তাঁহার শ্রাবকগণকে কহিলেন—'আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে আমায় দেখাও।'

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল—'তোমার যখন শক্তি ছিল, তখন ভগবানের সহিত শত্রুতা আচরণ করিয়াছ; আমরা তোমাকে তথায় নিব না।'

'আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিলেও, ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শত্রুতা পোষণ করেন নাই। সেই ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :

'হত্যাকারী দেবদত্ত, দস্যু অঙ্গুলীমাল, ধনপাল হস্তী ও পুত্র রাহুল সকলের প্রতি আমার সমান মনোভাব।'

'আমায় সেই ভগবানকে দেখাও' এই বলিয়া তিনি পুনঃপুন যাচঞা করিতে লাগিলেন।

২৬. অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মঞ্চকের উপর লইয়া বাহির হইল। দেবদত্ত আসিতেছে, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—'ভন্তে, দেবদত্ত না কি আপনাকে দেখিবার জন্য আসিতেছে।'

'ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আমাকে দেখিতে পাইবে না।'

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাচঞা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধের দর্শন পায় না; এইটা ধর্মত নিয়ম।

'ভন্তে, সে অমুক অমুক স্থানে আসিয়াছে।'

'ভিক্ষুগণ, ওর যাহা ইচ্ছা তাহা করুক; সে কিন্তু আমার দর্শন পাইবে না।'

'ভন্তে, সে জেতবন হইতে এক যোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্ধ যোজন, এক গব্যুতি[৩৩], 'জেতবন পুষ্করিণীর সমীপে আসিয়াছে।'

যদি সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার দর্শন পাইবে

[৩৩]। তিন মাইল।

http://kalpataruboi.org

না।'

২৭. দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন পুষ্করিণীর তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে অবতরণ করিল। দেবদত্তও নাকি মঞ্চ হইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। অনুক্রমে তাঁহার পায়ের গোড়ালি, জানু, কটি স্তন ও গ্রীবা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া যখন হনুকাস্থি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন :

'দেবাতিদেব, সামন্তচক্ষু, নরদম্য সারথি, শত পুণ্য লক্ষণ, সেই অগ্রপুদ্গল বুদ্ধকে এই অস্থিকঙ্কাল ও জীবন দ্বারা শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।'

২৮. এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গুরুতর কর্ম করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গুরুকর্ম করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের কারণ করিতে পারিবে। তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে 'অট্ঠিস্সর' নামক 'পচ্চেক' বুদ্ধ হইবেন। তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন। নিশ্চল বুদ্ধের প্রতি অপরাধ করার দরুন নিশ্চলভাবে পরিপক্ক হইবার জন্য শত যোজন উচ্চতাসম্পন্ন অবীচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উৎপন্ন হইল। তাঁহার মস্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্যন্ত উপরের লৌহপাতে প্রবেশ করিল, পায়ের গুল্ফ পর্যন্ত নীচের লৌহপাতে প্রবেশ করিল, মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া বক্ষস্থল দিয়া বাহির হইয়া পূর্বদিকের ভিত্তিতে প্রবেশ করিল। অন্য একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া উত্তর পার্শ্বে বাহির হইয়া উত্তর ভিত্তিতে প্রবেশ করিল। অন্য একটি উপরের লৌহপাত হইতে বাহির হইয়া মস্তক ভেদ করিয়া অধঃভাগে বাহির হইয়া লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া পরিপক্ক হইতে লাগিলেন।

২৯. ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'দেবদত্ত আসিয়া ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।'

ভগবান কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার প্রতি অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে।' এই বলিয়া শীলব হস্তীরাজকালে পথভ্রষ্ট পুরুষকে আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌঁছাইয়া দিল; সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তীরাজের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ ও মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল। তৃতীয়বারে মহাপুরুষের চক্ষুপথ অতিক্রম করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তাহা বর্ণনা করিবার জন্য এই গাথাটি কহিলেন :

নিত্য ছিদ্র অন্বেষণকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে যদি সমগ্র পৃথিবী দান করা যায় তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

http://kalpataruboi.org

৩০. এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পরেও সেইরূপ কথা পুনঃপুন উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুণ কলাবুরাজ নিজে অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য ক্ষান্তিবাদী জাতক কহিলেন। বোধিসত্ত্ব চূলধর্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া চূলধর্মপাল জাতক কহিলেন।

৩১. দেবদত্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হইয়া ধ্বজা-পতাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পূর্ণঘট স্থাপন করিল। 'আমাদের লাভ হইয়াছে' এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল। ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন। ভগবান বলিলেন—'ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা নহে, পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল।' এই বলিয়া সকলেই অপ্রিয়, উদ্ধত, নিষ্ঠুর বারাণসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সন্তুষ্টিভাব বর্ণনা করিবার জন্য ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন :

পিঙ্গলের দ্বারা সকল মানুষ উৎপীড়িত ছিল, তাহার মৃত্যুতে জনগণ প্রত্যয় বা অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে; দ্বারপাল! পিঙ্গল লোচন কি তোমার প্রিয় ছিল? তুমি কেন রোদন করিতেছ?'

'পিঙ্গল লোচন আমার প্রিয় ছিলেন না, তাঁহার পুনরাগমনের ভয়েই রোদন করিতেছি। এইলোক হইতে গিয়া তিনি যদি যমরাজকে হিংসা করেন তবে উপদ্রুত যমরাজ তাঁহাকে পুনঃ এইস্থানে আনয়ন করিতে পারেন।' এইরূপে ভগবান এই পিঙ্গলজাতক কহিলেন।

৩২. ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এখন দেবদত্ত কেথায় উৎপন্ন হইয়াছে?'

'অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ!'

'ভন্তে, সে ইহলোকে অনুতপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পুনঃও কি অনুতপ্ত স্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল?'

'হাঁ ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রমত্ত হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত হউক অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অনুতপ্ত হয়।' এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন :

'পাপী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মনস্তাপ ভোগ করে। আমার দ্বারা পাপকর্ম করা হইয়াছে, এই ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হয় এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হয়।—১৭

৩৩. তথায় 'ইহলোকে তাপ পায়' ইহলোকে পাপকর্ম করিবার সময় দৌর্মনস্যের দ্বারা তাপ পায়।

'তাপ পরলোক' পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায় দুঃখে তপ্ত হয়।

'পাপকারী' নানা প্রকার পাপকর্মের কর্তা।

'উভয়লোকে' ইহ-পরলোক, উক্ত প্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয়।

http://kalpataruboi.org

'পাপ' করিয়াছি বলে মনে তাপ পায়' সে 'পাপকর্ম করিয়াছি' বলিয়া পাপকর্মের তাপে তপ্ত হয়। সে তাপ কিন্তু অত্যল্প মাত্র।

'দুর্গতি গমনে ততোধিক তাপ পায়' দুর্গতি স্থানে গমন করিয়া অধিকতর নিদারুণ বিপাক দুঃখভোগ করে।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

সুমনাদেবীর উপাখ্যান—১৩

১৮. ইধ নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি, কতপুঞ্ঞো উভযত্থ নন্দতি,
পুঞ্ঞং মে কতন্তি নন্দতি, ভিয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো।...১৮

অনুবাদ : যিনি পুণ্য কাজ করেছেন তিনি কি ইহলোকে কি পরলোকে উভয়লোকেই আনন্দের অধিকারী হন। আমি সৎকর্ম করেছি—এই চিন্তায় যেমন তাঁর আনন্দ হয় তেমনি (মৃত্যুর পরে) সুগতি লাভ করে তিনি আরো আনন্দ পান।

অন্বয় : কতপুঞ্ঞো (কৃতপুণ্য) ইধ নন্দতি (ইহলোকে আনন্দিত হন), পেচ্চ নন্দতি (পরলোকে আনন্দিত হন), উভযত্থ নন্দতি (উভয়লোকে আনন্দিত হন), মে পুঞ্ঞং কতং ইতি নন্দতি (আমি পুণ্য করেছি, এই বলে আনন্দিত হয়), সুগ্গতিং গতো (সুগতি লাভ করেন) ভিয্যো নন্দতি (পুনরায় আনন্দিত হন)।

'ইহলোকে নন্দিত হয়' এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময় সুমনাদেবীর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

১. শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু ভোজন করেন। সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও। শ্রাবস্তীতে না কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখা এই দুইজনের অবকাশ লইয়া দানকার্য আরম্ভ করেন। কেননা লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন—'তোমাদের দানকার্যে অনাথপিণ্ডিক অথবা বিশাখা আসিয়াছেন কি না?' যদি 'আসেন নাই' বলিয়া বলেন, তাহা হইলে শত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও 'সেই আবার একটা কি দান!' বলিয়া উপহাস করেন। তাঁহারা উপাসক-উপাসিকা দুইজনেই ভিক্ষুসঙ্ঘের অভিরুচি ও অনুরূপ কাজ সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন। ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা যথারুচি আহার করিতে পারেন। তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে লইয়া যান। এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরিবেশন করিতে পারেন না। তাই বিশাখা চিন্তা করিলেন—'আমার স্থানে কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে?' এই চিন্তা করত তাঁহার পুত্রের কন্যাকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

http://kalpataruboi.org

অনাথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্রাকে তাঁহার কাজের ভার অর্পণ করিলেন এই অবসরে মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়া আসিলেন। তৎপর তাঁহার কন্যা ছোট সুভদ্রার উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিলেন। তিনিও সেইরূপ ভাবে ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে স্রোতাপন্ন হইয়া পতিকুলে চলিয়া গেলেন।

২. অতঃপর তাহার ছোট মেয়ে সুমনাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ইনি সকৃদাগামী ফল লাভ করিলেন। ইনি নাকি কুমারী অবস্থাতেই ছিলেন। এসময় তাঁহার রোগ হয়; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মৃত্যুর আসন্নকাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে। তিনি মেয়ের রোগ সংবাদ শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন। আসিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'না সুমনে, তুমি কি বলিতে চাও?'

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—'কি বলিতেছ কনিষ্ঠ ভ্রাতা?'

'মা প্রলাপ বকিতেছে?'

'না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা।'

'ভয় পাইতেছ না?'

'না, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা।'

৩. এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল। শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হইলেও মেয়ের মৃত্যুতে শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না। মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—'কি গৃহপতি, তুমি যে দুঃখিত মনে, অশ্রুমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ?' এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন—'আমার মেয়ে ভন্তে, সুমনাদেবী মারা গিয়াছে।'

'তবে সেই জন্য এত অনুশোচনা কেন? তুমি কি জান না, সকলেরই মৃত্যু একান্ত অনিবার্য?'

'তাহা ত জানি ভন্তে, আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাশীলা, পাপকে বড় ভয় করিত; আমার এরূপ মেয়ে নাকি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে পারিল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড় দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে।'

'তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠী?'

'আমি ভন্তে, তাহাকে 'মা সুমনে' বলিয়া ডাকিলাম; সে আমাকে জবাব দিল—'কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা।' তৎপর আমি বলিলাম—'প্রলাপ বকিতেছ মা? 'না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 'ভয় পাইতেছ মা?' না ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা।' এতদূর বলিয়া মারা গেল।

৪. অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—'মহাশ্রেষ্ঠী তোমার মেয়ে প্রলাপ বকে নাই।'

'তবে এরূপ বলিল কেন?'

http://kalpataruboi.org

'তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই; তোমার কন্যা মার্গফল হিসাবে তোমা হইতে বড়। তুমি নাকি স্রোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল সকৃদাগামী, সে মার্গফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে।'

'তাই নাকি ভন্তে?'

'হাঁ, গৃহপতি! তাই আর কি।'

'ভন্তে, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে?'

'তুষিত ভবনে গৃহপতি।'

'ভন্তে, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাতিগণের মধ্যে আনন্দমনে বিচরণ করিয়া পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপন্ন হইল?'

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন—'হাঁ গৃহপতি, যাহারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক, অথবা প্রব্রজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয়।' এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই আনন্দিত হন। আমার দ্বারা পুণ্যকর্ম করা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং সুগতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি আরও পরমানন্দ লাভ করেন।—১৮

৫. তথায় 'ইহলোকে' ইহলোকে আনন্দিত হয়।

'পরলোকে' পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয়।

'কৃতপুণ্য ব্যক্তি' নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তা।

'উভয় লোক' ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই, এই মনে করিয়া আনন্দিত হয়; পরলোক কুশলকর্মের ফল অনুভব করিয়া আনন্দিত হয়।

'আমি পুণ্য করিয়াছি' ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হইতেছে—'আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি' এই সৌমনস্যের দ্বারা অথবা কর্ম আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয়।

'অধিক' বিপাকনন্দন হইল দেবলোকে যাইয়া সাতপঞ্চাশ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্যসম্পত্তি অনুভব করত তুষিতপুরে অধিকতর আনন্দ পায়।

গাথা শেষ হইলে বহুজন স্রোতাপন্নাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবেত মনুষ্যগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান—১৪

'বহুও' এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময় দুই বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

১. শ্রাবস্তীবাসি দুইজন কুলপুত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিলেন। তাঁহারা ধর্ম শুনিয়া কামলালসা বর্জন দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য উপাধ্যায়ের নিকট বাস করবার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধশাসনে কয়টি ধুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদর্শন ধুর

http://kalpataruboi.org

ও গ্রন্থধুরের কথা বিস্তারিতভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন—'ভন্তে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি; তাই গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব। বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন, ততদূর বর্ণনা করিয়া কহিলেন। তিনিও বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

২. অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—'আমি গ্রন্থধুর পূর্ণ করিব।' অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন। তিনি যেখানে যান মধুরস্বরে ধর্মদেশনা করেন। পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্মশিক্ষা দেন; আঠারটি মহাগণের (পরিষদের) আচার্য ছিলেন। ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্হৎ স্থবিরের নিকট যাইতেন এবং তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। অতঃপর তাঁহারা স্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন—'ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।'

স্থবির তাঁহাদিগকে কহিতেন—'যাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাশ্রাবককে বন্দনা করিও। আমার বন্ধু স্থবিরের নিকট যাইয়াও 'আমাদের আচার্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন' এই বলিয়া বন্দনা করিও।'

৩. তাঁহারা বিহারে যাইয়া ভগবান ও স্থবিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—'ভন্তে, আমাদের আচার্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন।' ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্থবিরের বন্ধুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে কে?' স্থবির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন—'আপনার বন্ধু ভিক্ষু ভন্তে!' এইরূপে স্থবির পুনঃপুন সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘদিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। পুনরায় 'আমাদের আচার্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন' এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন—'সে কে?' 'আপনার বন্ধু ভিক্ষু।' 'তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন নিকায়? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন পিটক?' ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন—'সে চারি পদযুক্ত একটা গাথাও জানে না, পংশুকুল অঙ্গ লইয়া প্রব্রজিতকাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহু শিষ্য জুটাইয়া ফেলিয়াছে। সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।'

৪. অনন্তর একদিন স্থবির ভগবানকে দেখিবার জন্য আসিলেন। বন্ধু স্থবিরের নিকট পাত্র-চীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন। পরে আশিজন মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বন্ধুর আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক ব্রত সম্পাদনের পর সমান আসন লইয়া 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব' এই মনে করিয়া বসিলেন। তখন ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষু আমার এইরূপ পুত্রকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে।' এই ভাবিয়া ভগবান তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকায় বিচরণ

http://kalpataruboi.org

করিতেছেন এইরূপ ভাবে যাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্য স্বতন্ত্র আসন একখানা প্রস্তুত করিয়াই বসেন। তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জন্য স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই বসিলেন।

৫. ভগবান বসিয়াই নাকি ত্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয় ধ্যানাদি অষ্টসমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে স্রোতাপত্তি মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অর্হৎ স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির উত্তর দিলেন। ভগবান 'সাধু! সাধু!! ভিক্ষু' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অন্যান্য মার্গ সম্বন্ধেও পাটি পাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রন্থধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূমিবাসি দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত দেবগণ এবং নাগ সুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬. সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধে কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন—'ভগবান একি করিলেন; এই বৃদ্ধ স্থবির কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার সাধুবাদ দিলেন; আর আমাদের আচার্য যিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও করিলেন না।'

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?' ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমাদের আচার্য আমার শাসনে বেতনভোগী গোপালকের মত। আমার পুত্র কিন্তু যথারুচি পঞ্চ গোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ।' এই বলিয়া এই গাথা দুইটি বলিলেন :

'রাখাল যেমন পরের গাভী গণনা করিয়াই গোরসের অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে প্রমত্ত ব্যক্তি বহু সাহিত্য (ধর্মগ্রন্থ) আবৃত্তি করে অথচ স্বয়ং তদনুরূপ আচরণ করে না, সেও তেমনি শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না।'—১৯

যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াও ধর্মানুকুল জীবন গঠন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিহার পূর্বক প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক বা পারত্রিক কিছুতেই আকৃষ্ট হন না; তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।'—২০

৭. তথায় 'সাহিত্য' ইহা ত্রিপিটক বুদ্ধবচনের নাম। আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করত অধিকতররূপে পরকে বলিলেও শিক্ষা দিলে সেই ধর্ম শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে সেইরূপ কিছু করা হয় না। মুরগির পক্ষ প্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাদিবশে চিত্তের সম্যক একাগ্রতা লাভ করা যায় না। যেমন দৈনিক বেতনভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু

http://kalpataruboi.org

বুঝিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ করে, কিন্তু যথারুচি পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না; সেইরূপ গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী হয়, কিন্তু শ্রামণ্য ধর্মের ভাগী হইতে পারে না। যেমন গোপালক গরু আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে; সেইরূপ তাহাদের কথিত ধর্ম শুনিয়া কর্মীলোকেরা যথানুশাসিত মতে প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া মার্গফলসমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার গোরসের ন্যায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয়। এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন, বহুশ্রুত, প্রমাদবিহারী, অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত হয় না, তাঁহার জন্যই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, দুঃশীলের জন্য নহে।

৮. দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কর্ম করেন, সেই সেই কর্মীলোকের জন্য বলা হইয়াছে।

তথায় 'অল্পও' সামান্য, একবর্গ দুইবর্গ মাত্র।

'ধর্ম অনুধর্ম যেবা করে আচরণ' অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নয় লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মার্গফল লাভের পূর্বভাগ শিক্ষাস্বরূপ চারি পরিশুদ্ধ শীল, ধুতাঙ্গ ও অশুভ কর্মস্থানাদি ভেদে আচরণ করিলে অনুধর্মাচারী নামে কথিত হয়। অদ্য, অদ্য না হইলে আগামীকল্য জ্ঞাত হইব, এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে। সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্মের দ্বারা সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রহীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ন্যায়ের দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়। পরিজ্ঞাত হইয়া তদঙ্গ বিমুক্তি অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপকর্ম হইতে অল্পক্ষণের জন্য বিমুক্ত হয়। পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জন্য পাপধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে, সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম হইতে চিত্ত বিমুক্তি থাকে। সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ছেদন করে, অকুশল ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ বিমুক্তি। প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া চিত্তের প্রশান্তির লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি। নিঃসরণ বিমুক্তি অর্থাৎ লোকোত্তর কুশলচিত্ত নির্বাণ অবলম্বন দ্বারা পাপধর্মকে সমূলে ছেদন করিয়া সংসার দুঃখ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি বলা হয়। এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তিবশে চিত্ত সুবিমুক্ত।

'ইহলোক পরলোকে উৎপন্ন না হয়' ইহলোকের ও পরলোকের অন্তর্গত অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুসমূহ চারি উপাদান দ্বারা গ্রহণ না করিয়া মহাক্ষীণাস্রব মার্গরূপ শ্রামণ্যের বশে অধিগত ও পঞ্চ ধর্মস্কন্ধের ভাগী হয়।

অর্থাৎ অর্হতের মন কামোপাদান, দৃষ্ট্যোপাদান, শীলব্রত উপাদান ও

http://kalpataruboi.org

আত্মবাদ উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইহলোক, পরলোক নিজের শরীর বা অন্যের শরীর আশ্রয় না করিয়া তৃষ্ণা হইতে প্রশমিত মার্গ ও ফল এবং অর্হতের বিশুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয়।

গৃহের রত্নকুট গ্রহণের ন্যায় অর্হতের সহিত দেশনা কুট গ্রহণ করিলেন। গাথা শেষ হইলে বহুজন স্রোতাপন্নাদি হইলেন। সমবেত জনসমূহের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

যমক-বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা
দ্বিতীয় খণ্ড (অপ্রমাদবর্গ)

২. অপ্রমাদবর্গ

উদেনবত্থু

১. অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি, যে পমত্তা যথা মতা।

২. এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পন্ডিতা,
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিযানং গোচরে রতা।

৩. তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং।...২১-২৩

অনুবাদ : অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু যাঁরা প্রমত্ত তাঁরা বেঁচে থেকেও মৃতবৎ। এই সত্য বিশেষরূপে জেনে যাঁরা অপ্রমত্ত হয়ে আর্যদের পথ অনুসরণ করেন সেই ধ্যাননিষ্ঠ, সতত উদ্যোগী, দৃঢ় পরাক্রমশীল, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম শান্তিরূপ নির্বাণ লাভ করেন।

অন্বয় : অপ্পমাদো (অপ্রমাদ) অমতপদং (অমৃতের পথ), পমাদো (প্রমাদ) মচ্চুনো পদং (মৃতের পথ)। যে পমত্তা (যারা প্রমত্ত) [তে] যথা মতা (তারা মৃতের ন্যায়), অপ্পমত্তা ন মীযন্তি (অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ মরেন না)। অপ্পমাদম্হি (অপ্রমাদে) এতং বিসেসতো ঞত্বা (এই বিশেষত্ব জেনে) পন্ডিতা অরিযানং গোচরে রতা (পণ্ডিতগণ আর্যদের আচরিত ধর্মে রত থাকেন) অপ্পমাদে পমোদন্তি (অপ্রমাদে প্রমোদিত হন)। ঝাযিনো (ধ্যানপরায়ণ) সাততিকা (সতত উদ্যোগী) নিচ্চং (নিত্য) দল্হপরক্কমা (দৃঢ় পরাক্রম) তে ধীরা (সেই ধীর ব্যক্তিগণ) অনুত্তরং (অনুত্তর) যোগক্খেমং নিব্বানং[৩৪] (যোগক্ষেম নির্বাণ) ফুসন্তি (স্পর্শ করেন, লাভ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'অপ্রমাদ' হল সৎকাজে উৎসাহ, উদ্যম ও অবধান।[৩৫] সমস্ত

---

[৩৪]। বৌদ্ধমতে 'যোগক্ষেম নির্বাণ' কথার অর্থ হল 'পরম শান্তিরূপ নির্বাণ'।

[৩৫]। ভাষ্যকারেরা 'অপ্রমাদ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন, যথা : Vigilance (Fausboll) Reliion (Gogerly), Diligence (Childers), Earnestness, (Maxmuller), Zeal (Vaidya)। বাংলাভাষায় এই শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ নেই; তবে নিকটতম প্রতিশব্দ হল অবধান বা উদ্যমশীলতা। আর এর বিপরীত ধর্মকে 'প্রমাদ' অর্থাৎ অনবধানতা বা উদ্যমহীনতা বলা যেতে পারে। অনেকের মতে 'অপ্রমাদ' অর্থ স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠা।

http://kalpataruboi.org

সৎ বা পুণ্যকর্মের মূলে আছে অপ্রমাদ। প্রমাদ থেকে যাঁরা মুক্ত হয়েছেন, সেই যোগীরা নানা সৎকাজের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ঐহিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তা তাঁদের অমরত্ব এনে দেয়। আবার সাধনপথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে পারত্রিক ইষ্টলাভ করায় নির্বাণও তাঁদের অধিকার হয়। গীতাতেও ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত সর্বভূতহিতে রত যোগী ভক্তদের সুগতির কথা বলা হয়েছে।

১. 'অপ্রমাদ অমৃতের পদ' এই ধর্মদেশনা কৌশম্বী নগরের উপকণ্ঠে শাস্তা কৌশম্বী নগরাশ্রিত ঘোষিতারামে বাস করিবার সময় শ্যামবতী প্রমুখ পঞ্চশত নারীদের, মাগন্দিয় প্রমুখ পঞ্চশত জ্ঞাতিদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

তথায় আনুপূর্বিক কথা—অতীতে অল্লকপ্প রাজ্যে অল্লকপ্প নামে একজন রাজা, বেঠদ্বীপ রাজ্যে বেঠদ্বীপ নামে একজন রাজা এই দুইজন রাজা বাল্যকাল হইতে বন্ধু হইয়া এক আচার্যের নিকট শিল্প জ্ঞান আয়ত্ব করিয়া নিজ নিজ পিতার মৃত্যুর পর রাজছত্র ধারণ করিয়া দশ দশ যোজন বিস্তৃত রাজ্যে উভয়ে অভিষেক প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা সময় সময় সাক্ষাৎ করিলে একত্রে অবস্থান, উপবেশন এবং শয়ন করিতেন, মানুষের জন্ম, জরা এবং মৃত্যু দেখিয়া পরলোক গমনকালে কিছুই সঙ্গে যায় না। অন্ততপক্ষে নিজ শরীরও সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। 'গৃহবাসে আমাদের কি হইবে? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই ভাবিয়া রাজ্য পুত্র ভার্যাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া হিমালয় পাদদেশে বাস করত পরামর্শ করিলেন। আমরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলাম, কিন্তু জীবন ধারণ করিতে অক্ষমতা হেতু নয়, যদি আমরা একস্থানে বসবাস করি তাহা হইলে অপ্রব্রজিত সমতুল্য হইব, সুতরাং পৃথকভাবে বাস করিব, তুমি ঐ পর্বতশৃঙ্গে বাস করিবে; আমি এই পর্বতশৃঙ্গে বাস করিব। প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিবসে একত্র হইব।' অতঃপর তাহাদের এইরূপে সংকল্প হইল।

এইরূপে আমাদের একত্রে বসবাস হইবে। (তাহাও অনুচিত মনে করিয়া) তুমি তোমার পর্বতশৃঙ্গে অগ্নি জ্বালাইবে আমি আমার পর্বতশৃঙ্গে অগ্নি জ্বালাইব, সেই সংকেতে পরস্পরের অবস্থান সম্বন্ধে জানিতে পারিব। তাহারা সেইরূপ করিলেন।

২. অনন্তর কিছুকাল পরে বেঠদ্বীপক তাপস কালগত হইয়া মহাশক্তিমান দেবরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই হইতে অর্ধমাসে পর্বতশৃঙ্গে আগুন না দেখিয়া অপরজন 'আমার বন্ধু কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন' বলিয়া জ্ঞাত হন। অপরটাও (বেঠদ্বীপক) জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিব্য ঐশ্বর্য অবলোকন করিয়া (পূর্ব) কর্ম স্মরণ করিয়া নৈষ্ক্রম্য (গৃহত্যাগ) হইতে নিজের তাপসিক সদাচার দেখিয়া ভাবিল 'আমি গিয়া আমার বন্ধুকে দেখিব' বলিয়া আত্মভাব ত্যাগ করিয়া পথিকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাহার নিকট যাইয়া বন্দনাপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অতঃপর তাপসও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় হইতে আসিয়াছ' ভন্তে, আমি একজন পথিক, দূর হইতে আসিয়াছি। ভন্তে, এইস্থানে আপনি একাকী বাস করিতেছেন? অন্য কেহ বা কেউ কি আছেন?

http://kalpataruboi.org

তাপস আমার একজন বন্ধু আছে বলিলেন, সে কোথায়? 'সে ঐ পর্বতশৃঙ্গে' বাস করে। উপোসথ দিবসে আগুন জ্বালাইতেছে না, নিশ্চয় সে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।' 'ভন্তে তাই নাকি?' 'তাই আবুস।' 'ভন্তে, সেই আমি।' 'কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ? 'আমি দেবলোকে মহাশক্তিশালী দেবরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' ভন্তে, আপনাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে পুনঃ এখানে আসিয়াছি। আপনার এই স্থানে বাস করিবার সময় কোন কিছু উপদ্রব আছে কি?' হাঁ, আবুস, হস্তীর দ্বারা কষ্ট পাইতেছি।' ভন্তে, হস্তী আপনাকে কি রকম কষ্ট দিতেছে?' 'ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কৃত জায়গায় বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে, পায়ের দ্বারা আঘাত করিয়া ভূমি খোঁড়া হইতেছে, আমি বিষ্ঠা ফেলাইতে ভূমি সমান করিতে পরিশ্রম করিতেছি। 'তাহাদের আগমন রোধ করিব কি?' (দেবরাজ ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া) তাপসকে হস্তিবীণা ও হস্তিকান্ত মন্ত্র দিয়াছেন। বীণাটা দিয়া তিনটি তার দেখাইয়া তিনটি মন্ত্র শিখাইয়া এই তার বাজাইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিলে থামিয়া অবলোকন করিতেও অক্ষম হইয়া হস্তী সকল পলায়ন করিবে। এই তার বাজাইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিলে থামিয়া পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন করিতে করিতে পলায়ন করিবে। এই তার বাজাইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিলে যুথপতি হস্তী পৃষ্ঠ নীচু করিয়া আনিবে, তারপর 'আপনার পক্ষে যাহা রুচি তাহা করিবেন' বলিয়া তাপসকে বন্দনা করিয়া (দেবরাজ) চলিয়া গেলেন। তাপস পলায়ন মন্ত্র পাঠ করিয়া পলায়ন তার বাজাইয়া হস্তী সকল তাড়াইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

৩. সেই সময় কৌশম্বীতে পরন্তপ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একদিন গর্ভিনী মহিষীর সঙ্গে অরুণোদয়ের তাপ সেবনার্থ অবকাশস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। মহিষী রাজার শত সহস্র মূল্যের রক্তকম্বল পরিধান করিয়া রাজার সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিবার সময় রাজার আঙ্গুল হইতে শত সহস্র মূল্যের অঙ্গুরী আপন আঙ্গুলে পরিধান করিলেন। সেই সময় হস্তি লিঙ্গ পক্ষী আকাশে উড়িয়া যাওয়ার সময় দূর হইতে রক্তকম্বল ভূষিত মহিষীকে দেখিয়া মাংসখণ্ড মনে করিয়া পাখা বিস্তার করিয়া প্রাসাদে নামিল। রাজা পাখির অবতরণ শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজমহিষী পূর্ণ গর্ভাবস্থায় থাকাবশত এবং ভীরু (জাতি) স্বভাবহেতু সত্বর যাইতে অক্ষম হইলেন। অনন্তর সেই পাখি তাঁহাকে ধরিয়া নখপঞ্জরে রাখিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। সেই পাখিগুলি (প্রত্যেকে) পাঁচটা হাতির বল ধারণ করিত। এজন্য সে আকাশে লইয়া গিয়া যথারুচি স্থানে বসিয়া মাংস ভক্ষণ করে। পাখি তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিলেন—যদি আমি শব্দ করি (তাহলে) মনুষ্য শব্দ তির্যক প্রাণীদের উদ্বেগজনক। তাহা শুনিয়া আমাকে ফেলিয়া দিবে। এইরূপ হইলে গর্ভ সহিত প্রাণ হারাইব। (পাখি) যে স্থানে বসিয়া আমাকে খাইতে আরম্ভ করিবে সেইখানে শব্দ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিব। রাজমহিষী আপন বুদ্ধি কৌশলে চুপ করিয়া রহিলেন। সেই সময় হিমবন্ত প্রদেশে অল্প বর্দ্ধিত মণ্ডলাকারে স্থিত একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। সেই পাখি হরিণাদি (পশু) সেই বৃক্ষে লইয়া গিয়া

http://kalpataruboi.org

খাইত। তদ্রূপ তাহাকেও সেইখানে আনিয়া কোঠরের মধ্য রাখিয়া আগত মার্গের দিকে দেখিতে ছিল। আগত মার্গের দিকে ফিরে চাওয়া তাহাদের স্বভাব। সেই মুহূর্তে রাজমহিষী এখনই ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া হাতে এবং মুখে শব্দ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁহার প্রসব বেদনা উৎপন্ন হইল, সকল দিকে বিচরণশীল মহামেঘ উত্থিত হইল। সুখে পালিত রাজমহিষীর 'আর্য ভয় করিবেন না' (এমন) বচনমাত্রও না পাইয়া দুঃখে মুহ্যমান হইয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। রাত্রি গত হইলে মেঘের বিলয় সূর্যোদয় ও তাঁহার পুত্রের জন্ম এক সাথেই হইল। রাজমহিষী মেঘের শীত পাহাড়ের শীত অরুণোদয়ের শীত অনুভব করত জন্মগ্রহণ করিয়াছে ভাবিয়া পুত্রকে উদয়ন বলিয়া নাম রাখিলেন।

৪. অল্পকপ্পক তাপসের বাসস্থান সেই বটবৃক্ষের নিকটেই অবস্থিত। তাপস স্বভাবত বৃষ্টির দিনে শীতের ভয়ে ফলমূল সংগ্রহের জন্য বনে প্রবেশ করেন না। সেই বৃক্ষতলে গিয়া সকুণ কর্তৃক খাদিত মাংসের অস্থি আহরণ করিয়া পিটিয়া রস তৈরি করিয়া পান করিতেন। এই জন্য সেই দিনেও অস্থি আহরণ করিব মনে করিয়া সেইখানে গিয়া বৃক্ষতলে অস্থি অন্বেষণ করিবার সময় উপরে শিশুর শব্দ শুনিয়া অবলোকন করিবার সময় মহিষীকে দেখিয়া 'তুমি কে' জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি মনুষ্য' স্ত্রী বলিলেন। 'কিরূপে আসলে?' 'হস্তিলিঙ্গ পক্ষী কর্তৃক আনা হইয়াছে' বলিলে 'নামিয়া আস' কহিলেন (মহিষী) 'আর্য' জাতিনাশের হেতু ভয়ঙ্করী।' 'তুমি কোন জাতি?' '(আমি) ক্ষত্রিয়া।' (তাপস) 'আমিও ক্ষত্রিয়' তবে ক্ষত্রিয় মায়া বলুন। তাপস বলিলেন। তাহা হইলে বৃক্ষে উঠিয়া আমার পুত্রকে নামাইয়া লউন। তাপস একপার্শ্বে উঠিবার পথ করিয়া উঠিয়া ছেলেটাকে নামাইলেন। (মহিষী) আমাকে হস্তস্পর্শ করিবেন না। তাপস তাহাকে না ছুইয়া ছেলেটাকে নামাইলেন। মহিষীও নামিলেন। তাপস তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়া শীলভেদ না করিয়াই দয়াবশে লালন পালন করিলেন। মৌমাছি বিহীন মধুও স্বয়ং উৎপন্ন ধান্য আনিয়া পায়সান্ন পাক করিয়া দিতেন। এইরূপে তাপস প্রতিপালন করিবার সময় কিছুকাল পরে মহিষী ভাবিলেন—আমার গমনাগমনের পথ পরিজ্ঞাত নয় ইহার সঙ্গেও আমার বিশ্বাস মাত্রও নাই। যদি এই তাপস আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যান তাহলে (আমরা) দুইজনই এইখানে প্রাণ হারাইব। যে কোন একটা কর্ম করিয়া ইহার শীল বিপত্তি ঘটাইয়া যেন আমাকে ছাড়িয়া যাইতে না পারেন তেমন কর্ম করা উচিত। অনন্তর (মহিষী) অসংযত বস্ত্র পরিধান অবস্থায় তাপসকে প্রলোভন দেখাইয়া শীল বিনষ্ট করিলেন, তদবধি উভয়ে একত্রে বসবাস করিলেন।

৫. অনন্তর একদিন তাপস নক্ষত্রযোগ অবলোকন করিবার সময় পরন্তপ রাজার নক্ষত্রপাত দেখিয়া 'ভদ্রে কৌশম্বিতে পরন্তপ রাজা কালপ্রাপ্ত হইয়াছে' বলিলেন, প্রভু, কেন এইরূপ বলিলেন, তাঁহার সহিত আপনার কোন বৈরীভাব আছে কি? না ভদ্রে তাঁহার নক্ষত্রপাত দেখিয়া এইরূপ বলিতেছি, মহিষী কাঁদিতে

http://kalpataruboi.org

লাগিলেন। অতঃপর মহিষী কেন কাঁদিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে মহিষী কর্তৃক তাঁহাকে 'মহারাজ আপন স্বামী' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইলে (তাপস) বলিলেন, ভদ্রে! কাঁদিবেন না; জন্মিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রভু তাহা জানি। তবেও কেন কাঁদিতেছ? জিজ্ঞাসিত হইলে, আমার পুত্র বংশাধিকারে রাজ্যের যোগ্য, যদি সেইখানে থাকিত শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিত, প্রভু এখন মহাবিপদ উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছি। ভদ্রে তাহা হউক, চিন্তা করিবেন না। যদি তাহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাইতে চাহেন তাহলে আমি তাহার রাজ্যলাভের উপায় করিব।

৬. অনন্তর তাহাকে হস্তিকান্ত বীণা ও হস্তিকান্ত মন্ত্র দিয়াছেন। সেই সময় বহু সহস্র হস্তি আসিয়া বটবৃক্ষ তলায় থাকিত। অনন্তর (তাপস) তাহাকে বলিলেন, হস্তিসকল আসিবার পূর্বেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহারা আসিলে এই মন্ত্র পড়িয়া তার বাজাইবে। সকলে থামিয়া ফিরিয়া দেখিতেও অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিবে। তৎপর নামিয়া আসিবে। সে তদ্রূপ করিয়া সেই বার্তা (তাপসকে) জানাইলেন। অতঃপর (তাপস) দ্বিতীয় দিনে তাহাকে বলিলেন—আজ এই মন্ত্র পড়িয়া এই তার বাজাইবে। হস্তি সকল আসিয়া পিছনদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিয়া যাইবে। (রাজপুত্র) সেইদিনও তদ্রূপ করিয়া আসিয়া কহিলেন। অনন্তর তৃতীয় দিনে তাহাকে বলিলেন এই মন্ত্র পড়িয়া এই তার বাজাইবে। দলপতি হস্তি পিঠ নিচু করিয়া আসিবে। সেইদিনও তদ্রূপ করিয়া আসিয়া বলিলেন।

৭. অতঃপর তাহার মাতাকে ডাকিয়া 'ভদ্রে; তোমার পুত্রকে সংবাদ দিবে, এখান হইতে গিয়া রাজা হইবে' বলিয়া কহিলেন। মাতা পুত্রকে ডাকিয়া, বৎস! তুমি কৌশম্বি নগরে পরন্তপ রাজার পুত্র, আমাকে হস্তিলিঙ্গ পক্ষী এইখানে আনিয়াছে বলিয়া সৈন্যধ্যক্ষ প্রভৃতির নাম বলিয়া অবিশ্বাসকারীদিগকে এই পিতার পরিধানের কম্বল ও অঙ্গুরী দেখাইবে বলিয়া প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার 'এখন কি করিব' তাপসের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে (তাপস) বৃক্ষের নীচে শাখায় বসিয়া এই মন্ত্র পড়িয়া এই তার বাজাইবে, জ্যেষ্ঠ হস্তি তাহার পৃষ্ঠ নত করিয়া উপস্থিত হইবে, তুমি তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া দেশে গিয়া রাজ্য অধিকার করিবে, বলিয়া বলিয়াছেন। রাজকুমার মাতা-পিতাকে বন্দনা করিয়া সেইরূপ করিয়া আগত হস্তির পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া তাহার কর্ণগোচর করিলেন, স্বামীন! আমি কৌশম্বি নগরে পরন্তপ রাজার পুত্র; আমার পৈতৃক রাজ্য লইয়া দেন। সে তাহা শুনিয়া 'অনেক সহস্র হস্তি আসুক' এই বলিয়া ব্রিংহন করিল। অনেক সহস্র হস্তি সম্মিলিত হইল। পুনঃ 'বৃদ্ধহস্তি প্রত্যাবর্তন করুক' ভাবিয়া ব্রিংহন করিল, বৃদ্ধ হস্তি প্রত্যাবর্তন করিল। পুনঃ 'অতি তরুণ হস্তি' থামুক বলিয়া ব্রিংহন করিল, তাহারাও থামিয়া গেল। রাজকুমার অনেক সহস্র বলিষ্ঠ হস্তি পরিবৃত হইয়া প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া, আমি রাজপুত্র, সম্পত্তি কামনাকারীরা আমার সহিত অসুক বলিয়া ডাকিলেন। সেই হইতে মানুষ সংগ্রহ করিতে করিতে গিয়া নগর বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করুন অথবা আমাকে রাজ্য দেন, এই বলিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন! নগরবাসিরা কহিল, আমরা দুইটাও দিব না। আমাদের পূর্ণ গর্ভিনী রাজমহিষী

http://kalpataruboi.org

হস্তিলিঙ্গ পক্ষী কর্তৃক অপহৃতা, তিনি (জীবিত) আছে কি নাই তাহা জানিয়া, যাবৎ তাঁহার কথা শুনিব না, তাবৎ যুদ্ধ বা রাজ্য দিব না। সেই সময় কৌশম্বি এক পরম্পরাগত রাজ্য ছিল। অতঃপর রাজকুমার 'আমি তাঁহার পুত্র বলিয়া' সৈন্যাধ্যক্ষদের নাম বলিলেন। তবুও অবিশ্বাসকারীদিগকে কম্বল ও অঙ্গুরী দেখাইলেন। তাহারা কম্বল ও অঙ্গুরী চিনিতে পারিয়া নিঃসংশয় হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন।

এই উদয়নের উৎপত্তি।

ঘোসকসেষ্ঠি বত্থু

১. অজিত রাজ্যে দুর্ভিক্ষের সময় জীবনধারণ করিতে অক্ষম হইয়া কৌতুহলিক নামক ব্যক্তি কাপি নামক শিশুপুত্র ও কালি নাম্নী ভার্যাকে লইয়া কৌশম্বি নগরে যাইয়া জীবনধারণ করিব ভাবিয়া পাথেয় লইয়া বাহির হইল। তখন ওলাউঠা রোগের দ্বারা মানুষ মরিবার সময় ছিল বলিয়াও বলিতেছে। তাহারা যাইতে যাইতে পাথেয় শেষ হইয়া গেলে ক্ষুধায় আক্রান্ত হইয়া শিশুকে বহন করিতে অসাধ্য হইয়া পড়িল। অনন্তর স্বামি ভার্যাকে বলিল, ভদ্রে! আমরা বাঁচিয়া থাকিলে আবার পুত্র লাভ করিতে পারিব, ইহাকে ফেলিয়া যাই। মাতৃ হৃদয় কোমল, এইজন্য সে বলিল, আমি জীবিত থাকিতে পুত্রকে ফেলিয়া দিতে পারিব না। তারপর আমরা কি করিব? ইহাকে পালাক্রমে বহন করিব, বলিয়া মাতা আপনবারে মালার মত তাহাকে তুলিয়া বক্ষস্থলে রাখিয়া কোলে বহন করিয়া ক্লান্ত হইলে পিতাকে দেয়, সে তাহাকে রক্ষিত স্থানে ক্ষুধা অপেক্ষা প্রবল বেদনা উৎপন্ন হইল। সে ভার্যাকে বারংবার বলিল যে, ভদ্রে! আমরা বাঁচিয়া থাকিলে পুত্রলাভ করিব; অতএব ইহাকে ফেলিয়া দিই? ভার্যাও বারংবার প্রতিরোধ করিয়া থাকায় আর প্রত্যুত্তর দেয় নাই। শিশু বারংবার পরিবর্তন হওয়াতে ক্লান্ত হইয়া পিতার হাতে ঘুমিয়া পড়িল। সে শিশু ঘুমাইয়াছে জানিয়া মাকে সম্মুখে যাইতে দিয়া এক বৃক্ষের তলায় পত্রগুচ্ছে শিশুকে শোয়াইয়া চলিয়া গেল। মাতা থামিয়া দেখিবার সময় পিতার হাতে পুত্রকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রভু! আমাকে নাশ করিবেন না, পুত্রবিনা বাঁচিতে পারিব না, আমার পুত্রকে আনিয়া দিন; এই বলিয়া বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অতঃপর সে ফিরিয়া গিয়া পুত্রকে আনিয়া দিল, শিশুটি পথের মধ্যে প্রাণ হারাইল! সে এইরূপ এই একটুকু স্থানে পুত্রকে ফেলিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহার সেই কর্মবিপাকে সে জন্মান্তরে সাতবার পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পাপকর্ম ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করা অনুচিত।

২. তাহারা যাইতে যাইতে এক গোপাল গৃহে পৌঁছিল। সেইদিনও গোপালের ধেনুমঙ্গল উৎসব ছিল। গোপালের গৃহে প্রত্যহ এক প্রত্যেক বুদ্ধ পিণ্ড গ্রহণ করিতেন। সে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া মঙ্গলোৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছিল। বহু

http://kalpataruboi.org

পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়াছিল। গোপাল তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া কোথা হইতে আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মৃদুস্বভাব বিশিষ্ট গোপাল তাহাদের প্রতি দয়াপরবশে প্রচুর ঘৃত সহিত পায়সান্ন দিল। কৌতুহলিকের ভার্যা কহিল যে, প্রাণনাথ! তুমি বাঁচিলে আমি বাঁচিব। বহুদিন যাবৎ ক্ষুধার কষ্ট পাইতেছ, যথা অভিরুচি ভোজন কর বলিয়া ঘৃতসহিত পায়সান্ন তাহার সম্মুখে দিয়া নিজে অল্পমাত্র ঘৃতসহিত অল্প পায়সান্ন খাইল। অপর ব্যক্তি (কৌতুহলিক) প্রচুর পরিমাণে খাইয়াও সাত আট দিন অনাহারে থাকা হেতু অন্নতৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারিল না। গোপাল তাহাদিগকে পায়সান্ন দিয়া নিজে ভোজন করিতে লাগিল। কৌতুহলিক বসিয়া থাকিতে ইহা দেখিল যে, গোপাল পৈঠার নীচে শায়িত কক্কুরীকে পায়সান্নর এক এক পিণ্ড ডলা করিয়া দিতেছে, ইহা দেখিয়া কৌতুহলিক ভাবিল যে, এই কুক্কুরী পুণ্যবতী। প্রতিদিন এইরূপে খাদ্য পাইতেছে। কৌতুহলিক সেই পায়সান্ন জীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া সেই রাত্রিতে কালপ্রাপ্ত হইয়া সেই কুক্কুরীর কুক্ষিতে জন্মধারণ করিল।

৩. অতঃপর তাহার স্ত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সেই গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া আধসের চাউল লাভ করিয়া তাহা পাক করত প্রত্যেক বুদ্ধের পাত্রে দানপূর্বক বলিল, এই পুণ্য আপনার সেবকের নিকট প্রাপ্ত হউক, এই বলিয়া ভাবিল, আমি এইখানেই থাকা উচিত, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রত্যহ এখানে আসিতেছেন, দানীয়বস্তু থাকুক বা না থাকুক প্রতিদিন বন্দনা করিয়া সেবা-শুশ্রুষা করিয়া চিত্ত প্রসন্ন করত বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিব। কালি সেইখানেই দাসীপনা করত সেইখানেই বাস করিল। সেই কুক্কুরীও ছয় সাত মাস পর একটি কুক্কুর বাচ্চা প্রসব করিল। গোপাল সেই কুক্কুর বাচ্চার জন্য একটি গাভীর দুগ্ধ বন্দোবস্ত করিল। কুকুরছানাটা অল্পদিনের মধ্যেই বড় হইল। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধ ভোজন করিবার সময় প্রতিদিন কুকুরছানাটাকে ভাতের একটা ডেলা দিতেন। কুকুরছানাও ভাতের ডেলার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধকে ভালবাসিত। গোপালও দিন দুইবার প্রত্যেকবুদ্ধের সেবা করিতে যাইত, যাওয়ার সময় পথিমধ্যে হিংস্রজন্তু সমাবেশিত স্থানে দণ্ডদ্বারা ঝাড়-জঙ্গল ও ভূমি ঠেঙ্গাইয়া তিনবার সু সু করিয়া শব্দ করত তাড়াইয়া দিত। কুকুরও তাঁহার সাথে যাইত। গোপাল একদিন প্রত্যেকবুদ্ধকে বলিল—'ভগবান যখন আমার অবকাশ থাকিবে না, তখন এই কুকুরটাকে পাঠাইয়া দিব, তাহার প্রেরিত সংকেত দ্বারা (চলে) আসুন' তদবধি (গোপাল তাহার) অনবকাস দিবসে 'বাছা, যাও বুদ্ধকে ডাকিয়া আন' বলিয়া কুকুরটাকে পাঠাইয়া দিত। সে একবার বলামাত্রেই দৌড়িয়া গিয়া প্রভুর ঝাড়জঙ্গল ও ভূমি ঠেঙ্গাইবার স্থানে তিনবার হাউ হাউ করিয়া সেই শব্দের দ্বারা হিংস্রজন্তু পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া প্রাতকালে মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি শরীরকৃত্য সমাপন করিয়া পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের বাসস্থানে গিয়া বিহারদ্বারে তিনবার হাউ হাউ শব্দ করিয়া নিজের আগমন সংবাদ জানাইয়া একপাশে লুটিয়া থাকে।

http://kalpataruboi.org

৪. প্রত্যেকবুদ্ধ সময় নির্ধারণ করিয়া বাহির হইলে (কুকুর) হাউ হাউ করিয়া আগে আগে যাইত। প্রত্যেকবুদ্ধ মধ্যে মধ্যে তাহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্য অন্য (ভুল) পথ অবলম্বন করিতেন। অতঃপর (কুকুর) প্রত্যেকবুদ্ধের আগে যাইয়া আড়াআড়িভাবে দাঁড়াইয়া হাউ হাউ করত অপর পথের মধ্যেই উপস্থিত করাইত। অনন্তর (প্রত্যেকবুদ্ধ) একদিন অন্য পথে উঠিলে কুকুর আগে যাইয়া আড়াআড়িভাবে দাঁড়াইয়া বারণ করা সত্ত্বেও না থামিয়া কুকুরটাকে পায়ে ঠেলিয়া যাইতে লাগিলেন। কুকুর প্রত্যেকবুদ্ধ থামিবেন না জ্ঞাত হইয়া সে থামিয়া অন্তর্বাস চীবর কোণায় কামড়াইয়া টানিতে টানিতে অপর পথে প্রত্যেকবুদ্ধকে উঠাইয়া দিল। এইরূপ কুকুর তাঁহাকে অতীব ভালবাসিত। কিছুদিন পর প্রত্যেকবুদ্ধের চীবর জীর্ণ হইল, অতঃপর গোপাল প্রত্যেকবুদ্ধকে চীবর প্রস্তুত করিবার কাপড় দান করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ তাহাকে বলিলেন—'উপাসক! একজনের দ্বারা চীবর প্রস্তুত করা দুষ্কর, সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া লইব। গোপাল বলিল—ভগবান! এইখানেই তাহা প্রস্তুত করিয়া লইইবেন। প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন—উপাসক! তাহা সম্ভবপর নহে। গোপাল—ভগবান! তাহা হইলে বাহিরে বহুদিন অতিবাহিত করিবেন না, কুকুর তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। প্রত্যেকবুদ্ধ গোপালকে ডাকিয়া উপাসক! তিষ্ঠ, এই বলিয়া গোপালকে থামাইয়া আকাশমার্গে উঠিয়া গন্ধমাদন পর্বতাভিমুখে চলিলেন। কুকুর আকাশমার্গে গমনকারী প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া হাউ হাউ করত অবলোকন করিয়া থাকিল। প্রত্যেকবুদ্ধ চক্ষুর অন্তরাল হইলে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তির্যকজাতি মাত্রই সরল ও অকপট কিন্তু মানুষ মনে মনে চিন্তা করে একটা, কিন্তু মুখে বলে অন্য একটা। এইজন্য বলিলেন :

৫. 'ভদন্ত! এই মানুষ ঐ জটিল বনতুল্য, ভদন্ত! এই তির্যকজাতি ঐ গভীর বিহীন চড় সদৃশ' এইরূপ সে সরলদৃষ্টি ও অকপট গুণের দ্বারা কালপ্রাপ্ত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়া প্রচুর দিব্য ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছে। তাহার কানাকানি কথার শব্দ ষোল যোজন ব্যাপী জায়গায় বিস্তৃত হইয়া থাকে, প্রকৃত কথার আওয়াজ দশ সহস্র যোজন ব্যাপী সমস্ত ত্রয়স্ত্রিংশ ভবন বিস্তৃত হইয়া থাকিত। 'এইজন্য ঘোষক দেবপুত্র' বলিয়া তাহার নাম হইল। এই ফল কিসের দ্বারা লাভ করিল? প্রত্যেকবুদ্ধ প্রেমে হাউ হাউ করার হেতু এই ফল।

৬. সে সেইখানে দীর্ঘদিন না থাকিয়া চ্যুত হইল। দেবপুত্রগণ আয়ুক্ষয়, পুণ্যক্ষয়, আহারক্ষয়, দ্বেষ এই চতুর্বিধ হেতুবশত স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় সেইখানে যে অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া যথা আয়ুষ্কাল বাস করিয়া উপরি উপরি জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ চ্যুতিকে আয়ুক্ষয় চ্যুতি বলা হয়। যে অল্প পুণ্য সম্পাদন করে তাহার সেই পুণ্য রাজ কোষাগারে প্রক্ষিপ্ত তিন চারি সের ধান্যমত ইতিমধ্যে ক্ষয় হয়, তাদৃশ ইতিমধ্যে কালপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ চ্যুতিকে পুণ্যক্ষয় চ্যুতি বলা হয়। অপর দেবপুত্র কামগুণ ভোগ করিবার সময়

http://kalpataruboi.org

স্মৃতি বিহ্বল হইয়া আহার ভোজন না করিয়া ক্লান্ত শরীরবশত কালপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ চ্যুতিকে আহারক্ষয় চ্যুতি বলা হয়। অপর দেবপুত্রও পরের সুখ সহ্য করিতে অসমর্থ হেতু কুপিত হইয়া কালপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ চ্যুতিকে দ্বেষ চ্যুতি বলা হয়।

৭. এই দেবপুত্র কামগুণ ভোগ করিতে করিতে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া আহার ক্ষয় হেতু চ্যুত হইল। চ্যুত হইয়াও কৌশম্বি নগরে এক বেশ্যার কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। বেশ্যা প্রসব দিনেই দাসীকে ডাকিয়া ইহা কি সন্তান? জিজ্ঞাসা করিলে আর্যা! পুত্রসন্তান বলিলে ওরে! এই শিশুকে কুলায় তুলিয়া আবর্জনা রাশিতে ফেলিয়া রাখ, বলিয়া ফেলাইল। নগর বেশ্যারা কন্যা সন্তানকেই প্রতিপালন করে, পুত্রসন্তানকে নয়। কন্যা সন্তান তাহাদের পরম্পরা গঠন করে। কাক ও কুকুর শিশু পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি বুদ্ধপ্রেমে হাউ হাউ করার কর্মফলে একটাও তাহার নিকট যাইতে সাহস করিল না, তৎক্ষণে একজন মানুষ বাহির হওয়ার সময় সেই একত্রিত কাক ও কুকুর দেখিয়া ইহা কি? যাইয়া শিশুকে দেখিল, সে পুত্র স্নেহ উৎপাদন করিয়া আমা কর্তৃক পুত্র লাভ করা হইয়াছে ভাবিয়া গৃহে লইয়া গেল। তখন কৌশম্বি শ্রেষ্ঠী রাজবাড়ি যাওয়ার সময় রাজবাড়ি হইতে আগত পুরোহিতকে দেখিয়া 'গুরুদেব! অদ্য আপনি তিথিকরণ নক্ষত্রযোগ দেখিয়াছেন কি? জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ মহাশ্রেষ্ঠি, আমাদের অন্য কি কাজ আছে! দেশের কি গতি হইবে' অন্য কিছু নয়, এই নগরে অদ্য ভূমিষ্ট শিশু জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী পদ লাভ করিবে।

৮. সেই সময় শ্রেষ্ঠিপত্নী পূর্ণ গর্ভবতী ছিলেন, সেইজন্য সে শীঘ্র গৃহে লোক পাঠাইল, 'বন্ধু! যাও, ভার্যা প্রসব করিয়াছে বা করে নাই দেখিয়া আস। প্রসব করে নাই শুনিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া কালি নাম্নী দাসীকে ডাকিয়া এক সহস্র মুদ্রা দিয়া, যাও এই নগর সন্ধান করিয়া আজ ভূমিষ্ট শিশুকে লইয়া আসিবে।' দাসী অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই গৃহে যাইয়া শিশুকে দেখিয়া গৃহিনীর নিকট এই শিশু অদ্য ভূমিষ্ট হইয়াছে কি জিজ্ঞাসা করিয়া, অদ্য বলিয়া জানিতে পারিয়া, এই শিশুটি আমাকে দিয়া দিবেন বলিয়া এক কহাপন হইতে শুরু করিয়া মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে এক সহস্র কহাপন দিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠীকে দিল। শ্রেষ্ঠী 'যদি আমার কন্যা জন্ম হয় তাহা হইলে আতার সহিত ইহাকে বাস করাইয়া শ্রেষ্ঠি পদের অধিকারী করিব, যদি আমার পুত্র জন্ম হয় তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিব' ভাবিয়া ঐ শিশুটি গৃহে রাখিয়া দিল। অনন্তর শ্রেষ্ঠীপত্নী কয়েক দিন পর একটি পুত্র প্রসব করিল। শ্রেষ্ঠী এই (কিনা) ছেলেটি থাকিলে আমার পুত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠীস্থান পাইবে। এক্ষণই ইহাকে মারিয়া ফেলা উচিত ভাবিয়া কালিকে ডাকিয়া, 'ওরে! গোগৃহ হইতে গরুগুলি বাহির হওয়ার সময় এই ছেলেটাকে গোগৃহের দ্বার মধ্যে আড়াআড়িভাবে শোয়াইয়া রাখ, গরুগুলি তাহাকে দলিয়া মারিয়া ফেলিবে, আর তাহাকে দলিয়াছে বা দলে নাই দেখিয়া আইস।'

http://kalpataruboi.org

৯. দাসী যাইয়া গোপাল গোগৃহের দ্বার খোলা মাত্রেই শিশুটিকে সেইরূপে শোয়াইয়া রাখিল। গরুর মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃষ অন্য সময় সকলের পশ্চাতে বাহির হইত, কিন্তু সেইদিন সর্বাগ্রে বাহির হইয়া শিশুটিকে চারিপায়ের মাঝখানে রাখিয়া দাঁড়াইল। অনেক শত শত গাভী বৃষ দুইপাশে ঘেষিয়া বাহির হইল, গোপালও ভাবিল পূর্বে এই বৃষ সকলের পশ্চাতে বাহির হইত, কিন্তু আজ সর্বাগ্রে বাহির হইয়া গোগৃহ দ্বারে অচলভাবে দাঁড়াইল, তাহার কারণ কি ভাবিয়া তাহার বুকের নীচে শায়িত একটা শিশুকে দেখিয়া পুত্রস্নেহ লাভ করত আমার একটা পুত্র হইয়াছে ভাবিয়া ঘরে লইয়া গেল। কালি যাইয়া শ্রেষ্ঠি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল, শ্রেষ্ঠি পুনঃ দাসীকে ডাকিয়া—যাও, এই সহস্র মুদ্রা দিয়া শিশুকে লইয়া আইস; পুনঃ আনিয়া দিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠি তাহাকে বলিল, মা কালি! এই নগরে প্রত্যুষে পঞ্চশত শকট উঠিয়া বাণিজ্যার্থ গমন করে, তুই ইহাকে লইয়া গিয়া চক্রমার্গে শোয়াইয়া রাখিয়া আইস হয়ত গরু তাহাকে দলিয়া মারিয়া ফেলিবে অথবা চাকার নীচে পড়িয়া মরিয়া যাইবে, তাহার কি হইল জানিয়া আইস। কালি তাহাকে লইয়া গিয়া শকট গমনাগমনের পথে শোয়াইয়া রাখিল। তখন শকটগুলির নায়ক আগে ছিল। অনন্তর তাহার গরু সেইস্থানে যাইয়া ঝোয়াল ফেলিয়া দিল বারংবার ঝোয়াল তুলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অগ্রসর হইল না। এইরূপ সে তাহাদের সঙ্গে চেষ্টা করিতে করিতে সূর্যোদয় হইল। শকট নায়ক গরু এইরূপ করিবার কারণ কি ভাবিয়া পরীক্ষা করিবার সময় একটা শিশুকে দেখিয়া, আমার কর্ম গুরুতর, ভাবিয়া একটা পুত্র পাইয়াছে হৃষ্টচিত্তে তাহাকে ঘরে লইয়া গেল।

১০. কালি যাইয়া শ্রেষ্ঠী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল, শ্রেষ্ঠী পুনঃ দাসীকে ডাকিয়া, 'যাও তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দিয়া শিশুকে লইয়া আইস, দাসী সেইরূপ করিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠী তাহাকে বলিল, 'এখন তাহাকে (শিশুকে) সদ্য শ্মশানে লইয়া গিয়া ঝোপের মধ্যে শোয়াইয়া রাখ, সেখানে কুকুর প্রভৃতি খাইয়া ফেলিবে, নচেৎ ভূত প্রেত কর্তৃক প্রহৃত হইয়া মারিয়া ফেলিবে। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বা হয় নাই জানিয়া আইস দাসী তাহাকে লইয়া গিয়া সেইখানে শোয়াইয়া একপাশে দাঁড়াইল। কুকুর কাক বা ভূত প্রেত কেহই তাহার কাছে যাইতে সক্ষম হইল না; কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কুকুর জন্মে প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি সস্নেহে হাউ হাউ শব্দ করিয়াছি; তাহাই (সেই পুণ্যই) তাহাকে রক্ষা করিতেছে। এমন সময় এক ছাগ পালক বহু সহস্র ছাগ চড়াইবার জন্য শ্মশানের পাশ দিয়া যাইতেছিল, একটা ছাগী পত্রাদি খাওয়ার সময় ঝোপের ভিতরে ঢুকিলে একটা শিশুকে দেখিয়া জানুপাতিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াইল। ছাগ পালক হৈ হৈ শব্দ করা সত্ত্বেও ছাগী বাহির হইল না। সে ছাগীকে যষ্টি দ্বারা মারিয়া লইয়া আনিবে ভাবিয়া ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করত (দেখিল ছাগী) জানুপাতিয়া শিশুকে দুধপান করাইতেছে। তাহা দেখিয়া শিশুর প্রতি পুত্রস্নেহ লাভ করিয়া একটা পুত্রলাভ করিয়াছে ভাবিয়া লইয়া গেল। কালি যাইয়া শ্রেষ্ঠী কর্তৃক

http://kalpataruboi.org

জিজ্ঞাসিত করা হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল, শ্রেষ্ঠী পুনঃ দাসীকে ডাকিয়া, 'যাও, তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া শিশুকে লইয়া আইস।' দাসী সেইরূপ করিল। শ্রেষ্ঠী পুনঃ দাসীকে ডাকিয়া কহিল, মা ইহাকে লইয়া চোর প্রপাত পর্বতে আরোহণ করিয়া প্রপাতে ফেলিয়া দিস, গহ্বরে (উভয় পার্শ্বের) ঘাত-প্রতিঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূপতিত হইবে, ইহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বা হয় নাই জানিয়া আইস।'

১১. দাসী শিশুকে তথায় লইয়া গিয়া পর্বত মস্তকে দাঁড়াইয়া ফেলিয়া দিল, সেই পর্বতগাত্র আশ্রয় করিয়া বিশাল বাঁশ ঝাড় পবর্তাকারে বদ্ধিত হইয়াছিল; তার মস্তক ঘন কুঁচের গুল্মে আবৃত ছিল শিশু তোষকের উপর পড়ার মত সেইখানে পড়িল। সেইদিন জ্যেষ্ঠ ঝুড়িকারের বাঁশবলি অর্থাৎ রাজস্ব দেওয়ার দিন ধার্য ছিল, সে পুত্রের সঙ্গে যাইয়া সেই বাঁশ ঝাড় কাটিতে আরম্ভ করিল; বাঁশ ঝাড় নাড়াচাড়া হওয়ার সময় শিশু শব্দ করিল। সে শিশুর শব্দ ভাবিয়া একপাশে উঠিয়া শিশুকে দেখিয়া একটা পুত্র হইয়াছে হৃষ্টচিত্তে লইয়া গেল। কালি শ্রেষ্ঠীর নিকট যাইয়া তাঁহা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল, শ্রেষ্ঠী, 'যাও এক সহস্র মুদ্রা দিয়া পুনঃ তাহাকে লইয়া আইস। কালি সেইরূপ করিল! শ্রেষ্ঠী এইরূপ করিতে করিতে শিশু বড় হইল, তাহার নাম হইল ঘোষক। সে শ্রেষ্ঠীর চক্ষে কাঁটার মত হইল, শ্রেষ্ঠী সোজা তাহাকে দেখিতেও ইচ্ছা করে নাই। অতঃপর শ্রেষ্ঠী তাহার মৃত্যু ঘটাইবার উপায় ভাবিয়া তাঁহার একজন বন্ধু কুম্ভকারের নিকট যাইয়া, 'তুমি কখন পোয়ান জ্বালাইবে,' জিজ্ঞাসা করিয়া, আগামীকল্য বলিলে, তাহা হইলে এই এক সহস্র মুদ্রা লইয়া আমার একটা কাজ করিতে হইবে, বলিল।

কুম্ভকার—প্রভু, কি কাজ?

শ্রেষ্ঠী—আমার একটা জারজপুত্র আছে, তাহাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।

১২. তৎপর তাহাকে লইয়া কামরায় প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ কুড়াল দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া হাঁড়িতে প্রক্ষিপ্ত করত পোয়ানে দিয়া পুড়িয়া ফেলিবে। এই সহস্র মুদ্রা তোমাকে অগ্রিম মূল্যস্বরূপ, সম্মুখে তোমার প্রতি (যাহা) কর্তব্য তাহা পরে করিব। কুম্ভকার 'ভাল' বলিয়া স্বীকৃতি দিল। শ্রেষ্ঠী তৎপর দিন ঘোষককে ডাকিয়া 'বৎস, গতকল্য আমি কুম্ভকারকে একটা কাজের আদেশ দিয়া আসিয়াছি। তুমি তাহার নিকট যাইয়া এইরূপ বল—গতকল্য আমার পিতা কর্তৃক আদেশিত কাজটা এখন সম্পাদন কর', এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইল। সে 'ভাল' বলিয়া চলিয়া গেল। সে তথায় যাওয়ার সময় (নিজস্ব) অপর শ্রেষ্ঠীপুত্র ছেলেদের সহিত গোলাগুলি খেলা খেলিবার সময় তাহাকে দেখিয়া 'দাদা! কোথায় যাইতেছেন?' জিজ্ঞাসিত হইলে, 'বাবার একটা সংবাদ লইয়া কুম্ভকারের নিকট যাইতেছি বলিলে, 'আমি সেইখানে যাইব, এই ছেলেরা আমার বহু লক্ষ গোলাগুলি জিতিল, তুমি তাহা (আমাকে) জিতিয়া দাও,' বলিল। (ঘোষক) আমি বাবাকে ভয় করি।

শ্রেষ্ঠীপুত্র 'দাদা! তুমি ভয় কর না, আমি সেই সংবাদটা বহন করিব, তাহারা

http://kalpataruboi.org

অনেকটা জিতিল, যতক্ষণে আমি আসিব ততক্ষণ পর্যন্তও আমার গোলাগুলি জিতিয়া লইবে।' ঘোষক গুলি ক্রীড়ায় দক্ষ, তজ্জন্য তাহাকে এইরূপে অনুরোধ করিল। সেও তাহা হইলে কুম্ভকারের নিকট যাইয়া বলিবে যে, 'আমার বাবা কাল একটা কাজের আদেশ দিয়াছিলেন; সেই কার্য এখন সম্পাদন কর,' এই বলিয়া পাঠাইল। সে (শ্রেষ্ঠীপুত্র) তাহার নিকট যাইয়া তদ্রূপ বলিল। অতঃপর কুম্ভকার শ্রেষ্ঠীকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী তাহাকে মারিয়া পোয়ানে ফেলিল। ঘোষকও সারাদিন ক্রীড়া করিয়া বিকালে গৃহে প্রবেশ করিলে (শ্রেষ্ঠী) 'বাছা! কি যাও নাই?' জিজ্ঞাসিত হইলে সে নিজে না যাওয়ার কারণ ও কনিষ্ঠের যাওয়ার কারণ বলিল। শ্রেষ্ঠী তাহা শুনিয়া হা হা করিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত শরীরে রক্ত উত্তপ্ত হইল, 'ওহে কুম্ভকার আমাকে নাশ কর না, আমাকে নাশ কর না, এই বলিতে বলিতে মস্তক ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট গেল।

১৩. কুম্ভকার সেইরূপ আগমনকারী শ্রেষ্ঠীকে দেখিয়া 'প্রভু! শব্দ করিবেন না, আপনার কার্য শেষ হইয়াছে,' বলিল। সে মহাশোকে পর্বতবৎ স্থিত হইয়া অতিশয় মনোদুঃখ ভোগ করিল। নির্দোষী নিরপরাধী ব্যক্তিকে যে প্রদৃষ্ট মনে দণ্ডপ্রদান করে সেই প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—

যে ব্যক্তি নির্দোষ (পাপমুক্ত) নিরপরাধী ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রদান করে, সে শীঘ্রই দশবিধ গতির মধ্যে এক প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তি (পূর্বোক্ত) তীব্র যাতনা, হানি, অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি, উন্মত্ততা, কোন প্রকার রাজ আদেশে যশোহানি, অদৃষ্ট অশ্রুত অচিন্তপূর্ব কোন প্রকার দুর্ঘটনা, জ্ঞাতিক্ষয় বা সম্পদ নাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা গৃহ সকল অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়। এই দুর্বুদ্ধিমান ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকে গমন করে।

এইরূপ হইলেও শ্রেষ্ঠী তাহার দিকে সোজা দেখিতে অক্ষম হইল, কিভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইব ভাবিতে ভাবিতে 'আমার শত গ্রাম পরিদর্শকের নিকট পাঠাইয়া মারিয়া ফেলিব।' সেই এই উপায় ঠিক করিয়া 'এই আমার জারজপুত্র; ইহাকে মারিয়া বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলিয়া দাও।' এই কাজটি করিলে মাতুলের জন্য উচিত কর্তব্য পালন করিয়াছ বলিয়া মনে করিব। এইভাবে (শ্রেষ্ঠী) তাহার নিকট এক পত্র লিখিয়া 'বাছা ঘোষক! আমাদের শতগ্রাম পরিদর্শক আছে। এই পত্রখানা তাহাকে দিয়া আইস' বলিয়া পত্রখানা তাহার কোমরে কাপড়ের কোণায় বাঁধিয়া দিল।

১৪. সে লেখাপড়া জানিত না, শিশুকাল হইতে শ্রেষ্ঠী তাহাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, তবে হত্যা করাইতে পারিলেন না। আর কি লেখাপড়া শিখাইবে? সে এইরূপ হত্যা করাইবার আদেশ লিখিত পত্রখানা কোমরের কাপড়ের কোণায় বাঁধিয়া বাহির হওয়ার সময় 'বাবা! আমার পথ খরচ নাই' বলিলে 'তোমার পথ খরচ দরকার করিবে না, পথের মধ্যে অমুক গ্রামে আমার বন্ধু একজন শ্রেষ্ঠী আছে, তাহার বাটীতে প্রাত ভোজন করিয়া তৎপর চলিয়া যাইও।' সে 'আচ্ছা' বলিয়া পিতাকে বন্দনা করিয়া বাহির হইয়া সেই গ্রামে

http://kalpataruboi.org

উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠীর বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া যাওয়ার সময় শ্রেষ্ঠী ভার্যা তাহাকে দেখিয়া কোথা হইতে আসিতেছ জিজ্ঞাসা করিলে 'ভিতর নগর হইতে' কহিল।

শ্রেষ্ঠী ভার্যা—তুমি কাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলে, ঘোষক—মা, আমি তোমাদের বন্ধু শ্রেষ্ঠীর পুত্র। শ্রেষ্ঠী ভার্যা—ঘোষক নামক কি তুমি? ঘোষক—হাঁ মা!

তাহাকে দেখামাত্রই তাহার প্রতি শ্রেষ্ঠী ভার্যার পুত্রস্নেহ জন্মিল। শ্রেষ্ঠীর পনের ষোড়শ বর্ষীয়া পরমা রমণীয়া সুন্দরী একটি কন্যা আছে। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র সংবাদবাহী একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া সপ্ততলবিশিষ্ট প্রাসাদের উপরি তলায় রমণীয় প্রকোষ্ঠে রাখিয়াছে। অনন্তর শ্রেষ্ঠীকন্যা তখন সেই দাসীকে দোকানে পাঠাইয়াছিল। অনন্তর শ্রেষ্ঠী ভার্যা দাসীকে দেখিয়া 'কোথায় যাইতেছিস?' জিজ্ঞাসা করিল 'আর্যে! দুহিতার কার্যোপলক্ষে যাইতেছি' বলিলে (শ্রেষ্ঠী ভার্যা) আগে এইখানে আইস, সেই কাজটা থাক, আমার পুত্রের জন্য একটা আসন দিয়া পা ধোয়াইয়া তৈল মাখিয়া শুইবার বিছানা পাতিয়া দাও, পরে সেই কাজটা করিস। দাসী সেরূপ করিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠীকন্যা বিলম্বে আসাতে দাসীকে তর্জন করিল। তখন দাসী কন্যাকে বলিল—'আমার উপর রাগ করিবেন না।' শ্রেষ্ঠীপুত্র ঘোষক আসিয়াছেন, সেইখানে যাইয়া তাহার এই এই কাজ করিয়া আসিয়াছি। শ্রেষ্ঠীপুত্র ঘোষক এই নাম শুনিবামাত্র শ্রেষ্ঠী কন্যার প্রেম, চর্ম প্রভৃতি ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। কৌতুহলিক সময়ে শ্রেষ্ঠীকন্যা তাহার ভার্যা হইয়া আধ সের চাউলের অন্ন প্রত্যেকবুদ্ধকে দান করিয়াছিল। সেই পুণ্যের প্রভাবে এই শ্রেষ্ঠী গৃহে জন্মগ্রহণ করিল; এইরূপে সেই পূর্ব স্নেহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ কহিলেন :

পূর্বজন্ম সহবাস হেতু অথবা বর্তমান জন্মে কৃত উপকার হেতু সলিলে যেমন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় তেমন প্রেম উৎপন্ন হয়।

১৫. অনন্তর (শ্রেষ্ঠীকন্যা) দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা! তিনি কোথায়?' 'বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছেন' তাহার হাতে কি কিছু আছে? 'কোমরে কাপড়ের কোণায় একটি চিঠি আছে। শ্রেষ্ঠীকন্যা এটা কি চিঠি ভাবিয়া সে নিদ্রায় অভিভূত থাকিতে মাতা-পিতা অন্য কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন দেখা না যায় মত নামিয়া সেই চিঠিখানা খুলিয়া লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করত দ্বার বন্ধ করিয়া বাতায়ন বিবৃত করিয়া লেখাপড়ার কৌশল্য হেতু চিঠিখানি পাঠ করিয়া 'হায়! হায়! মূর্খ; আপনার মৃত্যু পত্র কোমরে বাঁধিয়া ঘুরিতেছে। যদি আমা কর্তৃক দেখা না হইত তাহলে তাহার জীবন অদ্যই শেষ হইত,' সেই পত্রখানি ছিঁড়িয়া শ্রেষ্ঠীর কথামত অপর একখানা পত্র লিখিলেন—'এই ঘোষক নামক আমার পুত্র, শত গ্রাম হইতে উঠানা সংগ্রহ করাইয়া ইহাকে জনপদ শ্রেষ্ঠীরকন্যার সহিত বিবাহ করাইয়া (তোমার) নিজ নিবাস গ্রামের মধ্যে দ্বিতল বিশিষ্ট (একটা) গৃহ নির্মাণ করাইয়া প্রাচীর পরীখা ও প্রহরী নিযুক্ত করিয়া সুচারুরূপে সুরক্ষিত করিবে; এই এই কার্য আমাকর্তৃক কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট পত্র পাঠাইবে, এইরূপ করিলে

http://kalpataruboi.org

আমি মাতুলের প্রতি কর্তব্য পালন করিবে।' এইরূপ লিখিয়া মুড়িয়া তাহার কোমরের কোণায় বাঁধিয়া দিলেন। সে দিনের বেলায় গৃহ হইতে জাগ্রত হইয়া ভোজন করিয়া চলিয়া গেল, তৎপর দিন প্রভাতে সেই গ্রামে যাইয়া গ্রামস্থ কার্যে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষকে দেখিল। কর্মাধ্যক্ষ তাহাকে দেখিয়া 'বাছা! বিষয় কি? জিজ্ঞাসা করিল। আমার পিতা কর্তৃক আপনার নিকট একটি চিঠি প্রেরিত হইয়াছে। 'বাছা! কিসের চিঠি? লইয়া আস!' চিঠিখানা লইয়া পাঠ করিয়া খুব প্রমোদিত মনে 'দেখ ভাইগণ, আমার প্রভুর আমার প্রতি কি স্নেহ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কার্য সম্পাদন করুক' বলিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৬. 'শীঘ্র কাষ্ঠ আদি সংগ্রহ করুন' গৃহপতিদিগকে বলিয়া গ্রাম্যমধ্যে উক্ত প্রকারে গৃহ নির্মাণ করিয়া শত গ্রাম হইতে উঠানা সংগ্রহ করাইয়া জনপদ শ্রেষ্ঠী হইতে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বিবাহ কার্য সম্পাদন করাইয়া শ্রেষ্ঠীর নিকট আমাকর্তৃক এই কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে' বলিয়া একটা চিঠি পাঠাইল। সেই সংবাদ শুনিয়া 'যাহা করিতে চাই, তাহা হয় না, যাহা করিতে চাই না, তাহাই হইতেছে' এই বলিয়া শ্রেষ্ঠীর মনে প্রবল দুঃখ উৎপন্ন হইল। পুত্রশোকের সহিত সেই শোক একত্র হইয়া উদরদাহ উৎপন্ন হইয়া অতিসার হইল। শ্রেষ্ঠীকন্যাও শ্বশুর শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে যদি কেহ আসে আগে আমাকে না বলিয়া সর্বপ্রথমে শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বলিবে না' বলিয়া (দাস-দাসীর উপর) একটি আদেশ জারি করিয়াছেন। কৌশম্বির শ্রেষ্ঠীও এখন সেই দুষ্টপুত্রকে আমার ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব না' ভাবিয়া এক কর্মাধ্যক্ষকে কহিলেন যে 'মামা! পুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি, একজন কর্মচারীকে পাঠাইয়া আমার পুত্রকে ডাকিয়া আনাইবে' কর্মাধ্যক্ষ 'আচ্ছা' উত্তর প্রদান করত একটি পত্র দিয়া একজন লোককে প্রেরণ করিল! শ্রেষ্ঠীকন্যা (ঘোষক পত্নী) তাঁহার দ্বারে পত্রবাহক উপস্থিত আছে শুনিয়া ডাকাইয়া 'বাছা! উদ্দেশ্য কি?' জিজ্ঞাসিলেন, 'আর্য! শ্রেষ্ঠী বড় অসুস্থ, পুত্রকে দেখিতে খবর পাঠাইয়াছেন। 'বাছা! শ্রেষ্ঠী কি শক্ত আছেন, না দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন? 'আর্য! এখনও শক্ত আছেন, পথ্যাদি গ্রহণ করিতেছেন। ঘোষক পত্নী শ্রেষ্ঠীপুত্রকে না জানাইয়া ঐ পত্রবাহককে বাসস্থান ও খরচ দেওয়াইয়া যতক্ষণ আমাকর্তৃক প্রেরিত না হয় ততক্ষণ অপেক্ষা কর, কহিলেন। শ্রেষ্ঠী পুনঃ কর্মাধ্যক্ষকে কহিলেন 'মামা! আমার পুত্রের কাছে কি কাহাকেও পাঠাইলেন না? প্রভু! প্রেরণ করা হইয়াছে, প্রেরিত ব্যক্তি এখনও ফিলে নাই, তাহা হইলে আবার অন্য একজনকে পাঠাইবে। সে পাঠাইল। শ্রেষ্ঠীকন্যা (ঘোষক পত্নী) তাহার প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করিল। অতঃপর শ্রেষ্ঠীর রোগ বাড়িতে লাগিল। মল ত্যাগী একটি পাত্র ভিতরে নিতে না নিতেই অপর একটি পাত্র বাহির করিতে হয়। শ্রেষ্ঠী আবার কর্মাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল 'মামা! আমার পুত্রের কাছে কি কাহাকেও পাঠাইলেন না?' 'প্রভু! পাঠাইয়াছি। প্রেরিত ব্যক্তি এখনও ফিরে নাই, তাহা হইলে অন্য একজনকে পাঠাইবে। সে পাঠাইল। শ্রেষ্ঠীকন্যা (ঘোষক পত্নী) তৃতীয়বার আগত ব্যক্তির নিকটও (আগের মত) সেই

http://kalpataruboi.org

কথাগুলো জিজ্ঞাসা করিল।

১৭. সে কহিল আর্য! শ্রেষ্ঠী গুরুতরভাবে ব্যাধিগ্রস্ত, পথ্য ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত, মল ত্যাগী একটা পাত্র বাহির করিতে না করিতেই অপর একটা পাত্র ভিতরে নিতে হয়। শ্রেষ্ঠীকন্যা (ঘোষক পত্নী) 'এখন যাওয়ার সময়' মনে করিয়া 'তোমার পিতা ব্যাধিগ্রস্ত' বলিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রকে জানাইলে 'ভদ্রে! কি বলিতেছ?' প্রভু! (পিতা) অসাধ্য অবস্থায় আছেন। (ঘোষক) 'এখন কি কর্তব্য' (ঘোষকের পত্নী) শত গ্রাম হইতে উঠানা সংগ্রহ করাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিব। ঘোষক 'আচ্ছা' উত্তর প্রদান করত উঠানা সংগ্রহ করাইয়া গাড়ি ভর্তি করিয়া লইয়া যাত্রা করিল। অতঃপর (ঘোষক পত্নী) তোমার পিতা দুর্বল এতগুলি উঠানা লইয়া যাইতে গেলে বিলম্ব হইবে, এইগুলি রাখিয়া দিবেন বলিয়া সেই সমস্ত আপন পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বলিল—প্রভু, তুমি তোমার পিতার পায়ের কাছে বসিবে, আমি তাঁহার শিয়রের দিকে বসিব। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে রক্ষণ সাধন করিতে আপন পরিজনকে আদেশ দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র গৃহে প্রবেশ করিয়াই পিতার পায়ের কাছে বসিয়াছেন, অন্যটি (ঘোষক পত্নী) শিহরের দিকে বসিয়াছেন। সেই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠী চিৎ হইয়া শুইয়াছিলেন। কর্মাধ্যক্ষ তাহার পা পরিমর্দন করত বলিলেন 'প্রভু! আপনার পুত্র আসিয়াছেন।' 'সে কোথায়? এই তো (আপনার) পদতলে বসিয়াছেন। তৎপর তাহাকে দেখিয়া হিসাব রক্ষককে ডাকাইয়া 'আমার গৃহে ধন কত?' জিজ্ঞাসা করিলে 'প্রভু! আপনার ধনের পরিমাণ চল্লিশ কোটি, উপভোগ্য ও শরিভোগ্য বস্তু, গ্রাম, ক্ষেত্র, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, মান, বাহনাদি এই এই পরিমাণ বলিলে, আমি এতগুলি ধন আমার পুত্র ঘোষককে দিতেছি না বলিতে গিয়া 'দিতেছি' বলিলেন।

১৮. তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী দুহিতা 'এই শ্রেষ্ঠী পুনঃ কথা বলিতে গিয়া অন্য কিছু বলিবে 'ভাবিয়া শোকাতুরার মত আলুলায়িত কেশে রোদন করিতে করিতে 'বাবা! এই কি কথা বলিতেছেন আপনার ঐ কথা শুনিলে আমরা অলক্ষী হইব, পাখা দিয়া তাঁহার বুক চাপড়াইল, বুকের উপর পড়িল যেমন পুনঃ কিছু বলিতে অক্ষম তেমন মাথা দিয়া তাঁহার বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে রোদনের ভাণ দেখাইল। শ্রেষ্ঠী সেই মুহূর্তেই কালপ্রাপ্ত হইল। শ্রেষ্ঠী কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া রাজা উদয়নের নিকট যাইয়া জানাইল। রাজা উদয়ন তাঁহার দেহ সৎকার করাইয়া তাঁহার পুত্র বা কন্যা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। 'দেব! ঘোষক নামক তাঁহার একটি পুত্র আছে, তাহাকে সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী করিয়াই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাজা কিছুদিনের পর শ্রেষ্ঠীপুত্রকে ডাকাইলেন। সেই দিবস বৃষ্টিপাত হইল, রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গনে স্থানে স্থানে জল জমিয়া গেল, শ্রেষ্ঠীপুত্র 'রাজ দর্শন করিব' বলিয়া যাত্রা করিলেন। রাজা বাতায়ন খুলিয়া অবলোকন করিবার সময় রাজপ্রাঙ্গনে জমানো জলে লাফ দিতে দিতে আগমনকারী ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে আসিয়া প্রণাম করত স্থিত হইল। তাহাকে

http://kalpataruboi.org

'বৎস! তুমি কি ঘোষক' জিজ্ঞাসা করিলে 'হ্যাঁ মহারাজ! আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। 'দুঃখ করিও না, তোমার পৈতৃক শ্রেষ্ঠী স্থান তোমাকেই দিব' বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া 'বৎস! চলিয়া যাও, পাঠাইয়া দিলেন। রাজা চলন্তকালে তাহাকে অবলোকন করত দাঁড়াইয়া ছিলেন। সে যাইবার সময় জলে নামিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। অতঃপর রাজা তাহাকে সেইখান হইতে ডাকিয়া আনিয়া 'বৎস! তুমি আমার নিকট আসিবার সময় জলে লাফ দিয়া আসিয়াছিলে; ফিরিয়া যাওয়ার সময় জলে নামিয়া ধীরে ধীরে গিয়াছিলে, তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসিলেন? 'হাঁ, মহারাজ! আমি সেই সময় ক্রীড়াশীল কুমার ছিলাম, এখন আমি দেব কর্তৃক উচ্চপদে অভিষিক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুত হইয়াছি; সেইজন্য পূর্বের মত আচরণ না করিয়া এখন সংযত হইয়া আচরণ করা উচিত (ভাবিয়াছি) তাহা শুনিয়া রাজা 'জ্ঞানীপুরুষ' এক্ষণই তাহাকে পদ দিব, পিতা কর্তৃক লদ্ধ সম্পদ প্রদান করিয়া (আরও) এক এক জাতীয় জিনিস হইতে একশত করিয়া প্রদান করত শ্রেষ্ঠীস্থান দিলেন।

১৯. সে রথে দাঁড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল, অবলোকিত স্থান কম্পিত হইতেছে, শ্রেষ্ঠী দুহিতা ও কালি দাসীর সহিত মন্ত্রণা করত উপবিষ্টা 'মা কালি! তোমার পুত্রের এতগুলি সম্পত্তি আমার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।' বলিল (কালি) 'কি কারণে পাইল মা?' (ঘোষক ভার্যা) 'ইনি আপনার মৃত্যুপত্র কোমরে বাঁধিয়া আমাদের বাটিতে আসিয়াছিলেন, তৎপর আমাকর্তৃক সেই পত্রখানা ছিঁড়িয়া আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিতে অপর একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়া এই যাবৎ সেইখানে রাখিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। (কালি) মা! তুমি এই পর্যন্ত দেখিয়াছ, শ্রেষ্ঠী শিশুকাল হইতে ইহাকে মারিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু সক্ষম হইলেন না; কেবল ইহার জন্য বহুধন খরচ হইল। (ঘোষক ভার্যা) শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বাস্তবিকই অতি গুরুতর কর্ম সম্পাদন করা হইয়াছে, নগর প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে (ঘোষক শ্রেষ্ঠীকে) দেখিয়া ইনি এতগুলি সম্পত্তি আমার দ্বারা পাইয়াছেন ভাবিয়া হাঁসিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠীপুত্র 'কি জন্যে হাঁসিয়াছ?' জিজ্ঞাসিলেন, (ঘোষক ভার্যা) কোন কারণের জন্যে, (ঘোষক) তাহা বল, ঘোষক ভার্যা তাহা বলিল না, ঘোষক শ্রেষ্ঠী 'তাহা যদি না বল তাহা হইলে তোমাকে দ্বিখণ্ড করিব' বলিয়া অসি বাহির করিলেন। ঘোষক পত্নী এই ব্যক্তি এতগুলি সম্পত্তি আমার দ্বারা লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া হাঁসিয়াছে বলিল। যদি আমার পিতা নিজের সম্পত্তি দিয়া যাইতেন, এইখানে তুমি কি?' সে (ঘোষক শ্রেষ্ঠী) এ পর্যন্ত কিছুই জানেন না। সেই হেতু তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই, অতঃপর ঘোষক পত্নী তোমার পিতা কর্তৃক মৃত্যু পত্র দিয়া প্রেরিত হইলে আমাকর্তৃক এই এই কাজ করিয়া তোমাকে রক্ষা করা হইয়াছে' বলিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল।

২০. মিথ্যা বলিয়াছে অবিশ্বাস করিয়া মা কালিকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া 'মা! এইরূপ কি সত্য?' হাঁ, বৎস! শিশুকাল হইতে তোমাকে মারিতে ইচ্ছুক হইয়া মারিতে পারিলেন না। সেই উদ্দেশ্যে বহুধন ব্যয় করিলেন। সাত জায়গায়

http://kalpataruboi.org

তুমি মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইয়াছ। এখন নিষ্কর গ্রাম হইতে আসিয়া সমস্ত জিনিস হইতে একশত করিয়া লাভ করত শ্রেষ্ঠীস্থানে উপনীত হইয়াছ। ঘোষক শ্রেষ্ঠী তাহা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই গুরুতর কর্ম, এইরূপে মৃত্যু হইতে মুক্ত আমার প্রমত্ত জীবন ধারণ করা অনুচিত, অপ্রমত্ত হইব মনে করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র ব্যয় করিয়া অন্ধ ও দরিদ্রদের জন্য অন্নছত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। মিত্র নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি দান পরিবেশক নিযুক্ত ছিলেন।

ইহা ঘোষক শ্রেষ্ঠীর উৎপত্তি উপাখ্যান

শ্যামাবতীর উপাখ্যান

১. সেই সময় ভদ্রাবতী নগরে ভদ্রাবতী নামে একজন শ্রেষ্ঠী ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর সহিত অদৃষ্টপূর্ব একজন বন্ধু ছিলেন। ভদ্রাবতী নগর হইতে আগত বণিকদের নিকট ঘোষিত শ্রেষ্ঠী ভদ্রাবতী শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তির ও বয়সের খবর শুনিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব কামনা করত উপহার প্রেরণ করিলেন। ভদ্রাবতী শ্রেষ্ঠী ও কৌশম্বি হইতে আগতদের নিকট ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তির ও বয়সের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব কামনা করত উপহার প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব বন্ধু হইয়া বসবাস করিলেন। কিছুকাল পরে ভদ্রাবতী শ্রেষ্ঠীর বাটীতে অতিবাতক বা মহামারী রোগ আবির্ভাব হইল। তাহা সেইখানে আবির্ভাব হওয়া মাত্র সর্বাগ্রে মক্ষীকা মরে, তৎপর যথাক্রমে কীট, ইদুর, মুরগি, শুকর, গরু, দাস-দাসী, সর্বশেষ গৃহবাসি মানুষ মরে। তাহাদের মধ্যে যে ঘরের ভিত্তি ভেদ করিয়া পলায়ন করে সে জীবন লাভ করে। সেই সময় শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠী পত্নী ও তাহার কন্যা সেইরূপ পলায়ন করিয়া ঘোষিত শ্রেষ্ঠীকে প্রার্থনা করত কৌশম্বির পথে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যেই ক্ষীণ পাথেয় ও বাতাতপে ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা ক্লান্ত শরীরে কষ্টের সহিত কৌশম্বিতে যাইয়া জলের সুবিধাজনক স্থানে স্নান করিয়া নগর দ্বারে একশালায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠী ভার্যাকে বলিলেন। 'ভদ্রে, এইভাবে গমন করিলে গর্ভধারিণী জননীও অসন্তুষ্ট হয়। আমার বন্ধু অন্ধ ও দরিদ্রকে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া দান দিতেছেন, সেইখানে মেয়েটিকে পাঠাইয়া আহার আনাইয়া দুই একদিন এইখানেই থাকিয়া শরীরটাকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া নিয়া বন্ধুকে দেখিব।' (ভার্যা) 'প্রভু, ভাল' বলিয়া সম্মতি প্রদান করত তাহারা প্রান্তশালায় বাস করিলেন।

২. পরদিন (সময়) জানাইলে দীন দরিদ্র কাঙ্গাল আহারের জন্য যাওয়ার সময় মাতা-পিতা 'মা আহার লইয়া আইস' দুহিতাকে পাঠাইয়া দিলেন। মহা সৌভাগ্যশালীকুলের কন্যা বিপদগ্রস্ত হওয়ায় অচ্ছিন্ন লজ্জায় লজ্জাহীনা কন্যার মত পাত্র লইয়া দরিদ্রলোকদের সঙ্গে আহারের জন্য গেলে 'মা! কত ভাগ অন্ন চাহিতেছ?' জিজ্ঞাসিত হইলে 'তিন ভাগ' বলিয়া কহিল। অতঃপর তাহাকে তিন ভাগ অন্ন দিয়াছিল, কন্যা ভাত আনিতে তিনজন একত্রে ভোজন করিতে বসিল। তৎপর মা ও দুহিতা শ্রেষ্ঠীকে 'প্রভু! মহাসৌভাগ্যশালীকুলের মধ্যেও বিপদ

http://kalpataruboi.org

উৎপন্ন হয়, আমাদের কথা না ভাবিয়া ভোজন করুন, চিন্তা করিবেন না। এইরূপ নানা প্রকারে সান্তনা করিয়া ভোজন করাইল, তিনি ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া সূর্যোদয়ের সময় কালপ্রাপ্ত হইলেন। মাতা দুহিতা নানা প্রকারে বিলাপ করিয়া রোদন করিল। কুমারী (শ্রেষ্ঠীকন্যা) তৎপর দিন রোদন করত আহারের জন্য যাইয়া 'কত ভাগ চাহিতেছ?' জিজ্ঞাসিত হইলে 'দুই ভাগ' বলিয়া আহার আনিয়া মাকে যাঞ্চনা করিয়া ভোজন করাইল, শ্রেষ্ঠীপত্নী তার যাচনানুযায়ী ভোজন করিয়া আহার জীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া সেইদিন কালপ্রাপ্ত হইলেন। কুমারী একাকিনী রোদন করিয়া বিলাপ করিল; সেই দুঃখ হেতু উৎপন্ন অতিশয় ক্ষুধায় তৎপর দিন ভিখারীদের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে আহারের জন্য যাইয়া 'মা! কত ভাগ চাহিতেছ?' জিজ্ঞাসিত হইলে 'এক ভাগ' বলিয়া কহিল। মিত্রকুটুম্বিক তিন দিন ভাত গৃহীত তাহাকে (কুমারীকে) জানিতে পারিয়া তাহা কর্তৃক কুমারীকে 'দূর হও, চণ্ডালিনী; আজ তোর পেটের ওজন বুঝিতে পারিয়াছিস' বলিল। লজ্জা ও ভয়শীলা কুলকুমারীর বুকে অস্ত্র প্রহারের মত, ব্রণে লবন জল ছিটার মত বোধ করিয়া 'প্রভু! কি বলিতেছেন?' জিজ্ঞাসিল। গতকল্য দুই ভাগ, অদ্য মাত্র এক ভাগ লইলি, আজ কি তোর পেটের ওজন বুঝিয়াছিস? 'প্রভু! নিজের প্রয়োজনের জন্য লইলাম মনে করিবেন না' (মিত্র) তাহা হইলে কাহার জন্য লইয়াছিস, (কুমারী) প্রভু! পূর্বে তিনজন ছিলাম, গতকল্য দুইজন, আজ একাকিনী হইলাম। কি কারণবশত এইরূপ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, কুমারী কর্তৃক আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় কথিত হইলে (তাহা) শুনিয়া উৎপন্ন অধিক দুঃখে নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন 'মা! এইরূপ হইলে কোন চিন্তা করিও না, ভদ্রাবতী শ্রেষ্ঠীকন্যা তুমি, আজ হইতে আমার কন্যা বলিয়া শীর্ষ চুম্বন করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া আপন জ্যেষ্ঠা কন্যাস্থানে রাখিলেন।

৩. সে (শ্রেষ্ঠীকন্যা) অন্নছত্র উচ্চ শব্দ মহাশব্দ শুনিয়া 'বাবা, এই লোকদিগকে চুপচাপ করাইয়া দান করিতেছেন না কেন?' জিজ্ঞাসা করিল, (মিত্র) 'মা! সেইরূপ করা সম্ভব নহে' 'বাবা! তাহা সম্ভব' (মিত্র) কি রূপে? বাবা! অন্নছত্রের চতুর্দিকে ঘেরা দিয়া একে একে প্রবেশ করিতে পারে দুইটি দরজা করিয়া এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর দরজা দিয়া বাহির হইতে বলিবেন। এইরূপে চুপচাপ হইয়া যাইবে। তিনি তাহা শুনিয়া 'মা! ভাল উপায়' বলিয়া সেইরূপ করিলেন। পূর্বে শ্রেষ্ঠীকন্যাও শ্যামা নামে একটা ঘেরা তৈরি করাইয়াছিল। তজ্জন্য শ্যামাবতী নাম হইল। সেই হইতে অন্নছত্রে কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল। ঘোষিত শ্রেষ্ঠী পূর্বে সেই শব্দ শ্রবণ করত আমার অন্নছত্রে শব্দ বলিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। দুই তিন দিন যাবৎ শব্দ অশ্রুত হওয়াতে আপন সেবার জন্য আগত মিত্র কুটুম্বিককে জিজ্ঞাসা করিলেন 'গরীব দরিদ্র কাঙ্গালদিগকে দান দিতেছেন তো? (মিত্র) 'হাঁ, প্রভু' (ঘোষিত শ্রেষ্ঠী) তাহা হইলে গত দুই তিন দিন যাবৎ শব্দ শুনা যায় না কেন? (মিত্র) যেমন নিঃশব্দ হয় তেমন আমি উপায় করিয়াছি, (শ্রেষ্ঠী) পূর্বে সেইরূপ উপায় কর নাই কেন? (মিত্র) প্রভু! পূর্বে

http://kalpataruboi.org

জানিতাম না। (শ্রেষ্ঠী) এখন তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছ? (মিত্র) প্রভু! আমার দুহিতা বলিয়াছে। (শ্রেষ্ঠী) আমার অজানা তোমার কি কন্যা আছে? মিত্র মহামারী রোগ হইতে ভদ্রাবতী শ্রেষ্ঠীর সমস্ত ঘটনা বলিয়া 'তাহাকে (ভদ্রাবতী শ্রেষ্ঠীকন্যাকে) জ্যেষ্ঠা কন্যাস্থলে রাখিয়াছি' জানাইলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠী মিত্রকে বলিলেন যে, এইরূপ থাকিলে আমাকে বল নাই কেন? আমার বন্ধুর কন্যা আমারই কন্যা, কন্যাকে ডাকাইয়া মাতঃ! তুমি কি শ্রেষ্ঠী কন্যা? হাঁ বাবা। তাহা হইলে কোন চিন্তা কর না, তুমি আমার দুহিতা' এই বলিয়া তাহার শীর্ষে চুম্বন দিয়া তাহাকে পঞ্চশত সহচরী সখী দিয়া নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর একদিন সেই নগরে একটা নক্ষত্র পর্ব উদযাপিত হয়, সেই নক্ষত্র পর্বোপলক্ষে ঘর হইতে বাহির হয় না এমন কুল কুমারীও নিজ পরিবারের সহচরীদের সহিত পদব্রজে নদীতে যাইয়া স্নান করিতেছে। সেইজন্য সেদিন শ্যামবতীও পঞ্চশত স্ত্রী পরিবৃতা হইয়া রাজাঙ্গনের মধ্য দিয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। বাতায়নে স্থিত রাজা উদয়ন তাহাকে দেখিয়া 'এই নর্তকী কাহার?' জিজ্ঞাসা করিলে, 'মহারাজ! কাহারও নর্তকী নহে' 'তাহা হইলে কাহার মেয়ে?' 'মহারাজ! ইহা শ্যামাবতী নাম ঘোষিত শ্রেষ্ঠীকন্যা। রাজা তাহাকে দেখিবামাত্র উৎপন্ন স্নেহবশে শ্রেষ্ঠীর নিকট একটি পত্র পাঠাইলেন। 'মেয়েটিকে আমার কাছে প্রেরণ করুন (শ্রেষ্ঠী) মহারাজ! পাঠাইব না' (রাজা) 'শ্রেষ্ঠী! এইরূপ করিবে না, পাঠাইতেই হইবে।'

৪. (শ্রেষ্ঠী বলিলেন) 'দেব! আমরা গৃহপতি, কুমারীদিগকে তাড়ন পীড়ন করিবার কথার ভয়ে (মেয়েটিকে) দিব না।' রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠীকে এবং তাহার স্ত্রীকে হাতে ধরিয়া বাহির করিয়া গৃহে শীলমোহর দিলেন। শ্যামাবতী স্নান করিয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে সুযোগ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বাবা! ইহার কারণ কি?' (শ্রেষ্ঠী) 'মা, রাজা তোমার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তখন আমরা দিব না বলিলে আমাদিগকে বাহির করিয়া ঘরে শীলমোহর দিয়াছেন।' 'বাবা! আপনারা ভারী অন্যায় কাজ করিয়াছেন। রাজা যখন আদেশ দিলেন 'দিব না' না বলিয়া দিব বলা উচিত ছিল। শ্রেষ্ঠী 'মা তোমার এই ইচ্ছা থাকিলে ভাল' তাদৃশ করিব বলিয়া রাজার নিকট পত্র পাঠাইলেন। রাজা তাহা 'ভাল' বলিয়া সম্মতি প্রদান করত শ্যামাবতীকে সহচরী সখী সহিত আনিয়া অভিষিক্তা করিয়া অগ্রমহিষীর স্থানে আসন প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট সকলে তাহার সখী হইল।

ইহা শ্যামাবতীর উৎপত্তি উপাখ্যান।

বাসুলদত্তার উপখ্যান

১. রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের কন্যা বাসুলদত্তা রাজা উদয়নের অপর একজন রাণী ছিলেন। উজ্জয়নী নগরে চণ্ডপ্রদ্যোত নামে রাজা ছিলেন। তিনি একদিন উদ্যান হইতে আসিবার সময় আপন সম্পত্তি অবলোকন করিয়া 'অন্য কোন রাজার

http://kalpataruboi.org

এইরূপ সম্পত্তি কি আছে?' জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষ তাহা শুনিয়া এই কি সম্পত্তি? কৌশম্বির রাজা উদয়নের সম্পত্তি (ইহার চেয়ে) অনেক বেশি, বলিলেন। রাজা কহিলেন—তাহা হইলে তাঁহাকে ধরিব, তাঁহাকে ধরা সম্ভব নহে। যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধরিবই। মহারাজ, তাহা সম্ভব নহে। কারণ কি? তিনি হস্তীকান্তা নামে এক প্রকার বিদ্যা জানেন; মন্ত্র পরিবর্তন করিয়া হস্তীকান্তা বীণা বাজাইলে হস্তীসমূহ পলায়ন করে ও ধরিয়া ফেলেন ও তাঁহার সমান হস্তীবাহন সম্পন্ন (অন্য) কেহ নাই। আমাকর্তৃক তাহাকে ধরিয়া নেওয়া সম্ভবপর নহে। মহারাজ, আপনি যদি একান্ত, তাঁহাকে ধরিবেন নিশ্চয়তা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে দারুময় একটি হস্তী তৈরি করিয়া তাঁহার নিকটবর্তী স্থানে প্রেরণ করুন।' তিনি (উদয়ন) 'হস্তীবাহন কিংবা অশ্ববাহনের খবর শুনিয়া অনেক দূরেও চলিয়া যান। (তখন) সেইখানে (একাকী) আগত তাঁহাকে ধরা সক্ষম হইবে। রাজা (তাহা) শুনিয়া এই উপায় যথেষ্ট মনে করিয়া কাষ্ঠময় যন্ত্রহস্তী তৈরি করাইয়া বাহিরে বস্ত্র বেষ্টন করাইয়া (তদুপরি) চিত্র অঙ্কন করাইয়া তাঁহার রাজ্যের নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর তীরে ছাড়িয়া দিলেন। হস্তীর কুক্ষির ভিতরে ষাটজন পুরুষ এদিক সেদিক চংক্রমণ করিতেছিল। হস্তীবিষ্ঠা আনিয়া সেই সেই স্থানে ছড়াইল। বনচারী একজন সেই হস্তী দেখিয়া 'আমাদের রাজার যোগ্য' ভাবিয়া রাজার নিকট যাইয়া জানাইল—'মহারাজ! একদম শ্বেতবর্ণ কৈলাস পর্বত ন্যায় আপনার উপযুক্ত একটা হস্তীরাজ দেখিয়াছি।' রাজা উদয় তাহাকেই মার্গোপদেশক করিয়া হস্তপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। তাঁহার আগমন জানিয়া গুপ্তচর চণ্ডপ্রদ্যোতের নিকট জানাইল।

২. তিনি (প্রদ্যোত) আসিয়া মধ্যস্থলে শূন্য রাখিয়া উভয় পার্শ্বে সৈন্য রাখিয়াছেন। রাজা উদয়ন তাঁহার (প্রদ্যোতের) আগমন না জানিয়া হস্তীকে অনুসরণ করিলেন। (হস্তীর কুক্ষির) ভিতরাস্থিত পুরুষেরা হস্তীকে দ্রুতবেগে পলায়ন করাইলেন। রাজা মন্ত্র পরিবর্তন করিয়া বীণা বাজাইলেও কাষ্ঠময় হস্তী বীণার শব্দ না শুনার মত পলায়ন করিল, রাজা হস্তীর নিকট যাইতে অক্ষম হইয়া অশ্বারোহণ করিয়া (হস্তীকে) অনুসরণ করিলেন। রাজা দ্রুতবেগে অনুসরণ করিলে (তাঁহার) সৈন্যসামন্ত পশ্চাতে থামিয়া গেল, রাজা একাকী পড়িয়া গেলেন। অতঃপর উভয় পার্শ্বে অবস্থানরত চণ্ডপ্রদ্যোতের পুরুষেরা তাহাকে (রাজা উদয়নকে) ধরিয়া আপন রাজার হাতে অর্পণ করিল। অনন্তর তাহার সৈন্যসামন্ত (রাজা উদয়ন) শত্রুর হস্তগত হইয়াছেন জানিয়া বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া থামিয়া গেল। চণ্ডপ্রদ্যোত ও রাজা উদয়নকে সজীব অবস্থায় ধরিয়া চোর রাখার জন্য নির্দিষ্ট এক গৃহে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া তিনদিন জয় জয় করিয়া স্ফূর্তি অনুভব করিলেন। রাজা উদয়ন তৃতীয় দিবসে কারা প্রহরীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস! তোমাদের রাজা কোথায়?' 'আমার শত্রুকে ধরিয়াছি' এই মহানন্দে জয়োল্লাস করিতেছেন। রাজা উদয়ন তাহা শুনিয়া 'স্ত্রীলোকের ন্যায় তোমাদের রাজার এইরূপ কর্ম কেন? শত্রু রাজাকে ধরিয়া আনিয়া হয় ছাড়িয়া

http://kalpataruboi.org

দেওয়া নচেৎ মারিয়া ফেলা উচিত নহে কি, আমাকে দুঃখের মধ্যে রাখিয়া (তিনি) মহানন্দে জয়োল্লাস করিতেছেন। তাহারা যাইয়া সেই কথাটা রাজাকে নিবেদন করিল। তিনি (প্রদ্যোত) আসিয়া 'সত্য সত্যই কি তুমি এইরূপ বলিয়াছ?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'হাঁ মহারাজ।' ভাল, তোমাকে ছাড়িয়া দিব, তোমার এইরূপ মন্ত্র আছে তাহা আমাকে দিবে কি? ভাল দিব, গ্রহণ করিবার সময় গ্রহণ কর না, তুমি কি আমাকে নমস্কার করিবে?' (প্রদ্যোত) নমস্কার করব না। (উদয়ন) আমিও দিব না—এইরূপ হইলে তোমাকে রাজাজ্ঞ (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত) করিব।' কর, তুমি আমার শরীরের অধিপতি, চিত্তের নয়।

৩. রাজা প্রদ্যোত তাঁহার বীরগর্জিত বাক্য শ্রবণ করিয়া 'কি প্রকারে তাঁহার সেই মন্ত্রটি গ্রহণ করিব' ভাবিয়া এই মন্ত্র অন্য কাহাকেও শিক্ষা করিতে দিতে পারি না, আমার দুহিতাকে ইহার কাছে শিক্ষা করাইয়া আমি তাহার কাছে শিক্ষা করিব, (এই ভাবিয়া) অনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নমস্কার করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিবে অন্য কাহাকেও (মন্ত্রটা) দিবেন কি? হাঁ মহারাজ তাহা হইলে আমাদের ঘরে একজন কুঁজি আছে। সে পর্দার ভিতরে থাকিবে তুমি পর্দার বাহিরে থাকিয়া মন্ত্রটা শিকাইবে।

'তথাস্তু মহারাজ! কুঁজি হউক বা খোঁড়া হউক মনস্কারকারীকে দিব।' তৎপর রাজা প্রদ্যোত যাইয়া কন্যা বাসুলদত্তাকে কহিলেন—'মা, একজন শ্বেতকুষ্ঠী অনর্ঘ্য একটা মন্ত্র জানে, তাহা অন্য কাহাকে শিখাইতে দিতে পারি না; তুমি পর্দার ভিতরে বসিয়া মন্ত্র শিখ, সে পর্দার বাহিরে বসিয়া তোমাকে শিখাইবে। আমি তোমার কাছে শিখিব এইরূপ রাজা প্রদ্যোত পরস্পর সদভাব হইবে সেই ভয়ে কন্যাকে কুঁজি অপর (উদয়নকে) শ্বেতকুষ্ঠি সাজাইয়া বলিলেন। তিনি পর্দার ভিতরে উপবিষ্ট রাজকুমারীকে পর্দার বাহিরে বসিয়া মন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন তাহাকে বারংবার বলা সত্ত্বেও মন্ত্রের শব্দ (স্পষ্ট) উচ্চারণ করতে অক্ষম হেতু 'আরে কুঁজি! তোর মুখ, ওষ্ঠ, কপাল অতি শক্ত, এইরূপ বলিস' কহিলেন। রাজকুমারী ক্রুদ্ধ হইয়া 'আরে দুষ্ট কুষ্ঠি! এইরূপ কেন বলিতেছ? আমার ন্যায় রাজকন্যা কুঁজি হইবে?' জিজ্ঞাসা করিল। তৎপর (উদয়ন) পর্দার কোণা উল্টাইয়া 'তুমি কে?' জিজ্ঞাসিত হইলে 'আমি বাসুলদত্তা নাম্নী রাজকুমারী।' তোমার পিতা আমাকে (তুমি) কুঁজি বলিয়া বলিয়াছিলেন।' (রাজকুমারী) আমাকে বলিবার সময়ও তুমি শ্বেতকুষ্ঠি বলিয়াছিলেন।' তাহারা দুইজনই 'তাহা হইলে আমাদের পরস্পর সদভাবের ভয়ে (এইরূপ) বলা হইয়াছে। পর্দার ভিতরেই তাহাদের ভাব হইল।

৪. সেই হইতে মন্ত্র গ্রহণ বা শিল্প শিখা হয় না। রাজা প্রদ্যোতও দুহিতাকে নিত্য জিজ্ঞাসা করিতেন যে, 'মা! শিল্প শিখিতেছ? 'বাবা! শিখিতেছি।' অতঃপর রাজা উদয়ন তাহাকে বলিলেন—'ভদ্রে! স্বামী কর্তৃক কর্তব্য যাহা তাহা মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগ্নী করিতে পারে না। যদি আমাকে জীবন দিতে পার তাহা হইলে তোমাকে পঞ্চশত সহচরী সখী দিয়া অগ্রমহিষী স্থান দিব।' যদি এই প্রতিশ্রুতিতে

http://kalpataruboi.org

ঠিক থাকিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তোমাকে জীবন দিব', 'প্রিয়ে! সক্ষম হইব। বাসুলদত্তা 'স্বামিন! ভাল' বলিয়া পিতার সমীপে যাইয়া অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। অতঃপর পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'মা! শিল্প শিখা সমাপ্ত হইয়াছে তো?' বাবা! এখনও শিল্প শিখা শেষ হয় নাই। তাহা হইলে মা! কেন আসিয়াছ? বাবা! আমাদের একটা দ্বার ও একটা বাহনের প্রয়োজন, মা ইহা কি জন্য? বাবা, রাত্রিতে তারার সঙ্কেতে মন্ত্রের আবশ্যক একপ্রকার গ্রহণযোগ্য ঔষধ আছে। তজ্জন্য আমাদের সময় এবং অসময় বাহির হওয়ার সময় একটা দ্বার ও একটা বাহন রাখা প্রয়োজন। রাজা প্রদ্যোত ভাল বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। তাহারা যথাভিরুচি একটা দ্বার হস্তগত করিল। রাজার পাঁচটা বাহন ছিল, ভদ্রাবতী নাম্নী হস্তিনী একদিনে পঞ্চাশ যোজন যায়, বেলকণ্ঠী এবং মুঞ্জকেশি দুইটা অশ্ব একশত যোজন যায়, নালাগিরি হস্তী একশ বিশ যোজন যায়। সেই রাজা বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে এক সর্দারের ভৃত্য ছিল। একদিন সেই সর্দার নগরের বাহিরে স্নান করিয়া আসিবার সময়, একজন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগরবাসি মার কর্তৃক গ্রাস করা হেতু একমুষ্টি ভিক্ষাও না পাইয়া যথা ধোয়ানো পাত্র সহিত চলিয়া গেলেন।

৫. অতঃপর প্রত্যেকবুদ্ধ নগরদ্বারে পৌঁছিলে মার ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়া 'প্রভু! কিছু (ভিক্ষা) পাইয়াছেন কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কি আমার কিছু পাইবার মত কাজ করিয়াছ? তাহা হইলে আসিয়া আবার প্রবেশ করুন; এক্ষণই পাইবার বন্দোবস্ত করিব। প্রত্যেকবুদ্ধ কহিলেন—আমি আর থামিব না; যদি আমি পুনঃ প্রবেশ করি, তাহা হইলে সে আবার সমস্ত নগরবাসির শরীরের বেশ ধারণ করিয়া করতালি দিয়া হাস্যজনক ক্রীড়া করিবে। অতঃপর সেই সর্দার যথা ধোয়ানো পাত্র সহিত আগত প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া প্রণাম পূর্বক 'প্রভু! কিছু পাইয়াছেন কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন—'উপাসক! বিচরণ করিয়া বাহির হইয়াছি।' সেই সর্দার ভাবিল যে, আর্য আমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত বিষয়টার উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলিতেছেন, (বোধ করি) কিছু পাইলেন না। অনন্তর পাত্রটি অবলোকনপূর্বক শূন্য দেখিয়া বাটীতে ভাতের রান্না শেষ হইয়াছে বা হয় নাই অজানাবশত নির্ভয়ে পাত্র লইতে অসমর্থ হইয়া 'প্রভু! অল্পক্ষণ দাঁড়ান' এই বলিয়া শীঘ্র ঘরে প্রবেশ করত আমাদের ভাত হইয়াছে কি? জিজ্ঞাসা করিয়া 'ভাত হইয়াছে' বলিলে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল 'বৎস! তোমার সমকক্ষ শীঘ্রগামী অন্য কেহ নাই, অতি শীঘ্র প্রভুর নিকট যাইয়া 'প্রভু! পাত্রটি আমাকে দিন' এই বলিয়া পাত্রটি লইয়া আন। ভৃত্য এক কথাতেই দৌঁড় দিয়া পাত্রটি আনিয়া দিল। অপর ব্যক্তি (সর্দারও) আপন ভোজনের জন্য রান্না ভাত হইতে পাত্রটি পূর্ণ করিয়া 'ইহা শীঘ্র প্রদান করিবে, ইহার দ্বারা উৎপন্ন পুণ্য তোমাকেও দান করিব' বলিয়াছেন। ভৃত্য শীঘ্র যাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে পাত্রটি দিয়া পঞ্চাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত প্রণিপাত পূর্বক বলিল 'প্রভু! সময় উপস্থিত হইয়াছে' ভাবিয়া আমি অতি শীঘ্র গিয়া আসিয়াছি। আমার এই শীঘ্র গমনাগমনের ফলে পঞ্চাশ ষাট একশত

http://kalpataruboi.org

একশ শরীর সূর্য তেজ দ্বারা তপ্ত হইল, তাহার ফলে জন্মে জন্মে আমার আদেশ সূর্যতেজ ন্যায় হউক।

৬. 'এই ভিক্ষাদানে প্রভু কর্তৃক আমাকে পুণ্যদান করা হয়, আমার সেই পুণ্যের ফলে আপনাদের অধিগত ধর্মের আমিও ভাগী হই' প্রার্থনা করিল, প্রত্যেকবুদ্ধ তথাস্তু বলিয়া—

ক. তোমার ইচ্ছিত প্রার্থিত সমস্তই সমৃদ্ধ হোক, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সকল সঙ্কল্প পূর্ণ হোক।

খ. তোমার ইচ্ছিত প্রার্থিত সমস্তই সত্তর সমৃদ্ধ হোক, দ্যুতিমান মণির ন্যায় সকল সঙ্কল্প পূর্ণ হোক।

এইরূপে অনুমোদন করিলেন। এই দুইটা গাথা প্রত্যেকবুদ্ধদের অনুমোদন গাথা। সেইখানে দ্যুতিরস সকল কাম্যবস্তু প্রদানকারী মণিরত্নকে বুঝাইতেছে; ইহা তাহার পূর্বকার চরিত্র। সেই ভৃত্য চণ্ডপ্রদ্যোত হইল। তাহার এই কর্ম প্রভাবে এই পঞ্চবাহন উৎপন্ন হইল। অনন্তর একদিন মহারাজ উদ্যান ক্রীড়ায় বহির্গত হইলেন, রাজা উদয়ন অদ্যই পলায়ন করা উচিত মনে করিয়া বড় বড় চর্মের থলিতে হিরণ্য ও স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ করিয়া ভদ্রাবতী নাম্নী হস্তিনীর পৃষ্ঠে রাখিয়া বাসুলদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। অন্তপুর প্রহরীগণ দেখিয়া শীঘ্র গিয়া রাজা (প্রদ্যোতকে) জানাইল। রাজা শীঘ্র যাও বলিয়া সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। রাজা উদয়ন সৈন্য পশ্চাতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে জানিয়া কহাপন থলিটা খুলিয়া স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিলেন। সৈন্যেরা স্বর্ণমুদ্রার প্রতি লোভবশত বিলম্ব হওয়ার সময় বাহিরে স্থাপিত আপন শিবিরে পৌঁছিয়াছেন। তৎপর আগমনকারী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সৈন্য সামন্ত তাঁহাকে পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। তিনি (উদয়ন) রাজধানীতে উপনীত হইয়া বাসুলদত্তাকে অভিষিক্তা করিয়া অগ্রপাটরাণীর পদে রাখিলেন।

ইহা বাসুলদত্তার উৎপত্তি উপাখ্যান

মাগন্দিয়ার উপাখ্যান

১. মাগন্দিয়া নাম্নী অপর একজন রাণী রাজার নিকট পাটরাণীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি কুরুরাজ্যের মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার মাতার ও খুল্লতাতার নাম ছিল মাগন্দিয়া ও মাগন্দিয়। সেই মাগন্দিয়া দিব্য অপ্সরাসম পরমা সুন্দরী ছিলেন। ইহার পিতা সুযোগ্য বর পাইলেন না। মর্যাদাসম্পন্ন বড় বড় বংশ হইতে প্রাপ্তি হইলেও 'আমার কন্যার পক্ষে তোমরা উপযুক্ত নয়' বলিয়া তর্জন গর্জন করত তাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর একদিন শাস্তা প্রভাতে পৃথিবী অবলোকন করিবার সময় মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের ও তাহার ভার্যার অনাগামী ফল লাভের উপনিশ্রয় হেতু জ্ঞাত হইয়া আপন পাত্র ও চীবর লইয়া তাহার গ্রাম হইতে অগ্নিপূজার স্থানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তথাগতের উত্তম রূপলাবণ্য বিশিষ্ট

http://kalpataruboi.org

দেহ অবলোকন করিয়া এই পৃথিবীতে এই পুরুষ সদৃশ আর কেহ নাই 'ভাবিয়া এই মহাপুরুষ আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র, ইহার পদসেবার জন্য আমার কন্যাকে দিব' মনে করিয়া 'মহাশ্রমণ! আমার একটি কন্যা আছে, আমি এতকাল কন্যার যোগ্য পাত্র পাই নাই; তুমি তাহার যোগ্য, সেও তোমারই যোগ্য, তোমার পদসেবিকা দরকার, তাহারও স্বামী লাভ করা প্রয়োজন, আমি তোমাকে কন্যা দিব, যতক্ষণ আমি ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এইখানে থাক' বলিলেন। শাস্তা কিছু না বলিয়া নীরব রহিলেন। ব্রাহ্মণ শীঘ্র ঘরে যাইয়া 'ওহে প্রিয়ে! আমার কন্যার যোগ্য পাত্র পাইয়াছি, সত্ত্বর তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত কর, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত করাইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শাস্তার নিকট লইয়া গেল।

২. সমস্ত নগর (এই খবরে) বিরাট এক চাঞ্চল্যকর অবস্থা সৃষ্টি হইল, এই ব্রাহ্মণ এতকাল তাহার কন্যার যোগ্য পাত্র নাই বলিয়া কাহাকেও কন্যা দিল না, আজ তাহার কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছে বলিয়া বলিতেছে' সে কীদৃশ পুরুষ তাহাকে দেখিব' বলিয়া নগরবাসি তাহাদের সঙ্গে বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া আসিবার সময় বুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক উক্ত স্থানে না থাকিয়া সেইখানে বুদ্ধের পদচৈত্য (পদচিহ্ন) রাখিয়া অন্যস্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্যকসম্বুদ্ধদের পদচৈত্য অধিষ্ঠানকৃত স্থানে ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় না; যাহার উদ্দেশ্যে পদচৈত্য স্থাপিত হয় সেই ভিন্ন অন্য কেহ দেখিবে না; তাঁহাদের পদচৈত্যগুলি বিলোপ করণার্থ হস্তী প্রভৃতি জন্তু সকল সেইস্থান আক্রান্ত করুক, মহাবৃষ্টি বর্ষণ করুক, মহাবায়ু বা প্রবাহিত হোক, কেহ বা কোন কিছু দ্বারা তাহার বিলোপ সাধন করিতে পারে না। অনন্তর ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে 'সেই পুরুষ কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাঁহাকে এইস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি; তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অবলোকন করিবার সময় বুদ্ধের পদচৈত্য দেখিয়া 'ইহাই তাঁহার পদচিহ্ন' বলিলেন। ব্রাহ্মণী লক্ষণ মন্ত্রাদি সহিত ত্রিবেদ পারদর্শিনী থাকায় লক্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া পদচিহ্ন পরীক্ষা করিয়া 'ব্রাহ্মণ! ইহা পঞ্চকাম ভোগী ব্যক্তির পদচিহ্ন নহে' বলিয়া এই গাথাটি কহিল :

পঞ্চকাম ভোগী ব্যক্তির পদতল সমান নহে, (তল মধ্যে বক্র) দ্বেষাধিক্যের পদতল সত্ত্বর পীড়ন স্বভাব হয়। মূঢ়ের পদতল পিছদিকে টানা থাকে! কিন্তু ঈদৃশ পদচিহ্ন নিষ্কামী ব্যক্তিরই হইবে।

৩. অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিল যে, 'প্রিয়ে! তুমি জলপাত্রে কুমীর আর ঘরে বিশ্রামশীল চোরকে দর্শনক্ষম স্বভাব বিশিষ্ট একজন নারী, চুপ কর, (ব্রাহ্মণী) 'ব্রাহ্মণ! তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বল, কিন্তু ইহা পঞ্চকাম সুখভোগী ব্যক্তির পদচিহ্ন নহে।' ব্রাহ্মণ এদিক সেদিক অবলোকন করিবার সময় শাস্তাকে দেখিয়া 'এইতো সেই মহাপুরুষ' বলিয়া ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট গমনপূর্বক 'শ্রমণ! (আমার) কন্যা তোমার পদসেবার জন্য তোমাকে প্রদান করিতেছি' বলিল। শাস্তা ব্রাহ্মণ কন্যার প্রয়োজন আছে বা নাই কিছু ব্যক্ত না করিয়া 'ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে একটি বিষয় বলিতেছি। ব্রাহ্মণ 'শ্রমণ! বল' বলিলে, শাস্তা

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'মহাভিনিষ্ক্রমণ হইতে অজপাল নিগ্রোধমূল পর্যন্ত মার কর্তৃক কি প্রকারে অনুসরণ করা হইল এবং অজপাল নিগ্রোধমূলে 'এই পুরুষ আমার শক্তি অতিক্রম করিয়াছে' এই ভাবিতে ভাবিতে শোকাতুর মায়ের শোক নিবারণার্থ সমাবেশিত তদীয় কন্যাগণ কর্তৃক কুমারী বেশ ধারণ করত প্রদর্শিত প্রলোভনাদি বলিয়া সেই সময়ও কামসুখ ভোগের প্রতি লিপ্সা জন্মে নাই বলিয়া—তৃষ্ণা, আরতি ও রতি দেখিয়াও কামসুখ ভোগের প্রতি (আমার) লিপ্সা উৎপন্ন হইল না, মলমূত্র পরিপূর্ণ এই দেহের কথা কি বলিব, তাহাকে (তোমার কন্যাকে) পায়েও স্পর্শ করিতে চাই না। এই গাথাটি কহিলেন।

৪. গাথাবসানে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণী অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। (কুমারী) মাগন্দিয়াও 'যদি আমাকে তাঁহার কোন কার্যেই না লাগে তাহলে কার্যহীন বলিয়াই বলা উচিত। এই পুরুষ আমাকে মলমূত্র পরিপূর্ণা মহিলা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তথাস্তু; নিজের জাতিকুল, গোত্র, ধন, বয়স ইত্যাদির যোগ্য স্বামী লইয়া শ্রমণ গৌতমকে উচিত কর্তব্য করিয়া দেখাইব' ভাবিয়া শাস্তার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করিল। কুমারী মাগন্দিয়া শাস্তার প্রতি যখন বৈরীভাব পোষণ করিল, শাস্তা তাহা জানেন কি, জানেন না? জানেন, জানা সত্ত্বেও কেন গাথাটি দেশনা করিলেন? অপর দুইজনের জন্যই দেশনা করিলেন। বুদ্ধগণ বৈরীকে অগ্রাহ্য করিয়া মার্গফল লাভে উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপলক্ষেই ধর্মদেশনা করেন। মাতাপিতা তাহাকে লইয়া চূলমাগন্দিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ করত অর্হৎমার্গ লাভ করিলেন। চূলমাগন্দিয়া ব্রাহ্মণও চিন্তা করিল যে 'আমার কন্যা সামান্য লোকের পক্ষে যোগ্য নহে; কোন একজন মহারাজেরই যোগ্য।' কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কৌশম্বিতে গমনপূর্বক সর্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া 'মহারাজ! এই স্ত্রীরত্ন আপনারই যোগ্য' বলিয়া রাজা উদয়নের হস্তে সমর্পণ করিল। রাজা উদয়ন তাহার দর্শনমাত্র উৎপন্ন প্রবল স্নেহবশে অভিষিক্তা করিয়া পঞ্চশত সহচরী সখী দিয়া পাটেশ্বরীপদে রাখিলেন।

ইহা মাগন্দিয়ার উৎপত্তি উপাখ্যান

উদয়নের মৃত্যু সন্দিশিত উপাখ্যান

১. এইরূপ তাঁহার এক সহস্র পঞ্চশত নর্তকী পরিবৃতা তিনজন পাটেশ্বরী ছিল। সেই সময় কৌশম্বি নগরে ঘোষিত শ্রেষ্ঠী, কুক্কুট শ্রেষ্ঠী, পাবারিয় শ্রেষ্ঠী নামক তিনজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহারা একসময় দেখিলেন যে, বর্ষাঋতু নিকটবর্তী হইলে হিমবন্ত প্রদেশ হইতে আসিয়া নগরে ভিক্ষার্থ বিচরণরত পঞ্চশত তাপস, তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আসন প্রদান করত ভোজন করাইয়া চারিমাস আপন সেবাধীনে রাখিয়া পুনঃ বর্ষাঋতুতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিতেন! তাপসগণও সেই সময় হইতে আটমাস হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়া চারি মাস তাঁহাদের নিকট থাকিতেন। তাপসগণ একদা হিমবন্ত প্রদেশ

http://kalpataruboi.org

হইতে আসিবার সময় বনের মধ্যে এক বিরাট বটবৃক্ষ দেখিয়া সেই বৃক্ষ ছায়ায় বসিলেন। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তাপস ভাবিলেন যে, এই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত দেবতা সামান্য নহেন, মহাপ্রভাবশালী একজন দেবরাজ এই বৃক্ষে বাস করেন, তিনি যদি তাপসগণকে জলদান করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক হইবে। দেবতা জলদান করিলেন। তাপস স্নানের জল কামনা করিলেন, তাহাও দিলেন! তৎপর অন্ন কামনা করিলেন। তাহাও দিলেন। অতঃপর তাহার এইরূপ মনোভাব হইল—এই দেবরাজ আমাদের কাম্য সমস্ত দান করিতেছেন, আহা! তাঁহাকে যদি দেখিতে পারিতাম, দেবরাজ বৃক্ষের গুড়ি ভেদ করিয়া (তাপসগণকে) দেখা দিলেন।

২. অতঃপর তাপসগণ, 'দেবরাজ, আপনার মহান সম্পদ, কি কর্ম করিয়া এই সম্পদ লাভ করিলেন?' জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য, জিজ্ঞাসা করিবেন না, বলুন দেবরাজ, দেবরাজ নিজ কর্মের স্বল্পতাহেতু লজ্জাবশত বলিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাপস বারংবার অনুরোধ করাতে, তাহা হইলে শুনুন, এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন। সেই দেবতা (পূর্ব জন্মে) এক দরিদ্র লোক ছিলেন, চাকরী অনুসন্ধান করিতেন অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর অধীনে চাকরীতে ভর্তি হইয়া সেই চাকরীর উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিলেন। অনন্তর এক উপোসথ দিবসে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী বিহার হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেহ তাঁহার চাকরকে অদ্য উপোসথ দিবস বলিয়া বলিয়াছে কি? 'প্রভু! বলা হয় নাই।' তাহা হইলে তাহার বৈকালের খানা রান্না কর। অতঃপর তাহার জন্য এক পোয়া চাউল রান্না করিল। সে দিনের বেলায় বনে কাজ করিয়া বৈকালে বাড়ি আসিল, (তাহাকে) ভাত বাড়িয়া দিলে ক্ষুধা হোক ত্বরা ভোজন না করিয়া ভাবিল যে, এই ঘরে অন্যান্য দিনে 'ভাত দাও, ঝোল দাও, ব্যঞ্জন দাও' ইত্যাদি শব্দের এক বিরাট কোলাহল হইত, কিন্তু আজ সকলে শুইয়া পড়িল। গৃহজন কেবল আমার জন্য ভাত বাড়িল, ইহার কারণ কি, ভাবিয়া 'অন্যলোক আহার ভোজন করিল কি না?' জিজ্ঞাসা করিল। 'বৎস! কেহ ভোজন করে নাই' 'কি কারণ?' 'এই গৃহে উপোসথ দিবসে বৈকালে কেহ ভোজন করেন নাই, সকলেই উপোসথধারী, এমন কি মহাশ্রেষ্ঠী দুগ্ধপায়ী শিশুদেরও মুখ ধোওয়াইয়া চতুর্মধু মুখে দিয়া শিশুদিগকে উপোসথধারী করাইতেছেন।

৩. সুগন্ধ তৈলের প্রদীপ জ্বলিবার সময় শয্যাগত ছোট বড় সকলে দ্বাত্রিংশ প্রকার অশুচি ভাবনা জপিতেছে, তোমাকে উপোসথ দিবস বলিয়া বলিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই কারণে কেবল তোমার জন্যই ভাত রান্না করা হয়, তাহা ভোজন কর। যদি এখন উপোসথধারী হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমিও হইব, সেই বিষয় শ্রেষ্ঠী জানে, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা যাইয়া শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিল। শ্রেষ্ঠী এইরূপ বলিলেন 'এখন ভোজন না করিয়া মুখ ধুইয়া অষ্টাঙ্গ সমেত উপোসথ (শীল) অধিষ্ঠান করিলে অর্দ্ধোপসথের ফল লাভ করিতে পারে।' চাকর তাহা শুনিয়া সেইরূপ করিল। সারাদিন (বনে) কাজ করিতে

http://kalpataruboi.org

করিতে ক্ষুধা হওয়াতে তাহার শরীরে বায়ু প্রকুপিত হইল। সে রজ্জু দ্বারা উদর বদ্ধ করত রজ্জুর কোণাটি ধরিয়া (ভূমিতে) এইদিক সেইদিক গড়াগড়ি করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী সেই কথা শুনিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া চতুর্মধু লইয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক 'বৎস! কি হইয়াছে? জিজ্ঞাসা করিলেন। 'প্রভু! আমার বায়ু কুপিত হইয়াছে।' তাহা হইলে উঠিয়া এই ঔষধ সেবন কর, প্রভু! আপনারাও সেবন করিয়াছেন কি? আমাদের তো ব্যাধি নাই, তুমি খাও, প্রভু! আমি পূর্ণ দিবস উপোসথ পালন করিতে অক্ষম হই, আমার অর্দ্ধোপসথও নষ্ট না হোক' ভাবিয়া ঔষধ সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। শ্রেষ্ঠী 'বৎস! এইরূপ করিও না' বলিলেও রাজি না হইয়া প্রভাতে ম্লান পুষ্পমালার মত কালপ্রাপ্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষে জন্মগ্রহণ করিল।

৪. তদহেতু এই কথা বলিয়া 'সেই শ্রেষ্ঠী বুদ্ধভক্ত, ধর্মভক্ত এবং সঙ্ঘভক্ত তাঁহার দ্বারা কৃত অর্ধ উপোসথের ফলে এই সম্পদ লাভ করিয়াছি' বলিলেন। 'বুদ্ধ' এই বচন শুনা মাত্রই পঞ্চশত তাপস আসন হইতে উঠিয়া দেবতার দিকে করজোড় পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'বুদ্ধ' বলিয়া (কি) বলিব? 'বুদ্ধ' বলিয়া তিনবার উচ্চারণ করিয়া (বুদ্ধ) এই শব্দটি জগতে দুর্লভ, প্রীতি বাক্য প্রকাশ করিয়া, হে দেবরাজ! অনেক লক্ষ কল্পের মধ্যে অশ্রুত পূর্ব বুদ্ধ শব্দ তোমাকর্তৃক শ্রুত হয়, বলিলেন। অনন্তর শিষ্যগণ আচার্যকে বলিলেন যে, তাহা হইলে চলুন শাস্তার নিকট। শিষ্যগণ, তিনজন মহাশ্রেষ্ঠী আমাদের পরম উপকারী লোক, আগামীকল্য তাঁহাদের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকেও এই সমাচার জানাইয়া যাইব, শিষ্যগণ! তাতে তোমরা রাজী হও। তাহারা (গুরুর আদেশে) রাজি হইল। পর দিবস শ্রেষ্ঠীগণ অন্ন ও পায়সান্ন এবং আসন প্রস্তুত করিয়া আজ আমাদের আর্যগণের আগমন দিবস এই বলিয়া আগু বাড়িয়া গমন পূর্বক তাহাদিগকে নিজ নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়া ভোজন করাইলেন। তাপসগণ ভোজনাবসানে শ্রেষ্ঠীদিগকে বলিল যে আমরা চলিয়া যাইতেছি। প্রভু! আপনারা চারি বর্ষা মাস এইখানে অবস্থান করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছেন, নয় কি? এখন কোথায় যাইতেছেন? 'জগতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইজন্য বুদ্ধের নিকট যাইব।'

৫. কি বলিতেছেন, সেই শাস্তার নিকট কেবল আপনাদেরই যাওয়া উচিত? বন্ধুগণ, অন্য ব্যক্তিদের জন্যও মুক্তদ্বার, 'ভদন্ত! তাহা হইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমরাও প্রস্তুত হইয়া আসিব।' 'তোমরা প্রস্তুত হইতে হইতে আমাদের বিলম্ব হইবে, আমরা আগে যাই, তোমরা পশ্চাতে আসিও।' এই বলিয়া তাপসগণ সর্বাগ্রে যাইয়া সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শন লাভ করিয়া গুণকীর্তন করত অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে বসিলেন। অতঃপর শাস্তা তাহাদিগকে আনুপূর্বিক কথা প্রসঙ্গে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনাবসানে সকলে প্রতিসম্ভিদা প্রজ্ঞার সহিত অর্হৎমার্গ লাভ করত প্রব্রজিত হইয়া 'এসো ভিক্ষুগণ' এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরধারী ভিক্ষু হইলেন। সেই শ্রেষ্ঠীত্রয়ও পঞ্চশত পঞ্চশত শকট

http://kalpataruboi.org

পরিপূর্ণ করিয়া অন্ন, বস্ত্র, ঘৃত ও মধু ইত্যাদি প্রশস্ত দানীয় উপকরণ লইয়া শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেশনাবসানে সকলে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন! তাহারা প্রায় এক পক্ষকাল সেইখানে খাদ্য-ভোজ্য ইত্যাদি দান করত শাস্তার নিকট কালযাপন করিয়া কৌশম্বিতে গমন করিবার জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সম্মতি প্রদান পূর্বক শাস্তা কহিলেন—'তথাগতগণ শূন্যাগারে অবস্থানই পছন্দ করেন,' এই কথা বলিলে শিষ্যগণ—'ভদন্ত! আমরা তাহা জানি, আমাদের সংবাদ পাইলে কৌশম্বিতে পদার্পণ করিবেন' বলিয়া নিমন্ত্রণ করত তাঁহারা কৌশম্বিতে ফিরিলেন। তাঁহারা কৌশম্বিতে যাইয়া ঘোষিত শ্রেষ্ঠী ঘোষিতারাম, কুক্কুট শ্রেষ্ঠী কুক্কুটারাম এবং পাবারিয় শ্রেষ্ঠী পাবারিকারাম নামে তিনখানা মহাবিহার নির্মাণ করাইয়া শাস্তার আগমন প্রার্থনা করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শাস্তা তাহাদের সংবাদ শুনিয়া কৌশম্বিতে গমন করিলেন। তাঁহারা আগু বাড়িয়া সসম্মানে শাস্তাকে বিহারে প্রবেশ করাইয়া পালাক্রমে সেবা করিতে লাগিলেন। শাস্তা এক এক বিহারে এক একদিন করিয়া যাপন করিতেন। যাহার বিহারে অবস্থান করেন, তাঁহার ঘরদ্বারে ভিক্ষায় যাইতেন।

৬. সেই শ্রেষ্ঠীত্রয়ের সেবার জন্য সুমন নামক একজন মালী ছিল। সে সেই শ্রেষ্ঠীত্রয়কে এইরূপ বলিল—'আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আপনাদের উপকারী লোক, শাস্তাকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি, আমার জন্য একদিন শাস্তাকে দিবেন।' 'তাহা হইলে আগামীকল্য ভোজন করাও' সে 'প্রভু! ভাল' বলিয়া সম্মতি দান করত শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আতিথ্য সম্পাদন করিল। সেই সময় রাজা উদয়ন প্রত্যহ শ্যামাবতীকে ফুলের জন্য আটটি কহাপণ দিতেন। শ্যামাবতীর কুজ্জত্তরা নামে দাসী সুমন মালীর নিকট যাইয়া নিত্য ফুল ক্রয় করিত। সেইদিন মালী কুজ্জত্তরাকে বলিল যে, অদ্য আমাকর্তৃক শাস্তা নিমন্ত্রিত, ফুল দিয়া শাস্তাকে পূজা করিব, তুমিও তাঁহাকে পরিবেশন করিবার জন্য সহায়তা করত ধর্মশ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট ফুলগুলি লইয়া যাও। কুজ্জত্তরা ভাল বলিয়া স্বীকৃত হইল। সুমন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া অনুমোদনের জন্য পাত্র গ্রহণ করিল। শাস্তা ভূক্তানুমোদন ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। কুজ্জত্তরা শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। কুজ্জত্তরা অন্যান্য দিন চারি কহাপণ নিজে রাখিয়া চারি কহাপণ দিয়া ফুল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু সেইদিন আট কহাপণের ফুল লইয়া গেল।

৭. অনন্তর শ্যামাবতী কুজ্জত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিল যে 'মা! আজ আমাদের মহারাজ ফুলের জন্য মূল্য দ্বিগুণ দিল নাকি?' না, পুণ্যেশ্বরী, তাহা হইলে এতগুলি ফুল কেন? (কুজ্জত্তরা) অন্যান্য দিন আমি চারি কহাপণ রাখিয়া (মাত্র) চারি কহাপণ দিয়া ফুল আনিতাম। (শ্যামাবতী) আজ রাখ নাই কেন? (কুজ্জত্তরা) সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া আমার ধর্মজ্ঞান হইয়াছে। অতঃপর শ্যামাবতী কুজ্জত্তরাকে—'ওরে দুষ্টমতি দাসী! এতদিন তুই লুক্কায়িত কহাপণ

kalpataru BOI PDF

http://kalpataruboi.org

আমাকে দিয়া দিস' এইরূপ তর্জন না করিয়া মা! তোমাকর্তৃক পীত ধর্মামৃত আমাকেও পান করাও বলিলেন। কুজ্জত্তরা, তাহা হইলে আমাকে স্নান করাইবেন, বলিলে ষোড়শ কলসী সুগন্ধ মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া দুইখানা সুকোমল বস্ত্র দেওয়াইলেন। কুজ্জত্তরা একখানা কাপড় পড়িয়া অপর কাপড়খানা একাংশ করিয়া পরিধান করত আসনে উপবেশন করিয়া চিত্র ব্যজনী হস্তে গ্রহণ করত পঞ্চশত রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া শাস্তার দেশনার ন্যায় ধর্মদেশনা করিতে লাগিল। তাহার ধর্মোপদেশ শুনিয়া সকলে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহারা সকলে কুজ্জত্তরাকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, 'মা! আজ হইতে তুমি নীচ দাসী বৃত্তি করিবেন না; আমাদের মাতৃস্থানে এবং গুরুস্থানে থাকিবেন। শাস্তার নিকট গমনপূর্বক দেশিত ধর্ম উপদেশ আমাদিগকে শুনাইবেন।' কুজ্জত্তরা তাদৃশ করিতে করিতে কিয়ৎকাল পরে ত্রিপিটকধারিণী হইল; অনন্তর শাস্তা 'ভিক্ষুগণ! আমার বহুশ্রুতা ধর্মকথিকা শ্রাবিকা উপাসিকাদের মধ্যে কুজ্জত্তরা সর্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া তাহাকে অগ্রস্থানে রাখিলেন।

৮. সেই পঞ্চশত রমণী তাহাকে (কুজ্জত্তরাকে) এইরূপ বলিল 'মাতা! আমরা শাস্তাকে দর্শন করিতে চাই, আমাদিগকে দেখাইবেন, সুগন্ধ পুষ্পমাল্য দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব।' কুজ্জত্তরা বলিল যে 'আর্য! রাজবাড়ি হইল যে বড় কথা, তোমাদিগকে লইয়া বাহিরে যাওয়া সম্ভব নহে।' (রমণীগণ) 'মা! আমাদিগকে নাশিও না, শাস্তাকে দেখাইতেই হইবে। (কুজ্জত্তরা) তাহা হইলে আপনারা যে প্রকোষ্ঠে বাস করেন সেইখানে ভিত্তিতে যে পরিমাণে দেখা যায় সেই পরিমাণে ছিদ্র করিয়া সুগন্ধ পুষ্পমাল্য আনিয়া রাখিবেন, শাস্তা শ্রেষ্ঠীত্রয়ের ঘরদ্বারে যাওয়ার সময় সেই সেই ছিদ্র দিয়া দর্শন করিবেন, হাত বাড়িয়া বন্দনা করিবেন এবং পূজাও করিবেন। তাঁহারা শাস্তাকে আসিবার সময় এবং ফিরিয়া যাওয়ার সময় বন্দনা করিলেন ও পূজা করিলেন।

অতঃপর একদিবস মাগন্দিয়া আপন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া পায়চারী করিতে করিতে রমণীদের বাসস্থানে গিয়া প্রকোষ্ঠ ভিত্তিতে ছিদ্র দেখিয়া এইগুলি কি? প্রশ্ন করিল, শাস্তার প্রতি মাগন্দিয়ার যে বৈরীভাব রমণীগণ তাহা না জানিয়া শাস্তা এই নগরে আসিয়াছেন আমরা এইখানে থাকিয়া শাস্তাকে দর্শন করিব এবং পূজা করিব, বলিয়া উত্তর দিলেন। রমণীগণ এইকথা বলিলে মাগন্দিয়া ভাবিলেন যে শ্রমণ গৌতম এই নগরে আসিয়াছেন, এখন তাঁহাকে কি করা উচিত (দেখি) ইহারাও তাহার সেবিকা। ইহাদিগকেও কি করা উচিত, ভাবিয়া মহারাজের নিকট গিয়া কহিল 'মহারাজ! শ্যামাবতীর আশ্রিত সঙ্গীদের মধ্যে বিরাট এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে, (তাহারা) কয়েকদিনের মধ্যে আপনার প্রাণনাশ করিবে।' মহারাজ মাগন্দিয়ার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন যে শ্যামাবতীর সহচরী রমণীগণ এইরূপ করিবে না। মাগন্দিয়া বারংবার বলা সত্ত্বেও মহারাজ তাহা একেবারেই বিশ্বাস করিলেন না। মাগন্দিয়া তিনবার বলা সত্ত্বেও রাজা যখন বিশ্বাস করিলেন না অবশেষে মাগন্দিয়া বলিল 'মহারাজ! যদি আমার কথা বিশ্বাস

http://kalpataruboi.org

না করেন, তাহা হইলে তাহাদের বাসস্থানে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।'

৯. মহারাজ প্রকোষ্ঠসমূহে গিয়া ছিদ্র দেখিয়া 'এইগুলি কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার যথার্থ কারণ জানাইলে তাহাদের উপর রাগ না করিয়া কিছু কথাও না বলিয়া ছিদ্রগুলি বন্ধ করাইয়া সমস্ত প্রকোষ্ঠসমূহে উর্দ্ধ ছিদ্রের পরিবর্তে ছোট কপাট বন্ধ করাইলেন। উর্দ্ধ বাতায়ন কপাট সেই সময় হইতে (ভারতবর্ষে) প্রচলিত। মাগন্দিয়া তাহাদিগকে কিছু করিতে অক্ষম হইয়া শ্রমণ গৌতমকেই অনিষ্টসাধন করিবে ভাবিয়া নগরবাসিদিগকে ঘুষ দিয়া আদেশ করিল 'শ্রমণ গৌতম নগরের ভিতরে আসিয়া বিচরণ করিবার সময় দাস-দাসী শ্রমিক পুরুষদের সঙ্গে (তাঁহাকে) আক্রোশ করিয়া লাঞ্ছনা দিয়া নগর হইতে তাড়াও।' ত্রিরত্নের প্রতি অপ্রসন্ন মিথ্যাদৃষ্টিক লোকেরা নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শাস্তার পিছে পিছে অনুসরণ করত 'হে চোর, নিষ্ঠুর, মূর্খ, উষ্ট্র, গরু, গাধা, নারকী, পশু, তোর সুগতি নাই; তোর দুর্গতিই একমাত্র অবলম্বন' এইরূপ দশবিধ আক্রোশ কথা দিয়া গালাগালি করিতে লাগিল। এই প্রকার গালাগালি শুনিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির শাস্তাকে বলিলেন 'প্রভু! এই নগরবাসিরা আমাদিগকে আক্রোশ করিতেছে, কুৎসিত ব্যবহার করিতেছে, চলুন অন্যত্র চলিয়া যাই। শাস্তা—'আনন্দ! সেইখানে লোকেরা এইরূপ আক্রোশ করিলে আমরা আবার কোথায় যাইব?' আনন্দ 'প্রভু! সেইখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইব,' শাস্তা—'আনন্দ! সেইখানে লোকের এইরূপ আক্রোশ করিলে আমরা আবার কোথায় যাইব?' আনন্দ 'প্রভু! সেইখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইব,' শাস্তা—'আনন্দ! সেইরূপ করা উচিত নহে, যেইখানে যে গোলযোগ উৎপন্ন হয়, তাহা সেইখানেই উপশমিত হইলে অন্যত্র যাওয়া উচিত।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আনন্দ! কাহারা আক্রোশ করিতেছে?' আনন্দ বলিলেন 'প্রভু! দাস-দাসী প্রভৃতি সকলে আক্রোশ করিতেছে।' 'আনন্দ! আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হস্তীসদৃশ, সংগ্রামে অবতীর্ণ হস্তী চতুর্দিক হইতে পতিত শর যেমন সহ্য করে তদ্রূপ বহু দুঃশীল ব্যক্তি কর্তৃক কথিত দুর্বাক্য সহ্য করি, এই বলিয়া আত্মোপলক্ষ করত ধর্মদেশনা করিবার সময় নাগবর্গে এই তিনটি গাথা দেশনা করিলেন।

১০. রণক্ষেত্রে হস্তী ধনু নিঃসৃত শর নিজ শরীরে পতিত হইলে যেমন তাহা সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করে; তাদৃশ আমিও দুর্জনদিগের দুর্বাক্য সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করে; তাদৃশ আমিও দুর্জনদিগের দুর্বাক্য সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিব, এ জগতে দুঃশীল ব্যক্তিই অধিক।

লোকেরা সুশিক্ষিত হস্তী জনতার মধ্যে লইয়া যায়, নৃপতিও সুদান্ত হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া পরিভ্রমণ করেন। সেইরূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে আত্মসংযমকারী শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি দুর্জনদিগের পরুষ বাক্য সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করেন।

সুশিক্ষিত অশ্বতর ও সুশিক্ষিত অশ্ব, সিন্ধুদেশোদ্ভব অশ্ব এবং কুঞ্জর নামক মহানাগ এই সকল দুর্দান্ত হইলে ভাল হয়, কিন্তু আত্মসংযমকারী এই সকল হইতে উৎকৃষ্টতর।

http://kalpataruboi.org

এই ধর্মদেশনা উপস্থিত জনসাধারণের পক্ষে সার্থক হইল; শাস্তা এইরূপ ধর্মদেশনা করিয়া বলিলেন যে, 'আনন্দ! তুমি কিছু মনে করিও না, ইহারা সপ্তাহকাল মাত্র আক্রোশ করিবে, অষ্টম দিনে নীরব হইবে। বুদ্ধগণ সম্পর্কে উৎপন্ন গোলযোগ সপ্তাহের উপর যায় না।'

মাগন্দিয়া শাস্তাকে অপমানাদি অনেক আক্রোশ করাইয়া তাড়াতাড়ি অসমর্থ হইয়া 'এখন কি করিব?' ভাবিতে লাগিলেন। এই রমণীগণই শ্রমণ গৌতমের সহায়শীলা; সুতরাং ইহাদের বিপদ ঘটাইব মনে করিয়া একদিন মহারাজার মদ্যপানাগারে অবস্থান করিবার সময় মাগন্দিয়া তাহার খুল্লতাতের নিকট একটা পত্র দিয়া জানাইল যে আটটি মৃত কুক্কুট এবং জীবন্ত আটটি কুক্কুট লইয়া আসুন, আসিয়া সোপানোপরে দাঁড়াইয়া আগমন বার্তা জানাইবেন, প্রবেশ করিতে বলিলেও ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আগে আটটি জীবন্ত কুক্কুট পাঠাইলেন। তৎপর মূল কুক্কুটগুলি পাঠাইবেন। বালক রাজভৃত্যকে ডাকিয়া 'আমার কথার মত কাজ করিও' আদেশ করত তাহাকে ঘুষ দিল। চূল মাগন্দিয়া আসিয়া আগমন সংবাদ রাজাকে জানাইলে ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল, কিন্তু রাজা মদ্যপানাগারে প্রবেশ না করিয়া বলিল। মাগন্দিয়া বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বৎস! আমার খুল্লতাতের কাছে যাও বলিয়া পাঠাইল। ভৃত্য যাইয়া খুল্লতাত কর্তৃক প্রদত্ত আটটি জীবন্ত কুক্কুট আনিয়া 'মহারাজ! আপনার জন্য পুরোহিত কর্তৃক এই উপঢৌকন প্রেরিত বলিয়া' বলিল।

১১. রাজা বলিলেন—'আমাদের বেশ ভাল মজার জিনিস পাঠান হইল, কে পাক করিবে?' মাগন্দিয়া বলিল যে, মহারাজ, শ্যামাবতী প্রমুখ পঞ্চশত রমণী নিষ্কর্মা বসিয়া থাকেন, তাহাদের কাছে পাঠাইয়া দিন, এইগুলি পাক করিয়া লইয়া আসে যেন। রাজা বালক ভৃত্যকে দিয়া তাহাদের কাছে পাঠাইয়া দিলেন যেন অপর কেহ হাতে না দিয়া তাহারা স্বহস্তে মারিয়া পাক করিয়া যেন আনে। বালক ভৃত্য রাজার নিয়োগানুযায়ী তাহাদের কাছে যাইয়া রাজার আদেশ শ্রুত করাইল। তাহারা (রমণীগণ) 'আমরা প্রাণীহত্যা করি না' বলিয়া রাজাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিল; বালক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া সেই কথা রাজাকে জানাইল। মাগন্দিয়া বালক ভৃত্যের কথা শুনিয়া 'মহারাজ! তাহারা প্রাণীহত্যা করে বা করে না বুঝিতে হইলে শ্রমণ গৌতমের জন্য পাক করিয়া পাঠাও' এইরূপ আদেশ দিতে লাগিল। মহারাজ তাদৃশ পাঠাইলেন। বালক ভৃত্য সজীব কুক্কুটগুলি লইয়া চলিয়া যাওয়ার ন্যায় পরে দেখাইয়া সেই কুক্কুটগুলি পুরোহিতকে দিয়া মৃত কুক্কুটগুলি লইয়া তাহাদের কাছে গিয়া বলিল যে, এইগুলি পাক করিয়া শাস্তার জন্য পাঠাইবে। (রমণীগণ তাহা শুনিয়া) 'ভাল, ভাল, লইয়া আস ভাই! এইতো আমাদের কাজ' বলিয়া আগু বাড়িয়া মৃত কুক্কুটগুলি লইলেন। বালক ভৃত্য রাজার নিকট ফিরিয়া আসিলে মহারাজ জিজ্ঞাসিলেন 'বৎস! কি খরব?' 'মহারাজ! শ্রমণ গৌতমের জন্য পাক করিয়া পাঠাইয়া দিবেন' বলা মাত্রেই আগু বাড়িয়া আসিয়া দহণ করিলেন। মাগন্দিয়া 'মহারাজ! দেখুন, তাহারা আপনার সদৃশ ব্যক্তিদের

http://kalpataruboi.org

সেবা করিতেছে না, তাহাদের বাহিরে একটা ষড়যন্ত্র আছে বলিলেও আপনি বিশ্বাস করেন নাই। রাজা মাগন্দিয়ার কথা শুনিয়াও সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়া নীরব রহিলেন। মাগন্দিয়া কি করিব বলিয়া ভাবিতে লাগিল।

তখন রাজা শ্যামাবতী বসুলদত্তা এবং মাগন্দিয়া এই রাণীত্রয়ার প্রাসাদত্রয়ে পালাক্রমে সাতদিন করিয়া অবস্থান করিতেন। অনন্তর রাজা আগামীকল্য বা পরশু শ্যামাবতীর প্রাসাদে যাইবেন জানিয়া মাগন্দিয়া খুল্লতাতের কাছে একটা পত্র পাঠাইল যে ঔষধ দ্বারা বিষদন্ত ধুইয়া একটা সাপ পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সেইরূপ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। রাজা যে স্থানে গমন করুন না কেন নিজের হস্তীকান্ত বীণাটা তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। সেই বীণার গায়ে একটা ছিদ্র ছিল; মাগন্দিয়া সেই ছিদ্র দিয়া সাপটাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া সেই ছিদ্রটি ফুল দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। সাপটা দুই তিন দিন বীণার মধ্যে ছিল।

১২. মহারাজ যাইবার দিবস মাগন্দিয়া জিজ্ঞাসিল যে, 'দেব! আজ কাহার প্রাসাদে যাইবেন?' মহারাজ বলিলেন 'শ্যামাবতীর প্রাসাদে।' তখন মাগন্দিয়া কহিল যে, 'দেব! আজ আমি এক কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, আজ আপনি সেইখানে যাইবেন না।' মহারাজ তাহাতে বলিলেন 'নিশ্চয়ই যাইব।' মাগন্দিয়া তিনবার পর্যন্ত নিষেধ করিল, মহারাজ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। 'আমিও আপনার সঙ্গে যাইব' বলিয়া বলিলে 'মহারাজ বারংবার তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, তথাপি মাগন্দিয়া 'দেব! কি বিপদ ঘটিবে জানি না' বলিয়া রাজার সঙ্গেই চলিয়া গেল। রাজা শ্যামাবতী এবং সহচরীগণ কর্তৃক প্রদত্ত বস্ত্র ফুল সুগন্ধি এবং আভরণ পরিধান করিয়া রাজভোজন ভোজন করত বীণাটি শিরপার্শ্বে রাখিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিলেন। ইত্যবসরে মাগন্দিয়া এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে করিতে বীণার ছিদ্রটি হইতে ফুলগুলি অপসারণ করিল। সাপ দুই তিন দিনের অনাহারে সেই ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া ফোঁস, ফোঁস করত ফণা ধরিয়া শয্যায় পড়িল। মাগন্দিয়া তাহা দেখিয়া 'মহারাজ! এই তো সাপ সাপ' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে রাজার উপর আক্রোশ করত এই লক্ষীছাড়া রাজা একেবারেই মূর্খ, আমার কথা শুনেন নাই, আর এই অলক্ষী দুর্বিনীতা রমণীগণ 'রাজার কাছ থেকে কি না পাইতেছে?' 'তোমরা এই রাজার মৃত্যু হইলেই সুখে বাস করিবে, বাঁচিয়া থাকিলে দুঃখে জীবনযাপন করিবে' ইত্যাদি গালাগালি করিল। (মাগন্দিয়া) 'মহারাজ! আজ আমি এক কুস্বপ্ন দেখিয়াছি; শ্যামাবতীর প্রাসাদে যাওয়া উচিত নহে বলিয়া আপনাকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলা সত্ত্বেও আমার কথা শুনেন নাই। রাজা সাপ দেখিয়া মৃত্যু ভয়ে জর্জরিত হইল, ইহারা এমনও কর্ম করিয়া থাকে; হায়! হায়! ইহাদের পাপাচারের কথা (মাগন্দিয়া) বলা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি নাই। আগে ইহারা আপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে ছিদ্র খনন করিয়া থাকিত, আবার আমার প্রেরিত কুক্কুটগুলি ফিরাইয়া দিল, আজ শয্যায় একটা সাপ ফেলিয়া দিল; রাজা এই সব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিলেন।

১৩. শ্যামাবতীও পঞ্চশত সখীদিগকে উপদেশ দিলেন—'মাতৃবৃন্দা!

http://kalpataruboi.org

আমাদের অন্য কোন শরণ নাই, রাজার প্রতি দেবীর প্রতি এবং নিজের প্রতি সমানভাবে মৈত্রীভাবনা কর, কাহারও উপর বৈরী কর না, 'রাজা সহস্রজনের বলবিশিষ্ট শৃঙ্গ দিয়া তৈরি 'ধনু লইয়া গুণ গুড়াইয়া বিষাক্ত তীর সহিত শ্যামাবতীকে অগ্রে রাখিয়া অপর রমণীগণকে একজনের পিছে একজন রাখিয়া শ্যামাবতীর বক্ষস্থল লক্ষ্য করত শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর তাঁহার মৈত্রী প্রভাবে যেইদিক হইতে নিক্ষিপ্ত সেই দিশাভিমুখী হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাজার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করিবার মত রহিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন যে আমাকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত শর শিলা পর্যন্ত বিদ্ধ করিয়া যাইতে সমর্থ, শূন্যপথে প্রতিহত হইবার কারণও নাই, অথচ এই শর থামিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, এই শর চেতনাবিহীন, প্রাণবিহীন তবুও ইহাদের গুণ উপলব্ধি করিতেছে, কিন্তু আমি মানুষ হইয়াও ইহাদের গুণ উপলব্ধি করিতেছি না 'রাজা ধনু নিক্ষেপ করিয়া শ্যামাবতীর পদতলে হাঁটু নত করিয়া বসিয়া করজোড় পূর্বক এই গাথাটি কহিলেন—

'আমি মোহিত হইতেছি, বিমোহিত হইতেছি, আমার সকল দিক মোহিত হইতেছে, শ্যামাবতী আমাকে রক্ষা কর, তুমি আমার শরণ হও।'

শ্যামাবতী তাঁহার কথা শুনিয়া 'মহারাজ! সাধু, সাধু, সাধু' ধন্যবাদ পূর্বক 'আমার শরণ লউন' এই কথা না বলিয়া 'মহারাজ! আমি যাঁহার শরণাগতা আপনিও তাঁহার শরণাগত হউন' বলিলেন।

সম্যকসম্বুদ্ধ শ্রাবিকা, শ্যামাবতী, ইহা বলিয়া 'আপনি আমার শরণাগত হইবেন না, আমি যাঁহার শরণাগতা হই, আপনিও তাঁহার শরণাগত হউন।'

'মহারাজ! আমি যাঁহার শরণাগতা হই ইনি বুদ্ধ, ইনি অনুত্তর, আপনি সেই বুদ্ধের শরণাগত হউন, আপনিও আমাকে রক্ষা করুন' কহিলেন।

মহারাজ শ্যামাবতীর এই কথা শুনিয়া 'আমি এখন অধিক ভয় করিতেছি' বলিয়া এই গাথাটি বলিলেন—

'যিনি মহারাজ সেই আমি অধিক প্রমোহিত হইতেছি, আমার সকল দিক মোহিত হইতেছে, শ্যামাবতী আমাকে রক্ষা কর, তুমি আমার শরণ হও।'

১৪. অনন্তর শ্যামাবতী পূর্ববৎ (রাজার অনুরোধ) পুনঃ প্রতিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ কহিলেন যে, 'তাহা হইলে তোমারও শরণ লইতেছি, আর আমাকে একটা বরও দিব' বলিলে শ্যামাবতী কহিলেন 'মহারাজ! বর গ্রহণ করা হউক।' রাজা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহকাল প্রচুর দান করিলেন, শ্যামাবতীকে ডাকিয়া 'উঠ, বর লও' কহিলেন। শ্যামাবতী 'মহারাজ! আমার সোনা রূপা প্রভৃতি ধনের কোন প্রয়োজন নাই, এমন একটা বর আমাকে দিন যাহাতে শাস্তা প্রত্যহ পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত এইখানে (রাজপ্রাসাদে) আসেন, তখন আমি ধর্ম শ্রবণ করিব' কহিলেন। রাজা শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক 'প্রভু! পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত প্রত্যহ এইখানে আসুন, শ্যামাবতী প্রভৃতি সহচরীগণ ধর্মশ্রবণ করিবেন' বলিলেন। বুদ্ধ

http://kalpataruboi.org

কহিলেন—মহারাজ! বুদ্ধগণের একস্থানে প্রত্যহ যাতায়াত করা উচিত নহে, জনসাধারণ বুদ্ধের প্রত্যাশা করেন। রাজা অনুরোধ করিলেন—প্রভু! তাহা হইলে একজন ভিক্ষুকে আদেশ প্রদান করুন। শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত নিত্য রাজপ্রাসাদে যাইতেন; শ্যামাবতী প্রমুখ সহচরীগণ প্রত্যহ ভিক্ষুগণকে ভোজন করাইয়া ধর্মশ্রবণ করিতেন।

তাঁহারা একদিন আনন্দ স্থবিরের ধর্মোপদেশ শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া পঞ্চশত উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা পূজা করিলেন, এক এক উত্তরীয় বস্ত্রের মূল্য ছিল পঞ্চশত মুদ্রা। তাঁহাদের একটিমাত্র পরিধান বস্ত্র দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের উত্তরীয় বস্ত্র কোথায়? আমাদের আর্যকে দান করিয়াছি; তিনি কি সমস্ত বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন? 'হাঁ গ্রহণ করিয়াছেন।' রাজা স্থবিরের নিকট গিয়া বন্দনা করত রাজমহিলাদিগের উত্তরীয় বস্ত্র দানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারা দান করিয়াছেন এবং স্থবির গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া 'প্রভু! বস্ত্র অনেক নয় কি? এতগুলি বস্ত্র দিয়া কি করিবেন' জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৫. স্থবির বলিলেন—মহারাজ! আমাদের প্রয়োজন মত গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট বস্ত্র জীর্ণ চীবর পরিধানকারীদিগকে দিব, রাজা—'তাঁহারা পুরাতন চীবরগুলি কি করিবেন?' আনন্দ স্থবির—তাঁহারা অধিক জীর্ণ চীবর পরিধানকারী ভিক্ষুদিগকে দিবেন, রাজা—তাঁহারা নিজের অধিক জীর্ণ চীবরগুলি কি করিবেন? আনন্দ স্থবির—তাহারা (সেইগুলি দিয়া বিছানার) চাদর তৈরি করিবেন, রাজা—তাঁহারা পুরাতন চাদর কি করিবেন? আনন্দ স্থবির—তাঁহারা পুরাতন চাদরগুলি ভূমিতে বিছাইবেন, রাজা—তাঁহারা ভূমিতে যাহা বিছাইতেন তাহা কি করিবেন? আনন্দ স্থবির—তাঁহারা সেইগুলি দিয়া পা মোছনী করিবেন, রাজা—পুরাতন পা মোছনী কি করিবেন? আনন্দ স্থবির—তাঁহারা সেইগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়ালে লেপন করিবেন।

রাজা—প্রভু! এতদূর যাইয়াও আর্যদিগকে প্রদত্ত দানীয়বস্তু বিনষ্ট হইবে না? স্থবির—হাঁ, মহারাজ! রাজা প্রসন্ন হইয়া আরও পঞ্চশত বস্ত্র (স্থবিরের) পদতলে রাখাইলেন। স্থবির যে পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যে বস্ত্র সহস্র সহস্র করিয়া পদতলে রাখা হয়, সেইগুলি এক লক্ষবার লাভ করিলেন, সহস্র মুদ্রা মূল্যে যে বস্ত্র পদতলে রাখা হয় সেইগুলি সহস্রবার লাভ করিলেন, লক্ষ মুদ্রা মূল্যে যে বস্ত্র পদতলে রাখা হয়, সেইগুলি সহস্র সহস্র করিয়া শতবার লাভ করিলেন, এইগুলি ব্যতীত এক দুই তিন চারি পাঁচ দশ, এইভাবে কত বস্ত্র লাভ করিলেন তাহার গণনা নাই। বুদ্ধ পরিনির্বাণের পর স্থবির সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিচরণ করিয়া নিজের পাত্র-চীবরগুলি সমস্ত বিহারের ভিক্ষুদিগকে দান করিলেন।

১৬. সেই সময় মাগন্দিয়াও আমি যাহা করি তাহা সেইরূপ না হইয়া অন্যথাই ঘটে, কি করিব ভাবিয়া, এই একটা উপায় আছে চিন্তা করত উদ্যান ক্রীড়ার জন্য যাওয়ার সময় খুল্লতাতের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ

http://kalpataruboi.org

করিলেন—শ্যামাবতীর প্রাসাদে গমন করিয়া বস্ত্রাগার এবং তৈলাগার খুলিয়া বস্ত্রগুলি তৈল পাত্রে ভিজাইয়া স্তম্ভে স্তম্ভে বেষ্টন করিয়া সেই সকলকে (শ্যামাবতী প্রভৃতি সহচরীগণকে) একত্র করিয়া দ্বার বদ্ধ করত বাহিরে খিল দিয়া অগ্নিসংযোগ করত চলিয়া যাইবেন।'

তিনি প্রাসাদে উঠিয়া (বস্ত্র ও তৈল) প্রকোষ্ঠগুলি খুলিয়া বস্ত্রগুলি তৈলপাত্রে ভিজাইয়া স্তম্ভে স্তম্ভে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্যামাবতী প্রমুখ সহচরীগণ, 'কাকা কি বিষয়?' জিজ্ঞাসা করত তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন—'মা! এই থামগুলি শক্ত হইবার জন্য তৈল বস্ত্র বেষ্টন করিতে রাজা আদেশ দিয়াছেন, রাজবাড়ির ভাল-মন্দ বুঝা কঠিন, মা! তোমরা আমার কাছে থাক না' এইরূপ বলিয়া আগত রমণীদিগকে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া দ্বারগুলি বদ্ধ করিয়া বাহিরে খিল দিয়া ক্রমশ অগ্নিসংযোগ করত চলিয়া গেলেন। শ্যামাবতী সহচরীদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন—আদ্যন্তহীন সংসারে বিচরণ করিবার সময় অগ্নিদগ্ধ মৃত্যুর গণনা করা বুদ্ধজ্ঞানের পক্ষেও সম্ভব নহে, অপ্রমত্ত হও। শ্যামাবতী প্রভৃতি সহচরীগণ গৃহাভ্যন্তরে দগ্ধ হওয়ার সময় বেদনা পরিগ্রহ নামক কর্মস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করত কেহ সকৃদাগামী, কেহ অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইলেন।

১৭. তজ্জন্য বলা হয়—অনন্তর অনেক ভিক্ষু মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করত বিকাল বেলায় যেইখানে ভগবান সেইখানে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে বসিলেন, একপার্শ্বে বসিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ কহিলেন, ভগবান! এই নগরে রাজা উদয়ন উদ্যান ক্রীড়ায় রত ব্যক্তিতে অন্তঃপুর দগ্ধ হইল। পঞ্চশত মহিলা কালপ্রাপ্ত হইল। ভগবান! শ্যামাবতী প্রমুখ পঞ্চশত উপাসিকাদের কি গতি? আর পরলোক কি? শাস্তা বলিলেন—'ভিক্ষুগণ! ইহাদের মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তি ফল, কেহ সকৃদাগামী ফল, আর কেহ অনাগামী ফল লাভী ছিলেন; ভিক্ষুগণ! সেই সকল উপাসিকা নিরর্থক জীবন ত্যাগ করেন নাই। অতঃপর শাস্তা এই বিষয় অবগত হইয়া সেই সময় এই প্রীতিবাক্য প্রকাশ করিলেন—'মোহপাশে বাঁধা লোক দক্ষলোক ন্যায় দেখা যায়, তৃষ্ণায় বাঁধা মূর্খলোক অজ্ঞান তিমিরে আবৃত, সে এই জগত শাশ্বত বলিয়া দেখে, কিন্তু জ্ঞানীগণ অনিত্য বলিয়া দেখেন।'

শাস্তা এইরূপ দেশনা করিয়া 'ভিক্ষুগণ! প্রাণী সকল সংসারচক্রে বিচরণকালে নিত্য অপ্রমত্ত হইয়া কেবল পুণ্যকর্মই করিতেছেন, পাপকর্মও করে, সেই কারণে সংসারচক্রে ভ্রমণকারী প্রাণীগণ সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভব করিতেছে' বলিয়া ধর্মদেশনা করিলেন।

রাজা শ্যামাবতীর গৃহ জ্বলিতেছে শুনিয়া দ্রুতবেগে আসিয়া ও দগ্ধ হইবার পূর্বে পৌঁছিতে পারিলেন না, আসিয়া অগ্নি নির্বাপণ করাইয়া উৎপন্ন প্রবল মানসিক দুঃখের সহিত মন্ত্রী পরিবৃত হইয়া বসিলেন, অতঃপর শ্যামাবতীর রূপ স্মরণ করত 'এই কার্য কাহার' ভাবিয়া মাগন্দিয়া কর্তৃক করা হইয়াছে জানিতে

http://kalpataruboi.org

পারিয়া একটা উপায় নির্দ্ধারণ করত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া মন্ত্রীগণকে বলিলেন।

১৮. 'ভাগ্যবন্ত মন্ত্রীগণ! ইতিপূর্বে আমি উঠিতে বসিতে সশঙ্কিত থাকিতাম, কারণ শ্যামাবতী সর্বদা আমার কোন একটা ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন, এখন আমার মন শান্ত হইয়াছে, সুখে ঘুমাইতে পারিব।' মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ! এই কার্য কে করিল? রাজা বলিলেন—আমার প্রতি প্রবল স্নেহবশত কোন একজন এই কাজটা সম্পাদন করিয়াছে, নিকটস্থ মাগন্দিয়া এই কথা শুনিয়া 'অপর কে এই কার্য করিতে সক্ষম হয়? আমি খুল্লতাতকে নির্দেশ দিয়া আমিই ইহা করাইয়াছি' কহিলেন। রাজা বলিলেন—'তুমি ব্যতীত আমাকে স্নেহ করিতেছে এমন অন্য কেহ কি আছে? আমি খুবই প্রসন্ন হইলাম, তোমাকে একটা বর দিব, আপন জ্ঞাতিগণকে ডাকিয়া আন' মাগন্দিয়া জ্ঞাতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন—'মহারাজ, আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; আপনারা শীঘ্র চলিয়া আসুন!' রাজা উপস্থিত সকলকে ভালমত সৎকার করাইলেন। তাহা শুনিয়া অপর লোকও (যাহারা মাগন্দিয়ার জ্ঞাতি নহে তাহারাও) ঘুষ দিয়া মাগন্দিয়ার জ্ঞাতি বলিয়া আসিল। রাজা সেই সকলকে ধরিয়া রাজপ্রাঙ্গণে নাভি প্রমাণ কূপ খনন করাইয়া তাহাদিগকে সেখানে বসাইয়া মাটি দেওয়াইলেন; অতঃপর তাহাদের উপর শুষ্ক তৃণ বিছাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। তাহাদের চর্ম অর্দ্ধদগ্ধ হইলে লৌহ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করাইয়া খণ্ড খণ্ড ও টুকুরা টুকরা করাইলেন। মাগন্দিয়ার শরীর হইতেও তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ঘন মাংস কাটিয়া তপ্ততৈল পিষ্টকের ন্যায় ভাজিয়া তাহাকেই খাওয়াইলেন।

ধর্মসভায়ও ভিক্ষুগণ 'অমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপাসিকার পক্ষে এইভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত নহে' বলিয়া কথা উত্থাপন করিলেন। শাস্তা সভায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণ! তোমরা এখন কি কথা লইয়া অবস্থান করিয়াছিলে? জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন বলিলে শাস্তা কহিলেন ভিক্ষুগণ! এই জন্মে শ্যামাবতী প্রভৃতি মহিলাদের এইরূপ মৃত্যু অনুচিত বটে কিন্তু তাহাদের কর্তৃক পূর্বজন্ম কৃত কর্মানুযায়ী উচিত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ—প্রভু! বলুন, ইহাদের কর্তৃক পূর্বজন্ম কৃত কর্ম কি? জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্তা তাহাদের অতীত জন্মের কর্ম ব্যাখ্যা করিলেন।

১৯. অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজা রাজত্ব করিবার সময় রাজবাড়িতে প্রত্যহ আটজন প্রত্যেকবুদ্ধ ভোজন করিতেন, পঞ্চশত মহিলা তাঁহাদিগকে সেবা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সাতজন হিমবন্তে চলিয়া যান, একজন নদী তীরস্থ তৃণগহনে ধ্যানমগ্ন হন। অপর একদিন রাজা প্রত্যেকবুদ্ধগণ চলিয়া যাওয়ার পর সেই মহিলাদের সহিত জলক্রীড়ার জন্য চলিয়া গেলেন, সেইখানে রাজমহিলাগণ সারাদিন জলক্রীড়া করিয়া উঠিয়া শীতে কষ্ট পাওয়াতে তাহা নিবারণেচ্ছুক হইয়া অগ্নি জ্বালানোর জন্য আমাদের একটা স্থান অন্বেষণ কর, বলিয়া এদিক সেদিক বিচরণ করিতে করিতে সেই তৃণগহন দেখিয়া

http://kalpataruboi.org

তৃণরাশি মনে করত উহার চারিদিকে স্থিত হইয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৃণরাশি জ্বলিয়া যাওয়ার সময় তাহারা প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া 'আমরা নষ্ট হইলাম, আমরা নষ্ট হইলাম, রাজার প্রত্যেকবুদ্ধ জ্বলিতেছেন, রাজা জানিতে পারিলে আমাদিগকে সর্বনাশ করিয়া দিবেন। তাঁহাকে একেবারে পোড়াইয়া দিব।' ভাবিয়া সকলে এদিক সেদিক হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাঁহার (প্রত্যেকবুদ্ধের) উপরে স্তূপ করিলেন। অনেক কাষ্ঠের স্তূপ হইল। অতঃপর সেই কাষ্ঠরাশির চারিদিক উত্তমরূপে শৃঙ্খলা করিয়া এখন জ্বলিয়া যাইবে ভাবিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা প্রথমে চেতনাবিহীন কর্ম সম্পাদনে রত ছিলেন, এখন চেতনা সম্প্রযুক্ত কর্ম সম্পাদন করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ নিরোধ সমাধিতে থাকায় সহস্র শকটপূর্ণ কাষ্ঠ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও তিনি উষ্মাকার মাত্রও বোধ করেন নাই। সেইজন্য প্রত্যেকবুদ্ধ সপ্তম দিবসে সমাধি হইতে উঠিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করেন। সেই রমণীগণ কৃতকর্ম নিবন্ধন বহুশত সহস্র বৎসরাবধি নরকে দগ্ধ হইয়া সেই কর্মের অবশিষ্ট বিপাকানুযায়ী মানব জন্মে একশতবার এইরূপ জ্বলন্ত গৃহে দগ্ধ হইয়াছেন। ইহা ঐ রমণীদের পূর্বকৃত কর্ম।

২০. এইরূপ বলিলে ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু! কুজ্জত্তরা কি কর্মের ফলে কুব্জা হইয়াছে? কি কর্মের ফলে মহাপ্রজ্ঞাশালিনী হইয়াছে? কি কর্মের প্রভাবে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছে? কি কর্মের ফলে দাসী হইয়াছে? বুদ্ধ বলিলেন—'ভিক্ষুগণ, সেই বারাণসী রাজার রাজত্বকালে সেই প্রত্যেকবুদ্ধ কিঞ্চিৎ কুজাকারসম্পন্ন ছিলেন' একজন উপস্থায়িকা একখানা কম্বল গায়ে দিয়া একটি সুবর্ণ ঘটি লইয়া 'আমাদের প্রত্যেকবুদ্ধ এইরূপ বিচরণ করিতেছেন' অনুকরণ করত কুজ হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের বিচরণাকার দেখাইয়াছে, তার ফলে কুজো হইয়াছে। সেই রমণী প্রথম দিন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণকে রাজপ্রাসাদে আসন পাতিয়া পাত্রে পায়সান্ন পূরণ করিয়া প্রদান করিয়াছিল। প্রত্যেকবুদ্ধগণ গরম পায়সান্ন পূর্ণ পাত্র এদিক সেদিক ঘুরাইয়া গ্রহণ করিলেন। সেই রমণী প্রত্যেকবুদ্ধগণ এদিক সেদিক করিতেছেন দেখিয়া আপনারা আটখানা হস্তিদন্ত নির্মিত বলয় প্রদান করিয়া বলিল, 'ইহার উপর রাখিয়া ভোজন করুন।' বুদ্ধগণ তদ্রূপ করিয়া সেই রমণীর দিকে চাহিলেন। 'প্রভু! এই সকল বলয় আমাদের প্রয়োজন নাই, উহা আপনাদিগকে দান করিয়াছি, লইয়া যাইবেন।' তাঁহারা (বুদ্ধগণ) নন্দমূল পর্বত গুহায় চলিয়া গেলেন; অদ্যাপি সেই বলয়গুলি নিরুপদ্রাবস্থায় রহিয়াছে। ঐ রমণী সেই কর্মফলে বর্তমানে ত্রিপিটকধারিণী, মহাপ্রজ্ঞাশালিনী এবং প্রত্যেকবুদ্ধদের সেবাশুশ্রূষার ফলে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল। ইহা তাহার বুদ্ধান্তরে কৃত কর্ম।

২১. কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বারাণসী শ্রেষ্ঠীর একটি কন্যা অপরাহ্নে দর্পন লইয়া আপনার শরীর অলঙ্কৃত করিতে বসিয়াছে। এমন সময় সেই কন্যার বিশ্বস্তা একজন ক্ষীণাস্রবী (অর্হৎ) ভিক্ষুণী তাহাকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীরা ক্ষীণাস্রবী হইলেও সন্ধ্যার সময় উপস্থায়কদের গৃহে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা

http://kalpataruboi.org

করেন। সেই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠীকন্যার নিকট কোনই দাসী ছিল না। শ্রেষ্ঠীকন্যা বলিল 'আর্য! বন্দনা করিতেছি, ঐ আমার গহনার বাক্সটি আনিয়া দিন' স্থবিরা ভাবিলেন, 'যদি আমি তাহাকে উহা আনিয়া না দিই, তাহা হইলে সে আমার উপর আক্রোশ করিয়া নরকে জন্মগ্রহণ করিবে; আর যদি আমি আনিয়া দিই, পরজন্মে অপরের দাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে; নরক দুঃখ অপেক্ষা অপরের দাসীপনা শ্রেষ্ঠ' স্থবিরা দয়াবশে উহা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া দিলেন। সেই কর্মফলে সে অপরের দাসী হইয়াছে।

তৎপর দিন ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপন করিলেন যে, শ্যামাবতী প্রমুখ পঞ্চশত মহিলা গুহাগ্নিতে দগ্ধ হইল, মাগন্দিয়ার জ্ঞাতিগণের উপর শুষ্ক তৃণ বিছাইয়া দিয়া আগুন জ্বালাইয়া লৌহ লাঙ্গল দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইল, আর মাগন্দিয়া তপ্ত তৈলে দগ্ধ হইল। কেহ বা এইখানে মরিয়াও প্রকৃত জীবিতা, কেহ বা এইখানে প্রকৃত মৃতা? শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ! এখন তোমরা কি কথা লইয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলে?' ভিক্ষুগণ বিষয়টা বলিলেন। শাস্তা 'ভিক্ষুগণ! যাহারা প্রমত্ত শত বৎসর জীবিত থাকিলেও তাহারা মৃত, যাহারা অপ্রমত্ত তাহারা মরিলেও জীবিত অতএব মাগন্দিয়া জীবদ্দশায়ও মৃতা ছিল; শ্যামাবতী প্রমুখ পঞ্চশত সহচরী মৃতা হইলেও জীবিতা বলিয়া মনে করিবে; ভিক্ষুগণ অপ্রমত্ত লোকের মৃত্যু নাই' বলিয়া এই গাথা দেশনা করিলেন।

২২.ক. প্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অপ্রমত্ত (দান, শীল, ভাবনাদি ধর্মাচরণে তৎপর) ব্যক্তিগণ মরেন না যে (ধর্মাচরণে) প্রমত্ত তাহারা মৃতস্বরূপ।

খ. জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই সত্য বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া আর্যগণের আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অপ্রমাদে বিহার করত প্রমুদিত হয়।

গ. ধ্যানাবিষ্ট সতত চেষ্টাযুক্ত নিত্য উদ্যমশীল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ (কামাদি) আস্রবহীন নির্বাণ লাভ করেন।

এই গথাার মধ্যে অপ্পমাদো শব্দটি মহৎ অর্থ প্রকাশ করিতেছে এবং অর্থ ধারণ করিয়া থাকে, ত্রিপিটকের সমস্ত বুদ্ধবাণী লইয়া বলিলে উহা অপ্রমাদ পদই ব্যাখ্যা হইতেছে। তজ্জন্য বলা হয়—'ভিক্ষুগণ! পদব্রজে গমনকারী যে কোন জন্তুর পদচিহ্ন হোক না কেন সমস্তই হস্তী পদচিহ্নের অন্তর্নিবিষ্ট, সেই কারণে হস্তীর পদচিহ্ন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বলা হয়। ভিক্ষুগণ! এইরূপ যে কোন কুশলকর্ম হোক না কেন ঐ সমস্তই অপ্রমাদমূলক, অপ্রমাদের অন্তর্নিবিষ্ট, অপ্রমাদই সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপ্রমাদ অর্থে—অবিকৃত, স্মৃতি, নিত্য উপস্থিত স্মৃতি বুঝাইতেছে। অমতপদং নির্বাণকে উপলক্ষ করিয়া অমৃত বলা হয়, তাহা অনুৎপন্ন, সেই কারণে জীর্ণ হয় না, মৃত্যু হয় না, তজ্জন্য অমৃত পদ বলিয়া বর্ণিত। পদ অর্থ ইহা দ্বারা পর্যটন করিয়া অমৃত কিম্বা নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পদ বলিতেছে। নির্বাণ বা অমৃত লাভ করিবার উপায় বলিয়া অমৃত পদ বলা হয়। পমাদ প্রমত্ত স্বভাব, বিহ্বলস্মৃতি, প্রকৃত স্মৃতির হীনতাকে প্রমাদ বলিয়া

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

বর্ণিত। মচ্চুনোপদং অর্থ মৃত্যুর উপায়। প্রমত্ত ব্যক্তি জন্মকে অতিক্রম করিতে অক্ষম, তাই জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়া বারংবার মৃত্যুবরণ করিতেছে! অপ্পমত্তা নমীয়ন্তি স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ মরে না, অজর ও অমর বলিয়া মনে করিবে না, কারণ অজর ও অমর কোন জীব বা বস্তু (পৃথিবীতে) অবিদ্যমান, প্রমত্ত ব্যক্তির সংসার অপরিচ্ছিন্ন কিন্তু অপ্রমত্ত ব্যক্তির সংসার পরিচ্ছিন্ন বা সমীম। এইজন্য প্রমত্ত ব্যক্তি জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে অমুক্ত হেতু জীবিত থাকিলেও মৃতস্বরূপ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ অপ্রমাদ লক্ষণ বৃদ্ধি করিয়া সত্বর (স্রোতাপত্তি আদি) মার্গফল সাক্ষাৎ করত দুই তিন জন্মের মধ্যে জন্ম সন্ততি নিরোধ করেন বা নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এইজন্য তাঁহারা জীবিত হোক কিম্বা মৃত হোক কিন্তু তাহাদের মৃত্যু নাই। যে পমত্তা যথামতা যে সত্ত্বগণ প্রমত্ত তাহারা প্রমাদশীল মৃত্যুতে মৃত্যুবরণ করে, যেমন জীবিতেন্দ্রিয় বিহীন মৃত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সংজ্ঞাবিহীন মৃত্যুবরণ করে, মৃততুল্য প্রমাদশীল সেই গৃহীদের মধ্যে দান করিব, শীল পালন করিব, উপোসথকর্ম করিব ইত্যাদির প্রতি চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে না, তদ্রূপ যাহারা প্রমত্ত ভিক্ষু তাহাদের মধ্যেও আচার্য এবং উপাধ্যায়ের প্রতি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিব ধুতাঙ্গাদি পালন করিব, ভাবনার উন্নতি সাধন করিব ইত্যাদির বিষয় কোন আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইতেছে না, তাহারা মৃত ব্যক্তি সদৃশ। সেইজন্য প্রমাদশীল ব্যক্তি (জীবিত থাকিলেও) মৃতসদৃশ বলিয়া বলা হইয়াছে।

২৩. 'এতং বিসেসতো ঞত্ত্বা'তি প্রমত্ত ব্যক্তির সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি নাই, অপ্রমত্ত (দানাদি কুশলকর্মে তৎপর) ব্যক্তির (দুঃখ হইতে) মুক্তি আছে, ইহার পার্থক্য বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া, কে ইহাদের বিশেষত্ব জানে? অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতো, যিনি পণ্ডিত, জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান তিনিই আপন অপ্রমাদে তৎপর হইয়া অপ্রমাদ বৃদ্ধি করেন; তিনিই ইহার পার্থক্যের কারণ জানেন। অপ্পমাদে পমোদন্তি তাঁহারা অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ জ্ঞাত হইয়া আপন অপ্রমাদ কার্যে প্রমোদিত, প্রফুল্ল বদনে প্রহৃষ্ট হন। অরিয়ানং গোচরে রতা'তি অর্থ তাঁহারা এইরূপে অপ্রমাদে প্রমোদিত হইয়া অপ্রমাদকে আরও বৃদ্ধি করত বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্যশ্রাবকদের গোচরভূত চতুর্স্মৃত্যুপস্থানাদি ভেদ বিশিষ্ট সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্মে ও নববিধ লোকোত্তর ধর্মে রত, জড়িত ও অভিরত হন। তে ঝায়িনো'তি সেই অপ্রমত্ত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আট প্রকার ধ্যান ও অনিত্যাদি আরম্মণ পরিলক্ষিত বিদর্শন, এই দ্বিবিধ ভাবনায় ধ্যানেরত হন। সাততিকা'তি প্রব্রজ্যা হওয়া অবধি অর্হত্ত্বমার্গ পর্যন্ত সতত দৃঢ়পরাক্রমশালী বীর্যসম্পন্ন। নিচ্চং দল্হপরক্কমা'তি পুরুষবল পুরুষবীর্য ও পুরুষপরাক্রম দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা লাভ না করা পর্যন্ত অপরিহার্য বীর্যসম্পন্ন হইয়া মধ্যভাগে বীর্যকে ছাড়িয়া না দিয়া নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী থাকাই ইহার অর্থ। ফুসন্তী'তি স্পর্শ করা, এইখানে স্পর্শ দুই প্রকার, জ্ঞানস্পর্শ ও ফলস্পর্শ; চারি আর্যমার্গ জ্ঞানস্পর্শ এবং উহার ফল চতুষ্টয় ফলস্পর্শ। সেই দ্বিবিধ স্পর্শের মধ্যে এইখানে ফলস্পর্শই অভিপ্রেত। আর্যফল

http://kalpataruboi.org

চতুষ্টয় দ্বারা নির্বাণ অন্বেষণকারী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সেই ফলস্পর্শ দ্বারা নির্বাণ স্পর্শ করেন; নির্বাণ প্রত্যেক্ষ করেন। যোগক্খেমং অনুত্তরং চারি (কামযোগ, ভবযোগ, দৃষ্টিযোগ এবং অবিদ্যাযোগ) যোগ প্রাণীগণকে সংসার দুঃখে ডুবাইতেছে, সেই যোগ হইতে ক্ষেম নির্ভয় সকল লৌকিক লোকোত্তর ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুত্তর।

দেশনাবসানে অনেকে স্রোতাপত্তি আদি লোকোত্তর জ্ঞানমার্গ ও ফল লাভ করিলেন। এই দেশনায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর (ইচ্ছা) সার্থক হইল।

শ্যামাবতী ও মাগন্দিয়ার মৃত্যু সংদর্শিত উদয়নের উপাখ্যান

কুম্ভঘোষকের উপাখ্যান

৪. উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো,
সঞ্ঞতস্স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্স যসো'ভিবড্ঢতি।...২৪

অনুবাদ : যিনি উৎসাহশীল, স্মৃতিমান ও সুবিবেচক, যিনি সংযতেন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ও উদ্যমশীল তাঁর যশ ক্রমশই বর্ধিত হয়।

অন্বয় : উট্ঠানবতো (উত্থানশীল) সতিমতো (স্মৃতিমান) সুচিকম্মস্স (শুচিকর্মযুক্ত) নিসম্মকারিনো (সাবধান) সঞ্ঞতস্স (সংযত) ধম্মজীবিনো (ধর্মপরায়ণ) অপ্পমত্তস্স চ (ও অপ্রমত্ত ব্যক্তির) যসো অভিবড্ঢতি (যশ বর্ধিত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের জীবন এক বিরাট কর্মক্ষেত্র। এখানে যে কর্মহীন হয়ে কালযাপন করে তার জীবন অর্থহীন, আলস্যে আরামে যে মগ্ন থাকে তার মনুষ্যজন্মই বৃথা। কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে অনাসক্ত থেকে কর্ম করেন, তিনিই বিশিষ্ট হন, সর্বজনের প্রশংসা অর্জন করেন।

১. 'উট্ঠানবতো' এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় কুম্ভঘোষককে উপলক্ষ করিয়া কহিলেন। রাজগৃহ নগরে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে ওলাউঠা রোগ উৎপন্ন হইল। সেই রোগ উৎপন্ন হইলে সর্ব প্রথম মাছি হইতে আরম্ভ করিয়া গবাদিপশু মারা পড়ে, তৎপর দাসদাসী ভৃত্য সকল, সর্বশেষে গৃহস্বামী মারা পড়ে। অবশেষে শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপত্নী সেইরোগে আক্রান্ত হইল। রোগাক্রান্ত তাহারা নিকটস্থ পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে বলিলেন—'বৎস! এই রোগ উৎপন্ন হইলে যাহারা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে একমাত্র তাহারাই বাঁচে, তুমি আমাদের কথা না ভাবিয়া পলায়ন করিয়া জীবন ধারণ করত পুনঃ আসিয়া অমুক জায়গায় চল্লিশ কোটি মুদ্রা মূল্যে ধন প্রোথিত একটা নিধান আছে, তাহা লইয়া জীবনযাপন কর।'

২. সে তাহাদের (মাতা-পিতার) কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা-পিতাকে প্রণিপাত করত মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়া ঘন পর্বতাশ্রয়ে দ্বাদশ বৎসরকাল বাস করিয়া ফিরিয়া আসিল। অতঃপর সে

http://kalpataruboi.org

বাল্যজীবনে চলিয়া যাওয়ার পর বর্দ্ধিত চুল ও দাঁড়ি সহিত ফিরিয়া আসাতে কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না।

সে মাতা-পিতা কর্তৃক প্রদত্ত সঙ্কেত অনুযায়ী ধন প্রোথিত স্থান অবলোকন করিয়া সঞ্চিত ধন নিরুপদ্রব অবস্থায় আছে জ্ঞাত হইয়া এইরূপ ভাবিল।

৩. 'কেহ আমাকে চিনে না, যদি আমি নিধিটা তুলিয়া ভোগ করি তাহা হইলে একজন দরিদ্র লোক নিধানটা তুলিয়া লইয়াছে বলিয়া আমাকে ধরিয়া কষ্ট দিতে পারে, সেইজন্য আমার পক্ষে দাসবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করা শ্রেয়।' অতঃপর (সে) একখণ্ড কাপড় পরিধান করিয়া 'কাহারও ভৃত্যের প্রয়োজন আছে কি?' জিজ্ঞাসা করত ভৃত্যদের পথের মধ্যে অবতীর্ণ হইল। ভৃত্যগণ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'যদি আমাদের একটা কাজ করিতে পার তাহা হইলে তোমাকে খোরাকীর বাবৎ কিছু বেতন দিব।' (সে) কি কাজ? 'ঘুম ভাঙ্গানো।' যদি (সেই কাজ) পছন্দ কর, তাহা হইলে ভোরে উঠিয়া, 'বাবা! উঠ, শকটগুলি বাহির কর, গরু বাঁধ, হস্তী ও অশ্বের তৃণ সংগ্রহের জন্য যাওয়ার সময়; মা! তোমরাও উঠ, যাগু, ভাত রান্না কর ইত্যাদি এদিক সেদিক যাতায়াত করত বলিবে।' সে তাহাতে ভাল বলিয়া রাজি হইল। অতঃপর থাকিবার জন্য তাহাকে (বাসোপযোগী) একটি ঘরও দিল। তৎপর হইতে সে প্রত্যহ সেই কাজটা রীতিমত পরিচালনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন রাজা বিম্বিসার (তাহার) ডাক শুনিতে পাইলেন, তিনি ছিলেন একজন সর্বশব্দ বিশেষজ্ঞ। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন ইহা 'মহাধনীর শব্দ' রাজার নিকটবর্তী একজন পরিচারিকা তাহা শুনিয়া মহারাজ যদৃচ্ছ কথা বলিলেন না, ইহা আমাকর্তৃক জানা উচিত ভাবিয়া 'বৎস! যাও, ঐ কথার মর্ম কি তাহা বুঝিয়া আস, এই বলিয়া একজন পুরুষকে পাঠাইয়া দিল। সেই লোকটা তাড়াতাড়ি গমনপূর্বক (সেখানে) তাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া! ঐ লোকটা ভৃত্যদের সেবারত একজন দরিদ্র ব্যক্তি বলিয়া জানাইল। মহারাজ তাহার কথা শুনিয়া নীরব হইয়া দ্বিতীয় তৃতীয় দিনেও তাহার ডাকশব্দ শুনিয়া তদ্রূপ বলিলেন।

৪. সেই মহিষীও তদ্রূপ ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ পুনঃ পাঠাইয়া এই লোকটি দরিদ্র মানুষ বলিয়া জানিতে পারিলে চিন্তা করিতে লাগিলেন 'মহারাজ এই লোকটা দরিদ্র বলিয়া শুনা সত্ত্বেও বিশ্বাস করেন নাই। বারবার ধনাঢ্য পুরুষের ডাক বলিয়া বলিতেছেন; (রাজার) এই কথায় কোন একটা রহস্য হইতে পারে, ইহার যথার্থ জানা উচিত।' মহিষী রাজাকে বলিলেন—'দেব! আমি যদি সহস্র মুদ্রা পাই, তাহা হইলে কন্যাকে লইয়া গমন করত ঐ ধন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করাইব।' রাজা তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দেওয়াইলেন। মহিষী সেই মুদ্রা লইয়া কন্যাকে একটা মলিন বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহার সঙ্গে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পথচারিনীর মত ভৃত্যদের পথে গমন করত এক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'মা! আমরা পথচারিনী; দুই একদিন এখানে বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইব' বলিলেন। 'মা, এই ঘরে বহুলোক বাস করে, এইখানে থাকা সম্ভব নয়, ঐ

http://kalpataruboi.org

কুম্ভঘোষকের ঘর খালি আছে, সেইখানে যাও।'

৫. মহিষী সেইখানে যাইয়া 'প্রভু! আমরা পথচারিনী, এইখানে দুই একদিন থাকিব' বলিলেন; কিন্তু গৃহস্বামী বারবার প্রতিক্ষেপ করা সত্ত্বেও 'প্রভু! আজ একদিন মাত্র থাকিয়া ভোরে চলিয়া যাইব', এই বলিয়া বাহির হইতে রাজি হইলেন না। দেবী সেইখানেই থাকিয়া তৎপরদিন গৃহস্বামী অরণ্যে যাওয়ার সময় 'প্রভু! আপনার খাদ্য জিনিসগুলি দিয়া যান; আপনার অন্ন রান্না করিব' বলিলেন। গৃহস্বামী 'দরকার নাই, আমি নিজেই রান্না করিয়া খাইব' বলিলে দেবী পুনঃ পুনঃ তোষামোদ করাতে গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ দিয়া দিলেন। দেবী গৃহস্বামী হইতে লব্ধ জিনিস গ্রহণ করিয়া আরও প্রয়োজনীয় জিনিস—ভাজন বিশুদ্ধ চাউল ইত্যাদি দোকান হইতে আনাইয়া রাজবাড়ির রান্নার ন্যায় পরিশুদ্ধ ভাত এবং সুস্বাদু ব্যঞ্জন পাক করিয়া অরণ্য হইতে আগত গৃহস্বামীকে দিলেন।

৬. তদনন্তর (গৃহস্বামী) সেই সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়া মন তুষ্ট হইলে (দেবী) 'প্রভু! আমরা ক্লান্ত হইয়াছি, দুই একদিন এইখানেই থাকিব' বলিলেন। তিনি 'ভাল' বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। (দেবী) এইরূপে রাত্রি বেলায় এবং দ্বিতীয় দিবসেও সুস্বাদু ভাত পাক করিয়া তাহাকে দিলেন। (দেবী) তাহার মৃদু-চিত্তভাব জ্ঞাত হইয়া 'প্রভু! আমরা কয়েকদিন এইখানেই থাকিব' (দেবী) সেইখানে থাকিবার সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া তাহার মঞ্চের নীচে রজ্জুগুলি মধ্যে মধ্যে ছেদন করিলেন। সে আসিয়া মঞ্চে বসামাত্র নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িল। সে 'এই মঞ্চে এইরূপ রজ্জু ছেদন করিল কে? জিজ্ঞাসা করিলেন। (দেবী) 'প্রভু! ছোট ছোট ছেলেদিগকে বারণ করিতে পারি না, তাহারা আসিয়া মঞ্চেই বসে যায়। গৃহস্বামী বলিলেন 'মা! কেবল তোমার জন্য আমার এই কষ্ট হইতেছে; (কারণ) পূর্বে আমি কোন এক জায়গায় যাওয়ার সময় দ্বার বন্ধ করিয়া যাইতাম (দেবী) বৎস, কি করি? বারণ করিতে পারিতেছি না, গৃহস্বামী রাগান্বিত হইয়া তিরস্কার করা সত্ত্বেও তদ্রূপ বলিয়া দেবী এইভাবে পরস্পর দুই তিন দিন রজ্জুগুলি কাটিয়া দিলেন, অবশেষে দুই একটা রজ্জু রাখিয়া অবশিষ্ট সব রজ্জুগুলি কাটিয়া ফেলিলেন, সেইদিন সে বসামাত্র সব রজ্জুগুলি ভূমিতে পড়িয়া তার মাথা হাঁটুর সঙ্গে লাগিয়া সে পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া 'এখন কি করিব, কোথায় যাইব? তোমাদের দ্বারা আমি শয্যাসন থেকেও বঞ্চিত হই।' (দেবী) বৎস! কি করিব; প্রতিবেশি ছেলেদিগকে নিষেধ করা যায় না; চিন্তা কর না, এতক্ষণে কোথায় যাবে?' এই বলিয়া কন্যাকে ডাকিয়া 'মা! তোমার ভাইকে ঘুমাইতে জায়গা করিয়া দাও।'

৭. কন্যা এক পার্শ্বে শুইয়া 'প্রভু! এইখানে আসুন' বসিয়া ডাকিয়া লইলেন। দেবীও তাহাকে বলিলেন 'বৎস! যাও, বোনের সঙ্গে ঘুমাও। সে তাহার (কন্যার) সঙ্গে একমঞ্চে ঘুমাইয়া সেই দিনই সংসর্গে রমিত হইলেন। কন্যা রোদন করিতে লাগিলেন; অতঃপর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ?' 'মা! এইরূপ ঘটনা হইল।' (দেবী) 'মা! কি করিব? তোমার একজন স্বামী, আর

http://kalpataruboi.org

তাহার একজন স্ত্রী প্রয়োজন', বলিয়া তাহাকে জামাতারূপে গ্রহণ করিলেন। তাহারা ভাল মেলামেশায় দাম্পত্য জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

দেবী কিছুদিন পরে রাজার নিকট এক সংবাদ পাঠাইলেন যে 'ভৃত্যদের রাস্তায় একটা উৎসব করা হোক, যাহার ঘরে উৎসব উদযাপিত নয়, তাহাকে এত টাকা দণ্ড দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করুন।' রাজা তদ্রূপ করিলেন। অতঃপর শ্বাশুড়ি মাতা তাহাকে বলিলেন 'বৎস! ভৃত্যদের রাস্তায় রাজার আদেশ মত একটা উৎসব করা কর্তব্য, কি প্রকারে তাহা উদযাপন করিব?' (জামাতা) 'মা! আমি দিন মজুরি করিয়াও জীবনযাপন করিতে অক্ষম, কি (উৎসব) করিব?' (শ্বাশুড়ি মাতা) 'বৎস! গৃহাবস্থায় যাহারা বাস করে তাহারা ধার কর্জ করিয়া থাকে। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায় না, ঋণ যে কোন উপায়ে পরিশোধ করিতে পারে, যাও যে কোন জায়গার থেকে দুই একটা মুদ্রা (কর্ষাপণ) লইয়া আসিবে', বলিলেন।

৮. সে ভৎসনা করিতে করিতে যাইয়া প্রোথিত চল্লিশ কোটি ধন হইতে একটি মাত্র মুদ্রা লইয়া আসিল। দেবী সেই মুদ্রাটি রাজার নিকট প্রেরণ করিয়া নিজের মুদ্রা ব্যয় করিয়া উৎসব উদযাপন করিলেন। দেবী কিছুদিন পর আবার রাজার নিকট পূর্বের মত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রাজাও পূর্বের মত আবার উৎসব করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যাহারা উৎসব করিবে না তাহারা এত মুদ্রার দণ্ড দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দ্বিতীয়বারেও দেবী কর্তৃক আগের মত পীড়িত হওয়ায় সে যাইয়া মাত্র তিনটি মুদ্রা আনিয়া দিল। দেবী সেই মুদ্রাও রাজার কাছে পাঠাইয়া পুনঃ কিছুদিন পর সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, 'এখন রাজপুরুষ প্রেরণ করিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইবেন। রাজা ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রাজপুরুষ যাইয়া কুম্ভঘোষককে জিজ্ঞাসা করিয়া তল্লাশ করিতে করিতে তাহাকে দেখিয়া 'মহাশয়! আসুন, মহারাজ তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন' কহিলেন। সে ভীত হইয়া 'রাজা আমাকে চিনেন না' ইত্যাদি বলিয়া যাইতে রাজি হইল না। অনন্তর তাহারা বলপূর্বক তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সেই স্ত্রী (তাহার শ্বাশুড়ি মাতা) তাহাদিগকে দেখিয়া ওরে দুষ্ট দুর্বিনীতগণ! আমার জামাতার হাত ধরিয়া টানাটানি করা অন্যায় বলিয়া তর্জন করত 'বৎস! আস, ভয় কর না রাজাকে দেখাইয়া তোমার হাত ধরিয়া টানাটানিকারীদের হাত ছেদন করাইব' কন্যাকে লইয়া সর্বাগ্রে রাজবাড়ি যাইয়া বেশভূষা বদলাইয়া সর্বালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অপর ব্যক্তিকেও টানিয়া আনা হইল।

৯. অনন্তর প্রণিপাত পূর্বক স্থিত তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কুম্ভঘোষক?' 'হাঁ মহারাজ, বিরাট ধন বঞ্চনা করিয়া ভোগ করিতেছ, কারণ কি?' 'মহারাজ! আমার ধন কোথায়? দিন মজুরী করিয়া জীবনযাপন করিতেছি।' 'এইরূপ কর না, আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছ কেন?' 'মহারাজ! প্রবঞ্চনা

http://kalpataruboi.org

করিতেছি না, আমার কোন ধন নাই।' তারপর রাজা তাহাকে সেই মুদ্রাটি দেখাইয়া 'এই মুদ্রাটি কাহার?' জিজ্ঞাসা করিলেন। সে (মুদ্রাটি) চিনিতে পারিয়া 'আহা! সর্বনাশ, কি প্রকারে এই মুদ্রাটি রাজার হাতে পৌঁছিয়াছে' ভাবিয়া এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিলে সেই দুইজনও অলঙ্কার বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ঘরদ্বারে আছে দেখিয়া 'এই কর্ম খুবই গুরুতর; এই দুইজন মহারাজ কর্তৃক নিযুক্ত করা হইয়াছে' ভাবিলেন।

১০. তৎপর রাজা তাহাকে ডাকিয়া 'ভদ্রলোক! বল, কি জন্য এইরূপ করিতেছ?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'মহারাজ! আমার কোন আশ্রয় নাই।' আমার মত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয় কি? 'দেব! ভাল, যদি মহারাজ আমার আশ্রয় গ্রহণ করুন। 'ভদ্রলোক! (আমি) আশ্রয় দিব, তোমার ধনসম্পত্তি কত? 'দেব চল্লিশ কোটি। 'কি লইয়া যাওয়া উচিত?' 'দেব! গাড়ি দরকার। রাজা অনেক শত গাড়ি নিযুক্ত করত পাঠাইয়া দিয়া সেই ধন আনাইয়া রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গনে একত্রিত করিয়া রাজগৃহ নগরবাসি সকলকে সন্নিবেশ করাইয়া এই নগরে কাহারও নিকট এতগুলি ধন আছে কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে 'দেব! নাই' বলিয়া স্বীকৃত হইল। রাজা 'তাহাকে কি করা উচিত? জিজ্ঞাসিত হইলে (সমবেত জনসংঘ) 'মহারাজ! তাহাকে সৎকার করা উচিত? বলিলেন। রাজা বিপুল সৎকারের সহিত তাহাকে শ্রেষ্ঠীস্থানে নিয়োগ করিয়া রাজকন্যাও দান করিয়া তাহার সঙ্গে বুদ্ধের নিকট গমন করত 'ভদন্ত! এই পুরুষকে দেখুন, এইরূপ কর্মী মানুষ আর নাই। চল্লিশ কোটি ধনের অধিকারী হইয়াও কোন বিলাসিতা কিম্বা গর্ব করিতেছে না। দরিদ্রের মত একখানা কাপড় পরিধান করিয়া ভৃত্যদের রাস্তায় দিন মজুরী করিয়া জীবনধারণ করত বসবাস করিবার সময় আমি এই এই উপায়ে (তাহার অবস্থা) জ্ঞাত হই, জ্ঞাত হইয়া (তাহাকে) ডাকিয়া আনিয়া ধনবান বলিয়া স্বীকৃত করাইয়া সেই ধন আনাইয়া শ্রেষ্ঠী পদে অভিষেক করাইয়া আমাকর্তৃক তাহাকে কন্যাও দান করা হয়, 'ভদন্ত, আমাকর্তৃক এইরূপ উদ্যোগী পুরুষ অদৃষ্টপূর্ব' বলিলেন।

১১. শাস্তা তাহা শুনিয়া এইরূপ জীবনযাপনকারী ব্যক্তির জীবন ধার্মিক জীবন বলিয়া কহিলেন। মহারাজ! চৌরকর্ম আদি কার্য ইহলোকে এবং পরলোকেও পীড়াদায়ক, ঐসব পাপ কার্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন সুখ লাভ করা যায় না, মানুষের অর্থাভাবের সময় দিন মজুরি করিয়াও জীবনযাপন করাই ধার্মিক জীবন। যিনি এইরূপ বীর্যবান, স্মৃতিমান, কায়িক এবং বাচনিক পরিশুদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা কার্য সম্পাদনে নিরত এবং কায়িকাদি কর্মে সংযমী, এইরূপে স্মৃতিমান থাকা হেতু তাহার সম্পদ বর্দ্ধিত হয়। এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা দেশনা করিলেন।

যিনি বীর্যবান, স্মৃতিমান এবং পবিত্রকর্মা, যিনি প্রজ্ঞাপূর্বক কার্য সম্পাদন করেন, সংযতেন্দ্রিয় এবং ধর্মপরায়ণ, অপ্রমাদী সেই পুরুষের যশ বর্দ্ধিত হয়।

১২. সেইখানে উট্‌ঠানবতো'তি অর্থ, সতত বীর্যবান পুরুষের। সতিমতো'তি স্মৃতিমান, সুচিকম্মস্‌সা'তি নির্দোষ নিরপরাধী কায়কর্মাদি সম্পন্ন ব্যক্তির,

http://kalpataruboi.org

নিসম্মকারিনো'তি এইরূপ হইলে এইরূপ করিব, অথবা এই কর্ম এইরূপ করিলে এইরূপ ফল হইবে অথবা (রোগ) নিদান ঠিক করিয়া চিকিৎসা করার মত, সকল কর্ম বিচার করিয়া বিবেচনাপূর্বক কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির, সঞ্ঞতস্সা'তি কায় কর্মাদিতে সংযমী নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তির, ধম্মজীবিনো'তি গৃহস্থদের বৈদ্যকর্ম দূতকর্ম ইত্যাদি বর্জন করিয়া ধার্মিকভাবে ভিক্ষা জীবন যাপনকারী ব্যক্তির; অপ্পমত্তস্সা'তি স্থির স্মৃতিমান পুরুষের। য়সোভিবড্ঢতি, ঐশ্বর্য ধনসম্পদ, সম্মান প্রভৃতি যশ, বর্ণ ইত্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

এই গাথার দেশনাবসানে কুম্ভঘোষক স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। দেশনাবসানে অনেকে স্রোতাপত্তি আদি লোকোত্তর জ্ঞানমার্গ ও ফল লাভ করিলেন। এই দেশনা উপস্থিত জনমণ্ডলীর (ইচ্ছা) সার্থক হইল।

কুম্ভঘোষক উপাখ্যান সমাপ্ত

চুল্লপন্থক স্থবিরের কাহিনী

৫. উট্ঠানেন'প্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি।...২৫

অনুবাদ : উদ্যোগ, অবধান, সংযম আর ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা মেধাবী ব্যক্তি যে দ্বীপ রচনা করেন, প্লাবন তাকে ধ্বংস করতে পারে না।[৩৬]

অন্বয় : উট্ঠানেন (উত্থান, জাগরণ) অপ্পমাদেন (অপ্রমাদ) সঞ্ঞমেন (সংযম) দমেন চ (এবং দম দ্বারা) মেধাবী (মেধাবী) দীপং কযিরাথ (দ্বীপ নির্মাণ করেন) যং (যাকে) ওঘো (জলপ্রবাহ) না অভিকীরতি (বিধ্বস্ত করতে পারে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসার—সমুদ্রের তরঙ্গ—বিক্ষোভে মানুষ অসহায় কাষ্ঠখণ্ডের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে এক দৃঢ় আশ্রয় মানুষ রচনা করতে পারে বীর্য, সৎকর্ম, সংযম, প্রজ্ঞা ইত্যাদি দ্বারা। এইসবের সাহায্যে যে অবিচল প্রতিষ্ঠা (সিদ্ধি) লাভ হয় কোন বড় ঝঞ্ঝা, ঘাত-প্রতিঘাত তাকে বিধ্বস্ত করতে পারে না—যাতে প্রতিষ্ঠিত হলে গুরুতর দুঃখ দ্বারাও (মানুষ) আর বিচলিত হয় না।

১. উট্ঠানেনপ্পমাদেনা'তি এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় চুল্লপন্থক স্থবিরের উপলক্ষে কহিলেন। রাজগৃহে এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর দুহিতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতা-পিতা তাহাকে সপ্ততলাবিশিষ্ট প্রাসাদোপরিতলায় রাখিয়া

---

[৩৬]। তুলনীয় : He is like a man which built a house... ...and laid the foundation a rock, and when the flood arose, the stream beat violently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. (Bib. Luke : VI.48).

http://kalpataruboi.org

অতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করিবার সময় যৌবনমত্ততা হেতু পুরুষ লোলুভ হইয়া নিজের দাসের সঙ্গে কাম সংসর্গে রত হইয়া অন্যরা হয়ত ইহা জানিবে ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া (প্রেমিককে) বলিল—আমাদের পক্ষে এইস্থানে বাস করা সম্ভব নহে, যদি আমার মাতা-পিতা এই ঘটনা জানিতে পারে তাহা হইলে তাহারা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে, বিদেশে যাইয়া বাস করিব এই ভাবিয়া তাহারা হস্তসার লইয়া প্রধান দ্বার দিয়া বাহির হইয়া 'যেইখানে সেইখানে হোক অন্যদের অজ্ঞাত জায়গায় যাইয়া বাস করিব' সংকল্প করিয়া দুইজনই চলিয়া গেলেন। তাহারা একই স্থানে একত্রে বাস করিবার সময় সংসর্গবশত তাহার কুক্ষিতে এক গর্ভ সঞ্চার হইল; সে তাহার গর্ভ পরিপক্ক হইলে প্রেমিকের সঙ্গে মন্ত্রণা করিল যে, 'আমার গর্ভ পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধববিহীন স্থানে গর্ভ মোচন আমাদের উভয়ের পক্ষে দুঃখজনক। পিত্রালয়েই চলিয়া যাইব।' সে (ঐ চাকরটি) ভাবিল যে, যদি আমি সেইখানে যাই তাহা হইলে আমার জীবন নাশ হইবে।' এই ভাবিয়া সে আজ না কাল বলিয়া দিন ফেলাইতে লাগিল।

২. স্ত্রীলোকটি ভাবিল যে—'এই মূর্খ নিজের দোষ বড় বলিয়া যাইতে চাহে না; মাতা-পিতা একান্ত হিতকামী; সে যাউক বা না যাউক আমি যাইব' স্ত্রীলোকটি সেই গৃহের আসবাবপত্র সুসজ্জিত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আপন পিত্রালয়ে গমন করিবে' বলিয়া পার্শ্ববর্তী সকলকে জানাইয়া মার্গাবতীর্ণ হইল। সেই লোকটিও গৃহে আসিয়া তাহার (স্ত্রী) না দেখিয়া প্রতিবেশিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া শীঘ্র তাহার পিছে পিছে অনুধাবন করিতে করিতে পথের মধ্যে সাক্ষাৎ করিল। সেইক্ষণেই তাহার গর্ভপাত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'প্রিয়ে! ইহা কি? 'স্বামিন; একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' এখন কি করিব।' যে উদ্দেশ্যে আমরা বাপের বাড়ি গমন করিব, তাহা পথের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, যাইয়া কি করিব; 'চল, আমরা ফিরিয়া যাই!' দুইজনই এক পরামর্শে রাজি হইয়া আসিয়া গেল। সেই ছেলের জন্ম পথের মধ্যে হইয়াছে বলিয়া পন্থক নাম রাখিলেন। আর অল্প সময় গত হইতেই সেই স্ত্রী পুনরায় গর্ভবতী হইল। সমস্ত ঘটনা প্রথমবারের মত জ্ঞাতব্য। সেই (দ্বিতীয়) ছেলেটাও পথের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার হেতু প্রথম ছেলেটাকে মহাপন্থক নাম রাখিয়া দ্বিতীয় ছেলেটিকে চুল্লপন্থক নাম রাখিলেন। তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) ছেলে দুইজনকে লইয়া নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

৩. সেইখানে বসবাসকারী তাহাদের মধ্যে মহাপন্থক বালক, অন্যান্য বালকেরা 'কাকা, জেঠা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুর মা, ডাকিতে শুনিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মা! অন্যান্য বালকেরা ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা ডাকিতেছে, আমাদের জ্ঞাতিবর্গ কি নাই? হাঁ পুত্র, এইখানে তোমাদের জ্ঞাতিবর্গ নাই। রাজগৃহ নগরে তোমাদের ধনশ্রেষ্ঠী নামক একজন পিতামহ এবং সেখানে আমাদের বহু জ্ঞাতি আছেন। মা; সেইখানে আমরা যাই না কেন?' সে (পন্থকের মাতা) নিজের আগমনের কারণ পুত্রকে বলিল না, ছেলেরা বারংবার জিজ্ঞাসা

http://kalpataruboi.org

করিতে লাগিলে পুত্রের পিতাকে বলিল যে, 'এই বালকেরা আমাকে অতিশয় বিরক্ত করিতেছে, মাতাপিতা আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের মাংস ভক্ষণ করিবে কি? চলুন ছেলেদিগকে পিতামহের ঘরবাড়ি দেখাইয়া আসি।' পিতা বলিলেন—'আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না কিন্তু তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।' 'ভাল, যে কোন উপায়ে হোক, ছেলেদিগকে পিতামহের ঘর দেখানো উচিত' ভাবিয়া দুইজন (স্বামী ও স্ত্রী) ছেলেদিগকে লইয়া ক্রমশ পৌঁছিয়া নগরদ্বারে এক বিশ্রামশালায় বাস করিয়া ছেলেদের মাতা, ছেলে দুইজনকে লইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার মাতা-পিতাকে জানাইল।

৪. তাহারা সেই সংবাদ শুনিয়া 'সংসারে বিচরণকারীদের পুত্র-কন্যা অভূতপূর্ব; তাহারা আমাদের মহাপরাধী, আমাদের দৃষ্টির পথে থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে; কিছু টাকা-পয়সা লইয়া দুইজনও সুবিধাজনক কোন এক জায়গায় যাইয়া জীবনধারণ করুক, ছেলে দুইটি এইখানে পাঠাইয়া দেওয়া হোক।' এই বলিয়া কিছু টাকা-পয়সা দিয়া একজন দূতকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা মাতা-পিতা কর্তৃক প্রেরিত টাকা-পয়সা লইয়া ছেলে দুইটিকে আগত দূতের হাতে সমর্পণ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ছেলে দুইটি মাতামহের ঘরে লালন-পালন হইতেছে। তাহাদের মধ্যে চুল্লপন্থক একদম শিশু? মহাপন্থক মাতামহের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেছে; নিত্য শাস্তার নিকট যাতায়াত করিতে করিতে প্রব্রজ্যার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল; সে মাতামহকে কহিল 'যদি আমাকে অনুমতি দিন তাহা হইলে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি' 'বাবা, কি বলিতেছ? সকল লোকদের প্রব্রজ্যা অপেক্ষা তোমার প্রব্রজ্যা আমার পক্ষে বড়ই উত্তম।' 'যদি পার তাহা হইলে প্রব্রজিত হও।' শ্রেষ্ঠী তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। (বুদ্ধ) 'গৃহপতি! তুমি কি একটি ছেলে পাইয়াছ?' জিজ্ঞাসা করিলে, 'শ্রেষ্ঠী হাঁ, প্রভো; এই আমার পৌত্র, আপনার নিকট প্রব্রজ্যা লইতে ইচ্ছা করিতেছে' বলিলেন। শাস্তা অপর একজন ভিক্ষাচারী ভিক্ষুকে আদেশ করিলেন যে, 'এই ছেলেটিকে প্রব্রজ্যা দান কর।' স্থবির তাহাকে তচপঞ্চক কর্মস্থান পাঠ করাইয়া প্রব্রজ্যা দান করিলেন। সে বহু বুদ্ধবাণী শিক্ষা করিয়া পূর্ণ বয়সে উপসম্পদা লইয়া জ্ঞানপূর্বক কর্ম সম্পাদন করত অর্হত্ত্বমার্গ লাভ করিলেন।

৫. তিনি (মহাপন্থক স্থবির) ধ্যানসুখে এবং ফলসুখে সময় অতিবাহিত করিতে করিতে ভাবিলেন—এই সুখ চুল্লপন্থককেও দিতে পারি কি না? অতঃপর মাতামহের নিকট যাইয়া এইরূপ বলিলেন—মহাশ্রেষ্ঠী! যদি আপনি অনুমতি দিন, তাহা আমি চুল্লপন্থককে প্রব্রজিত করাইব।' 'প্রভো! প্রব্রজিত করান।' শ্রেষ্ঠী বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; 'এই দুইটি বালক তোমার কোন দুহিতার' জিজ্ঞাসা করা হইলে, শ্রেষ্ঠী, পলাতক দুহিতার, বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিলেন; তজ্জন্য আনন্দের সহিত তাহাদের প্রব্রজ্যার জন্য সম্মতি দিলেন। স্থবির চুল্লপন্থককে প্রব্রজিত করাইয়া শীলে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। সে প্রব্রজিত হইয়াও

http://kalpataruboi.org

মূর্খ ছিল।

সুগন্ধী প্রস্ফুটিত, অনির্গত সুগন্ধিময় রক্তপদ্ম প্রাতে যেমন উজ্জ্বল হয় (তেমন) আকাশে তেজস্বী সূর্যতুল্য দীপ্তিমান সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখ।

(চুল্লপন্থক) এই গাথা চারি মাসের মধ্যেও শিক্ষা করিতে অসমর্থ হইল। সে কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় প্রব্রজ্যা লাভ করত জ্ঞানী হইয়াও একজন মূর্খ ভিক্ষুকে, অধ্যয়নের সময় পরিহাস করিলেন। সেই ভিক্ষু পরিহাসের দ্বারা লজ্জিত হইয়া আর অধ্যয়ন করে নাই; পুনরাবৃত্তিও করে নাই। এই চুল্লপন্থক প্রব্রজিত হইয়া সেই কর্ম দ্বারা মূর্খ হইল। (প্রথম) শিক্ষিতপদ ভুলে যায় পরবর্তী অধিগত পদ শিক্ষা করিতে করিতে। তাহার একটি মাত্র গাথা শিক্ষা করিতে গিয়া চারিমাস অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর মহাপন্থক স্থবির তাহাকে বলিলেন যে, 'পন্থক, তুমি এই শাসনে উপযুক্ত ভিক্ষু নহে, চারি মাসের মধ্যে একটি গাথাও শিক্ষা করিতে পার না; প্রব্রজিত কৃত্য কি প্রকারে সাফল্যজনক হইবে? এই বিহার থেকে বাহির হও।' বিহার থেকে বহিষ্কার করিয়া দিলেন। চুল্লপন্থক বুদ্ধশাসনের প্রতি সস্নেহবশত গৃহী অবস্থা কামনা করে নাই। সেই সময় মহাপন্থক স্থবির (ভিক্ষুদের মধ্যে) নিমন্ত্রণ বন্টনকারী ছিলেন।

৬. জীবক কৌমার ভৃত্য বহু পুষ্প সুগন্ধি বিলোপন লইয়া আপন আম্রবনে যাইয়া শাস্তাকে পূজা করত ধর্মশ্রবণ করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বুদ্ধকে অভিবাদনপূর্বক মহাপন্থকের নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভন্তে, শাস্তার নিকট ভিক্ষু কতজন আছেন?' জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঁচশত ভিক্ষু আছেন, তাহা হইলে ভন্তে, আগামীকল্য বুদ্ধপ্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত আমাদের বাড়িতে পিণ্ড গ্রহণ করুন। স্থবির বলিলেন—'উপাসক, চুল্লপন্থক ভিক্ষু মূর্খ এবং ধর্মে অনুন্নত; তাহাকে বাদ দিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি।' ভিক্ষু চুল্লপন্থক তাহা শুনিয়া ভাবিল যে, মহাপন্থক স্থবির এতগুলি ভিক্ষুদের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু আমাকে বাদ দিলেন। আমার ভ্রাতার মন আমার প্রতি ভিন্ন হইয়াছে, এখন এই শাসনের দ্বারা আমার কি আসে যায়? সংসারে প্রবেশ করিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত জীবনধারণ করিব।'

ভিক্ষু চুল্লপন্থক তৎপর দিন ভোরে চীবরত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। শাস্তা প্রত্যুষে পৃথিবী অবলোকন করিবার সময় ইহা অবগত হইয়া সর্বাগ্রে চুল্লপন্থকের কুটিরদ্বার সামনে যাইয়া চংক্রমণ করিতে লাগিলেন, চুল্লপন্থক এদিক সেদিক বিচরণরত বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন! অনন্তর শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'চুল্লপন্থক, তুমি এই সময় কোথায় যাইতেছ? ভন্তে, আমার ভাই আমাকে বাহির করিয়া দিলেন, সেইজন্য আমি চীবরত্যাগ করিবার জন্য চলিয়া যাইতেছি।'

৭. চুল্লপন্থক, তোমার প্রব্রজ্যা আমারই অধিকার; ভ্রাতা বহিষ্কার করিলে আমার কাছে গেলে না কেন? আস, গৃহী হইয়া লাভ কি? আমার নিকট থাক, বলিয়া চক্র লক্ষণ সমন্বিত হস্ততলযুক্ত হস্তদ্বারা তাহার শির পরিমর্জন করিয়া

http://kalpataruboi.org

তাহাকে লইয়া গন্ধকুটির সামনে বসাইয়া 'চুল্লপন্থক, পূর্বদিশাভি হইয়া এই বস্ত্রখণ্ড রজোহরণং রজোহরণং বলিতে বলিতে পরিমর্দন করত এইখানেই থাক' এই বলিয়া ঋদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত বিশুদ্ধ একখণ্ড কাপড় দিয়া যথাসময় ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। চুল্লপন্থকও সূর্য অবলোকন করত সেই বস্ত্রখণ্ড রজোহরণং রজোহরণং বলিতে বলিতে পরিমর্দন করত বসিয়া রহিলেন। তাহার সেই বস্ত্রখণ্ড পরিমর্দন করিতে করিতে মলিন হইয়া পড়িল; তজ্জন্য ভাবিতে লাগিলেন—এই বস্ত্রখণ্ড অতি পরিশুদ্ধ ছিল। এই আত্মভাব পূর্বাকার প্রকৃতি ত্যাগ করত ক্ষয়-ব্যয়শীল মধ্যে চলিতেছে পরিজ্ঞাত হইয়া বিদর্শন ভাবিলেন। শাস্তা চুল্লপন্থকের চিত্ত বিদর্শন ভাবনায় আরোহণ করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া চুল্লপন্থক, তুমি কেবল এই বস্ত্রখণ্ড মলিন হইয়াছে, অপরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে কর না তোমার অভ্যন্তরেও রাগাদি রজঃ আছে সেইগুলিও অপসারণ কর, বলিয়া এই জ্যোতি প্রেরণ করিয়া পুরোভাগে স্থিত আছেন মত রূপ ধারণ পূর্বক এই গাথাটি প্রকাশ করিলেন।

৮. ক. রাগই রজস, ইহাকে ধুলি বলা যায় না, রজস রাগের একটা বিশেষ আখ্যা, ভিক্ষুগণ, এই রাগ নামক রজস (সমূলে) ধ্বংস করিয়া অর্হতেরা বুদ্ধশাসনে বসবাস করেন।

খ. দ্বেষই রজস, ইহাকে ধুলি বলা যায় না। রজস দ্বেষের একটা বিশেষ আখ্যা। ভিক্ষুগণ, এই দ্বেষ নামক রজস (সমূলে) ধ্বংস করিয়া অর্হতেরা বুদ্ধশাসনে বসবাস করেন।

গ. মোহই রজস, ইহাকে ধুলি বলা যায় না, রজস মোহের একটা বিশেষ আখ্যা, ভিক্ষুগণ, এই মোহ নামক রজস (সমূলে) ধ্বংস করিয়া অর্হতেরা বুদ্ধশাসনে বসবাস করেন।

এই গাথার দেশনাবসানে চুল্লপন্থক প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান লাভ করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রিপিটক অবগত হইলেন। তিনি পূর্বে রাজা হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় কপাল থেকে ঘর্ম নির্গত হইলে এক বিশুদ্ধ সাটক দিয়া কপাল মুছিয়া ফেলিলেন; সাটকটি অপবিত্র হইল। তিনি এই শরীরের দ্বারা এইরূপে পরিশুদ্ধ সাটক প্রকৃত পরিশুদ্ধতা লুপ্ত হইয়া অপবিত্র হইল; সংস্কারসমূহ অনিত্য' ভাবিয়া অনিত্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন। সেই কারণই তাঁহার রজস ত্যাগ করার (ভাবনাটি) প্রত্যয় হইল।

৯. জীবক কৌমার ভৃত্যও দশবলধারী বুদ্ধকে দক্ষিণোদক প্রদান করিলেন। শাস্তা 'জীবক, বিহারে আরও ভিক্ষুসঙ্ঘ অবস্থান করিতেন নয় কি?' জিজ্ঞাসা করত হাত দিয়া পাত্রটা আবরণ করিলেন। মহাপন্থক স্থবির 'প্রভো, বিহারে আর ভিক্ষুসঙ্ঘ নাই' বলিলেন। শাস্তা 'জীবক, আরও ভিক্ষুসঙ্ঘ আছে' বলিলেন। তাহা হইলে বন্ধুগণ; যাও, বিহারে ভিক্ষু আছে কিম্বা নাই জানিয়া লও' এই বলিয়া একজন লোককে বিহারে পাঠাইয়া দিলেন। সেই মুহূর্তে চুল্লপন্থক স্থবির' আমার ভাই বিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘ নাই' বলিতেছেন। বিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘ আছে কিনা,

http://kalpataruboi.org

তাঁহাকে জানাইব ভাবিয়া সমস্ত আম্রবন ভিক্ষুসঙ্ঘ দিয়া পূর্ণ করিলেন। একপার্শ্বে ভিক্ষুসঙ্ঘ চীবর সেলাই করিতেছেন। একপাশে (চীবর) রঞ্জন করিতেছেন, একপার্শ্বে আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপে পরস্পর অসদৃশ এক সহস্র ভিক্ষু সৃষ্টি করিয়া লইলেন। সেই পুরুষ বিহারে অনেক ভিক্ষু দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া 'আর্য; সমস্ত আম্রবন ভিক্ষু দ্বারা পরিপূর্ণ' বলিয়া জীবনকে জানাইল।

স্থবিরও সেইখানে—'চুল্লপন্থক আপনাকে সহস্ররূপ সৃজন করাইয়া কালাপেক্ষায় রম্য আম্রবনে অবস্থান করিলেন।'

১০. অনন্তর শাস্তা সেই পুরুষকে বলিলেন—'বিহারে যাইয়া শাস্তা চুল্লপন্থককে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন', বলিবে। সে যাইয়া সেইরূপ বলিলে 'আমি চুল্লপন্থক, আমি চুল্লপন্থক বলিয়া সহস্র মুখ ধ্বনিত হইল। পুরুষ (বুদ্ধের নিকট) যাইয়া 'প্রভো, সকলে চুল্লপন্থক' বলিতেছে। তাহা হইলে যাইয়া যে সর্বাগ্রে 'আমি চুল্লপন্থক' বলিবে তাহার হাত ধর, তখন অন্য ভিক্ষুসকল অন্তর্ধান হইবে। সেই পুরুষ তদ্রূপ করিল। তখনই সহস্র পরিমাণ ভিক্ষু অদৃশ্য হইয়া গেল। চুল্লপন্থক স্থবির আগত পুরুষের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। শাস্তা পিণ্ড গ্রহণের পর জীবককে আহ্বান করিলেন, 'জীবন, চুল্লপন্থক স্থবিরের পাত্রটা গ্রহণ কর, এই ভিক্ষু তোমাদিগকে দানানুমোদন করিবে।' জীবক তদ্রূপ করিলেন। স্থবির সিংহ গর্জন করিয়া তরুণ সিংহের মত ত্রিপিটক মন্থনপূর্বক ভূক্তানুমোদন করিলেন।

শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বিহারে গমন পূর্বক ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক ব্রত সম্পাদিত হইলে গন্ধকুটি দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্য উপদেশ প্রদান করত কর্মস্থান দেশনা করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে পাঠাইয়া দিয়া সুগন্ধ বিস্তীর্ণ গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া সিংহশয্যায় নিমগ্ন হইলেন।

১১. তদন্তর সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুসঙ্ঘ এদিক সেদিক থেকে সম্মিলিত হইয়া রক্তকম্বল পর্দা দ্বারা চক্রাকারে পরিবেষ্টন করার মত উপবেশন করিয়া শাস্তার গুণকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন—আয়ুষ্মানগণ, মহাপন্থক স্থবির চুল্লপন্থক স্থবিরের অভিপ্রায় না জানিয়া চারি মাসের মধ্যে একটি গাথা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না বলিয়া; এই ভিক্ষু মূর্খ বলিয়া বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিলেন; সম্যকসম্বুদ্ধ আপন অনুত্তর ধর্মের ধর্মরাজ বলিয়া এক পিণ্ড গ্রহণের অন্তর্বর্তী সময় প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত করাইলেন। প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপিটক অবগত হইলেন। বুদ্ধের মহান বল, কি আশ্চর্য।

১২. অতঃপর ভগবান বুদ্ধ ধর্মসভায় এইসব কথাবার্তা জ্ঞাত হইয়া অদ্য আমার সেইখানে যাওয়া উচিত ভাবিয়া বুদ্ধশয্যা হইতে উঠিয়া রক্তবর্ণ দুই পট্টি, অন্তর্বাস পরিধান করিয়া বিদ্যুৎলতার মত কটিবন্ধনী বাঁধিয়া রক্তকম্বল সদৃশ সুগত মহাচীবর (পরনের কাপড়) নিবাসন করিয়া সুগন্ধ বিকশিত গন্ধকুটি হইতে বাহির হইয়া শ্রেষ্ঠ বীর মত্তগজেন্দ্রের মত অনন্ত বুদ্ধলীলা বিরাজ করত ধর্মসভায় গমন করিয়া অলঙ্কৃত মণ্ডপমালের মধ্যে প্রজ্ঞাপ্ত উত্তম বুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া

http://kalpataruboi.org

ষড়রশ্মি বিস্তীর্ণ করত সমুদ্রগর্ভ অলঙ্কৃত যুগন্ধর পর্বত মস্তকে তরুণ সূর্যের মত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সম্যকসম্বুদ্ধ পৌঁছামাত্র ভিক্ষুসঙ্ঘ কথা বলা বন্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

১৩. শাস্তা মৃদুমৈত্রী চিত্তে পরিষদ অবলোকন করিয়া বলিলেন—'এই পরিষদে অতিশোভা বিরাজ করিতেছে' একজনেরও হস্তপদ নাড়াচাড়া কিম্বা থুথু ফেলানোর শব্দ কিম্বা হাঁচি শব্দ নাই, এই সকলে বুদ্ধের প্রতি গৌরবে সগৌরবান, বুদ্ধতেজে তেজিত, দীপ্ত। আমি আয়ুষ্কাল পর্যন্ত কথা নাও বলিয়া থাকি, (তবুও ইহারা) প্রথমে কথা উত্থাপন করিয়া কথা বলিবেন না; কথা উত্থাপন করিবার ব্রত আমাকর্তৃক জানা উচিত ভাবিয়া আমিই প্রথমে কথা উত্থাপন করিব' এই সংকল্প করিয়া মধুর ব্রহ্মস্বরে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা লইয়া সন্নিবিষ্ট ছিলে, কি অনিষ্টকর কথা বা অর্থশূন্য কথা?' ভিক্ষুরা 'এই এই কথা' নাম করিলে শাস্তা 'ভিক্ষুগণ! চুল্লপন্থক কেবল এই জন্মে মূর্খ যে, তাহা নয়, পূর্বজন্মেও সে মূর্খ ছিল। আমি কেবল এই জন্মে তাহার সহায়ক হই তাহা নয়, পূর্বজন্মেও সহায়ক হইয়াছিলাম; পূর্বে আমি তাহাকে লৌকিক সম্পদে অধিকারী করাইলাম, বর্তমানে লোকোত্তর সম্পদে অধিকারী করাইলাম' বলিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাহার অর্থ বিস্তারিতভাবে জানিবার জন্য যাচঞা করিলে শাস্তা অতীত কাহিনী বলিলেন।

১৪. পুরাকালে বারাণসী নগরবাসি একজন তরুণ তক্ষশিলায় যাইয়া শিল্প অধ্যয়নের জন্য দিশাপামোক্ষ সুপ্রসিদ্ধ আচার্যের ধর্মান্তেবাসি হইয়া পঞ্চশত তরুণদের মধ্যে আচার্যের অতিসহায়ক ছিল, পদপ্রক্ষালন ও পদপরিকর্মাদি সকল সেবাকার্য সম্পাদন করিত; মূর্খতাবশত কিছুই শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। আচার্য (ভাবিলেন যে,) 'এই শিষ্য আমার অতি সহায়ক, তাহাকে শিক্ষা করাইব' যত্ন করা সত্ত্বেও কিছুই শিক্ষা করাইতে সক্ষম হইলেন না। সে দীর্ঘদিন বাস করিয়া একটা গাথার একটি পদও শিক্ষা করিতে অক্ষম হওয়ায় দুঃখিত হইয়া 'চলিয়া যাইব' ভাবিয়া আচার্যের অনুমতি যাচঞা করিল; আচার্য ভাবিলেন যে 'এই শিষ্য আমার অতি সহায়ক আমি তাহার পাণ্ডিত্য প্রত্যাশা করিয়াছি; কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইল না। আমাকর্তৃক তাহাকে প্রত্যুপকার করা নিতান্ত আবশ্যক; তাহাকে একটা মন্ত্র বাঁধিয়া দিব' আচার্য তাহাকে অরণ্যে লইয়া গিয়া ঘট্রেসি ঘট্রেসি, কিং কারণা ঘট্রেসি? অহম্পি তং জানামি জানামি (করিতেছ, কি জন্য করিতেছ? তাহা আমি জানি), এই মন্ত্রটি বাঁধিয়া দিয়া তারপর মুখস্থ করাইয়া শতবার উলটপালট করাইয়া শিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে 'তোমার এখন জ্ঞাত হইয়াছে তো?' 'হাঁ, আমার জ্ঞাত হইয়াছে' বলিলে মূর্খলোক কর্তৃক চেষ্টা করিয়া শিক্ষিত শিল্প ধ্বংস হইবে না' এই মনে করিয়া পাথেয় দিয়া 'যাও, এই মন্ত্র দ্বারা জীবনধারণ কর। ভুলিয়া না যাও মত নিত্য তাহা পুনরুচ্চারণ কর', এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

১৫. অতঃপর তাহার মাতা বারাণসী নগরে উপনীত হইলে 'আমার পুত্র শিল্প

http://kalpataruboi.org

শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে', বলিয়া মহৎ সৎকার সম্মান প্রদর্শন করিল। তখন বারাণসী রাজ 'আমার কায়কর্মাদির মধ্যে কোন কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে কিনা', অনুসন্ধান করিয়া নিজের অরুচিকর কোন কর্ম না দেখিয়া 'নিজের দোষ নিজে দেখিতেছি না, অপরে দেখে নগর পরীক্ষা করিব' ভাবিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করত বাহির হইয়া সন্ধ্যার আহার সমাপনান্তে যখন মানুষ বসিয়া নানা প্রকার গল্পগুজব করিতেছে, আমি যদি অধর্মে রাজ্য শাসন করি তাহা হইলে মানুষেরা বলাবলি করিবে যে 'পাপী অধর্মচারী রাজার অবিধেয় রাজদণ্ড এবং অধিক পরিমাণ করের দ্বারা আমরা মরিতেছি', আর যদি ধার্মিকভাবে রাজ্য শাসন করি তাহা হইলে তাহারা 'আমাদের রাজা দীর্ঘায়ু হোন' বলিয়া আমার গুণকীর্তন করিবে। ইহার সন্ধানে রাজা ক্রমশ মানুষের গৃহের পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করিলেন। সেই মুহূর্তে গহ্বর খননকারী চোরেরা দুইটি গৃহের মধ্যে একটা গহ্বর খনন করিতেছিল এক গহ্বর দিয়া উভয় গৃহে প্রবেশ করিবার মানসে। রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া গৃহছায়ায় দণ্ডায়মান হইলেন। তাহারা গুহা খনন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাণ্ড অবলোকন করিবার সময় (খূর্ম) তরুণ জাগ্রত হইয়া ঐ মন্ত্রটি ঘট্রেসি ঘট্রেসি কি কারণা ঘট্রেসি, অহম্পি তং জানামি জানামি, আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। চোরেরা তৎশ্রবণে এই ব্যক্তি কর্তৃক আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছে, এখন আমাদিগকে নাশ করিবে' ভাবিয়া পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্তও ফেলিয়া দিয়া ভয়ে জর্জরিত হইয়া যে যেই দিকে পারে সেই দিকে পলায়ন করিল।

১৬. রাজা পলায়মান তাহাদিগকে দেখিয়া অপরের (তরুণের) মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ শুনিয়া নগর পরীক্ষা করত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা একজন লোককে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, 'যাও বৎস, অমুক রাস্তায় যে ঘরে গহ্বর (গুহা) খনন করা আছে, সেই ঘরে তক্ষশিলা হইতে শিল্প শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত একজন তরুণ আছে' তাহাকে ডাকিয়া আন।' সে যাইয়া 'মহারাজ (আপনাকে) ডাকিতেছেন', বলিয়া তরুণকে সঙ্গে লইয়া আনিল। অতঃপর রাজা তরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! তুমি নাকি তক্ষশিলা হইতে শিল্প শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত তরুণ?' 'হাঁ মহারাজ! সেই শিল্প আমাদিগকেও শিখাও।' 'সাধু মহারাজ! সমান আসনে উপবিষ্ট হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করুন।' রাজা সেইরূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্র শিক্ষা করিয়া 'এই তোমার গুরু দক্ষিণার ভাগ' বলিয়া এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। তখন সৈন্যাধ্যক্ষ রাজার ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কখন রাজার ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন হইবে?' 'কাল কিম্বা পরশু।' সৈন্যাধ্যক্ষ ক্ষৌরকারকে এক সহস্র মুদ্রা দিয়া 'আমার একটি কাজ আছে' বলিলেন। 'প্রভো! কি কাজ' জিজ্ঞাসিত হইলে 'রাজার ক্ষৌরকর্ম করিবার মত দেখাইয়া ক্ষুরের তীব্র ধার দিয়া গলার নালিটা ছেদন কর; তুমি হইবে সৈন্যাধ্যক্ষ, আমি রাজা হইব।' ক্ষৌরিক 'ভাল' বলিয়া রাজি হইল। সে রাজার ক্ষৌরকর্ম করার দিবসে সুগন্ধ জলে শ্মশ্রু ভিজাইয়া ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধার দিয়া ললাটের কোণায় লইয়া গিয়া পুনঃ ক্ষুরটা সামান্য ভোতা বলিয়া একই টানে গলার

http://kalpataruboi.org

নলি ছেদন করা উচিত মনে করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষুরে ধার দিতে লাগিল।

১৭. তৎমুহূর্তে রাজা আপনার মন্ত্র 'ঘট্রেসি ঘট্রেসি কিং কারণা ঘট্রেসি অহম্পি তং জানামি জানামি' স্মরণ করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নাপিতের কপাল থেকে ঘাম নির্গত হইল। রাজা আমার অভিপ্রায় জানিতে পারেন' ভয়ে জর্জড়িত হইয়া ক্ষুরটা ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া পাদমূলে পড়িয়া গেল। রাজামাত্রই অতি সুদক্ষ, অতএব (রাজা) তাহাকে এইরূপ বলিলেন—ওহে দুষ্ট নাপিত! আমি যে রাজা তাহা তুই লক্ষ্য করিছিস না কেন? দেব! আমায় অভয় দিন অভয় দেওয়া যাবে ভয় করিস না বিষয়টা কি বলিস, দেব! সৈন্যাধ্যক্ষ আমাকে এক সহস্র মুদ্রা দিয়া রাজার ক্ষৌরকর্ম করিবার ন্যায় গলার নালিটা ছেদন কর, আমি রাজা হইয়া তোমাকে (নাপিতকে) সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করাইব' বলিলেন।

১৮. রাজা আমার আচার্য দ্বারা আমি জীবন লাভ করিয়াছি, চিন্তা করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন 'ওহে সৈন্যাধ্যক্ষ! তুমি আমার থেকে কি লাভ কর না? এখন তোমার দিকে চাহিতে পারিব না; আমার রাজ্য থেকে বাহির হও।' তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া আচার্যকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন—আচার্য, আপনার দ্বারা আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। অতঃপর মহাসম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করিলেন। তখন তিনি (রাজগুরু) ছিলেন চুল্লপন্থক। শাস্তা ছিলেন দেশবিখ্যাত আচার্য। তজ্জন্য এই অতীত কথা উল্লেখ করিয়া শাস্তা 'ভিক্ষুগণ, চুল্লপন্থক এইরূপে পূর্বেও মূর্খ ছিল। সেই সময়েও আমি তাহার সহায় হইয়া তাহাকে লৌকিক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলাম' বলিলেন। পুনঃ একদিন শাস্তা চুল্লপন্থকের সহায়ক ছিলেন। কি আশ্চর্য, এই কথা উত্থাপন হইলে চুল্লশ্রেষ্ঠী জাতকের অতীত কাহিনী দেশনা করিয়া :

ক্ষুদ্রতম অগ্নি দ্বারা (যেমন) বৃহৎ অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়,
বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুদ্র উপহারের দ্বারা (তেমন) আত্মোন্নতি সাধন করে।

এই গাথাটি দেশনা করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুগণ! আমি ইহার কেবল এখন সহায়ক হই যে তাহা নহে, পূর্বেও সহায়ক ছিলাম। পূর্বে আমি ইহাকে লৌকিক সম্পদে অধিকারী করাইয়াছিলাম। এখন লোকোত্তর সম্পদে অধিকারীও করাইলাম। তখন চুল্ল অন্তেবাসিক ছিল চুল্লপন্থক, আমি ছিলাম চুল্লশ্রেষ্ঠী এই বলিয়া জাতক সমাপন করিলেন। পুনঃ একদিন ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপন হইয়াছিল যে, আয়ুষ্মান চুল্লপন্থক চারি মাসের মধ্যে একটা চতুষ্পদি গাথা শিক্ষা করিতে অক্ষম হইলেও অপরিহার্য বীর্য দ্বারা অর্হত্ত্বমার্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন লোকোত্তর সম্পদে অধিকারী হইলেন। শাস্তা ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া 'ভিক্ষুগণ! তোমরা কি কথা লইয়া সন্নিবিষ্ট ছিলে?' জিজ্ঞাসিত হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ এই বিষয় বলিয়া নামোল্লেখ করিলেন। শাস্তা 'ভিক্ষুগণ! আমার শাসনে প্রারব্ধ বীর্যবান ভিক্ষু লোকোত্তর ধর্মের অধিকারী হইবেই' বলিয়া নিম্নোক্ত গাথাটি দেশনা করিলেন। অবিক্ষিপ্ত বীর্য, অপ্রমাদ, সংযম এবং দান্ত স্বভাব দ্বারা মেধাবী পুরুষ আপনার

http://kalpataruboi.org

জন্য এরূপ দ্বীপ (রক্ষাস্থান) প্রস্তুত করিতে পারেন, যাহাকে জলপ্রবাহও প্রতিহত করিতে পারে না। এই গাথার দীপং কয়িরাথা'তি অর্থ বীর্য দ্বারা, উট্‌ঠানেন, অবিক্ষিপ্ত সমৃদ্ধি দ্বারা, অপ্পমাদেন চতুপরিশুদ্ধ শীল দ্বারা, সংযমেন, ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা, এই কারণভূত চারি প্রকার ধর্মের দ্বারা লদ্ধ প্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী এইখানে অতি গভীর ভবসমুদ্রে আশ্রয়স্থান অতি দুর্লভ হেতু আপনার প্রতিষ্ঠাভূত অর্হত্ত্বফল। দীপং কয়িরাথ প্রতিষ্ঠাদায়ক হইতে সক্ষম হইতেছে কি প্রকারে? যং ওঘোনাভিকীরতী যে চতুর্বিধ ক্লেশ ওঘ দ্বারা অর্হত্ত্বফলকে বিনাশ করিতে পারে না।

গাথার দেশনাবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি আদি মার্গ লাভ করিল এবং দেশনা উপস্থিত জনতার পক্ষে সার্থক হইল।

চুল্লপন্থক স্থবিরের কাহিনী সমাপ্ত

বালনক্ষত্র ঘোষণার কাহিনী

৬. পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠং'ব রক্‌খতি।

৭. মা পমাদমনুযুঞ্জেথ, মা কামরতিসন্থবং,
অপ্পমত্তো হি ঝাযন্তো প্পপোতি বিপুলং সুখং।...২৬-২৭

অনুবাদ : অবিবেকী ও দুর্মতি লোকেরা প্রমাদযুক্ত (অনবধান, আলস্যপরায়ণ) হয়। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান তিনি অপ্রমাদকে (অবধান, তৎপরতা) শ্রেষ্ঠ ধনের মত রক্ষা করেন। প্রমত্ত ও কামাসক্ত হয়ো না। অবহিতচিত্ত ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি বিপুল সুখ লাভ করেন।

অন্বয় : বালা দুম্মেধিনো জনা (বালকস্বভাব ও দুর্বুদ্ধি লোকেরা) পমাদং অনুযুঞ্জন্তি (প্রমাদে অনুরক্ত হয়) মেধাবী অপ্পমাদঞ্চ সেট্‌ঠং ধনং ইব (আর জ্ঞানী অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায়) রক্‌খতি (রক্ষা করে)। পমাদ মা অনুযুঞ্জেথ (প্রমাদে অনুরক্ত হবে না) কামরতিসন্থবং [চ] মা [অনুযুঞ্জেথ] (এবং কামরতিসম্ভোগে আসক্ত হবে না)। অপ্পমত্তো হি ঝাযন্তো (অপ্রমত্তভাবে যিনি ধ্যান করেন) বিপুলং সুখং প্পপোতি (তিনি বিপুল সুখ লাভ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বালকস্বভাব ব্যক্তি বুদ্ধি অস্থির, মতি চঞ্চল। মনে যখন যে ভাব প্রবল হয়, তখন তারই বশে সে কাজ করে। তাই তার কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিক আনন্দ। এদেরই গীতাতে অব্যবসায়ী বা অনিশ্চিত বুদ্ধি বলা হয়েছে। কিন্তু যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁর বুদ্ধি 'ব্যবসায়াত্মিকা' তাঁর লক্ষ্য স্থির। তিনি অবহিতচিত্তে ধর্মাচরণ করে অনন্ত সুখের অধিকারী হন। তিনি এমন বস্তু লাভ করেন যা পেয়ে আর কোন লাভকেই শ্রেয় মনে হয় না।

'পমাদমনুযুঞ্জং'তী' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবন বিহারে বাস করিবার সময় বালনক্ষত্র ঘোষণার উপলক্ষে কহিলেন। এক সময় বালনক্ষত্র নামে এক উৎসব

http://kalpataruboi.org

উদযাপিত হইত। সেই নক্ষত্র ক্রীড়োৎসবে মূর্খ দুর্মেধ মানুষ ভস্ম ও গোবর শরীরে মর্দন করিয়া এক সপ্তাহ অশ্লীল বাক্য বলিতে বলিতে বিচরণ করিত। এখন (তাহারা) জ্ঞাতি কিম্বা বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রব্রজিত কোন কেহকে দেখিয়া লজ্জাবোধ করিত না; দ্বারে দ্বারে স্থিত হইয়া অশ্লীল বাক্য বলিত, লোকেরা তাহাদের অসভ্য উক্তি শ্রবণ করিতে অক্ষম হইয়া যথাশক্তি অর্দ্ধ কর্ষাপণ বা এক কর্ষাপণ প্রেরণ করিত। তাহারা মানুষের থেকে প্রাপ্ত যাহা তাহা লইয়া চলিয়া যাইত।

তখন শ্রাবস্তী নগরে পঞ্চকোটি পরিমাণ আর্যশ্রাবক বাস করিতেন; তাঁহারা শাস্তার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, 'প্রভো ভগবান এক সপ্তাহকাল ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত নগরে প্রবেশ না করিয়া কেবল বিহারেই অবস্থান করুন। সেই এক সপ্তাহকাল ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য যাগু ও ভাত ইত্যাদি বিহারেই পাঠাইয়া দিয়া তাহারা স্বয়ং গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। তাহারা নক্ষত্র ক্রীড়ার পরিসমাপ্তির অষ্টম দিবসে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নগরের মধ্যে লইয়া আসিয়া মহাদান কার্য সমাপন করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া 'প্রভো! আমাদের অতি দুঃখের সহিত সাতদিন অতিক্রান্ত হইল। মূর্খদের অসভ্য কথা শুনিতে শুনিতে কান ভাঁগিয়া (বধির হইয়া) পড়িয়াছে, কেহ কাহাকেও লজ্জাবোধ করিল না। সেইজন্য আমরা আপনাদিগকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই না। আমরাও গৃহ হইতে বাহির হইলাম না।

৩. শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া 'মূর্খ দুর্মেধ ব্যক্তিদের কার্যকলাপই এইরূপ, মেধাবী ব্যক্তিরা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় রক্ষা করিয়া অমৃত মহানির্বাণ প্রাপ্ত হন, এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা দুইটি প্রকাশ করিলেন :

ক. ইহলোকে ও পরলোকে সুখসম্পদ অজ্ঞাত মূর্খ ও দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রমত্ততায় নিরত থাকে; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় যত্নের সহিত রক্ষা করেন।

খ. প্রমাদের অনুসরণ করিবে না, কাম ও রতিসম্ভোগে আসক্ত হইবে না। অপ্রমত্ত ও ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তিগণ বিপুল সুখ (নির্বাণ) লাভ করেন।

৪. এই গাথায় বালা, অর্থ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ, তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখসম্পদ অজ্ঞাত, দুম্মেধিনো, প্রজ্ঞাবিহীন, তাহারা প্রমত্ততার আদিনব ভাববে না, পমাদং অনুযুঞ্জন্তি, প্রমত্ততায় কালযাপন করে, মেধাবী, জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ প্রজ্ঞাসম্প্রযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বংশপরম্পরাগত সপ্তবিধ রত্ন ধনের ন্যায়। অপ্পমাদং রক্খতি, অপ্রমাদকে রক্ষা করেন, যেমন উত্তম ধনের দ্বারা (পঞ্চ) কামগুণ সম্পদ লাভ করিব, পুত্রদার পোষণ করিব, পরলোক গমনের পথ পরিষ্কার করিব, এই ভাবে ধনের আবশ্যকতা ভাবিয়া তাহা রক্ষা করেন তেমন পণ্ডিত ব্যক্তিও অপ্রমত্ত হইয়া প্রথম ধ্যানাদি লাভ করিব, স্রোতাপত্তি আদি মার্গফল লাভ করিব ত্রিবিদ্যা এবং ষষ্ঠ অভিজ্ঞা লাভ করিব, ভাবিয়া অপ্রমাদের প্রয়োজনীয়তা দর্শন করত ধনং সেট্ঠং ব, শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় প্রমাদটা রক্ষা করেন, মা পমাদ

http://kalpataruboi.org

মনুযুঞ্জেথ, প্রমত্ততায় কালক্ষেপ করিবে না। মা কামরতি সংথবং বস্তুকাম ও ক্লেশকাম সঙ্খ্যাত তৃষ্ণায় রত হইবে না, সেই সম্পর্কে চিন্তা করিবে না (তাহা) লাভ করিবে না, অপ্পমত্তেহি, উপস্থিত স্মৃতিতে অপ্রমত্ত থাকা। ঝায়ন্তো, ধ্যানী পুরুষ, বিপুলং সুখং, বিপুল নির্বাণ সুখ লাভ করেন।

গাথার দেশনাবসানে অনেকে স্রোতাপত্তি আদি মার্গ লাভ করিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইল।

বালনক্ষত্র ঘোষণা কাহিনী সমাপ্ত

মহাকাশ্যপ স্থবিরের কাহিনী

৮. পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পণ্ডিতো,
পঞ্ঞাপাসাদমারুয্হ অসোকো সোকিনিং পজং;
পব্বতট্ঠো'ব ভুম্মট্ঠে ধীরো বালে অবেক্খতি।...২৮

অনুবাদ : সম্যকজ্ঞানী ব্যক্তি যখন অবহিতচিত্তে প্রমাদরূপ অজ্ঞান দূর করেন, তখন তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করে নিজে শোকমুক্ত হয়ে শোকগ্রস্ত লোকদের অবলোকন করেন, যেমন পর্বতশিখরস্থ ধীর ব্যক্তি ভূমিস্থিত (নীচের) সব লোকদের দেখেন।

অন্বয় : যদা পণ্ডিতো অপ্পমাদেন পমাদং নুদতি (যখন জ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূর করেন) [তদা সো] অসোকো [সন্ত] (তখন তিনি শোকহীন হন) পঞ্ঞাপাসাদম্ আরুয্হ (প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করে) ভুম্মট্ঠে (ভূমিস্থিত) সোকিনিং বালে পজং (শোকসন্তপ্ত মূর্খ প্রজাদের) পব্বতটঠো (পর্বতে অবস্থিত) ধীরো ইব (ধীর ব্যক্তির ন্যায়) অবেক্খতি (অবলোকন করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসারচক্রে মানুষ অসহায়ের মত আবর্তিত হচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির বা নিয়মের প্রভাবে সে জন্মগ্রহণ করছে, মৃত্যুকবলস্থ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এই রহস্যের কোন সমাধান জানে না। জানেন শুধু তাঁরাই যাঁরা অপ্রমাদ লাভ করেছেন অর্থাৎ শোকদুঃখের অতীত হয়ে এমন উচ্চ জ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যেখান থেকে মানুষের জন্মমৃত্যুর সমস্ত রহস্যই তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পান।

১. পমাদং অপ্পমাদেন এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবন বিহারে অবস্থান করিবার সময় মহাকাশ্যপ স্থবিরকে উপলক্ষ করিয়া কহিলেন। একদিন স্থবির পিপ্ফলী গুহায় অবস্থান করিবার সময় রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিয়া পিণ্ড গ্রহণের পর অপরাহ্নে আলোক বৃদ্ধি করত জলস্থলে এবং পর্বতাদির মধ্যে প্রমত্ত এবং অপ্রমত্ত ভাবে চ্যুত ও উৎপন্ন সত্ত্বগণকে দিব্যজ্ঞান দ্বারা অবলোকন করত অবস্থান করিতেছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থান করিবার সময়ই 'অদ্য আমার পুত্র কাশ্যপ কিরূপ মনোভাব লইয়া বাস করিতেছে' দিব্যচক্ষু দ্বারা বিলোকন করিবার সময় সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি অবলোকন করত বাস করিতেছে' জ্ঞাত

http://kalpataruboi.org

হইয়া সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি নির্ণয় করা বুদ্ধজ্ঞানের; অপরিচ্ছিন্ন, মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি লইয়া মাতা-পিতার অজ্ঞাতভাবে চ্যুত সত্ত্বগণের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে, সেইসব জানা তোমার বিষয় নহে। কাশ্যপ! তোমার বিষয় অল্পমাত্র, চ্যুত এবং উৎপন্ন সত্ত্বগণকে সর্বতোভাবে জানিয়া লওয়া এবং তাহাদিগকে দর্শন করা একমাত্র বুদ্ধগণেরই বিষয়' বলিয়া এক আলোক বিস্তার করিয়া সম্মুখে বুদ্ধ দণ্ডায়মান আছেন মত এক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া এই গাথার দেশনা করিলেন।

যেমন জ্ঞানী ব্যক্তি, অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূরীভূত করেন, সেইরূপ শোকহীন ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ উচ্চ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিয়া পর্বত শিখরস্থ ধীর ব্যক্তি যেরূপ ভূমিস্থিত মূর্খের প্রতি অবলোকন করেন, তিনি সেইরূপ শোকহীন মানবগণের প্রতি অবলোকন করেন।

এই গাথায় নুদতি অর্থ দূরীভূত করা; যেমন পুষ্করিণীর প্রবেশিত নতুনোদক এবং পুরানোদক মিশ্রিত হইয়া উহাকে অবকাশ না দিয়া তাহা আপন মস্তকোপর দিয়া পলায়ন করে অথবা দূরীভূত হয়, তেমন পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদ দ্বারা মহৎ প্রমাদকে অবকাশ না দিয়া অপ্রমাদ বেগের দ্বারা উহাকে অপনোদন করেন। অনন্তর অপসারিত প্রমাদশীল তিনি অতিশয় উচ্চ পরিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু সংখ্যাত, পঞ্ঞাপাসাদং, প্রজ্ঞাপ্রাসাদে তাহার উচিত প্রতিপদা পূর্ণ করত সোপানতুল্য সেই প্রতিপদার দ্বারা গমন পূর্বক প্রাসাদে আরুয়্হ, আরোহণ করিয়া শোকশল্য প্রহীন হেতু অসোকো, বিশেষভাবে শোকহীন, সোকিনিং পজং, প্রাণীগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দিব্যচক্ষুর দ্বারা, অবেক্খতি, প্রত্যক্ষ করেন; কি প্রকারে? পব্বতট্ঠোর ভুম্মট্ঠে পর্বত শিখরস্থ পুরুষ ভূমিস্থিত, প্রাসাদোপরি স্থিত অথবা প্রাসাদদক্ষোপরি স্থিত মানুষ সকলকে বিনা কষ্টে যেরূপ দর্শন করেন তদ্রূপ ধীর, জ্ঞানী মহাক্ষীণাস্রব, সংসার বীজ সমূলে অপরিচ্ছিন্ন (আর্য মার্গজ্ঞান বিহীন) জনগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি অবলোকন করেন। এই গাথা দেশনাবসানে অনেকে স্রোতাপত্তি আদি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

মহাকশ্যপ স্থবিরের কাহিনী সমাপ্ত

দুইবন্ধু ভিক্ষুর কাহিনী

৯. অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো,
অবলস্সং'ব সীঘ'স্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।...২৯

অনুবাদ : বেগবান ঘোড়া যেমন দুর্বল ঘোড়াকে পেছনে ফেলে যায়, জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনি অনবধানদের মধ্যে অবহিত আর নিদ্রিতদের মধ্যে নিত্য জাগ্রত থেকে সাধন পথে এগিয়ে চলেন।

অন্বয় : সুমেধসো (জ্ঞানী ব্যক্তি) পমত্তেসু অপ্পমত্তো [সন্] (প্রমত্তদের মধ্যে অপ্রমত্ত থেকে) সুত্তেসু বহুজাগরো [সন্] (সুপ্তদের মধ্যে সদাজাগ্রত থেকে) অবলস্সং হিত্বা (দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী) সীঘস্সো ইব (দ্রুতগামী অশ্বের

http://kalpataruboi.org

ন্যায়) যাতি (অগ্রসর হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জন্মমরণসঙ্কুল এই সংসারে মানুষ একনিষ্ঠ সাধনার বলেই আনন্দময় মুক্তির অধিকারী হতে পারে। আর সাধনার পথে তার সব থেকে বড় সহায় হল অপমাদ অর্থাৎ কর্তব্যকার্যে অবিচল নিষ্ঠা, সংযম ও চিত্তের বিশুদ্ধতা।

১. অপ্পমত্তো পমত্তেসু এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবন বিহারে অবস্থানকালে দুইজন বন্ধু ভিক্ষুদের উপলক্ষে কহিলেন। তাহারা শাস্তার নিকট কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া অরণ্যে এক বিহারে প্রবেশ করিলেন। দিনের বেলায় তাহাদের মধ্যে একজন কাষ্ঠ আনিয়া অঙ্গার (ধানী) সাজাইয়া আগুন পোহাইতে পোহাইতে ছোট ছোট শ্রমণদের সঙ্গে গল্পগুজব করত প্রথমযাম অতিবাহিত করিত; অপর ভিক্ষু অপ্রমত্ত হইয়া শ্রমণধর্ম রক্ষা করত ঐ ভিক্ষুকে উপদেশ দিতেন যে আয়ুষ্মান, এইরূপ কর না, প্রমত্ত ব্যক্তির পক্ষে চারি অপায় স্বীয় গৃহ সদৃশ সম্যকসম্বুদ্ধগণকে শঠতাচরণে সন্তুষ্ট করা যায় না। কিন্তু সেই ভিক্ষু তাঁহার উপদেশ শুনিল না। এই ভিক্ষু উপদেশ লঙ্ঘী বলিয়া তাহার প্রতি নজর না রাখিয়া অপর ভিক্ষু অপ্রমত্তভাবে শ্রমণধর্ম পূরণ করিলেন। অলস ভিক্ষুও প্রথমযামে আগুন পোহাইয়া অপ্রমত্ত ভিক্ষু চংক্রমণপূর্বক কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সেই ভিক্ষু প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করত 'হে মহা আলস্য, নিদ্রা যাওয়ার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছ? বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ নহে কি? উঠিয়া শ্রমণধর্ম পরিপূর্ণ করা কি উচিত নহে?' বলিয়া আপন বাসস্থানে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যাইত। অপর (অপ্রমত্ত) ভিক্ষুও মধ্যমযামে বিশ্রাম করিয়া পশ্চিম যামে উঠিয়া শ্রমণধর্ম (পূরণ) করিতেন।

২. তিনি এইরূপ অপ্রমত্তভাবে বাস করার হেতু অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান লাভ করত অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। অপর ভিক্ষু প্রমত্ততায় কালযাপন করিল। তাহারা বর্ষাবাস সমাপনান্তে শাস্তার নিকট যাইয়া প্রণাম করত একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাদের সহিত কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া 'কেমন, অপ্রমত্তভাবে শ্রমণধর্ম পূরণ করিয়াছ, কেমন তোমাদের প্রব্রজ্যা কৃত্য সিদ্ধি হইয়াছে কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমত্ত ভিক্ষু কহিল যে, প্রভো; এই ভিক্ষুর অপ্রমত্ততা কোথায়? যাওয়া পর্যন্ত পড়িয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে সময় কাটাইল; হে ভিক্ষু; 'তুমি কি করিয়াছ।' প্রভো, আমি সময় থাকিতেই কাষ্ঠ আনিয়া অঙ্গারধানি সাজাইয়া প্রথম যাম আগুন পোহাইতে পোহাইতে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি' বলিল।

অতঃপর শাস্তা তাহাকে বলিলেন যে, তুমি প্রমত্তভাবে সময় যাপন করিয়া অপ্রমত্ত হইয়াছ বলিয়া বলিতেছ; অপ্রমাদকে প্রমাদের মধ্যে গণ্য করিয়াছ; তুমি আমার পুত্রের নিকট বেগহীন দুর্বল অশ্বতুল্য, এই ভিক্ষু তোমার নিকট শীঘ্রগামী অশ্ব সদৃশ বলিয়াই এই গাথা দেশনা করিলেন।

যেমন শীঘ্রগামী অশ্ব দুর্বল অশ্বকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রমত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অপ্রমত্ত থাকিয়া এবং নিদ্রিত

kalpataruboi.PDF

http://kalpataruboi.org

ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরিত থাকিয়া ধর্মমার্গে অগ্রগামী হন।

এই গাথায় অপ্পমত্তো অর্থ, মহৎ স্মৃতি দ্বারা অপ্রমাদসম্পন্ন ক্ষীণাস্রব পমত্তেসু স্মৃতি শিথিল সত্ত্বগণের মধ্যে স্থিত, সুত্তেসু জাগ্রত স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া সকল ঈর্যাপথের মধ্যে নিদ্রায়মান, বহুজাগরো মহৎ স্মৃতির বিপুলাবস্থা ধারণ করত অবস্থানরত, অবলস্সং বাতি খাটো পাদ বিশিষ্ট ছিন্ন বা হীন বেগসম্পন্ন দুর্বল অশ্ব শীঘ্রগামী সিন্ধুদেশিয় আজানীয় অশ্ব নিকট যেরূপ সুমেধসো সেইরূপ উত্তম প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি গ্রন্থধুর অথবা বিদর্শনধুর দ্বারা হিত্ত্বায়াতি সামান্য পণ্ডিত ব্যক্তি একটি সূত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে পণ্ডিত ব্যক্তি একটি বর্গ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হন, এইরূপ বোধিজ্ঞান দ্বারা হিত্তায়াতি সামান্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি রাত্রি স্থান দিবাস্থান প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইয়া কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া আবৃত্তি করিবার সময় অটল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পূর্বে অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাত্রিস্থান এবং দিবাস্থানে প্রবেশ করিয়া কর্মস্থান গভীর মনোনিবেশ সহকারে জপিতে জপিতে সমস্ত ক্লেশ ক্ষয় করত নবলোকোত্তর ধর্ম (হস্তগত) আয়ত্ব করেন। এইরূপে বিদর্শনের দ্বারা ও হিত্ত্বায়িত সংসার ত্যাগ করিয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

এই গাথা দেশনাবসানে অনেকে স্রোতাপত্তি আদি মার্গ ও ফললাভ করিলেন।

প্রমাদ ও অপ্রমাদশীল দুই বন্ধু ভিক্ষুদের কাহিনী সমাপ্ত

মহালি-প্রশ্ন উপাখ্যান

১০. অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো,
অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।...৩০

অনুবাদ : মঘবা (ইন্দ্র) অপ্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা দ্বারা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তাই পণ্ডিতগণ অপ্রমাদের প্রশংসা করেন। প্রমাদ সর্বদাই নিন্দনীয়।

অন্বয় : মঘবা (ইন্দ্র) অপ্পমাদেন (অপ্রমাদ দ্বারা) দেবানং (দেবতাদের মধ্যে) সেট্‌ঠতং গতো (শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)। [পন্ডিতো] অপ্পমাদং পসংসন্তি (পণ্ডিতেরা অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন), পমাদো সদা গরহিতো (প্রমাদ সর্বদা গর্হিত)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সমস্ত সৎকর্মের মূলেই আছে অপ্রমাদ বা কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা। দান, নিঃস্বার্থ সেবা, পরোপকার প্রভৃতি পুণ্যকর্ম আবহমানকাল থেকেই জনসমাজে প্রশংসিত হয়ে আসছে। আর এসব কর্তব্য কর্ম না করে যারা আলস্যে দিন কাটায় তারা সমাজে স্বভাবতই নিন্দনীয়।

১. অপ্পমাদেন মঘবা এই ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালি নগরে উপকণ্ঠে কূটাগারশালায় অবস্থান করিবার সময় শক্র দেবেন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া কহিলেন। বৈশালি নগরে মহালি নামে একজন লিচ্ছবি ছিলেন। তিনি ভগবান তথাগতের শক্র প্রশ্ন সূত্রান্ত দেশনা শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, সম্যকসম্বুদ্ধ শক্র

http://kalpataruboi.org

সম্পত্তি মহীয়ান সম্পত্তিরূপে বর্ণনা করিলেন; বুদ্ধ শক্রসম্পত্তি দেখিয়া কি বর্ণনা করিলেন; অথবা না দেখিয়া বর্ণনা করিলেন; বুদ্ধ শক্রকে কি চিনেন অথবা নাই চিনেন? অনন্তর মহালি লিচ্ছবি যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক মহালি লিচ্ছবি বুদ্ধকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু ভগবান, আপনি কি শক্র দেবেন্দ্রকে দেখিয়াছেন? মহালি, আমি শক্র দেবেন্দ্রকে দেখিয়াছি, প্রভু, তিনি নিশ্চয়ই শক্র পদের উপযুক্ত হইবেন তো? প্রভু শক্র দেবেন্দ্রকে দর্শন করা খুবই কঠিন। মহালি, আমি শক্র দেবেন্দ্রকে চিনি এবং শক্র দেবেন্দ্রকে তৈরিকরণ, ধর্মসমূহকেও জানি; শক্র যে যে ধর্মসমূহ দ্বারা শক্রপদে অধিকারী হইলেন তাহাও জানি।

২. মহালি, শক্র দেবেন্দ্র পূর্বে মানুষ হইয়া মঘ নামে একজন যুবক ছিলেন, সেইজন তাঁহাকে মঘ বলিয়া বলা হয়; মহালি, শক্র দেবেন্দ্র পূর্বে মানুষ হইয়া নগরে নগরে অন্নছত্র খুলিয়া দান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে পুরিন্দদ বলিয়া বলা হয়, মহালি, শক্র দেবেন্দ্র পূর্বে মানুষ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিপ্লুত চিত্তে দান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে শক্র বলিয়া বলা হয়; মহালি, শক্র দেবেন্দ্র পূর্বে মানুষ হইয়া বিশ্রামশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে বাসব বলিয়া বলা হয়; মহালি, শক্র দেবেন্দ্র এক মুহূর্তে সহস্র অর্থ চিন্তা করিতে সক্ষম ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে সহস্র চক্ষু বলিয়া বলা হয়; মহালি, শক্র দেবেন্দ্রের সুজাতা নাম্নী এক অসুর কন্যা ভার্যা ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে সুজম্পতি বলিয়া বলা হয়; মহালি, শক্র দেবেন্দ্র তাবতিংস দেবগণের প্রধান রাজ্য শাসন করেন, সেইজন্য তাঁহাকে দেবেন্দ্র বলিয়া বলা হয়; মহালি, শক্র দেবেন্দ্র পূর্বে মানুষ হইয়া সপ্ত ব্রত পালন করিয়াছিলেন, সেই সপ্ত ব্রত পালন করার হেতু শক্র শক্রপদ লাভ করিলেন, সেই সপ্ত ব্রত কি? ১. যাবজ্জীবন মাতৃ-পিতৃ উপস্থান, ২. যাবজ্জীবন কুল জ্যেষ্ঠদিগকে পূজা করা, ৩. যাবজ্জীবন মৃদু বাক্যালাপ করা, ৪. যাবজ্জীবন পিশুন বাক্য বা পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর বাক্য না বলা, ৫. যাবজ্জীবন অপগত মাৎসর্য চিন্তাশীল হইয়া গৃহধর্ম পালনে নিরত, ত্যাগী, দানে মুক্তহস্ত, দানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট, দরিদ্রের প্রতি দয়ালু এবং দান কার্য সংবিধানে নিরত থাকা, ৬. যাবজ্জীবন সত্যভাষী থাকা, ৭. যাবজ্জীবন অক্রোধশীল জীবনযাপন করা, যদিও ক্রোধচিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা সত্ত্বর অপসারিত করা। মহালি, শক্র দেবেন্দ্র পূর্বে মানুষ হইয়া এই সপ্ত ব্রত পালন করিয়াছিলেন, শক্র যে সপ্ত ব্রত পালন করিয়াছিলেন তৎদ্বারা শক্রপদে উপনীত হইলেন।

৩.১. মাতৃ-পিতৃ সেবাব্রতী কুল জ্যেষ্ঠ পূজ্য মৃদু বাক্যালাপী পিশুন বাক্য বিরত, ২. মাৎসর্য বিহীন, সত্যভাষী এবং অক্রোধী (গুণবিশিষ্ট) সেই মানুষ তাবতিংস দেবতা বলিয়া বলা হয়।

মহালি, ইহা শক্র কর্তৃক মঘম মানবক কালে কৃতকর্ম বলিয়া প্রকাশ

http://kalpataruboi.org

করিলেন। পুনঃ মহালি মঘমানবের পূর্ব জন্মকৃত কর্মানুষ্ঠান বিস্তারিত জানিবার ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভু, মঘমানব কিরূপ কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন?' বুদ্ধ 'তাহা হইলে শুন' বলিয়া তাহার ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিলেন।

পুরাকালে মগধ দেশে মচল নামক গ্রামে মঘ নামক একজন মানব ছিল। গ্রামে লোকেরা কর্মরত কোন এক স্থানে যাইয়া আপন স্থিত স্থানটি পায় দ্বারা পাংশু অপসারণপূর্বক রমণীয় স্থানরূপে প্রস্তুত করিয়া তথায় দাঁড়াইল। অপর একজন সেই স্থানটি হাত দিয়া ঝাড়িয়া তথা হইতে ধুলাবালি অপসারণ করিয়া স্বয়ং সেখানে বসিয়া পড়িল। পূর্ব ব্যক্তি তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া অন্য এক স্থান সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া তথায় বসিয়া পড়িল।

তৎপরও অন্য একজন তাহাকে সেই স্থান হইতেও ছড়াইয়া হাত দিয়া ঝাড়িয়া ধুলাবালি অপসারণ করিয়া নিজে তথায় বসিয়া পড়িল। পূর্ব ব্যক্তি তাহার উপরও আক্রোশ না করিয়া অন্যত্র একটি স্থান সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। এইভাবে গৃহ হইতে বহির্গত পুরুষেরা হাত দিয়া ঝাড়িয়া পরিস্কৃত স্থান হইতে তাহাকে অপসারণ করিল। তাহারা সকলে সুখী হইল; সে (ঐ পূর্ব ব্যক্তি) এই ভূমি পরিস্কৃত কর্ম আমার সুখাবহ এক পুণ্যকর্ম হইতে পারে ভাবিয়া তৎপর দিন কুড়ালখানা লইয়া শস্য মর্দনের জন্য যে পরিমাণ দরকার সেই পরিমাণ জায়গা পরিষ্কার করিল। সকলে যাইয়া সেখানেই বসিয়া গেল। অতঃপর সে তাহাদিগকে শীতের সময় আগুন জ্বালাইয়া দিল। তদবধি সেই স্থানটি রমণীয় বলিয়া সকলের প্রিয় হইল। তখন হইতে আমি পথ সমান করত বিচরণ করা উচিত ভাবিয়া অরুণোদয়ে বাহির হইয়া পথ সমান করত ছেদনীয় বৃক্ষ ও শাখাগুলি ছেদন করিয়া উৎখাত করণীয় বৃক্ষ উৎখাত করত বিচরণ করিতেছিলাম।

৪. তদন্তর অপর একজন তাহা দেখিয়া 'বন্ধু, কি করিতেছ?' জিজ্ঞাসা করিল। বন্ধু, 'আমি স্বর্গারোহণের পথ প্রস্তুত করিতেছি' তাহা হইলে 'আমিও তোমার সহায় হইব' সহায় হও, স্বর্গ অনেকের প্রিয়।' সেই অবধি দুইজন হইল। পূর্বের ব্যক্তির ন্যায় অন্য একজন তাহাদিগকে (সেই দুইজনকে) দেখিয়া এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। এইভাবে এক একজন যোগদান করিতে করিতে তেত্রিশজন হইল। তাহারা সকলে কোদালাদি লইয়া পথ সমান করত দুই এক যোজন পরিমাণ পথ অগ্রসর হইল; তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রামের মাতব্বর ভাবিলেন—এই মানুষ অযোগ্য কাজে নিযুক্ত; এই সকল লোক অরণ্য হইতে মৎস্য-মাংসাদি আনিয়া থাকে; সুরা তৈরি করিয়া পান করে; তদ্রূপ অন্য কত কিছু কাজ করিয়া থাকে; আমিও কিছু কিছু লাভ করিতে পারিতাম। অতঃপর সে তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে; 'তোমরা কি কাজ করত বিচরণ করিতেছ?' 'স্বামীন, আমরা স্বর্গারোহণের পথ প্রস্তুত করত বিচরণ করিতেছি' মাতব্বর বলিলেন যে 'গৃহী জীবন উদযাপনকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক এইরূপ করা উচিত নহে; অরণ্য হইতে মৎস্য-মাংসাদি আনা মদ তৈরি করিয়া পান কর;

http://kalpataruboi.org

অথবা নানা প্রকার কাজকর্ম করাই উচিত' কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যান করিল, বারংবার বলা সত্ত্বেও অগ্রাহ্য করিল। মাতব্বর রাগান্বিত হইয়া তাহাদের সর্বনাশ ঘটাইব উদ্দেশ্যে রাজার নিকট যাইয়া 'দেব, সেই চোর সকল দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে দেখি' রাজা আজ্ঞা করিলেন 'যাও তাহাদিগকে ধরিয়া আন।' ধরিয়া আনিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা কোন মীমাংসা না করিয়াই 'হস্তি দ্বারা পদ মর্দন কর' বলিয়া আজ্ঞা করিলেন।

৫. মঘ অপর লোকজনকে উপদেশ দিলেন যে, 'বন্ধুগণ, মৈত্রী ব্যতীত আমাদের আর কোন সহায় সম্বল নাই; তোমরা কাহারও উপর রাগ না করিয়া রাজার প্রতি, মাতব্বরের প্রতি, মর্দনকারী হস্তির প্রতি এবং নিজের প্রতিও সমান মৈত্রী ভাবাপন্ন হও; তাহারা সেইরূপ মৈত্রীভাব পোষণ করিল।

অতঃপর তাহাদের মৈত্রীর প্রভাবে হাতি তাহাদের নিকট যাইতে সাহস করিল না। রাজা সেই সংবাদ শুনিয়া, অনেক লোককে দেখিয়া মর্দন করিতে সাহস করে না, মাদুর দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করিয়া মর্দন করাইতে হাতিকে আনিবার সময় হাতি দূর থেকেই পশ্চাৎপদ হইল। রাজা সেই সংবাদ শুনিয়া 'এখানে কোন একটা কারণ থাকিতে পারে' ভাবিয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া, 'বৎসগণ, তোমরা আমা হইতে কি লাভ কর না?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'কি বলিতেছেন মহারাজ?' 'তোমরা দলবদ্ধভাবে চুরি করত অরণ্যে বিচরণ কর।' 'মহারাজ, কে বলে এইরূপ।' 'বৎসগণ, মাতব্বর এইরূপ অভিযোগ করে।' 'মহারাজ; আমরা চোর নই, আমরা আপন স্বর্গারোহণ পথ পরিষ্কার করার জন্য এই এই কাজ সম্পাদন করিতেছি, মাতব্বর আমাদিগকে অসৎ কার্যে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কথা রক্ষা না করাতে আক্রোশ করিয়া আমাদিগকে নাশ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন।' 'বৎসগণ, এই পশু তোমাদের গুণ জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু আমি মানুষ হইয়াও তাহা জানিতে পারিলাম না। আমাকে ক্ষমা কর, এইরূপ বলিয়া স্ত্রী-পুত্রসহিত মাতব্বরকে তাহাদের দাস-দাসী করিয়া পৃষ্ঠারোহণের জন্য একটা হাতি ও সেই গ্রামখানি দিয়া তাহাদের পুরস্কৃত করিলেন।

৬. তাহারা 'এই জন্মেই আমাদের কর্তৃক কৃত পুণ্যকর্মের লাভ করা হইয়াছে' ভাবিয়া অত্যধিক আনন্দোচ্ছ্বাসে সেই হস্তি পৃষ্ঠে পালাক্রমে আরোহণ করিয়া যাওয়ার সময় এইরূপ পরামর্শ করিল, 'এখন আমাদের কর্তৃক অধিক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত কিরূপ পুণ্যকার্য করিব?' 'চৌরাস্তার মাথায় জনসাধারণের জন্য স্থায়ী একটা বিশ্রামাগার নির্মাণ করিব' স্থির করিয়া একজন সূত্রধরকে দিয়া বিশ্রামাগার নির্মাণ করাইল।

নারীদের প্রতি বীতরাগ হেতু তাহারা সেই বিশ্রামাগারের জন্য নারীদিগকে অংশগ্রহণ করিতে দিল না। মঘের গৃহে নন্দা, চিত্ত, সুধর্মা ও সুজাতা নাম্নী চারিজনা স্ত্রীলোক থাকিত; তাহাদের মধ্যে সুধর্মা সূত্রধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 'ভাই, আমাকে এই বিশ্রামাগারের প্রধান অধিপতি করুন' এই বলিয়া তাহাকে

http://kalpataruboi.org

উৎকোচ দিলেন। সূত্রধর তাহাতে 'ভাল' বলিয়া সম্মতি প্রদান পূর্বক প্রথমেই গম্বুজের জন্য কাঠ কাটিয়া শুকাইয়া ছাঁটিয়া গম্বুজের কাজ সমাপ্ত করিয়া, ইহা সুধর্মার বিশ্রামাগার, বলিয়া অক্ষর খোদাই করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করত রাখিয়া দিলেন। অনন্তর বিশ্রামাগারের কাজ কর্ম সমাপ্ত করিয়া গম্বুজটা উত্তোলনের দিন সূত্রধর সকলের সামনে বলিলেন, 'আর্য, আর্য, একটা জিনিস ভুলিয়া গিয়াছি'; 'মহাশয়, তাহা কি? 'গম্বুজ। 'তা হইলে লইয়া আসিব 'এক্ষণই কাটা কাঠ দিয়া তাহা তৈরি করা সম্ভব নহে, আগে তৈরি করিয়া রক্ষিত একটা গম্বুজই দরকার এখন কি কর্তব্য; যদি কোন কাহার বাড়িতে তৈরি করিয়া বিক্রি করিবার জন্য রক্ষিত কোন একটা গম্বুজ থাকে, তাহা হইলে এমন একটা গম্বুজ সন্ধান করাই কর্তব্য। তাহারা গম্বুজ অনুসন্ধান করিতে করিতে সুধর্মার গৃহে একটা গম্বুজ দেখিয়া এক সহস্র কহাপণ মূল্যেও ক্রয় করিতে পারিল না।

৭. 'যদি আমাকে বিশ্রামাগারের অংশীদার করিতে পার, তাহা হইলে আমি উহা দিব' বলিলে 'আমরা নারীদিগকে অংশীদার করিব না' বলিল। অতঃপর সূত্রধর তাহাদিগকে কহিল যে, 'আর্য, আপনারা কি করিতেছেন, এক ব্রহ্মলোক ব্যতীত নারী শূন্য অন্য কোন জায়গা নাই, সুতরাং গম্বুজটি লউন, তখন আমাদের কাজ সমাপ্তির দিকে যাইবে।' তাহারা 'ভাল' বলিয়া সম্মতি প্রদান পূর্বক গম্বুজটি লইয়া বিশ্রামাগারের কাজ সমাপ্ত করিয়া তিনভাগে বিভক্ত করিল—একাংশ অভিজাত ব্যক্তিদের বাসস্থান, দ্বিতীয়াংশ দুর্গতদের এবং তৃতীয়াংশ রোগীদের জন্য তেত্রিশজন আপন নাম ক্ষোদিত তেত্রিশটি ফলক স্থাপন করিয়া হাতিকে সংজ্ঞা (বিবরণ) দিল।

'আগন্তুক আসিয়া যাহার দ্বারা প্রস্তুত ফলকে (আসনে) বসে, তখন তাহাকে লইয়া ফলক প্রতিষ্ঠাপকের গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহার পাদমর্দন, পৃষ্ঠমর্দন, খাদ্যভোজ্য শয্যাদি সমস্ত ফলক প্রতিষ্ঠাপকের উপরই নির্ভর' হস্তি আগত আগত আগন্তুক লইয়া ফলক প্রতিষ্ঠাপকের গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়। ফলক প্রতিষ্ঠাপক সেই দিবসে আগন্তুকের পক্ষে আবশ্যকীয় কর্তব্য পালন করিত। মঘ বিশ্রামাগারের অবিদূরে একটা আবলুস বৃক্ষ রোপন করিয়া সেই বৃক্ষমূলে একটা পাষাণ ফলক প্রতিষ্ঠা করিল। বিশ্রামাগারে প্রবিষ্ট, প্রবিষ্ট প্রত্যেকে গম্বুজটা অবলোকন করিয়া তথায় ক্ষোদিত অক্ষরগুলি উচ্চারণ করত 'ইহা সুধর্মাশালা' বলিয়া বলাবলি করিল, কিন্তু উপরোক্ত তেত্রিশজনের নাম দেখা গেল না।

৮. নন্দা ভাবিতে লাগিল 'এই শালা নির্মাণ করিবার সময় আমাদিগকে অংশীদার করিল না; সুধর্মা নিজের বিচক্ষণতা দ্বারা অংশীদার হইল; আমাকর্তৃকও কিছু করা উচিত, কি কাজ করিব?' অনন্তর তাহার মনে এইরূপ রেখাপাত হইল—'বিশ্রামাগারে আগত আগন্তুকদের পানীয়জল ও স্নানের জল প্রয়োজন; তজ্জন্য একটা পুষ্করিণী খনন করিব। সে একটা পুষ্করিণী খনন করাইল চিত্রা ভাবিল 'সুধর্মা কর্তৃক গম্বুজটা প্রদত্ত হইল, নন্দা একটা পুষ্করিণী খনন করাইল, আমাকর্তৃকও কিছু করা উচিত, কি কাজ করিব?' অতঃপর তাহার মনে এইরূপ

http://kalpataruboi.org

রেখাপাত হইল 'শালায় আগত আগন্তুক জলপান করিয়া স্নান করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া যাওয়া উচিত, তৎজন্য একটা পুষ্পোদ্যান করাইব।' সে রমণীয় এক পুষ্পোদ্যান করাইল। সেই উদ্যানে অমুক ফুল অমুক ফলন্ত গাছ নাই বলিয়া বলা প্রায় সম্ভব ছিল না। সুজাতা 'আমি মঘ মাতুলের দুহিতা, এবং (তাহার) স্ত্রীও; ইহা দ্বারা কৃত কর্ম আমারই, আমাকর্তৃক কৃতকর্ম তাহারই' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কোন কিছু না করিয়া কেবল শরীরটা অলঙ্কারে সজ্জিত করত সময় কাটাইল।

৯. মঘ ও মাতৃপিতৃ উপস্থান, কুলজ্যেষ্ঠদিগকে পূজা করা, সত্যভাষী, মৃদুবাক্যালাপ করা, পিশুনবাক্য বা পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর বাক্য না বলা, মাৎসর্যবিহীন হওয়া ও অক্রোধশীল হওয়া, এই সপ্তব্রত পূর্ণ করিয়া—

মাতৃপিতৃ সেবাব্রতী, কুলজ্যেষ্ঠ পূজা, মৃদুবাক্যালাপী, পিশুনবাক্য বিরত, ২. মাৎসর্যবিহীন, সত্যভাষী এবং অক্রোধী (গুণবিশিষ্ট) সেই মানুষ তাবতিংস দেবতা বলিয়া বলা হয়।

এইরূপ প্রশংসাভাজন হইয়া জীবিতাবসানে তাবতিংস ভবনে দেবরাজ শক্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহায়কগণও তথায় জন্মগ্রহণ করিল। সূত্রধর বিশ্বকর্মা। দেবপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

১০. সেই সময় ত্রয়স্ত্রিংশ দেবপুরে অসুর বাস করিত। তাহারা নতুন দেবপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া দিব্য সুরা বন্দোবস্ত করিল। শক্র আপন পরিষদকে জানাইল যে, কেহ যেন সুরা পান না করে মত। অসুর সুরা পান করিয়া মত্ত হইল। শক্র 'ইহাদের সহিত সামান্য রাজ্য দ্বারা আমার কি আসে যায়' এই ভাবিয়া পরিষদকে দিয়া তাহাদিগকে পায়ে ধরিয়া মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। তাহারা (অসুর) মাথা নিচু হইয়া মহাসমুদ্রে পড়িয়া গেল। তারপর তাহাদের পুণ্য প্রভাবে সিনেরু পর্বতের নীচে এক অসুর বিমান সৃষ্টি হইল। ইহার 'চিত্র পাটলি' নাম হইল। সুর-অসুর সংগ্রামে অসুর পরাজিত হইলে দশ সহস্র যোজন তাবতিংস দেবনগর সৃষ্টি হইল। সেই নগরে পূর্ব পশ্চিম দ্বারের ব্যবধান ছিল দশ সহস্র যোজন পরিমিত। দক্ষিণ-উত্তর দ্বারেরও ব্যবধান ছিল সদৃশ। সেই নগরে এক সহস্র দ্বার ও নানা তরুলতা ফল পল্লবরাজিতে সুশোভিত মনোহর উদ্যান এবং পুষ্করিণী ছিল, ইহার মধ্যে বিশ্রামাগার নির্মাণ পুণ্যের ফলে তিনশত যোজন উচ্চ ধ্বজাসমূহ দ্বারা প্রতিমণ্ডিত সাতশত যোজন উচ্চ বৈজয়ন্ত প্রাসাদ উদ্ভব হইল, তথায় সুবর্ণ যষ্ঠিতে মণি খচিত ধ্বজা, মণি যষ্ঠিতে সুবর্ণ ধ্বজা, প্রবাল যষ্ঠিতে মুক্তা ক্ষোদিত ধ্বজা, মুক্তা যষ্ঠিতে প্রবাল খচিত ধ্বজা, সপ্ত রত্নময় যষ্ঠিতে সপ্তরত্ন খচিত ধ্বজা, এইরূপে বিশ্রামশালা নির্মাণ পুণ্যের ফলে সহস্র যোজন উচ্চ প্রাসাদ সপ্তরত্নময় হইয়া উঠিল।

১১. আবলুস বৃক্ষ রোপণের পুণ্যের ফলে চারিদিকে একশত যোজন পরিমণ্ডিত পরিচ্ছত্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। পাষাণফলক প্রতিষ্ঠার পুণ্যের ফলে পরিচ্ছত্র বৃক্ষমূলে ষাট যোজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ যোজন প্রস্থ, পনর যোজন ঘন,

http://kalpataruboi.org

লাক্ষার জলে রঞ্জিত তুলার রঙ বিশিষ্ট পণ্ডুকম্বল শিলাসন উদ্ভব হইল। উপবিষ্ট হইলে অর্দ্ধ শরীর নীচে ডুবিয়া যায়, উঠিলে ঊনশি পূর্ণ হয়। হস্তি ঐরাবণ নামে দেবপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দেবলোকে তির্যক প্রাণি নাই, সেইজন্যে সে উদ্যান ক্রীড়ার জন্য বাহির হওয়ার সময় (দিব্য) আত্মভাব ত্যাগ করিয়া একশ পঞ্চাশ যোজন উচ্চ ঐরাবণ বেশ ধারণ করিয়া তেত্রিশজনের জন্য তিন গব্ব্যুতে অর্দ্ধ যোজন পরিধি ব্যাপক তেত্রিশটা কুম্ভ নির্মাণ করে; সেই সকলের মধ্যে শক্রের জন্য সুদর্শন নামে ত্রিশ যোজন উচ্চ একটা কুম্ভ নির্মাণ করে, তাহার উপর বার যোজন রত্ন মণ্ডপ হয়। সেইখানে অন্তরালে অন্তরালে এক যোজন উচ্চ সপ্ত রত্নময় ধ্বজা উত্তোলন করা হয়, সেই ধ্বজাসমূহের কোণায় কোণায় কিঙ্কণিক জাল ঝুলিতেছে, মন্দ মন্দ বায়ু স্পর্শে পঞ্চাঙ্গিক তুর্য শব্দে সংমিশ্রিত দিব্য সঙ্গীত শব্দের ন্যায় শব্দ হইতেছে।

১২. মণ্ডপের মধ্যে শক্রের এক যোজন উচ্চ মণি পালঙ্ক থাকে; তথায় শক্র উপবেশন করেন। তেত্রিশ কুম্ভের মধ্যে প্রতিটি কুম্ভে সাতটা করিয়া দন্ত নির্মাণ করে তাহার মধ্যে প্রত্যেক দন্ত পঞ্চাশ যোজন পরিধিসম্পন্ন; প্রত্যেক দন্ত সাতটা করিয়া পুষ্করিণী, এক এক পুষ্করিণীতে সাতটা করিয়া পদ্ম গুল্ম, এক এক গুল্মে সাতটা করিয়া পুষ্প, এক একটা পুষ্পে সাতটা করিয়া পদ্ম পত্র, এক এক পদ্ম পত্রে সাতজন করিয়া দিব্যকন্যা নৃত্য করিতেছে। এইরূপে পঞ্চাশ যোজন ব্যাপিয়া সমস্ত জায়গায় হস্তি দন্তে নৃত্য সমাজ। এইরূপে দেবরাজ শক্র মহৎ যশ অনুভব করত বিচরণ করিয়া থাকেন।

১৩. সুধর্মাও মৃত্যুবরণ করিয়া সেখানেই জন্মগ্রহণ করিল। তাহার সুধর্মা নামে নয়শত যোজন ব্যাপ্ত এক দেবসভা অনুষ্ঠিত হইল, তাহা অপেক্ষা রমণীয় অন্য কোন এক স্থান অবিদ্যমান। মাসের অষ্টদিন ধর্মশ্রবণ সেখানেই হয়, আজ পর্যন্ত রমণীয় কোন এক স্থান দেখিলে সুধর্মার দেবসভার মত বলিয়া থাকে। নন্দাও মৃত্যুবরণ করিয়া সেখানেই জন্মগ্রহণ করিল। তাহার পঞ্চশত যোজন পরিমাণ নন্দা নামে এক পুষ্করিণী উদ্ভব হইল। চিত্রাও মৃত্যুবরণ করিয়া সেইখানেই জন্মগ্রহণ করিল। তাহারও পঞ্চশত যোজন পরিমাণ চিত্রলতা নামে এক বন উদ্ভব হইল; পূর্ব নিমিত্ত উৎপন্ন দেবপুত্রগণকে সেখানে লইয়া গিয়া আনন্দবর্দ্ধন করাইতেছে। সুজাতা মৃত্যুবরণ করিয়া এক গিরিগুহায় বকশকুনি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

১৪. শক্র আপন পত্নীদিগকে অবলোকন করিবার সময় দেখিলেন সুধর্মা এখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাদৃশ নন্দা ও চিত্রা। সুজাতা কোথায় জন্মগ্রহণ করিল, ভাবিতে ভাবিতে সে উক্ত গিরিগুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া 'নির্বোধ নারী কিছু পুণ্যকার্য সম্পাদন না করিয়া তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখন পুণ্যকার্য সম্পাদন করাইয়া এইখানে লইয়া আসা উচিত' ভাবিয়া আত্মভাব ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করত তাহার নিকট যাইয়া 'এইখানে কিভাবে চলিতেছ?' জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু! আপনি কে? আমি তোমার স্বামী মঘ;

http://kalpataruboi.org

স্বামীন; কোথায় জন্মগ্রহণ করিলেন? আমি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোমার সখীদের জন্মস্থান কোথায় জান? স্বামীন; জানি না। তাহারাও আমার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

১৫. তোমার সখীগণকে দেখিয়াছ? আমি কেমন করিয়া সেইখানে যাইব? শক্র 'আমি লইয়া যাইব' বলিয়া তাহাকে করতলে রাখিয়া দেবলোকে লইয়া গেলেন, সেইখানে নন্দার পুষ্করিণীর তীরে বসাইয়া অপর তিনজনকে জানাইলেন 'তোমাদের সখী সুজাতাকে দেখ।' দেব, সে কোথায়? নন্দার, পুষ্করিণীর তীরে। তাহারা তিনজন যাইয়া 'আহা! আর্যার শরীর অলঙ্কার করার ফল এই নাকি! এখন তাহার চক্ষু দেখ, পদ দেখ, জঙ্ঘা দেখ, তাহার এইরূপ আত্মভাবই উপযোগী বলিয়া ক্রীড়া করিয়া চলিয়া গেল। পুনঃ শক্র তাহার নিকট যাইয়া তোমার সখীগণকে দেখিয়াছ কি? জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখিয়াছি, (তাহারা) আমাকে উৎপীড়ন করিয়া চলিয়া গেল আমাকে সেইখানে লইয়া যান, অনুরোধ করিলে, তাহাকে সেইখানে লইয়া গিয়া জলে ছাড়িয়া দিয়া 'তাহাদের সম্পদ দেখিয়াছ কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'দেবরাজ, তোমাকর্তৃক ও সেখানে জন্মগ্রহণ করিবার একটা উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত; 'দেবরাজ; কি করিব?' আমাকর্তৃক উপদেশ রক্ষা করিবে কি? 'দেবরাজ, রক্ষা করিব, অতঃপর শক্র তাহাকে পঞ্চশীল প্রদান করত অপ্রমত্ত হইয়া রক্ষা কর বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সে (বকশকুনি) সেই অবধি মৃতমাংসই খোঁজাখুঁজি করিয়া খাইত। শক্র কয়েকদিন পর তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য যাইয়া বালির উপর মৃত মৎস্যের মত শুইয়াছিলেন। সে তাহা দেখিয়া মৃত মৎস্য ভাবিয়া গিলিয়া ফেলিল, গিলিবার সময় মৎস্য লেজটা নাড়িল, সে জীবন্ত মৎস্য ভাবিয়া তারপর জলে ছাড়িয়া দিল। সে (মৎস্য) অল্পক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পুনঃ তাহার সম্মুখে পৃষ্ঠে শয়ন করিয়া (চিৎপাত হইয়া) রহিল। পুনশ্চ সে মৃতমৎস্য ভাবিয়া লইয়া গিলিবার সময় লেজের কোণা নাড়িল, তাহা দেখিয়া জীবন্ত মৎস্য মনে করিয়া ছাড়িয়া দিল। এইরূপ তিনবার পরীক্ষা করিয়া ভালমত শীলপালন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করত নিজের পরিচয় দিয়া 'আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি; ভালমত শীলপালন কর, এইরূপ শীলপালন করিলে অচিরে আমার নিকট জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে; অপ্রমত্ত হও' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

১৬. সে (বকশকুনি) সেই সময় হইতে নিজে মৃতমৎস্য পায় কিম্বা না পায়, কিছুদিন পর শুষ্ক হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়া সেই শীলপালনের ফলে বারাণসীর এক কুম্ভকারের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তদনন্তর তাহার পনর ষোল বৎসর বয়সে শক্র 'সে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে' ভাবিবার সময়, (তাহাকে) দেখিয়া 'এখন সেইখানে আমার যাওয়া উচিত' মনে করত শসা ফলের রঙ এর রঙ দর্শন দেওয়ার মত সপ্তরত্ন দ্বারা রথভর্তি করিয়া তাহা চালাইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া শসা, শসা, ডাক দিতে দিতে রাস্তায় ঘুরাঘুরি করিলেন। মুক কলাই আদি লইয়া আসিলে মূল্য লইয়া দিব না, কি ভাবে দিবেন জিজ্ঞাসিত হইলে শীল

http://kalpataruboi.org

পালনকারী রমণীকে দিব, বলিলেন। প্রভু! শীল কি রকম? কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ? তোমরা শীল কি তাহাও জান না, কি শীল পালন করিবে? শীল রক্ষাকারিনীকেই দিব।

প্রভু! এই কুম্ভকারের দুহিতা শীল পালন করিতেছে বলিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাকে দিয়া দিবেন। সেও (দুহিতা) তাহাকে বলিল, প্রভু! তাহা হইলে আমাকে দিয়া দিবেন। তুই কে? আমি অখণ্ড পঞ্চশীল পালন করিয়া আসিতেছি। এইগুলি তোর জন্যই লইয়া আসিয়াছি, এই বলিয়া রথটা চালাইয়া তাহার ঘরে যাইয়া অপর ব্যক্তিদের দ্বারা অপহৃত না হয় মত দেবতাদের আয়ত্তাধীন শসা সদৃশ ধন তাহাকে প্রদান করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া এই ধন তোর জীবনধারণ করিবার জন্যই, অখণ্ড পঞ্চশীল পালন করিস, এই বলিয়া গেলেন। সেও (দুহিতা) সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অসুর ভবনে অসুর রাজার কন্যা হইয়া, শক্রের বৈরীঘরে অভিরূপা সুবর্ণবর্ণা অসামান্যা পরমা লাবণ্যাশ্রী হইল।

১৭. বেপচিত্তি অসুররাজ আগত আগত অসুরদিগকে বলিলেন 'তোমরা আমার দুহিতার উপযুক্ত পাত্র নহে' আমার দুহিতা সে নিজেই যোগ্য স্বামীকে বাছিয়া লইবে' এই বলিয়া অসুর সকলকে সমাবেশ করাইয়া 'তোমার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিয়া লও' বলিয়া দুহিতার হাতে একটি পুষ্পমাল্য দিলেন। সেই মুহূর্তে শক্র তাহার উৎপত্তি স্থান অবলোকন করত সেই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া এখন সেইখানে যাইয়া আমাকর্তৃক তাহাকে আনা উচিত' ভাবিয়া বৃদ্ধ অসুরের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তথায় গমন পূর্বক পরিষদ প্রান্তে বসিলেন। সে (অসুর কন্যা) এদিক সেদিক অবলোকন করত পূর্বজন্মে একত্র বসবাস করার ফলে উৎপন্ন প্রেম মহাজলপ্রবাহের মত হৃদয়ে বিস্তৃত হইলে 'এই আমার স্বামী' বলিয়া তাহার গলায় পুষ্পমাল্য অর্পণ করিল। অসুরগণ আমাদের রাজা এতদিন দুহিতার উপযুক্ত পাত্র পাইল না, এখন পাইয়াছেন, এই বর তাহার দুহিতার পিতামহ অপেক্ষা বৃদ্ধ; তাহাকে উপযুক্ত বর হিসাবে গ্রহণ করিলেন' ইহাতে লজ্জাবোধ করত চলিয়া গেল।

শক্র তাহার হাত ধরিয়া 'আমি শক্র' বলিয়া চিৎকার করত আকাশে আরোহণ করিলেন। অসুরগণ 'বৃদ্ধ শক্র আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিলেন' বলিয়া শক্রকে অনুসরণ করিতে লাগিল। রথচালক মাতলি বৈজয়ন্ত রথ লইয়া পথের মধ্যে অপেক্ষা করিতেছিল। শক্র অসুর কন্যাকে রথে তুলিয়া দেবনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর শক্র তাহার সিম্বলী বনে পৌঁছিলে গরুড় শাবকগণ চিৎকার করিল। তাহাদের চিৎকার শব্দ শুনিয়া শক্র মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কাহারা এইরূপ চিৎকার করিতেছে' 'দেবরাজ, গরুড় শাবক' কারণ কি?' রথ শব্দ শুনিয়া মৃত্যুভয়ে চিৎকার করিতেছে। একা আমার জন্য এতগুলি প্রাণী রথ বেগের দ্বারা নষ্ট হইতেছে, 'রথ থামাও' চালক সহস্র সৈন্ধবকে দণ্ড দ্বারা সংজ্ঞা দিয়া রথ থামাইল।

১৮. অসুরগণ তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ শক্র অসুরপুর হইতে পলায়ন করিয়া এখন

http://kalpataruboi.org

রথটা থামাইলেন, নিশ্চয়ই ইহার দ্বারা তিনি উপকার পাইবেন মনে করত, থামিয়া আগত পথ দিয়া অসুরপুরে প্রবেশ করিয়া পুনঃ মাথা উচু করিল না। শক্র ও অসুর কন্যা সুজাতাকে দেবনগরে লইয়া গিয়া আড়াই কোটি দিব্যঙ্গনার মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্থানে অভিষেক করিলেন। সে (অসুর কন্যা) শক্র থেকে একটা বর প্রার্থনা করিল, 'মহারাজ; এই দেবলোকে আমার মাতা-পিতা কিম্বা সহোদর-সহোদরা কেহ নাই, যেইখানে যাইবেন সেইখানে আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন' শক্র তাহাকে 'ভাল' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। তদবধি চিত্রপাটলিফুল (ধুতুরাফুল) প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমাদের দিব্যাপারিচ্ছত্র ফুলে প্রস্ফুটিত হইবার সময় উপস্থিত বলিয়া অসুরগণ যুদ্ধের জন্য শক্রের অভিমুখে অভিযান করিলেন।

শক্র সমুদ্রের তলদেশে নাগদিগকে আশ্রয় দিলেন। তৎপর সুপর্ণদিগকে, কুম্ভাণ্ডদিগকে, যক্ষদিগকে; তারপর চারি মহাদেবরাজদিগকে আশ্রয় দিলেন। সর্বশেষে দেবনগরের দ্বার সমূহে বজ্র অস্ত্রধারী ইন্দ্র প্রতিমাগুলি স্থাপন করিলেন। অসুরগণ নাগাদি পরাজয় করিয়া আসিবার সময় ইন্দ্র প্রতিমাগুলি দেখিয়া 'শক্র বাহির হইয়াছে' ভাবিয়া পলায়ন করিল। মহালি, মঘমানব এইরূপ অপ্রমত্ত প্রতিপদা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। অপ্রমত্তশীল এই মঘমানব এইরূপ ঐশ্বর্য লাভ করিয়া উভয় দেবলোকে রাজত্ব করিলেন। বুদ্ধাদি মহোত্তমগণ অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন, অপ্রমাদ দ্বারা সকল লৌকিক লোকোত্তর ধর্ম লাভ করা যায় বলিয়া এই গাথাটি দেশনা করিলেন।

১৯. মঘবা (ইন্দ্র) অপ্রমাদ দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন। প্রমাদ সর্বদাই নিন্দিত হইয়া থাকে।

সেইখানে অপ্পমাদেনা'তি অর্থ মচল গ্রামে ভূমি পরিষ্কার কার্য সম্পাদনাদি কৃত কর্মসমূহ অপ্রমত্ততার দ্বারা সিদ্ধ, মঘবা'তি মঘবা নামে প্রসিদ্ধ মঘমানব উভয় দেবলোকে দেবরাজ পদে অভিষিক্ত হইয়া দেবানং সেট্‌ঠতং গতো দেবতাদের শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিলেন, পসংসন্তি বুদ্ধাদি পণ্ডিতগণ অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন, বিশেষভাবে বর্ণনা করেন, কারণ কি?

সমগ্র লৌকিক লোকোত্তর ধর্মসমূহের প্রাপ্তি সম্ভবত পমাদো গরহিতো সদা'তি সেই বুদ্ধাদি আর্যগণ প্রমাদকে সতত ঘৃণা করেন, নিন্দা করেন। কারণ কি?

প্রমাদ সকল বিপদের হেতুভূত, মানুষের দরিদ্রতার বা নরকোৎপত্তির অথবা সকল অবনতির মূল কারণই প্রমাদ।

এই গাথার দেশনাবসানে মহালি লিচ্ছবি স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত পরিষদের মধ্যে অনেকে স্রোতাপত্তি আদি মার্গ লাভ করিলেন।

মহালি প্রশ্ন উপাখ্যান সমাপ্ত

অপর একজন ভিক্ষুর উপাখ্যান

১১. অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু পমাদে ভযদস্‌সি বা,

http://kalpataruboi.org

সঞ্ঞোজনং অণুং থূলং ডহং অগ্গী'ব গচ্ছতি।...৩১

অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যিনি দৃঢ়সংকল্প ও উদ্যমশীল এবং যিনি প্রমাদে ভীত অর্থাৎ যিনি আলস্য বা উদ্যমহীনতা জয় করেছেন তিনি ছোট বড় সমস্ত সংযোজনকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেন।

অন্বয় : অপ্পমাদরতো (অপ্রমাদপরায়ণ) পমাদে ভযদস্সি বা (ও প্রমাদে ভয়দর্শী) ভিক্খু (ভিক্ষু) অগ্গী ইব (অগ্নির ন্যায়) অণুং থূলং (সূক্ষ্ম ও স্থূল) সঞ্ঞোজনং (সংযোজন, বন্ধন) ডহং (দগ্ধ করতে করতে) গচ্ছতি (অগ্রসর হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সাধনমার্গে অগ্রসর হতে হলে সাধককে সঙ্কল্পে দৃঢ় আর অধ্যবসায়ী হতে হবে। পথে তাঁর বাধাবিঘ্ন অনেক উপস্থিত হবে, ব্যর্থতাও আসতে পারে। কিন্তু তাতে অবসন্ন বা বিচলিত হয়ে পিছিয়ে আসা চলবে না। অদম্য উৎসাহে সবকিছুকে জয় করে তাঁকে সাধনপথে চলতে হবে। যে যোগী অবহিতচিত্ত, যিনি বিষয়বাসনা থেকে নিবৃত্ত এবং সৎকর্মে রত, তাঁর সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত।

১. 'অপ্পমাদরতা ভিক্খু' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান করিবার সময় অপর একজন ভিক্ষুর উপলক্ষে কহিলেন। সেই ভিক্ষু শাস্তার সমীপে অর্হত্ত্ব পর্যন্ত কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া চংক্রমণ আদি বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারিল না। 'সেই ভিক্ষু বিশেষভাবে কর্মস্থান মুখে মুখে পাঠ করাইয়া লইব' উদ্দেশ্য করিয়া সেইখান হইতে বাহির হইয়া বুদ্ধের নিকট আসিবার সময় পথের মধ্যে এক বিরাট দাবাগ্নি দেখিলেন। সত্বর এক মুণ্ডিত পর্বতশিখরে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেই বন অগ্নিতে ক্রমশ দগ্ধ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আরম্মণ বা নিমিত্ত গ্রহণ করিল—'যেমন এই অগ্নি মহৎ ও ক্ষুদ্র উপাদানসমূহ দগ্ধ করত, চলিতেছে তেমন আর্যমার্গে জ্ঞানাগ্নি দ্বারাও মহৎ ও ক্ষুদ্র সংযোজন দগ্ধ করত অগ্রসর হইবে' শাস্তা গন্ধকুটিতে থাকিতেই সেই ভিক্ষুর মনোভাব অবগত হইয়া ভিক্ষু এইরূপ মহৎ ও ক্ষুদ্র উপাদান মত এই প্রাণীদের অভ্যন্তরে উৎপন্ন মহৎ ও ক্ষুদ্র সংযোজন; জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অনুৎপন্ন অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত বলিয়া এক আলো বিস্তীর্ণ করিয়া সেই ভিক্ষুর অভিমুখে (বুদ্ধ) উপস্থিত আছেন মত দেখাইয়া এক আলো গাথাটি দেশনা করিলেন।

২. যে ভিক্ষু অপ্রমাদ পরায়ণ ও প্রমাদকে ভয় করেন তিনি অগ্নির ন্যায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত বন্ধন (দশবিধ সংযোজন) দগ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হন।

সেখানে অপ্পমাদরতো'তি শব্দার্থ অপ্রমাদ পরায়ণ, অপ্রমাদে অভিরত এবং অপ্রমত্তভাবে কালযাপন করা, প্রমাদে ভযদস্সীযা'তি নরকোৎপত্তি আদি প্রমাদে ভয়দর্শী, সেই উৎপত্তির হেতুভূত প্রমাদকে ভীতিস্বরূপ দর্শন করা, সংযোজনং'তি সংসার দুঃখের সহিত সম্প্রযুক্ত বন্ধন যে সত্ত্বগণকে সংসারে নিমগ্ন করিবার সমর্থ, সেই দশবিধ সংযোজন অণুং থুলং'তি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ডহং অগ্গীব গচ্ছতী'তি অগ্নি যেমন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উপাদান সকল দহন করত অগ্রসর হইতেছে, তেমন

http://kalpataruboi.org

অপ্রমাদপরায়ণ ভিক্ষু অপ্রমাদ সম্পন্ন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা এই সংযোজন দহন করত ভবানুৎপত্তির হেতু ধ্বংস করত অগ্রসর হইতেছে।

এই গাথা দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু উপবিষ্টাবস্থায় সকল সংযোজন দগ্ধ করিয়া প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান সহিত অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত হইয়া আকাশপথে গমনপূর্বক তথাগতের সুবর্ণবর্ণ সুশোভিত শরীরটাকে প্রশংসা ও বর্ণনা করিয়া বন্দনাপূর্বক চলিয়া গেলেন।

অপর একজন ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

নগরবাসি তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান

১২. অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভযদস্সি বা,
অভব্রো পরিহানায নিব্বানস্সে'ব সন্তিকে।...৩২

অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত থেকে অসংযম সযত্নে পরিহার করেন, তিনি ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না। তিনি নির্বাণের নিকটেই অবস্থান করেন।

অন্বয় : অপ্পমাদরতো পমাদে ভযদস্সি বা ভিক্খু (অপ্রমাদপরায়ণ ও প্রমাদে ভয়দর্শী ভিক্ষু) পরিহানায অভব্রো (ধর্মপথ পরিহার না করে) নিব্বানস্স সন্তিকে ইব (নির্বাণের অধিকারী হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অপ্রমত্ত বা সদাজাগ্রত ভিক্ষু সর্বদা সৎকর্মে, সৎচিন্তায় রত। বিষয়তৃষ্ণা, ভোগাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেন। সৎ জীবনযাপন করে পরিপূর্ণ উৎসাহে যিনি আপন পথে অগ্রসর হন, তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেরি হয় না।[৩৭]

১. অপ্পমাদরতো এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবন বিহারে বাস করিবার সময় নগরবাসি তিষ্য স্থবিরকে উপলক্ষ করিয়া কহিলেন। এক সময় শ্রাবস্তী নগরাসন্ন এক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত একজন কুলপুত্র বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া উপসম্পদা লাভ করেন; নগরবাসি তিষ্য স্থবির অল্পভোগী সন্তুষ্টি পরায়ণ বিবেককামী এবং আরদ্ধ বীর্যবান বলিয়া খ্যাত হইলেন। তিনি নিত্য ভিক্ষার জন্য জ্ঞাতি গ্রামেই বিচরণ করিতেন। অনাথপিণ্ডিকাদি শ্রেষ্ঠী মহাদান কার্য সম্পাদন করিবার সময়, কৌশলাধিপতি প্রসেনজিত অসদৃশ মহাদান কার্য সম্পাদন করিবার সময়ও শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন না। এই নগরবাসি তিষ্য স্থবির জ্ঞাতি সংশ্রবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকেন; অনাথপিণ্ডিকাদি শ্রেষ্ঠীগণ মহাদানকার্য সম্পাদন করিবার সময়, কৌশলাধিপতি প্রসেনজিত অসদৃশ মহাদান কার্য সম্পাদন করিবার সময়েও শ্রাবস্তীতে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ শাস্তাকে জানাইলেন।

শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া 'হে ভিক্ষু, তুমি এইরূপ বিচরণ করিতেছ, তাহা

---

[৩৭]। তুলনীয় : surely his salvation is nigh.(Bib. Psalms 85.9)

http://kalpataruboi.org

কি সত্য?' 'ভন্তে, জ্ঞাতিদের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই, আমি এই মানুষের থেকে কেবল জীবন ধারণার্থ যাহা পাইতেছি, তাহা সুস্বাদু হোক বা রুক্ষ হোক জীবন ধারণার্থ পাইলে পুনঃ আহার সন্ধান করিবার জন্য এদিক সেদিক যাতায়াত করার প্রয়োজন কি? সেইজন্য যাইতেছি না; জ্ঞাতিদের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই' বলিলে, শাস্তা ভিক্ষুর প্রকৃত মনোভাব অবগত হইয়া তাহাকে 'ভাল' বলিয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্বক বলিলেন, এই ভিক্ষু আমার মত একজন আচার্যের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অল্পেচ্ছুক হইয়াছে, তাহা আশ্চর্যজনক নহে; অল্পেচ্ছুতা আমার পরম্পরার প্রবেণির ধর্ম বলিয়া ভিক্ষুদের অনুরোধে সেই ভিক্ষুর অতীত জন্মের জীবনী উদঘাটন করিলেন।

২. অতীতকালে হিমাচল প্রদেশে গঙ্গাতীরে এক উদুম্বর বনে বহু সহস্র শুকপক্ষী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে এক শুকপক্ষীরাজ আপন নিবাস বৃক্ষের ফল শেষ হইলে, অবশিষ্ট অঙ্কুর, পত্র, ছাল খাইয়া গঙ্গার পানি পান করিয়া অতি অল্পেচ্ছতার মধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া অন্যত্র যাইত না; তাহার এইসব গুণের দ্বারা ইন্দ্র ভবন কম্পিত হইল। ইন্দ্র ইহার কারণ কি পরীক্ষা করিবার সময় তাহাকে দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ আপন প্রভাব দ্বারা সেই বৃক্ষটি শুষ্ক করাইলেন। বৃক্ষটি টুনির মত শুষ্ক হইয়া চারিদিক হইতে প্রবাহিত বায়ুর দ্বারা (বৃক্ষের উপর) প্রহার করার মত শব্দ করিতেছিল। সেই ছিদ্র হইতে চুন বাহির হইত। শুক পক্ষীরাজ সেই চুনগুলি খাইয়া গঙ্গার পানি পান করিয়া অন্যত্র না যাইয়া বায়ু ও সূর্য তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া উদুম্বর টুনির উপর থাকিত। 'শক্র তাহার অতিশয় অল্পেচ্ছু মনোভাব জ্ঞাত হইয়া বন্ধুত্বপূর্ণ গুণ আলাপ-সালাপ করত তাহাকে একটি বর দিয়া উদুম্বর ফল অমৃত ফলে পরিণত করিয়া আসিব' এই ভাবিয়া একটি রাজহাঁসের রূপ ধারণ করিয়া সুজাতা নামক অসুর কন্যাকে সামনে রাখিয়া উদুম্বর বনে প্রবেশ করত নিকটস্থ এক বৃক্ষের শাখার উপর বসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে করিতে এই গাথাটি কহিল :

৩. 'হরিতবর্ণ পত্রবিশিষ্ট, অনেক ফলবান বৃক্ষ থাকা সত্ত্বেও শুষ্ক শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে শুক পক্ষীর মন আকৃষ্ট হইল কেন?'

সমস্ত জাতকটি দশম নিপাতে উপলক্ষিতানুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত। অর্থোৎপত্তিতেই কেবল সেই কাহিনীর আর এখানে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়, অবশিষ্টগুলি অভিন্ন। শাস্তা এই ধর্মদেশনাটি দেশনা করিয়া 'সেই সময় শক্র ছিলেন আনন্দ, আমি ছিলাম শুকপক্ষীরাজ' বলিয়া ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুতা আমার পরম্পরার ধর্ম; আমার পুত্র নিগমবাসি তিষ্য ভিক্ষু আমার মত একজন গুরুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অল্পেচ্ছুক হইল, তাহা আশ্চর্যজনক নহে; ভিক্ষুসঙ্ঘ নিগম তিষ্য স্থবিরের মত অল্পেচ্ছুক হওয়া উচিত। এইরূপ ভিক্ষু সমর্থ বিদর্শন ভাবনা অথবা মার্গফল লাভ হইতে পরিহানি হওয়া অনুচিত; সত্যই নির্বাণের নিকটস্থ হইবে' বলিয়া এই গাথাটি দেশনা করিলেন।

৪. যে ভিক্ষু অপ্রমাদ পরায়ণ এবং প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি কখনও ধর্মের পথ

http://kalpataruboi.org

হইতে ভ্রষ্ট হন না এবং তিনি নির্বাণেরই নিকটবর্তী হন।

সেখানে অভব্বো পরিহাণায়া'তি এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট ভিক্ষুর সমর্থ বিদর্শন ভাবনা হইতে অথবা মার্গফল লাভ করার থেকে পরিহানি হওয়াও অনুচিত, প্রাপ্তিতেও পরিহানি ঘটিবে না; যাহা অপ্রাপ্তি তাহাতে প্রাপ্ত হইবে না; নিব্বাণস্সের সন্তিকে'তি, ক্লেশ নির্বাপনের এবং অনুপাদিশেষ নির্বাপনের নিকটস্থ হইবে।

এই গাথার দেশনাবসানে নিগমতিষ্য স্থবির প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান লাভের সহিত অর্হত্ত্ব হইলেন। অপর লোকেরাও স্রোতাপত্তি আদি মার্গলাভী হন। ধর্মদেশনাটি উপস্থিত জনমণ্ডলীর পক্ষে মহৎ ফলদায়ক হইল।

নিগমবাসি তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত
অপ্রমাদ-বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা
তৃতীয় খণ্ড (চিত্তবর্গ - পুষ্পবর্গ)

৩. চিত্তবর্গ

মেঘিয় স্থবিরের উপাখ্যান—১

১. ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারযং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং।
২. বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্ভতো,
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।...৩৩-৩৪

অনুবাদ : তীরনির্মাতা যেমন তীরকে সোজা করে তৈরি করে, মেধাবী বা জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনি নিজের স্পন্দনশীল, চপল, দুরক্ষণীয় এবং দুর্নিবার চিত্তকে সরল করেন। এই চিত্ত তখন মারের রাজ্য[৩৮] ছাড়বার জন্য জল থেকে ডাঙায়তোলা মাছের মত ছটফট করে।

অন্বয় : মেধাবী (জ্ঞানী ব্যক্তি) ফন্দনং (স্পন্দনশীল) চপলং (চঞ্চল) দুরক্খং (দুরক্ষা) দুন্নিবারযং (দুর্নিবার্য) চিত্তং (চিত্তকে) উসুকারো (ইষুকার, বাণনির্মাতা) তেজনং ইব (বাণের ন্যায়) উজুং (ঋজু, সোজা) করোতি (করে)। ওকমোকত উব্ভতো (জলাশয় থেকে উদ্ধৃত) থলে খিত্তো (স্থলে নিক্ষিপ্ত) বারিজো ইব (মাছের ন্যায়) ইদং চিত্তং (এই চিত্ত) মারধেয্যং (মাররাজ্য থেকে) পহাতবে (নিষ্কৃতি লাভের জন্য) পরিফন্দতি (স্পন্দিত হয়, ব্যাকুল হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের চিত্ত রাগ ও দ্বেষবশত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট অথবা বিষয় থেকে বিরত হয়। এর ফলে বিষয়সেবীর চিত্ত হয় চঞ্চল, অস্থির; তাকে সংযত করা কঠিন। গীতায় বলেছে বিষয়ের চিন্তা করতে করতে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কাম, কাম চরিতার্থ না হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ। সম্মোহ থেকে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় এবং তার ফলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়। এইভাবে মানুষের আত্মিক বিনাশ ঘটে। অন্যত্র, ইন্দ্রিয়সকল যাঁর বশীভূত তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ। তাই মেধাবী বা ধীর ব্যক্তি চিত্তকে দৃঢ় ও সংযত করেন, যেমন তীরনির্মাতা তীরের ফলাকে সোজা করেন সেইভাবে। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে সে যেমন ছটফট করে তেমনি ষড়রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যও মানুষের চিত্ত অস্থির হয়।

---

[৩৮]। ক্লেশবৃত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা-তৃষ্ণা উপাদান। 'মার' শব্দের বিস্তারিত অর্থ ধম্মপদের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

http://kalpataruboi.org

'ফন্দনং চপলং চিত্তং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা চালিকা পর্বতে বাস করিবার সময় আয়ুষ্মান মেঘিয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার বিষয়বস্তু প্রকট করিতে হইলে সমস্ত মেঘিয় সূত্রান্ত বিস্তারপূর্বক বলিতে হইবে।[৩৯]

এক সময় (লোভ, দ্বেষ, মোহ) এই ত্রিবিধ আসক্তির দ্বারা আসক্ত হওয়ায়[৪০] আয়ুষ্মান মেঘিয় সেই আম্রবনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যর্থ হইয়া শাস্তার নিকট ফিরিয়া আসিলে শাস্তা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মেঘিয়, তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। মেঘিয়, তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমি একাকী আছি, যতক্ষণ না অন্য কোন ভিক্ষু আসে তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও না। কিন্তু তুমি আমাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছ। এইরূপ আচরণ করিলে কোন ভিক্ষুই তাহার চিত্তকে বশ করিতে পারিবে না। (কারণ) চিত্ত অত্যন্ত লঘু। ইহাকে নিজের বশে রাখিতেই হইবে এই বলিয়া শাস্তা দুইটি গাথা বলিলেন—

'যেমন কোন শর প্রস্তুতকারী শরকে সোজা করিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দূরক্ষ্য এবং দুর্নিবার্য চিত্তকে ঋজু করেন (অর্থাৎ) নিজ বশে আনয়ন করেন।—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৩

'যেমন জল হইতে উত্থিত এবং স্থলে প্রক্ষিপ্ত মৎস্য ছটফট করিতে থাকে, সেইরূপ পঞ্চকামগুণ বিনির্মুক্ত[৪১] চিত্ত মারের রাজ্য অতিক্রম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৪

এখানে 'ফন্দনং' বা স্পন্দনশীল বলিতে রূপাদি পঞ্চ আলম্বনের দ্বারা সদা টলায়মান বুঝিতে হইবে। 'চপলং' বা চঞ্চল অর্থাৎ একই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে না পারা গ্রাম্য বালকের ন্যায় চিত্ত বেশীক্ষণ একই আলম্বনে বা বিষয়ে থাকিতে পারে না বলিয়াই চঞ্চল। 'চিত্ত' অর্থাৎ বিজ্ঞান। ভূমি-বস্তু-আলম্বন-ক্রিয়াদি বিচিত্রতা হেতু 'চিত্ত' বলা হইয়াছে। 'দূরক্খং' অর্থাৎ দূরক্ষা, যেমন ঘেরা দেওয়া শস্যক্ষেত্র হইতেও গরু সুযোগ পাইলেই শস্য ভক্ষণ করে, রক্ষা করা যায় না, তদ্রূপ এক একটি 'সপ্রায়' বা হিতকর আলম্বনেও চিত্তকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা যায় না বলিয়াই চিত্তকে 'দূরক্ষ্য' বলা হইয়াছে। 'দুন্নিবারয়ং' বা 'দুর্নিবার্য'। বিপরীত অর্থাৎ অহিতকর আলম্বন গমন হইতে চিত্তকে নিবারিত করা কষ্টকর বলিয়া 'দুর্নিবার্য' বলা হইয়াছে। 'উসুকারো'ব তেজনং' বা শর প্রস্তুতকারী যেমন শরকে অর্থাৎ যেমন শর প্রস্তুতকারী অরণ্য হইতে বঙ্কদণ্ড (বাঁকা লাঠি) আহরণ করিয়া ইহার ছাল ছাড়াইয়া কাঞ্জিয় তৈল বা যাগুভাতের উপর ভাসমান ঘন তৈলজাতীয় পদার্থের দ্বারা স্রক্ষিত করিয়া অঙ্গার গর্তে তপ্ত করিয়া গাছের শক্ত কীলক বা খোঁটার দ্বারা সোজা করিয়া, এমন কি একটি চুলকেও বিদ্ধ করা যায়

৩৯। মেঘিয়থের বস্তু, থেরগাথা অট্‌ঠকথা দ্রষ্টব্য।

৪০। অনু+আসত্ততায়। পুনঃপুন ঐ ত্রিবিধ বিতর্ক বা আসক্তির (অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ, মোহ) দ্বারা উৎপীড়িত হইবার কারণে এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

৪১। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—এই পঞ্চকামগুণ।

http://kalpataruboi.org

মত তীক্ষ্ণ ও ঋজু করে 'উজুং করোতি'। পরে তদ্দ্বারা রাজা এবং রাজমহামাত্যদের নানাবিধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া অনেক সৎকার সম্মান লাভ করে। ঠিক তদ্রূপ 'মেধাবী' বা বিজ্ঞ ব্যক্তি স্পন্দনশীলাদি স্বভাবযুক্ত চিত্তকে ধুতাঙ্গ এবং অরণ্যবাসবশে 'নিস্বচ" বা স্থূল ক্লেশাদি হইতে মুক্ত করিয়া শ্রদ্ধারূপ স্নেহ পদার্থের দ্বারা সিক্ত করিয়া কায়িক এবং চৈতসিক বীর্যের দ্বারা তপ্ত করিয়া শমথ এবং বিদর্শন ধ্যানের খোঁটায় বাঁধিয়া ঋজু অকুটিল দমিত এবং শান্ত করে। অতঃপর সংস্কারসমূহকে যথাযথভাবে জানিয়া মহা অবিদ্যা স্কন্ধকে বিদীর্ণ করিয়া 'ত্রিবিদ্যা ষড়ভিজ্ঞা নব লোকোত্তর ধর্ম' ইত্যাদিকে বিশেষভাবে হস্তগত করিয়া অগ্রদক্ষিণার্হ অবস্থা লাভ করেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

'বারিজো বা'তি মৎস্যের ন্যায়। 'থলে খিত্তো'তি হাত, পা, জাল বা অন্য কোন উপায়ে ধরিয়া স্থলে নিক্ষিপ্ত। 'ওকমোকত-উব্ভতো'তি যেমন 'জলপূর্ণ চীবর হইতে' এই স্থলে জল হইতেছে 'ওক'। 'ওকং পহায় অনিকেতসারী' অর্থাৎ গৃহ হইতে গৃহহীন হইয়া বিচরণকারী। এই স্থলে 'ওক' হইতেছে আলয়। অতএব জলের ক্ষেত্রেও আলয়, গৃহের ক্ষেত্রেও আলয় বুঝাইতেছে। 'ওকমোক'ত উব্ভতো'তি এই স্থলে 'ওকমোকতো' হইতেছে উদক নামক আলয় হইতে। 'উব্ভতো' হইতেছে উদ্ধৃত। 'পরিফন্দতিদং চিত্তং' অর্থাৎ যেমন উদকরূপ আলয় হইতে উৎক্ষিপ্ত এবং স্থলে নিক্ষিপ্ত মৎস্য জল না পাইয়া ছটফট করে, তদ্রূপ পঞ্চকামগুণরূপ আলয়াভিরত চিত্ত তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মারের রাজ্য নামক মার্গ দূর করিতে বিদর্শন কর্মস্থানে ক্ষিপ্ত এবং কায়িক চৈতসিক বীর্যের দ্বারা সন্তাপিত হইয়া ছটফট করে, থাকিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ অবস্থা হইলেও বিদর্শন ধুর ত্যাগ না করিয়া মেধাবী ব্যক্তি উপরি উক্ত নিয়মে ঋজু কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। অন্য ব্যাখ্যা হইতেছে—এই মাররাজ্য বা ক্লেশবর্তকে ত্যাগ না করিয়া স্থিত চিত্ত সেই বারিজ মৎস্যের ন্যায় ছটফট করে। সেইজন্য 'মারধেয্যং পহাতবে' যে ক্লেশবর্ত নামক মাররাজ্যের দ্বারা ছটফট করে তাহা পরিত্যাজ্য।

গাথাবসানে মেঘিয় স্থবির স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অন্যান্য অনেকেও স্রোতাপন্ন হইলেন।

মেঘিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান—২

৩. দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো,
চিত্তস্স দমথো সাধু, চিত্তং দন্তং সুখাবহং।...৩৫

অনুবাদ : দুর্দমনীয়, লঘু আর যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তকে দমন করাই মঙ্গলজনক। সংযত চিত্তই সুখের কারণ।

অন্বয় : দুন্নিগ্গহস্স (দুর্নিগ্রহ) লহুনো (লঘু) যত্থকামনিপাতিনো (যথেচ্ছ বিচরণশীল) চিত্তস্স (চিত্তের) দমথো (দমন) সাধু (উত্তম); দন্তং চিত্তং (সংযত চিত্ত) সুখাবহং (সুখাবহ)।

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : চিত্তকে দমন করে শুদ্ধ করতে না পারলে বাইরের আচারে ফল নেই। 'পড়ে রিপু ইন্দ্রের জালে, মন বেড়াচ্ছে ডালে ডালে; কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব করে সেই অমৃত রস।' গীতায়ও বলা হয়েছে : মন স্বভাবতই চঞ্চল ও দুর্দমনীয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশে আনা যায়।

'দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো'তি এই ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

কোশলরাজের রাজ্যে নাকি পর্বতের পাদদেশে মাতিকগ্রাম নামক একটি ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল। একদিন ষাটজন ভিক্ষু শাস্তার নিকট 'অর্হত্ত্ব লাভ না করিয়া ফিরিব না' এই কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষায় রত হইলেন। তখন সেই গ্রামের মাতিক নামক অধিপতির মাতা উক্ত ভিক্ষুদিগকে পিণ্ডাচরণে রত দেখিয়া তাহাদিগকে নিজগৃহে উপবেশন করাইয়া নানাপ্রকার উত্তম ব্যঞ্জনাদিসহ যাগুভাত পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনারা কোথায় যাইতেছেন?' হে মহাউপাসিকে, যেখানে উত্তম স্থান পাইব সেখানেই যাইতেছি।' মহাউপাসিকা 'ভিক্ষুগণ মনে হয় বর্ষাবাসের উপযোগী স্থানের সন্ধান করিতেছেন' বুঝিয়া তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন—'যদি আপনারা এই তিন মাস এখানে অবস্থান করেন আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া উপোসথকর্ম সম্পাদন করিব।' ভিক্ষুগণ 'আমরা এই তিনমাস ভিক্ষাচরণের জন্য সময় নষ্ট না করিয়া ভবনিঃসরণ করিতে সক্ষম হইব' ভাবিয়া (মহাউপাসিকার প্রস্তাব) অনুমোদন করিলেন। উপাসিকা তাঁহাদের জন্য একটি বিহার পরিচ্ছন্ন করাইয়া প্রদান করিলেন।

তাঁহারা সেখানে অবস্থানকালে একদিন সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরকে উপদেশ দিলেন—'বন্ধুগণ, আমাদের প্রমাদচারী হইলে চলিবে না। আমাদের স্বগৃহের ন্যায় অষ্ট মহানরকের দ্বার উন্মুক্ত। বুদ্ধ বর্তমান থাকিতে আমরা তাঁহার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও শঠ ব্যক্তি বুদ্ধানুগ্রহ লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধগণের অভিপ্রায় অনুসারে বিচরণ করিলেই তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব। অতএব, অপ্রমত্ত হও। দুইজন একস্থানে থাকিবে না, একস্থানে উপবেশন করিবে না। সন্ধ্যায় স্থবিরের সেবাকালে এবং প্রাতঃ ভিক্ষাচারকালে আমরা একত্রিত হইব। অন্যান্য সময়ে আমরা দুইজন একত্রে মিলিত হইব না। তবে কোন অসুস্থ ভিক্ষু আসিয়া বিহারমধ্যে ঘন্টা বাজাইলে ঘন্টার শব্দে আমরা মিলিত হইয়া ঐ ভিক্ষুর চিকিৎসা করিব।'

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা সেখানে বাস করিতেছিলেন। একদিন সেই উপাসিকা ঘৃত-তৈল-গুড়াদি লইয়া দাস-দাসী কর্মকর ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সন্ধ্যায় সেই বিহারে যাইয়া বিহারমধ্যে ভিক্ষুদের না দেখিয়া লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুরা কোথায় গেলেন?' 'তাঁহারা নিজ নিজ রাত্রিস্থান-দিবাস্থানে থাকিবেন নিশ্চয়ই' এইরূপ উক্ত হইলে উপাসিকা বলিলেন—'আমি কিভাবে তাঁহাদের দেখা পাইব?' যে সকল ব্যক্তি ঐ ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্রত সংকল্পের

http://kalpataruboi.org

কথা জানিতেন তাঁহারা বলিলেন—'আর্যে, ঘন্টা বাজাইলে তাঁহারা সম্মিলিত হইবেন।' উপাসিকা ঘন্টা বাজাইলেন। ভিক্ষুগণ ঘন্টা শব্দ শুনিয়া 'কোন ভিক্ষু অসুস্থ হইয়া থাকিবে' এই ভাবিয়া নিজ নিজ বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিহারমধ্যে একত্রিত হইলেন। দুইজন এক রাস্তা দিয়া আসিলেন না। উপাসিকা এক একটি স্থান হইতে এক এক জনকে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন—'আমার পুত্রগণের (অর্থাৎ ভিক্ষুদের) মধ্যে পরস্পর ঝগড়া হইয়া থাকিবে।' ইহা ভাবিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনারা কি ঝগড়া করিয়াছেন?' 'মহাউপাসিকে, কই না তো!' 'যদি ঝগড়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের বাড়িতে আসার সময় একত্রে আসেন, এখন সেইভাবে না আসিয়া এক এক জন এক এক স্থান হইতে পৃথক পৃথক আসিলেন কেন?'

'মহাউপাসিকে, আমরা পৃথক পৃথক অবস্থান করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেছি।'

'ভন্তে, এই শ্রমণধর্ম কি?'

'মহাউপাসিকে, দেহের বত্রিশ প্রকার (অশুচি) দ্রব্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখি, এই শরীরের ক্ষয়-ব্যয়তাকে দেখি।'

'ভন্তে, দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচি দ্রব্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা এবং শরীরের ক্ষয়-ব্যয়তাকে দেখার কাজ শুধু আপনারাই করিতে পারেন, নাকি আমরাও করিতে পারি?'

'মহাউপাসিকে, কাহারও জন্য নিষেধ নাই।'

'ভন্তে, তাহা হইলে আমাদেরও দ্বাত্রিংশাকার কি কি বলুন এবং দেহের ক্ষয়-ব্যয়তাকে জানার কথা কি বলুন।'

'হে মহাউপাসিকে, তাহা হইলে জানুন।'

এই বলিয়া তাঁহাকে সব জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার পর হইতে সেই মহাউপাসিকা দ্বাত্রিংশাকার পর্যবেক্ষণ করত নিজের ক্ষয়-ব্যয়জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়া সেই ভিক্ষুদের আগেই তিন মার্গ এবং তিন ফল লাভ করিলেন। মার্গজ্ঞানের দ্বারা তিনি চারি প্রতিসম্ভিদা এবং লৌকিয় অভিজ্ঞা জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি মার্গফলসুখ হইতে উত্থিত হইয়া দিব্যচক্ষুর দ্বারা জানিলেন 'কবে আমার ভিক্ষুপুত্রগণ এই ধর্ম অধিগত হইয়াছেন?' কিন্তু তিনি অবলোকন করিলেন যে তাঁহারা এখনও রাগ-দ্বেষ-মোহযুক্ত, ধ্যান বিদর্শনমাত্রও তাহাদের নাই। 'আমার ভিক্ষুপুত্রদের অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয় আছে, না নাই?' চিন্তা করিয়া 'আছে' ইহা দেখিয়া 'তাহাদের উপযুক্ত শয়নাসন আছে কি নাই' 'আছে' দেখিয়া, 'তাহাদের উপযুক্ত সঙ্গী আছে কি নাই?' 'আছে' ইহা দেখিয়া, 'তাহাদের উপযুক্ত আহার্য আছে কি নাই?' 'নাই' ইহা দেখিয়া ইহার পর হইতে নানাবিধ যাগু, অনেক প্রকারের খাদ্য, নানা প্রকার উত্তম ব্যঞ্জনযুক্ত ভোজন প্রস্তুত করিয়া স্বগৃহে ভিক্ষুদের উপবেশন করাইয়া দক্ষিণোদক (জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিয়া) দিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনাদের যাহা যাহা পছন্দ তাহা তাহা লইয়া ভোজন

http://kalpataruboi.org

করুন।' তাঁহারা যথারুচি যাগু প্রভৃতি লইয়া ভোজন করিলেন। উপযুক্ত আহার লাভ করাতে তাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইল।

তাঁহারা একাগ্রচিত্তে বিদর্শন বর্ধিত করিয়া অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন—'অহো! এই মহাউপাসিকাই আমাদের প্রতিষ্ঠার কারণ। যদি আমরা উপযুক্ত আহার লাভ না করিতাম, আমরা মার্গফল লাভ করিতে পারিতাম না। এখন বর্ষাবাস শেষ হইয়াছে। আমরা শাস্তার নিকট যাইব।' তাঁহারা মহা উপাসিকাকে বলিলেন—'আমরা শাস্তাকে দর্শন করিতে যাইব।' মহাউপাসিকা 'ভন্তে, ইহা সাধু' বলিয়া কিয়দ্দূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া 'ভন্তে, আপনারা আমাদের দেখিবেন' ইত্যাদি নানাবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই ভিক্ষুগণও শ্রাবস্তীতে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা কর্তৃক 'হে ভিক্ষুগণ, আশা করি তোমাদের সব ভালই হইয়াছে, আহারাদির ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় নাই তো?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে ভিক্ষুগণ বলিলেন—'ভন্তে, আমাদের সব ভালই হইয়াছে, আহারাদির ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় নাই। মাতিকমাতা নামক আমাদের জনৈক উপাসিকা 'অহো, আমাদের এইরূপ আহারের প্রয়োজন' আমাদের এইরূপ মনের কথা জানিয়া আমরা চিন্তা করা মাত্রই যথাচিন্তিত আহার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।' এইভাবে তাঁহারা সেই উপাসিকার গুণগান করিলেন।

জনৈক ভিক্ষু সেই মহাউপাসিকার গুণকথা শুনিয়া সেখানে যাইবার জন্য শাস্তার নিকট কর্মস্থান লইয়া—'ভন্তে, আমি সেই গ্রামেই যাইব' এই বলিয়া শাস্তাকে জানাইয়া জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে সেই গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া বিহারে প্রবেশের দিনই চিন্তা করিলেন—'এই উপাসিকা নাকি মনের কথা জানিতে পারেন, (দেখা যাক) আমিও পথশ্রান্ত, বিহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে অক্ষম। মহাউপাসিকা বিহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিক। উপাসিকা গৃহে উপবেশন করিয়াই ঐ ভিক্ষুর মনের কথা জানিতে পারিয়া জনৈক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন—'যাও বিহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আইস।' ঐ ভিক্ষু জলপানের ইচ্ছা করিয়া চিন্তা করিলেন—'অহো, আমার জন্য শর্করাযুক্ত পানীয় যেন প্রেরণ করা হয়।' উপাসিকা তাহাও পাঠাইলেন। সেই ভিক্ষু পরের দিন সকালেই চিন্তা করিলেন—'আমার জন্য মুখরোচক চাটনীসহ স্নিগ্ধ যাগু যেন পাঠান হয়।' উপাসিকা তাহাই করিলেন। যাগু পান করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—'আমার জন্য এইরূপ খাদ্য যেন পাঠান হয়।' উপাসিকা তাহাও পাঠাইলেন। তখন সেই ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—'এই উপাসিকা আমি যাহা যাহা চিন্তা করিয়াছি, সমস্তই পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। অহো, নানা প্রকার উত্তম রসযুক্ত ভোজন লইয়া স্বয়ং তিনি আমার নিকট আসুন।' উপাসিকা 'আমার ভিক্ষুপুত্র আমার দর্শনপ্রার্থী, আমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছে?' চিন্তা করিয়া ভোজন লইয়া বিহারে যাইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

http://kalpataruboi.org

ভোজনাবসানে সেই ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহাউপাসিকে, আপনিই কি মাতিকমাতা?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'আপনি পরচিত্ত জানিতে পারেন?'

'বাবা, কেন তুমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ?'

'আমার চিন্তা অনুসারে আপনি সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

'বাবা, পরচিত্তজ্ঞ ভিক্ষু অনেক আছেন।'

'উপাসিকে, আমি অন্যদের জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

তৎসত্ত্বেও উপাসিকা 'আমি পরচিত্ত জানি' এই কথা না বলিয়া 'বাবা, পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপই করিয়া থাকেন' বলিলেন।

সেই ভিক্ষু তখন চিন্তা করিলেন—'মহা বিপদে পড়িলাম তো! সাধারণ লোকেরা ভাল এবং মন্দ উভয়ই চিন্তা করে। যদি আমি কিঞ্চিৎ অশোভন চিন্তা করি, তাহা হইলে বমাল চোরকে চুলির মুঠি ধরিয়া যেমন লইয়া যায়, এই উপাসিকাও আমাকে তদ্রূপ বিপদে ফেলিতে পারে। অতএব, আমি এইস্থান হইতে পলায়ন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'উপাসিকে, আমি চলিয়া যাইব।'

'কোথায় যাইবেন?'

'উপাসিকে, শাস্তার নিকট যাইব।'

'ভন্তে, এইখানেই থাকুন।'

'উপাসিকে, আমি থাকিব না, যাইব' বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেলেন।

অনন্তর শাস্তা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষু, তুমি সেখানে থাকনা?'

'না ভন্তে, সেখানে থাকা সম্ভব নহে।'

'হে ভিক্ষু, কারণ কি?'

'ভন্তে, সেই উপাসিকা মনের কথা সব জানিতে পারেন। সাধারণ লোকেরা ভালমন্দ কত সব চিন্তা করে। যদি আমি কিঞ্চিৎ অশোভন চিন্তা করি তাহা হইলে বমাল চোরকে চুলের মুঠি ধরিয়া যেমন লইয়া যায়, সেই উপাসিকাও আমাকে তদ্রূপ বিপদে ফেলিতে পারেন—ইহা চিন্তা করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি।'

'হে ভিক্ষু, তোমার সেইখানেই থাকা উচিত।'

'ভন্তে, আমি পারিব না, আমি সেইখানে থাকিব না।'

'হে ভিক্ষু, তাহা হইলে তুমি কি একটি জিনিস রক্ষা করিতে পারিবে?'

'কি ভন্তে?'

'তোমার চিত্তকেই রক্ষা কর। চিত্ত হইতেছে দূরক্ষ্য, তুমি নিজের চিত্তকেই

http://kalpataruboi.org

সংযত কর। অন্য কিছু চিন্তা করিও না। কারণ চিত্ত হইতেছে দুর্নিগ্রহ।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'দুর্নিগ্রহ, লঘু এবং যথেচ্ছ বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল। (কারণ) সংযত চিত্ত সুখ প্রদান করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৫

চিত্তকে খুব কষ্টে সংযত করা যায় বলিয়া ইহা দুর্নিগ্রহ। লঘুভাবে উৎপন্ন হয় এবং নিরুদ্ধ হয় বলিয়া লহু। 'দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো। যত্থকামনিপাতিনো।' চিত্ত যেখানে সেখানে নিপতনশীল, বিচরণশীল। ইহা লদ্ধব্যস্থান, অলদ্ধব্যস্থান, যুক্তস্থান, অযুক্তস্থান কি জানে না। ইহা জাতি, গোত্র, বয়স কিছুই দেখে না। যেখানে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সেখানে নিপতিত হয় বলিয়া ইহাকে 'যত্থকামনিপাতিনো' বলা হইয়াছে। 'চিত্তস্‌স দমথো সাধু'। এইরূপ চিত্তের দমনই সাধু। চারি মার্গের দ্বারা দন্তভাব যেমন সংযত হয়, তদ্রূপ কৃতভাবই সাধু। কেন? 'চিত্তং দন্তং সুখাবহং।' সংযত চিত্ত মার্গফলসুখ এবং পরমার্থ নির্বাণসুখ প্রদান করে।

দেশনাবসানে ঐ পরিষদের অনেকেই স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছেন। মহাজনতার নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছে।

শাস্তা সেই ভিক্ষুকে তদ্রূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষু যাও। অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া সেইখানেই বাস কর' বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেই ভিক্ষু শাস্তার নিকট উপদেশ লইয়া (পুনরায়) সেইখানে গেলেন। বাহিরের কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দেন নাই। মহাউপাসিকাও দিব্যদৃষ্টিতে স্থবিরকে দেখিয়া 'এখন উপদেশদাতা আচার্যকে পাইয়া আমার ভিক্ষুপুত্র পুনরায় আসিয়াছে' ইহা নিজের জ্ঞানের দ্বারা জানিয়া উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। উত্তম খাদ্য সেবন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া মার্গফলসুখ ভোগ করিতে করিতে তিনি চিন্তা করিলেন—'অহো, এই মহাউপাসিকার জন্যই আমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমি তাঁহার জন্যই ভবনিঃসরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।' এই চিন্তা করিয়া 'এই উপাসিকার জন্য শুধুমাত্র ইহজন্মেই কি আমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে, না অতীতে বহু জন্মে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন' ইহা জানিতে পূর্ব পূর্ব একুনশত জন্ম পর্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে ঐ একুনশত জন্মে এই উপাসিকা তাঁহার ভার্যা ছিলেন, কিন্তু অন্য পুরুষদের প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। স্থবির উপাসিকার দ্বারা কৃত এত পাপের কথা জানিয়া চিন্তা করিলেন—'অহো, এই মহাউপাসিকা অনেক পাপকর্ম সম্পাদন করিয়াছেন।'

মহাউপাসিকাও গৃহে উপবিষ্ট হইয়া 'আমার ভিক্ষুপুত্র প্রব্রজিতকৃত্য (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছে) সমাপ্ত করিয়াছে কি?' ইহা চিন্তা করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে তিনি অর্হৎ হইয়াছে। তিনি তখন আরও চিন্তা করিলেন—'আমার পুত্র অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে ভাবিতেছে—অহো এই

http://kalpataruboi.org

উপাসিকার জন্যই আমার এই প্রতিষ্ঠা এবং আরও ভাবিতেছে—'অতীতেও কি এই উপাসিকা আমার প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছেন?' ইহা চিন্তা করিয়া পূর্বের একুনশত জন্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন—'এই উপাসিকা পূর্বের একুনশত জন্মে অন্যদের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে হত্যা করিয়াছে' এত পাপের কথা জানিয়া 'ওই উপাসিকা মহা অন্যায় কাজ করিয়াছেন' ইহা চিন্তা করিতেছে। কিন্তু এত জন্ম সংসারে বিচরণ করাকালে আমি কি আমার ভিক্ষুপুত্রের কোন উপকার করিয়াছি? ইহা ভাবিয়া পূর্বের শততম জন্মের কথা চিন্তা করিলেন। 'শততম জন্মেও আমি তাহার ভার্যা হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ জন্মে তাহাকে হত্যা না করিয়া তাহার জীবনদান করিয়াছিলাম। অহো, আমি আমার ভিক্ষুপুত্রের এই উপকার তো করিয়াছি।' গৃহে উপবিষ্ট হইয়াই তিনি তাঁহার অর্হৎ ভিক্ষুপুত্রের উদ্দেশ্যে যেন শূন্যপথে এই বাণী পাঠাইলেন—'হে পুত্র, অতীতের কথা স্মরণ কর এবং বিবেচনা কর।' সেই ভিক্ষুও দিব্যকর্ণে মহাউপাসিকার ঐ বাণী শুনিয়া নিজের শততম জন্মের কথা স্মরণ করিয়া ঐ জন্মে যে তিনি তাঁহার জীবনদান করিয়াছেন তাহা অবলোকন করিয়া 'অহো, এই মহাউপাসিকা পূর্বেও আমার উপকার করিয়াছেন।' ইহা চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইয়া সেখানেই চারিমার্গ ও ফল সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিয়া অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনিবৃত হইলেন।

জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

অপর উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৩

৪. সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থকামনিপাতিনং,
চিত্তং রক্‌খেথ মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং।...৩৬

অনুবাদ : দুর্বোধ্য, সুনিপুণ আর যথেচ্ছগামী মনোবৃত্তির প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তির সবসময় লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, চিত্ত সুসংযত হলেই সুখ লাভ হয়।

অন্বয় : মেধাবী (জ্ঞানী ব্যক্তি) সুদুন্নসং (অতি দুর্বোধ্য) সুনিপুণং (সুনিপুণ) যত্থকামনিপাতিনং (যথেচ্ছ বিচরণশীল) চিত্তং রক্‌খেথ (চিত্তকে রক্ষা করেন), গুত্তং চিত্তং (গুপ্ত, সুরক্ষিত চিত্ত) সুখাবহং (সুখাবহ হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের চিত্ত হচ্ছে সেই ভূতের মত, সবসময় যার কোন না কোন কাজ চাই। মনকে সবসময় কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। সেই কাজ যদি সৎ হয় তবে তার গতিও সৎ হবে। সদাচারী চিত্তই মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে।

'সুদুর্দ্দশ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

শাস্তা যখন নাকি শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এক শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁহার কুলোপগ (পরিবারের বন্ধুস্থানীয়, প্রায়ই যিনি ভিক্ষার জন্য তাঁহাদের গৃহে আসেন) স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আমি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভেচ্ছু, আপনি আমাকে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের একটি উপায়

http://kalpataruboi.org

বলুন।'

'সাধু, বন্ধু যদি তুমি দুঃখ হইতে মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি শলাক অন্ন, পাক্ষিক অন্ন, বর্ষাকালে বাসস্থান, চীবরাদি প্রত্যয়সমূহ (বুদ্ধশাসনে) দান কর। নিজের সম্পদকে তিনভাগ করিয়া একভাগ নিজের কাজে লাগাও, একভাগ স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের কাজে লাগাও এবং আর একভাগ বুদ্ধশাসনে দান কর।'

শ্রেষ্ঠীপুত্র 'সাধু ভন্তে' বলিয়া যথানির্দেশ সমস্ত সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আর কি কি করিতে হইবে?'

'বন্ধু, ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল পালন কর।' সেইগুলিও প্রতিগ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আর কি কি করিতে হইবে?'

'তাহা হইলে দশশীল পালন কর।'

'সাধু ভন্তে' বলিয়া তাহাও গ্রহণ করিলেন। তিনি এভাবে আনুপূর্বিক উপায়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়া গেল 'অনুপূর্ব শ্রেষ্ঠীপুত্র'। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আমার আর কি কি করণীয় আছে?'

'তুমি তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।'

শ্রেষ্ঠীপুত্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। একজন অভিধর্মিক ভিক্ষু তাঁহার আচার্য হইয়াছিলেন। একজন বিনয়ধর তাঁহার উপাধ্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার উপসম্পদা আচার্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে অভিধর্মের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন—'বুদ্ধশাসনে ইহা করা উচিত, ইহা করা উচিত নহে' ইত্যাদি। তাঁহার উপাধ্যায়ও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বিনয়ের প্রশ্ন করিতেন—'বুদ্ধশাসনে ইহা করা উচিত। ইহা করা উচিত নহে। ইহা বিধেয়, ইহা বিধেয় নহে' ইত্যাদি। তখন শ্রেষ্ঠীপুত্র চিন্তা করিলেন—

'অহো, মহাবিপদে পড়া গেল তো? আমি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রব্রজিত হইয়াছি, অথচ এখানে আমার হাত বাড়াইবার জায়গাও নাই। গৃহে থাকিয়াই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতাম। আমি আবার গৃহী হইব।' তিনি তাহার পর হইতে উৎকণ্ঠিত ও দুর্মন হইয়া দ্বাত্রিংশাকারে মনোযোগ দিতে পারেন না, কোন উপদেশও গ্রহণ করেন না, (দিন দিন) কৃশ, রুক্ষ, ধমনী প্রকট শরীর, ক্লান্তিতে অবসন্ন, খোস-পাঁচড়ায় শরীরপূর্ণ হইলেন।

তরুণ শ্রামণেরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—'কি বন্ধু! তোমার কি হইয়াছে? তুমি দাঁড়াইয়া থাক তো দাঁড়াইয়াই থাক, বসিয়া থাকিলে বসিয়াই থাক। তোমার যেন পাণ্ডুরোগ হইয়াছে, কৃশ, রুক্ষ হইয়াছ। তোমার শরীরে শিরা-উপশিরা ভাসিয়া উঠিয়াছে, তুমি ক্লান্তিতে অবসন্ন, তোমার শরীর খোস-পাঁচড়ায় ভর্তি হইয়াছে। তোমার কি হইয়াছে?'

'বন্ধুগণ, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।'

'কেন?'

তিনি তখন সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

http://kalpataruboi.org

তাহারা তাহাদের আচার্য উপাধ্যায়কে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। আচার্য উপাধ্যায় তাঁহাকে লইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভিক্ষুগণ, তোমাদের আগমনের কারণ কি?'

'ভন্তে, এই ভিক্ষু আপনার শাসনে উৎকণ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষু, একথা কি সত্য?'

'হ্যাঁ, ভন্তে।'

'কারণ কি?'

'ভন্তে, আমি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রব্রজিত হইয়াছি। আমার আচার্য অভিধর্ম কথা বলেন, আমার উপাধ্যায় বিনয়কথা বলেন। তাই আমি মনে করি যেখানে হাত বাড়াইবারও জায়গা নাই (অর্থাৎ স্বাধীনতা নাই), সেখানে থাকিয়া লাভ কি? গৃহী হইয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আমি গৃহী হইব। ইহাই, ভন্তে, আমি স্থিরনিশ্চয় করিয়াছি।'

'হে ভিক্ষু, যদি তুমি একটি জিনিস রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে অন্য কোন কিছু রক্ষা করিতে হইবে না।'

'কি ভন্তে?'

'তুমি তোমার চিত্তকে রক্ষা করিতে পারিবে?'

'হ্যাঁ ভন্তে, পারিব।'

'তাহা হইলে নিজের চিত্তকে রক্ষা কর। তাহা হইলে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।' এই উপদেশ দিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'দুর্বোধ্য, কুটিল এবং যথেচ্ছ গমনশীল চিত্তের প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। (কারণ) সুরক্ষিত চিত্ত সুখ (নির্বাণানন্দ) প্রদান করে।—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৬

'সুদুর্দশ' অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে দুর্দশ। 'সুনিপুণ' অর্থাৎ পরমসূক্ষ্ম। 'যথেচ্ছ বিচরণশীল' অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি অর্থাৎ জন্ম, গোত্র, বয়স ইত্যাদি না দেখিয়া লব্ধব্য, অলব্ধব্য, যুক্ত, অযুক্ত যেখানে সেখানে চিত্ত নিপতিত হয়। 'বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিত্তকে রক্ষা করা উচিত।' অবিদ্যার অন্ধকারে অন্ধ মূর্খ, দুর্মেধ ব্যক্তি নিজের চিত্তকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। চিত্তের বশীভূত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হয়। মেধাবী, পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু চিত্তকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অতএব তুমিও চিত্তকেই রক্ষা কর। এই চিত্ত সুরক্ষিত হইলে সুখ প্রদান করে মার্গফল নির্বাণসুখ প্রদান করে।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। অন্য আরও অনেকে স্রোতাপন্ন হইয়াছেন। মহান জনতার নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছে।

অপর উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

ভাগিনেয় সঙ্ঘরক্ষিত স্থবিরের উপাখ্যান—৪

http://kalpataruboi.org

৫. দূরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসযং,
যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা।...৩৭

অনুবাদ : দূরগামী, একাকী বিচরণশীল, অশরীরি এবং গুহাশ্রিত চিত্তকে যাঁরা সংযত করেন, মারের বন্ধন[৯৯] থেকে তাঁরা মুক্তি পান।

অন্বয় : যে (যাঁরা) দূরংগমং (দূরগামী) একচরং (একচর) অসরীরং (অশরীর) গুহাসযং চিত্তং (হৃদয়-গুহাশ্রিত চিত্তকে) সঞ্ঞমেস্সন্তি (সংযত করেন), [তে] মারবন্ধনা (তাঁরা মারের বন্ধন থেকে) মোক্খন্তি (মুক্ত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—বায়ুর থেকেও মন শীঘ্রগতি। তাই মনের বা চিত্তের গতির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। মন একাকী, কারণ সে এককালে একটি চিন্তা বা বিষয়কেই আশ্রয় করে; আর কায়াহীন তো অবশ্যই। মনের নিবাস হৃদয়গুহায়। বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে যিনি এই চিত্তকে নিজের বশে আনতে পারেন, রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতির হাত থেকে তিনি মুক্তি পান।

'দূরঙ্গমং' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে সঙ্ঘরক্ষিত নামক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে নাকি জনৈক কুলপুত্র শাস্তার নিকট ধর্মদেশনা শুনিয়া গৃহত্যাগ করত প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া সঙ্ঘরক্ষিত স্থবির নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনী পুত্রলাভ করিয়া তাহাকেও সঙ্ঘরক্ষিত নাম রাখিলেন। সেই ভাগিনা সঙ্ঘরক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উক্ত স্থবিরের (অর্থাৎ মাতুলের নিকট) প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া কোন এক গ্রাম্য বিহারে বর্ষাবাস উদযাপন করিলেন এবং 'সাত হাত ও আট হাত' পরিমিত দুইটি বর্ষাবাসিক বস্ত্র লাভ করিয়া 'আট হাতের বস্ত্রখানি আমার উপাধ্যায়কে দিব এবং সাত হাতের বস্ত্রখানি আমি ব্যবহার করিব' এই চিন্তা করিয়া বর্ষাবাস শেষ হইলে 'উপাধ্যায়কে দর্শন করিব' এই ভাবিয়া আগমনকালে পথিমধ্যে ভিক্ষাচরণ করত মাতুল স্থবির বিহারে আসার পূর্বেই বিহারে প্রবেশ করিয়া স্থবিরের দিবাস্থান সম্মার্জিত করিয়া পাদোদক রাখিয়া বসিবার আসন বিছাইয়া স্থবিরের আগমনের অপেক্ষায় তাকাইয়া রহিলেন। অনন্তর স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদগমন করত পাত্র-চীবর তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 'ভন্তে, উপবেশন করুন' বলিয়া স্থবিরকে উপবেশন করাইয়া তালব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়া পাদোদকের দ্বারা পদধৌত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড আনিয়া তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন—'ভন্তে, ইহা ব্যবহার করুন' এবং পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

তখন স্থবির তাহাকে বলিলেন—'সঙ্ঘরক্ষিত আমার চীবর পরিপূর্ণ আছে, তুমি ইহা ব্যবহার কর।'

---

[৯৯]। কাম, রূপ ও অরূপ—এই ত্রিলোকই মারের বন্ধনাগার।

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, আমি এই বস্ত্র যখনই পাইয়াছি তখন হইতে ইহা আপনাকেই দিবার জন্য মনস্থ করিয়াছি। আপনি ব্যবহার করুন।'

'সঙ্ঘরক্ষিত, সমস্তই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আমার চীবর পরিপূর্ণ আছে, তুমিই ইহা গ্রহণ কর।'

'ভন্তে, এইরূপ বলিবেন না, আপনি ব্যবহার করিলে আমার মহাপুণ্য হইবে।'

এইভাবে স্থবিরকে পুনঃপুন অনুরোধ করিলেও স্থবির তাহা গ্রহণ করিলেন না।

ভাগিনা ভিক্ষু দণ্ডায়মান অবস্থাতেই স্থবিরকে পাখার বাতাস করিতে করিতে চিন্তা করিলেন—'আমি স্থবিরের গৃহীকালের ভাগিনা, প্রব্রজিতকালে তাঁহার সহবিহারিক (অর্থাৎ একই বিহারে থাকেন), তথাপি উপাধ্যায় মৎ প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতেছেন না। তিনি এইরূপ ব্যবহার করিলে আমার ভিক্ষু থাকিয়া লাভ কি? আমি পুনরায় গৃহী হইব।' তিনি তখন চিন্তা করিলেন—'সংসার জীবন তো কষ্টকর। আমি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করিব?' তারপরেই তিনি ভাবিলেন—

'এই আটহাত কাপড় বিক্রয় করিয়া একটি ভেড়ী কিনিব, কারণ ভেড়ী নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা প্রদান করে। আমি ঐ সকল বাচ্চা বিক্রয় করিয়া কিছু মূলধন করিব, বহু মূলধন করিয়া একটি ভার্যা আনিব। সে একটি পুত্র প্রসব করিবে। আমি তাহার নামও 'সঙ্ঘরক্ষিত' রাখিব। তারপর একদিন গোযানে পুত্রকে বসাইয়া সপরিবার মাতুল স্থবিরকে বন্দনা করিতে যাইব। পথিমধ্যে আমার ভার্যাকে এইরূপ বলিল—'ছেলেকে আমাকে দাও, আমি কোলে লইয়া যাইব।' ভার্যা বলিবে—'তুমি ছেলেকে লইবে কেন, তুমি গাড়ি চালাও' এই বলিয়া পুত্রকে নিজে লইবে, কিন্তু পুত্রকে বহন করার ক্ষমতা না থাকায় সে তাহাকে ফেলিয়া দিবে, গাড়ির চাকা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। তখন আমি তাহাকে বলিব—'তুমি ছেলেকে আমাকে দিলে না, নিজেও বহন করিতে পারিলে না। তুমি আমার সর্বনাশ করিলে' এই বলিয়া প্রতোদযষ্ঠি (চাবুক) দিয়া তাহাকে প্রহার করিব।'... ...

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তালপাতার পাখার বাঁটের দ্বারা স্থবিরের মস্তকে আঘাত করিলেন। স্থবির 'সঙ্ঘরক্ষিত কি আমার মাথায় আঘাত করিল?' তারপর যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে দেখিয়া ভাগিনাকে বলিলেন—'সঙ্ঘরক্ষিত, তুমি তোমার ভার্যাকে প্রহার করিতে পারিলে না। এই বৃদ্ধ স্থবিরের অপরাধ কি?'

ভিক্ষু—'আমার সর্বনাশ হইয়াছে। উপাধ্যায় আমার মনের কথা সব জানিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব আমি আর ভিক্ষু থাকিব না' ইহা চিন্তা করিয়া তালপাতার পাখা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

http://kalpataruboi.org

তরুণ শ্রামণেরগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, এস। তোমরা একজন ভিক্ষুকে ধরিয়া আনিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে, এই তরুণ ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইয়া পলাইয়া যাইতেছিল। আপনার নিকট ধরিয়া আনিয়াছি।'

শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষু, এই কথা কি সত্য?'

'হ্যাঁ, ভন্তে।'

'তুমি এইরূপ অন্যায় কাজ করিলে কেন? তুমি কি আরব্ধবীর্য বুদ্ধের একজন পুত্র নহে? আমার মত বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া নিজেকে স্রোতাপন্ন বা সকৃদাগামী বা অনাগামী বা অর্হৎ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে না, অধিকন্তু তুমি এক ঘোরতর অন্যায় কার্য করিয়াছ। কেন?'

'ভন্তে, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।'

'কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে?'

তিনি তখন যেদিন তিনি বর্ষাবাসিক বস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তালব্যজনের দ্বারা (মাতুল স্থবিরকে) প্রহার করা ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিকভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আমি এই কারণেই পলায়ন করিয়াছি।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'এস ভিক্ষু, চিন্তা করিও না। চিত্ত বহু দূরস্থ আলম্বনকেও গ্রহণ করিতে পারে। রাগ, দ্বেষ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে' এই বলিয়া নিম্নের গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে সকল ব্যক্তি দূরগামী, একচারী, অশরীরি এবং (হৃদয়রূপ) গুহাশায়ী চিত্তকে সংযত করিবেন, তাঁহারা মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৭

'দূরগামী' চিত্ত স্বয়ং মাকড়সার সূত্রের দূরত্বমাত্রও পূর্বাদি দিকে গমনাগমন করিতে পারে না। কিন্তু বহু দূরের আলম্বনকেও গ্রহণ করিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে 'চিত্ত দূরগামী'। সাত আট প্রকার চিত্ত একত্রে আঁটিবদ্ধ হইলেও একক্ষণে উৎপন্ন হইতে পারে না। উৎপত্তিকালে এক একটি চিত্তই উৎপন্ন হয়, তাহা নিরুদ্ধ হইলে পুনরায় এক একটি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ঐজন্য চিত্তকে 'একচারী' বলা হইয়াছে। চিত্তের কোন শরীর সংস্থান বা নীলাদি বর্ণভেদ নাই। তাই চিত্তকে বলা হইয়াছে 'অশরীরি'। 'গুহা' হইতেছে চারি মহাভূতরূপ গুহা। ইহা হৃদয়রূপকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্তিত হয়। ঐজন্য চিত্তকে বলা হইয়াছে 'গুহাশায়ী'। যে সকল পুরুষ বা নারী, গৃহস্থ বা প্রব্রজিত অনুৎপন্ন ক্লেশকে উৎপন্ন হইতে না দিয়া স্মৃতি সংমর্শনের দ্বারা উৎপন্ন ক্লেশসমূহকে দূর করিয়া চিত্তকে সংযত করে অবিক্ষিপ্ত করে, তাহারা সকলে মারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে অর্থাৎ

http://kalpataruboi.org

ক্লেশবন্ধনের অভাবে ত্রিভূমকবর্ত্ম নামক মারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

দেশনাবসানে ভাগিনেয়্য সঙ্ঘরক্ষিত স্থবির স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। অন্যান্য অনেকেই স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছেন। মহতী জনতার নিকট এই ধর্মদেশনা ফলবতী হইয়াছিল।

সঙ্ঘরক্ষিত ভাগিনেয়্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

চিত্তহস্ত স্থবিরের উপাখ্যান—৫

৬. অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো,
পরিপ্লবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপূরতি।

৭. অনবস্সুতচিত্তস্স অনন্বাহতচেতসো,
পুঞ্ঞপাপহীনস্স নত্থি জাগরতো ভযং।...৩৮-৩৯

অনুবাদ : যার চিত্ত অস্থির, সত্যধর্ম যে জানে না আর হৃদয়ে যার প্রসন্নতা নেই, তার প্রজ্ঞা কখনো পরিপূর্ণতা লাভ করে না। যাঁর চিত্ত নিষ্কাম, অবিচল, যিনি পাপ-পুণ্য উভয়কেই পরিহার করেছেন,[৪০] তিনি জাগ্রত; তাঁর কোন ভয় নেই।

অন্বয় : অনবট্ঠিতচিত্তস্স (যিনি অনবস্থিতচিত্ত) সদ্ধম্মং অবিজানতো (যিনি সদ্ধর্ম অবগত নন) পরিপ্লবপসাদস্স (যার প্রসন্নতা বিঘ্নিত) [তার] পঞ্ঞা (প্রজ্ঞা) ন পরিপূরতি (যিনি অবিচলিত চিত্ত) পুঞ্ঞপাপহীনস্স (পুণ্য-পাপহীন) জাগরতো (সেই জাগরিত ব্যক্তির) ভযং নত্থি (ভয় নেই)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নানা কামনার সংঘাতে যে বিক্ষুব্ধ তার চিত্তে স্থিরতা কোথায়? সে হল—'a feather for each wind tha blows' 'চিত্ত আমার নানাদিকেই ভ্রমে, দাহ আমার বেড়ে ওঠে ক্রমে'। এইরকম অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য জানার অবকাশ নেই, তাই তার প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান পরিপূর্ণতায় পৌঁছায় না। কিন্তু সমস্ত কামনা ত্যাগ করে যে সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য হয়ে বিচরণ করেন, তিনি নিরভিমান, তাই পাপ-পুণ্যের অতীত। তার কর্ম নিস্পৃহ, তাই তার দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছে তাই তিনি জাগ্রত। তিনি জ্ঞানী তাই তিনি নির্ভয়।

'যিনি অস্থির চিত্ত' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে চিত্তহস্ত স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়াই ভাষণ করিয়াছিলেন।

একজন শ্রাবস্তীবাসি কুলপুত্র নাকি হৃত গরুর সন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে গরুটিকে দেখিতে পাইয়া তিনি গরুর পালকে ছাড়িয়া 'অবশ্যই ভিক্ষুদের নিকট কিছু আহার পাইব' এই ভাবিয়া ক্ষুৎপিপাসায়

---

[৪০]। যাঁর অর্হত্ত্ব লাভ হয়েছে, তিনি সিদ্ধ। তাঁর কর্মের মূলে কোন কামনা নেই, তাই তিনি তার কোন ফলভোগ করেন না বা তার দ্বারা আবদ্ধ হন না। তাঁর কর্ম নিষ্ফল (inoperative), তাই তিনি পাপও করেন না পুণ্যও করেন না।

http://kalpataruboi.org

পীড়িত হইয়া বিহারে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া তাঁহাদের বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন ভিক্ষুদের ভূক্তাবশেষ অন্ন গামলায় রাখা ছিল। তাহারা ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—'এখান হইতে ভাত লইয়া খাও।'

[বুদ্ধের জীবিতকালে অনেক সূপ-ব্যঞ্জনসহ অন্ন নিজ হইতেই উৎপন্ন হয়] সেই ব্যক্তি প্রয়োজন মত আহার্য লইয়া ভোজন করিলেন এবং জলপান করিয়া হাত ধুইয়া ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, অদ্য আপনারা কি কোন নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন?'

'না, উপাসক, ভিক্ষুরা এইভাবেই নিত্য আহার্য লাভ করিয়া থাকেন।' সেই ব্যক্তি তখন চিন্তা করিলেন—

'আমরা দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও এইরূপ মধুর ব্যঞ্জনযুক্ত আহার লাভ করি না, আর এই ভিক্ষুরা নিত্যই এইরূপ ভোজন লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, আমার গৃহী থাকার প্রয়োজন নাই, আমি ভিক্ষু হইব।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে 'বেশ বেশ, উপাসক' বলিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন।

তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়া সমস্ত প্রকার ব্রতনিয়মাদি পালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুদ্ধগণের উৎপন্ন লাভ সৎকারের দ্বারা স্থূল শরীরযুক্ত হইলেন। তখন চিন্তা করিলেন—'এইভাবে ভিক্ষার দ্বারা জীবনধারণ করিয়া লাভ কি! আমি আবার গৃহী হইব।'

তিনি বিভ্রান্ত হইয়া পুনরায় গৃহী হইলেন। গৃহে কাজকর্ম করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কৃশ হইয়া গেলেন। তখন আবার চিন্তা করিলেন—

'এইরূপ কষ্ট করিয়া কি লাভ? আবার শ্রমণ হইব।' তখন যাইয়া আবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পুনরায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রব্রজিতকালে তিনি ভিক্ষুদের সহায়ক ছিলেন। কিছুদিন পরে আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া 'গার্হস্থ্য জীবন দিয়া কি হইবে আমি প্রব্রজিত হইব' এই ভাবিয়া ভিক্ষুগণের নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাদের উপকারক হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে আবার প্রব্রজিত করিলেন। এইভাবে তিনি ছয়বার প্রব্রজিত হইয়া ছয়বার গৃহী হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ 'এই ভিক্ষু চিত্তের বশীভূত হইয়া বিচরণ করে' ভাবিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন 'চিত্তহস্ত স্থবির'।

এইভাবে তিনি একবার গৃহী একবার প্রব্রজিত এইভাবে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন। সপ্তমবারে তিনি অরণ্য হইতে কৃষিদ্রব্যাদি আনিয়া গৃহে যাইয়া দ্রব্যাদি রাখিয়া 'আমার কাষায় বস্ত্রখানি লইতে হইবে' ভাবিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে তাঁহার স্ত্রী অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার গায়ের কাপড়চোপড় সরিয়া গিয়াছে, মুখ হইতে লালা ঝরিতেছে, নাক হইতে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ হইতেছে, মুখ 'হা' করিয়া খোলা, (কখনও কখনও) দাঁত

Kalpataru Boi. Org

http://kalpataruboi.org

কিড়মিড় করিতেছে, তাঁহার সম্মুখে যেন একটি স্ফীত মৃতদেহ পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হইল। তিনি তখন 'অনিত্য, দুঃখ' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন—

'আমি এযাবৎকাল প্রব্রজিত হইয়া ইহারই জন্য ভিক্ষু অবস্থায় থাকিতে পারি নাই।' তারপর কাষায় বস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া উদরদেশে লুকাইয়া দ্রুত গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন।

গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার শাশুড়ি সব দেখিয়া 'মনে হইতেছে এ আবার উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এখনই অরণ্য হইতে ফিরিয়া উদরে কাষায়বস্ত্র লুকাইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিহারাভিমুখে ছুটিতেছে, ব্যাপারটা কী' চিন্তা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত মেয়েকে দেখিয়া 'ইহাকে এমতাবস্থায় দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশ্রদ্ধ হইয়া সে চলিয়া গিয়াছে' ভাবিয়া মেয়েকে জাগাইয়া 'ওঠ কালকর্ণি, তোর স্বামী তোকে বিশ্রীভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার তো মনে হয় না সে আবার তোর কাছে ফিরিয়া আসিবে।' মেয়ে তখন বলিল—

'মা, রাখ রাখ, সে আর কোথায় যাইবে! দেখ না কয়েকদিন পরেই আবার ফিরিয়া আসিবে।'

তিনিও (অর্থাৎ চিত্তহস্ত স্থবির) 'অনিত্য, দুঃখ' ইহা ভাবনা করিয়া যাইতে যাইতে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। তিনি যাইয়া ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া আবার প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন।

'না না। তোমাকে আমরা আর প্রব্রজিত করিতে পারিব না। তোমার মধ্যে শ্রামণ্য কোথায়? তোমার মাথা অস্ত্র শান দিবার পাথরের মত মোটা (অর্থাৎ বুদ্ধিহীন)।'

'ভন্তে, এই শেষবারের মত দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা দিন।' তাঁহারা তখন তাঁহার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রব্রজিত করিলেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে (চারি) প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহারা (ভিক্ষুরা) তাঁহাকে বলিলেন—'বন্ধু চিত্তহস্ত, তোমার (গৃহে) যাইবার সময় হইলে তুমি যাইতে পার। কিন্তু এইবারে তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন?'

'ভন্তে, যতদিন সংসর্গ ছিল, গিয়াছি, এখন আমি আমার সংসর্গ ছিন্ন করিয়াছি। এখন আমি আর যাইব না।'

ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষুকে আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে এইরূপ উত্তর দিল। অন্য কথা বলিতেছে, মিথ্যা বলিতেছে।'

শাস্তা বলিলেন—'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের চিত্ত যখন অনবস্থিত ছিল, যখন যে সদ্ধর্মকে জানিত না, তখন সে গমনাগমন করিয়াছে (অর্থাৎ কখনও গৃহী কখনও ভিক্ষু হইয়াছে), এখন সে পাপপুণ্যের অতীত হইয়াছে' বলিয়া দুইটি গাথা বলিলেন—

'যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্যধর্ম অবগত নহেন, যাঁহার হৃদয় প্রসাদহীন,

http://kalpataruboi.org

তাঁহার প্রজ্ঞা কখনও পূর্ণতা লাভ করে না অর্থাৎ তিনি কখনও অর্হত্ত্বের সম্যক ধারণা করিতে পারেন না।—ধর্মপদ, শ্লোক-৩৯

'যাঁহার চিত্ত বাসনাবিহীন, যাঁহার মন কখনও বিচলিত হয় না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিহার করিয়াছেন, তিনি জাগরিত থাকেন, তাঁহার কোনই ভয় নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০

তথায় 'অনবস্থিত চিত্তের' অর্থাৎ অস্থির চিত্তের, চিত্ত কাহারও নিবদ্ধ বা স্থাবর নহে। যে ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত কুম্ভাণ্ডের ন্যায়, তূষরাশিতে মিশ্রিত খাণুকের ন্যায়, টাকমাথায় স্থাপিত কদম্বপুষ্পের ন্যায় কোথাও স্থিত হয় না, কখনও বুদ্ধশ্রাবক হয়, কখনও আজীবক, কখনও বা নির্গ্রন্থ, কখনও বা তাপস। এইরূপ ব্যক্তিকেই বলা হয় 'অস্থিরচিত্ত'। 'যিনি সত্যধর্ম অবগত নহেন', সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম সংযুক্ত সত্যধর্মকে জানেন না, 'যাঁহার হৃদয় প্রসাদহীন' অর্থাৎ যাঁহার মধ্যে শ্রদ্ধা অল্প বা শ্রদ্ধা একেবারে নাই সেই শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কামাবচর রূপাবচরাদি ভেদযুক্ত প্রজ্ঞা পূর্ণ হয় না। কামাবচরের জ্ঞানই যদি পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে রূপাবচর, অরূপাবচর, লোকোত্তর প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ কিভাবে হইবে?

'যাঁহার চিত্ত বাসনাবিহীন' অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত অনুরাগ বা আসক্তিশূন্য। 'যাহার মন কখনও বিচলিত হয় না', 'আহতচিত্ত খিলজাত' আগতস্থানে দ্বেষের দ্বারা চিত্তের প্রহৃতভাব উক্ত হইয়াছে, আলোচ্যস্থলে যাহার চিত্ত দ্বেষের দ্বারা প্রতিহত তাহাই বুঝাইতেছে। 'যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিহার করিয়াছেন' অর্থাৎ চতুর্থমার্গের দ্বারা যিনি পুণ্য ও পাপকে ক্ষয় করিয়া ক্ষীণাস্রব হইয়াছেন (অর্হৎ হইয়াছেন)। 'যিনি জাগরিত থাকেন, তাঁহার কোন ভয় নাই' অর্থাৎ ক্ষীণাস্রব অর্হৎ সদা জাগ্রত থাকায় তাঁহার কোন ভয় থাকে না। যেহেতু তিনি শ্রদ্ধাদি পঞ্চ জাগ্রত ধর্মের দ্বারা সমন্বাগত তাই তাঁহাকে জাগর বলা হইয়াছে। অতএব, তিনি জাগ্রত থাকুন বা অজাগ্রত থাকুন তাঁহার কোন ক্লেশভয় থাকে না, যেহেতু ক্লেশসমূহ ক্ষীণ হওয়াতে, বিনষ্ট হওয়াতে ক্লেশগুলির আর পুনরাবির্ভাব হইবে না। ক্লেশসমূহ তাঁহার আর অনুগমন করে না, কারণ যে যে মার্গের দ্বারা ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে, সেইগুলির আর উপগমন হইবে না। তাই বলা হইয়াছে—'স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা যে সকল ক্লেশ প্রহীণ হইয়াছে, সেই সকল আর আসিবে না, প্রত্যাগমন করিবে না' তদ্রূপ 'সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্ত্ব মার্গের দ্বারা যে সকল ক্লেশ প্রহীণ হইয়াছে, সেইগুলি আর আসিবে না, প্রত্যাগমন করিবে না।' এই দেশনা মহতী জনতার নিকট সার্থক, সফল হইয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপন করিলেন—'বন্ধুগণ, ক্লেশসমূহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন এই কুলপুত্রও ক্লেশসমূহের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া সাতবার গৃহী এবং সাতবার প্রব্রজিত হইয়াছেন।' শাস্তা তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সেই মুহূর্তের অনুরূপ গমনের দ্বারা (অর্থাৎ নিঃশব্দে) ধর্মসভায় যাইয়া বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলে?' ভিক্ষুগণ 'এই বিষয়ে, ভন্তে' বলাতে শাস্তা বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, বাস্তবিকই ক্লেশসমূহ মারাত্মক। যদি ইহারা রূপ গ্রহণ করিয়া কোথাও প্রক্ষিপ্ত হইতে সমর্থ হইত তাহা হইলে চক্রবাল (পৃথিবী) ইহাদের জায়গা দিতে পারিত না, ব্রহ্মলোক ইহাদের নিকট অতি নীচু বলিয়া মনে হইত, কোথাও ইহাদের স্থান হইত না। আমার মত প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষ শ্রেষ্ঠকেও ইহারা বিভ্রান্ত করে, অন্যদের কথাই বা কি! আমি অর্ধ নালিমাত্র কলায় এবং একটি ভোঁতা কোদালের জন্য ছয়বার প্রব্রজিত হইয়া ছয়বার গৃহী হইয়াছিলাম।'

'কখন ভন্তে, কখন সুগত?'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'তাহা হইলে শ্রবণ কর' এই বলিয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে লাগিলেন।

অতীতে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে কুদ্দাল পণ্ডিত নামক জনৈক ব্যক্তি অন্যতীর্থিকের নিকট প্রব্রজিত হইয়া আট মাস হিমালয়ে থাকিতেন। বর্ষার একরাত্রে যখন মাটি ভিজিয়া যাইল, তিনি চিন্তা করিলেন—

'আমার গৃহে অর্ধনালিমাত্র কলায় এবং একটি ভোঁতা কোদাল আছে। কলায় বীজগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে না তো?' এই চিন্তা করিয়া প্রব্রজ্যা ত্যাগ করত গৃহে আসিয়া একটি স্থান কোদালের দ্বারা কোপাইয়া সেই বীজ তাহাতে বপন করিয়া চতুর্দিকে বেড়া দিলেন। শস্য পক্ক হইলে নালিমাত্র বীজ রাখিয়া বাকীটা খাইয়া ফেলিলেন। তখন ভাবিলেন—'গৃহে থাকিয়া আর লাভ কি? পুনরায় আট মাসের জন্য প্রব্রজ্যা লইব।' এই চিন্তা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই প্রকারে নালিমাত্র কলায় এবং ভোঁতা কোদালের কারণে তিনি সাতবার গৃহী হইয়া এবং সাতবার প্রব্রজিত হইয়া সপ্তমবারে চিন্তা করিলেন—

'আমি ছয়বার এই ভোঁতা কোদালের জন্য গৃহী হইয়া প্রব্রজিত হইয়াছি। এইবার ইহাকে দূরে ফেলিয়া দিব।' তিনি তখন গঙ্গাতীরে যাইয়া ভাবিলেন—'পতিতস্থান দেখা যাইলে নামিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে। অতএব, পতিতস্থান যাহাতে দেখা না যায় সেইভাবে ইহাকে নিক্ষেপ করিব।' এই ভাবিয়া নালিমাত্র বীজ পুটুলি বাঁধিয়া পুটুলিটাকে কোদালের ফলায় বাঁধিয়া কোদালটির বাঁট ধরিয়া গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া মাথার উপরে তিনবার ঘুরাইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যাগমনকালে ইহাদের পতিতস্থান না দেখিয়া 'আমি জয়ী হইয়াছি, আমি জয়ী হইয়াছি' বলিয়া তিনবার উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিলেন।

সেই মুহূর্তে বারাণসীর রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশকে শান্ত করিয়া আসিয়া নদীতীরে তাবু খাটাইয়া স্নানের জন্য নদীতে নামিয়া (কুদ্দাল পণ্ডিতের) ঐ শব্দ শুনিতে পাইলেন। অন্য কেহ 'জয়ী হইয়াছি' বলিয়া শব্দ করিলে রাজাদের তাহা

http://kalpataruboi.org

শুনিতে ভাল লাগে না। তিনি তাই কুদ্দাল পণ্ডিতের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি এখন শত্রু নিধন করিয়া জয়ী হইয়া আসিয়াছি, আর তুমি 'আমি জয়ী হইয়াছি, আমি জয়ী হইয়াছি' বলিয়া চিৎকার করিতেছ। ব্যাপার কি বল তো।' কুদ্দাল পণ্ডিত বলিলেন—'আপনি বাহিরের চোরকে জয় করিয়াছেন, তাই আপনার জয় ঠিক জয় নহে। আর আমি আমার অভ্যন্তরের লোভচোরকে জয় করিয়াছি, সে আর আমাকে জয় করিতে পারিবে না। সেই জয়ই উত্তম নহে কি?' এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'সেই জয় উত্তম জয় নহে যাহাতে আবার
পরাজিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।
সেই জয়ই উত্তম জয়, যাহাতে আর পরাজিত
হইবার সম্ভাবনা থাকে না।'

এই গাথা ভাষণ করিয়া তিনি সেই মুহূর্তে গঙ্গার দিকে অবলোকন করিয়া আপ-কৃৎস্ন ধ্যান করিয়া বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া শূন্যে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা ঐ মহাপুরুষের ধর্মকথা শুনিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যসামন্ত সকলকে লইয়া প্রব্রজিত হইলেন। সেই ভিক্ষু পরিষদ এক যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। অন্য একজন সামন্তরাজও তাঁহার প্রব্রজিতভাবের কথা জানিয়া 'তাঁহার রাজ্য দখল করিব' চিন্তা করিয়া আসিয়া ঐ সমৃদ্ধ নগরকে শূন্য দেখিয়া ভাবিলেন—'এইরূপ নগর ছাড়িয়া রাজা প্রব্রজিত হইয়াছেন, নিশ্চয়ই কোন ক্ষতিকর কিছুর জন্য প্রব্রজিত হন নাই। অতএব আমিও প্রব্রজিত হইব' ইহা ভাবিয়া সেখানে যাইয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া সপরিবারে প্রব্রজিত হইলেন। এইভাবে সাতজন রাজা সপরিবার প্রব্রজিত হইলেন। সেই আশ্রম সাতযোজন বিস্তৃত হইল। সাতজন রাজা নিজেদের ভোগসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া এত লোককে লইয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। মহাপুরুষ ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়া ব্রহ্মলোকবাসি হইলেন।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা শেষ করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তখন আমিই ছিলাম কুদ্দাল পণ্ডিত। এই ঘটনা হইতে জানিবার চেষ্টা কর ক্লেশসমূহ কত ভয়ঙ্কর।'

চিত্তহত্থ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৬

৮. কুম্ভূপমং কাযমিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,
যোধেথ মারং পঞ্ঞাযুধেন জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিযা।...৪০

অনুবাদ : এই দেহ একটি মৃৎকুম্ভের মত (ক্ষণভঙ্গুর) এরূপ জেনে চিত্তকে নগরের মত সুরক্ষিত করে প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র দিয়ে মারের সঙ্গে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে জিতে অনাসক্ত থেকে জয়কে রক্ষা কর।

অন্বয় : ইমং কাযং (এই দেহকে) কুম্ভূপমং বিদিত্বা (কুম্ভের ন্যায় জেনে)

http://kalpataruboi.org

ইদং চিত্তং (এই চিত্তকে) নগরূপমং (নগরের ন্যায়) ঠপেত্বা (স্থির করে, সুরক্ষিত করে) পঞ্ঞাযুধেন (প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রের দ্বারা) মারং যোধেথ (মারের সঙ্গে যুদ্ধ করবে) জিতং চ [তং] (এবং তাকে জয় করে) রক্খে (রক্ষা করবে) অনিবেসনো [চ] সিযা (এবং গৃহহীন অর্থাৎ অনাসক্ত হবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মাটি দিয়েই রচনা করেছেন এই দেহকে কোন কুম্ভকার?[৪৪] আর, 'মাটির এ-কায়া মাটিতে মিশাবে'[৪৫] এই জ্ঞানের শক্তিকেই দুর্ভেদ্য করতে হবে চিত্তদুর্গ, তাকে হাতিয়ার করেই জয় করতে হবে বিপুল প্রলোভন এবং সেই জয়কে রক্ষা করতেও হবে সর্বপ্রযত্নে।

'কুণ্ডের ন্যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে আরব্ধ বিদর্শক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে নাকি পাঁচশত ভিক্ষু শাস্তার নিকট অর্হত্ত্ব লাভের জন্য কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া 'শ্রমণধর্ম পালন করিব' বলিয়া একশত যোজন দূরে যাইয়া একটি মহাগ্রামে (মতান্তরে, মহাবাসগ্রাম অর্থাৎ যেখানে বহুলোকের আবাস আছে) যাইয়া উপস্থিত হইলেন। লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইয়া উত্তম যাগুভাতাদি পরিবেশন করয়িা 'ভন্তে, আপনারা কোথায় যাইতেছেন' জিজ্ঞাসা করিলে 'কোন এক সুখকর স্থানে' ইহা উক্ত হইলে গ্রামবাসিরা প্রার্থনা করিলেন—

'ভন্তে, এই তিনমাস এখানেই অবস্থান করুন। আমরাও আপনাদের নিকট ত্রিশরণাদিসহ পঞ্চশীল রক্ষা করিব।' ভিক্ষুদের সম্মতি পাইয়া তাঁহারা বলিলেন—'নিকটেই বড় একটি অরণ্য আছে, সেখানেই ভন্তে, আপনারা বাস করুন।' এই বলিয়া তাঁহাদের সেখানে প্রেরণ করিলেন। ভিক্ষুগণ সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে বসবাসকারী দেবতারা চিন্তা করিলেন—

'শীলবান ভিক্ষুরা এই অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা এখানে থাকাকালীন আমাদের উচিত হইবে না পুত্র-কন্যাদের লইয়া বৃক্ষোপরি অবস্থান করা।' তারপর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ভাবিলেন—'ভিক্ষুগণ, একরাত্রি এখানে থাকিয়া নিশ্চয়ই কাল চলিয়া যাইবেন।' ভিক্ষুগণও পরের দিন গ্রামে পিণ্ডাচরণ করিয়া পুনরায় সেই অরণ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা ভাবিলেন—

'নিশ্চয়ই আগামীকল্যের জন্য ভিক্ষুদের কেহ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাই তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। অদ্য আর যাইবেন না। আগামীকল্য চলিয়া

---

[৪৪]। '... ...Surely not in vain
My Substance from the common Earth was ta'en,
That He who Subtly wrought me into Shape
Should stamp me back to common Earth again'.
(Fitzgerald : Omar Khaiyam. 61.)

[৪৫]। '... ...dust thou art and unto dust shalt thou retuen. (Bib. Gen. III. 19).

http://kalpataruboi.org

যাইবেন মনে হয়।' এইভাবে (প্রত্যহ চিন্তা করিয়া করিয়া) অর্ধমাস তাঁহারা (ভূমিতেই) অবস্থান করিলেন।

তখন (দেবতারা) তাঁহারা চিন্তা করিলেন—'মনে হয় ভদন্তগণ এই তিন মাস এখানেই বাস করিবেন। তাঁহারা তিনমাস এখানে থাকিলে আমাদের উচিত হইবে না বৃক্ষোপরি অবস্থান করা, আবার তিনমাস ভূমিতে থাকিলে স্ত্রীপুত্রদের লইয়া শয়ন উপবেশনও কষ্টকর। অতএব, কোন একটা উপায় করিয়া ইহাদের এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।' তখন তাঁহারা ভিক্ষুদের দিবাবিহার স্থানে, রাত্রিবিহার স্থানে এবং চংক্রমণ স্থানে ছিন্নমস্তক কবন্ধ দেখাইতে শুরু করিল এবং অমনুষ্য শব্দ শ্রবণ করাইতে শুরু করিল। ভিক্ষুদের হাঁচি-কাসি ইত্যাদি রোগ শুরু হইল। তাঁহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বন্ধু, তোমাদের কি কষ্ট হইতেছে?'

'আমার হাঁচি, আমার কাসি' ইত্যাদি একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন। তারপর প্রত্যেকে বলিলেন—

'আমি অদ্য চংক্রমণ স্থানে ছিন্নমস্তা দেখিয়াছি। আমি রাত্রিবেলায় কবন্ধ দেখিয়াছি। আমি দিনের বেলায় অমনুষ্য শব্দ শুনিয়াছি। আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। আমাদের এখানে কষ্ট হইতেছে। চলুন আমরা শাস্তার নিকট চলিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা (সেই অরণ্য হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শাস্তা তাঁহাদিগকে বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কি তোমরা সেখানে থাকিতে পারিলে না?'

'হ্যাঁ ভন্তে, সেইখানে থাকাকালীন আমাদের নিকট এই রকম এই রকম ভয়-ভৈরবের বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের এই রকম অসুবিধা হইতেছে। কাজেই 'এই স্থান পরিত্যাজ্য' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে সেইখানেই আবার যাইতে হইবে।'

'ভন্তে, আমরা পারিব না।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তখন অস্ত্র না লইয়া গিয়াছ, এখন অস্ত্র লইয়া যাও।'

'কি অস্ত্র, ভন্তে?'

শাস্তা 'আমি তোমাদের অস্ত্র দিব, তোমরা সেই অস্ত্র লইয়া যাইবে' বলিয়া—'নির্বাণপদ শান্ত বলিয়া জানিয়া তৎ লাভেচ্ছু ব্যক্তির যাহা কর্তব্য তাহা এই তিনি সক্ষম, অতি সরল, সুবাধ্য, কোমল স্বভাব ও অতিমানশূন্য হইবেন' ইত্যাদি সমগ্র 'করণীয় মৈত্রীসূত্র' আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, [এই মৈত্রীসূত্রই তোমাদের অস্ত্র] তোমরা ইহা অরণ্য বিহারের বাহির হইতে অভ্যন্তর পর্যন্ত আবৃত্তি করিবে।' এই বলিয়া তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অরণ্য বিহারের বাহির হইতে একত্রে 'মৈত্রীসূত্র' আবৃত্তি করিতে

http://kalpataruboi.org

করিতে অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত অরণ্যে দেবতারা মৈত্রীসহগত চিত্ত হইয়া ভিক্ষুদের প্রত্যুদগমন করত তাঁহাদের পাত্র-চীবর গ্রহণ করিবার জন্য, তাঁহাদের হস্তপদ ধৌত করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং সর্বতোভাবে তাঁহাদের আরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। পক্কধূপন তৈলের ন্যায় বিশুদ্ধতার আবরণে তাঁহাদের ঘিরিয়া অবস্থান করিলেন। কোথাও আর অমনুষ্য শব্দ শোনা যায়নি। সেই ভিক্ষুদের চিত্তও একাগ্র হইল। তাঁহারা রাত্রিস্থানে এবং দিবাস্থানে বসিয়া চিত্তকে বিদর্শনে নমিত করিয়া নিজেদের ক্ষয়-ব্যয় (অনিত্য) সংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া 'এই শরীর ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, কুম্ভকার ভাজনসদৃশ' বলিয়া বিদর্শন বৃদ্ধি করিলেন। সম্যকসম্বুদ্ধ গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট হইয়াই তাহাদের বিদর্শনে আরব্ধভাবের কথা জানিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তাই, এই শরীর ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, কুম্ভকার ভাজনসদৃশ।' বলিয়া শরীর জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া শতযোজন দূরে থাকিলেও যেন সম্মুখেই উপবিষ্ট আছেন এইভাবে (দেহ হইতে) ষড়বর্ণ রশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া নিজেকে দৃশ্যমান করিয়া এই গাথা বলিলেন—

'এই দেহকে কুম্ভের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া এবং চিত্তকে দূর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া, প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র দ্বারা মারের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে জয় করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০

তথায় 'কুম্ভের ন্যায়' অর্থাৎ অবল-দুর্বল অর্থে অসংবদ্ধ নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থে কেশাদিসমূহ যুক্ত কায়কে কুম্ভের ন্যায় কুম্ভকার ভাজন সদৃশ জানিয়া 'চিত্তকে দূর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া' অর্থাৎ নগর বাহিরে স্থির থাকে। ইহা গভীর পরিখা ও প্রাকার পরিবেষ্টিত দ্বার-অট্টালিকাযুক্ত। অভ্যন্তরে সুবিভক্ত বীথি-চতুষ্ক সিঙ্ঘাটকযুক্ত দোকান-পাটযুক্ত। 'ইহাকে লুঠ করিব' বলিয়া বহিরাগত চোর-ডাকাত (নগরাভ্যন্তরে) প্রবেশ করিতে সমর্থ না হইয়া পর্বতের ধাক্কায় প্রতিহত হইয়া যেন ফিরিয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ পণ্ডিত কুলপুত্র স্বীয় বিদর্শন চিত্তকে স্থির নগরসদৃশ দৃঢ় করিয়া নগরে স্থিত একদিকে ধারযুক্ত নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত চোরগণকে পরাভূত করার ন্যায় বিদর্শনময় এবং আর্যমার্গময় প্রজ্ঞায়ুধের দ্বারা সেই সেই মার্গবধ্য ক্লেশমারকে বিতাড়িত করিতে করিতে ক্লেশমারের সহিত যুদ্ধ করিবে। তাহাকে প্রহার করিবে (তাহাকে ধ্বংস করিবে)। 'তাহাকে জয় করিয়া রক্ষা করিবে' অর্থাৎ 'জিত' উৎপাদিত তরুণ বিদর্শনকে অনুকূল আবাস, অনুকূল ঋতু, অনুকূল ভোজন, অনুকূল পুদ্গল সংসর্গ, অনুকূল ধর্ম শ্রবণাদির দ্বারা রক্ষা করিয়া একের পর এক সমাপত্তি লাভ করত তাহা হইতে উত্থিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে সংস্কারসমূহকে সংমর্শন করিতে করিতে রক্ষা করিবে।

'আসক্তিশূন্য হইবে'। যেমন যোদ্ধা সংগ্রামশীর্ষে সেনা ছাউনি প্রস্তুত করেন এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হইলে, বর্ম শিথিল হইলে বা অস্ত্র পতিত হইলে সেনাছাউনিতে প্রবেশ করেন এবং বিশ্রাম করিয়া, পান ভোজন করিয়া বর্ম পরিধান করিয়া অস্ত্রধারণ করিয়া পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া

http://kalpataruboi.org

যুদ্ধ করিতে করিতে পরসৈন্যকে মর্দিত করেন, অজিতকে জয় করেন এবং জিতকে রক্ষা করেন। যদি তিনি সেনাছাউনিতে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে এবং পানভোজন করিতে করিতে সময় কাটান, তাহা হইলে রাজ্য পর হস্তগত হইয়া যাইবে। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষু প্রতিলব্ধ তরুণ বিদর্শনের দ্বারা পুনঃপুন সমাপত্তি লাভ করিয়া তথা হইতে উত্থিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে সংস্কারসমূহকে সংমর্শন করিয়া বিদর্শনকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। উত্তরিমার্গ প্রতিলাভের দ্বারা ক্লেশমারকে জয় করিতে পারে। যদি সে সমাপত্তির আস্বাদনেই কালাতিপাত করে, শুদ্ধচিত্তের দ্বারা পুনঃপুন সংস্কারসমূহকে সংমর্শন না করে তাহা হইলে সে মার্গফল প্রতিবেধ করিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্য বলা হইয়াছে রক্ষিতব্যকে রক্ষা করিবার জন্য আসক্ত হইবে অর্থাৎ সমাপত্তিকে উপভোগ করিতে করিতে সেখানেই অবস্থান করিবে না, সমাপত্তিকে উপভোগ্য স্থানরূপে গ্রহণ করিবে না। 'নিশ্চয়ই তোমরাও এইরূপ করিবে' এইভাবে শাস্তা সেই ভিক্ষুদের নিকট ধর্মদেশনা করিলেন।

দেশনাবসানে পঞ্চশত ভিক্ষু সেখানে উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া তথাগতের সুবর্ণবর্ণ শরীরের প্রশংসা ও স্তুতি করিতে করিতে তাঁহাকে (মনে মনে) বন্দনা করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

পূতিগাত্র তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—৭

৯. অচিরং বত'যং কাযো পঠবিং অধিসেসতি,
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরত্থং'ব কলিঙ্গরং।...৪১

অনুবাদ : হায়! অচিরেই এই দেহ প্রাণশূন্য হয়ে তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎকর একখানি কাষ্ঠখণ্ডের মত মাটিতে পড়ে থাকবে।

অন্বয় : বত (হায়) অযং কাযো (এই শরীরে) ছুদ্ধো (ক্ষুদ্র, তুচ্ছ) অপেতবিঞ্ঞাণো [সন্তো] (বিজ্ঞানহীন, চেতনাবিহীন হয়ে) নিরত্থং (নিরর্থ, অকিঞ্চিৎকর) কলিঙ্গরং ইব (কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়) অচিরং (অচিরে) পঠবিং (পৃথিবীতে) অধিসেস্তি (শুয়ে পড়বে, পড়ে থাকবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দেহ নিয়ে মানুষের কত গর্ব, এই দেহকে সে কি ভালই না বাসে! কিন্তু দেহ ক'দিনের? দুদিন পরেই যখন প্রাণহীন দেহ ধুলাই লুটাবে তখন কে যাবে তাকে আদর করতে? ঐ অপদার্থ বস্তু তখন কারো কোন প্রয়োজনেই লাগবে না। মাটির এই জিনিস আবার মাটিতেই ফিরে যাবে।

'অচিরেই এই শরীর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে পূতিগাত্র তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

একজন শ্রাবস্তীবাসি কুলপুত্র নাকি শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া বুদ্ধশাসনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। উপসম্পদা লাভ

http://kalpataruboi.org

করিয়া তাঁহার নাম হইল তিষ্য স্থবির। সময় অতিবাহিত হইতে থাকিলে হঠাৎ তাঁহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হইল। সর্ষপের ন্যায় তাঁহার শরীরে ফোঁড়া উঠিল। ক্রমে সেইগুলি বড় হইতে হইতে প্রথমে মূগডালের মত, পরে কলায়ের মত, পরে বদরীফলের মত, পরে আমলকির মত, পরে কচি বেলের মত এবং অবশেষে পক্কবেলের মত হইয়া ফাটিয়া গেল। তাঁহার শরীর বড় বড় ঘায়ে পরিপূর্ণ হইল। লোকে তখন তাঁহাকে 'পূতিগাত্র তিষ্য স্থবির' বলিয়া ডাকিত। ক্রমে তাঁহার শরীরের অস্থিসমূহ শিথিল হইতে লাগিল। কেহই তাঁহার সেবা করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁহার অন্তর্বাস এবং বহির্বাস (উত্তরাসঙ্গ) পূঁজ-রক্তে ম্রক্ষিত, দেখিলে মনে হইত যেন জালিপিঠা। সঙ্গী ভিক্ষুরা তাঁহার সেবা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অনাথ হইয়া গেলেন।

বুদ্ধগণ দিনে দুইবার পৃথিবী অবলোকন করিতেন। প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকন করিবার সময় তাঁহারা চক্রবালমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া গন্ধকুটি (বুদ্ধগণের বাসস্থান) পর্যন্ত অবলোকন করিয়া দেখেন বহির্বিশ্বে কোথায় কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিতেছে। সেই সময় ভগবানের জ্ঞানজালে ধরা পড়িল 'পূতিগাত্র তিষ্য স্থবির'। শাস্তা দেখিলেন যে ঐ ভিক্ষুর অর্হত্ত্ব লাভের উপনিশ্রয় আছে।' তিনি দেখিলেন—'ইহাকে সঙ্গী ভিক্ষুরা পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন আমি ব্যতীত ইহার অন্য কোন শরণ নাই।' ইহা দেখিয়া তিনি গন্ধকুটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া 'যেন বিহার চংক্রমণ করিতেছেন' এই ভাব দেখাইয়া অগ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন। তারপর জল গরম করার পাত্রে জল দিয়া চুল্লিতে চাপাইয়া জল গরম না হওয়া পর্যন্ত (অগ্নিশালাতেই) দাঁড়াইয়া থাকিলেন। জল গরম হইয়াছে জানিয়া সেই ভিক্ষু যেই মঞ্চে শুইয়াছিলেন সেই মঞ্চের এক দিক উঠাইলেন (ঐ ভিক্ষুকে অগ্নিশালায় লইয়া যাইবার জন্য)। ভিক্ষুরা (তাহা দেখিয়া) বলিলেন—'ভন্তে, আপনি সরিয়া যান। আমরাই লইয়া যাইতেছি' বলিয়া মঞ্চ উঠাইয়া অগ্নিশালায় লইয়া আসিলেন। তারপর তিনি একটি অম্বণ (অম্বণ, সাধারণ অর্থে কাঠের হাতলযুক্ত একপ্রকার দ্রোণবিশেষ) আনাইয়া গরম জল সিঞ্চন করিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন ঐ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ লইয়া গরমজলে মর্দিত করিয়া অল্প রৌদ্রে শুকাইতে দিতে। শাস্তা এবং ঐ ভিক্ষুর নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহার শরীর গরমজলে ভিজাইয়া (গাত্রমর্দন) করিয়া স্নান করাইলেন। স্নান করাইতে করাইতে উত্তরাসঙ্গখানি শুকাইয়া গেল। সেই উত্তরাসঙ্গ তাঁহাকে পরাইয়া অন্তর্বাস খুলিয়া ঐ জলে মর্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিলেন। তাঁহার শরীর হইতে জল শুকাইতে শুকাইতে অন্তর্বাস শুকাইয়া গেল। তিনি অন্তর্বাস ও বহির্বাস পরিধান করিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া মঞ্চে শুইয়া পড়িলেন। শাস্তা তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া—'হে ভিক্ষু, তোমার এই শরীর চেতনাহীন ও নিরুপকার হইয়া অকিঞ্চিৎকর অঙ্গারের ন্যায় (অবিলম্বে) ভূতলে শায়িত হইবে' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'হায়! এই শরীর ঘৃণিত ও চেতনাহীন হইয়া একখানি অকিঞ্চিৎকর অঙ্গারের ন্যায় (অবিলম্বে) ভূতলে শায়িত হইবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১

http://kalpataruboi.org

তথায় 'অচিরেই' ইত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে—'হে ভিক্ষু, অনতিকাল মধ্যে 'এই শরীর ভূতলে শায়িত হইবে।' স্বাভাবিক শয়ন হিসাবে এই শরীর মাটির উপরেই শায়িত হইবে। 'ঘৃণিত' চেতনাহীন হইয়া তুচ্ছ ঘৃণিত ত্যাজ্য হইতে শায়িত হইবে। 'অকিঞ্চিৎকর অঙ্গারের ন্যায়' নিরুপকার নিরর্থক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়।

কাষ্ঠ সম্ভারার্থী মনুষ্যেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সোজা কাঠকে সোজাভাবে বাঁকা কাঠকে বাঁকাভাবে ছেদন করিয়া কাষ্ঠসম্ভার লইয়া আসে। অবশিষ্ট পোকা-খাওয়া, পঁচা, অসার, গ্রন্থিযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড সেখানেই ফেলিয়া দেয়। অন্য কাষ্ঠাহরণকারীরা আসিয়া সেইগুলিকে গ্রহণ করে না, বাছিয়া বাছিয়া যেইগুলি দরকারী সেইগুলি গ্রহণ করে। অন্যগুলি মাটিতেই পড়িয়া থাকে। সেইগুলি কেহ কেহ লইয়া আসিয়া ছোটখাট কাজে লাগায় যেমন মঞ্চের খিল, পদধৌত করিবার কাষ্ঠখণ্ড, ফলকপীঠ ইত্যাদি। কিন্তু এই শরীরে যে বত্রিশ প্রকার (অশুচি দ্রব্যের) ভাগ আছে তাহার কোন ভাগই মঞ্চের খিল বা অন্যান্য উপকারক দ্রব্যের ন্যায় কোন কাজে লাগে না। এই শরীরের সমস্ত অংশই নিরর্থক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় চেতনাহীন হইয়া অচিরেই ভূমিতে শায়িত হইবে।

দেশনাবসানে পূতিগাত্র তিষ্য স্থবির প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। অন্য অনেকে স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছেন। স্থবিরও অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াই পরিনিবৃত হইলেন। শাস্তা তাঁহার শরীরকৃত্য করাইয়া অস্থিধাতুসমূহ লইয়া চৈত্য নির্মাণ করাইলেন। ভিক্ষুগণ শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, পূতিগাত্র তিষ্য স্থবির কোথায় গেলেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, পরিনিবৃত হইয়াছে।'

'ভন্তে, অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন এইরূপ ব্যক্তির শরীর কেন পূতিক (গলিত) হইয়াছিল? কেন তাঁহার অস্থিসমূহ শিথিল হইয়াছিল? কিভাবে তিনি অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয় লাভ করিলেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই তাহার কৃতকর্মের জন্যই হইয়াছে।'

'ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন?'

'তাহা হইলে হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর।' এই বলিয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি পক্ষী শিকারী হইয়া বহু পাখি মারিয়া বড়লোকদের দিত, অবশিষ্ট বিক্রয় করিত। বিক্রি না হইলে সেইগুলিকে মারিয়া-ধরিয়া পূতিক হইবে বলিয়া যাহাতে তাহারা উড়িতে না পারে তাহাদের জঙ্ঘাস্থি পালকাস্থিসমূহ ভাঙ্গিয়া দিয়া এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিত। পরের দিন আবার সেইগুলিকে বিক্রয় করিত। যেদিন অনেক বেশি পাখি ধরা পড়ে, সেইদিন নিজের জন্যও পাখি রান্না করে। একদিন যখন তাহার রসভোজন রন্ধন শেষ হইয়াছে জনৈক অর্হৎ ভিক্ষার জন্য তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। স্থবিরকে দেখিয়া তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল 'আমি বহু প্রাণী মারিয়া খাইয়াছি।

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

আর্য ভিক্ষু আমার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান। আমার ঘরে রসভোজন আছে। আমি তাঁহাকে ভিক্ষান্ন দিব।' এই ভাবিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া মুখরোচক ভোজনের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ নমিত করিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন, আমি যেন তাহা লাভ করিতে পারি।' স্থবির 'তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

'হে ভিক্ষুগণ, তখনকার কর্মফলের জন্যই তিষ্যের এমতাবস্থা হইয়াছে। পাখিদের অস্থি ভাঙ্গিয়া দিত বলিয়া পরিণামে এই জন্মে তাহার দেহ গলিত হইয়াছে, অস্থিসমূহ ভগ্ন হইয়াছে। অর্হৎ স্থবিরকে রসভোজন দান করিয়াছে বলিয়া পরিণামে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।'

পূতিগাত্র তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

নন্দগোপালকের উপাখ্যান—৮

১০. দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরী বা পন বেরিনং,
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।...৪২

অনুবাদ : বিদ্বেষী বিদ্বেষীর কিংবা শত্রু শত্রুর যত না ক্ষতি করে, বিপথগামী চিত্ত তার থেকে মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি করে।

অন্বয় : দিসো (দ্বেষী, হিংসাকারী) যং তং (যতখানি) দিসং (দ্বেষ) কযিরা (করে) বেরী বা (কিংবা বৈরী অর্থাৎ শত্রু) পন বেরিনং (অপর বৈরীকে) [ক্ষতি করতে পারে] মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং (মিথ্যায় আকৃষ্ট চিত্ত) নং (ইহার অর্থাৎ মানুষের) তত (তদপেক্ষা) পাপিযো করে (অধিকতর ক্ষতি করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দশ রকম অকুশল বা গর্হিত কর্মের পথ হল বিপথ, যথা—হত্যা, চৌর্য, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, অপবাদ, অবিনয়, দম্ভ, লোভ, বিদ্বেষ আর মিথ্যা বিশ্বাস। এরা সকলেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে ইহলোক পরলোকে মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় মানুষের নিজের হাতেই আছে। তাই তার সব থেকে বড় শত্রু অন্য কেউ নয়, সে নিজেই। আবার তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুও সে নিজেই। আর সে তার বন্ধু হবে না শত্রু হবে তা নির্ভর করছে তার মনের গতির উপর, সে কোন পথে যাবে তার উপর।

'একজন হিংসাকারী অপরের' এই ধর্মদেশনা শাস্তা কোশল জনপদে নন্দগোপালককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে নাকি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের নন্দ নামক গোপালক গরুর পাল রক্ষা করিতেন। তিনি ছিলেন আঢ্য, মহাধনী এবং মহাভোগসম্পন্ন। কেণিয় জটিল প্রব্রজিত বেশে যাহা করিতেন, তিনি গোপালক হইয়া রাজকর প্রদান করিয়া নিজের আত্মীয়-কুটুম্বদের রক্ষা করিতেন। তিনি মাঝে মধ্যেই পঞ্চগব্য লইয়া অনাথপিণ্ডিকের গৃহে যাইয়া শাস্তাকে দেখিতেন, ধর্মশ্রবণ করিতেন, নিজের গৃহে আসিবার জন্য শাস্তাকে যাচঞা করিতেন। শাস্তা তাঁহার (নন্দের) জ্ঞান

http://kalpataruboi.org

পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত না যাইয়া তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে বুঝিয়া একদিন মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে রাস্তার ধারে তাঁহার (নন্দের) বাসস্থানের নিকটে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। নন্দ শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ যাবত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট পঞ্চগব্য দান করিলেন। সপ্তম দিবসে শাস্তা অনুমোদন করিয়া দানকথা শীলকথা ইত্যাদি আনুপূর্বিকভাবে দেশনা করিলেন। দেশনাবসানে নন্দ গোপালক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তার ভিক্ষাপাত্র লইয়া শাস্তার পশ্চাদগমন করিতে করিতে অনেক দূরে যাইলে বুদ্ধ 'হে উপাসক, থাম' বলিলে থামিলেন এবং বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যাধ তাহাকে তীরবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। বুদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে আগমনরত ভিক্ষু এই ঘটনা দেখিয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, আপনি এখানে আসিলে নন্দ গোপালক মহাদান দিয়া আপনাকে আগাইয়া দিয়া ফিরিবার সময় হত হইয়াছেন। আপনি এখানে না আসিলে তাঁহাকে মরিতে হইত না।' শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমি আসিলেও কি, না আসিলেও কি! চতুর্দিকে এবং চতুরনুদিকে যেখানেই যাক না কেন মৃত্যু হইতে তাহার নিস্তার ছিল না। কারণ যাহা চোর (ডাকাত) বা শত্রু করিতে পারে না, সত্ত্বগণের বিপথগামী (দশ অকুশল কর্ম পথগামী) চিত্ত তাহা করিতে পারে' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'একজন হিংসাকারী অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যত ক্ষতি করিতে পারে, বিপথগামী (দশ অকুশল কর্মপথগামী) চিত্ত মানুষের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।'

তথায় 'হিংসাকারী অপরের' অর্থাৎ একজন দস্যু অপর দস্যুর। ['দেখিয়া' শব্দটা শেষে যোগ করিতে হইবে] 'যাহা তাহার করিতে পারে' যাহা তাহার ক্ষতি করিতে পারে। [দ্বিতীয় পদেও ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে] ইহা এইরূপ বলা হইয়া থাকে—'একে অন্যের, মিত্রদ্রোহী চোর (দস্যু) অন্যের স্ত্রীপুত্র, ক্ষেতের ফসল, গো-মহিষাদির যে ক্ষতি করে, তদ্রূপ নিজের অপরাধী চোরকে (চিত্তকে) দেখিয়া, 'শত্রু অপর শত্রুর' কোন কারণে বদ্ধবৈর বৈরিকে (শত্রুকে) দেখিয়া নিজের দারুণ নৃশংসতা হেতু তাহার ক্ষতিসাধন করে, তাহার স্ত্রীপুত্রের উপর অত্যাচার করে, তাহার ক্ষেতের ফসলাদি নষ্ট করে, তাহাকে হত্যা করে, তদ্রূপ দশপ্রকার অকুশল কর্মপথে মিথ্যাভাবে স্থাপনহেতু 'বিপথগামী চিত্ত ঐ ব্যক্তির ততোধিক ক্ষতি করে' আরও পাপতর করে। উক্ত প্রকারের দ্বারা হিংসাকারী অন্য হিংসাকারীর, শত্রু অপর শত্রুর এই জীবনেই দুঃখ উৎপাদন করে, জীবন নাশও করিতে পারে। অকুশল কর্মপথে মিথ্যা স্থাপিত (বিপথগামী) চিত্ত এই জন্মেই দুঃখ উৎপাদন করে এবং শতসহস্র জন্মেও চারি অপায়ে (যথা—নরক, তির্যক, প্রেত ও অসুর) নিক্ষেপ করিয়া আর মাথা তুলিতে দেয় না।

দেশনাবসানে অনেকে স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন। বহুজনের নিকট

http://kalpataruboi.org

এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল। জন্মান্তরে সেই উপাসক কি কর্ম করিয়াছিলেন ভিক্ষুরা সেই কথা জিজ্ঞাসা না করাতে শাস্তাও আর বলেন নাই।

নন্দগোপালকের উপাখ্যান সমাপ্ত

সোরেয়্য স্থবিরের উপাখ্যান—৯

১১. ন তং মাতাপিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।...৪৩

অনুবাদ : ঠিকপথে চালিত হলে চিত্ত মানুষের যে পরিমাণ উপকার করতে পারে, পিতামাতা বা জ্ঞাতিরাও ততখানি পারেন না।

অন্বয় : মাতা পিতা (মাতাপিতা) অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা (কিংবা অন্য জ্ঞাতিরাও) ন তং কযিরা (যা করতে পারে না) সম্মাপণিহিতং (সম্যকপ্রণিহিত, সুচালিত) চিত্তং (চিত্ত) ততো সেয্যসো (তার চেয়ে বেশি শ্রেয় বা কল্যাণ) নং (একে, মানুষকে) করে (করে থাকে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সহৃদয়তা, সুনীতি, ধ্যান, ভক্তি, সেবা, সদ্‌গুণের বিকাশ, সদ্‌গুণের প্রশংসা, শাস্ত্র অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান আর অভ্রান্তি—এই দশটি কুশল কর্মের পথ হল সৎপথ। চিত্ত যার এই পথের পথিক শ্রেয়োলাভ তার করায়ত্ত। মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন মানুষকে উন্নতির পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তারপর চিত্তই তার সারথি। সে যদি ঠিক পথে চলে আর চালায় তবে মানুষ ওঠে উন্নতির শিখরে, আর বিপথে গেলে ঘটে তার চরম অধঃপতন।

'মাতা-পিতাও সেইরূপ করিতে পারে না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে সোরেয়্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার উৎপত্তি সোরেয়্যনগরে এবং সমাপ্তি শ্রাবস্তীতে হইয়াছিল।

সম্যকসম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে সোরেয়্যনগরে সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীপুত্র একজন বন্ধুর সঙ্গে সুখযানে বসিয়া মহাপরিবারসহ স্নানের জন্য নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সময় মহাকচ্চায়ন স্থবির সোরেয়্যনগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া বহিনগরে সঙ্ঘাটি পরিধান করিতে লাগিলেন। স্থবিরের শরীর সুবর্ণবর্ণের। সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'অহো! হয় এই স্থবির আমার ভার্যা হউন, অথবা আমার ভার্যার শরীরবর্ণ এই স্থবিরের শরীরবর্ণের ন্যায় হউক।' তিনি এইরূপ চিন্তা করা মাত্রই তাঁহার পুরুষলিঙ্গ অন্তর্হিত হইল, স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি তখন লজ্জায় শকট হইতে নামিয়া পলায়ন করিলেন। পরিজনেরা কিছুই না জানিয়া ভাবিল—'ইহা কেমন হইল?' সেই নারী (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীপুত্র) তক্ষশিলাগামী মার্গ লাভ করিলেন। তাহার বন্ধুও এদিকে সেদিকে খুঁজিয়া তাহাকে পাইল না। সকলেই স্নান করিয়া গৃহে ফিরিল।

'শ্রেষ্ঠীপুত্র কোথায়?' জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা বলিল—'স্নান করিয়া নিশ্চয়ই সে গৃহে ফিরিয়াছে।' তখন তাহার মাতা-পিতা সর্বত্র তাহাকে খুঁজিয়া না

http://kalpataruboi.org

পাইয়া রোদন পরিদেবন করিয়া 'নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে' মনে করিয়া পুত্রের জন্য শ্রাদ্ধ করিলেন। সেই নারী (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীপুত্র) তক্ষশিলাগামী সার্থবাহ দেখিয়া শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

সার্থবাহের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'আমাদের গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। এ কাহার কন্যা তাহা তো জানি না।' সে বলিল 'তোমরা নিজেদের গাড়ি চালাও, আমি পদব্রজে যাইতেছি' যাইতে যাইতে নিজের একটি আংটির বিনিময়ে একটি গাড়িতে স্থান পাইল। লোকেরা চিন্তা করিল—'তক্ষশিলানগরে আমাদের শ্রেষ্ঠীপুত্রের কোন ভার্যা নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অনেক উপহার দিবেন।' তাহারা তখন তাঁহার (শ্রেষ্ঠীপুত্রের) নিকট যাইয়া বলিল—'প্রভু, আমরা আপনার জন্য একটি স্ত্রীরত্ন আনিয়াছি।' তিনি তাহা শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া নিজের বয়সের অনুরূপ তাহাকে অভিরূপা প্রাসাদিকা দেখিয়া স্নেহবশত বিবাহ করিয়া গৃহে রাখিলেন। পুরুষেরা নারী এবং নারীরা পুরুষ হইয়াছে এই ঘটনা নতুন নহে। পুরুষেরা পরদারবৃত্তিজনিত পাপ করিয়া মৃত্যুর পর বহু শতসহস্র বৎসর নরকে পক্ক হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া একশত জন্ম নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

আনন্দ স্থবিরও শত সহস্র কল্প পারমিতা পূর্ণ করিয়া আর্যশ্রাবক হইয়া সংসারে সংসরণ করিতে করিতে (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে) এ জন্মে কামারকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে পরদারবৃত্তি করিয়া নরকে পক্ক হইয়া অবশেষে চৌদ্দ জন্মে পুরুষের পাদপরিচারিকা নারী হইয়াছিলেন। আরও শতজন্মে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া উক্ত পাপবীজ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। নারীরা দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া নারী জন্মে বিতৃষ্ণ হইয়া 'এই পুণ্য আমাদের পুরুষত্ব লাভের হেতু হউক' বলিয়া অধিষ্ঠান করার ফলে মৃত্যুর পর পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সমস্ত ভার্যা পতিদেবতা হইয়া স্বামীর সেবা করে তাহারাও পুরুষত্ব লাভ করে।

এই শ্রেষ্ঠীপুত্র (অর্থাৎ সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীপুত্র) অজ্ঞানতাবশত স্থবিরের প্রতি লোভচিত্ত উৎপাদন করিয়া এই জন্মেই নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তক্ষশিলায় শ্রেষ্ঠীপুত্রের সহিত তাহার সহবাসের কারণে সে গর্ভবতী হইল। দশমাস পরে সে একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিল। সেই পুত্র হাঁটিতে শিখিতে না শিখিতে, আর একটি পুত্রের জন্ম দিল। এইভাবে তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র এবং সোয়েয়্যনগরে তাহার ঔরসে দুই পুত্র—এইভাবে তাহার চারিপুত্র হইয়াছিল। সেই সময় সোরেয়্যনগর হইতে তাহার বন্ধু শ্রেষ্ঠীপুত্র পাঁচশত শকটযান লইয়া তক্ষশিলায় আসিয়া উত্তমযানে উপবিষ্ট হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই নারী প্রাসাদতলে জানালা খুলিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং দাসী পাঠাইয়া তাহাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে ডাকিয়া পাঠাইল। তারপর প্রাসাদের হলঘরে তাহাকে বসাইয়া অনেক সৎকার সম্মান করিল। তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভদ্রে, ইতিপূর্বে আমি তোমাকে দেখি নাই। অথচ তুমি আমার

http://kalpataruboi.org

অনেক সেবাযত্ন করিলে। তুমি কি আমাকে চেন?' 'হ্যাঁ, প্রভু, জানি। আপনারা সোরেয়্যনগরবাসি তো?'

'হ্যাঁ ভদ্রে।'

সে তখন তাহার মাতাপিতা, ভার্যা এবং পুত্রদ্বয়ের কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করিল।

'হ্যাঁ ভদ্রে, তাহারা ভাল আছে' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কি তাহাদের চিন?'

'হ্যাঁ, প্রভু, চিনি। তাহাদের একটি ছেলে ছিল। সে এখন কোথায়, প্রভু?'

'ভদ্রে, আর বলিও না। আমি তাহার সহিত একদিন সুখযানে বসিয়া স্নানের জন্য বহির্গত হইয়াছিলাম। হঠাৎ সে নিরুদ্দিষ্ট হইল। এদিক সেদিক কোথাও না পাইয়া তাহার মাতা-পিতাকে জানাইলাম। তাহারাও রোদন করিয়া ক্রন্দন করিয়া তাহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়াছে।'

'প্রভু, আমিই সেই ব্যক্তি।'

'ভদ্রে, কি যা তা বলিতেছ। আমার বন্ধু দেবকুমারের মত একজন সুপুরুষ।'

'হবে তাই, কিন্তু, আমিই সেই ব্যক্তি।'

'কি তাহার প্রমাণ?'

'সেদিন আর্য মহাকচ্চায়ন স্থবিরকে দেখিয়াছিলেন কি?'

'হ্যাঁ দেখিয়াছি।'

'আমি তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম—এই স্থবির যদি আমার ভার্যা হইতেন অথবা আমার ভার্যার গাত্রবর্ণ যদি তাঁহার গাত্রবর্ণের ন্যায় হইত! এইরূপ চিন্তা করা মাত্রই আমার পুরুষলিঙ্গ অন্তর্হিত হইল, স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। তারপর আমি লজ্জিত হইয়া কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়াছি।'

'অহো! তুমি খুব অন্যায় কাজ করিয়াছ! আমাকে তুমি বলিলে না কেন? তুমি কি স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ?'

'না প্রভু, ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই। আপনি কি জানেন তিনি এখন কোথায় আছেন?'

'শুনিয়াছি এই নগরেই তিনি আছেন।'

'প্রভু, যদি ভিক্ষার জন্য তিনি আসেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ভিক্ষাহার দিতে চাই।'

'তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি ব্যবস্থা কর। আমি স্থবিরকে বলিব তোমাকে ক্ষমা করিতে।' এই বলিয়া তিনি স্থবিরের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আগামীকল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।'

'হে শ্রেষ্ঠীপুত্র, তুমি তো এখানে আগন্তুক, নহে কি?'

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, আমাকে আগন্তুক বলিবেন না। আগামীকল্য আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন।'

স্থবির স্বীকার করিলেন। ঐ গৃহে স্থবিরের জন্য মহাসৎকারের ব্যবস্থা হইল। স্থবির পরের দিন সেই গৃহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁহাকে বসাইয়া উৎকৃষ্ট আহার পরিবেশন করিয়া সেই স্ত্রীলোককে স্থবিরের পাদমূলে বসাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার সহায়িকাকে ক্ষমা করুন।'

'কেন, কি হইয়াছে?' [স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন]। 'ভন্তে, পূর্বে এই ব্যক্তি আমার প্রিয় সহায়ক ছিল। একদিন আপনাকে দেখিয়া সে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরুষলিঙ্গ অন্তর্হিত হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। ভন্তে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।'

'তাহা হইলে উঠ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।' স্থবির 'ক্ষমা করিলাম' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রীলিঙ্গ অন্তর্হিত হইল। পুরুষলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল।

তাহার পুরুষলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হওয়া মাত্রই তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিলেন—'সৌম্য সহায়ক, এই দুইপুত্র আমার ঔরসে তোমার গর্ভে জন্ম লইয়াছে। অতএব ইহারা আমরা উভয়ের সন্তান। চল আমরা একসঙ্গেই থাকি। উৎকণ্ঠিত হইও না।'

'সৌম্য, আমি একই জন্মে প্রথমে পুরুষ হইয়া পরে নারী হইয়াছি, পুনরায় পুরুষ হইয়াছি। একই জন্মে অদ্ভুত পরিবর্তন। প্রথমে আমার ঔরসে দুই পুত্রের জন্ম হইয়াছে। আবার আমার গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হইয়াছে। কী বিচিত্র! কাজেই আবার আমি গৃহে বাস করিব এই কথা মনেও আনিবেন না। আমি আর্য মহাকচ্চায়নের নিকট প্রব্রজিত হইব। এই দুই ছেলের দায়িত্ব আপনার। ইহাদের নিকট দিবেন না' এই বলিয়া দুইপুত্রের মস্তক চুম্বন করিয়া আদর করিলেন। বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পিতার নিকট তাহাদের প্রদান করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। স্থবিরও তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শ্রাবস্তীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'সোরেয়্য স্থবির'। (শ্রাবস্তীর) জনপদবাসিরা তাঁহার সব বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বিস্মিত এবং কৌতুহলী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভন্তে, একথা কি সত্য?'

'হ্যাঁ, বন্ধুগণ।'

'ভন্তে, ঘটনা দাঁড়াইতেছে আপনি দুইপুত্রের মাতা আবার দুইপুত্রের পিতা। তাদের মধ্যে কাহার প্রতি আপনার স্নেহ বেশি?'

'বন্ধুগণ, যাহাদের গর্ভে ধারণ করিয়াছি, তাহাদের প্রতিই স্নেহ বেশি।'

পরপর যাহারা আসিল তাহারা তাঁহাকে একই প্রশ্ন করিল এবং তিনি তাঁহাদের একই উত্তর দিয়াছেন—'গর্ভে যাহাদের ধারণ করিয়াছি তাহাদের প্রতিই স্নেহ বেশি।' একই কথা বারবার বলিতে বলিতে উত্যক্ত হইয়া তিনি নিজেকে জনতা হইতে অপসৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্জনবাসি হইলেন। এইভাবে

http://kalpataruboi.org

নির্জনে নিজের জীবনের ক্ষয়-ব্যয় পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে একদিন প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ইহার পরও লোকজনেরা তাঁহার কাছে আসিয়া একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—

'ভন্তে, যাহা শুনিয়াছি তাহা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ বন্ধুগণ।'

'কাহাদের প্রতি আপনার স্নেহ বেশি?'

'আমার কোথাও কাহারও প্রতি স্নেহ নাই।' ভিক্ষুগণ তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন—

'এই ভিক্ষু মিথ্যা বলিতেছেন। ইতিপূর্বে 'সকল সময়ে বলিয়াছেন তাঁহার গর্ভজাত পুত্রদের প্রতিই তাঁহার স্নেহ বেশি। এখন বলিতেছেন যে তাঁহার কাহারও প্রতি কোন স্নেহ নাই। তিনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন।' শাস্তা তখন বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র মিথ্যা কথা বলিতেছে না। আমার পুত্রের সম্যক পরিচালিত চিত্তের দ্বারা মার্গ দর্শন করার সময় হইতে আর কোথাও কোন স্নেহ উৎপন্ন হয় নাই। যে সম্পত্তি মাতা-পিতা দিতে পারেন না, তাহা এই সত্ত্বগণের অভ্যন্তরে প্রবর্তিত সম্যক পরিচালিত চিত্ত দিতে পারে।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'সম্যক পরিচালিত (দশ কুশল কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ) চিত্ত মনুষ্যের যেরূপ উপকার করে, মাতা-পিতা কিংবা অন্য কোন আত্মীয়ই সেরূপ করিতে পারেন না।—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৩

তথায় 'সেরূপ পারেন না', সেই হেতু বা কারণ মাতা-পিতাও করিতে পারেন না, অন্যান্য জ্ঞাতিগণও (করিতে পারেন না)। 'সম্যক পরিচালিত', দশ কুশল কর্মপথে সম্যকভাবে স্থাপিত চিত্ত 'তাহার আরও বেশি উপকার করে' সেই কারণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠতর উত্তরিতর উপকার তাহার করে। মাতা-পিতা পুত্র-কন্যাদের এক জন্মে কাজ না করিয়া সুখে জীবনযাপনের মত ধন দিতে পারেন। বিশাখার মাতা-পিতাও মহাধনী ও মহাভোগশালী ছিলেন। তাঁহারা বিশাখাকে একজন্মে সুখে জীবনযাপনের মত ধন দিয়াছিলেন। পুত্রদের চারি মহাদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীতে চক্রবর্তী রাজ্যশ্রী দিতে মাতা-পিতা অক্ষম, দিব্যসম্পত্তি বা প্রথম ধ্যানাদিসম্পত্তি বা লোকোত্তর সম্পত্তি দানের কথাই বা কি! কিন্তু সম্যক পরিচালিত চিত্ত মনুষ্যকে এই সকল সম্পত্তি প্রদানে সক্ষম। তাই বলা হইয়াছে—'তাহার অনেক বেশি উপকার করে।'

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ইত্যাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ধর্মদেশনা মহাজনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

সোরেয্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

চিত্ত-বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

৪. পুষ্পবর্গ

পৃথিবী কথাপ্রসূত পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—১

১. কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং,
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি।

২. সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইদং সদেবকং,
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি।...৪৪-৪৫

অনুবাদ : যমলোক ও দেবলোকসহ এই পৃথিবীকে জয় করবে কে? নিপুণ মালাকার যেমন পুষ্প চয়ন করে সেরূপ কে সুদেশিত[৪৬] ধর্মপদ প্রচয়ন করবে? শিক্ষার্থী[৪৭] যমলোক দেবলোকসহ পৃথিবীকে জয় করবেন; নিপুণ মালাকারের মতো তিনি সুদেশিত ধর্মপদ চয়ন করবেন।

অন্বয় : কো ইমং পঠবিং (কে এই পৃথিবীকে) বিজেস্সতি (জয় করবে) ইমং সদেবকং যমলোকং চ (এবং দেবলোকসহ যমলোককে) [জয় করবে]? কুসলো (কুশল মালাকার) পুপ্ফম ইব (পুষ্পচয়নের ন্যায়) কো (কে) সুদেসিতং (সুদর্শিতা) ধম্মপদং (ধর্মপদ) পচেস্সতি (সঞ্চয় করবে) সেখো (শিষ্য) পঠবিং (পৃথিবী) সদেবকং ইমং যমলোকং চ (এবং দেবলোকসহ যমলোক) বিজেস্সতি (জয় করবেন) কুসলো পুপ্ফম ইব (নিপুণ মালাকারের পুষ্পচয়নের ন্যায়) সেখো সুদেসিতং (শিষ্য সুপ্রদর্শিত) ধম্মপদং পচেস্সতি (ধর্মপদ প্রচয়ন করবেন অর্থাৎ ধর্মের পথ অনুসরণ করবেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কোন কিছুকে জয় করা অর্থ তাকে আপন জ্ঞানে পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা। আর, প্রত্যেক মানুষই তো Microcosm ক্ষুদ্রাকার এক একটি পৃথিবী। সেই হিসাবে পৃথিবীর তত্ত্ব জানা বা তাকে জয় করা মানে মানুষের নিজের চিত্তকেই জয় করা। যমের রাজ্য নরক, জীবলোক, প্রেতলোক আর অসুরলোক মনেরই চারটি দুঃখময় অবস্থা। নরলোক আর ছয়টি ঊর্ধ্বলোক—এই সাতটি হল দেবলোক বা সুগতি। দক্ষ মালাকার যেমন তার অভিজ্ঞতার, নিপুণতার সাহায্যে অনায়াসে নিখুঁত ফুলটি বেছে নেয় তেমনি শিক্ষার্থীও আপন প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রকৃত ধর্মপদ খুঁজে নেবেন—ধর্মের পথের সন্ধান বার করবেন। এইভাবেই তিনি যমলোককে অনায়াসে অতিক্রম করে লাভ করবেন সুগতি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উপরের গাথা দুটি 'ধর্মপদ' কথার প্রকৃত অর্থ বহন করে। উত্তমরূপে চয়ন করা ফুল দিয়ে যেমন দক্ষ মালাকার সুন্দর মালা গেথে

---

[৪৬]। যা উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

[৪৭]। অধিশীল, অধিচিত্ত আর অধিপ্রজ্ঞা—এই তিন রকম শিক্ষালাভে যিনি যত্নশীল।

http://kalpataruboi.org

সার্থকতার আনন্দে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তেমনি যিনি প্রকৃত শিক্ষার্থী তিনি সুপ্রদর্শিত (যা তাঁর জীবনপথের পথপ্রদর্শক) ধর্মপথ বেছে নিয়ে জীবন সংগ্রামে সাফল্যের গৌরব অর্জন করবেন।

'কে এই পৃথিবী জয় করিবে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে পৃথিবী (আলোচ্যস্থলে ভূস্তর) কথাপ্রসূত পাঁচশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা (সেই ভিক্ষুগণ) নাকি ভগবানের সঙ্গে জনপদচারিকায় বিচরণ করিয়া জেতবনে আসিয়া সায়াহ্নকালে সভাগৃহে একত্রিত হইয়া যে সকল স্থানে গিয়াছেন সকল স্থানের ভূস্তর লইয়া আলোচনা শুরু করিলেন—'ঐ গ্রাম হইতে ঐ গ্রামে যাইবার পথে রাস্তা কোথাও সমান, কোথাও অসমান, কোথাও বেশি কাদা, কোথাও বেশি কাঁকর, কোথাও কালমাটি, কোথাও বা তামাটে মাটি' ইত্যাদি। শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনায় বসিয়াছ' জিজ্ঞাসা করিলে 'ভন্তে, আমাদের বিচরণ স্থানের ভূস্তর লইয়া আলোচনা করিতেছি।' ইহা শুনিয়া শাস্তা 'হে ভিক্ষুগণ, বাহিরের ভূস্তর লইয়া আলোচনায় লাভ কি? অভ্যন্তরের ভূস্তরে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'কে এই পৃথিবীকে বিশেষভাবে জানিবে এবং যমলোক ও দেবলোক বিশেষভাবে জানিবে? নিপুণ মালাকারের পুষ্প নির্বাচনের ন্যায় কে সুদেশিত ধর্মের পথ (ধর্মপদ) অবগত হইবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৪

'শৈক্ষ্য (অর্থাৎ সপ্ত আর্যশ্রাবক) এই যমলোক ও দেবলোকসহ পৃথিবীকে বিশেষভাবে জানিবেন। নিপুণ মালাকারের পুষ্প নির্বাচনের ন্যায় শৈক্ষ্য সুদেশিত ধর্মের পথ (ধর্মপদ, ধর্মের বাক্য) অবগত হইবেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৫

তথায় 'কে এই' অর্থাৎ কে এই জীবন নামক পৃথিবীকে। 'বিশেষভাবে জানিবে' নিজের জ্ঞানের দ্বারা জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, প্রতিবিদ্ধ করিবে, উপলব্ধি করিবে—এই অর্থ। 'যমলোককে' চতুর্বিধ অপায় লোককে। 'দেবলোকসহ ইহাকে' দেবলোকসহ এই মনুষ্যলোককে কে জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, প্রতিবিদ্ধ করিবে, উপলব্ধি করিবে? ইহাই জিজ্ঞাসা। 'কে সুদেশিত ধর্মপদকে' যথাস্বভাববশে বলা হইয়াছে বলিয়া 'সুদেশিত'। সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মমূলক ধর্মপদকে কুশলী মালাকার যেমন (পুষ্পরাশি হইয়া) পুষ্প চয়ন করে তদ্রূপ চয়ন করিবে, জানিবে, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবে এবং জয় করিবে। কে করিবে? 'শৈক্ষ্য ব্যক্তি' অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা—এই তিন প্রকার শিক্ষার দ্বারা স্রোতাপত্তি মার্গস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্হত্ত্ব মার্গস্থ পর্যন্ত এই সপ্তবিধ ব্যক্তিকেই শৈক্ষ্য বলা হয়। ঈদৃশ শৈক্ষ্য ব্যক্তি অর্হত্ত্ব মার্গের দ্বারা ছন্দরাগ দূরীভূত করিয়া এই ব্যক্তিরূপ পৃথিবীকে জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, উপলব্ধি করিবে। (শুধু তাহাই নহে) যমলোক, দেবলোকসহ মনুষ্যলোককে সে জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, এবং উপলব্ধি

http://kalpataruboi.org

করিবে। 'শৈক্ষ্য' (দ্বিতীয় শ্লোকে) অর্থাৎ সেই সপ্তবিধ শৈক্ষ্য। যেমন কুশলী মালাকার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তরুণ মুকুলযুক্ত বা কীটদষ্ট বা বিবর্ণ বা কন্টকযুক্ত পুষ্প বর্জন করিয়া শোভন সুন্দর সুন্দর পুষ্প দ্বারা চয়ন করে, পরীক্ষা করে, উপলব্ধি করে ইত্যাদি দ্বারা শাস্তা স্বয়ং প্রশ্নের (অর্থাৎ ৪৪নং শ্লোকস্থ প্রশ্নের) উত্তর দিয়াছেন।

দেশনাবসানে পঞ্চ ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। পরিষদে উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

পৃথিবী কথাপ্রসূত পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

মরীচিকা কর্মস্থানিক স্থবিরের উপাখ্যান—২

৩. ফেণূপমং কাযমিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুদ্ধানো,
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে।...৪৬

অনুবাদ : এই দেহকে যিনি ফেনার মত (ক্ষণস্থায়ী) আর মরীচিকার মত (মিথ্যা) বলে উপলব্ধি করেন তিনি মারের (কামদেবের) পুষ্পবাণ ছিন্ন করে মৃত্যুর অধিকারের বাইরে চলে যান।

অন্বয় : ইমং কাযং (এই দেহকে) ফেণূপমং (ফেনের ন্যায়) বিদিত্বা (জেনে) মরীচিধম্মং অভিসম্বুদ্ধানো (মরীচিকার সমধর্ম বলে সম্যক উপলব্ধিকারী) মারস্স (মারের) পপুপ্ফকানি (পুষ্পবাণ) ছেত্বান (ছিন্ন করে) মচ্চুরাজস্স (মৃত্যুরাজ্যের) অদস্সনং গচ্ছে (অদর্শন অর্থাৎ দৃষ্টি বহির্ভূত হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পঞ্চভূতে রচা দেহ হল ভোগায়তন। এই দেহে 'পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা।' এই যে 'পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায় এ দেহের পঞ্চভূতে' এদের দৌরাত্ম্যে তৃপ্তিহীন ভোগতৃষ্ণার জ্বালায় মানুষের দুঃখের অবধি নেই। কিন্তু যখনি মানুষের জ্ঞান যে এই দেহের কোন স্থায়িত্ব নেই, নিতান্তই অনিত্য, তা এই আছে, এই নেই, তখনি ভূতেরা জব্দ। এই জ্ঞানের আলোই মানুষকে নিয়ে যায় কামনা-বাসনার অন্ধকারের পারে—এর দ্বারাই সে লাভ করে নির্বাণরূপ পরম শান্তি। মৃত্যুকে অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয় অমৃতলোক।

'ফেণার ন্যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে জনৈক মরীচিকা কর্মস্থানিক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু নাকি শাস্তার নিকট হইতে 'কর্মস্থান' লইয়া 'শ্রমণধর্ম করিব' বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে না পারিয়া 'শাস্তার নিকট যাইয়া আমার উপযুক্ত কর্মস্থান যাচঞা করিব' বলিয়া আসিবার সময় মাঝপথে মরীচিকা দেখিয়া 'যেমন গ্রীষ্মকালে উত্থিত মরীচিকাকে দূরে স্থিত কোন রূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, নিকটে আসিলে আর থাকে না, এই জীবনও তদ্রূপ উৎপাদ-ক্ষয়ধর্মী।' এইভাবে মরীচিকা কর্মস্থান চিন্তা করিতে করিতে আসিয়া পথক্লান্ত হইয়া অচিরবতী নদীতে স্নান করিয়া কোন এক জলপ্রপাতের নিকট বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া জলবেগের অভিঘাতের দ্বারা উত্থিত বড়

http://kalpataruboi.org

বড় বুদ্‌বুদ্‌ (ফেণপিণ্ড) মুহূর্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এই বলিয়া আলম্বন গ্রহণ করিলেন যে 'এই জীবনও তদ্রূপ উৎপত্তি-বিলয়ধর্মী'! শাস্তা গন্ধকুটিতে অবস্থান করিয়াই স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু ঠিক এইরূপই। এই শরীরও ঠিক এই ফেণপিণ্ডের ন্যায়, মরীচিকার ন্যায় উৎপত্তি-বিলয়ধর্মী' এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি এই শরীরকে ফেণপিণ্ডের ন্যায় (ক্ষণবিধ্বংসী) এবং মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনি মারের পুষ্পশর ছিন্ন করিয়া (ত্রিভূমিক আর্য মার্গের দ্বারা ছিন্ন করিয়া) মৃত্যুরাজের দর্শন বহির্ভূত হন (অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করেন)।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৬

তথায় 'ফেণার ন্যায়' ইত্যাদি। এই কেশাদিসমূহযুক্ত কায়কে অবল-দুর্বল অর্থে অসংলগ্ন নিয়ত অবকালিত অর্থে ফেণপিণ্ড সদৃশ জানিয়া। 'মরীচিকা ধর্মযুক্ত' যেমন মরীচিকা দূরে স্থিত থাকিলে কোন রূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, নিকটে আসিলে রিক্ত তুচ্ছ এবং মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। তদ্রূপ এই কায়ও ক্ষণিক উৎপত্তি-বিলয়ধর্মী বলিয়া মরীচিকা ধর্মযুক্ত। 'বুঝিতে পারিয়া' জানিয়া। 'মারের পুষ্পশর' মারের পুষ্পশর নামক ত্রিভূমিক বর্ত্মকে আর্যমার্গের দ্বারা ছিন্ন করিয়া ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) ভিক্ষু মৃত্যুরাজের অগোচরে অমৃতরূপ মহানির্বাণ লাভ করেন।

গাথাবসানে স্থবির প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া শাস্তার সুবর্ণবর্ণ শরীরের স্তুতি করিতে করিতে এবং শাস্তাকে বন্দনা করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মরীচিকা কর্মস্থানিক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বিড়ুঢ়ভের উপাখ্যান—৩

৪. পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।...৪৭

অনুবাদ : বন্যা যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি পুষ্পচয়নে ব্যস্ত, আসক্তচিত্ত মানুষকে (অকস্মাৎ) ছিনিয়ে নেয় মৃত্যু।

অন্বয় : মহোঘো (বন্যা) গামং ইব (যেমন গ্রামকে) [ভাসিয়ে নিয়ে যায়] পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং (পুষ্পচয়নকারীর ন্যায়) ব্যাসত্তমনসং নরং (ব্যাসক্তমনা মানুষকে) মচ্চু (মৃত্যু) আদায গচ্ছতি (অধিকার করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ইন্দ্রিয়সুখের উপকরণকে তুলনা করা হয়েছে ফুলের সঙ্গে। ভোগ-লালসায় আসক্ত মানুষ ঐ ফুলের সন্ধানেই ঘুরছে অবিরত। ভোগের মত্ততা এক অলস সুপ্তির মত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঐ অবস্থায় মানুষ অন্য সমস্তই বিস্মৃত হয়। এরই মধ্যে কখন অতর্কিতে আবির্ভূত হয় মৃত্যু, তুলে নেয় তার শিকার, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ক্ষণিক সুখের নীড়।

'পুষ্প চয়নকারীর মত' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে কিভাবে বিড়ুঢ়ভ সপার্ষদ মহাস্রোতের দ্বারা নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত

http://kalpataruboi.org

হইয়াছিলেন সেই বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তথায় ইহাই আনুপূর্বিক কথা। শ্রাবস্তীতে মহাকোশলরাজের পুত্র ছিল পসেনদি কুমার। বৈশালীতে লিচ্ছবিরাজার পুত্র ছিল লিচ্ছবি কুমার মহালি। কুশীনগরে মল্লরাজের পুত্র ছিল বন্ধুল। তাহারা তিনজনই বিখ্যাত আচার্যের নিকট বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণের জন্য তক্ষশিলায় যাইয়া নগরের বাহিরে শালায় সমুপস্থিত হইয়া পরস্পরের আগমনের কারণ, কুলবংশ, নামাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরস্পরের বন্ধু হইল এবং একত্রেই আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতে অচিরেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আচার্যের অনুমতি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে পসেনদি কুমার পিতাকে নিজ শিক্ষা নৈপুণ্য দেখাইল। পিতা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহালি কুমার লিচ্ছবিদের নিকট মহা উৎসাহেই নিজ শিল্প নৈপুণ্য দেখাইল। কিন্তু তাহার চক্ষু বিনষ্ট হইল। তখন লিচ্ছবি কুমারগণ চিন্তা করিল—

'অহো! আমাদের আচার্যের চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। তাঁহার সেবা করিব।' এই ভাবিয়া তাঁহাকে শতসহস্র মূল্যের একটি দ্বার দিল। তিনি ঐ দ্বারের নিকট থাকিয়া পাঁচশত লিচ্ছবি কুমারকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। [এদিকে বন্ধুল কুমারকে পরীক্ষা বা প্রতারিত করার অভিপ্রায়ে মল্লরাজ কুমারগণ একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন] তাঁহারা ষাট ষাটটি বংশদণ্ডের একটি একটি গুচ্ছ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে একটি লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এইভাবে ষাটটি গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া বন্ধুলকে বলিলেন—'এইগুলিকে একত্রে কর্তন করুন।' বন্ধুল অশীতি হস্ত পরিমিত শূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়া ষাটটি গুচ্ছকে একত্রে কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শেষেরটি ছিন্ন করিবার সময় 'কিরি' শব্দ হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যাপার কি?' জানিতে পারিলেন যে প্রত্যেকটি বংশগুচ্ছের অভ্যন্তরে লোহার শলাকা দেওয়া ছিল। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—'আমার এত জ্ঞাতি সুহৃত থাকিতেও কেহই আমাকে বলিল না যে বংশগুচ্ছাভ্যন্তরে শলাকা আছে। জানিলে এমন করিয়া ছেদন করিতাম যে কোন শব্দই হইত না। তিনি তখন মাতাপিতাকে বলিলেন—'ইহাদের সকলকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিব'। মাতা-পিতা এই বলিয়া নানাভাবে তাহাকে বারণ করিলেন—'বৎস, পিতাপুত্রের উত্তরাধিকারসূত্রে যে রাজত্ব পাওয়া যায় তাহাতে তুমি সকলকে হত্যা করিলেও রাজত্ব পাইবে না।' তখন তিনি বলিলেন—'তাহা হইলে আমি আমার বন্ধুর নিকট চলিয়া যাইব' বলিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন।

রাজা পসেনদি কোশল তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া প্রত্যুদগমন করিয়া মহাসৎকারের সহিত তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করাইয়া 'সেনাপতি স্থানে' অধিষ্ঠিত করিলেন। তিনি মাতা-পিতাকেও ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গেই রাখিলেন। একদিন রাজা উপরিপ্রাসাদে স্থিত হইয়া পথিমধ্যে দৃষ্টি নিপতিত করিয়া

http://kalpataruboi.org

'অনাথপিণ্ডিকের, ছোট অনাথপিণ্ডকের, বিশাখার এবং সুপ্রবাসার' ইত্যাদির গৃহে নিত্যই আহারের জন্য অনেক সহস্র ভিক্ষুদের যাইতে দেখিয়া—'আর্য ভিক্ষুগণ কোথায় যাইতেছেন?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'মহারাজ, অনাথপিণ্ডিকের গৃহে নিত্যভক্ত, শলাক ভক্ত এবং রোগীর পথ্য ইত্যাদির জন্য প্রত্যহ দুই হাজার ভিক্ষু গমন করেন। ছোট অনাথপিণ্ডিকের গৃহে পাঁচশত, তদ্রূপ বিশাখা এবং সুপ্রবাসার গৃহে।' ইহা উক্ত হইলে স্বয়ং ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করিবার অভিপ্রায়ে বিহারে যাইয়া ভিক্ষু সহস্রের সহিত শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া স্বহস্তে দান দিয়া সপ্তম দিবসে শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত প্রত্যহ আমার গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন।'

'মহারাজ, বুদ্ধগণ এক স্থানে নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, কারণ বহু লোকেরা বুদ্ধগণের আগমন প্রত্যাশা করেন।'

'ভন্তে, তাহা হইলে একজন ভিক্ষুকে প্রত্যহ প্রেরণ করুন।'

শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে ইহার দায়িত্ব দিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ উপস্থিত হইলে রাজা পাত্র লইয়া 'ইহাদের পরিবেশন করুন' বলিয়া কাহাকেও দায়িত্ব না দিয়া নিজেই সাতদিন ধরিয়া পরিবেশন করিলেন। অষ্টম দিবসে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া স্বয়ং পরিবেশন করিলেন না। আবার রাজকুলে বিনা অনুমতিতে আসন বিছাইয়া ভিক্ষুদের বসাইয়া পরিবেশন করা অসম্ভব। [অতএব কেহই সেদিন ভিক্ষুদের ভিক্ষা পরিবেশন করিলেন না] বহু ভিক্ষু এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে 'আমাদের পক্ষে এখানে আর থাকা সম্ভব নহে।' রাজা দ্বিতীয় দিবসেও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইলেন। সেইদিনও অনেক ভিক্ষু চলিয়া গেলেন। তৃতীয় দিবসেও রাজা বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইলেন। সেইদিন আনন্দ স্থবিরকে রাখিয়া অবশিষ্ট সকল ভিক্ষু চলিয়া গেলেন। পুণ্যবান (ব্যক্তিগণ) কারণবশিক হইয়া পরিবারসমূহের বিশ্বাস রক্ষা করিয়া থাকেন। তথাগতের সারিপুত্র স্থবির এবং মহামৌদগল্যায়ন স্থবির এই দুইজন অগ্রশ্রাবক। ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণা এই দুইজন অগ্রশ্রাবিকা। (গৃহীদের মধ্যে) চিত্ত গৃহপতি এবং হস্তক আলবক এই দুইজন অগ্র উপাসক, নন্দমাতা বেলুকণ্ঠকী এবং কুজ্জোত্তরা এই দুইজন অগ্র উপাসিকা—এই আটজনকে আরম্ভ করিয়া স্থানান্তরপ্রাপ্ত সকল শ্রাবক একবারেই দশ পারমিতা পূর্ণ করিয়া মহাপুণ্যবান এবং অভিনীহার বা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। আনন্দ স্থবিরও শতসহস্র কল্প পারমিতা পূর্ণ করিয়া অভিনীহারসম্পন্ন মহাপ্রজ্ঞাবান হওয়ায় স্বীয় কারণবশে রাজকুলের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য থাকিয়া গিয়াছিলেন। একাকী তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াই পরিবেশন করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুগণ চলিয়া গেলে রাজা আসিয়া খাদ্য-ভোজ্যসমূহ ঐভাবে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আর্য ভিক্ষুগণ কি আসেন নাই?'

'মহারাজ, শুধু আনন্দ স্থবিরই আসিয়াছেন।'

'তাঁহাদের জন্যই আমার এতটা আহার্য নষ্ট হইল।' ভাবিয়া ভিক্ষুদের উপর

http://kalpataruboi.org

ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আমি পাঁচশত ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু শুধু আনন্দ স্থবির একাই আসিয়াছেন। সমস্ত খাদ্য-ভোজ্য পড়িয়া আছে। পাঁচশত ভিক্ষু আমার গৃহে আসিলেন না। ইহার কারণ কি?' শাস্তা ভিক্ষুদের দোষ না দেখিয়া বলিলেন—

'মহারাজ, আপনার উপর আমার শিষ্যদের আস্থা নাই। সেই জন্যই হয়ত যায়নি।' এই কথা বলিয়া পরিবারে ভিক্ষুদের অনুপগমন এবং উপগমনের কারণ প্রকাশ করিয়া শাস্তা ভিক্ষুদের আহ্বান করিয়া এই সূত্র ভাষণ করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, নব অঙ্গ সমন্বাগত পরিবারে ভিক্ষুরা উপগমন করিতে বাধ্য নহে এবং উপগমন করিলেও উপবেশন করিতে বাধ্য নহে। নয় অঙ্গ কি কি? ভালভাবে স্বাগত জানায় না; ভালভাবে অভিবাদন করে না; ভালভাবে বসিবার আসন দেয় না; অনেক থাকিলেও গোপন করে; বেশি থাকিলেও অল্প দেয়; উৎকৃষ্ট থাকিলেও নিম্নমানের (খাদ্য-ভোজ্য) দান করে; অনাদরে দেয়, সাদরে দেয় না; ধর্মশ্রবণের জন্য উপবেশন করে না; ধর্ম ভাষিত হইলে শুনিতে ইচ্ছা করে না। এই নয় অঙ্গ সমন্বাগত কুলে ভিক্ষুরা উপগমন করে না। উপগমন করিলেও উপবেশন করে না।'

'হে ভিক্ষুগণ, নবাঙ্গ সমন্বাগত পরিবারে ভিক্ষুরা পূর্বে অনুপগমন করিলে এখন উপগমন করিতে পারে, উপগমন করিয়া উপবেশন করিতে পারে। সেই নয় অঙ্গ কি কি? ভালভাবে স্বাগত জানায়; ভালভাবে অভিবাদন করে; ভালভাবে আসন প্রদান করে; অনেক থাকিলে তাহা গোপন করে না; বেশি থাকিলে বেশিই দেয়; উৎকৃষ্ট থাকিলে উৎকৃষ্টই প্রদান করে; সাদরের সহিত দেয়, অনাদরে নয়; ধর্মশ্রবণের জন্য উপবেশন করে, ধর্ম ভাষিত হইলে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করে। এই নয় অঙ্গ সমন্বাগত কুলে ভিক্ষুরা পূর্বে অনুপগমন করিলেও এখন উপগমন করিতে পারে, পূর্বে উপবেশন না করিলে এখন উপবেশন করিতে পারে।'

'মহারাজ, মনে হয় আমার শিষ্যগণ আপনার নিকট শ্রদ্ধা লাভ না করিয়া চলিয়া যাইয়া থাকিবে। পৌরাণিক পণ্ডিতগণও অবিশ্বস্তস্থানে থাকিয়া সাদরে খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশিত হইলেও তাহা তাঁহাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়াছিল। অতএব, তাঁহারা বিশ্বস্তস্থানেই চলিয়া গিয়াছিলেন।'

'কখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, ভন্তে—'রাজা এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে কেশব নামক রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আরও পাঁচশত ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল কেশব তাপস। তাঁহাকে যে প্রসাধিত করিত সেই নাপিতও তাঁহার সহিত প্রব্রজিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তাহার নাম হইয়াছিল 'কল্লক'। কেশব তাপস সপার্ষদ আটমাস হিমালয়ে থাকিয়া বর্ষারম্ভকালে লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য বারাণসীতে আসিয়া

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং চারিমাস তাঁহার সহিত থাকিবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া রাজোদ্যানেই তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার সেবা করিতেন। অন্যান্য তাপসগণ কিছুদিন বাস করিয়া হস্তি শব্দাদির দ্বারা উৎপীড়িত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া আচার্যকে বলিলেন—

'আচার্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আমরা চলিয়া যাইব।'

'বৎসগণ, কোথায় যাইবে?'

'আচার্য, হিমালয়ে যাইব।'

রাজা আমাদের এখানে আগমনের দিন হইতে (বর্ষায়) চারিমাস এখানে থাকিবার জন্য আমার প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন। কিভাবে চলিয়া যাইব, বৎসগণ?'

'আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমরা অনতিদূরেই থাকিব এবং আপনার খোঁজখবর রাখিব।' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন। অন্তেবাসী কল্পকের সহিত আচার্য সেখানেই থাকিয়া গেলেন।

রাজা (আচার্যকে) সেবা করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আর্য তাপসগণ কোথায় গেলেন?'

'মহারাজ, তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া হিমালয়েই চলিয়া গিয়াছে।'

তাঁহার অন্তেবাসী কল্পকও অচিরেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইলেও 'আমি থাকিতে পারিব না' বলিয়া চলিয়া গেল। সে অন্যান্যদের নিকট না যাইয়া আচার্যের খবরাখবর লইবার জন্য কাছাকাছিই বাস করিতে থাকিল। এদিকে শিষ্যদের কথা চিন্তা করিতে করিতে আচার্যের কুক্ষিরোগ উৎপন্ন হইল। রাজা বৈদ্য আনিয়া চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু আচার্যের রোগের উপশম হইল না। কেশব তাপস রাজাকে বলিলেন—

'মহারাজ, আপনি কি আমার আরোগ্য কামনা করেন?'

'হ্যাঁ ভন্তে, সম্ভব হইলে এখনই আমি আপনাকে রোগমুক্ত করিতাম।'

'মহারাজ, যদি আপনি আমার সুস্থতা কামনা করেন তাহা হইলে আমাকে আমার শিষ্যদের নিকট পাঠাইয়া দিন।'

রাজা 'ভন্তে, তাহাই হউক' বলিয়া তাহাকে মঞ্চে শায়িত করিয়া নারদপ্রমুখ চারি অমাত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—

'আমার আচার্যকে (তাঁহার শিষ্যদের নিকট) লইয়া যাও। তিনি কেমন থাকেন আমাকে খবর পাঠাইবে।' এই বলিয়া তাহাদের পাঠাইয়া দিলেন। অন্তেবাসিক কল্পক আচার্যের আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন করিয়া 'অন্যান্যরা সব কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিলে 'অমুক স্থানে আছেন' জ্ঞাপন করা হইল। তাহারাও সকলে আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া সকলে একত্র হইল এবং আচার্যকে গরম জল দিয়া ফলাহার প্রদান করিল। সেই মুহূর্তেই আচার্যের রোগ দূরীভূত হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার গাত্রবর্ণ সুবর্ণবর্ণের ন্যায় হইল।

http://kalpataruboi.org

তখন নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সর্বকামদ মনুষ্যেন্দ্রকে (রাজাকে) ত্যাগ করিয়া ভগবান কেশী কল্পের আশ্রমে কেমন বোধ করিতেছেন?'

'হে নারদ, মনোরম, রমণীয়, সুস্বাদুফলযুক্ত বৃক্ষরাজি এবং কল্পের সুভাষিত বাক্যসমূহ আমাকে আনন্দ দিতেছে।'

'সুস্বাদু মাংসরসে পক্ক শালিতণ্ডুল ভোজন করিয়া এখন লবণ ছাড়া শ্যামাক ও নীবার আপনার ভাল লাগিতেছে কি?'

'স্বাদ হউক বা অস্বাদ হউক, অল্প হউক বা বহু হউক যেখানে বিশ্বাসের সহিত ভোজন করা হয়, সেখানে বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ রসের কাজ করে।'

শাস্তা এই ধর্মদেশনা শেষ করিয়া জাতকের সমাবধান করিলেন—'তখন রাজা ছিলেন বর্তমানের মৌদগল্যায়ন, নারদ সারিপুত্র, অন্তেবাসিক কল্প আনন্দ এবং কেশব তাপস ছিলাম আমি।' এই কথা বলিয়া 'ঠিক তদ্রূপ মহারাজ, প্রাচীনকালেও পণ্ডিতগণ মারণান্তিক দুঃখবেদনা লাভ করিয়া বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলেন। মনে হয়, মহারাজ, আমার শ্রাবকগণ আপনার নিকট বিশ্বাস লাভ করিতেছে না।'

রাজা চিন্তা করিলেন—'ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেই হইবে। কিন্তু কিভাবে করিব? (একটা উপায় হইতে পারে) সম্যকসম্বুদ্ধের কোন জ্ঞাতিকন্যাকে যদি আমার গৃহে আনয়ন করি তাহা হইলে তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণ মনে করিবে 'আমি সম্যকসম্বুদ্ধের জ্ঞাতি রাজা' এবং আমার প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া প্রত্যহ আমার বাড়িতে আসিবে।' ইহা চিন্তা করিয়া শাক্যদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন 'আমাকে আপনাদের এক কন্যা দান করুন।' দূতদের রাজা আদেশ দিলেন— 'কোন শাক্যের কন্যা তাঁহারা সম্প্রদান করিবেন তাহাও জানিয়া আসিবে!' দূতেরা যাইয়া শাক্যদের নিকট একটি কন্যা যাচঞা করিল। শাক্যরা সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন—'রাজা আমাদের শত্রুপক্ষের। যদি কন্যা দান না করি, রাজা আমাদের ধ্বংস করিবেন। অথচ তিনি আমাদের সমবংশীয় নহেন। কি করা উচিত আমাদের?' মহানাম (শাক্য) বলিলেন, 'আমার দাসীর গর্ভে জাতা কন্যা বাসভ ক্ষত্রিয়া রূপসৌভাগ্যসম্পন্না। তাহাকেই প্রদান করিব' বলিয়া দূতদের ডাকিয়া বলিলেন—'বেশ, আমরা রাজাকে কন্যা দান করিব।' 'তিনি কাহার কন্যা?' সম্যকসম্বুদ্ধের খুল্লতাতের পুত্র মহানাম শাক্যের কন্যা বাসভ ক্ষত্রিয়া।' দূতেরা যাইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা বলিলেন—'যদি তাহাই হয় উত্তম, শীঘ্রই তাহাকে লইয়া আইস। ক্ষত্রিয়রা প্রতারকও হয়, দাসী কন্যাকেও পাঠাইতে পারে। যে কন্যা পিতার সহিত বসিয়া একপাত্রে ভোজন করিবে, তোমরা তাহাকেই আনিবে।' এই বলিয়া দূতদের পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যাইয়া মহানামকে বলিল—'মহারাজ, যে কন্যা আপনার সঙ্গে বসিয়া একপাত্রে ভোজন করিবে রাজা তাহাকেই পাইতে ইচ্ছা

http://kalpataruboi.org

করেন।'

মহানাম 'বেশ, বাবা তাই হউক।' বলিয়া কন্যাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করাইয়া তাঁহার ভোজনের সময় তাহাকে ডাকিয়া এক সঙ্গে ভোজনের ভাণ করিয়া দূতগণের হস্তে কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা (দূতগণ) তাহাকে লইয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়া রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। রাজা তুষ্ট হইয়া পঞ্চশত স্ত্রীগণের মধ্যে বাসভ ক্ষত্রিয়াকে প্রধান করিয়া অগ্রমহিষীর স্থানে অভিষিক্ত করিলেন। অচিরেই তিনি সুবর্ণবর্ণযুক্ত এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন।

নাম গ্রহণ দিবসে রাজা পুত্রের (পাঠান্তরে নিজের) পিতামহীর (পাঠান্তরে পিতামহ) নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'শাক্য রাজকন্যা বাসভ ক্ষত্রিয়া পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়াছে। তাহার কি নাম রাখিব?"

যে অমাত্য খবর লইয়া গেল সে আবার কানে কম শোনে। সে যাইয়া রাজার পিতামহীকে জানাইলে তিনি সব শুনিয়া বলিলেন—'বাসভ ক্ষত্রিয়া পুত্রের জন্ম না দিয়াও সকলের মন জয় করিয়াছে। এখন তো সে রাজার আরও বল্লভা হইবে।' বধির অমাত্য 'বল্লভা' কথাটা ঠিক না শুনিয়া মনে করিল 'বিড়ূঢ়ভ' এবং রাজাকে বলিল 'মহারাজ, কুমারের নাম রাখুন বিড়ূঢ়ভ।' রাজা 'আমাদের বংশে প্রচলিত প্রাচীন কোন নাম হইবে' মনে করিয়া পুত্রের ঐ নামই রাখিলেন। অল্প বয়সেই 'শাস্তার প্রিয় করিব' ভাবিয়া রাজা পুত্রের তরুণ বয়সেই তাহাকে সেনাপতি স্থানে অধিষ্ঠিত করিলেন।

বিড়ূঢ়ভ রাজকুমারের মত বড় হইতে লাগিল। যখন তাহার বয়স সাত বছর সে দেখিল অন্যান্য রাজকুমারের মাতামহকুল হইতে হস্তিরূপক, অশ্বরূপকাদি নানাবিধ খেলনা লইয়া আসে, কিন্তু তাহার জন্য তো কেহ কিছু আনে না। সে তখন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, অন্যদের মাতামহকুল হইতে কত উপহার লইয়া আসে। কিন্তু আমার জন্য তো কেহ কিছু পাঠায় না। তোমার কি মা বাবা নাই?'

মা বলিলেন—'তোমার মাতামহগণ শাক্য রাজা। তাঁহারা অনেক দূরে থাকেন। তাই তাঁহারা কিছু পাঠাইতে পারেন না। যখন তাহার বয়স ষোল বছর হইল সে মাকে বলিল—'মা আমি মাতামহকুল দেখিতে ইচ্ছুক।'

'বাবা, সেখানে যাইয়া তুমি কি করিবে?' এইভাবে বারবার নিবারিত করা সত্ত্বেও বিড়ূঢ়ভ জানাইল যে সে যাইবেই। বাধ্য হইয়া মাতা অনুমতি দিয়া বলিলেন—'তাহা হইলে যাও।' সেও পিতাকে জানাইয়া বিশাল পরিবারের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল। বাসভ ক্ষত্রিয়া পূর্বেই এই সংবাদ পিতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

'আমি এখানে সুখেই আছি। আমার গুরুজনেরা যেন আমার পুত্রের সঙ্গে কোন অশোভন আচরণ না করেন।'

বিড়ূঢ়ভের আগমন বার্তা জানিয়া শাক্যগণ স্থির করিলেন তাহাকে প্রণাম করা সম্ভব নহে এবং তখন শাক্য অধিপতিগণ যুবক শাক্যদের জনপদে পাঠাইয়া দিলেন। বিড়ূঢ়ভ কপিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে শাক্যগণ সভাগৃহে মিলিত

http://kalpataruboi.org

হইলেন। বিড়ূঢ়ভ সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইলে শাক্যগণ 'বৎস, ইনি তোমার মাতামহ, ইনি তোমার মাতুল' এইভাবে সকলের পরিচয় দিলেন এবং বিড়ূঢ়ভও একে একে সকলকে প্রণাম করিল। কিন্তু তাহাকে কেহ প্রণাম করিতেছে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এখানে আমাকে প্রণাম করার মত (বয়ঃকনিষ্ঠ) কেহ কি নাই?'

'বৎস, কনিষ্ঠ কুমারগণ জনপদে গিয়াছে' শাক্যরা এই কথা বলিয়া তাহার অনেক সেবাযত্ন করিলেন। সে (বিড়ূঢ়ভ) কিছুদিন থাকিয়া মহাপরিবারসহ (স্বরাজ্যাভিমুখে) নিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর এক দাসী 'এই আসনে দাসী বাসভ ক্ষত্রিয়ার পুত্র বসিয়াছিল' বলিয়া ক্রোধে দুর্বাক্য ব্যবহার করিতে করিতে সভাগৃহে সেই আসন দুধের জলে ধুইতে লাগিল। এদিকে বিড়ূঢ়ভের পরিবারের একজন নিজের অস্ত্র ভুলে ফেলিয়া আসাতে তাহা আনিতে ফিরিয়া আসিল। সে তখন দাসী যেভাবে বিড়ূঢ়ভের গালমন্দ করিতেছিল তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি ব্যাপার বল তো?' দাসী বলিল—'মহানাম শাক্যের ঔরসে দাসীর গর্ভে এই বাসভ ক্ষত্রিয়ার জন্ম।' সেই রাজপুরুষ ফিরিয়া যাইয়া সৈন্যসামন্তদের বলিল—'জান, বাসভ ক্ষত্রিয়া দাসীকন্যা।' এই খবরে চতুর্দিকে হৈচৈ পড়িয়া গেল। ইহা শুনিয়া বিড়ূঢ়ভ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—'এরা আমার বসার আসন দুধজল দিয়া পরিষ্কার করুক। আমি রাজা হইলে ইহাদের গলার রক্ত দিয়া আমার বসার আসন ধোয়াইব।' তাহারা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিলে অমাত্যগণ সমস্ত ঘটনা রাজাকে জানাইল। রাজা 'আমাকে দাসীকন্যা দিয়াছে' এই বলিয়া শাক্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাসভ ক্ষত্রিয়া এবং পুত্রের জন্য প্রদত্ত রাজকীয় ব্যবস্থা ছিনাইয়া লইয়া দাস-দাসীরা যাহা পাইয়া থাকে তাহাই ব্যবস্থা করিলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শাস্তা একদিন রাজবাড়িতে যাইয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আপনার জ্ঞাতিরা আমাকে দাসীকন্যা প্রদান করিয়া বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি সপুত্র বাসভ ক্ষত্রিয়ার রাজকীয় ব্যবস্থা ছিনাইয়া লইয়া দাসদাসীরা যাহা পাইয়া থাকে তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছি।'

শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, শাক্যরা অন্যায় করিয়াছেন। দিবার ইচ্ছা থাকিলে সমান জাতিকাকেই দেওয়া উচিত ছিল। তবে মহারাজ, আপনাকে বলি যে বাসভ ক্ষত্রিয়া কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকন্যা, আবার ক্ষত্রিয় রাজার গৃহেই তাহার অভিষেক হইয়াছে। বিড়ূঢ়ভও ক্ষত্রিয় রাজার ঔরসেই জাত। মাতার গোত্র দিয়া কি হইবে? পিতার গোত্রই তো প্রমাণ। প্রাচীনকালে পণ্ডিতগণ দরিদ্র কন্যা কাষ্ঠহারিণীকে আনিয়া অগ্রমহিষীর স্থান দিয়াছিলেন। তাহার গর্ভে জাত কুমার দ্বাদশ যোজনিক বারাণসী রাজ্য লাভ করিয়া কাষ্ঠবাহন রাজা নামে পরিচিত হইয়াছিল' এই বলিয়া কাষ্ঠহারি জাতকাহিনী বর্ণনা করিলেন। রাজা ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া 'পিতৃগোত্রই প্রমাণ' জানিয়া তুষ্ট হইয়া বাসভ ক্ষত্রিয়া এবং তাহার পুত্রকে

http://kalpataruboi.org

যথাপূর্বং রাজকীয় ভোগের ব্যবস্থা করিলেন।

কুশীনগরে বন্ধুল সেনাপতির ভার্যা মল্লরাজ কন্যা মল্লিকা অনেকদিন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন নাই। তখন বন্ধুল তাহাকে 'তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলিয়া যাও' বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা 'শাস্তাকে দর্শন করিয়া যাইব' মনস্থির করিয়া জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কোথায় যাইতেছ?'

বলিল—'ভন্তে, আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতেছেন।'

'কেন?'

'যেহেতু আমি বন্ধ্যা অপুত্রক।'

'যদি তাহাই হয়, যাইবার প্রয়োজন নাই। ফিরিয়া যাও।' সে আনন্দিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পতিগৃহে যাইয়া 'কেন ফিরিয়া আসিলে?' জিজ্ঞাসা করাতে 'দশবল বুদ্ধ আমাকে ফেরত পাঠাইয়াছেন' বলাতে বন্ধুল ভাবিলেন—'ভবিষ্যত দ্রষ্টা নিশ্চয়ই কোন কারণ দেখিয়াছেন' তাই মল্লিকাকে থাকিবার অনুমতি দিলেন। মল্লিকা অচিরেই গর্ভবতী হইয়া দোহদ উৎপন্ন হইলে বন্ধুলকে জানাইল 'আমার দোহদ উৎপন্ন হইয়াছে।'

'কি দোহদ?'

'স্বামিন, বৈশালীনগরে গণরাজকুলদের অভিষেক-মঙ্গল-পুষ্করিণীতে নামিয়া স্নান করিয়া জলপানের ইচ্ছা হইয়াছে।' বন্ধুল 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সহস্র ব্যক্তির শক্তিধর ধনু লইয়া মল্লিকাকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রাবস্তী হইতে বহির্গত হইয়া রথ চালিত করিয়া মহালি লিচ্ছবি প্রদত্ত দ্বার দিয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। মহালি লিচ্ছবির নিবাস ঐ দ্বারসমীপেই। তিনি চৌকাঠে রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়াই বুঝিলেন—'ইহা বন্ধুলেরই রথশব্দ। অদ্য লিচ্ছবিদের ভয়ের কারণ হইতে পারে।'

সেই পুষ্করিণীর অর্ন্তভাগে এবং বহির্ভাগে প্রহরা বলবতী। উপরে লৌহজাল প্রসারিত। কোন পাখিও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বন্ধুল সেনাপতি রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রহরী মনুষ্যদের বেত্রাঘাতের দ্বারা পলায়ন করাইয়া লৌহজাল ছিন্ন করিয়া পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে ভার্যাকে স্নান করাইয়া নিজেও স্নান করিয়া পুনরায় সেই রথে আরোহণ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আগমন মার্গ ধরিয়াই চলিয়া গেলেন। সেই প্রহরীরা লিচ্ছবি রাজদের ব্যাপারটা জানাইল। লিচ্ছবি রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচশত রথে আরোহণ করিয়া 'বন্ধুল মল্লকে বাঁধিয়া আনিব' বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই ঘটনা মহালিকে জানান হইল। মহালি বলিলেন—'যাইও না, সে তোমাদের সকলকেই হত্যা করিবে।' তাহারা বলিল 'আমরা যাইবই'।

'তাহা হইলে, যখন দেখিবে তাঁহার রথচক্র নাভিস্থান হইতে মাটিতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা হইলে ফিরিয়া আসিও! তাও যদি প্রত্যাবর্তন না কর তাহা হইলে

http://kalpataruboi.org

সম্মুখে অশনিশব্দর মত শব্দ শুনিলে ফিরিয়া আসিও। তাও যদি প্রত্যাবর্তন না কর তাহা হইলে তোমাদের রথধুরে ছিদ্র দেখিয়া ফিরিয়া আসিও, আর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইও না।'

তাঁহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বন্ধুলের পশ্চাদ্বাবন করিতে লাগিল। মল্লিকা দেখিয়া বলিলেন—'স্বামিন, অনেকগুলি রথ ধাবিত হইতেছে মনে হয়।' 'তাহা হইলে একটি রথও যদি দেখ তাহা হইলে আমাকে জানাইবে।' যখন সমস্ত রথ তাঁহার নিকট একটি রথ বলিয়া প্রতিভাত হইল তখন মল্লিকা বলিলেন—

'স্বামিন, একটি মাত্র রথের মাথা দেখা যাইতেছে।' বন্ধুল 'তাহা হইলে এই রথরজ্জু ধর' বলিয়া রথরজ্জু তাহার হাতে দিয়া রথে দাঁড়াইয়া ধনুতে জ্যা আরোপণ করিলেন। নাভিস্থল হইতে রথচক্র মাটিতে প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা ইহা দেখিয়াও প্রত্যাবর্তন করিল না। বন্ধুল তখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধনুর্গুণ টানিয়া শব্দ করিলেন। এই শব্দ অশনিশব্দের ন্যায় মনে হইল। লিচ্ছবিরা তথাপি প্রত্যাবর্তন করিল না, অনুসরণ করিয়াই চলিল। বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়া একটি শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর পাঁচশত রথশীর্ষ ভেদ করিয়া পাঁচশত লিচ্ছবির কোমরবন্ধস্থানে বিদ্ধ করিয়া মাটিতে প্রবেশ করিল। লিচ্ছবিরা নিজেরা শরবিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া 'দাঁড়া রে দাঁড়া' বলিতে বলিতে যেন পশ্চাদ্বাবন করিল। বন্ধুল তাঁহার রথ থামাইয়া বলিলেন—

'তোমরা মৃত। মৃতদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না।'

'আমাদের কি মৃত বলিয়া মনে হইতেছে?'

'তাহা হইলে তোমাদের সকলের পুরোভাগ (পাঠান্তরে পশ্চাদভাগে) যে আছে তাহার কোমরবন্ধ খুলিয়া দাও।' তাহারা তাহাই করিল। কোমরবন্ধ খুলিবামাত্রই সেই লিচ্ছবির মৃতদেহ ভূপতিত হইল। বন্ধুল তাহাদের সকলকে বলিলেন—'তোমরা সকলেই এইরূপ মৃত। ঘরে ফিরিয়া যাও, যথাকর্তব্য সম্পাদন করে স্ত্রী-পুত্রদের উপদেশ দিয়া বর্ম খুলিয়া ফেল।' তাহারা তাহাই করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মৃতদেহ ভূপতিত হইল। বন্ধুলও মল্লিকাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া আসিলেন। মল্লিকা ষোলবার যমজ সন্তানের জন্ম দিলেন। সকল পুত্রই শুর, বলবীর্যসম্পন্ন হইল এবং সমস্ত প্রকার শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করিল। একেক জনের অধীনে পুরুষ সহস্র পরিবার ছিল। পিতার সঙ্গে রাজবাড়িতে যাইলে তাহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যাইত।

অনন্তর একদিন বিচারালয়ে মিথ্যাভাবে পরাজিত মনুষ্যগণ বন্ধুলকে আসিতে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিল যে বিচারকেরা মিথ্যাভাবে তাহাদের পরাজিত করিয়াছে। বন্ধুল বিচারালয়ে যাইয়া এমন সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করিলেন যে, যথার্থ মালিকানা যথার্থ ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হইল। মহান জনতা মহাশব্দে সাধুবাদ প্রদান করিল। রাজা 'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞাসা করায় সেই ঘটনা জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সকল বিচারককে পদচ্যুত করিয়া

http://kalpataruboi.org

বন্ধুলকে বিচারক করিলেন। ইহার পর হইতে বন্ধুল সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

পূর্বের বিচারকগণ উৎকোচ লাভে বঞ্চিত হইয়া লাভসৎকার শূন্য হইয়া (প্রতিহিংসাবশত) 'বন্ধুল রাজ্য দখল করিতে চায়' বলিয়া রাজকুলে বিভেদ সৃষ্টি করিল। রাজা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইলেন। চিন্তা করিলেন—'ইহাদের যদি এখানে হত্যা করাই, লোকে আমার নিন্দা করিবে।' তারপর কিছু লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রত্যন্ত প্রদেশে অশান্তি সৃষ্টি করাইয়া বন্ধুলকে বলিলেন—'প্রত্যন্ত প্রদেশ কূপিত হইয়াছে। তুমি তোমাদের ছেলেদের সঙ্গে লইয়া দস্যুদের ধরিয়া লইয়া আইস।' এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তারপর সমর্থবান অন্য মহাযোদ্ধাদের সঙ্গে পাঠাইয়া তাহাদের বলিলেন—'যাও বন্ধুল এবং তাহার বত্রিশজন পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া আইস।' বন্ধুল প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইতে না যাইতে 'সেনাপতি আসিতেছেন' জানিয়া নিযুক্ত ব্যক্তিগণ পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে নগরের অনতিদূরে সেই নিযুক্ত মহাযোদ্ধাগণ পুত্রদের সঙ্গে বন্ধুলের শিরচ্ছেদ করিল। সেই দিবসেই মল্লিকাদেবী পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত দুই অগ্রশ্রাবককে (সারিপুত্র এবং মহামৌদগল্যায়ন) তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নেই তাঁহার হস্তে একটি পত্র দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইল যে তাঁহার স্বামী, পুত্র সকলের শিরচ্ছেদ করা হইয়াছে। মল্লিকা সেই ঘটনা জানিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পত্রখানি কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন পরিবেশন করিলেন। তাঁহার পরিচারিকারা ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন দিয়া ঘৃত পরিবেশন করিবার সময় ভিক্ষুদের সম্মুখেই ঘৃতপাত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ধর্মসেনাপতি (সারিপুত্র) বলিলেন—'যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিবেই, চিন্তার কারণ নাই।' মল্লিকা কোমর হইতে সেই পত্রখানি বাহির করিয়া 'বত্রিশজন পুত্রের সহিত আমার স্বামীর মস্তক ছেদন করা হইয়াছে' এই খবরেও আমি চিন্তিত হই নাই। ভন্তে, ঘৃতপাত্র ভগ্ন হইলে আমি চিন্তা করিব কেন?'

ধর্মসেনাপতি—'মরণশীল ব্যক্তিদের জীবন অনিমিত্ত এবং অজ্ঞাত' ইত্যাদি বলিয়া ধর্মদেশনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। মল্লিকাও বত্রিশজন পুত্রবধুকে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন—

'তোমাদের স্বামীরা নিরপরাধ হইয়াও পূর্বজন্ম কর্মফলের কারণে এইভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তোমরা শোক করিও না। পরিদেবনা করিও না। রাজার উপরও মনপ্রদোষ (রুষ্টচিত্ত) করিও না।'

রাজার চরপুরুষগণ সেই কথা শুনিয়া যাইয়া তাঁহাদের নির্দোষভাবের কথা রাজাকে জানাইল। রাজা সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া (বন্ধুল সেনাপতির গৃহে) যাইয়া মল্লিকাদেবী এবং পুত্রবধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে একটি বর দিতে চাইলেন। মল্লিকা 'আমি সেই বর গ্রহণ করিলাম' বলিয়া রাজা চলিয়া গেলে

http://kalpataruboi.org

মৃতদের উদ্দেশ্যে মতকভক্ত প্রদান করিলেন (অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিলেন) এবং স্নান করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি আমাকে বর দিয়াছেন। আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই। আমার বত্রিশজন পুত্রবধু এবং আমার পিত্রালয়ে গমনের অনুমতি দিন।' রাজা সম্মতি প্রদান করিলেন। মল্লিকা তাঁহার পুত্রবধুদের নিজ নিজ পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। স্বয়ং কুশীনগরে নিজে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

রাজাও বন্ধুল সেনাপতির ভাগিনা দীর্ঘকারায়ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও 'আমার মাতুলকে ইনিই হত্যা করিয়াছেন' জানিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিলেন রাজাকে হত্যা করার জন্য। রাজাও নিরপরাধ বন্ধুলকে হত্যা করাইবার পর হইতে মর্মাহত হইয়া মনের শান্তি হারাইয়া ফেলিলেন। রাজ্যসুখও ভোগ করিতে অক্ষম হইলেন। শাস্তা তখন শাক্যদের মেদলুম্প নামক নিগমের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা সেখানে যাইয়া আরামের অবিদূরে ছাউনি করিয়া সামান্য লোকজন লইয়া 'শাস্তাকে বন্দনা করিব' বলিয়া পঞ্চ রাজককুধ দ্রব্য দীর্ঘকারায়ণকে দিয়া একাকী গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিলেন। [ইহার পর সমস্ত ঘটনা মজ্ঝিমনিকায়ের 'ধম্মচেতিয়' সূত্রানুসারে বর্ণনা করিতে হইবে] রাজা গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিলে দীর্ঘকারায়ণ সেই পঞ্চ রাজককুধ দ্রব্য (রাজার পাঁচটি রাজকীয় নিদর্শন) লইয়া বিড়ূঢ়ভকে রাজা করিলেন এবং রাজার জন্য একটি অশ্ব ও একজন সেবাদাসী রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া আসিলেন।

রাজা শাস্তার সঙ্গে অনেক প্রিয়কথা বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া সৈন্যদের না দেখিয়া সেই সেবাদাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন—'আমি ভাগিনেয়কে লইয়া বিড়ূঢ়ভকে ধরিব' এবং রাজগৃহনগরে যাইতে যাইতে বিকালে সমস্ত নগরদ্বার বন্ধ হইয়া গেল। রাজা একটি শালায় শয়ন করিয়া বাতাতপের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া রাত্রিবেলায় সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে 'মহারাজ, কোশলেন্দ্র, আপনি অনাথ হইয়া গিয়াছেন' এইভাবে বিলাপরতা স্ত্রীলোকের শব্দ শুনিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করা হইল। রাজা মাতুলের মহাসৎকার করিয়া শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

বিড়ূঢ়ভও রাজা হইয়া সেই বৈরীতার কথা স্মরণ করিলেন। 'সমস্ত শাক্যদের হত্যা করিব' বলিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই দিন শাস্তা প্রত্যুষ সময়ে জগত অবলোকন করিয়া জ্ঞাতিসঙ্ঘের বিনাশ দেখিয়া জ্ঞাতিদের রক্ষা করিতে হইবে' মনস্থ করিয়া পূর্বাহ্নে পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডপাত শেষ করিয়া গন্ধকুটিতে সিংহশয্যায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন সময়ে আকাশপথে যাইয়া কপিলবস্তু রাজ্যের সীমান্তে একটি অল্পছায়াযুক্ত বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এদিকে বিড়ূঢ়ভের রাজ্যসীমায় বহু ছায়াযুক্ত একটি ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ বর্তমান। বিড়ূঢ়ভ শাস্তাকে দেখিয়া কাছে যাইয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এইরূপ প্রচণ্ড গরমের সময় আপনি অল্পছায়াযুক্ত বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন কেন? এদিকে অনেক

http://kalpataruboi.org

ছায়াযুক্ত ন্যগ্রোধবৃক্ষ রহিয়াছে।'

'হউক মহারাজ, কিন্তু জ্ঞাতিদের ছায়া শীতল'। 'শাস্তা তাহা হইলে জ্ঞাতিদের রক্ষা করার জন্যই আসিয়াছেন' চিন্তা করিয়া বিড়ূঢ়ভ শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া শ্রাবস্তীতেই চলিয়া গেলেন। শাস্তাও আকাশপথে জেতবনে চলিয়া গেলেন।

রাজা শাক্যদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া দ্বিতীয়বার নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তাকে তদ্রূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় চলিয়া আসিলেন। তৃতীবারও নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুরূপভাবে শাস্তাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। চতুর্থবার যখন বিড়ূঢ়ভ নিষ্ক্রান্ত হইলেন শাস্তা তখন শাক্যদের পূর্ব এক জন্ম অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা নদীর জলে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। সেই পাপেরই পরিণাম এই জন্মে ফলিবে চিন্তা করিয়া চতুর্থবার শাস্তা আর শাক্যদের রক্ষা করিতে গেলেন না। বিড়ূঢ়ভও 'শাক্যদের হত্যা করিব' বলিয়া মহা বলকায় লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সম্যকসম্বুদ্ধের জ্ঞাতিগণ শস্ত্রঘাতক নহেন, নিজের মৃত্যু হইলেও অন্যদের তাঁহারা হত্যা করেন না। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—

'আমরা সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ, কৃত্যেপাসনা এবং মহাধনুর্ধর। কিন্তু আমরা অন্যদের হত্যা করিতে পারি না। নিজেদের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের পলায়ন করিতে বাধ্য করিব।' তাই তাঁহারা বর্ম পরিধান করিয়া বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ক্ষিপ্ত শর বিড়ূঢ়ভের লোকদের মধ্যখান দিয়া চলিয়া গেল, ফলকের (ঢালের) মধ্য দিয়া, কর্ণছিদ্রের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া বিড়ূঢ়ভ বলিলেন—'শাক্যরা শস্ত্রাঘাত করেন না বলিয়া থাকেন। অথচ দেখিতেছি তাঁহারা আমার লোকদের বিনাশ করিতেছেন।'

এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল—'প্রভু, আপনি ফিরিয়া ফিরিয়া কি দেখিতেছেন?' 'শাক্যরা আমরা লোকদের বিনাশ করিতেছে।' 'আপনার একজন ব্যক্তিও হত হয় নাই। আপনি গণনা করিয়া দেখিতে পারেন।' গণনা করাইয়া বিড়ূঢ়ভ দেখিলেন যে একজনও হত হয় নাই। তথাপি বিড়ূঢ়ভ আদেশ করিলেন, 'যাঁহারা বলিবেন 'আমরা শাক্য' তাঁহাদের সকলকে হত্যা করিবে। মাতামহ মহানাম শাক্যের নিকট যাঁহারা থাকিবেন তাঁহাদের জীবনদান করিবে।' শাক্যরা গ্রহণযোগ্য কিছু না পাইয়া কেহ বা দাঁতে তৃণ কেহ বা নল গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

'আপনারা কি শাক্য' জিজ্ঞাসিত হইলে যেহেতু শাক্যরা প্রাণ যাইলেও মিথ্যাকথা বলেন না। তাই যাঁহারা দাঁতে তৃণ চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন, 'শাক নহে, তৃণ।' যাঁহারা নল ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন—'শাক নহে, নল।' যাঁহারা মহানাম শাক্যের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনদান করা হইল। আর যাঁহারা দাঁতে তৃণ চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই 'তৃণশাক্য' এবং যাঁহারা নল ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা

http://kalpataruboi.org

'নলশাক্য' ইহা মনে করিয়া বিড়ূঢ়ভ সকলকে হত্যা করিলেন, এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও বাদ দেন নাই। এইভাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া তাঁহাদের গলার রক্ত দিয়া সেই ফলক (যেখানে বিড়ূঢ়ভ বসিয়াছিলেন যাহাকে দুধজল দ্বারা ধোয়া হইয়াছিল) ধোওয়াইলেন। এইভাবে বিড়ূঢ়ভের দ্বারা শাক্যবংশ ধ্বংস হইল।

তিনি মহানাম শাক্যকে লইয়া ফিরিতেছিলেন। 'প্রাতরাশের সময় প্রাতরাশ করিব' বলিয়া একস্থানে নামিয়া ভোজন উপস্থিত হইলে 'একত্রে ভোজন করিব' বলিয়া মাতামহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্ষত্রিয়রা জীবন গেলেও দাসীপুত্রের সঙ্গে একত্রে ভোজন করেন না। এই মহানাম একটি সরোবর দেখিয়া বলিলেন—'বৎস, আমার গায়ে ভীষণ ময়লা, স্নান করিয়া আসি।'

'বেশ, মাতামহ, যান, স্নান করুন।'

তিনি চিন্তা করিলেন—'একসঙ্গে আহার না করিলে এ আমাকে হত্যা করিবে। আমার আত্মহত্যা করাই শ্রেয়' ইহা ভাবিয়া তিনি চুল খুলিয়া অগ্রভাগে গ্রন্থি (গিঁট) বাঁধিয়া কেশরাশির মধ্যে পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া জলে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহার গুণতেজের দ্বারা নাগভবন উত্তপ্ত হইল। নাগরাজ 'কি হইল' চিন্তা করিয়া ঘটনা জানিয়া মহানামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের ফণার উপর বসাইয়া নাগভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর সেখানেই বাস করিলেন। বিড়ূঢ়ভও আমার মাতামহ 'এখনই আসিবেন, এখনই আসিবেন' মনে করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। তিনি বিলম্ব করাতে সরোবর দীপলোকের দ্বারা খোঁজ করাইয়া, তাঁহার অন্যান্য সহচরদের অভ্যন্তরে খোঁজ করাইয়া না পাইয়া 'নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছেন' এই মনে করিয়া নিজেও চলিয়া আসিলেন। রাত্রিভাগে তিনি অচিরবতী নদীর তীরে শিবির খাটাইলেন। কেহ কেহ নদীর কাছাকাছি বালুকাপুলিনে শুইয়া পড়িল। কেহ বা বাহিরে স্থলভাগে। এখন যাহারা নদীর বালুকাতটে শুইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে ছিল যাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন পাপকর্ম সম্পাদন করে নাই। আবার যাহারা স্থলভাগে শুইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব পূর্ব জন্মে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা যেখানে শুইয়াছিল তাহার অধোভাগ হইতে পিপীলিকা উঠিতে লাগিল। তাহারা 'আমাদের শয়নস্থানে পিপীলিকা, আমাদের শয়নস্থানে পিপীলিকা' বলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং যাহারা অকৃতপাপকর্মা তাহারা উঠিয়া স্থলে শয়ন করিল, আর যাহারা কৃতপাপকর্মা তাহারা নামিয়া বালুকাপুলিনে শয়ন করিল। সেই সময় মহামেঘ উঠিয়া ভীষণ বৃষ্টিপাত করিল। নদীর ঢেউ আসিয়া সপার্ষদ বিড়ূঢ়ভকে সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সমুদ্রে তাহারা মৎস্য-কচ্ছপের ভক্ষ্য হইলেন।

বহু লোকেরা এই কথা উঠাইলেন—'শাক্যদের হত্যা অযৌক্তিক হইয়াছে। প্রহার করিয়া প্রহার করিয়া শাক্যদের মারিতে হইবে ইহা অনুচিত হইয়াছে।'

শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই জন্মে শাক্যদের

http://kalpataruboi.org

মৃত্যু যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কিন্তু পূর্বে কৃত পাপকর্মবশে ইহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।'

'ভন্তে, তাহারা পূর্বে কি করিয়াছিলেন?'

'সকলে একত্র হইয়া নদীর জলে বিষ মিশাইয়াছিল।'

পুনরায় একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুরা কথা উঠাইলেন—'বিড়ূঢ়ভ এতজন শাক্যদের মারিয়া আগমনকালে নিজের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই এতজনকে লইয়া সমুদ্রে মৎস্য-কচ্ছপের ভক্ষ্য হইয়াছেন।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ?'

'ভন্তে, এই বিষয় লইয়া।'

'এই সত্ত্বগণের মনোবাসনা পূর্ণ না হইতেই মৃত্যুরাজ সুপ্ত গ্রামকে যেভাবে মহৌঘ ভাসাইয়া লইয়া যায় ঠিক তদ্রূপ জীবননাশ ঘটাইয়া চারি প্রকার অপায় সমুদ্রে নিমজ্জিত করায়' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন মহাস্রোত (বন্যা) কোন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি (কামনারূপ) পুষ্পচয়নকারীর মত রূপাদিতে ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে মৃত্যু গ্রাস করিয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৭

তথায় 'ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে' অর্থাৎ সম্পত্তে বা অসম্পত্তে বা লগ্নমানস মনুষ্যকে। ইহা বলা হইয়া থাকে—

যেমন মালাকার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া 'পুষ্পচয়ন করিব' বলিয়া তথা হইতে কিছু পুষ্প আহরণ করিয়া অন্যান্য পুষ্পবৃক্ষ কামনা করিয়া সমগ্র পুষ্পোদ্যানেই চিত্তকে নিয়োজিত করে। 'এদিকে সেদিকে পুষ্পচয়ন করিব' অথচ পুষ্পচয়ন না করিয়া অন্যত্র মনকে কাজে লাগায়। সেই পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে যাইয়া প্রমাদগ্রস্ত হয়। এইরূপেই এক একটি পুষ্পারাম সদৃশ পঞ্চকামগুণ মধ্যে অবতরণ করিয়া মনোরম রূপ লাভ করিয়া, মনোরম শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য—প্রত্যেককেই কামনা করে। তাহাদের মধ্যে একটিকে লাভ করিয়া আবার অন্যটিকে কামনা করে, একটি রূপকে লাভ করিয়া অন্য একটিকে কামনা করিয়া তাহাকেই আস্বাদ করে। শব্দাদির ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ। এই নীতি গো-মহিষ-দাসী-দাস-ক্ষেত্রবস্তু-গ্রাম-নিগম-জনপদাদির ক্ষেত্রে, প্রব্রজিতদের ক্ষেত্রে, পরিবেণ-বিহার-পাত্র-চীবরাদি বিষয়ে প্রযোজ্য। এই প্রকারে পঞ্চাকামগুণ নামক পুষ্পরাশি চয়ন করিতে করিতে সম্পত্তে বা অসম্পত্তে বা কামগুণে ব্যাসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে।

'সুপ্ত গ্রামকে' অর্থাৎ গ্রামের গৃহভিত্তি প্রভৃতির সুপ্তি নাই। কিন্তু সত্ত্বগণের সুপ্তি-প্রমত্ততা আছে বলিয়া সুপ্ত বলা হইয়াছে। 'এইরূপ সুপ্ত গ্রামকে' দুই-তিন যোজন আয়তগভীর মহাস্রোতের ন্যায় মৃত্যু গ্রাস করিয়া থাকে। যেমন সেই মহাস্রোত স্ত্রী-পুরুষ-গো-মহিষ-কুক্কুটাদির কিছুই অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত গ্রামকেই সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৎস্য-কচ্ছপাদির ভক্ষ্য করে, ঠিক তদ্রূপ ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে মৃত্যু গ্রাস করিয়া তাহার জীবিতেন্দ্রিয় (প্রাণ) ছিন্ন করিয়া

http://kalpataruboi.org

চারি প্রকার অপায় মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করে।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিলেন। দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

বিড়ুঢ়ভের উপাখ্যান সমাপ্ত

পতিপুজিক কুমারীর উপাখ্যান—৪

৫. পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং।...৪৮

অনুবাদ : পুষ্পচয়নে রত, (ভোগে) আসক্ত ব্যক্তির কামনার তৃপ্তি না হতেই মৃত্যু তাকে অধিকার করে।

অন্বয় : পুপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং [কামনারূপ] (পুষ্পচয়নকারী আসক্তচিত্ত মানুষকে) কামেসু অতিত্তংযেব (কামে অতৃপ্ত অবস্থাতেই) অন্তকো (মৃত্যু) বসং কুরুতে (বশ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের আয়ু পদ্মপাতায় একফোঁটা জলের মত চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী। সেই সামান্য আয়ুকে কিভাবে কাজে লাগাবে তা ঠিক করতে হবে মানুষের নিজেকেই। ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন না করলে তাকে ভূতের বেগার খেটেই মরতে হবে। 'পঞ্চভূত' ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে'। কিন্তু ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করতে করতে কোনোদিন তৃপ্তি আসবে না। তৃষ্ণা শুধু বেড়েই চলবে। তারপর বাসনা-কামনা অতৃপ্ত থাকতেই একসময় কাল এসে তাকে গ্রাস করবে। তখন জীবনের সুফল কোথায়? না ইহলোকে না পরলোকে।

'পুষ্পের ন্যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে পতিপুজিকা কুমারীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানের উৎপত্তি ত্রয়ত্রিংশ দেবলোক।

তথায় মালভারী নামক দেবপুত্র অপ্সরা সহস্র পরিবৃত হইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চশত দেবকন্যা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পুষ্প পাতিত করিতেছে, পঞ্চশত পতিত পুষ্পসমূহকে লইয়া দেবপুত্রকে অলঙ্কৃত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন দেবকন্যা বৃক্ষশাখাতেই চ্যুত হইয়া দীপশিখার ন্যায় শরীরকে নিরুদ্দিষ্ট করিল। সে শ্রাবস্তীতে এক কুলগৃহ প্রতিসন্ধি লইয়া (মাতৃকুক্ষিতে আসিয়া) জাতকালে জাতিস্মর জ্ঞান হইয়া 'আমি মালভারী দেবপুত্রের ভার্যা' ইহা অনুস্মরণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গন্ধমালাদির দ্বারা পূজা করিয়া তাহার পূর্বস্বামীর (অর্থাৎ মালভারী দেবপুত্র) নিকট জন্মগ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। ষোড়শ বৎসর বয়ঃকালে পরকুলে যাইয়াও শলাকভক্ত, পাক্ষিক ভক্ত, বর্ষাবাসিক চীবর ইত্যাদি দান করিয়া 'ইহা আমার (পূর্বজন্মের) স্বামীর নিকট জন্মগ্রহণ করিবার হেতু হউক' বলিয়া প্রার্থনা করিল। তখন ভিক্ষুগণ 'এই কুমারিকা উঠিতে বসিতে (পূর্বজন্মের) পতিকে প্রার্থনা করিতেছে' এই চিন্তা করিয়া তাহার নাম রাখিলেন পতিপুজিকা। সে প্রত্যহ সভাগৃহ পরিষ্কার করিত, পানীয়জল রাখিত, আসনসমূহ

http://kalpataruboi.org

বিছাইয়া রাখিত। অন্যান্য লোকেরা শলাক আহারাদি দিতে ইচ্ছুক হইয়া 'মা এইগুলিও ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিবে' বলিয়া তাহার নিকট আনিয়া দিত। সেও এইভাবে যাইতে যাইতে আসিতে আসিতে একবারেই ছাপ্পান্ন প্রকার কুশলকর্ম অর্জন করিত। সে একদিন গর্ভবতী হইল। দশ মাস পরে পুত্রের জন্ম দিল। পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল তখন সে আর একটি পুত্রের জন্ম দিল। এইভাবে চারিপুত্রের জন্ম দিল।

সে একদিন দান দিয়া পূজা করিয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া শিক্ষাপদসমূহ (শীল) রক্ষা করিয়া দিনের শেষে হঠাৎ এক রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই কালগত হইয়া নিজের (পূর্বজন্মের) স্বামীর নিকট জন্মগ্রহণ করিল। তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য অপ্সরাগণ ঐ দেবপুত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। দেবপুত্র তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'সকাল হইতে তোমাকে দেখিতেছি না। কোথায় গিয়াছিলে?'

'স্বামিন, আমি (দেবলোক হইতে) চ্যুত হইয়াছিলাম।' 'কি বলিতেছ?' 'হ্যাঁ স্বামিন, তাহাই।' 'কোথায় জন্ম নিয়াছিলে?' 'শ্রাবস্তীতে এক কুলগৃহে।' 'সেখানে কত দিন ছিলে?'

'দশ মাস পরে মাতৃকুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া ষোড়শ বৎসর বয়ঃকালে পরকুলে যাইয়া চারিটি পুত্রের জন্ম দিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া আপনাকেই প্রার্থনা করিয়া আপনার নিকটই পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি, স্বামিন।' 'মনুষ্যদের আয়ু কত?' 'মাত্র একশত বৎসর।' 'এইটুকু মাত্র?' 'হ্যাঁ স্বামিন।'

'এতটুকু আয়ু লইয়া জন্ম লইয়া মনুষ্যেরা সুপ্ত প্রমত্ত হইয়াই দিন কাটায় না দানাদি পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে?'

'স্বামিন, কি বলিতেছেন? মনুষ্যেরা সদাই প্রমত্ত যেন তাহারা অসংখ্য বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছে, যেন তাহারা অজর, অমর।'

ইহা শুনিয়া মালভারী দেবপুত্রের সংবেগ উৎপন্ন হইল। 'একশত বৎসর আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যেরা নাকি প্রমত্ত হইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া দিন কাটায়। তাহারা কবে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে?' মনুষ্যগণের একশত বৎসর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে এক দিবারাত্র; এইভাবে ত্রিশ রাত্রিতে একমাস, দ্বাদশ মাসে এক বৎসর; এইরূপ দিব্য সহস্র বৎসর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে আয়ু। মনুষ্য গণনায় ত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর। অতএব সেই দেবপুত্রের একদিনও অতিবাহিত হয় নাই, মুহূর্ত সদৃশ হইতেছে কাল। [এই সময়ের মধ্যে পতিপুজিকা মনুষ্যলোকে জন্ম লইয়া বড় হইয়া চারি সন্তানের জন্ম দিয়া অনেক দানধর্ম করিয়া আবার দেবলোকে জন্ম লইয়াছে। তাই মালভারী দেবপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সকাল হইতে তোমাকে দেখিতেছি না। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?'] এইরূপ অল্পায়ুষ্ক মনুষ্যদের প্রমত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

পরের দিন ভিক্ষুরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের বসার ঘর অপরিচ্ছন্ন, আসন বিছানো হয় নাই, জল রাখা হয় নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পতিপুজিকা কোথায়?'

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, কি করিয়া আপনারা তাহাকে দেখিবেন? গতকল্য আপনাদের ভোজন করাইয়া যাইয়া সন্ধ্যার সময় কালগত হইয়াছে।'

ইহা শুনিয়া সাধারণ ভিক্ষুরা তাহার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। অর্হৎ ভিক্ষুদের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইল। তাঁহারা আহারান্তে বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, পতিপুজিকা নামক উপাসিকা উঠিতে বসিতে নানা প্রকার পুণ্য করিয়া (পূর্বজন্মের) স্বামীকেই প্রার্থনা করিয়াছে। সে এখন মৃত। সে কোথায় জন্ম লইয়াছে?'

'হে ভিক্ষুগণ, নিজের (পূর্বজন্মের) স্বামীর নিকটই জন্ম হইয়াছে।'

'না ভন্তে, সে তাহার স্বামীর কাছে নাই।'

'হে ভিক্ষুগণ, সে এই জন্মের স্বামীকে প্রার্থনা করে নাই। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে মালভারী দেবপুত্রই তাহার স্বামী। সে তাহাকে পুষ্পাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে করিতে চ্যুত হইয়া পুনরায় যাইয়া সেই স্বামীর নিকটই জন্ম লইয়াছে। 'তাহাই কি, ভন্তে?' 'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, তাহাই।'

'অহো! সত্ত্বগণের আয়ু কত অল্প? সকালে আমাদের খাদ্য পরিবেশন করিয়া সন্ধ্যায় উৎপন্ন ব্যাধির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিল?'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের আয়ু স্বল্পই। সেইজন্য বস্তুকাম এবং ক্লেশকামের দ্বারা অতৃপ্ত এই সকল সত্ত্বগণকে অন্তক (মৃত্যু) নিজের বশীভূত করিয়া ক্রন্দন, রোদন, পরিদেবন করিলেও তাহাদিগকে লইয়া যায়।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অন্তক রূপাদিতে ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে (কামনারূপ) পুষ্পচয়নকারীর মত বাসনা তৃপ্ত না হইতেই, বশীভূত করিয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৮

তথায় 'পুষ্পচয়নকারীর মত' পুষ্পারামে মালাকার যেমন নানাপ্রকার পুষ্প চয়ন করে তদ্রূপ মনুষ্য আত্মভাব প্রতিবদ্ধ (অর্থাৎ জীবনের প্রতি অনুরক্ত), উপকরণ প্রতিবদ্ধ (অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি অনুরক্ত) হইয়া কামগুণরূপ পুষ্পসমূহ চয়ন করিয়া থাকে। 'ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে', প্রার্থনাবশে অসম্প্রাপ্ত (বিষয়সমূহে) এবং লোভবশে সম্প্রাপ্ত (বিষয়সমূহে) বিবিধাকারে ব্যাসক্তচিত্ত মনুষ্যকে। 'বাসনা তৃপ্ত না হইতেই বস্তুকাম ও ক্লেশকামের পশ্চাতে ছুটিয়া প্রতিলাভ, পরিভোগ এবং সঞ্চয়ের দ্বারা অতৃপ্ত। 'অন্তক বশীভূত করিয়া থাকে' মৃত্যু নামক অন্তক ক্রন্দনপর, রোদনপর ব্যক্তিকে লইয়া যাইয়া নিজের বশীভূত করে।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিয়াছে। দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

পতিপুজিকা কুমারীর উপাখ্যান সমাপ্ত

কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৫

http://kalpataruboi.org

৬. যথাপি ভমরো পুপ্‌ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠযং,
পলেতি রসমাদায এবং গামে মুনী চরে।...৪৯

অনুবাদ : ভ্রমর যেমন ফুলের বা গন্ধের হানি না করে শুধু মধুটুকু নিয়ে যায়, তেমনি ভাবেই লোকালয়ে বিচরণ করেন মুনি।

অন্বয় : যথাপি (যেরূপ) ভমরো (ভ্রমর) পুপ্‌ফং (পুষ্প) বণ্ণগন্ধং (বর্ণ ও গন্ধ) অহেঠযং (নষ্ট না করে) রসম্ আদায (রস আহরণ করে) পলেতি (পলায়ন করে), এবং (সেরূপ) মুনী (ভিক্ষু) গামে (গ্রামে, লোকালয়ে) চরে (বিচরণ করবেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সাধুদের প্রকৃতি মধুকরেরই মত। মধুকর যেমন ফুল থেকে ফুলে উড়ে উড়ে মধু সংগ্রহ করে, সাধুরাও তেমনি ভিক্ষান্নের জন্য গৃহ হতে গৃহান্তরে ঘুরে ঘুরে সদুপদেশ, সচ্চিন্তার আদান-প্রদান করেন। তাই লোকসমাজে তাঁদের গতিবিধি নানা রকমে গৃহস্থের উপকারই করে, অপকার কখনো নয়। নানা তত্ত্বজ্ঞান, সদ্গুণরূপে মধুতে তাঁদের চিত্ত সবসময় মধুচক্রের মতই পরিপূর্ণ। অসংখ্য লোক সেই মধু নিরবধি পান করে আনন্দ আর জ্ঞান দুই-ই লাভ করছে। আবার, মধুকর ফুলকে কোন পীড়ন না করেই মধু আহরণ করে। সাধুও যদি কোন গৃহস্থকে ধর্মপথে আনতে চান তবে গৃহস্থের উপর কোন পীড়ন না করেই, তাকে কোন কষ্ট না দিয়েই, তা করে থাকেন।

'ভ্রমর যেমন পুষ্পের' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন। ইহার উৎপত্তিস্থল রাজগৃহ।

রাজগৃহ নগরের অবিদূরে সক্কার (পাঠান্তর : সক্‌খর এবং সক্কর) নামক একটি শহর ছিল। সেখানে কৃপণ কোসিয় নামে অশীতি কোটি সম্পদশালী একজন শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি তৃণাগ্রে তৈলবিন্দুও অন্যদের দিতেন না, নিজেও ভোগ করিতেন না। এইভাবে তাহার বৈভব না স্ত্রীপুত্রদের, না শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে আসিত, রাক্ষস পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায় অপরিভোগ্য হইয়াই ছিল। একদিন শাস্তা প্রত্যুষ সময়ে মহাকরুণা সমাপত্তি হইতে উঠিয়া সকল লোকধাতুতে বোধিনেয্য (অর্থাৎ বোধিতে নেয্য, বোধিতে নিয়ে আসার উপযুক্ত, বোধি বা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত) বান্ধবদের অবলোকন করিতে করিতে পঁয়তাল্লিশ যোজনের মাথায় বসবাসকারী শ্রেষ্ঠীর সপরিবার স্রোতাপত্তি ফল লাভের উপনিশ্রয় দেখিতে পাইলেন। ইহার আগের দিন শ্রেষ্ঠী রাজসেবার জন্য রাজগৃহে যাইয়া রাজার সেবা করিয়া আসিবার সময় একজন ক্ষুধার্ত জনপদ মনুষ্যকে সুমধুর রসযুক্ত পিষ্টক খাইতে দেখিয়া তাঁহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। তিনি গৃহে ফিরিয়া চিন্তা করিলেন—

'যদি আমি পিষ্টক খাইতে ইচ্ছুক বলি, গৃহের অনেক লোকজন খাইতে ইচ্ছা করিবে। ইহাতে আমার বহু তিল-তণ্ডুল-ঘৃত-গুড়াদি বিনষ্ট হইবে, অতএব কাহাকেও বলিব না' বলিয়া তৃষ্ণা বুকে রাখিয়া থাকিলেন। ফলে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার শরীর পাণ্ডুর ও বিবর্ণ হইল, শরীরে শিরা-উপশিরা

http://kalpataruboi.org

প্রকট হইল। উক্ত তৃষ্ণাকে বুকে ধারণ করিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া প্রকোষ্ঠে যাইয়া শয়নমঞ্চকে আলিঙ্গন করিয়া (জড়াইয়া ধরিয়া) শুইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থা হইলেও ধনহানির ভয়ে কাহাকেও কিছু বলেন নাই।

একদিন তাঁহার ভার্যা আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জন করিতে করিতে বলিলেন—'স্বামিন, আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে?'

'না, আমার কোন অসুখ হয় নাই।'

'রাজা কি আপনার উপর কুপিত হইয়াছেন?'

'না, রাজাও কুপিত হন নাই।'

'তাহা হইলে কি আপনার পুত্র-কন্যারা বা দাসকর্মকর ব্যক্তিরা আপনার অপ্রিয় কোন কাজ করিয়াছে?' 'না, তাহাও নহে।'

'কোন কিছুর প্রতি কি আপনার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে?'

ইহা উক্ত হইলে ধনহানির ভয়ে নিঃশব্দে শুইয়া থাকিলেন। তখন ভার্যা তাঁহাকে বলিলেন—'বলুন স্বামিন, কোন কিছুর প্রতি কি আপনার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে?' তিনি কথা গলাধঃকরণের ন্যায় বলিলেন—

'হ্যাঁ আমার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে।' 'প্রভু, কিসের জন্য?' 'আমি পিষ্টক খাইতে ইচ্ছা করি।' 'আমাকে আগে বলেন নাই কেন? আপনি কি দরিদ্র? আমি সকল শহরবাসিদের খাইবার উপযুক্ত পিষ্টক তৈরি করিব।'

'তাহারা কেন? তাহারা নিজের কর্মের দ্বারা রোজগার করিয়া খাইবে।'

'তাহা হইলে শুধু প্রতিবেশিদের খাইবার উপযুক্ত পিষ্টক তৈরি করিব।'

'আমি জানি, তোমার খুব টাকার গরম।'

'তাহা হইলে, এই গৃহের সকলের জন্য (পাঠান্তর : এই গৃহের চতুর্দিকের লোকজনের জন্য) তৈরি করিব।'

'আমি জানি তুমি খুব অমিতব্যয়ী।'

'তাহা হইলে আপনার স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিব।' 'কেন, ইহারা সকলে খাইবে কেন?' 'তাহা হইলে, আপনার আর আমার জন্য তৈরি করিব।' 'তুমি খাইবে কেন?' 'বেশ, শুধু আপনার জন্যই পিষ্টক তৈরি করিব।' 'কিন্তু এখানে পিষ্টক তৈরি করিলে আশেপাশের লোকেরা বুঝিতে পারিবে। তুমি ভাল চাউল রাখিয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা চাউল, রন্ধনের সাজ-সরঞ্জাম, অল্প দুধ, ঘি, মধু, গুড় সঙ্গে নাও এবং এই সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলে পিঠা প্রস্তুত কর, সেখানে আমি একাকী বসিয়া খাইব।'

ভার্যা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে উঠিয়া দাসীদের বিদায় দিয়া শ্রেষ্ঠীকে ডাকিলেন। তিনি প্রথম তল হইতে শুরু করিয়া সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া, দরজায় খিল দিয়া ক্রমশ সপ্ততলে আরোহণ করিয়া দরজায় খিল দিয়া বসিলেন। তাঁহার ভার্যাও চুল্লিতে আগুন জ্বালিয়া তাহাতে চাটু চাপাইয়া পিষ্টক তৈরি করিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্তা প্রাতকালেই মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরকে ডাকিয়া

kalpataru boi PDF

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—মৌদগল্যায়ন, দেখ রাজগৃহের নিকটে সক্কার নামক শহরে কৃপণ শ্রেষ্ঠী 'পিষ্টক খাইব' বলিয়া অন্যদের দর্শনভয়ে সপ্তভূমিক প্রাসাদে (প্রাসাদের উপরি তলে) পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছে। তুমি সেখানে যাইয়া শ্রেষ্ঠীকে দমিত করিয়া ও শান্ত করিয়া দুধ, ঘি, মধু, গুড়সহ পিষ্টকসমূহ এবং জায়াপতি উভয়কে লইয়া নিজের ঋদ্ধি প্রভাবে জেতবনে লইয়া আইস। অদ্য আমি পঞ্চশত ভিক্ষুদের সঙ্গে এই বিহারে বসিয়া পিষ্টকের দ্বারা আহার কৃত্য সম্পাদন করিব।'

স্থবির 'ভন্তে, তাহাই হউক' বলিয়া শাস্তার বচনে সম্মতি প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে সেই শহরে যাইয়া সেই প্রাসাদের গবাক্ষদ্বারে অন্তর্বাস ও বহির্বাস সুপরিহিত হইয়া দাঁড়াইলেন যেন আকাশে একটি মণিময় মূর্তি দণ্ডায়মান। স্থবিরকে দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর বুক কাঁপিতে লাগিল। তিনি চিন্তা করিলেন—

'আমি ইহাদের দর্শনভয়ে এখানে আসিয়াছি। আর এই ভিক্ষু আকাশপথে আসিয়া গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে!' তিনি জানেন না যে ঐ ভিক্ষু যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা অবশ্যই পাইবেন। আগুনে প্রক্ষিপ্ত হইতে লবণ শর্করাদির যে তট্ তট্ শব্দ হয় সেইরূপ ক্রোধে গজ্ গজ্ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে বলিলেন—'হে শ্রমণ, আকাশে স্থিত হইয়াই বা তুমি কি পাইবে? আকাশে অপদে পদ দশাইয়া এদিকে ওদিকে চংক্রমণ করিয়াই বা তুমি কি পাইবে? স্থবির ঐ স্থানেই চংক্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'চংক্রমণ করিয়া তুমি কি লাভ করিবে? আকাশে পর্যাঙ্কবদ্ধ (পদ্মাসনে বসিয়া) হইয়া বসিয়া থাকিলেও তুমি কিছু পাইবে কি?' স্থবির আকাশে পদ্মাসনে বসিলেন। তখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠী বলিলেন—

'আকাশে বসিয়া থাকিয়াই বা কি পাইবে? জানালার চৌকাঠে দাঁড়াইয়াই বা কি পাইবে?' স্থবির জানালায় চৌকাঠে দাঁড়াইলেন।

'তুমি চৌকাঠে দাঁড়াইয়াই বা কি পাইবে? চতুর্দিকে ধুমায়িত করিলেই বা কি পাইবে?'

স্থবির ধুমায়িত করিলেন। সমস্ত প্রাসাদ ধুমায়িত হইল। শ্রেষ্ঠীর চোখে যেন সূঁচবিদ্ধ হইতেছে। তিনি তখন প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হইবে ভাবিয়া 'তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়াই বা কি পাইবে?' ইহা না বলিয়া ভাবিলেন—'এই শ্রমণ তো নাছোড়বান্দা, না লইয়া যাইবে না। তাহাকে একটি পিষ্টক দেওয়াইব।' ইহা ভাবিয়া ভার্যাকে বলিলেন—'ভদ্রে, শ্রমণকে একটি ক্ষুদ্র পিষ্টক বানাইয়া দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দাও।' ভার্যা সামান্য মাত্র পিষ্টকের গোলা চাটুতে দিল। [কিন্তু কি অদ্ভুত] পিষ্টক বিশালাকার ধারণ করিয়া চাটুপূর্ণ করিয়া উপছাইয়া পড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া শ্রেষ্ঠী 'তুমি নিশ্চয়ই বেশি গোলা দিয়া ফেলিয়াছ' বলিয়া স্বয়ং দর্বীকর্ণের দ্বারা (হাতা দ্বারা) সামান্য পিষ্টক গোলা চাটুতে নিক্ষেপ করিলেন। পিষ্টক পূর্বাপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তারপর আরও কম দিলেও

http://kalpataruboi.org

পূর্বাপেক্ষা আরও বৃহত্তর হইল—এইভাবে চলিতেই থাকে। ইহাতে হতাশ হইয়া শ্রেষ্ঠী ভার্যাকে বলিলেন—'ইহাকে একটি পিষ্টক দাও।'

ভার্যা পাত্র হইতে একটি পিষ্টক লইতে গিয়া দেখিল যে সমস্ত পিষ্টক গায়ে গায়ে লাগিয়া একটি পিষ্টকে পরিণত হইয়াছে। সে তখন শ্রেষ্ঠীকে বলিল—'প্রভু, সমস্ত পিষ্টক একটিতে পরিণত হইয়াছে। আলাদা আলাদা করিতে পারিতেছি না।' শ্রেষ্ঠী 'দাও, আমি করিব' বলিয়া চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। উভয়ে তখন পিষ্টকের এক একটি কোণ ধরিয়া টানাটানি করিয়াও পিষ্টকের জট ছাড়াইতে পারিলেন না। পিষ্টকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ঝরিল এবং তাঁহার তৃষ্ণা দূর হইল। তিনি তখন ভার্যাকে বলিলেন—'ভদ্রে, আমার আর পিষ্টকের প্রয়োজন নাই।'

'তুমি চুপড়িশুদ্ধ পিষ্টক ইহাকে প্রদান কর।' ভার্যা চুপড়িশুদ্ধ পিষ্টক আনিয়া স্থবিরকে প্রদান করিল। স্থবির তখন উভয়ের নিকট ধর্মদেশনা করিলেন। ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা করিলেন। বলিলেন—'দেখ দান আছে, দানের ফলও আছে' এই বলিয়া প্রদত্ত দানাদির ফল গগনতলে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহাদিগকে দর্শন করাইলেন।

তাহা শুনিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'ভন্তে, ভিতরে আসিয়া এই পালঙ্কে বসিয়া আহার করুন।'

'হে মহাশ্রেষ্ঠী, সম্যকসম্বুদ্ধ 'পিষ্টক খাইব' বলিয়া পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনারাও যদি যাইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে আমি লইয়া যাইব। শ্রেষ্ঠী ভার্যাকে পিষ্টকাদি এবং ক্ষীর প্রভৃতিকে সঙ্গে লইতে বলুন। আমরা শাস্তার নিকট যাইব।' 'ভন্তে, এখন শাস্তা কোথায় আছেন?' 'মহাশ্রেষ্ঠী, এখান হইতে পঁয়তাল্লিশ যোজনের মাথায় জেতবন বিহারে আছেন।' 'ভন্তে, কাল বিলম্ব না করিয়াও এত দীর্ঘপথ আমরা কিভাবে অতিক্রম করিব?'

'মহাশ্রেষ্ঠী, যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমি আমার ঋদ্ধিবলে লইয়া যাইব। আপনাদের প্রাসাদে সোপানের অগ্রভাগ নিজস্থানেই থাকিবে, শেষভাগ জেতবন দ্বারকোষ্ঠকে হইবে। প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নে অবতরণে যে সময় ঐ সময় মধ্যেই জেতবনে লইয়া যাইব।' মহাশ্রেষ্ঠী 'সাধু ভন্তে' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন।

স্থবির সোপানশীর্ষকে তদ্রূপ করিয়া 'সোপানপাদমূলে জেতবন দ্বারকোষ্ঠকে হউক' বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাহাই হইল। এইভাবে স্থবির শ্রেষ্ঠীকে এবং শ্রেষ্ঠীভার্যাকে প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নে অবতরণে যে সময় লাগে তদপেক্ষাও ক্ষিপ্রগতিতে জেতবনে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়ে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে আহারের সময় হইয়াছে। শাস্তা ভোজনালয়ে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত প্রজ্ঞাপ্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে হাত ধুইবার জল দিলেন। শ্রেষ্ঠীভার্যা তথাগতের পাত্রে পিষ্টক প্রদান করিলেন। শাস্তা নিজের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিলেন; পঞ্চশত

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুও নিজেদের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিলেন। শ্রেষ্ঠী দুধ, ঘি, মধু, গুড়াদি দিতে দিতেও শেষ করিতে পারিলেন না। শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত ভোজনকৃত্য সম্পাদন করিলেন। মহাশ্রেষ্ঠীও ভার্যার সহিত যথেচ্ছ খাইলেন। পিষ্টক শেষ হইবার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। বিহারস্থ অন্যান্য সকল ভিক্ষুদের এবং বিহারস্থ ভূক্তাবশিষ্ট ভোজীদের দিয়াও পিষ্টক শেষ করা গেল না। ভগবানকে জানানো হইল—'ভন্তে, পিষ্টক শেষ হইতেছে না।'

'তাহা হইলে জেতবন দ্বারকোষ্ঠকে ফেলিয়া দাও।'

তখন দ্বারকোষ্ঠকের অবিদূরে গৃহস্থানে পিষ্টকগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। অদ্যাপি সেই স্থান 'পিষ্টকগুহা' বলিয়া পরিচিত হয়। মহাশ্রেষ্ঠী ভার্যার সহিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। ভগবান দান অনুমোদন করিলেন। অনুমোদনাবসানে উভয়ে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া দ্বারকোষ্ঠকে সোপানে আরোহণ করিয়া নিজের প্রাসাদের উপরিতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর হইতে শ্রেষ্ঠী তাঁহার অশীতি কোটি ধন বুদ্ধশাসনেই দান করিলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় সম্মিলিত হইয়া মৌদগল্যায়ন স্থবিরের গুণের কথা আলোচনা করিতেছিলেন—

'বন্ধুগণ, দেখুন, মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরের কি প্রভাব! বিশ্বাস এবং ভোগ কোনটাই নষ্ট না করিয়া কিভাবে তিনি মুহূর্ত মধ্যে কৃপণ শ্রেষ্ঠীকে দমিত করিয়া, শান্ত করিয়া পিষ্টকাদিসহ লইয়া জেতবনে আনিয়া শাস্তার সম্মুখস্থ করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অহো! স্থবিরের কি অসাধারণ প্রভাব!' শাস্তা দিব্যকর্ণে তাঁহাদের কথা শুনিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে ভন্তে।'

হে ভিক্ষুগণ কুলদমনকারী ভিক্ষু এইভাবে বিশ্বাস ও ধন কোনটাই নষ্ট না করিয়া ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণ গন্ধ নষ্ট না করিয়া রেণু (এ স্থলে মধু) লইয়া চলিয়া যায় তদ্রূপ কুলকে উপদ্রুত ও অপমানিত না করিয়া উপস্থিত হইয়া বুদ্ধগুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, আমার পুত্র মৌদগল্যায়ন ঠিক তদ্রূপ।' এই কথা বলিয়া স্থবিরের প্রশংসা করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণ কিংবা গন্ধ নষ্ট না করিয়া কেবল মধু আহরণ করিয়া পলাইয়া যায়, মুনিগণও গ্রামমধ্যে (লোকালয়ে) সেইরূপভাবে বিচরণ করেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪৯

তথায় 'ভ্রমর' অর্থাৎ যে কোন মধুকরজাতি। 'পুষ্পকে' পুষ্পোদ্যানে বিচরণকালে পুষ্পের বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট না করিয়া বিচরণ করে এই অর্থ। 'পলাইয়া যায়' অর্থাৎ এইভাবে বিচরণ করিয়া যথেচ্ছ রস পান করিয়া মধু তৈরি করিবার জন্য পলাইয়া পুষ্পান্তরে গমন করে। সেই ভ্রমর এইভাবে গহন বনে প্রবেশ

http://kalpataruboi.org

করিয়া কোন বৃক্ষকোটরে উক্ত রসমিশ্রিত রস রাখিয়া ক্রমশ মধুর রসযুক্ত মধু উৎপন্ন করে। সে পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করাকালে পুষ্পের বর্ণ গন্ধ বিনষ্ট হয় না। সমস্তই স্বাভাবিক থাকে। 'সেইরূপভাবে মুনিগণ গ্রামে বিচরণ করেন' এইভাবে শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্য ভেদে অনাগারিক মুনি কুলানুক্রমে (অর্থাৎ কোন গৃহ বাদ না দিয়া) গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার গ্রামে বিচরণকালে কোন কুলের শ্রদ্ধাহানি বা ভোগহানি হয় না। শ্রদ্ধা এবং ভোগ স্বাভাবিকই থাকে। এইভাবে বিচরণ করিয়া (গ্রাম হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া শৈক্ষ্যমুনি গ্রামের বাহিরে উদকসুলভ স্থানে সঙ্ঘাটি বিছাইয়া উপবেশন করিয়া অক্ষভঞ্জন-ব্রণপ্রতিচ্ছাদন-পুত্রমাংসোপমাদিবশে প্রত্যবেক্ষণ করত পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া অনুরূপভাবে বনসণ্ডে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মিক কর্মস্থানকে সংমর্শন করিতে করিতে চারিমার্গ এবং চারি শ্রামণ্যফল হস্তগত করিয়া থাকেন। অশৈক্ষ্যমুনি ইহজন্মেই নির্বাণসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। এইভাবে ভ্রমরের সহিত মধুকরণ সাদৃশ্য জানিতে হইবে। আলোচ্যস্থলে ক্ষীণস্রব (অর্হৎই) অভিপ্রেত।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিলেন। শাস্তা এই ধর্মদেশনা ভাষণ করিয়া (মৌদগল্যায়ন) স্থবিরের আরও গুণের প্রশংসা করিবার জন্য 'হে ভিক্ষুগণ এইজন্মে মৌদগল্যায়ন কৃপণ শ্রেষ্ঠীকে দমিত করিয়াছে। পূর্বেও দমন করিয়া কর্মফল সম্বন্ধে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন' বলিয়া এই ঘটনা প্রকাশ করিতে অতীতবস্তু আহরণ করিয়া ইল্লিশ জাতক (জাতক নং-৭৮) বর্ণনা করিয়া বলিলেন—'উভয়েই খঞ্জ, উভয়েই কুর্ণী, উভয়েই বিষমচক্ষুক, উভয়েরই জড়ুল উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ত ইল্লিশকে দেখিতেছি না।'

কৃপণ কোসিয় শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান সমাপ্ত

পাবেয়্যক আজীবকের উপাখ্যান—৬

৭. ন পরেসং বিলোমানি, ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনো'ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ।...৫০

অনুবাদ : অপরের পরুষ বা কর্কশ কথায় কান দিও না; অপরে কি করেছে বা করেনি তাও দেখবার দরকার নেই। নিজের কাজ কি করা হয়েছে আর হয়নি সেটাই দেখা প্রয়োজন।

অন্বয় : ন পরেসং (পরের) বিলোমানি (বিচ্যুতি) ন পরেসং কতাকতং (পরের কৃত ও অকৃত কার্য) [লক্ষ করবে না], অত্তনো এব (আত্মার, নিজের) কতানি অকতানি চ (কৃত ও অকৃত কাজসমূহ) অবেক্‌খেয্য (দেখা উচিত)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কাজ করতে গেলে সমালোচনাই জোটে বেশি, প্রশংসা মেলে সামান্যই। অনেক সময় নিন্দুকের গলা অকারণেই সোচ্চার হয়ে উঠে। এই কথা যিনি জানেন তিনি যেমন পরের নিন্দায় কান দেবেন না, তেমনি নিজে লিপ্ত হবেন না পরনিন্দায়, পরচর্চায়। দৃষ্টিটা বাইরের থেকে অন্তরের দিকে ফেরালেই দেখা যাবে নিজেরই কত কাজ করতে বাকী। সেখানে অপরের ছিদ্র অনুসন্ধান

http://kalpataruboi.org

করবার সময় কোথায়? আত্মানুসন্ধানের পথই হল সঠিক পথ, উন্নতির পথ।

'অন্যের দোষদর্শী হইও না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে পাবেয়্য (পাঠান্তর : পাঠিক) নামক আজীবককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে জনৈকা গৃহপত্নী পাবেয়্য নামক আজীবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট প্রতিবেশি মনুষ্যগণ শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া 'অহো! বুদ্ধগণের ধর্মদেশনা অদ্ভুত' ইত্যাদি নানাভাবে বুদ্ধগুণের কথা বলিতেছিলেন। গৃহপত্নী বুদ্ধগণের গুণকথা শুনিয়া বিহারে যাইয়া ধর্মশ্রবণে ইচ্ছুক হইলেন এবং আজীবককে এই কথা জানাইলেন—'আর্য, আমি বুদ্ধের নিকট যাইব।'

'না, যাইবেন না।' গৃহপত্নী বারবার যাইবার কথা জানাইলে আজীবক বারবার নিষেধ করিলেন। তখন গৃহপত্নী চিন্তা করিলেন—

'ইনি আমাকে বিহারে যাইয়া ধর্ম শুনিতে দিলেন না। আমি শাস্তাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ধর্মশ্রবণ করিব' এই চিন্তা করিয়া সায়াহ্ন সময়ে পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'যাও বাছা, আগামীকল্যের জন্য আমাদের বাড়িতে বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।' সে যাইবার সময় আজীবকের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বসিল। আজীবক তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় যাইতেছ।' 'মায়ের কথামত বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছি।' 'তাহার নিকট যাইও না।' 'না আর্য, আমি মাকে ভয় করি। আমি যাইব।' 'এর জন্য (বুদ্ধের জন্য) যা খাদ্য-ভোজ্য তৈরি হইবে আমরা দুইজনে খাইব। তুমি যাইয়ো না।' 'না আর্য, মা আমাকে তর্জন করিবেন।' 'তাহলে যাও, যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া 'আমাদের বাড়ি অমুক জায়গায়, অমুক রাস্তায় বা অমুক রাস্তা দিয়া যাইতে হয়' বলিয়া দিবে না। তুমি এমন ভাব দেখাইবে যে তোমরা যেন নিকটেই থাক! তারপর অন্য রাস্তা ধরিয়া পলাইয়া আসিবে।'

সে আজীকের কথা শুনিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আজীবক যেইভাবে বলিয়াছেন সেইভাবে সব করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া 'তুমি কি করিয়াছ' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'আর্য, সমস্তই করিয়াছি।'

'তুমি ভালই করিয়াছ। তাঁহার জন্য যাহা প্রস্তুত করা হইবে আমরা দুইজনেই খাইব' বলিয়া আজীবক পরের দিন সকালেই তাঁহার বাড়ি গিয়া উপস্থিত। (গৃহপত্নীর) পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ দিকের প্রকোষ্ঠে নীরবে বসিয়া থাকিল।

প্রতিবেশি মনুষ্যগণ তাঁহার গৃহ গোবর জলের দ্বারা লেপন করিয়া লাজ (খই) প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পুষ্প ছড়াইয়া শাস্তার উপবেশনের জন্য মহার্ঘ্য আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন। যাঁহারা বুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত নহেন তাঁহারা আসন প্রজ্ঞাপ্ত (অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধগণের আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিতে হয়) জানেন না। বুদ্ধগণের মার্গ প্রদর্শকের প্রয়োজন নাই। বোধিমূলে দশসহস্র লোকধাতু প্রকম্পিত করিয়া

http://kalpataruboi.org

সম্বোধিপ্রাপ্তির দিবসেই তাঁহাদের 'এই মার্গ নরকে যাইতেছে, এই মার্গ তির্যক যোনিতে, এই মার্গ প্রেতলোকে, এই মার্গ মনুষ্যলোকে, এই মার্গ দেবলোকে, এই মার্গ অমৃতময় মহানির্বাণে এইভাবে সমস্ত মার্গ প্রকট হইয়াছে। গ্রাম-নিগমের মার্গের তো কথাই নাই। সেই জন্য শাস্তা প্রাতকালেই পাত্র-চীবর লইয়া মহাউপাসিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। উপাসিকা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া উপবেশন করাইয়া দক্ষিণহস্ত উদকের দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করিলেন। উপাসিকা শাস্তার আহারকৃত্য সম্পন্ন হইলে দানানুমোদন করাইবার জন্য শাস্তার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে দানানুমোদনের জন্য ধর্মকথা ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপাসিকা 'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ দিতে দিতে ধর্মশ্রবণ করিলেন। আজীবকও গৃহের পশ্চাৎ কক্ষে বসিয়া সাধুবাদ দিয়া ধর্মশ্রবণকারিণীর শব্দ শুনিয়া সহ্য করিতে পারিল না। 'এখন তো এই উপাসিকা আমার থাকিতেছে না' চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া 'হে কালকর্ণি, তুমি এই ব্যক্তির সৎকার করিয়া বিনষ্টা হইয়াছ' ইত্যাদি নানা প্রকারে উপাসিকা এবং শাস্তাকে তিরস্কার করিয়া পলায়ন করিল। উপাসিকা তাহার কথায় লজ্জিত হইয়া বিচলিতচিত্ত হইয়া বুদ্ধের ধর্মদেশনায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে উপাসিকে, মনকে দেশনানুগত করিতে পারিতেছ না, নয় কি?'

'ভন্তে, ইহার (আজীবকের) কথায় আমার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে।'

শাস্তা—'এইরূপ বিপরীতধর্মী ব্যক্তির কথা মনে বারবার জল্পনা করা উচিত নহে। এইরূপ বিপরীত কথা মনে জল্পনা না করিয়া নিজের কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম অবলোকন করা উচিত।'

এই বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—'অন্যের দোষদর্শী হইবে না। অন্যের কৃত এবং অকৃতকে দেখিবে না। নিজেরই কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম দেখা উচিত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৫০

তথায় 'অন্যের দোষদর্শী হইবে না' অর্থাৎ অন্যদের কর্কশ মর্মচ্ছেদী কথা মনে আনিবে না। 'অন্যদের কৃত এবং অকৃতকে' অর্থাৎ 'ঐ উপাসক অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন, তাহার গৃহে এক চামচ ভিক্ষাও দেয় না, শলাকাহারাদি দেয় না, চীবরাদি-প্রত্যয়দান দেয় না। তেমনই ঐ উপাসিকা অশ্রদ্ধাবতী, অপ্রসন্না; তাহার গৃহে এক চামচ ভিক্ষাও দেয় না। শলাকাহারাদি দেয় না, চীবরাদি প্রত্যয় দান দেয় না। তেমনই ঐ ভিক্ষু অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন, উপাধ্যায় ব্রতও করে না, আচার্য ব্রতও করে না, আগন্তুক ব্রত, গন্তুক ব্রত, চৈত্যাঙ্গণ ব্রত, উপোসথাগার ব্রত, ভোজনশালা ব্রত, স্নানাঘর ব্রতাদি পালন করে না। তাহার ধুতাঙ্গও নাই, ভাবনায় উৎসাহমাত্রও নাই।' এইভাবে অন্যদের কৃত এবং অকৃত বিষয়ে নজর দিবে না।'

'নিজেরই... ... দেখা উচিত' অর্থাৎ 'কিভাবে আমার দিবারাত্র অতিবাহিত হইতেছে' প্রব্রজিতকে সর্বদা তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই উপদেশ

http://kalpataruboi.org

অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধা প্রব্রজিত কুলপুত্র 'আমি কি অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া ধ্যানযোগে কর্ম করিতে সক্ষম হইয়াছি' এইভাবে নিজের কৃত-অকৃত অবলোকন (প্রত্যবেক্ষণ) করিবে।

দেশনাবসানে সেই উপাসিকা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

পাবেয়্যক আজীবকের উপাখ্যান সমাপ্ত

ছত্রপাণি উপাসকের উপাখ্যান—৭

৮. যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।

৯. যথাপি রুচিরং পুপ্‌ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।...৫১-৫২

অনুবাদ : যেসব ভাল ভাল কথা কখনই কাজে লাগান হয় না তা রঙ-বেরঙের বাহারে, অথচ গন্ধহীন ফুলের মতই বৃথা। সুন্দর, রঙিন ফুল সুগন্ধময় হলে তা যেমন সার্থক, তেমনি ভাল কথা কাজে পরিণত হলে তবেই তার সার্থকতা।

অন্বয় : যথাপি (যেরূপ) রুচিরং (রুচিসম্পন্ন) বণ্ণবন্তং (বর্ণযুক্ত) অগন্ধকং (গন্ধবিহীন) পুপ্‌ফং (পুষ্প) এবং (সেইরূপ) সুভাসিতা বাচা (সুভাষিত বাক্য) অকুব্বতো (কার্যে পরিণত না করলে) অফলা হোতি (নিষ্ফল হয়)। যথাপি রুচিরং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং পুপ্‌ফং (যেরূপ মনোহর বর্ণবিশিষ্ট সুগন্ধ পুষ্প) এবং সুভাসিতা বাচা (সেরূপ সুভাষিত বাক্য) সকুব্বতো (কার্যে পরিণত হলে) সফলা হোতি (সফল হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : রঙ আর রূপের আবেদন চোখের কাছে, সুগন্ধ পৌঁছায় হৃদয়ে। তাই ফুলের সার্থকতা তার রঙের বাহারে নয়, রূপের চটকেও নয়, তা হল তার সৌরভে। গন্ধহীন ফুলের রূপ বৃথা। তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি চটকদার কথার কোন অর্থ নেই, যদি বক্তা তার ছিটেফোঁটাও কাজে না লাগায়। সদুপদেশের মূল্য তার প্রয়োজনে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাল কাজও পর্বতপ্রমাণ বাচালতার থেকে অনেক বেশি দুষ্কর। তাই উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই—অভাব কথাকে কার্যে পরিণত করবার লোকের।

'যেমন সুন্দর পুষ্প' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে ছত্রপাণি উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে ছত্রপাণি নামক উপাসক ত্রিপিটকধর এবং অনাগামী ছিলেন। তিনি প্রাতকালেই উপোসথিক হইয়া শাস্তার সেবায় চলিয়া যাইতেন। অনাগামী আর্যশ্রাবকদের সমাদানবশে (অর্থাৎ পূর্বেই তাঁহারা উপোসথকর্মাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন এইজন্য) উপোসথকর্ম নাই। (স্রোতাপত্তি ইত্যাদি) মার্গের দ্বারাই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য, একাহারিক ইত্যাদি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাই বলা

http://kalpataruboi.org

হইয়াছে—'মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার একাহারিক, ব্রহ্মচারী, শীলবান, কল্যাণধর্মী।' এইভাবে অনাগামীরাও স্বাভাবিকভাবেই একাহারিক এবং ব্রহ্মচারী। তিনিও তদ্রূপ উপোসথিক হইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করিবার জন্য উপবেশন করিয়াছেন। সেই সময়ে রাজা পসেনদি কোশল শাস্তার সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ছত্রপাণি উপাসক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া 'আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে কি?' চিন্তা করিয়া 'আমি রাজাধিরাজ বুদ্ধের নিকট বসিয়া আছি। অতএব প্রদেশরাজকে (অর্থাৎ বুদ্ধ যদি রাজ্যের রাজা হন তাহা হইলে পসেনদি সেই তুলনায় অবশ্যই প্রদেশরাজ) দেখিয়া উঠিয়া পড়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। হয়ত আমি উঠিয়া না দাঁড়াইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও আমি উঠিব না। রাজাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে রাজা সম্মানিত হইবেন, বুদ্ধ নহেন। অতএব আমি উঠিব না।' এই ভাবিয়া উঠিলেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অধিক সম্মানিত ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তি উঠিয়া না দাঁড়াইলে ক্রুদ্ধ হন না। রাজা কিন্তু তাঁহাকে উঠিতে না দেখিয়া কোপিতমানস হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে বসিলেন। শাস্তা তাঁহার কোপিতভাব দেখিয়া বলিলেন—

'মহারাজ, এই ছত্রপাণি উপাসক পণ্ডিত, দৃষ্টধর্ম (অর্থাৎ যিনি সত্যকে জানিয়াছেন), ত্রিপিটকধর মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে কুশলী' এই বলিয়া উপাসকের গুণগান করিলেন। তাঁহার গুণকথা শুনিয়া রাজার চিত্ত কিছুটা প্রসন্ন হইল।

একদিন রাজা উপরি প্রাসাদে দাঁড়াইয়া দেখিলেন ছত্রপাণি উপাসক আহারান্তে ছাতা মাথায় দিয়া জুতা পায়ে দিয়া রাজাঙ্গণ দিয়া যাইতেছেন। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তখন ছাতা এবং জুতা একদিকে রাখিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে উপাসক, আপনি ছাতা আর জুতা অপসারিত করিলেন কেন?'

'রাজা ডাকিতেছেন শুনিয়া দূরে রাখিয়া আসিয়াছি।'

'অদ্য আপনি আমার রাজাভাব জানিলেন?'

'মহারাজ, সর্বদাই আপনার রাজাভাব আমি জানি।'

'যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেইদিন কেন আপনি শাস্তার নিকট উপবিষ্ট থাকিয়া আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন না?'

'মহারাজ, রাজাধিরাজের নিকট বসিয়া প্রদেশরাজকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে শাস্তাকে অবমাননা করা হইত, তাই উঠি নাই।'

'বেশ, তাহাই মানিয়া লইলাম। আপনি নাকি ইহলোক পরলোকের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে কুশলী, ত্রিপিটকধর, আমার অন্তঃপুরে ধর্মদেশনা করুন।'

'মহারাজ, পারিব না।'

'কেন?'

'মহারাজ, রাজবাড়ি অনেক দোষের। এখানে ভাল এবং মন্দ সমস্তই

http://kalpataruboi.org

গুরুতর ব্যাপার।'

'এইরূপ বলিবেন না। আগের দিন আমাকে দেখিয়াও না উঠিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন না।'

'মহারাজ, গৃহীদের বিচরণস্থানই দোষ সঙ্কুল। একজন প্রব্রজিতকে ডাকাইয়া ধর্মশ্রবণ করুন।'

'সাধু, আপনি যান' এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, মল্লিকাদেবী এবং বাসভ ক্ষত্রিয়া ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছুক। পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত যাইয়া প্রত্যহ আমার রাজবাড়িতে তাঁহাদের ধর্মদেশনা করুন।'

'মহারাজ, বুদ্ধগণ প্রত্যহ একস্থানে গমন করেন না।'

'ভন্তে, তাহা হইলে অন্য একজন ভিক্ষুকে দিন।'

শাস্তা আনন্দ স্থবিরের উপর ভারার্পণ করিলেন।

স্থবির প্রত্যহ যাইয়া তাঁহাদের ধর্মকথা শ্রবণ করান।

তাহাদের মধ্যে মল্লিকা সাদরে ধর্মশ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া আয়ত্ত্ব করিয়াছেন। কিন্তু বাসভ ক্ষত্রিয়া সাদরে শ্রবণও করেন নাই। হৃদয়ে ধারণও করেন নাই। আয়ত্ত্বও করেন নাই।

একদিন শাস্তা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আনন্দ, উপাসিকারা ধর্মশিক্ষা করিতেছেন কি?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'সাদরে কে গ্রহণ করিতেছে?'

'ভন্তে, মল্লিকা সাদরে গ্রহণ, ধারণ এবং আয়ত্ত্ব করিতে সমর্থ। কিন্তু আপনার জ্ঞাতিকন্যা সাদরে গ্রহণও করেন না, ধারণও করেন না এবং আয়ত্ত্ব করিতে অসমর্থ।

শাস্তা স্থবিরের কথা শুনিয়া—'আনন্দ, আমার কথিত ধর্ম সাদরে না শুনিলে, গ্রহণ না করিলে, ধারণ না করিলে, স্বয়ং দেশনা না করিতে পারিলে তাহা বর্ণসম্পন্ন অথচ অগন্ধক পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হয়। আর সাদরে শ্রবণাদি করিলে তাহার মহাফল হয়, মহানিশংস হয়।' এই কথা বলিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর পুষ্প গন্ধহীন হইলে নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য কার্যে পরিণত না হইলে (গন্ধহীন সুন্দর বর্ণযুক্ত পুষ্পের ন্যায়) নিষ্ফল হয়।—ধর্মপদ, শ্লোক-৫১

'যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে তাহা সফল হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলেই সফল হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৫২

তথায় 'মনোহর' শোভন। 'বর্ণযুক্ত' বর্ণসংস্থানসম্পন্ন। 'অগন্ধক' গন্ধবিরহিত কিংশুক, গিরিকর্ণিকা, জয়সুমনপুষ্পের (চীনা লাল গোপালের) ন্যায় সুগন্ধবিহীন।

http://kalpataruboi.org

'তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য' সুভাষিত বাক্য এই স্থলে ত্রিপিটকের বুদ্ধবচন। ইহাও বর্ণসংস্থানসম্পন্ন অগন্ধপুষ্প সদৃশ। অগন্ধপুষ্পকে যেমন যে ধারণ করে তাহার শরীর হইতে সুগন্ধ স্ফূরিত হয় না, তদ্রূপ এই সুভাষিত বাক্যকেও যে সাদরে শ্রবণাদির দ্বারা গ্রহণ করে না, তাহার সাদরে অগ্রহণ হেতু যাহা সেখান কর্তব্য, তাহা করা হয় না; ফলত শ্রুতগণ, বাক প্রতিপত্তি গন্ধ প্রবাহিত হয় না বলিয়া অফলা হয়। তাই বলা হইয়াছে—'এইরূপে সুভাষিত বাক্য কার্যে পরিণত না হইলে নিষ্ফল হয়।' 'সুগন্ধযুক্ত' অর্থাৎ চম্পক নীলোৎপলাদির সুগন্ধের ন্যায়। 'তদ্রূপ' যেমন সেই পুষ্পকে ধারণ করিলে শরীর হইতে সুগন্ধ স্ফূরিত হয়। তদ্রূপ ত্রিপিটক বুদ্ধবচন নামক সুভাষিত বাক্যও। 'প্রতিপালিত হইলে' যে শ্রবণাদির দ্বারা সাদরে সেখানে কর্তব্য করে, সেই ব্যক্তির নিকট এই সুভাষিত বাক্য সফল হয়। শ্রুতগন্ধ, বাকগন্ধ, প্রতিপত্তি গন্ধসমূহ প্রবাহিত হয় বলিয়া মহাফলদায়ী হয়, মহানিশংস হয়।

দেশনাবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন। দেশনা জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

ছত্রপাণির উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত

বিশাখার উপাখ্যান—৮

১০. যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কযিরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।...৫৩

অনুবাদ : একরাশি ফুল দিয়ে যেমন অনেক মালাই গাঁথা যায়, তেমনি এই মানবজন্মেও সাধন করা যায় অনেক সৎকাজ।

অন্বয় : যথাপি (যেমন) পুপ্ফরাসিম্হা (পুষ্পরাশি থেকে) বহু মালাগুণে কযিরা (নানাবিধ মালা গাঁথা যায়) এবং (তেমনি) জাতেন মচ্চেন (জন্মের পর মানুষের) বহুং কুসলং (অনেক কুশল, সৎকর্ম) কত্তব্বং (করা উচিত)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তার বিশুদ্ধিতে বা তার বিবেকেই নয়, তা তার হৃদয়েও। প্রেম, দয়া, পরোপকার, সেবা—এই সব সৎ প্রবৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত ফুলের মতই তার হৃদয়নন্দন সুরভিত করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ফুটে থাকাতেই ফুলের পরিপূর্ণ সার্থকতা নয়, তাদের চয়ন করে, একত্র করে নানা ছন্দে মালা গাঁথলে তবেই সৌন্দর্যে সৌরভে তারা আরো হৃদয়গ্রাহী, নানা ব্যবহারে আরো উপযোগী হয়ে উঠে। সদ্গুণগুলোও তেমনি হৃদয়ে আবদ্ধ থাকলে অসার্থক। একত্র করে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তবেই তাদের সার্থকতা। তার মধ্য দিয়েই আসে মানুষের অশেষ কল্যাণ। এই কল্যাণ কার দ্বারা কতটুকু সাধিত হল তাই হল জীবনের সাফল্যের আসল পরিমাপ।

'যেমন পুষ্পরাশি হইতে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীর নিকট পূর্বারামে অবস্থানকালে উপাসিকা বিশাখাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (বিশাখা) অঙ্গরাষ্ট্রে ভদ্দিয় নগরে মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর

http://kalpataruboi.org

অগ্রমহিষী সুমনাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তবর্ষ বয়ঃকালে শাস্তা শৈল ব্রাহ্মণাদির এবং তাঁহার জ্ঞাতিদের মার্গফল লাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে মেণ্ডক গৃহপতি সেই নগরে পাঁচজন মহাপুণ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠক হইয়া শ্রেষ্ঠীস্থান লাভ করিয়াছিলেন। পাঁচজন মহাপুণ্যবান হইতেছে—১. ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী, ২. চন্দ্রপদ্মা নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভার্যা, ৩. তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধনঞ্জয়, ৪. তাঁহার (ধনঞ্জয়ের) ভার্যা সুমনাদেবী এবং ৫. মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীর পূর্ণ নামক দাস। শুধুমাত্র মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীই নহেন রাজা বিম্বিসারের রাজ্যে পাঁচজন অমিতভোগশালী ছিলেন—১. জ্যোতিয়, ২. জটিল, ৩. মেণ্ডক, ৪. পূর্ণক এবং ৫. কাকবলিয়। তাহাদের মধ্যে এই মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী নিজেদের নগরে দশবল বুদ্ধ আসিয়াছেন শুনিয়া পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা কুমারী বিশাখাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা, তোমারও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। তোমার পঞ্চশত কুমারী পরিবারকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া পঞ্চশত দাসীগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া দশবল বুদ্ধের প্রত্যুদগমন কর।'

সেও 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাই করিল। করণীয় এবং অকরণীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশাখা যতটা দূরত্ব রথে যাওয়া যায় ততটা রথে যাইয়া তারপর রথ হইতে অবতরণ করিয়া পায়ে হাঁটিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। শাস্তা বিশাখার চরিত্রভেদে ধর্মদেশনা করিলেন। বিশাখা দেশনাবসানে পঞ্চশত কুমারীদের সহিত স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীও শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মকথা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবসে নিজে নিবেসনে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যর দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া এই উপায়ে অর্ধমাস মহাদান দিলেন। শাস্তা ভদ্দিয় নগরে যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই সময়ে বিম্বিসার এবং পসেনদি কোশল পরস্পরের ভগ্নীপতি ছিলেন। একদিন কোশলরাজ চিন্তা করিলেন—'বিম্বিসারের রাজ্যে পাঁচজন অমিত ভোগশালী মহাপুণ্যবান ব্যক্তি বাস করেন, আমার রাজ্যে সেই রকম একজনও নাই, অতএব আমি অবশ্যই বিম্বিসারের নিকট যাইয়া একজন মহাপুণ্যবানকে যাচঞা করিব।'

তিনি (পসেনদি) সেখানে যাইয়া রাজার দ্বারা সৎকৃত হইয়া 'কি কারণে আসিয়াছেন?' জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন—'আপনার রাজ্যে পাঁচজন অমিত ভোগশালী মহাপুণ্যবান ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের একজনকে আমাকে দিন।'

'এই সব মহাকুলদের চালিত করা অসম্ভব।'

'আমি না নিয়া যাইব না।'

http://kalpataruboi.org

রাজা তখন অমাত্যদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং দেখিলেন—

'জ্যোতিয় প্রভৃতি মহাকুলকে চালিত করা অর্থ পৃথিবীকে চালিত করা। মেণ্ডক মহাশ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী আছেন। তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতিবচন দিব' এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'বৎস, কোশলরাজ একজন ধনশ্রেষ্ঠীকে লইয়া যাইবেন বলিতেছেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে যাও।'

'মহারাজ, আপনি পাঠাইলে নিশ্চয়ই যাইব।'

'বৎস, তাহা হইলে প্রস্তুতি লইয়া যাও।'

তিনি (ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী) নিজের কর্তব্যকৃত সম্পন্ন করিলেন। রাজাও মহাসৎকার করিয়া 'একে লইয়া যান' বলিয়া রাজা পসেনদিকে বিদায় দিলেন। পসেনদি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে লইয়া পথিমধ্যে একরাত্রি বাস করিয়া যাইতে যাইতে একটি সুখকর স্থান পাইয়া সেখানে অবস্থান করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এটা কাহার রাজ্য?'

'হে শ্রেষ্ঠী, এটা আমার।'

'এখান হইতে শ্রাবস্তী কত দূরে?'

'সাত যোজনের মাথায়।'

'মহারাজ, নগরের অভ্যন্তরে অনেক বাধা-বিপত্তি। আমাদের পরিজনও বেশ বড়। যদি আপনার অনুমতি থাকে, তাহা হইলে এখানেই বাস করিব।'

রাজা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া অনুমতি দিয়া সেইস্থানে নগর পত্তন করিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই স্থানে সায়ংকালে বাস করা হেতু নগরের নাম রাখা হইল সাকেত।

শ্রাবস্তীতেও মিগারশ্রেষ্ঠীর পুত্র পূর্ণবর্ধন কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন মাতা-পিতা তাহাকে বলিলেন—'বৎস, তোমার পছন্দমত স্থানে একটি কন্যা দেখ।'

'আমার এইরূপ ভার্যার প্রয়োজন নাই।'

'পুত্র, এইরূপ করিও না। অপুত্রকে কুল থাকে না।' বারবার তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন—'তাহা হইলে পঞ্চকল্যাণসম্পন্ন কন্যা পাইলে আমি আপনাদের কথা রাখিব।'

'বৎস, সেই পঞ্চ কল্যাণ কি কি?'

'কেশকল্যাণ, মাংসকল্যাণ, অস্থিকল্যাণ, ত্বককল্যাণ এবং বয়ঃকল্যাণ।'

মহাপুণ্যবতী রমণীদের কেশ ময়ূরকলাপ সদৃশ। খোঁপা খুলিয়া দিলে অধোদিকে ছড়াইয়া নিবাসান্তকে স্পর্শ করিয়া ঘুরিয়া ঊর্ধ্বগ হইয়া অবস্থান করে। ইহারই নাম কেশকল্যাণ। দন্তাবরণ বিম্ব ফলসদৃশ, সুন্দর, সমান এবং সুখস্পর্শকর। ইহারই নাম মাংসকল্যাণ। দন্তসমূহ শুক্ল, সমান, অবিবর, হীরকপংক্তির ন্যায় ও সমচ্ছিন্ন শঙ্খপত্রের ন্যায় যেন সুসজ্জিত এবং শোভমান। ইহারই নাম অস্থিকল্যাণ। গাত্রবর্ণে কোথাও কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন নাই এবং নীলোৎপলদাম সদৃশ, স্নিগ্ধ কর্ণিকার পুষ্পদাম সদৃশ শুভ্র। ইহারই নাম

http://kalpataruboi.org

ত্বককল্যাণ। দশ সন্তানের জন্মদান করিয়াও একবার মাত্র সন্তানের জন্ম দিয়াছেন মনে হইবে—এইরূপ অবিগত যৌবনা। ইহারই নাম বয়ঃকল্যাণ। তখন তাহার মাতাপিতা অষ্টোত্তরশত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া বলিলেন—'পঞ্চকল্যাণসম্পন্ন মেয়ে পাওয়া যায় কি?'

'হ্যাঁ পাওয়া যায়।'

'তাহা হইলে এইরূপে মেয়ে খোঁজার জন্য আপনাদের মধ্যে আটজন যান' এই বলিয়া তাঁহাদের বহু ধন দিয়া 'আগতকালে কর্তব্যকৃত্য জানিব; যান এই রকম মেয়ের খোঁজ করুন। যদি পান তাহা হইলে ইহা পরিধান করাইবেন' বলিয়া লক্ষ মূল্যের সোনার হার দিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন।

তাঁহারা বড় বড় নগরে যাইয়া খোঁজ করিয়া পঞ্চকল্যাণ সমন্বাগত মেয়ে না দেখিয়া প্রত্যাবর্তনকালে এক বাৎসরিক উৎসবের দিনে সাকেতনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'অদ্যই আমাদের কর্মের সমাপ্তি ঘটিবে' এই চিন্তা করিলেন। সেই নগরে প্রতি বৎসরেই এই রকম উৎসব হয়। তখন যে সমস্ত পরিবারের মেয়েরা সাধারণত ঘরের বাহিরে যায় না, তাহারাও গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অপ্রতিচ্ছন্ন শরীরে পায়ে হাঁটিয়া নদীতীরে যায়। সেইদিন প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়ের পুত্রেরাও নিজের সমজাতীয়া সুন্দরী কুলকন্যা দেখিলে তাহাদের মস্তকে এই পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিব মনে করিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণগণও নদীতীরে একটি হলঘরে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্তে পঞ্চদশ ষোড়শবর্ষীয়া বিশাখা সমস্ত প্রকার আভরণে প্রতিমণ্ডিত হইয়া পঞ্চশত কুমারীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নদীতে যাইয়া 'স্নান করিব' চিন্তা করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হঠাৎ মেঘ করিয়া ভীষণ বারিবর্ষণ হইল। পঞ্চশত কুমারী দৌড়াইয়া হলঘরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের একজনকেও পঞ্চকল্যাণসম্পন্না দেখিলেন না। অনন্তর বিশাখা তাঁহার স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটিয়া হলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রালংকারসমূহ সিক্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মধ্যে চারিকল্যাণ দেখিয়া দন্ত দেখিতে উৎসুক হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—

'আমাদের এই কন্যাটি বড়ই অলস। এর স্বামী কঞ্জিকমাত্রও পাইবে না।' তখন বিশাখা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কি বলিতেছেন?'

'মা, তোমার কথাই বলিতেছি।' বিশাখার মধুর শব্দ কংসতাল স্বরের ন্যায় নির্গত হইল। তারপর পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন বলিতেছেন?'

'তোমার পরিবারের মেয়েরা বস্ত্রালংকার সিক্ত না করিয়া হলে প্রবেশ করিয়াছে। আর তুমি এইটুকু দূরত্ব দৌড়াইয়া আসিতে পারিলে না? বস্ত্রালংকার সিক্ত করিয়া আসিয়াছ। মা, তাহাই বলিতেছিলাম।'

'মহাশয়গণ, এইরূপ বলিবেন না। আমি ইহাদের অপেক্ষাও বড় কারণ থাকাতে ছুটিয়া আসি নাই।'

http://kalpataruboi.org

'মা, কি কারণ?'

'মহাশয়গণ, চারি প্রকার ব্যক্তির ছুটিয়া আসিলে শোভা পায় না, অন্য কারণও আছে।'

'মা, কোন চারি প্রকার ব্যক্তি ছুটিয়া আসিলে শোভা পায় না?'

'মহাশয়গণ, অভিষিক্ত রাজা সর্বাভরণ মণ্ডিত হইয়া কোমর বাঁধিয়া রাজাঙ্গণে দৌড়াইলে শোভা পায় না। রাজা কেন গৃহীর মত দৌড়াইতেছে বলিয়া লোকে নিন্দা করিবে। ধীরে ধীরে গমন করিলেই শোভা পায়।

'রাজার মঙ্গল হস্তিও অলঙ্কৃত করিলেই বেড়াইলে শোভা পায় না। হস্তির স্বাভাবিক লীলায় গমন করিলেই শোভা পায়। প্রব্রজিত ব্যক্তি ছুটিলে শোভা পায় না। 'কেন এই শ্রমণ গৃহীর ন্যায় ছুটিতেছে' বলিয়া সকলের নিকট নিন্দার্হ হন, শান্তভাবে গমন করিলেই শোভা পায়।

'নারী ছুটিলে শোভা পায় না। 'কেন এই নারী পুরুষের মত দৌড়াইতেছে' বলিয়া নিন্দনীয়ই হয়।

'মহাশয়গণ, এই চারি প্রকার ব্যক্তি দৌড়াইলে শোভা পায় না?'

'মা, অন্য কি কারণ?'

'মহাশয়গণ, মাতা-পিতা কন্যাকে সঠিকভাবে রক্ষা করিয়াই পোষণ করেন। কারণ আমরা হইলাম বিক্রয়ের পণ্যমাত্র। পরকুলে পাঠাইবার জন্যই আমাদের পোষণ করেন। যদি ছুটিতে যাইয়া পরিহিত বস্ত্রপ্রান্ত হইবে। ফলে আমরা সংসারের বোঝা হইয়াই থাকিব। প্রসাধন দ্রব্যাদি সিক্ত হইলে তো শুকাইবে। এই কারণেই আমি ছুটিয়া আসি নাই।'

ব্রাহ্মণগণ বিশাখা কথা বলিবার সময় তাহার দন্তসম্পত্তি দেখিয়া 'এইরূপ দন্তসম্পত্তি তো ইতিপূর্বে দেখি নাই' বলিয়া সাধুবাদ দিয়া 'মা, ইহা তোমারই উপযুক্ত' বলিয়া সেই সোনার হার তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। তখন বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়েরা, কোন নগর হইতে আসিতেছেন?'

'মা, শ্রাবস্তী হইতে।'

'শ্রেষ্ঠীকুলের নাম কি?'

'মা, মিগারশ্রেষ্ঠী।'

'আর্যপুত্রের নাম কি?'

'মা, পূর্ণবর্ধন কুমার।'

বিশাখা 'আমাদের সমান জাতিক' বলিয়া অনুমোদন করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আমাদের জন্য রথ পাঠান।' আগমনকালে তিনি পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু সুবর্ণমালা পরিধানের পর হইতে সেইভাবে যাওয়া শোভা পায় না। সম্ভ্রান্ত মেয়েরা রথাদিতেই যান। অন্যরা পায়ে হাঁটিয়া যান। ছত্র বা তালপত্র মাথায় দেন, তাহাও না থাকিলে পরিহিত বস্ত্রের আঁচল মাথায় দিয়া কাঁধে ফেলিয়া যান। বিশাখার পিতা পাঁচশত রথ পাঠাইলেন। বিশাখা সপরিবারে রথে আরোহণ করিয়াই গেলেন। ব্রাহ্মণগণও একটি রথে

http://kalpataruboi.org

করিয়া গেলেন। তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা হইতে আসিতেছেন?'

'হে মহাশ্রেষ্ঠী, শ্রাবস্তী হইতে।'

'আপনাদের শ্রেষ্ঠীর নাম কি?'

'মিগার শ্রেষ্ঠীই তাঁহার নাম।'

'পুত্রের নাম কি?'

'হে মহাশ্রেষ্ঠী, তাহার নাম পূর্ণবর্ধন কুমার।'

'ধনের পরিমাণ কত?'

'মহাশ্রেষ্ঠী, চল্লিশ কোটি।'

'ধন তো আমাদের তুলনায় খুবই সামান্য। মেয়ের জন্য যখন একজন রক্ষক পাওয়া গিয়াছে, অন্য কিছুর আমার প্রয়োজন নাই' বলিয়া অনুমতি দিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণদের সৎকার করিয়া এক-দুইদিনে রাখিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা শ্রাবস্তীতে যাইয়া মিগার শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—

'মেয়ে পাওয়া গিয়াছে।'

'কাহার মেয়ে?'

'ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর।'

তিনি 'মহাকুলের মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, শীঘ্রই লইয়া আসিতে হইবে' বলিয়া সেখানে যাইবার কথা রাজাকে জানাইলেন। রাজা বলিলেন—'এই মহাকুলকে আমি রাজা বিম্বিসারের নিকট হইতে আনিয়া সাকেতে বসাইয়াছি। তাঁহার সম্মান করা উচিত। আমিও যাইব। তিনি 'বেশ মহারাজ, তাহাই হউক' বলিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—

'আমাদের সঙ্গে রাজাও আসিবেন। রাজার তো বলবাহন অনেক। ইহাদের যথাকর্তব্য করিতে পারিবেন তো?' ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন—

'যদি দশজন রাজাও আসেন, আসিতে পারেন।' তখন মিগারশ্রেষ্ঠী সেই মহা (শ্রাবস্তী) নগরে শুধুমাত্র গৃহরক্ষী একজনমাত্র রাখিয়া প্রত্যেক গৃহ হইতে সমস্ত লোকজন লইয়া (সাকেত হইতে) অর্ধযোজনমাত্র দূরত্বে থাকিয়া 'আমরা আসিয়াছি' বলিয়া খবর পাঠাইলেন। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তাঁহাদের জন্য বহু উপহারাদি পাঠাইয়া মেয়ের সঙ্গে মন্ত্রণা করিলেন—

'মা, তোমার শ্বশুর নাকি কোশলরাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। তোমার শ্বশুরের জন্য কোন ঘর, রাজার জন্য কোন ঘর এবং উপরাজের জন্য কোন কোন ঘরের ব্যবস্থা করিবে?'

শ্রেষ্ঠীকন্যা পণ্ডিত, বজ্রাগ্রতীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্না, শতসহস্র কল্প প্রার্থিত প্রার্থনা এবং সঙ্কল্পবদ্ধা। তাই 'আমার শ্বশুরের জন্য অমুক ঘর ব্যবস্থা কর, রাজার জন্য অমুক ঘর এবং উপরাজাদের জন্য অমুক অমুক ঘরের ব্যবস্থা কর' বলিয়া বিধান দিয়া দাসকর্মকর পুরুষদের ডাকিয়া বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'তোমরা এই কয়জন রাজার সেবাশুশ্রূষা করিবে। এই কয়জন উপরাজদের। হস্তি অশ্বাদির সেবাযত্নও তোমরাই করিবে। কারণ হস্তি অশ্বাদির রক্ষকেরাও আসিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবে।' এইভাবে বিশাখা সব ব্যবস্থা করিলেন। কেন? 'আমরা বিশাখার বিবাহোৎসবে যাইয়া কিছুই পাইলাম না। অশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতেই সময় কাটিয়া গেল, একটুও সুখ পাইলাম না' এইরূপ যেন কেহ বলিতে না পারে।

সেই দিনই বিশাখার পিতা পঞ্চশত স্বর্ণকারকে ডাকিয়া 'আমার মেয়ের জন্য মহালতাপ্রসাধন (এক প্রকার বিশেষ অলঙ্কার) প্রস্তুত কর' এই বলিয়া রক্তসুবর্ণের সহস্র নিষ্ক (বড় স্বর্ণমুদ্রা), তদনুরূপ রজত-মণি-মুক্তা-প্রবাল-হীরকাদি দিলেন। রাজা কিছুদিন থাকিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট খবর পাঠাইলেন।

'শ্রেষ্ঠী আর বেশিদিন আমাদের ভরণপোষণ করিতে পারিবেন না। মেয়ে কখন যাইবে আমাদের জানান।' ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীও রাজার নিকট খবর পাঠাইলেন—'এখন বর্ষাকাল সমুপস্থিত। এই চারিমাস বিচরণ করা সম্ভব নয়। আপনার বলবাহনের যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্তই আমার দায়িত্ব। আমি যখন পাঠাইব মহারাজ তখন যাইবেন।'

ইহার পর হইতে সাকেত নগরে নিত্য উৎসব লাগিয়া রহিল। রাজা হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেকের জন্য মালা-গন্ধ-বস্ত্রাদির সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। (অতিথি) সকলেই চিন্তা করিলেন—'শ্রেষ্ঠী যেন আমারই সৎকার করিতেছেন।' এইভাবে তিনমাস কাটিয়া গেল। কিন্তু সেই 'প্রসাধন' এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বিভিন্ন কাজের তত্ত্বাবধায়কগণ আসিয়া শ্রেষ্ঠীকে জানাইলেন—'আমাদের কোন কিছুরই অভাব নাই। শুধু বলবাহনের রন্ধনের জন্য জ্বালানি কাঠের অভাব হইয়াছে।'

শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'যাও, এই নগরে পরিজীর্ণ হস্তিশালাদি আছে, পরিজীর্ণ ঘরবাড়ি আছে। সেইগুলি আনিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা কর।' এইভাবে আরও পক্ষকাল কাটিয়া গেল। তারপর আবার জানানো হইল 'জ্বালানি নাই।'

শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'এই সময় (অর্থাৎ বর্ষাকালে) জ্বালানি পাওয়া যাইবে না। কাপড়ের গুদামগুলি খুলিয়া মোটা মোটা কাপড়ের বর্তি (পলিতা-সলিতা) বানাইয়া তৈলপাত্রে ভিজাইয়া অন্নপাক কর।' এইভাবে তাহারা আরও অর্ধমাস কাটাইল। ক্রমে চারিমাস অতিক্রান্ত হইল। প্রসাধনও প্রস্তুত হইল।

সেই প্রসাধন নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে চারি হীরক নালী, একাদশ মুক্তা নালী, দ্বাবিংশতি প্রবাল নালী, ত্রয়স্ত্রিংশ মণি নালী। এইগুলি এবং আরও অন্যান্য রত্নের দ্বারা কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সুতার বিনিময়ে রজতের দ্বারা সুতার কাজ করা হইয়াছে। শীর্ষস্থান হইতে পাদদেশ পর্যন্ত এই সুতার দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে।

স্থানে স্থানে মুদ্রিকা যুক্ত করিয়া সুবর্ণময় গ্রন্থিকা, রজতময় পাশ, শীর্ষদেশে একটি মুদ্রিকা, দুই কর্ণপৃষ্ঠে দুই, গলবাটকে এক, দুই জানুদেশে দুই, দুই

http://kalpataruboi.org

কনুইতে দুই এবং দুই কটিপার্শ্বে দুইটি মুদ্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রসাধন একটি ময়ূরের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার দক্ষিণ পক্ষে রক্তসুবর্ণময় পঞ্চশত পত্র আছে, বামপক্ষে পঞ্চশত পত্র আছে, তুণ্ড প্রবালময়, অক্ষিযুগল মণিময়, তদ্রূপ গ্রীবা এবং পুচ্ছ। রজতময় পত্রনালী, তথা জঙ্ঘা। ইহা বিশাখার মস্তকশীর্ষে পর্বতকূটে স্থিত নৃত্যরত ময়ূরের ন্যায় মনে হইতেছে। সহস্র পত্রনালীর শব্দ দিব্য সঙ্গীতের ন্যায় এবং পঞ্চাঙ্গিক তূর্যঘোষের ন্যায় মনে হইতেছে। নিকটে গেলে মনে হয় যে ইহা সত্যিকারের ময়ূর নহে। প্রসাধনের মূল্য নয় কোটি। ইহা তৈরি করার পারিশ্রমিক এক লক্ষ।

কোন পুণ্যের প্রভাবে বিশাখা এত মূল্যবান প্রসাধন লাভ করিলেন? তিনি কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে বিংশতি ভিক্ষু সহস্রকে চীবরবস্ত্র দান করিয়াছিলেন এবং নিজের নিকট হইতে সুতা, সূঁচ এবং রং দিয়াছিলেন। সেই চীবরদানের ফলে এই জন্মে মহালতা প্রসাধন লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি চীবরদানের ফলস্বরূপ মহালতা প্রসাধন লাভ করে, পুরুষ জাতি চীবর দানের ফলস্বরূপ ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভ করে। এইভাবে মহাশ্রেষ্ঠী চারিমাসে কন্যার প্রসাধনপর্ব সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে যৌতুক স্বরূপ দিলেন—কার্যাপণপূর্ণ পঞ্চশত শকট, সুবর্ণ ভাজনপূর্ণ পঞ্চশত, রজতভাজনপূর্ণ পঞ্চশত, তাম্রভাজনপূর্ণ পঞ্চশত, পত্রোর্ণবস্ত্র-কোশ্যবস্ত্রপূর্ণ পঞ্চশত, ঘৃতপূর্ণ পঞ্চশত, তৈলপূর্ণ পঞ্চশত, শালি তণ্ডুলপূর্ণ পঞ্চশত, লাঙ্গলফালাদিপূর্ণ পঞ্চশত শকট। কারণ তাঁহার এই চিন্তা হইয়াছিল—আমার কন্যা যেখানে যাইতেছে, সেখানে 'আমার অমুক জিনিসের প্রয়োজন' বলিয়া যেন অন্যের গৃহদ্বারে লোক পাঠাইতে না হয়। তাই সমস্ত উপকরণ দিয়াছিলেন। এক একটি রথে সর্বালঙ্কারভূষিতা তিনজন তিনজন বর্ণদাসী রাখিয়া পঞ্চশত রথ দিয়াছিলেন। 'আমাকে মেয়েকে স্নান করাইবে, ভোজন করাইবে এবং অলঙ্কৃত করিবে' এইজন্য দেড় হাজার পরিচারিকা দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল—'আমার মেয়েকে গরু দিব।' তিনি লোকদের আদেশ করিলেন—'ওহে তোমরা যাও। ক্ষুদ্রব্রজের দ্বার খুলিয়া তিন গব্যুতি (আনুমানিক দুই মাইল পরিমিত স্থান) স্থানে তিনটি ভেরী লইয়া দাঁড়াও। চওড়ায় বৃষভমাত্র স্থানে (১৪০ হস্ত পরিমিত স্থান) উভয় পার্শ্বে দাঁড়াও। ইহার বাহিরে (গরুদের) যাইতে দিও না।

এইভাবে দাঁড়াইয়া ভেরীশব্দ করিবে। তাহারা তাহাই করিল। তাহারা গরুগুলিকে ব্রজ হইতে বাহির করিয়া এক গব্যুতি স্থানে গেলে ভেরীশব্দ করিল। পুনরায় অর্ধযোজন গেলে ভেরীশব্দ করিল। পুনরায় তিন গব্যুতি স্থান গেলে ভেরীশব্দ করিল। চওড়ার দিকেও গমন নিবারিত করিল। এইভাবে দৈর্ঘ্যে তিন গব্যুতি এবং প্রস্থে বৃষভমাত্র স্থানে গরুগুলি পরস্পরের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

মহাশ্রেষ্ঠী 'আমার মেয়ের জন্য এতগুলি গরু যথেষ্ট। দরজা বন্ধ করিয়া দাও' বলিয়া ব্রজবার রুদ্ধ করাইলেন। দ্বার রুদ্ধ হইলেও বিশাখার পুণ্যবলে বলবান বৃষ ও ধেনুগুলি বেড়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া বাহিরে আসিল। লোকেরা

http://kalpataruboi.org

নিবারিত করিলেও ষাট হাজার বলবান বৃষ এবং ষাট হাজার ধেনু বহির্গত হইল। সেই সকল ধেনুদের বলবান বাছুরগুলিও ধেনুদের অনুগামী হইল। বিশাখার কোন পুণ্যের প্রভাবে এতগুলি গরু নিবারিত করা সত্ত্বেও বহির্গত হইয়াছিল?

বিশাখা কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধকালে রাজা কৃকির সপ্ত কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সঙ্ঘদাসী। তিনি বিংশতি সহস্র ভিক্ষুদের পঞ্চ গোরস প্রদানকালে স্থবির ভিক্ষুগণ এবং তরুণ শ্রামণেরগণ—ভিক্ষাপাত্র ঢাকিয়া 'আর দিবেন না আর দিবেন না' বলিয়া বারণ করা সত্ত্বেও 'এটা মধুর, এটা ভাল' বলে তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে নিবারিত করা সত্ত্বেও অতসংখ্যক অতিরিক্ত গরু তাঁহার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী যখন মেয়েকে এত ধন দিতেছিলেন তখন শ্রেষ্ঠীভার্যা বলিলেন—

'তুমি আমার মেয়েকে সমস্তই দিয়াছ। কিন্তু আমার মেয়ের সেবার জন্য দাস-দাসী কর্মকর লোকদের দাও নাই। কেন?

'আমার মেয়েকে কারা ভালবাসে, কারা ভালবাসে না তাহা জানার জন্য। আমার মেয়ের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের আমি গলা ধাক্কা দিয়া পাঠাইব না। আমার মেয়ে রথে করিয়া যাইবার সময় যাহাদের ইচ্ছা তাহারা তাহার সঙ্গে যাইবে। যাহাদের ইচ্ছা নয় তাহারা যাইবে না।'

অনন্তর 'আগামীকল্য আমার মেয়ে চলিয়া যাইবে' ইহা চিন্তা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—

'মা, পতিকুলে বাস করাকালে এই সকল আচার রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।' এই বলিয়া মেয়েকে কিছু উপদেশ দিলেন। মিগারশ্রেষ্ঠীও গৃহপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর উপদেশ শুনিতে পাইলেন। তিনিও শ্রেষ্ঠীকন্যাকে উপদেশ দিলেন—

'মা, শ্বশুরকূলে বাস করিতে হইলে ঘরের আগুন বাহিরে নিবে না। বাহিরের আগুন ঘরে আনিবে না। যে দেয় তাহাকে দিবে। যে দেয় না তাহাকে দিবে না। যে দেয় তাহাকেও দিবে, যে দেয় না তাহাকেও দিবে। সুখে বসিবে। সুখে ভোজন করিবে। সুখে শয়ন করিবে। অগ্নির পরিচর্যা করিবে। গৃহদেবতাকে নমস্কার করিবে।

এই দশবিধ উপদেশ দিয়া পরের দিন সকল শ্রেণিকদের সম্মিলিত করিয়া রাজসেনার মধ্যে আটজন কুটুম্বিককে জামিনস্বরূপ নির্বাচিত করিয়া বলিলেন—'যদি শ্বশুরালয়ে আমার মেয়ের কোন দোষ ধরা পড়ে, তোমরা শুদ্ধ করিয়া দিও।' এই বলিয়া নয়কোটি মূল্যের লভ্যপ্রসাধনের দ্বারা মেয়েকে সাজাইয়া মেয়ের স্নানচূর্ণমূল্যস্বরূপ চুয়ান্ন কোটি ধন দিয়া রথে উঠাইয়া সাকেত নগরের চতুর্দিকে নিজের অধিকারে বর্তমান অনুরাধপুর পর্যন্ত চৌদ্দটি সামন্তগ্রাম ভেরীবাদন করাইয়া বলিলেন—'আমার মেয়ের সঙ্গে যাহারা যাইতে ইচ্ছুক তাহারা যাক।' তাহারা এই শব্দ শুনিয়া 'আমাদের আর্য মা চলিয়া যাইতেছেন, আমাদের এখানে থাকিয়া লাভ কি?' এই বলিয়া চৌদ্দটি গ্রামকে শূন্য করিয়া

http://kalpataruboi.org

সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইল। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীও রাজা এবং মিগারশ্রেষ্ঠীর সৎকার করিয়া কিছুদূর অনুগমন করিয়া তাঁহাদের সহিত মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন।

মিগারশ্রেষ্ঠীও সকলের শেষের রথে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে জনতার বিশাল বাহিনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এটা কি?'

'আপনার বধুমাতার সেবা করার লোকজন।'

'কে ইহাদের ভরণপোষণ করিবে? ইহাদের মারিয়া তাড়াও। না গেলে দণ্ড প্রহার কর।'

বিশাখা বলিলেন—'আর্য, উহাদের তাড়াইবে না। এক বলকায় অন্য বলকায়ের অন্ন জোগাইবে।' এইরূপ উক্ত হইলে শ্রেষ্ঠী বলিলেন—

'মা, আমাদের তো এত লোকের প্রয়োজন নাই। কে ইহাদের পোষণ করিবে।' এই বলিয়া ঢিল, লাঠির দ্বারা মারিয়া বহুজনকে বিতাড়িত করিয়া অবশিষ্টদের লইয়া 'আমাদের ইহাতেই চলিবে' বলিয়া তাহাদের লইয়া চলিলেন। অনন্তর বিশাখা শ্রাবস্তীর নগরদ্বারে উপনীত হইলে চিন্তা করিলেন—'প্রতিচ্ছন্ন রথে বসিয়া থাকিই নগরে প্রবেশ করিব, না রথে দাঁড়াইয়া?' তারপর চিন্তা করিলেন—

'প্রতিচ্ছন্ন রথে বসিয়া (নগরে) প্রবেশ করিলে মহালতাপ্রসাধনের বৈশিষ্ট্য লোকে বুঝিবে না।' তাই তিনি সকল নগরবাসির নিকট নিজেকে বিশাখার (অলঙ্কার) সম্পত্তি দেখিয়া বলিল—

'ইনিই তাহা হইলে বিশাখা! এই সম্পত্তি তাঁহারই উপযুক্ত।' এইরূপ মহা জাঁকজমক সহকারে বিশাখা শ্রেষ্ঠীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। গতদিবস সকল নগরবাসি 'আমাদের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তাঁহার নগরে উপস্থিত সকলকে মহাসৎকার করিয়াছেন' চিন্তা করিয়া যথাশক্তি যথাবল উপহার পাঠাইলেন। বিশাখা সেই সকল উপহার সেই নগরেই বিভিন্ন পরিবারে সর্বত্র প্রদান করিলেন। তিনি 'ইহা আমার মাকে দিও, ইহা আমার বাবাকে দিও, ইহা আমার ভাইকে দিও, ইহা আমার বোনকে দিও' এইভাবে তাহাদের বয়স অনুরূপে প্রিয়বচনের দ্বারা উপহার পাঠাইয়া সকল নগরবাসিকে নিজের জ্ঞাতি বানাইয়া ফেলিলেন।

সেদিনই মধ্যরাত্রে বিশাখার সুশিক্ষিত ঘোটকী বাচ্চা প্রসব করিল। তিনি দাসীদের সঙ্গে লইয়া দণ্ডপ্রদীপ হস্তে (অশ্বশালায়) যাইয়া ঘোটকীকে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

মিগার শ্রেষ্ঠীও পুত্রের বিবাহোৎসব উদযাপন করাকালে নিকটস্থ বিহারে বর্তমান তথাগতকে উপেক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল নির্গ্রন্থ জৈনশ্রমণদের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকাতে চিন্তা করিলেন 'আমি আমার পূজনীয় শ্রমণদের সৎকার করিব'। একদিন অনেক শত নতুনপাত্রে নিরুদক পায়স রন্ধন করাইয়া পঞ্চশত নির্গ্রন্থদের নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বিশাখাকে সংবাদ পাঠাইলেন—'আমার বধুমাতা এখানে আসিয়া অর্হৎদের বন্দনা করুক।' বিশাখা স্রোতাপন্না আর্যশ্রাবিকা। তাই 'অর্হৎগণ' এই কথা শুনিয়া হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের

http://kalpataruboi.org

ভোজনস্থানে আসিয়া ঐ দৃশ্য অবলোকন করিয়া—'এইরূপ লাজলজ্জাবিহীন ব্যক্তিরা আবার অর্হৎ হয়? আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন কেন?' 'ছি ছি' বলিয়া শ্রেষ্ঠীর নিন্দা করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। নির্গ্রন্থগণ সমস্বরে শ্রেষ্ঠীর নিন্দা করিয়া বলিলেন—

'গৃহপতি, আপনি আর মেয়ে পাইলেন না। শ্রমণ গৌতমের শ্রাবিকা কালকর্ণীকে ঘরে আনিয়াছেন? ইহাকে শীঘ্রই গৃহ হইতে বহিষ্কার করুন।'

শ্রেষ্ঠী—'বলামাত্রই ইহাকে বহিষ্কার করিতে পারিব না। ইনি বড়বংশের মেয়ে।' ইহা চিন্তা করিয়া নির্গ্রন্থদের বলিলেন—'মহাশয়গণ, যুবতী মেয়েরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল করিয়াই থাকে। আপনারা শান্ত হউন' বলিয়া তাঁহাদের বিদায় দিয়া স্বয়ং মহার্ঘ আসনে বসিয়া সোনার থালায় নিরুদক (মধুপায়স) ভোজন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় একজন পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠীগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিশাখা তখন ভোজনরত শ্বশুর মহাশয়কে ব্যজন করিতেছিলেন। তিনি 'শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না (স্বয়ং দেখুক)' এই ভাবিয়া আড়ালে দাঁড়াইলেন। কিন্তু অবোধ শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুকে দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া মাথা নীচু করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

বিশাখা 'ভিক্ষুকে দেখিয়াও আমার শ্বশুর মহাশয় না দেখার ভাণ করিতেছেন দেখিয়া' বলিলেন—'ভন্তে, অন্যত্র যান, আমার শ্বশুর মহাশয় বাসি খাইতেছেন।' তিনি নির্গ্রন্থেরা বলা সত্ত্বেও বিশাখাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন 'বাসি খাইতেছেন' শোনামাত্রই পাত্র হইতে হাত সরাইয়া বলিলেন—'এই পায়স এখান হইতে সরাও আর ইহাকে এই বাড়ি হইতে বহিষ্কার কর। এইরূপ শুভ মুহূর্তে ও আমাকে অশুচিখাদক বানাইল।' সেই সময় ঘরে যাহারা ছিল সকলেই বিশাখার দাসকর্মকর ব্যক্তি। কে তাঁহার হাতে পায়ে ধরিবে? মুখে বলার সাহস তো কাহারও নাই। বিশাখা শ্বশুরের কথা শুনিয়া বলিলেন—

'বাবা, আমি তো অত সহজে যাইব না। আপনি আমাকে কোন স্নানঘাট হইতে আনা কুম্ভদাসী বলিয়া মনে করেন? আমার মা-বাবা এখনও জীবিত আছেন। বাহির করিয়া দিলেই হইল? এই সব ভাবিয়াই আমার বাবা আমি এখানে আসিবার সময় আটজন কুটুম্বিক ডাকিয়া 'যদি আমার মেয়ের কোন দোষ উৎপন্ন হয় তোমরা শোধন করিয়া দিবে' বলিয়া আমাকে তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন আমার কোন অপরাধ হইয়াছে কিনা।' শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'এ ভাল কথাই বলিয়াছে' তিনি ঐ আটজন কুটুম্বিককে ডাকিয়া বলিলেন—

'উৎসবকালে গৃহে বসিয়া সোনার থালায় নিরুদক পায়স আমি খাইতেছিলাম। আর এই মেয়ে বলিল আমি নাকি বাসি খাইতেছি। ইহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এখনই গৃহ হইতে বহিষ্কার করুন।'

kalpataru boi.PDF

http://kalpataruboi.org

'মা, তুমি কি তাহাই বলিয়াছ?'

'না, আমি ঠিক এই অর্থে এইরূপ বলি নাই। একজন পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু ঘরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন আমার শ্বশুর মহাশয় নিরুদক মধুপায়স ভোজন করিতেছিলেন। তিনি ভিক্ষু দেখিয়াও না দেখিবার ভাণ করাতে 'আমার শ্বশুর মহাশয় এই জন্মে পুণ্য করিতেছেন না। আগের আগের জন্মের পুণ্যই খাইতেছেন' চিন্তা করিয়া বলিয়াছি 'ভন্তে, অন্যত্র চলিয়া যান। আমার শ্বশুর মহাশয় বাসি খাইতেছেন।' ইহাতে আমার অপরাধ কোথায়?'

'মহাশয় ইহাতে দোষ হয় নাই। আমাদের মেয়ে উপযুক্ত কথাই বলিয়াছে। আপনি রাগ করিতেছেন কেন?'

'মহাশয়গণ, ধরিয়া লইলাম ইহাতে তাহার অপরাধ হয় নাই। কিন্তু একদিন মধ্যরাত্রে দাসীদের (পাঠান্তর : দাস-দাসীদের) সঙ্গে লইয়া গৃহের পশ্চাতে কেন গিয়াছিল?'

'মা তাহাই কি করিয়াছ?'

'পিতৃগণ, আমি অন্য কারণে যাই নাই। এই গৃহে (মধ্যরাত্রে) সুশিক্ষিত ঘোটকী প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতেছিল। ঐ করুণশব্দ শুনিয়া তো চুপচাপ বসিয়া থাকা যায় না! তাই আমি দণ্ডপ্রদীপ গরমজল প্রভৃতি লইয়া দাসীদের সঙ্গে যাইয়া ঘোটকীকে প্রসব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছি। ইহাতে আমার অপরাধ কোথায়?'

'মহাশয়, ইহাতেও দোষ হয় নাই। আপনার গৃহে দাসীরা যে কাজ করিবে না, আমাদের মেয়ে সেই কাজই করিয়াছে। আপনি এখানে তাহার দোষ দেখিতেছেন?'

'মহাশয়গণ, বেশ এখানেই তাহার দোষ হয় নাই মানিয়া লইলাম! কিন্তু তাহার পিতা এখানে তাহার আগমনকালে গুহ্য উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইগুলির অর্থ আমি জানি না। সেইগুলির অর্থ আমাকে বলুন। ইহার পিতা বলিয়াছেন 'ঘরের আগুন বাহিরে নিও না।' কিন্তু আত্মীয় প্রতিবেশিদের আগুন না দিয়া পারা যায় কি?'

'মা, তোমার পিতা তাহাই বলিয়াছেন কি?'

'হ্যাঁ পিতৃগণ, আমার বাবা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলেন নাই। তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন—

'মা, তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীর কোন দোষ দেখিলে তাহা বাড়ির বাহিরে যত্রতত্র বলিবে না। কারণ এইরকম অগ্নিসদৃশ অগ্নি আর নাই।'

'মহাশয়গণ, বেশ তাহাই না হয় হইল। কিন্তু তাহার পিতা আরও বলিয়াছেন 'বাহিরের আগুন ঘরে আনিও না।' কিন্তু ঘরের আগুন যদি নিভিয়া যায়, বাহির হইতে আগুন আনিতে হইবে না কি?'

'কি মা, তোমার পিতা তাহাই বলিয়াছেন কি?'

'পিতৃগণ, আমার পিতা এই উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলেন নাই। তাঁহার বলার উদ্দেশ্য 'যদি আত্মীয় প্রতিবেশির ঘরে কোন স্ত্রী বা পুরুষ তোমার শ্বশুর শাশুড়ী

http://kalpataruboi.org

বা স্বামীর দোষকীর্তন করে সেইগুলি বাড়িতে আসিয়া 'অমুকে আপনাদের এই রকম বদনাম করিতেছে' এই কথা কাহাকেও বলিবে না। কারণ এইরকম অগ্নিসদৃশ অগ্নি আর নাই।' এইভাবে ইহাতেও তো বিশাখার কোন দোষ প্রমাণিত হইল না। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে। এইগুলির এই অভিপ্রায়। তাহার পিতা যে বলিয়াছেন 'যে দেয়, তাহাকে দিবে' অর্থাৎ ধার লইয়া যে ফেরত দেয় তাহাকে আবার দিবে। ইহাই অভিপ্রেত। 'যে দেয় না তাহাকে দিবে না' অর্থাৎ যে ধার লইয়া আর ফেরত দেয় না তাহাকে আর দিবে না ইহাই অভিপ্রেত। 'যে দেয় তাহাকেও দিবে, যে দেয় না তাহাকেও দিবে' অর্থাৎ দরিদ্র জ্ঞাতিমিত্রগণ—কিছু লইয়া ফেরত দিতে পারুক বা না পারুক তাহাকে দিবে ইহাই অভিপ্রেত।

'সুখে বসিবে' অর্থাৎ শ্বশুর, শাশুড়ী বা স্বামীকে দেখিয়া যদি উঠিয়া দাঁড়াইতে হয় সেই রকম জায়গায় বসা উচিত নহে—ইহাই বলার উদ্দেশ্য।

'সুখে ভোজন করিবে' অর্থাৎ শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীর পূর্বে ভোজন না করিয়া তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া, সকলেই কে কি খাইল না খাইল জানিয়া সর্বশেষে নিজে ভোজন করা উচিত। ইহাই বলার উদ্দেশ্য।

'সুখে শয়ন করিবে' অর্থাৎ শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর শয়নের পূর্বে শয়ন করা উচিত নহে' তাঁহাদের যথাকর্তব্য এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়া সকলের শেষে নিজে শয়ন করা উচিত। ইহাই বলার উদ্দেশ্য।

'অগ্নির পরিচর্যা করিবে' অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে অগ্নি স্কন্ধের ন্যায় এবং সর্পরাজের ন্যায় জানিতে হইবে। ইহাই বলা উদ্দেশ্য।

'গৃহদেবতাকে নমস্কার করিবে' অর্থাৎ শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীকে দেবতার মত জানিতে হইবে। ইহাই বলার উদ্দেশ্য। এইভাবে শ্রেষ্ঠী দশ উপদেশের অর্থ শুনিয়া প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া (অধোবদন) হইয়া অবস্থান করিলেন। তখন কুটুম্বিকগণ তাঁহাকে বলিলেন—

'কি শ্রেষ্ঠী, আমাদের মেয়ের অন্য কোন দোষ আছে কি?'

'মহাশয়গণ, নাই।

'তাহা হইলে নিরপরাধ ইহাকে বিনা কারণে কেন বিতাড়িত করিবেন?'

এইরূপ উক্ত হইলে বিশাখা বলিলেন—'পিতৃগণ, প্রথমে আমার শ্বশুর মহাশয়ের কথাতে আমি চলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। আগমনকালে আমার পিতৃদেব আমার দোষ শোধন করিবার জন্য আমাকে আপনাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনারা জানিলেন যে আমি নির্দোষ। এখন আমি চলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি।' তিনি দাস-দাসীদের আদেশ দিলেন রথাদিকে প্রস্তুত করিবার জন্য। তখন শ্রেষ্ঠী কুটুম্বিকদিগকে থামাইলেন এবং বিশাখাকে বলিলেন—

'মা, আমি না জানিয়া বলিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর।'

'পিত, আপনাকে আমি সকল সময়েই ক্ষমা করিতে পারি। আমি

http://kalpataruboi.org

বুদ্ধশাসনে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলের কন্যা। আমরা ভিক্ষুসঙ্ঘ ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না। যদি আমার ইচ্ছামতো ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করিবার সুযোগ পাই, আমি এখানে থাকিব।'

'মা, তোমার যথারুচি শ্রমণদের (ভিক্ষুসঙ্ঘকে) সেবা কর।' বিশাখা দশবল বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। নির্গ্রন্থ শ্রমণেরাও শাস্তা মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার গৃহ পরিবৃত করিয়া বসিয়া থাকিলেন। বিশাখা (শাস্তাকে) হাত ধুইবার জল দিয়া 'দানের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। আমার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেশন করুন' বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। অজীবকগণ তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীকে) যাইতে দেখিয়া 'হে গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবেন না' বলিয়া নিবারিত করিলেন। তিনি (শ্রেষ্ঠী) তখন খবর পাঠাইলেন—

'আমার পুত্রবধুই পরিবেশন করুক।'

বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহারকৃত্য সম্পন্ন হইলে বিশাখা আবার খবর পাঠাইলেন—

'আমার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া ধর্মশ্রবণ করুন।' তখন আজীবকগণ চিন্তা করিলেন—'এখন শ্রেষ্ঠী না যাইলে ঠিক হইবে না' এবং ধর্মশ্রবণেচ্ছু শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—

'যদি শ্রমণ গৌতমের ধর্ম শুনিতে হয়, তাহা হইলে পর্দার আড়ালে বসিয়া শুনিবেন। তাঁহারা আগেভাগে যাইয়া নিজেরাই পর্দা খাটাইয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠী যাইয়া পর্দার বাহিরে বসিলেন। শাস্তা 'আপনি পর্দার আড়ালেই বসুন, দেওয়ালের পশ্চাতে বসুন বা পর্বতের আড়ালে বা চক্রবালের আড়ালে যেখানেই বসুন না কেন আমি বুদ্ধ, যে কোন স্থানে আমার শব্দ শ্রবণ করাইতে পারি।' ইহা মনে মনে বলিয়া মহাজম্বুবৃক্ষকে স্কন্ধে লইয়া চালনা করার ন্যায় অমৃত বর্ষণের ন্যায় বর্ষণ করিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে আনুপূর্বিক কথা আরম্ভ করিলেন।

সম্যকসম্বুদ্ধ যখন ধর্মদেশনা করেন সম্মুখে স্থিত ব্যক্তি, কি পশ্চাতে স্থিত ব্যক্তি, কি চক্রবালশত বা চক্রবালসহস্র অতিক্রম করিয়া স্থিত ব্যক্তি, কি অকনিষ্ঠ ভবনে স্থিত ব্যক্তি মনে করেন 'শাস্তা আমাকেই দেখিতেছেন। আমাকেই ধর্মদেশনা করিতেছেন।' শাস্তা যেন তাঁহাদের মুখপানেই তাকাইয়া আছেন এবং তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেছেন। বুদ্ধগণ হইতেছেন চন্দ্রসম। চন্দ্র যেমন গগনমধ্যে স্থিত হইলে সকলেই মনে করে 'আমার মাথার উপরেই চন্দ্র, আমার মাথার উপরেই চন্দ্র।' ঠিক তদ্রূপ যে যেখানেই থাকুক না কেন, বুদ্ধগণ তাঁহাদের সম্মুখেই বর্তমান বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি যে পূর্বপূর্ব জন্মে অলংকৃত মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া দিয়াছেন। অঞ্জিত অক্ষিযুগল উৎপাটন করিয়া দিয়াছেন। হৃদয়মাংস উৎপাটন করিয়া দিয়াছেন, পরের দাসবৃত্তি করিবার জন্য 'জালি'র ন্যায় পুত্রদের 'কৃষ্ণাজিনা'র ন্যায় কন্যাদের 'মাদ্রীসদৃশা ভার্যাকে দান করিয়াছেন ইহা তাঁহার সেই দানেরই ফল। মিগারশ্রেষ্ঠীও পর্দার আড়ালে সেই কারণে সহস্র

http://kalpataruboi.org

নয় প্রতিমণ্ডিত স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অচল শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ত্রিরত্নের প্রতি নিঃসংশয় হইয়া পর্দা উঠাইয়া আসিয়া পুত্রবধুর স্তন্য মুখে ধরিয়া 'অদ্য হইতে তুমি আমার মা' বলিয়া বিশাখাকে মাতৃস্থানে স্থাপিত করিলেন। ইহার পর হইতে বিশাখার নাম হয় 'মিগারমাতা'। পরে পুত্রসন্তান লাভ করিয়াও বিশাখা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'মিগার'।

মহাশ্রেষ্ঠী পুত্রবধুর স্তন ছাড়িয়া ভগবানের পদযুগলে মাথা ঠেকাইয়া পদযুগল দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া এবং পদযুগলকে মুখে চুম্বন করিয়া—'ভন্তে, আমি মিগার, ভন্তে আমি মিগার' বলিয়া তিনবার নিজের নাম শ্রবণ করাইয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আমি এতকাল জানিতাম না, কোথায় দান করিলে মহাফল হয়। এখন আমি আমার পুত্রবধুর কারণে তাহা জানিয়াছি। আমি এখন সকল অপায় দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার পুত্রবধু আমার গৃহে আগমনকালে আমারই মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য আসিয়াছে' বলিয়া এই কথা বলিলেন—

'আমি অদ্য জানিয়াছি, কোথায় দান করিলে মহাফল হয়। আমারই মঙ্গলের জন্য এই ভদ্রা পুত্রবধু আমার গৃহে আসিয়াছে।'

বিশাখা পরের দিনের জন্যও শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরের দিন তাঁহার শাশুড়ীও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সেই দিন হইতে শ্রেষ্ঠীর গৃহ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য অবারিতদ্বার হইল। তখন শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'আমার পুত্রবধু আমার অনেক উপকারিণী। তাহাকে একটি উপহার দিতে হইবে। তাহার সেই ভারী মহালতাপ্রসাধন সর্বক্ষণ পরিধান করিতে পারে না। অতএব তাহার জন্য দিবারাত্র সকল অবস্থাতেই পরিধানযোগ্য লঘু একটি প্রসাধন নিমাণ করাইব। ইহা চিন্তা করিয়া এক লক্ষ মূল্যের 'ঘনমট্ঠক' (ঘন এবং মসৃণ স্বর্ণালঙ্কার) নামক অলঙ্কার নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে ভোজন করাইয়া বিশাখাকে ষোড়শ কলসপূর্ণ গন্ধোদকের দ্বারা স্নান করাইয়া শাস্তার সম্মুখে বসাইয়া ঐ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করাইলেন। শাস্তা দানানুমোদন করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। বিশাখাও তাহার পর হইতে দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া শাস্তার নিকট হইতে আটটি বর লাভ করিয়া সপুত্রকন্যা আকাশের চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমতি হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইলেন। তাঁহার ছিল দশপুত্র এবং দশকন্যা। তাহাদের প্রত্যেকের আবার দশ দশ পুত্র এবং দশ দশ কন্যা এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে বিশাখার পুত্র-পৌত্র প্রপৌত্রের সংখ্যা হইয়াছিল আট হাজার চারিশত বিশ (৮,৪২০ সংখ্যক)। তাই বলা হইয়াছে—

'বিশাখার পুত্রকন্যা বিংশতি পৌত্র চারিশত।
প্রপৌত্র অষ্টসহস্র জম্বুদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ।'

বিশাখার বয়স হইয়াছিল একশত কুড়ি বৎসর। কিন্তু মাথায় একটিও পাকা চুল ছিল না। তখনও মনে হইত যেন একজন ষোড়শী যুবতী। তিনি যখন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রদের সঙ্গে লইয়া বিহারে যাইতেন লোকেরা পরস্পর বলাবলি

http://kalpataruboi.org

করিত—'এখানে বিশাখা কোথায়?' যখন তাহারা বিশাখাকে আসিতে দেখিত তাহারা চিন্তা করিত—তিনি আর একটু হাঁটিয়া চলুন। চলমান অবস্থায় তাঁহাকে খুব সুন্দর দেখায়।' যাহারা তাহাকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় দেখিতেন তাহারা চিন্তা করিতেন—'বিশাখাকে সকল অবস্থাতেই শোভা পায়।' এইভাবে চারি ঈর্ষাপথের (অর্থাৎ স্থিতে, গমনে, উপবেশনে ও শয়নে) মধ্যে অমুক ঈর্ষাপথে তাহাকে শোভা পায় না এইরূপ বলার মত ছিল না। তিনি পঞ্চহস্তির বল ধারণ করেন শুনিয়া তিনি বিহারে যাইয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রত্যাগমনকালে তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য রাজা একটি হাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হাতিটি শুঁড় তুলিয়া বিশাখার দিকে ছুটিল। ইহা দেখিয়া বিশাখার সঙ্গী পঞ্চশত রমণীর মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ কেহ বা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। বিশাখা বলিলেন—

'ব্যাপার কি?'

'আর্যে, রাজা নাকি আপনার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি হাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।'

ইহা দেখিয়া বিশাখা চিন্তা করিলেন—'পলাইয়া যাইবার তো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ইহাকে কিভাবে ধরিব? যদি দৃঢ়ভাবে ধরি, হাতিটি মারা যাইবে।' তাই তিনি দুই অঙ্গুলির দ্বারা হাতিটির শুঁড় ধরিয়া তাহাকে পলাইতে বাধ্য করিলেন। হাতিটি সামলাইতে না পারিয়া রাজাঙ্গণে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। জনগণ সাধুবাদ দিলেন। বিশাখাও স্বস্তিতে সপরিবার নিজগৃহে চলিয়া গেলেন।

সেই সময় শ্রাবস্তীতে বিশাখা মিগারমাতাকে বলা হইত অভিমঙ্গলসম্মতা অর্থাৎ সৌভাগ্যশালিনী। কারণ তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের মধ্যে সকলেই নীরোগ ছিল এবং অল্পবয়সে কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাই শ্রাবস্তীবাসিরা তাঁহাদের যে কোন শুভকাজে বিশাখাকে প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। এক উৎসবের দিন বহুলোক সাজিয়া-গুজিয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইতেছিল। বিশাখাও নিমন্ত্রিতস্থানে ভোজন করিব তাঁহার মহালতা প্রসাধন পরিধান করিয়া অনেকের সঙ্গে বিহারে যাইয়া আভরণগুলি খুলিয়া একটি কাপড়ে পুটুলি বাঁধিয়া দাসীকে দিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

'একদিন শ্রাবস্তীতে উৎসব ছিল। লোকজনেরা সাজিয়া-গুজিয়া বিহারে যাইতেছেন। মিগারমাতা বিশাখাও অলঙ্কৃতা হইয়া বিহারে গেলেন। অনন্তর মিগারমাতা বিশাখা আভরণসমূহ খুলিয়া একটি গাত্রবস্ত্রের দ্বারা পুটুলি বাঁধিয়া দাসীকে দিয়া বলিলেন—'ওরে, এই পুটুলিটা রাখ।'

কারণ বিশাখা বিহারে গমনকালে চিন্তা করিয়াছিলেন—'এইরূপ আপাদমস্তক অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিহারে প্রবেশ করা উচিত হইবে না' এই চিন্তা করিয়া অলঙ্কারগুলি খুলিয়া পুটুলি বাঁধিয়া এমন একজন দাসীকে রাখিতে দিলেন যে পঞ্চহস্তির বল ধারণ করে এবং বিশাখা পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে

http://kalpataruboi.org

তাহাকে পাইয়াছেন। একমাত্র সেই বিশাখার মহালতাপ্রসাধন ধরিয়া রাখিবার মত শক্তিশালিনী। তাই বিশাখা তাহাকে বলিলেন—'মা, এই প্রসাধন ধর। শাস্তার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার পরিধান করিব' এই বলিয়া তাহা ঐ দাসীকে দিয়া স্বয়ং (শ্বশুর প্রদত্ত) 'ঘনমট্‌ঠক' অলঙ্কার পরিহিত হইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবন করিলেন। ধর্মশ্রবণের শেষে ভগবানকে বন্দনা করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার দাসী সেই মহালতাপ্রসাধনের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া আসিলেন। ধর্মশ্রবণ করিয়া লোকজন চলিয়া গেলে আয়ুষ্মান আনন্দ দেখেন হলে কেহ কিছু ফেলিয়া গিয়াছে কিনা। তিনি তাহা সামলাইয়া রাখেন। সেদিন মহালতাপ্রসাধন পরিত্যক্ত দেখিয়া তিনি শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, বিশাখা প্রসাধন ভুলিয়া চলিয়া গিয়াছে।' 'আনন্দ, একপাশে রাখিয়া দাও।' স্থবির তাহা লইয়া সোপানপার্শ্বে টাঙাইয়া রাখিলেন।

বিশাখাও সুপ্রিয়াদেবীর সহিত 'আগন্তুক এবং গমিক ভিক্ষুদের কি কি প্রয়োজন, অসুস্থ ভিক্ষুদের কি কি রোগীর পথ্যের প্রয়োজন তাহা জানিবার জন্য বিহারাভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। সেই দুইজন উপাসিকাকে বিহারাভ্যন্তরে দেখিয়া ঘৃত-মধু-তৈলাদির প্রয়োজনে তরুণ শ্রামণেরগণ থালাদি লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। সেইদিনও তাঁহারা তাহাই করিলেন। একজন অসুস্থ ভিক্ষুকে দেখিয়া সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার কি প্রয়োজন?'

'ইহার প্রয়োজন মাংসের ঝোল।'

'ভন্তে, ঠিক আছে। আগামীকল্য পাঠাইয়া দিব।' কিন্তু পরের দিন (বাজারে) বিধিসম্মত মাংস না পাইয়া নিজের উরুমাংস রন্ধন করিয়া ভিক্ষুর জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্তার প্রতি তাঁহার (অগাধ) শ্রদ্ধা থাকাতে সুপ্রিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলেন। [বিশাখা এই সমস্ত কিছুই জানেন না]

বিশাখাও অসুস্থ ও তরুণ শ্রামণেরগণকে দর্শন করিয়া অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিহারের নিকট দাঁড়াইয়া (দাসীকে) বলিলেন—'মা, আমার প্রসাধন লইয়া আইস, আমি পরিধান করিব।' সেই মুহূর্তে প্রসাধন ফেলিয়া আসিয়াছে মনে পড়াতে বলিল—'আর্যে, আমি ভুলিয়া গিয়াছি।'

'তাহা হইলে যাও, লইয়া আইস। যদি দেখ যে আর্য আনন্দ স্থবির সরাইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইলে আনিও না। আমি আর্য আনন্দকেই তাহা দান করিব।' বিশাখা জানেন যে যদি কেহ নিজেদের জিনিস ভুলে ফেলিয়া যায়, স্থবির তাহা সামলাইয়া রাখেন। সেইজন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। স্থবিরও দাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন আসিয়াছ?' দাসী কারণ বলিলে স্থবির বলিলেন—'এই সোপানের পাশে রাখিয়াছি। যাও, লইয়া যাও।'

দাসী বলিল—'আর্য, আপনি যাহা স্পর্শ করিয়াছেন আমার আর্যা তাহা আর লইবেন না।'

এই কথা বলিয়া খালি হাতেই যাইলে 'কি না, কি হইল?' এই কথা বিশাখা

http://kalpataruboi.org

জিজ্ঞাসা করাতে দাসী ঘটনা বলিল। বিশাখা বলিলেন—

'মা, আর্য যাহা স্পর্শ করিয়াছেন তাহা আমি পরিধান করিব না। তাহা আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিও। আর্যদের (ভিক্ষুদের) সেবা করা দুষ্কর। তাহা বিক্রয় করিয়া ভিক্ষুদের জন্য উপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া যাইব। যাও, প্রসাধন লইয়া আইস।' দাসী যাইয়া তাহা লইয়া আসিল। বিশাখা তাহা পরিধান না করিয়াই স্বর্ণকারদের ডাকিয়া ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—

'ইহার মূল্য নয় কোটি। বানাইবার মজুরি এক লক্ষ।' ইহা শুনিয়া প্রসাধনকে রথে তুলিয়া বলিলেন—'তাহা হইলে ইহাকে বিক্রয় কর।' কিন্তু অত মূল্য দিয়া কেহ কিনিতে পারিবে না। সেই প্রসাধনকে পরিধান করিবার মত নারীও দুর্লভ। এই পৃথিবীতে তিনজনমাত্র মহালতা প্রসাধন লাভ করিয়াছিলেন—বিশাখা মহাউপাসিকা, মল্লসেনাপতি বন্ধুলের ভার্যা মল্লিকা এবং বারাণসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা।

তাই বিশাখা নিজেই তাহার মূল্য দিয়া নয় কোটি এক লক্ষ মুদ্রা শকটে চাপাইয়া বিহারে লইয়া যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আর্য আনন্দ স্থবির আমার মহালতাপ্রসাধন স্পর্শ করার সময় হইতে আমি ইহা আর পরিধান করি নাই। তাহা বিক্রয় করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য উপযুক্ত দ্রব্য আনয়ন করিব ভাবিয়া তাহা বিক্রয় করিতে যাইয়া কেহ ইহাকে কিনিতে সমর্থ না হওয়ায় আমিই তাহার মূল্য লইয়া আসিয়াছি। আপনাদের চতুর্প্রত্যয়ের মধ্যে, ভন্তে, কোন প্রত্যয় লইয়া আসিব?'

'বিশাখে, তোমার উচিত পূর্বদ্বারে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য বাসস্থান তৈরি করিয়া দেওয়া।'

'ভন্তে, তাহাই হউক।' বিশাখা সন্তুষ্ট হইয়া নয় কোটি ধন দিয়া জমিই ক্রয় করিলেন। আরও নয় কোটি খরচ করিয়া বিহার তৈরি করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকন করাকালে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া ভদ্দিয়নগরে শ্রেষ্ঠীকুলে জাত ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপনিশ্রয় সম্পত্তি দেখিয়া অনাথপিণ্ডিকের গৃহে ভোজন সমাপন করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া যাইতেছিলেন। সাধারণত শাস্তা বিশাখার গৃহে ভিক্ষা লইয়া দক্ষিণদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া জেতবনে যান। অনাথপিণ্ডিকের গৃহে ভিক্ষান্ন লইয়া পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্বারামে যান। কিন্তু ভগবানকে উত্তরদ্বার দিয়া যাইতে দেখিলে 'চারিকায় যাইবেন' বলিয়া সকলেই জানে। বিশাখাও সেদিন ভগবান 'উত্তর দ্বারাভিমুখে গিয়াছেন' শুনিয়া দ্রুত যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান কি চারিকায় যাইতেছেন?'

'হ্যাঁ বিশাখে।'

'ভন্তে, আমি এত অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাদের জন্য বিহার করিতেছি। আপনি ফিরিয়া আসুন, ভন্তে।'

'বিশাখে, আমার পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভব নহে।'

http://kalpataruboi.org

বিশাখা ভাবিলেন—'ভগবান নিশ্চয়ই হেতুসম্পন্ন (অর্থাৎ মার্গফল লাভযোগ্য) কাহাকেও দেখিয়া থাকিবেন।' তাই ভগবানকে বলিলেন—

'ভন্তে, তাহা হইলে আমার কৃতাকৃতজ্ঞাতা কোন একজন ভিক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া যান।'

'বিশাখে, তোমার যাহাকে পছন্দ তাহার পাত্র গ্রহণ কর।'

বিশাখা 'যদিও আনন্দ স্থবির আমার প্রিয়, তথাপি মহামৌদগল্যায়ন স্থবির ঋদ্ধিমান। তিনি থাকিলে আমার বিহার নির্মাণের কাজ তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারই পাত্র গ্রহণ করিলেন। স্থবির ভগবানের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে মৌদগল্যায়ন, তোমার পরিবারের পাঁচশত ভিক্ষু লইয়া তুমি ফিরিয়া যাও। স্থবির তাহাই করিলেন। তাঁহার প্রভাবে পঞ্চাশ ষাট যোজন দূরত্বে বৃক্ষ এবং পাষাণের জন্য গত মনুষ্যেরা বিশাল বিশাল বৃক্ষ ও পাষাণ লইয়া সেই দিনেই ফিরিয়া আসে, শকটে বৃক্ষ-পাষাণাদি উঠাইতে যাইয়া তাহারা ক্লান্ত হয় না। শকটাদির অক্ষও ভগ্ন হয় না। অচিরেই দ্বিতল প্রাসাদ নির্মিত হইল। নীচের তলায় পাঁচশত কক্ষ উপরের তলায় পাঁচশত কক্ষ—এইভাবে সহস্র কক্ষ প্রতিমণ্ডিত প্রাসাদ নির্মিত হইল। অষ্টকরীষ (প্রায় আট একর) পরিশুদ্ধ জমিতে এই প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু প্রাসাদে শোভা পায় না বলিয়া বিশাখা প্রাসাদের চতুর্দিকে পাঁচশত প্রধান বেত্রগৃহ, পাঁচশত ছোট প্রাসাদ এবং পাঁচশত দীর্ঘ আড়ক নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

শাস্তা নয় মাসের মাথায় তাঁহার চারিকা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন। বিশাখার প্রাসাদও নয় মাসে নির্মিত হইল। প্রাসাদের চূড়া এমন করিয়া নির্মিত হইয়াছে যাহাতে ইহা ঘন, কোট্টিত, রক্তসুবর্ণ নির্মিত ষাটটি উদককুম্ভ ধারণ করিতে পারে। 'শাস্তা জেতবন বিহারে যাইতেছেন' শুনিয়া বিশাখা প্রত্যুদগমন করিয়া শাস্তাকে নিজের বিহারে আনিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন—'ভন্তে, এই চতুর্মাস ভিক্ষুসঙ্ঘকে লইয়া এখানেই অবস্থান করুন। আমি প্রাসাদোৎসব করিব।' শাস্তা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ঐ বিহারেই দান দিতে থাকিলেন। একদিন এক উপাসিকা এক লক্ষ মূল্যের একটি বস্ত্র আনিয়া—'সহায়িকে, আমি এই বস্ত্র আপনার প্রাসাদে ভূম্যাস্তরণ রূপে বিছাইবার জন্য আনিয়াছি। কিন্তু কোথায় বিছাইব আপনি বলিয়া দিন।'

'সাধু সহায়িকে, যদি আমি আপনাকে বলি 'জায়গা নাই' আপনি মনে করিবেন 'আমি আপনাকে জায়গা দিতে চাহিনা'। অতএব নিজেই প্রাসাদের উপরে-নীচে এক সহস্র কক্ষ ঘুরিয়া দেখুন কোথায় আপনি বিছাইতে পারেন।' তিনি ঐ লক্ষ মূল্যের বস্ত্র লইয়া সর্বত্র ঘুরিয়াও তাহা অপেক্ষা কম মূল্যের বস্ত্র না দেখিয়া—'আমি এই প্রাসাদে পুণ্যাংশ লাভ করিতে পারিলাম না' বলিয়া খুব দুঃখিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আনন্দ স্থবির তাঁহাকে

http://kalpataruboi.org

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তুমি কাঁদিতেছ কেন?'

তিনি ঘটনাটি বলিলেন। স্থবির তখন বলিলেন—

'তুমি চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে জায়গা দেখাইতেছি যেখানে তুমি তোমার ঐ বস্ত্র বিছাইতে পার' এই বলিয়া বলিলেন—'সোপানপাদমূলে পাদ ধোবন স্থানে পা মুছিবার জন্য ইহাকে বিছাইয়া দাও। ভিক্ষুগণ পা ধুইয়া প্রথমে ইহাতে পা মুছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে তোমার মহাফল হইবে।' বিশাখা এই স্থানটি দেখিতে পান নাই।

বিশাখা চারি মাস যাবত বিহারাভ্যন্তরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলেন। শেষের দিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে চীবরবস্ত্র দান করিলেন। সঙ্ঘে একেবারে নবাগত ভিক্ষুও যে চীবর লাভ করিয়াছেন তাহার মূল্য এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা। ইহা ছাড়া সকলের পাত্রপূর্ণ করিয়া ভৈষজ্য প্রদান করিলেন। এইভাবে দান করিতে যাইয়া নয় কোটি ব্যয় হইল। এইভাবে বিহারের ভূমি ক্রয়ের জন্য নয় কোটি, বিহার নির্মাণে নয় কোটি এবং বিহারোৎসবে নয় কোটি—মোট সাতাশ কোটি ধন বিশাখা বুদ্ধশাসনের জন্য দান করিয়াছেন। নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টিকের গৃহে থাকিয়া এইরূপ মহাদান অন্য কেহ করিতে পারেন নাই। বিহারোৎসবের শেষের দিন তিনি অপরাহ্নে ছায়া যখন বাড়িতেছিল তখন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া 'আমি পূর্ব পূর্ব জন্মে যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়াছে' বলিয়া প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর শব্দে এই পঞ্চ গাথা গীত করিলেন—

'কবে আমি সুধা-মৃত্তিকালিপ্ত রম্য প্রাসাদ করিয়া বিহার দান করিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে।—১

কবে আমি আসবাবপত্রাদি যেমন মঞ্চপীঠ, তোশক, বালিশ, শয়নাসনাদি দান করিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে।—২

কবে আমি মাংসোপসিঞ্চিত পরিশুদ্ধ শলাকাহার ভোজনদান দিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে।—৩

কবে আমি কাশিক বস্ত্র এবং ক্ষৌম—কার্পাসিক বস্ত্রের চীবর দান করিব, আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে।—৪

কবে আমি ঘৃত-নবনীত, মধু, তৈল, গুড়যুক্ত ভৈষজ্য দান করিব, আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে।'—৫

ভিক্ষুগণ তাঁহার গীতশব্দ শুনিয়া শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, আমরা এতকাল যাবত কোনদিন বিশাখার মুখে গান শুনি নাই। তিনি অদ্য পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অদ্য তাঁহার কি পিত্ত কুপিত হইয়াছে অথবা তিনি উন্মত্তা হইয়াছেন।'

http://kalpataruboi.org

শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার কন্যা গানই করিতেছে। তাহার নিজের সমস্ত সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে। সে 'আমার প্রার্থিত প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে' বলিয়া তুষ্টচিত্তে উদানবাক্য উদগিরণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে।'

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, তিনি কোন জন্মে কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তাহা শুনিতে ইচ্ছা কর?'

'হ্যাঁ ভন্তে, শুনিব' ভিক্ষুরা এই কথা বলিলে বুদ্ধ অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, বহু অতীতে অদ্য হইতে এক লক্ষ কল্পকাল পূর্বে পদুমুত্তর নামক বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আয়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর। এক লক্ষ অর্হৎ ছিলেন তাঁহার পরিবার। হংসবতী নগরে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম রাজা সুনন্দ এবং মাতা সুজাতা দেবী। তাঁহার প্রধান উপাসিকাদের মধ্যে একজন শাস্তার নিকট আটটি বর প্রার্থনা করিয়া মাতৃস্থানে স্থাপিত হইয়া শাস্তাকে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা পরিচর্যা করিয়া সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার এক সহায়িকা প্রত্যহ তাঁহার সহিত বিহারে যাইতেন। তিনি শাস্তার সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ততার সহিত কথা বলা এবং শাস্তার সঙ্গে তাঁহার বল্লভভাবত্ব দেখিয়া চিন্তা করিলেন 'কি করিলে এইভাবে বুদ্ধগণের বল্লভা হওয়া যায়?' পরে শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এই নারী আপনার কে হন?'

'আমার উপাসিকাদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়া।'

'ভন্তে, কি করিলে প্রধানা উপাসিকা হওয়া যায়?'

'এক লক্ষ কল্প যাবত প্রার্থনা করিয়া।'

'ভন্তে, এখন প্রার্থনা করিলে লাভ করা সম্ভব কি?'

'হ্যাঁ সম্ভব।'

'ভন্তে, তাহা হইলে একলক্ষ ভিক্ষুর সহিত এক সপ্তাহ যাবত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' শাস্তা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তিনি সপ্তাহকাল দান দিয়া শেষের দিন চীবরবস্ত্র সকলকে দিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পাদমূলে বসিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

'ভন্তে, আমি এই দানের ফলে দৈব ঐশ্বর্যাদি বা অন্য কিছু প্রার্থনা করিতেছি না। ভবিষ্যতে আপনার মত একজন বুদ্ধের নিকট আটটি বর লাভ করিয়া মাতৃস্থানে স্থাপিত হইয়া চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ শাস্তার সেবাকারিণীদের মধ্যে আমি যেন অগ্রস্থানীয়া হইতে পারি।' শাস্তা ভবিষ্যতের দিকে এক লক্ষকল্প যাবত বুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে এই নারীর প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তাই শাস্তা বলিলেন—

'ভবিষ্যতে এক লক্ষ কল্পের অবসানে জগতে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। তখন তুমি বিশাখা নামক উপাসিকা হইয়া আটটি বর লাভ করিয়া মাতৃস্থানে স্থাপিত হইয়া চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবাকারিণীদের

kalpataruboi.org PDF

http://kalpataruboi.org

মধ্যে অগ্রস্থানীয়া হইবে।' সেই নারী যেন আগামীকল্যই সেই সম্পত্তি লাভ করিল।

যিনি যাবজ্জীবন পুণ্যকাজ করিয়া সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে করিতে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে কাশিরাজ কৃকির সঙ্ঘকন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা সঙ্ঘদাসী পরকুলে না যাইয়া জ্যেষ্ঠ ভগিনীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের পাদমূলেও এই প্রার্থনা করিলেন—'আমি যেন ভবিষ্যতে আপনার মত বুদ্ধের মাতৃস্থানে স্থাপিত হইয়া চতুর্প্রত্যয় দানকারিণীদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়া হইতে পারি।' তাহার পর হইতে সে দেবলোকে এবং মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে করিতে এই জন্মে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার শাসনে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছে। কাজেই হে ভিক্ষুগণ, আমার কন্যা গান করিতেছে না, তাহার প্রার্থিত প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতে এইরকম উদানবাক্য উদগিরণ করিতেছে। এই বলিয়া শাস্তা ধর্মদেশনা করিতে করিতে বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যেমন দক্ষ মালাকার নানা পুষ্পের মহারাশি করিয়া তদ্দ্বারা নানা প্রকার মালা প্রস্তুত করে, তদ্রূপ বিশাখার চিত্তও নানাপ্রকার পুণ্য সম্পাদনের জন্য নমিত হইয়াছিল বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন রাশিকৃত পুষ্প হইতে অনেক প্রকার মালা গাঁথা যাইতে পারে, তেমনি যে মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম সাধিত হইতে পারে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৫৩

তথায় 'পুষ্পরাশি হইতে' নানাপ্রকার পুষ্পের রাশি হইতে। 'করা যাইতে পারে।' 'বহু মালা' একসঙ্গে ফুলের বোঁটাসহ গুচ্ছ এবং আরও নানাপ্রকার মালা। 'মরণশীল ব্যক্তির দ্বারা' মরিতব্য স্বভাবের জন্য মর্ত্য (মরণশীল) বলা হইয়াছে। মরণশীল ব্যক্তিদের দ্বারা চীবরদানাদি বহু কুশলকর্ম সম্পাদিত হইতে পারে। তথায় পুষ্পরাশি গ্রহণের দ্বারা বহু পুষ্পদর্শনার্থ বলা হইয়াছে। যদি অল্প পুষ্প হয়, মালাকার দক্ষ হইলেও বেশি মালা করিতে পারে না। আর মালাকার দক্ষ না হইলে পুষ্প অল্প হউক বা বেশি হউক, মালা প্রস্তুত করিতে পারে না। বহু পুষ্প থাকিলে দক্ষ কুশলী মালাকার বহু মালা তৈরি করিতে পারে। তদ্রূপ যদি কাহারও শ্রদ্ধা মন্দ হয়, বেশি ভোগসম্পদ থাকিলেও যে বেশি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারে না। আর শ্রদ্ধাও মন্দ, ভোগসম্পদও মন্দ হইলে তো প্রশ্নই উঠে না। শ্রদ্ধা যদি উদার হয় 'মহা' হয়। কিন্তু ভোগসম্পদ না থাকিলে সে পুণ্য সম্পাদন করিতে পারে না। অন্যদিকে শ্রদ্ধাও উদার (অচলা), ভোগসম্পদও উদার (প্রচুর) থাকিলে বহু পুণ্য সম্পাদন করিতে পারে। যেমন বিশাখা উপাসিকার ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের দ্বারা উক্ত হইয়াছে 'যেমন... ...বহু কুশল সম্পাদিত হইতে পারে।'

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছিলেন। বহুজনের নিকট

http://kalpataruboi.org

এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

বিশাখার উপাখ্যান সমাপ্ত

আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান—৯

১১. ন পুপ্‌ফগন্ধো পটিবাতমেতি ন চন্দনং তগরমল্লিকা বা,
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি সব্বা দিসা সপ্পুরিসো পবাতি।

১২. চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথবস্‌সিকী,
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো।...৫৪-৫৫

অনুবাদ : চন্দন, কি টগরমল্লিকা, কি অন্য কোন ফুলের সুগন্ধই বাতাসের বিপরীত দিকে যায় না। কিন্তু সাধু ব্যক্তির সৌরভ বাতাসের প্রতিকূলেও গিয়ে থাকে, সৎ ব্যক্তি (তাঁর যশের দ্বারা) সব দিকেই পরিব্যাপ্ত হন। চন্দন, টগর, পদ্ম অথবা চামেলীর সুগন্ধও চরিত্রবান ব্যক্তির সৌরভকে অতিক্রম করতে পারে না।

অন্বয় : পুপ্‌ফগন্ধো (পুষ্পগন্ধ) ন পটিবাতম্ এতি (বায়ুর প্রতিকূলে যায় না) ন তগরমল্লিকা চন্দনং বা (টগর-মল্লিকা বা চন্দন গাছেরও নয়) সতঞ্চ গন্ধো (সৎলোকের গন্ধ) পটিবাতম্ এতি (বায়ুর প্রতিকূলে যায়) সপ্পুরিসো (সৎপুরুষ অর্থাৎ তাঁর যশোগৌরব) সব্বা দিসা পবাতি (সর্বদিকে প্রবাহিত হয়) চন্দনং তগরং বাপি উপ্পলং (চন্দন, টগর বা উৎপল) অথবস্‌সিকী (বার্ষিকী বা চামেলি) এতেসং গন্ধজাতানং (এসকল গন্ধজাত) সীলগন্ধো (শীলগন্ধ, সদ্‌গুণের সৌরভ) অনুত্তরো [হোতি] (অতিক্রম করতে পারে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ফুলের সুগন্ধ শুধু ফুলেই আবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে তা পবিত্র আনন্দে সবার হৃদয়কে পূর্ণ করে। কিন্তু সঞ্চারিত হবার জন্য তার বাতাসের সাহায্য চাই। বাতাস যেদিকে যায় গন্ধও শুধু সেদিকেই প্রবাহিত হয়, বাতাসের গতির বিপরীত দিকে যাবার তার ক্ষমতা নেই। সাধুতাও পুষ্পগন্ধের মতই মানুষের মনকে শুদ্ধ করে, তাকে আনন্দ দেয়, দেয় তৃপ্তি। কিন্তু সাধুর যা ধর্ম সৎচিন্তা, সদ্‌ভাব অনায়াসেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলোকের মত বিকীর্ণ হয়। কোন কিছুই তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। ফুলের সুগন্ধ স্থায়ী নয়, ফুল শুকালেই তার গন্ধ লুপ্ত হয়। কিন্তু সাধুতার ক্ষয় নেই। তার প্রভাব হৃদয়ে চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনে—জীবনে কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। তাই সাধুতার গৌরব বসন্ত ফুলের সৌরভের থেকেও শ্রেষ্ঠ।

'পুষ্পগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে যায় না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নোত্তর দান প্রসঙ্গে ভাষণ করিয়াছিলেন।

স্থবির (আনন্দ) একদিন সন্ধ্যায় ধ্যান হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন—'ভগবান মূলগন্ধ, সারগন্ধ এবং পুষ্পগন্ধ এই তিন উত্তম গন্ধের কথা বলিয়াছেন যে সকল গন্ধ বায়ুর অনুকূলেই প্রবাহিত হয়, প্রতিকূলে নহে। এমন কি কোন গন্ধদ্রব্য আছে যাহার গন্ধ বায়ুর প্রতিকূলেও যায়?' তারপর তিনি

http://kalpataruboi.org

ভাবিলেন—'আমি নিজেই কেন, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিব! শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব!' তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

'অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ সায়াংকালে ধ্যান হইত উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই কথা বলিলেন—

'ভন্তে, গন্ধদ্রব্য তিন প্রকার যাহাদের গন্ধ বায়ুর অনুকূলেই যায়। প্রতিকূলে যায় না। সেই তিনপ্রকার গন্ধদ্রব্য কি কি? মূলগন্ধ, সারগন্ধ এবং পুষ্পগন্ধ। ভন্তে এই তিন প্রকার গন্ধদ্রব্য। বায়ুর অনুকূলেই ইহাদের গন্ধ যায়, প্রতিকূলে নহে। ভন্তে, এমন কোন গন্ধদ্রব্য আছে যাহার গন্ধ বায়ুর অনুকূলে যায়, বায়ুর প্রতিকূলে যায়, বায়ুর অনুকূল-প্রতিকূল উভয় দিকে যায়?'

ভগবান আনন্দের প্রশ্নের উত্তরদান করিতে যাইয়া বলিলেন—'হ্যাঁ আনন্দ, এমন গন্ধজাতও আছে যাহার গন্ধ বায়ুর অনুকূলেও যায়, প্রতিকূলেও যায় এবং অনুকূল-প্রতিকূল উভয় দিকেই যায়।'

'ভন্তে, সেই গন্ধজাত কি... ...উভয় দিকেই যায়?'

হে আনন্দ, যে গ্রামে বা নিগমে পুরুষ বা নারী বুদ্ধের শরণাগত হয়, ধর্মের শরণাগত হয়, সঙ্ঘের শরণাগত হয়, যে প্রাণীহত্যা হইতে বিরত থাকে, যে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ (চুরি) হইতে বিরত থাকে, যে কামবিষয়ে ব্যভিচার হইতে বিরত থাকে, যে মৃষাবাদ হইতে বিরত থাকে, যে সুরা, মৈরেয়, মদ্য প্রভৃতি প্রমাদকর বস্তুসেবন হইতে বিরত থাকে, যে শীলবান হয়, কল্যাণধর্মী হয়, যে মান-মাৎসর্য বিহীন চিত্তের দ্বারা সংসারে বাস করে, যে হয় উদার এবং ত্যাগী, যে (দানে) বিশুদ্ধহস্ত, দান করিতে আনন্দ পায়, যে হবে যাচঞার যোগ্য (অর্থাৎ যাহার নিকট যাচঞা করিলে কিছু পাওয়া যায়) এবং যে দানসংবিভাজনে রত থাকে। চতুর্দিকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তাহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বেড়ায়—'ঐ গ্রামে বা নিগমে নারী বা পুরুষ বুদ্ধের শরণাগত হয়, ধর্মের শরণাগত হয়, সঙ্ঘের শরণাগত হয়... ...দান-সংবিভাজনে রত।'

দেবতারাও তাহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন—'ঐ গ্রামে বা নিগমে নারী বা পুরুষ বুদ্ধের শরণাগত ধর্মের শরণাগত এবং সঙ্ঘের শরণাগত... ... দানসংবিভাজনে রত।' হে আনন্দ এই সেই গন্ধজাত যাহা বায়ুর অনুকূলেও যায়, প্রতিকূলেও যায় এবং অনুকূল-প্রতিকূল উভয়দিকে যায়। এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'চন্দন, টগর, মল্লিকা বা অন্য কোন পুষ্পের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায় না। কিন্তু সাধুগণের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায়, সৎ পুরুষদের যশসৌরভ সকলদিকেই প্রবাহিত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৫৪

'চন্দন, টগর, উৎপল কিংবা বার্ষিকী এই সকলের গন্ধ অপেক্ষা শীলগন্ধ

http://kalpataruboi.org

উত্তম।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৫৫

তথায় 'পুষ্পগন্ধ যায় না' ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে পারিচ্ছত্তক বৃক্ষ আছে যাহা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে একশত যোজন, ইহার পুষ্পসমূহের আভা পঞ্চাশ যোজন শোভিত করে, গন্ধ একশত যোজন, তাহাও বায়ুর অনুকূলেই যায়, প্রতিকূলে অষ্টাঙ্গুলমাত্রও যাইতে সক্ষম নহে। এইরকম পারিচ্ছত্তক বৃক্ষের পুষ্পও বায়ুর প্রতিকূলে যায় না। 'চন্দন' চন্দনগন্ধ, 'টগর বা মল্লিকা' ইহাদের গন্ধই অভিপ্রেত। সারগন্ধসমূহের মধ্যে অগ্রস্থানীয়, রক্তচন্দন, টগর বা মল্লিকা সকলেরই গন্ধ বায়ুর অনুকূলেই প্রবাহিত হয়, প্রতিকূলে নহে। 'সৎপুরুষের গন্ধ অর্থাৎ যশসৌরভ' সৎপুরুষদের বুদ্ধ-প্রত্যেকবুদ্ধ শ্রাবকদের শীলগন্ধ, বায়ুর প্রতিকূলেও যায়। কেন? 'সৎপুরুষদের যশসৌরভ সকল দিকেই যায়' যেহেতু সৎপুরুষ শীলগন্ধের দ্বারা সকল দিকেই জয় করিয়া যায়, তদ্ধেতু তাহার গন্ধ 'বায়ুর প্রতিকূলে যায় না' এই কথা বলা উচিত নহে। তাই বলা হইয়াছে 'বায়ুর প্রতিকূলে যায়'। 'বার্ষিকী' অর্থাৎ সুমনপুষ্প। 'ইহাদেরও' অর্থাৎ এই চন্দনাদির গন্ধ অপেক্ষা শীলবান সৎপুরুষদের শীলগন্ধই অনুত্তর অতুলনীয় এবং অসদৃশ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন। বহুজনের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত দানের উপাখ্যান—১০

১৩. অপ্পমত্তো অযং গন্ধো যা'যং তগরচন্দনী,
যো চ সীলবতং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো।...৫৬

অনুবাদ : টগর কি চন্দনের গন্ধ সামান্যই। কিন্তু যিনি চরিত্রবান তাঁর গুণ-সৌরভ দেবতাদের মধ্যেও ব্যাপ্ত হয়।

অন্বয় : যাযং তগরচন্দনী বাতি (যে টগর-চন্দনের গন্ধ প্রবাহিত হয়) অযং গন্ধ (এই গন্ধ) অপ্পমত্তো (অল্পমাত্র) যো চ সীলবতং গন্ধো (শীলবানদের যে গন্ধ) উত্তমো (উত্তম) দেবেসু বাতি (তা দেবগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সাধুতা মানুষকে দেবতাদের কাছেও পূজনীয় করে তোলে, চরিত্রের উৎকর্ষতা মানুষকে যে মহিমা দেয়, দেবতারাও তার কাছে নত হন।

'অল্পমাত্র এই গন্ধ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত দানকে উপলক্ষ করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। একদিন স্থবির সপ্তাহান্তে নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া 'রাজগৃহে প্রতি ঘরে ঘরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিব' বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সময় দেবরাজ শক্রের পরিচারিকা কপোত-চরণা (অর্থাৎ কপোতের চরণের ন্যায় রক্তিম চরণবিশিষ্টা) পঞ্চশত অপ্সরা 'স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিব' মনে করিয়া উৎসাহিত হইয়া পঞ্চশত পিণ্ডপাত সজ্জিত করিয়া লইয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া

http://kalpataruboi.org

বলিল—'ভন্তে, এই পিণ্ডপাত গ্রহণ করুন, আমাদের অনুগৃহীত করুন।'

'তোমরা যাও। আমি দুর্গতদেরই অনুকম্পা করি।'

'ভন্তে, আমাদের নাশ করিবেন না, আমাদের প্রতি অনুকম্পা করুন।'

স্থবির তাহাদের চিনিতে পারিয়া আবার প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তাহারা ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। স্থবির 'নিজেদের ওজন বোঝ না, পালাও' বলিয়া তুড়ি মারিলেন। তাহারা স্থবিরের তুড়িশব্দ শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া সেখানে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া পলাইয়া দেবলোকে চলিয়া গেল। দেবরাজ শক্র তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?'

'প্রভু, সমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিতে গিয়াছিলাম।'

'তোমরা দিতে পারিয়াছ কি?'

'উনি নিতে চাহিলেন না।'

'কি বলিয়াছেন?'

'প্রভু, তিনি বলিয়াছেন যে তিনি দুর্গতদের নিকট হইতেই পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন।'

'তোমরা কিভাবে গিয়াছিলে?'

'প্রভু, এই ভাবেই গিয়াছিলাম।'

শক্র 'তোমরা আর কি করিয়া স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিবে'। এই ভাবিয়া স্বয়ং স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিতে ইচ্ছা করিয়া জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ, পংকদন্ত, পলিতকেশ, ন্যুব্জশরীর, বৃদ্ধ তন্তুবায়ের বেশ ধারণ করিয়া দেবকন্যা সুজাকে তদ্রূপ বৃদ্ধার বেশে লইয়া দৈবপ্রভাবে একটি তন্তুবায়বীথি নির্মাণ করিয়া পথিপার্শ্বে তাঁত বুনিতেছেন এইরূপ ভাব করিয়া অবস্থান করিলেন।

স্থবিরও 'আমি দুর্গতদেরই অনুগৃহীত করিব' মনে করিয়া নগরাভিমুখে যাইতে যাইতে নগরের বাহিরে এই বীথি দেখিয়া অবলোকন করিয়া দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন। সেই সময় শক্র তাঁত প্রসারিত করিতেছিলেন এবং সুজা মাকু গুটাইতেছিলেন। স্থবির চিন্তা করিলেন—

'ইহারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হইয়াও কাজ করিতেছেন। এই নগরে ইহাদের অপেক্ষা দুর্গত আর কেহ থাকিতে পারে। ইহারা যদি একহাতা মাত্র শাকাহার আমাকে দেয় আমি তাঁহাদের অনুগৃহীত করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ঐ গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। শক্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সুজাকে বলিলেন—'ভদ্রে, আমাদের আর্য (স্থবির) এদিকে আসিতেছেন। তুমি যেন তাঁহাকে দেখিতেই পাও নাই এইভাবে চুপচাপ বসিয়া থাক। এইভাবে কিছুক্ষণ স্থবিরকে বঞ্চনা করিয়া পরে পিণ্ডপাত দিব।' স্থবির আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে না দেখার ভাণ করিয়া নিজেদের কাজ করিতে করিতে অজান্তেই যেন স্থবিরের দিকে কিছুটা অগ্রসর হইলেন।

তখন শক্র বলিলেন—'গৃহদ্বারে একজন স্থবির দাঁড়াইয়া আছেন মনে হয়,

http://kalpataruboi.org

দেখ ত!'

'প্রভু, আপনিই যাইয়া দেখুন।'

তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ (মস্তক, দুই জানু এবং দুই কনুই) প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দনা করিয়া দুই হস্তের দ্বারা স্থবিরের জানুদ্বয় স্পর্শ করিয়া গোঙাইতে গোঙাইতে বলিলেন—'আর্য, আপনি কোন স্থবির?' তারপর একটু পিছু হটিয়া 'আমার চক্ষুদ্বয় ধুমায়িত হইয়াছে' বলিয়া কপালে হাত দিয়া উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া বলিলেন—

'হায়! হায়! আর্য মহাকাশ্যপ স্থবির এতদিন পরে আমার গৃহদ্বারে সমুপস্থিত। (সুজাকে ডাকিয়া) ঘরে কিছু আছে তো?' সুজা যেন একটু ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'প্রভু আছে' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

শক্র স্থবিরের পাত্র ধরিয়া বলিলেন—'ভন্তে, রুক্ষ হউক বা উৎকৃষ্ট হউক যাহা আছে তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।' স্থবির 'ইহারা যাহাই দিক না শাকই দিক বা এক মুষ্টি খুদই দিক আমি তাহা গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে অনুগৃহীত করিব' চিন্তা করিয়া ভিক্ষাপাত্রটি শক্রের হাতে দিলেন। শক্র গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া ঘটিভাত ঘটির দ্বারা উত্তোলন করিয়া পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া স্থবিরের হাতে দিলেন। হঠাৎ সেই পিণ্ডপাত (সুগন্ধযুক্ত) অনেক সূপব্যঞ্জনযুক্ত হইল। সমগ্র রাজগৃহ নগর ইহার সুগন্ধে ভরপুর হইয়া গেল। তখন স্থবির চিন্তা করিলেন—

'এই ব্যক্তি অল্পেশাখ্যা, কিন্তু তাঁহার পিণ্ডপাত মহেশাখ্যা। দেবরাজ শক্রের ভোজনসদৃশ। কে এই ব্যক্তি?' তারপর শক্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—

'আপনি দুর্গতদের দানসম্পত্তি নষ্ট করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। অদ্য আমাকে দান দিয়া কোন দুর্গত ব্যক্তি সেনাপতিস্থান বা শ্রেষ্ঠীস্থান লাভ করিতে পারিত।'

'ভন্তে, আমা অপেক্ষা দুর্গত ব্যক্তি আর কেহ নাই।'

'আপনি দেবলোকে রাজ্যশ্রী ভোগ করিয়াও নিজেকে দুর্গত বলিতেছেন কেন?'

'ভন্তে, তাহা হইলে শ্রবণ করুন। এই পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে আমি অনেক পুণ্যকাজ করিয়াছি। যখন এই পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইলেন, তখন আমি বর্তমান থাকিতেই তিনজন সমক্ষমতাসম্পন্ন দেবপুত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন ক্ষুদ্ররথদেবপুত্র, মহারথদেবপুত্র এবং অনেকবর্ণ দেবপুত্র। তাঁহারা আমা অপেক্ষাও বেশি তেজস্বী। ঐ তিনজন দেবপুত্র যদি আসিয়া 'আমরা উৎসব করিব' বলিয়া পরিচারিকা (অপ্সরাদের) সকলকে লইয়া অন্তরবীথিতে অবতীর্ণ হয়, আমাকে পলায়ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। তাহাদের শরীর হইতে নির্গত তেজ আমার শরীরকে অভিভূত করে, কিন্তু আমার শরীর হইতে নির্গত তেজ তাহাদের শরীরকে অভিভূত করে না। অতএব ভন্তে, আমা অপেক্ষা দুর্গত ব্যক্তি আর কে আছে?'

http://kalpataruboi.org

'তাহা হইলেও এইভাবে বঞ্চনা করিয়া আর দান দিবেন না।

'আপনাকে বঞ্চনা করিয়া দান দিলেও আমার কুশলার্থ সম্পাদিত হইয়াছে, কি হয় নাই?'

'হ্যাঁ বন্ধু হইয়াছে।'

'ভন্তে, তাহা হইলে কুশলকর্ম সম্পাদন করাই আমার কর্তব্য।' তিনি ইহা বলিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া সুজাকে লইয়া স্থবিরকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশপথে উড়িয়া এই উদান উদগীত করিলেন—

'অহো দান পরমদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'

তাই বলা হইয়াছে—এক সময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পিপ্পলিগুহাতে বাস করিতেছিলেন। এক সপ্তাহ যাবত কোন এক সমাধি লাভ করিয়া একই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সেই সপ্তাহ অতীত হইলে সমাধি হইতে উত্থান করিলেন। সেই সমাধি হইতে উত্থিত আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আমি রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিব?'

সেই সময় পঞ্চশত দেবতা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে পিণ্ডপাত প্রদান করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সেই পঞ্চশত দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পূর্বাহ্ন সময়ে উত্তমরূপে চীবর পরিহিত হইয়া পাত্র-চীবর লইয়া রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন। সেই সময় দেবেন্দ্র শক্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে পিণ্ডপাত দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি এক তন্তুবায়ের ছদ্মবেশে তাঁত বুনিতে লাগিলেন আর অসুরকন্যা সুজা মাকু গুটাইতে লাগিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ রাজগৃহে প্রতিঘরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিয়া শক্রের নিবাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। শক্র দূর হইতে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে আসিতে দেখিলেন। দেখিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রত্যুদগমন করিয়া হস্ত হইতে পাত্র লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘটির দ্বারা (পাঠান্তর : ঘটি হইতে) অন্ন উত্তোলন করিয়া পাত্রপূর্ণ করিয়া মহাকাশ্যপকে প্রদান করিলেন। সেই পিণ্ডপাত অনেক সুপযুক্ত, অনেক ব্যঞ্জনযুক্ত এবং অনেক রসালব্যঞ্জনযুক্ত হইয়া গেল। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ চিন্তা করিলেন—'কে এই সত্ত্ব যাহার এইরূপ ঋদ্ধিপ্রভাব?' শেষে তিনি দেবরাজ শক্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—'হে কৌসিয়, আপনি এইরূপ করিলেন কেন? পুনরায় এইরূপ করিবেন না।'

'ভন্তে, আমাদেরও পুণ্যের প্রয়োজন। আমাদেরও পুণ্য করণীয়।'

অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে তিনবার এই উদান উদগীত করিলেন—

'অহো দান মহাদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত।
অহো দান মহাদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত।
অহো দান মহাদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

http://kalpataruboi.org

তখন ভগবান বিহারে থাকিয়াই দেবেন্দ্রের সেই শব্দ শুনিয়া ভিক্ষুদের আহ্বান করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেখ দেবরাজ শক্র উদান উদগীত করিতে করিতে আকাশপথে যাইতেছে।'

'ভন্তে, তিনি কি করিয়াছেন?'

'আমার পুত্র কাশ্যপকে বঞ্চনা করিয়া সে পিণ্ডপাত দিয়াছে। তাহা দিয়া তুষ্টচিত্তে উদান উদগীত করিতে করিতে যাইতেছে।'

'ভন্তে, স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিতে হইবে এই কথা তিনি কিভাবে জানিলেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রসদৃশ পিণ্ডপাতিককে দেব-মনুষ্য সকলেই স্পৃহা করেন।' এই বলিয়া নিজেও একটি উদান উদগীত করিলেন। সূত্রে এইটুকুমাত্র অবগত হইয়াছে—

ভগবান দিব্যকর্ণে বিশুদ্ধ অতিমানবিক শ্রোত্রের দ্বারা দেবরাজ শক্রের আকাশে উঠিয়া অন্তরীক্ষ-আকাশে তিনবার এই উদান উদগীত করিতে শুনিলেন—'অহো দান শ্রেষ্ঠদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত। অহো দান শ্রেষ্ঠদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত। অহো দান শ্রেষ্ঠদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

অনন্তর ভগবান ইহা জানিয়া সেই সময় এই উদান উদগীত করিলেন—

'তাদৃশ আত্মনির্ভরশীল অনন্যপোষী পিণ্ডপাতিক উপশান্ত এবং সদা স্মৃতিমান ভিক্ষুকে দেবতারাও স্পৃহা করেন।'

এই উদান উদগীত করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্র আমার পুত্রের শীলগন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পিণ্ডপাত প্রদান করিয়াছেন' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'টগর কিংবা চন্দনের গন্ধ অল্পমাত্রই। কিন্তু শীলবানের সুগন্ধ দেবগণের মধ্যেও প্রবাহিত হয়।—ধর্মপদ, শ্লোক-৫৬

তথায় 'অল্পমাত্র' অর্থাৎ সামান্য। 'যাহা শীলবানদের' অর্থাৎ যাহা শীলবানদের শীলগন্ধ তাহা টগরের ন্যায়, রক্তচন্দনের ন্যায় অল্পমাত্র হয় না। অনেক বেশি হয়। সেই কারণে 'উত্তমগন্ধ দেবলোকেও প্রবাহিত হয়' অর্থাৎ প্রবর শ্রেষ্ঠ হইয়া দেবলোকে মনুষ্যলোকে সর্বত্রই প্রবাহিত হয়। সমস্ত কিছুকে অভিভূত করিয়া প্রবাহিত হয়।

দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন। এই দেশনা বহুজনের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত দানের উপাখ্যান সমাপ্ত

গোধিক স্থবিরের পরিনির্বাণের উপাখ্যান—১১

১৪. তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদবিহারিনং,
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি।...৫৭

অনুবাদ : যাঁরা শীলসম্পন্ন, সদা তৎপর এবং সম্যক জ্ঞান লাভ করে বিমুক্ত

http://kalpataruboi.org

হয়েছেন, তাঁদের গতিবিধি মারের আয়ত্বের বাইরে।

অন্বয় : সম্পন্নশীলানং (শীলসম্পন্ন) অপ্পমাদবিহারিনং (অপ্রমত্ত) সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং (সম্যকপ্রজ্ঞা দ্বারা মুক্ত পুরুষদের) তেসং (তাঁদের) মগ্গং (মার্গ, পথ) মারো ন বিন্দতি (মার জানে না)।

'সেই শীলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা রাজগৃহের নিকট বেণুবনে অবস্থানকালে গোধিক স্থবিরের পরিনির্বাণ উপলক্ষে ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই (গোধিক) আয়ুষ্মান ইসিগিলি পর্বতপার্শ্বে কালশিলায় অবস্থানকালে অপ্রমত্ত, উৎসাহী, দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ সাময়িক চেতোবিমুক্তি লাভ করিয়া কোন এক পুরাতন রোগের কারণে তাহা হইতে চ্যুত হন। তিনি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এমন কি ছয়বার ধ্যান উৎপন্ন করিয়া তথা হইতে চ্যুত হন। সপ্তমবার ধ্যান উৎপন্ন করিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি ছয়বার ধ্যান হইতে চ্যুত হইয়াছি। ধ্যানহীন ব্যক্তির অনিয়তা গতি। অতএব এখনই শস্ত্রের দ্বারা জীবন শেষ করিব' এই চিন্তা করিয়া কেশচ্ছেদনকারী ক্ষুর লইয়া গলনাড়ী ছেদন করিতে মঞ্চে শুইয়া পড়িলেন। মার তাঁহার মনের কথা জানিয়া 'এই ভিক্ষু শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। শস্ত্রধারণকারী ব্যক্তিরা জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হন। কিন্তু তাঁহারা বিদর্শন বর্ধিত করিয়া অর্হত্ত্বও লাভ করিতে পারেন। আমি যদি তাঁহাকে নিবারিত করিতে যাই তিনি আমার কথা শুনিবেন না। শাস্তাকে দিয়া বারণ করাইব' এই চিন্তা করিয়া ছদ্মবেশে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

'হে মহাবীর মহাপ্রাজ্ঞ, ঋদ্ধি এবং যশের দ্বারা দীপ্তিমান, সমস্ত বৈরভয়াতীত চক্ষুষ্মান আমি আপনার পাদ বন্দনা করিতেছি।—১

হে মহাবীর, মৃত্যুঞ্জয়, জ্যোতিষ্মান আপনার শ্রাবক মৃত্যু কামনা করিতেছেন, মৃত্যুর জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে নিবারিত করুন।—২

ভগবন, লোকবিশ্রুত আপনার শাসনরত শ্রাবক অপ্রাপ্তমানস এবং শৈক্ষ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবেন—ইহা তো কাম্য হওয়া উচিত নহে।—৩

সেই মুহূর্তেই গোধিক স্থবির শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। শাস্তা এ নিশ্চয়ই মার ইহা ভাবিয়া এই গাথা বলিলেন—'জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইরূপই করিয়া থাকেন। তাঁহারা জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন না। সমূলে তৃষ্ণাকে উৎপাটিত করিয়া গোধিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

অনন্তর ভগবান অনেক ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া যেখানে গোধিক স্থবির শস্ত্র হস্তে শায়িত সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় পাপী মার 'ইহার প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান কোথায় প্রতিষ্ঠিত' চিন্তা করিতে করিতে ধুমরাশির ন্যায়, তিমিরপুঞ্জের ন্যায় হইয়া সর্বদিকে স্থবিরের বিজ্ঞানকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভগবান সেই ধুমতিমিরভাবকে ভিক্ষুদের দেখাইয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, এই পাপী মার গোধিক কুলপুত্রের বিজ্ঞানকে অন্বেষণ

http://kalpataruboi.org

করিতেছে—কোথায় গোধিক কুলপুত্রের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত? হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানকে অপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই গোধিক কুলপুত্র পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

মারও তাঁহার বিজ্ঞানস্থান দেখিতে অসমর্থ হইয়া কুমারের ছদ্মবেশে বিল্বকাঠের তৈরি পাণ্ডুবর্ণের বীণা লইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আমি উর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সমস্ত দিশা ও অনুদিশাতে অন্বেষণ করিয়াও খুঁজিয়া পাইলাম না গোধিক কোথায় গিয়াছেন।'

শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'সেই ধীর ধৃতিসম্পন্ন, ধ্যায়ী, সদা ধ্যানরত, অহোরাত্র কৃচ্ছ্রসাধনে রত, জীবনের প্রতি অনীহাসম্পন্ন গোধিক (ভিক্ষু) মৃত্যুসেনাকে (মারসেনা) জয় করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না। সমূলে তৃষ্ণাকে উৎপাটিত করিয়া সে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

এইরূপ উক্ত হইলে পাপী মার ভগবানকে গাথার দ্বারা ভাষণ করিল—'শোকার্ত তাহার বীণা এবং কচ্ছ ভূপতিত হইল। দুঃখার্দ্রচিত্তে যক্ষ (মার) তথা হইতে অন্তর্ধান করিল।'

শাস্তাও বলিলেন—'হে পাপী, কুলপুত্র গোধিক কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা লইয়া তোমার মাথাব্যথা কেন? তিনি কোথায় তোমার মত শত সহস্র ব্যক্তিও তাহার সন্ধান পাইবে না।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'শীলসম্পন্ন, অপ্রমাদবিহারী, প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্ত ব্যক্তিগণ কোন পথে বিচরণ করেন তাহা মার জানে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৫৭

তথায় 'তাহাদের' যেমন অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের দ্বারা গোধিক কুলপুত্র পরিনিবৃত, যাঁহারা তদ্রূপ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন তাহাদের। 'শীলবানদের' যাঁহাদের শীল পরিপূর্ণ। 'অপ্রমাদবিহারীদের' স্মৃতি এবং অবিপ্রবাস নামক অপ্রমাদের দ্বারা যাঁহারা বিহার করেন। 'সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্তগণের' অর্থাৎ হেতু-নয়-কারণের দ্বারা জানিয়া 'তদঙ্গবিমুক্তি, বিষ্কম্ভনবিমুক্তি, সমুচ্ছেদবিমুক্তি, প্রতিপ্রশ্রদ্ধিবিমুক্তি এবং নিঃসরণবিমুক্তি'—এই পঞ্চবিধ বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্ত। 'মার মার্গ জানে না' সর্বতো উপায়ে অন্বেষণ করিলেও এইরূপ মহাক্ষীণাস্রবদের মার্গ (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন) মার জানে না, লাভ করে না, দেখিতে পায় না।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। জনগণের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

গোধিক স্থবিরের পরিনির্বাণের উপাখ্যান সমাপ্ত

গরহদিন্নের উপাখ্যান—১২

১৫. যথা সংকারধানস্মিং উজ্ঝিতস্মিং মহাপথে,
পদুমং তত্থ জাযেথ সুচিগন্ধং মনোরমং।

১৬. এবং সংকারভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে,
অতিরোচতি পঞ্ঞায সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো।...৫৮-৫৯

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : রাজপথের আবর্জনারাশির মধ্যেও যেমন মনোরম সুগন্ধ পদ্মফুল জন্মায়, তেমনি আবর্জনারাশির মতই অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রজ্ঞার দীপ্তিতে শোভা পান বুদ্ধের শিষ্য।

অন্বয় : যথা (যেরূপ) মহাপথে (রাজপথে) উজ্ঝিতস্মিং (নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত) সংকারধানস্মিং (আবর্জনারাশির মধ্যে) সুচিগন্ধং মনোরমং (সুগন্ধ মনোরম) পদুমং (পদ্ম) জাযেথ (জন্মে), এবং (সেইরূপ) সংকারভূতেসু অন্ধভূতে পুথুজ্জনে (আবর্জনারূপ অজ্ঞ ও চরিত্রহীন লোকের মধ্যে) সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো (সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি) পঞ্ঞায (প্রজ্ঞা দ্বারা) অতিরোচতি (শোভা পান)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আবর্জনারাশিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম তার অনুপম শোভায়, প্রফুল্ল হাসিতে পরিবেশের সমস্ত গ্লানিকে তুচ্ছ করে। যে মানুষ অজ্ঞ সে জানে না কি তার লক্ষ্য কোনটা তার পথ, সে মানুষ আবর্জনার মতই অসার। এদের মধ্যে যদি কেউ সত্যজ্ঞান লাভ করে থাকেন, পঙ্কে পঙ্কজের মতই তিনি হীন পরিবেশেও আপন মহিমায় শোভা পান।

'যেমন আবর্জনা মধ্যে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে গরহদিন্ন নামক নির্গ্রন্থ শ্রাবককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে সিরিপুত্র এবং গরহদিন্ন নামে দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে সিরিপুত্ত ছিল বুদ্ধের উপাসক এবং গরহদিন্ন নির্গ্রন্থের শ্রাবক। তাহাকে নির্গ্রন্থরা সবসময় বলেন—

'তোমার বন্ধু সিরিপুত্তকে বল—'তুমি শ্রমণ গৌতমের কাছে কেন যাও, তাঁহার নিকট তুমি কি পাইবে?' এবং আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দানধর্ম করিতে তাহাকে উপদেশ দাও।' গরহদিন্ন তাঁহাদের কথা শুনিয়া সিরিপুত্তের নিকট বারবার যাইয়া উঠিতে বসিতে তাহাকে বলে—'সৌম্য শ্রমণ গৌতমের কাছে যাইয়া তোমার কি হইবে? কি তুমি লাভ করিবে? তুমি কি আমার নির্গ্রন্থ আর্যদের নিকট যাইয়া দানধর্ম করিতে পার না?' সিরিপুত্ত তাহার কথা শুনিয়াও বহুদিন চুপচাপ ছিল। অবশেষে একদিন ধৈর্য্য হারাইয়া সে গরহদিন্নকে বলিল—'সৌম্য, শ্রমণ গৌতমের কাছে যাইয়া তোমার কি লাভ হয়? তুমি আমার নির্গ্রন্থ আর্যদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দানধর্ম কর'। এখন তুমি আমাকে বল তোমার সেই মহাত্মাগণ কি জানেন?'

'মহাশয় এইরূপ বলিও না। আমার মহাত্মাগণের অজানা কিছুই নাই। সমস্ত অতীত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান, সমস্ত কায়-বাক-মনকর্ম, 'ইহা হইবে ইহা হইবে না' সমস্ত ভব্যাভব্য জানেন।'

'তুমি এইরূপ বলিতেছ?'

'হ্যাঁ আমি বলিতেছি।'

'যদি তাহাই হয়, তুমি অন্যায় করিয়াছ। এতকাল তুমি আমাকে জানাও নাই কেন? অদ্যই আমি তাঁহাদের জ্ঞান এবং প্রভাবের কথা জানিলাম। সৌম্য,

http://kalpataruboi.org

তুমি যাও। আমার কথা দিয়া আর্যদের নিমন্ত্রণ কর।'

সে তখন নির্গ্রন্থদের নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া বলিল—'আমার বন্ধু সিরিপুত্ত তাহার বাড়িতে আগামীকল্যের জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে।'

'সিরিপুত্ত স্বয়ং তোমাকে বলিয়াছে?'

'হ্যাঁ মহাশয়গণ।'

তাঁহারা হৃষ্টতুষ্ট হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন—'আমাদের কর্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে। সিরিপুত্ত যখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে, চিন্তা কি। এখন হইতে আমরা সমস্ত কিছু লাভ করিব।'

সিরিপুত্তের অনেক বড় বাড়ি। সে দুই ঘরের মধ্যেখানে দুই দিক হইতে লম্বা গর্ত খুঁড়িয়া গূথ এবং কললের দ্বারা পূর্ণ করিল। গর্তের বাহিরে দুই প্রান্তে খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া এমন করিয়া আসনগুলি বিছাইল যাহাতে ইহাদের সম্মুখভাগ গর্তের পূর্বপার্শ্বে থাকে এবং পশ্চাদভাগে গর্তের পশ্চিমপার্শ্বে দড়ির উপর থাকে। 'বসিতে যাইলেই যাহাতে অধোশির হইয়া গর্তে পতিত হয়' এই মনে করিয়া যাহাতে গর্ত দেখা না যায়, আসনসমূহের উপরে আস্তরণ দিয়া ঢাকা থাকে। বড় বড় শূন্য কলসী রাখিয়া সেইগুলিকে কলাপাতা এবং সাদা কম্বল দিয়া মুখ বাঁধিয়া গৃহের পশ্চিমভাগে রাখিয়া দিল। কলসীগুলি শূন্য হইলেও যাহাতে সন্দেহ না হয় তাই কলসীগুলির বহির্ভাগে যাগু অন্ন, সিদ্ধ অন্নের মণ্ড, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং পিষ্টকের চূর্ণ লেপন করিয়া রাখিয়া দিল। গরহদিন্ন সকালেই ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আর্যদের খাবার-দাবার প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ সৌম্য, প্রস্তুত।'

'সেইগুলি কোথায়?'

'এই দেখ এতগুলি কলসীতে যাগু, এতগুলি কলসীতে ভাত, এতগুলিতে ঘৃত, গুড়, পিষ্টকাদি পূর্ণ আছে। আসনও বিছানো হইয়াছে।'

সে 'বেশ বেশ' বলিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে পঞ্চশত নির্গ্রন্থ আসিলেন। সিরিপুত্ত বাড়ির বাহিরে আসিয়া পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতের (মস্তক, দুই জানু ও দুই কনুই মাটিতে রাখিয়া) দ্বারা নির্গ্রন্থদিগকে বন্দনা করিয়া তাহাদের সামনে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল—'আপনারা নাকি অতীতাদিভেদ জানেন, আপনাদের সেবক এই কথাই বলিয়াছে। যদি আপনারা সমস্তই জানেন, তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিবেন না। আমার গৃহে যাহারা প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহাদের জন্য যাগুও নাই, ভাত প্রভৃতিও নাই। যদি না জানিয়া প্রবেশ করেন, গূথ-গর্তে ফেলিয়া আপনাদের প্রহার করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া লোকজনকে আদেশ দিলেন—

'পশ্চিমপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বসিতেছেন দেখা মাত্রই উপরের আস্তরণ সরাইয়া ফেলিবে, তাহা না হইলে সেইগুলি অশুচি স্রক্ষিত (নোংড়া) হইয়া যাইবে।'

তারপর নির্গ্রন্থগণকে 'ভন্তে, এদিকে আসুন' বলিয়া আহ্বান করিল।

http://kalpataruboi.org

নির্গ্রন্থগণ প্রবেশ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিবার উপক্রম করিলেন। তখন (সিরিপুত্তের) কাজের লোকেরা বলিল—

'ভন্তে আসুন, কিন্তু এখন বসিবেন না।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের গৃহে আর্যগণ প্রবেশ করিলে আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে কিছু নিয়মকানুন মানিতে হয়।'

'কি নিয়ম কানুন?'

'সকলেই আসনের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একই সঙ্গে বসিবেন।'

সিরিপুত্তের ইহাই অভিপ্রায় ছিল—একজন গর্তে পতিত হইলে 'আবুসো, তোমরা কেহই আসনে বসিও না' এই কথা বলিতে না পারে।'

তাঁহারা 'বেশ, বেশ' বলিয়া চিন্তা করিলেন—

'ইহারা যাহা বলিতেছে আমাদের তাহাই করা উচিত।' অতঃপর সকলেই নিজ নিজ আসনে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। লোকেরা বলিল—'ভন্তে, শীঘ্রই এক সঙ্গে সকলে বসিয়া পড়ুন।' তাঁহারা বসিবার উপক্রম করা মাত্রই আসনসমূহের উপরে প্রসারিত আস্তরণ তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইল। নির্গ্রন্থগণ একই সঙ্গে বসিলেন, দড়ির উপর স্থাপিত আসনপাদসমূহ ভগ্ন হইল। নির্গ্রন্থগণ অধঃশির হইয়া গর্তে পতিত হইলেন। তাঁহারা পতিত হইলে সিরিপুত্ত দ্বার বন্ধ করিয়া একে একে যাহারা গর্ত হইতে উঠিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের 'অতীত অনাগত বর্তমান কেন জানিলেন না' বলিয়া দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিয়া 'ইহাদের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট' মনে করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহারা বাহির হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ফিরিবার রাস্তাটিকে সিরিপুত্ত চুন আর গঁদের আঠা দিয়া পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল। ফলত দ্রুত পলাইতে যাইয়া নিজেদের সামলাইতে না পারিয়া ভূপতিত হইলে আবার দণ্ডদ্বারা তাঁহাদের প্রহার করা হইল এবং 'তোমাদের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট' বলিয়া তাড়াতাড়ি দিলেন। তাঁহারা 'তুমি আমাদের সর্বনাশ করিলে, তুমি আমাদের সর্বনাশ করিলে' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেবক গরহদিন্নের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গরহদিন্ন তাঁহাদের এই দূরবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া 'সিরিপুত্ত আমার সর্বনাশ করিল। যাঁহাদের হস্ত প্রসারিত করিয়া বন্দনা করিলে ভক্তদের দেবলোকসহ মনুষ্যলোকে যথেচ্ছ দিতে সমর্থ, যাঁহারা পুণ্যক্ষেত্রভূত আমার সেই প্রভুদের প্রহার করিয়া তাঁহাদের মহাকষ্ট দিয়াছে' বলিতে বলিতে রাজকুলে যাইয়া সিরিপুত্তের সহস্র কার্ষাপণ দণ্ডবিধান করিল। তখন রাজা সিরিপুত্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সিরিপুত্ত আসিয়া রাজাকে বন্দনা করিয়া বলিল—'মহারাজ, আপনি অনুসন্ধান করিয়া শাস্তি দিবেন, না অনুসন্ধান না করিয়া?' 'অনুসন্ধান করিয়াই শাস্তি দিব।'

'বেশ মহারাজ।'

'মহারাজ, তাহা হইলে শুনুন। আমার বন্ধু নির্গ্রন্থ সেবক আমার কাছে

http://kalpataruboi.org

আসিয়া উঠিতে বসিতে সবসময় এইরূপ বলে—'সৌম্য, শ্রমণ গৌতম দিয়া তোমার কি হইবে? তাঁহার নিকট যাইয়া কি হইবে?' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইল। তারপর বলিল—'মহারাজ, যদি ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়, আমাকে দণ্ড দিন।' রাজা গরহদিন্নের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি সত্যই এইরূপ বলিয়াছ?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'তুমি যাহারা এইটুকুও জানে না সেইরূপ শাস্তাদের লইয়া বিচরণ কর এবং 'তাঁহারা সব জানেন' এই কথা কেন তুমি তথাগত শ্রাবককে বলিয়াছ? কাজেই যে দণ্ডবিধানের কথা তুমি বলিয়াছ, সেই দণ্ড আমি তোমাকেই দিলাম।'

এইভাবে গরহদিন্নই শাস্তি পাইল এবং তাহার কুলদেবতা নির্গ্রন্থদের প্রহার করিয়া বিতাড়িত করা হইল।

গরহদিন্ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রায় এক পক্ষকাল সিরিপুত্তের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল। তারপর চিন্তা করিল—'আমাকে এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না। সিরিপুত্তের কুলদেবতাদের অর্থাৎ ভিক্ষুদের আমি অপমান করিব।' একদিন সে সিরিপুত্তের নিকট যাইয়া বলিল—'বন্ধু, সিরিপুত্ত'।

'কি সৌম্য?'

'জ্ঞাতি সুহৃদের মধ্যে কলহও হয় বিবাদও হয়। কিন্তু তুমি কথাবার্তা বল না। কেন কি ব্যাপার?'

'সৌম্য, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না, তাই আমিও বলি না।'

'সৌম্য, যাহা হইবার হইয়াছে। আমরা আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করিব না।'

ইহার পর হইতে উভয়েই আবার একসঙ্গে উঠাবসা শুরু করিল। একদিন সিরিপুত্ত গরহদিন্নকে বলিল—'নির্গ্রন্থদের সেবা করিয়া তোমার কি হয়? তাঁহাদের নিকট যাইয়া তুমি কি পাও? তুমি তো আমার শাস্তার নিকট যাইতে পার, ভিক্ষুদের দানধর্ম করিতে পার।' গরহদিন্ন তাহাই চাহিয়াছিল। সিরিপুত্ত যেন তাহার চুলকানি স্থানে চুলকাইয়া দিল। সে তখন বলিল—'সিরিপুত্ত, তোমার শাস্তা কি জানেন?'

'ওহে, এইরূপ বলিও না। আমার শাস্তার অজানা কিছু নাই। অতীতাদিভেদে সমস্ত কিছুই জানেন। ষোল প্রকারে সত্ত্বগণের চিত্ত জানিতে পারেন।'

'আমি বুঝি না এতকাল তুমি আমাকে এই কথা জানাও নাই কেন। তাহা হইলে তুমি যাও, আগামীকল্যের জন্য তোমার শাস্তাকে নিমন্ত্রণ কর। আমি ভোজন করাইব। পঞ্চশত ভিক্ষুর সঙ্গে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিয়া আইস।'

সিরিপুত্ত যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এইরূপ বলিল—'ভন্তে, আমার বন্ধু গরহদিন্ন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছে। আগামীকল্য পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত

http://kalpataruboi.org

তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আগের দিন আমি তাহার কুলোপগ গুরুদের নিমন্ত্রণ করিয়া আমি এইরূপ করিয়াছি। জানিনা সে তাহার প্রতিশোধ লইবে কিনা। শুদ্ধচিত্তে আপনাদের ভিক্ষাদানের ইচ্ছা তাহার আছে কিনা তাহাও জানি না। আপনি ভাবিয়া দেখিয়া যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন। অথবা প্রত্যাখ্যান করুন।' শাস্তা তাঁহার বুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন গরহদিন্ন কি করিতে চায়। তিনি দেখিলেন—'গরহদিন্ন দুই ঘরের মধ্যখানে বিশাল গর্ত করিয়া অশীতি শকটপূর্ণ খদিরকাষ্ঠ আহরণ করিয়া তদদ্বারা ঐ গর্ত পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া অঙ্গারগর্তে ফেলিয়া আমাদিগকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছুক। পুনরায় বুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন—'সেখানে যাওয়ার মত উপযুক্ত হেতু-প্রত্যয় আছে কি না।' ইহাতে তিনি দেখিলেন—'আমি অঙ্গারগর্তে পা রাখিব। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা দেওয়া আস্তরণ অন্তর্হিত হইবে। অঙ্গারগর্ত ভেদ করিয়া চক্রপ্রমাণ এক মহাপদ্ম উত্থিত হইবে। তখন আমি সেই পদ্মকর্ণিকার উপর পদক্ষেপ করিয়া আসনে বসিব। পঞ্চশত ভিক্ষুগণও অনুরূপভাবে বসিবে। মহাজনতা একত্রিত হইবে। আমি সেই সমাগমে দুইটি গাথার দ্বারা দান অনুমোদন করিব। অনুমোদনের শেষে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীদের ধর্মাভিসময় (ধর্মজ্ঞান লাভ) হইবে। সিরিপুত্ত এবং গরহদিন্ন উভয়ে স্রোতাপন্ন হইবে। নিজেদের ধনরাশি বুদ্ধশাসনের জন্য দান করিবে। অতএব, এই কুলপুত্রের জন্য আমাকে যাইতেই হইবে' বলিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

সিরিপুত্ত যাইয়া শাস্তা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার কথা গরহদিন্নকে জানাইয়া বলিল—'লোকশ্রেষ্ঠের সৎকার কর।' গরহদিন্ন 'এখনই আমি যথাকর্তব্য করিব' চিন্তা করিয়া দুই ঘরের মধ্যখানে বিশাল গর্ত করিয়া অশীতি শকটপূর্ণ খদির কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তদদ্বারা ঐ গর্ত পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া খদির অঙ্গাররাশি একত্রিত করিয়া সারারাত্রি ধরিয়া ধুমায়িত করিয়া অঙ্গাররাশিকে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া গর্তের উপরিভাগে কাঠের গুঁড়ি রাখিয়া তদুপরি চাটাই বিছাইয়া গোময় দ্বারা লেপন করাইয়া একপার্শ্বে দুর্বল কাষ্ঠদণ্ডসমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া গমনমার্গ প্রস্তুত করিল। সে ভাবিল—'এইভাবে গমনকালে দুর্বল কাষ্ঠদণ্ডসমূহ ভাঙ্গিয়া সকলে অঙ্গারগর্তে পতিত হইবে।' ইহা ভাবিয়া সে গৃহের পশ্চাতে সিরিপুত্ত যেমন করিয়াছিল তদ্রূপ অনেক কলসী রাখিল এবং আসনগুলিও অনুরূপভাবে বিছাইল। সিরিপুত্ত সকলেই তাহার গৃহে যাইয়া বলিল—'সৌম্য, সব প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ সৌম্য।'

'কই কোথায় দেখি।'

গরহদিন্ন সিরিপুত্ত যেভাবে দেখাইয়াছিল সেইভাবেই সব তাহাকে দেখাইল।

সিরিপুত্ত—'সৌম্য, বেশ হইয়াছে।'

http://kalpataruboi.org

বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। মিথ্যাদৃষ্টিক কেহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলে এইরকম বিশাল লোকসমাগম হয়। মিথ্যাদৃষ্টিকগণ 'শ্রমণ গৌতমের অপমান প্রত্যক্ষ করিব' বলিয়া দলে দলে সম্মিলিত হয়। সম্যকদৃষ্টিকগণও এই মনে করিয়া সম্মিলিত হয় 'অদ্য শাস্তা ধর্মদেশনা করিবেন। বুদ্ধবিষয় ও বুদ্ধলীলা প্রত্যক্ষ করিব।' বলিয়া দলে দলে যোগদান করে।

পরের দিন শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া গরহদিন্নের গৃহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গরহদিন্ন বাহির হইয়া পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিল—'ভন্তে, আপনি নাকি অতীতাদিভেদে সমস্ত কিছুই জানেন, ষোল প্রকারে সত্ত্বগণের চিত্ত জানিতে পারেন—আপনার সেবক আমাকে এইরূপ বলিয়াছে। যদি জানেন, তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিবেন না। প্রবেশ করিলে যাগুও পাইবেন না, অন্নও পাইবেন না। আমি আপনাদের সকলকে অঙ্গারগর্তে ফেলিয়া নিগৃহীত করিব।' ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া শাস্তার ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া 'ভগবন, এইদিকে আসুন' বলিয়া 'ভন্তে, আমাদের গৃহে আগতদের নিয়মকানুন জানিয়া আসা উচিত' বলিল।

'আবুসো! কি করিতে হয়?'

'এক একজন প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিলে পরে আর একজন যাইবেন।' গরহদিন্ন ভাবিয়াছিলেন—'সম্মুখভাগে যাইয়া একজন অঙ্গারগর্তে পতিত হইলে অন্যরা আর যাইবার সাহস করিবেন না। আমি এক একজনকে গর্তে ফেলিয়া নিগৃহীত করিব।'

শাস্তা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া একাকীই আগাইয়া গেলেন। গরহদিন্ন বুদ্ধকে লইয়া যাইতে যাইতে অঙ্গারগর্তস্থানে পৌঁছিয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিজে একটু সরিয়া যাইয়া বুদ্ধকে বলিল—'ভন্তে, আপনি অগ্রসর হউন।' অনন্তর শাস্তা অঙ্গারগর্তের মাথার দিকে পদচালনা করিলেন। চাটাই অন্তর্হিত হইল। অঙ্গারগর্ত ভেদ করিয়া চক্রপ্রমাণ পদ্মসমূহ আবির্ভূত হইল। শাস্তা পদ্মকর্ণিকা দলিত করিয়া যাইয়া প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণও সেইভাবে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া গরহদিন্নের শরীরে দাহ উৎপন্ন হইল।

সে দ্রুত যাইয়া সিরিপুত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—

'প্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।'

'কেন, কি হইয়াছে?'

'পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য আমার গৃহে যাগু বা অন্নাদি নাই। কি করিব?'

'তুমি কি করিয়াছিলে?'

'আমি দুই ঘরের মধ্যখানে বিশাল গর্ত করিয়া অঙ্গারপূর্ণ করিয়াছিলাম 'সেখানে ফেলিয়া সকলকে নিগৃহীত করিব' এই ভাবিয়া। কিন্তু গর্ত ভেদ করিয়া মহাপদ্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সকলেই পদ্মকর্ণিকা দলিত করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিয়াছেন। প্রভু, এখন কি করিব?'

http://kalpataruboi.org

'কিন্তু তুমিই তো আমাকে দেখাইয়াছিলে এতগুলি কলসী, এইগুলিতে যাগু, এইগুলিতে অন্ন ইত্যাদি।'

'প্রভু, আমি মিথ্যাই বলিয়াছিলাম। সমস্ত কলসীই শূন্য।'

'ঠিক আছে যাও। ঐ সমস্ত কলসীতে যাগু প্রভৃতি পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবে।'

সেই মুহূর্তেই যাইয়া গরহদিন্ন দেখিল—যে সকল কলসীতে 'যাগু' বলিয়াছিল সেগুলি যাগুপূর্ণ দেখা গেল, যে সকল কলসীতে অন্নাদি আছে বলিয়াছিল সেইগুলিতে অন্ন প্রভৃতি পরিপূর্ণ দেখা গেল। সেই সম্পত্তি দেখিয়া গরহদিন্নের শরীর প্রীতি প্রামোদ্যে পরিপূর্ণ হইল, চিত্ত প্রসন্ন হইল। সে সাদরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া শাস্তার আহার শেষ হইলে অনুমোদন করাইবার জন্য পাত্র গ্রহণ করিল। শাস্তা অনুমোদন করাচ্ছলে বলিলেন—'এই সত্ত্বগণ প্রজ্ঞাচক্ষুর অভাবে আমার শ্রাবকদের এবং বুদ্ধশাসনের গুণ জানে না। প্রজ্ঞাচক্ষু বিরহিত সত্ত্ব অন্ধবৎ। প্রজ্ঞাবানেরাই সচক্ষুক।' এই কথা বলিয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে মনোরম ও সুগন্ধযুক্ত পদ্ম জন্মে, সেইরূপ বুদ্ধশিষ্যও আবর্জনার ন্যায় অপদার্থ লোকের মধ্যে এবং অন্ধপ্রায় ও সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে আপন প্রজ্ঞা দ্বারা শোভা পাইয়া থাকেন।—ধর্মপদ, শ্লোক-৫৮-৫৯

তথায় 'আবর্জনারাশির মধ্যে' আবর্জনাস্থানে, জঞ্জালরাশিতে এই অর্থ 'রাজপথে পরিত্যক্ত' মহামার্গে ছড্ডিত। 'সুগন্ধযুক্ত' সুরভিগন্ধযুক্ত। মন ইহাতে রমিত হয় বলিয়া 'মনোরম'। 'আবর্জনাভূতে' অর্থাৎ আবর্জনার ন্যায় অপদার্থ লোকের মধ্যে। 'পৃথগজনে' অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ক্লেশসমূহের উৎপত্তিকারক বলিয়া সাধারণ মনুষ্যদের ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই উক্ত হইয়াছে—যেমন, মহাপথে ছড্ডিত আবর্জনারাশিতে অশুচি ঘৃণ্য এবং প্রতিকূল স্থানেও সুগন্ধযুক্ত পদ্ম উৎপন্ন হইতে পারে। যাহা (যে পদ্ম) রাজা এবং রাজমহামাত্যোদির মনোরথ, প্রিয় এবং সুন্দর মস্তকশীর্ষে রাখার যোগ্য হয়, তদ্রূপ আবর্জনার ন্যায় অপদার্থ সাধারণ জনগণের মধ্যে জাত হইয়াও অর্থাৎ প্রজ্ঞাহীন অচক্ষুক মহাজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজের প্রজ্ঞাবলে কামসমূহে দোষ এবং ত্যাগে মঙ্গল দেখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইয়া প্রব্রজ্যামাত্রের দ্বারাও দীপ্তিমান হয়, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনাদি আরাধনা করিয়াও দীপ্তিমান হয়। সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু অন্ধীভূত পৃথগজনকে অতিক্রম করিয়া দীপ্তিমান হয়, শোভিত হয়। দেশনাবসানে চতুরাশীতি প্রাণী সহস্রের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। গরহদিন্ন এবং সিরিপুত্ত উভয়েই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিল। শাস্তা আসন হইতে উত্থিত হইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ সায়াহ্ন সময়ে ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন—

'অহো, বুদ্ধগুণ আশ্চর্য, তদ্রূপ খদির অঙ্গাররাশি ভেদ করিয়া পদ্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল।' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা

http://kalpataruboi.org

করিতে বসিয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ আশ্চর্যের কিছুই নাই। এইবার বুদ্ধভূত আমার জন্য অঙ্গাররাশি হইতে পদ্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তখন বুদ্ধ হই নাই, জ্ঞান অপরিপক্ক ছিল, বোধিসত্ত্ব ছিলাম তখনও এইরূপ হইয়াছিল। ইহা বলিলে, ভিক্ষুগণ 'ভন্তে, কখন হইয়াছিল বলুন' এইভাবে যাচঞা করিলে বুদ্ধ অতীত উদ্ধৃত করিয়া, 'ঊর্ধ্বপাদে অধঃশিরে নরকে গমন তাহাও শ্রেয়, তথাপি অনার্য কাজ করিব না, আমার পিণ্ড গ্রহণ করুন।' এই খদিরঙ্গারজাতক (জাতক নং-৪০) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন।

গরহদিন্নের উপাখ্যান সমাপ্ত

পুষ্প-বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা
চতুর্থ খণ্ড (বালবর্গ - পণ্ডিতবর্গ)

৫. বালবর্গ

জনৈক পুরুষের উপাখ্যান—১

১. দীঘা জাগরতো রত্তি, দীঘং সন্তস্‌স যোজনা,
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবিজানতং।...৬০

অনুবাদ : বিনিদ্র ব্যক্তির রাত্রি দীর্ঘ হয়, শ্রান্ত ব্যক্তির পথ হয় দীর্ঘ, তেমনি সৎ ধর্মের জ্ঞান যার হয়নি সেই অজ্ঞের সংসারও দীর্ঘই হয়ে থাকে।

অন্বয় : জাগরতো (জাগ্রত ব্যক্তি) রত্তি (রাত্রি) দীঘং (দীর্ঘ), সন্তস্‌স (শ্রান্ত ব্যক্তির) যোজনা দীঘং (যোজনপথ দীর্ঘ) [বোধ হয়]। সদ্ধম্মং অবিজানতং বালানং (সদ্ধর্মে অজ্ঞ মূর্খদের নিকট) সংসারো দীঘো (সংসার দীর্ঘ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : হ্রস্ব-দীর্ঘ, কি ক্ষুদ্র-বৃহৎ—এই কথাগুলি নিতান্তই আপেক্ষিক। হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা প্রভৃতির অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের মানসিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। যেমন, একই রাত্রির স্থায়িত্ব সবার জন্যই একরকম। তবুও নানা যন্ত্রণায় যার হৃদয় বিদ্ধ কি দেহ কাতর, শত প্রার্থনায়ও শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে যার বিন্দুমাত্র আশ্রয় মিলছে না রাজশয্যাও তার কাছে কন্টকশয্যার মতই অস্বস্তিকর। রাত্রি তার কাছে এক সীমাহীন দুঃখের সমুদ্রের মতই যা পার হয়ে প্রভাতের তীরে পৌঁছাতে মনে হয় অনন্তকাল কেটে যাবে। তেমনি পথশ্রমের ক্লান্তি যখন পথিকের দু'পায়ে পরিয়ে দেয় গুরুভার লোহার শিকল, তখন সামান্য পথকেও তার মনে হয় অনন্ত যাত্রার মতই দীর্ঘ। ঐহিক আর পারত্রিক মঙ্গল কিসে হয় সে কথা যার জানা নেই, সত্যপথে থেকেও যে ভ্রষ্ট হয়েছে সে হতভাগ্যের সংসার যাত্রা কিন্তু প্রকৃতই দীর্ঘ। মুক্তির পথ অজানা বলে অন্তহীন জন্মমরণচক্রে তার চলার শেষ নেই।

'যে জাগরিত থাকে তাহার নিকট রাত্রি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পসেনদি কোশল এবং জনৈক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

রাজা পসেনদি কোশল এক মঙ্গলদিবসে অলঙ্কৃত সর্বশ্বেত পুণ্ডরীক নাম হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজোচিত মহা জাঁকজমক সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। উপস্থিত বিশাল জনতা ঢিল ও লাঠির দ্বারা প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিতে করিতেও ঘাড় বাঁকাইয়া (রাজ) দর্শন করিতেছিল। রাজাদের সুদত্ত

http://kalpataruboi.org

দানের ফলেই এইরূপ রাজমহিমা। জনৈক দুর্গত ব্যক্তির ভার্যা সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলা হইতে জানালার কপাট খুলিয়া রাজাকে দর্শন করিয়া সরিয়া গেল। (রাজা তাহাকে দেখিয়া) পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘাবৃত হইয়া গেল। তিনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া যেন হস্তিস্কন্ধ হইতে পতিত হইবেন এমন অবস্থায় শীঘ্রই নগর প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বিশ্বস্ত এক অমাত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, অমুক স্থানে আমরা একটি প্রাসাদ দেখিয়াছি না?' 'হ্যাঁ, মহারাজ।' 'সেখানে একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছ না?' 'হ্যাঁ, মহারাজ, দেখিয়াছি।' 'যাও, তুমি খোঁজ নাও সেই স্ত্রীলোকের স্বামী আছে কি নাই।' সে যাইয়া তাহার স্বামী আছে জানিয়া রাজাকে বলিল—'মহারাজ, তাহার স্বামী আছে।' রাজা বলিলেন—'তাহার স্বামীকে ডাকিয়া আন।' সে গিয়া বলিল—'ওহে চল, রাজা তোমাকে ডাকিতেছেন।' সেই ব্যক্তি ভাবিল 'আমার স্ত্রীর কারণেই বোধ হয় রাজা আমাকে ডাকাইয়াছেন' ইহা চিন্তা করিয়া রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া গেল এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে বলিলেন—'এখন হইতে তুমি আমার সেবা করিবে।' সে বলিল—'মহারাজ, তাহা কি করিয়া হয়। আমি নিজে কাজ করিয়া আপনাকে শুল্ক দিয়া থাকি। আমার বাড়িতেই আমি জীবিকা লইয়া থাকিব।'

'তোমার শুল্কের আমার প্রয়োজন নাই।'

'অদ্য হইতে তুমি আমার সেবা করিবে।' এই বলিয়া তাহাকে ঢাল-তলোয়ার প্রদান করিলেন। তারপর তিনি ভাবিলেন—'কোন একটা অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিব এবং তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিব।' তখন সেই ব্যক্তি মরণভয়ে ভীত হইয়া অপ্রমত্তভাবে (রাজার) সেবা করিতে লাগিল।'

রাজা তাহাকে দোষ দেখিতে পাইলেন না, অথচ তাঁহার কামদাহ (দিন দিন) বর্ধিত হইতেছে। একদিন ভাবিলেন—'তাহার উপর কোন দোষ আরোপিত করিয়া শাস্তি দিব' এবং তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'ওহে, এখান হইতে এক যোজন দূরত্বের মাথায় নদীপথে অমুখ স্থানে যাইয়া আমার স্নানের সময় কুমুদ, উৎপল এবং অরুণবতী মৃত্তিকা আহরণ কর। যদি ঐ সময়ের মধ্যে না আস, তোমাকে শাস্তি দিব।' সেবকেরা কিন্তু অন্যান্য চারি প্রকার দাস হইতে নিকৃষ্ট। ধনক্রীত দাসগণ 'আমার মাথার যন্ত্রণা হইতেছে, আমার পিঠ চুলকাইতেছে' বলিয়া কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেবকেরা তাহা পারে না, আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতেই হইবে। সেইজন্য সে চিন্তা করিল—'আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে। কিন্তু কুমুদ উৎপল এবং অরুণবতী মৃত্তিকা ত নাগভবনেই পাওয়া যায়, আমি কোথায় পাইব' এই চিন্তা করিয়া মরণভয়ে ভীত হইয়া দ্রুত গৃহে যাইয়া বলিল—'ভদ্রে, আমার ভাত রান্না হইয়াছে কি?' 'না স্বামিন, এখনও (ভাত) উনুনেই চড়ানো আছে।' কিন্তু সে ভাত নামিবা মাত্র অপেক্ষা করিতে না পারিয়া উনুন হইতে হাতা দ্বারা ফেনভাত লইয়া

kalpataru.org BDF

http://kalpataruboi.org

যথালদ্ধ ব্যঞ্জনসহ সেই গরম ফেনভাত পুটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া এক যোজন পথ অতিক্রম করিল। যাইতে যাইতে তাহার অপক্ক ভাত পক্ক হইয়া গেল। সে উচ্ছিষ্ট না করিয়া অল্প ভাত লইয়া খাইল এবং একজন পথিককে দেখিয়া বলিল—'আমি পুটুলি হইতে অল্প ভাত উচ্ছিষ্ট না করিয়া বাহির করিয়া খাইয়াছি। প্রভু, আপনি অবশিষ্ট ভাত খাইতে পারেন।' সেই ব্যক্তিও তাহা লইয়া ভোজন করিল। অন্যজনও ভোজন করিয়া এক মুষ্ঠি ভাত জলে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ধুইয়া তিনবার চিৎকার করিয়া বলিল—'এই নদীপ্রদেশে বসবাসকারী নাগ-সুপর্ণ দেবতাগণ আমার কথা শুনুন। রাজা আমাকে শাস্তি দিবার জন্য 'কুমুদ উৎপলের সহিত অরুণবতী মৃত্তিকা আহরণ কর' বলিয়া আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি এই পথিককে অন্নদান করিয়াছি। তাহার সহস্রফল এবং জলে মাছদের অন্নদান করিয়াছি তাহার শতফল—এই সমস্ত পুণ্যফল আপনাদের প্রদান করিতেছি। আপনারা আমার জন্য কুমুদ উৎপলের সহিত অরুণবতী মৃত্তিকা আনিয়া দিন।' সেখানে বসবাসকারী নাগরাজ তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের বেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি বলিতেছ?' সে পুনরায় এ কথাই বলিল। নাগরাজ বলিলেন—'আমাকে সেই পুণ্যফল দাও।' 'দিতেছি।' পুনরায় বলিলেন—'দাও।' সেও বলিল—'প্রভু, দিতেছি।' এই প্রকারে দুইবার তিনবার পুণ্যফল আহরণ করাইয়া কুমুদ উৎপলের সহিত অরুণবতী মৃত্তিকা তাহাকে প্রদান করিলেন।

রাজা চিন্তা করিলেন—'মানুষেরা বহু মায়া জানে। যদি কোন উপায়ে সে ঐসব লইয়া আসে, তাহা হইলে আমার মনস্কামনা ত পূর্ণ হইবে না!' তিনি যথাসময়ে নগরদ্বার বন্ধ করাইয়া দ্বারের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার স্নানকালেই ফিরিয়া আসিয়া প্রবেশদ্বার বন্ধ দেখিয়া দ্বারপালকে বলিল—'দ্বার খোল।' 'না দ্বার খোলা সম্ভব নয়। রাজা স্বয়ং দরজা বন্ধ করিয়া রাজবাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন।' সে তখন চিন্তা করিল—'আমি রাজদূত। দ্বার খুলিয়া দাও বলিলেও দ্বার খুলিল না। প্রবেশদ্বার না পাইলে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এখন কি করি!' এই চিন্তা করিয়া দ্বারের উপরের সিঁড়িতে মৃত্তিকাপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ইহার উপরে ফুলগুলি ঝুলাইয়া মহাশব্দে বলিল—'হে নগরবাসিগণ, আপনারা জানুন যে আমি রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছি। রাজা আমাকে বিনা কারণে বিনাশ করিতে চান' এইভাবে তিনবার উচ্চারণ করিয়া 'এখন কোথায় যাইব' চিন্তা করিয়া 'শুনিয়াছি ভিক্ষুগণ কোমল হৃদয়সম্পন্ন, বিহারে যাইয়াই শুইয়া পড়িব' ইহাই স্থির করিলেন। এই সত্ত্বগণ সুখের সময় ভিক্ষুদের কোন খোঁজখবর রাখে না; বিপদে পড়িলেই বিহারে আসে। সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ 'অন্য কোন ত্রাণ নাই জানিয়া বিহারে যাইয়া একটি ভাল জায়গায় শুইয়া পড়িল। এদিকে রাজারও সেই রাত্রিতে ঘুম নাই। সেই স্ত্রীলোকের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার কামপরিদাহ উৎপন্ন হইল। তিনি ভাবিলেন—'প্রভাত হইলেই

http://kalpataruboi.org

সেই ব্যক্তিকে হত্যা করাইয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে লইয়া আসিব।'

সেই মুহূর্তে ষাট যোজনিক লৌহকুম্ভীতে (এক প্রকার নরকে) চারিজন পুরুষ উৎপন্ন হইয়া রন্ধনস্থালীতে পচ্যমান তণ্ডুলের ন্যায় পক্ক হইতে হইতে ত্রিশ হাজার বৎসরে তলদেশে যাইয়া অপর ত্রিশ হাজার বৎসরে পুনরায় উক্ত লৌহকুম্ভীর উপরিভাগে আসিল। তাহারা মাথা তুলিয়া পরস্পরকে দেখিয়া এক একটি গাথা উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াও সক্ষম হইল না। এক একটি অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় লৌহকুম্ভীতেই প্রবিষ্ট হইল। রাজা ঘুমাইতে না পারিয়া মধ্যমযামে সেই শব্দ শুনিয়া ভীত ও উদ্বিগ্নমানস হইয়া চিন্তা করিলেন—'আমার জীবনের কোন বিপদ হইবে না ত! অথবা আমার অগ্রমহিষীর কোন বিপদ হইবে না ত! অথবা আমার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না ত!' ইহা চিন্তা করিতে করিতে সারারাত্রি চক্ষু বন্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি অরুণোদয়কালেই পুরোহিতকে ডাকাইয়া—'আচার্য, রাত্রির মধ্যমযামে আমি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়াছি। জানি না আমার রাজ্যের বা আমার অগ্রমহিষীর বা আমার কোন বিপদ হইবে কিনা! সেই জন্য আপনাকে ডাকাইয়াছি।' 'মহারাজ, আপনি কি কি শব্দ শুনিয়াছেন?' 'হে আচার্য, আমি 'দু', 'স', 'ন' এবং 'সো' এই চারিটি শব্দ শুনিয়াছি। এই শব্দগুলির অর্থ বলুন।' (পুরোহিত) ব্রাহ্মণ যেন মহা অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছেন। কিছুই তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। তিনি ভাবিলেন—'জানি না বলিলে আমার লাভ-সৎকার নষ্ট হইবে' এই ভয়ে বলিলেন—'মহারাজ, খুব খারাপ।' 'কি আশ্চর্য?' 'আপনার প্রাণসংশয় পরিলক্ষিত হইতেছে।' রাজা দ্বিগুণ ভীত হইয়া বলিলেন—'আচার্য, কোন প্রতিকার আছে কি?' হ্যাঁ মহারাজ, ভয় করিবেন না। আমি তিনটি বেদ জানি।' 'আমাকে কি করিতে হইবে?' 'মহারাজ, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর প্রত্যেকটির একশত করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিলে আপনার জীবন রক্ষা পাইবে?'

'তাহা হইলে আমাকে কি কি সংগ্রহ করিতে হইবে?'

'একশত হস্তি, একশত অশ্ব, একশত বৃষভ, একশত ধেনু, একশত অজ, একশত মেষ, একশত কুক্কুট, একশত শুকর, একশত বালক এবং একশত বালিকা।' এইভাবে এক এক জাতীয় প্রাণীর এক এক শত সংগ্রহ করাকালে 'যদি মৃগজাতিই সংগ্রহ করাই, তাহা হইলে মনে করিবেন—'নিজের খাদ্যোপযোগীই গ্রহণ করাইতেছে।' তাই হস্তি, অশ্ব এবং মানুষদেরও সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে।

রাজা ভাবিলেন—'আমার জীবন রক্ষিত হইবে, ইহাই আমার লাভ... ...' এই চিন্তা করিয়া আদেশ দিলেন—'সমস্ত প্রকারের প্রাণী (একশত করিয়া) সংগ্রহ কর।' আজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকেরা তদতিরিক্তও সংগ্রহ করিল। তাই কোসলসংযুক্তে বলা হইয়াছে—

সেই সময় রাজা পসেনদি মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্চশত বৃষভ,

http://kalpataruboi.org

পঞ্চশত বৎসতর, পঞ্চশত বৎসতরী, পঞ্চশত অজ, পঞ্চশত মেষ যুপকাষ্ঠের নিকট আনা হইয়াছে যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য। যত দাস, প্রেষ্য ও কর্মকরগণ ছিল তাহারা দণ্ডতর্জিত ও ভয়তর্জিত হইয়া অশ্রুমুখে রোদন করিতে করিতে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিতেছে। জনগণ নিজ নিজ পুত্রকন্যা-জ্ঞাতিদের জন্য পরিদেবন করিতে করিতে মহাশব্দ করিতে লাগিল—যেন মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে। অনন্তর মল্লিকা দেবী সেই শব্দ শুনিয়া রাজার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ কি অস্বাভাবিক হইয়াছে? মনে হইতেছে যেন ক্লান্ত হইয়াছেন!' 'মল্লিকে, তুমি কি? আমার কর্ণমূল দিয়া সর্প যাইতেছে তুমি দেখ কি?'

'মহারাজ, কি বলিতেছেন?'

'রাত্রিভাগে আমি এইরূপ শব্দ শুনিয়াছি। পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে আমার প্রাণসংশয় আছে। সমস্ত প্রকার প্রাণী একশত সংখ্যক যজ্ঞে আহুতি দিলে আমার জীবন রক্ষা করিতে পারে। অতএব আমি যে কোন উপায়ে আমার জীবন রক্ষা করিব। তাই আমি এতগুলি প্রাণী একত্রিত করিয়াছি।' মল্লিকা দেবী বলিলেন—

'মহারাজ, আপনি অন্ধ এবং মূর্খ। আপনার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রচুর, অনেক সূপব্যঞ্জনযুক্ত দ্রোণপাক খাদ্য ভোজন করিতে পারেন, আপনি দুই রাষ্ট্রে রাজত্ব করিতে পারেন। কিন্তু আপনি মন্দপ্রাজ্ঞ।' 'দেবি, এইরূপ বলিতেছ কেন?'

'আপনি পূর্বে কোথায় দেখিয়াছেন যে একজনের মৃত্যুর দ্বারা অন্যের জীবনলাভ হয়? অন্ধ মূর্খ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কেন আপনি প্রজাদের উপর দুঃখের ভার অর্পণ করিতেছেন? নিকটেই বিহারে দেবলোকসহ মনুষ্যলোকের অগ্রপুদ্গল অতীতাদি বিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞানসম্পন্ন শাস্তা বাস করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করুন।' (রাণী এই কথা বলিলে) রাজা লঘুযানে মল্লিকার সহিত বিহারে যাইয়া মরণভয়ভীত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

তখন শাস্তা প্রথম আলাপে তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ, এই দিনের বেলায় আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?' রাজা নীরব রহিলেন। তখন মল্লিকা ভগবানকে জানাইলেন—'ভন্তে, রাজা নাকি রাত্রির মধ্যমযামে শব্দ শুনিয়াছেন। তিনি এই কথা পুরোহিতকে বলিলে পুরোহিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তাঁহার জীবন সংশয় হইতে পারে। ইহার প্রতিকারার্থ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর প্রত্যেক হইতে একশত সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গললোহিতের দ্বারা যজ্ঞ করিলে তিনি জীবন লাভ করিবেন। তিনি প্রাণীসকল সংগ্রহ করিয়াছেন (যজ্ঞের জন্য), আমি তাই তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি।'

'মহারাজ, এই কথা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'আপনি কি শব্দ শুনিয়াছেন?'

http://kalpataruboi.org

রাজা যাহা যাহা শুনিয়াছেন সবই প্রকাশ করিলেন। তথাগত তাহা শোনা মাত্রই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ, ভয়ের কারণ নাই। আপনার কোন বিপদ হইবে না। পাপীরা নিজেদের দুঃখকে প্রকাশ করিবার জন্য ঐসব শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে।'

'ভন্তে, তাহারা কি পাপ করিয়াছে?' অনন্তর ভগবান তাহাদের পাপকর্মের কথা প্রকাশ করিতে 'মহারাজ, তাহা হইলে শুনুন' এই বলিয়া অতীত কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

অতীতে যখন মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল বিংশতি সহস্র বৎসর তখন পৃথিবীতে কশ্যপ বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি বিংশতি সহস্র অর্হতদের সঙ্গে লইয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারাণসীবাসিগণ দুইজন, তিনজন, বহুজন একত্র হইয়া আগন্তুকদান দিতেছিলেন। তখন বারাণসীতে চল্লিশ কোটি বৈভবসম্পন্ন চারিজন শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিলেন যাঁহারা পরস্পরের বন্ধু। তাঁহারা মন্ত্রণা করিলেন—'আমাদের গৃহে বহু ধন আছে। ঐগুলি দিয়া আমরা কী করিব?' 'এইভাবে বুদ্ধ চারিকায় বহির্গত হইলে আমরা দান দিব, শীল রক্ষা করিব এবং পূজা করিব' এই কথা একজনও বলিলেন না। বরং একজন বলিলেন—'আমরা তীক্ষ্ণ সুরা পান করত মধুরমাংস খাইয়া বিচরণ করিব। এইভাবে জীবন কাটানোই ত ভাল। আমাদের জীবনে ইহা অপেক্ষা ভাল ফল আর কীইবা হইতে পারে!' অন্যজন বলিলেন—প্রত্যহ ত্রিবার্ষিক গন্ধশালিধানের অন্ন নানাগ্র রস দ্বারা ভোজন করিয়া বিচরণ করিব।' আর একজন বলিলেন—'নানা প্রকারের পিষ্টক, খাদ্যভোজ্য রন্ধন করাইয়া খাইয়া বিচরণ করিব।' অন্যজন বলিলেন—'বন্ধুগণ, আমরা অন্য কিছু করিব না। 'ধন দিব' বলিলে অনিচ্ছুক স্ত্রীলোক নাই। অতএব ধনের দ্বারা স্ত্রীলোকদের প্রলুব্ধ করিয়া আমরা পরদারিককর্ম করিব।' 'সাধু সাধু' বলিয়া সকলেই তাঁহার কথায় সায় দিলেন।

ইহার পর হইতে তাঁহারা অভিরূপা স্ত্রীলোকদের নিকট ধন প্রেরণ করিয়া বিংশতি সহস্র বৎসর পরদারিককর্ম করিয়া মৃত্যুর পরে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা এক বুদ্ধান্তরকাল নরকে পঁচিয়া সেইস্থান হইতে মৃত্যুর পরে ষষ্ঠি যোজনিক লৌহকুম্ভীতে উৎপন্ন হইলেন যেহেতু তাঁহাদের পাপের ফল নিঃশেষ হয় নাই। তারপর ত্রিশ হাজার বৎসর লৌহকুম্ভীর নিম্নতলে থাকিলেন এবং পুনরায় ত্রিশ হাজার বৎসর লৌহকুম্ভীর উপরিভাগে উত্থিত হইয়া এক একটি গাথা উচ্চারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উচ্চারণ করিতে না পারিয়া এক একটি অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় লৌহকুম্ভীতে পতিত হইলেন। 'মহারাজ বলুন প্রথমে তাহারা কি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল?'

'ভন্তে, দু এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল।' শাস্তা তখন তাহারা যাহা পরিপূর্ণ করিয়া বলিতে পারে নাই তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া গাথায় বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'দু' অর্থাৎ আমরা দুষ্টজীবন বা পাপের জীবন কাটাইয়াছি। আমাদের (অনেক) থাকা সত্ত্বেও আমরা দান করি নাই। অনেক ভোগসম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা (সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য) নিজেদের দ্বীপ তৈরি করি নাই।'

তারপর রাজাকে ঐ গাথার অর্থ প্রকাশিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, আপনি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শব্দ যে শুনিয়াছেন সেইগুলি কি কি?'

'ভন্তে, সেইগুলি হইতেছে এই এই'। শাস্তা তখন সেইগুলির বিশদ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গাথায় বলিলেন—

'স' অর্থাৎ নরকে পঁচিতে পঁচিতে যষ্ঠি সহস্র বৎসর আমরা পরিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করিয়াছি। এখান হইতে মুক্তি কবে হইবে? 'ন' অর্থাৎ অন্ত নাই; কোথায় অন্ত? অন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে না। মহাশয়গণ, তখন আমার দ্বারা এবং আপনাদের দ্বারা পাপকর্ম কৃত হইয়াছে। 'সো' অর্থাৎ সেই আমি নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে যাইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বদান্য, শীলসম্পন্ন হইব এবং অনেক কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।'

যখন শাস্তা একে একে চারিটি গাথা বলিলেন এবং ইহাদের অর্থ প্রকটিত করিয়া রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ, এই চারিজন ব্যক্তির প্রত্যেকে এক একটি গাথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এক একটি অক্ষর (দু-স-ন-সো) বলা মাত্রই পুনরায় লৌহকুম্ভীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

রাজা পসেনদি কোশল সেই শব্দ শোনা হইতে তাঁহারা লৌহকুম্ভীতেই অবশ্যই অবস্থান করিতেছেন, কারণ অদ্যাবধি এখনও এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। (বুদ্ধের সেই) দেশনা শুনিয়া রাজার সংবেগ উৎপন্ন হইল। তিনি চিন্তা করিলেন—'এই পরদারিককর্ম অত্যন্ত পাপ। এক বুদ্ধান্তর কাল নরকে পঁচিয়া সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া যষ্ঠি যোজনিক লৌহকুম্ভীতে জন্ম হইয়া সেখানে যষ্ঠি সহস্র বৎসর পক্ক হইয়াও তাহাদের দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমিও পরদারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সর্বরাত্র নিদ্রা লাভ করি নাই। এখন হইতে আমি আর পরদারের প্রতি আকৃষ্ট হইব না।' তারপর তথাগতকে বলিলেন—'ভন্তে, রাত্রি যে কত দীর্ঘ হয় তাহা আমি অদ্য জানিয়াছি।' সেই ব্যক্তিও সেইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া উক্ত কথা শ্রবণ করিয়া 'আমার শ্রদ্ধা বলবতী হইয়াছে' চিন্তা করিয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, রাজা অদ্য রাত্রির দীর্ঘত্ব জানিয়াছেন। আমি গতকল্য নিজের যোজনপথের দীর্ঘত্ব জানিয়াছি।' শাস্তা উভয়ের কথাকে সমাধান করিয়া 'কাহারও রাত্রি দীর্ঘ হয়, কাহারও যোজন দীর্ঘ হয়, মূর্খ ব্যক্তির সংসার দীর্ঘ হয়' এই বলিয়া এই গাথা বলিলেন—

'যে জাগরিত থাকে তাহার নিকট (ত্রিযামবিশিষ্ট) রাত্রি দীর্ঘ বোধ হয়, যে শ্রান্ত তাহার নিকট যোজনপথ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ যে সকল মূর্খ

http://kalpataruboi.org

সত্যধর্ম জানে না তাহাদের নিকট সংসারও দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬০

অন্বয় : এইস্থলে 'দীর্ঘ' বলিতে এখানে রাত্রির ত্রিযামমাত্র, কিন্তু 'জাগ্রত থাকিলে' রাত্রি দীর্ঘ হয় (অর্থাৎ অতিবাহিত হইতে চাহে না)। মনে যেন হয় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ (রাত্রি) বর্ধিত হইয়াছে। রাত্রির দীর্ঘত্ব কাহারা বুঝিতে পারে না?—১. আহারান্তে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত যে অলস ব্যক্তিগণ শয্যায় গড়াগড়ি করিয়া কাটায় এবং ২. যাহারা কামভোগী এবং সুভোজন ভোজন করিয়া উত্তম শয্যায় শায়িত হইয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। রাত্রির দীর্ঘত্ব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জানেন :

১. যে যোগী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কঠোর ধ্যানে রত থাকেন।

২. যে ধর্মকথিক ধর্মালোচনা করেন।

৩. আসনসমীপে উপবেশন করিয়া যিনি ধর্মশ্রবণ করেন।

৪. মাথার রোগের দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তি।

৫. হস্ত পাদাদিছেদন জনিত বেদনাক্লিষ্ট ব্যক্তি।

৬. রাত্রিকালে মার্গ প্রতিপন্ন পথিক 'যোজন' বলিতে চারি গাবুতমাত্র দূরত্বকে বুঝায়। 'শ্রান্ত' ক্লান্ত ব্যক্তির (রাত্রি) 'দীর্ঘ' হয়, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বলিয়া মনে হয়। সারাদিন ধরিয়া পথ চলিবার ফলে ক্লান্ত ব্যক্তি বিপরীত দিক হইতে আগমনরত ব্যক্তিকে দেখিয়া 'সম্মুখে গ্রাম কত দূরে' জিজ্ঞাসা করিয়া 'এক যোজন' বলিয়া জানাইলে, কিছুদূর যাইয়া অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও 'এক যোজন' বলিয়া জানাইলে, পুনরায় কিছুদূর যাইয়া অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করে। সেও বলে 'এক যোজন'। সে তখন ভাবে—'যাহাকেই' জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এক যোজন। তাহা হইলে এক যোজনের দূরত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশি। ফলে এক যোজনকে দুই তিন যোজন বলিয়া মনে হয়। 'মূর্খদের' অর্থাৎ ইহলোক পরলোকের মঙ্গল বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূর্খদের, সংসারবর্তের অন্ত যাহারা করিতে অক্ষম, যে সপ্তত্রিংশতি বোধিপক্ষীয় ধর্মযুক্ত সদ্ধর্মকে জানিয়া সংসারের অন্ত করিতে পারা যায়, সেই সদ্ধর্মকে না জানিলে সংসার দীর্ঘই হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় ধর্মতা বশেই দীর্ঘ, তাই ইহা উক্ত হইয়াছে—'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসার আদ্যন্তবিহীন, ইহার পূর্বকোটি (অর্থাৎ কবে সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে) জানা যায় না। ইহার অন্তসাধন করিতে অক্ষম মূর্খদের নিকট ইহা দীর্ঘই।

দেশনাবসাবে সেই ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্য অনেকেও স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ধর্মদেশনা উপস্থিত জনতার নিকট সার্থকই হইয়াছিল।

রাজা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যাওয়া মাত্রই প্রাণীদের বন্ধনমুক্ত করিলেন। স্ত্রীপুরুষ সকলে বন্ধনমুক্ত হইয়া স্নান করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইতে যাইতে 'আমাদের আর্যা মল্লিকাদেবী চিরজীবি হউন যাঁহার জন্য অদ্য আমরা জীবন ফিরিয়া পাইলাম' এইভাবে মল্লিকার গুণগান করিল। সায়াহ্নকালে ভিক্ষুগণ

http://kalpataruboi.org

ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'অহো, মল্লিকাদেবী বাস্তবিকই পণ্ডিত। নিজের প্রজ্ঞার প্রভাবে এতগুলি জীবের প্রাণ রক্ষা হইল।' শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভিক্ষুদের কথা শুনিয়া গন্ধকুটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্মসভায় প্রবেশ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা আলোচনার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছ?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষুগণ—'এই বিষয় লইয়া, ভন্তে' বলিলে শাস্তা 'হে ভিক্ষুগণ, মল্লিকাদেবী শুধু যে এই জন্মেই বহুলোকের জীবন দান করিয়াছে তাহা নহে অতীতেও জীবনদান করিয়াছে' বলিয়া অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিলেন—

অতীতে বারাণসীরাজের পুত্র একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া যেখানে (অর্থাৎ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ) বসবাসকারী দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল—'হে প্রভু দেবরাজ, এই জম্বুদ্বীপে একশত রাজার একশত অগ্রমহিষী আছে। যদি আমি পিতার মৃত্যুর পর রাজা হই তাহা হইলে ইহাদের গলার রক্ত দিয়া পূজা করিব।' সে পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব পাইয়া 'দেবতার প্রভাবেই রাজত্ব পাইয়াছি, অতএব দেবতাকে বলিদান করিব' বলিয়া মহতী সেনাসহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া একজন রাজাকে বশীভূত করিয়া, তাহার দ্বারা একে একে অন্যদের বশীভূত করিয়া তাঁহাদের অগ্রমহিষীদের লইয়া যাইতে যাইতে জানিল যে সর্বকনিষ্ঠ রাজা উগ্রসেনের ধর্মদিন্না নামক অগ্রমহিষী গুরুগর্ভা (অর্থাৎ সে আসন্ন প্রসবা) জানিয়া তাহাকে বাদ দিয়া আসিয়া 'অবশিষ্ট সকলকে বিষপান করাইয়া মারিব' বলিয়া বৃক্ষতল শোধন করাইল। দেবতা চিন্তা করিলেন—'এই রাজা এতজন রাজাকে ধরিয়া আনিয়াছে। আমার জন্যই ইহাদের ধরিয়া আনিয়াছে। ইহাদের গলরক্তের দ্বারা আমাকে বলিদান করিবে। যদি ইহাদের হত্যা করে, জম্বুদ্বীপে রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং আমার এই বৃক্ষমূলেও অশুচি হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাকে আমি নিবারিত করিতে পারিব কি?' দেবতা চিন্তা করিলেন 'আমি পারিব না।' তখন অন্য দেবতার নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় জানাইয়া—'তুমি পারিবে কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও প্রত্যাখ্যান করিলে পর পর অনেকের নিকট যাইয়া এমন কি সকল চক্রবালের দেবতাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সকলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া চারিজন (দিকপাল) মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারাও এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন—'আমাদের রাজা পুণ্য এবং প্রজ্ঞায় আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্টতম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।' এইভাবে তাঁহাদের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবরাজ শক্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সব জানাইলেন—'প্রভু, আপনি অনোৎসুক্য দেখাইলে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাকে রক্ষা করুন।' শক্র—'আমিও তাহাকে সংযত করিতে পারিব না, তবে উপায় বলিয়া দিতে পারি।' এই বলিয়া উপায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—'যাও, তুমি রাজার চক্ষুর সম্মুখেই রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া নিজের বৃক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেন চলিয়া যাইতেছ এমন ভাব দেখাও। তখন রাজা 'দেবতা

http://kalpataruboi.org

চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে ফিরাইতে হইবে' এই বলিয়া নানাভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিবে। তখন তুমি তাহাকে বলিবে—'তুমি একশত রাজার সহিত তাঁহাদের অগ্রমহিষীদের আনিয়া তাহাদের গলরক্তের দ্বারা আমার পূজা দিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা উগ্রসেনের অগ্রমহিষীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। আমি এইরূপ মিথ্যাবাদীর পূজা গ্রহণ করিব না। এই কথা বলিলে রাজা তাহাকে (উগ্রসেনের ভার্যাকে) আদেশ দিয়া আনাইবে। সেই রাণী রাজার নিকট ধর্মদেশনা করিয়া এতগুলি জীবের প্রাণ রক্ষা করিবে।' এই কারণেই শক্র দেবতার নিকট উক্ত উপায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দেবতা তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

রাজাও তাহাকে (উগ্রসেনের ভার্যাকে) আদেশ দিয়া আনাইলেন। সে (উক্ত ভার্যা) আসিয়া অন্যান্য রাজাদের শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট তাহার স্বামী রাজাকে বন্দনা করিল। রাজা 'যেখানে সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি উপস্থিত সেখানে সকলকে বাদ দিয়া সর্বকনিষ্ঠ স্বামী রাজাকে বন্দনা করাতে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বারাণসীর রাজাকে সে বলিল—'আপনার প্রতি আমার কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি? এই আমার স্বামীই আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের দাতা। তাঁহাকে বন্দনা না করিয়া আপনাকে বন্দনা করিব কেন?' বৃক্ষদেবতা সকলের সামনেই বলিলেন—'হে ভদ্রে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ; হে ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ' বলিয়া তাহাকে এক মুষ্টি পুষ্পের দ্বারা পূজা করিলেন। পুনরায় রাজা বলিলেন—'যদি আমাকে বন্দনা না কর, তাহা হইলে আমাকে যিনি রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে বন্দনা করিবে না কেন?' 'মহারাজ, আপনি আপনার পুণ্যবলেই রাজাদের পরাজিত করিয়াছেন, এই বৃক্ষদেবতা তাঁহাদের ধরিয়া আনিয়া দেন নাই।' পুনরায় সেই বৃক্ষদেবতা—'ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ, ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ' বলিয়া অনুরূপভাবে তাহার পূজা করিলেন। পুনরায় সে (ভার্যা) রাজাকে বলিলে—'আপনি বলিতেছেন 'এই দেবতাই এইগুলি রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দিয়াছেন; এখন এই দেবতার উপায়ে বামপার্শ্বে বৃক্ষ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তিনি সেই আগুন নিভাইতে পারেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব কোথায়?' পুনরায় সেই দেবতা—'হে ভদ্রে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ; হে ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ' বলিয়া আবার অনুরূপভাবে তাহার পূজা করিলেন।

সে কথা বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিল, আবার হাসিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি পাগল হইয়াছ?' 'মহারাজ, কেন এইরূপ বলিতেছেন? আমার মত ব্যক্তি পাগল হয় না।' 'তাহা হইলে তুমি একবার কাঁদিয়া আবার হাসিলে কেন?'

'মহারাজ, শুনুন। আমি অতীতে কুলধীতা হইয়া পতিকুলে বসবাসকালে স্বামীর এক অতিথি বন্ধুকে আগত দেখিয়া তাঁহার জন্য ভোজন রান্না করিতে যাইয়া দাসীকে টাকা (কার্ষাপণ) দিয়া বলিলাম—'মাংস লইয়া আইস।' সে মাংস না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া 'মাংস নাই' বলিলে গৃহের পশ্চিমভাগে শয়ানা এক

http://kalpataruboi.org

ভেড়ীর মস্তক ছেদন করিয়া ভোজন তৈরি করিলাম। সেই আমি একটি ভেড়ীর শিরশ্ছেদজনিত পাপকর্মের প্রভাবে নরকে পক্ক হইয়া পক্কাবশেষে তাহার (ভেড়ীর) শরীরে যত লোক ছিল ততবার আমার শিরশ্ছেদ করা হইয়াছে। মহারাজ, আপনি এতগুলি লোককে বধ করিয়া কখন দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন আপনার দুঃখের কথা ভাবিয়া রোদন করিয়াছি' এই বলিয়া এই গাথা বলিলেন—

'হে ক্ষত্রিয়, একটি প্রাণীর কণ্ঠশ্ছেদন করিয়া তাহার শরীরে যত লোম ছিল ততবার আমি নরকে পক্ক হইয়াছি। অনেক লোকের কণ্ঠ ছেদন করিয়া কি করিবেন?'

'তুমি হাসিলে কেন?'

'এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এই আনন্দে মহারাজ।'

পুনরায় সেই দেবতা—'ভদ্রে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ।' এই বলিয়া তাহাকে পুষ্পমুষ্টির দ্বারা পূজা করিলেন। রাজা—'অহো, আমি ভারী অন্যায় করিয়াছি। এই নারী একটি মাত্র ভেড়ীকে হত্যা করিয়া নরকে পক্ক হইয়া অবশেষে ঐ ভেড়ীর লোকগণনায় অসংখ্যবার শিরশ্ছেদ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর আমি এতগুলি জীবহত্যা করিয়া কবে স্বস্তিলাভ করিব।' এই ভাবিয়া সকল নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া নিজের বয়োজ্যেষ্ঠদের বন্দনা করিয়া, বয়ঃকনিষ্ঠদের করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে মল্লিকা দেবী শুধু এই জন্মেই নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা বহুলোকের জীবন দান করিয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও তদ্রূপ করিয়াছিল' বলিয়া অতীতকে সমাধান করিয়া বলিলেন—'তখন বারাণসী রাজা ছিলেন বর্তমান রাজা পসেনদি কোশল। ধর্মদিন্না দেবী মল্লিকা, বৃক্ষদেবতা ছিলাম আমি।' এইভাবে অতীত সমাধান করিয়া পুনরায় ধর্ম দেশনাচ্ছলে বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, প্রাণীহত্যা করা কর্তব্যযুক্ত নহে। প্রাণীহত্যাকারীরা দীর্ঘকাল শোকসন্তপ্ত হয়। এই বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'পাপকারী ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্র শোকপ্রাপ্ত হয়। স্বীয় ক্লিষ্ট কর্ম দেখিয়া সে শোক করে এবং অত্যন্ত কষ্ট পায়।'

'এইভাবে, সত্ত্বগণ যদি জানে যে, দুঃখ হইতেছে জন্মসম্ভূত, তাহা হইলে এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করিবে না। কারণ প্রাণঘাতীকে শোক করিতেই হইবে।

জনৈক পুরুষের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাকশ্যপ স্থবির সহবিহারিকের উপাখ্যান—২

২. চরং চে নাধিগচ্ছেয্য সেয্যং সদিসমত্তনো,

kalpataru boi.PDF

http://kalpataruboi.org

একচরিযং দল্হং কযিরা নত্থি বালে সহাযতা।...৬১

অনুবাদ : সংসার—পথে চলতে চলতে যদি নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা নিজের তুল্য সঙ্গী না মেলে তবে বরং মন শক্ত করে একাই চলা ভাল। কিন্তু মূর্খের সংসর্গ কখনই নয়।

অন্বয় : চরং চে (চলতে গেলে) অত্তনো সেয্যং সদিসং [বা] (আপনার চেয়ে শ্রেয় বা আত্মসদৃশ ব্যক্তি) ন অধিগচ্ছেয্য (দেখা না পেলে) দল্হং (দৃঢ়ভাবে) একচরিযং কযিরা (একাই বিচরণ করা কর্তব্য); বালে (মূর্খের সঙ্গে) সহাযতা (সাহায্য) নত্থি (হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসারের পথে সঙ্গী অনেকেই জুটতে পারে। কিন্তু বন্ধু নির্বাচন অনেক দেখে শুনে বিবেচনা করে তবেই করা উচিত। চরিত্রে, সাধনায়, জ্ঞানে যে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব মানুষকে উপরে তোলে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যায়। বন্ধুত্ব যদি সমানে সমানে হয় তা হলে পরস্পরের সাহচর্য ক্ষতিকর হয় না। বরং তা পথের অনেক বাধা-বিপদের সম্মুখীন হবার, তাদের জয় করবার প্রেরণা যোগাতে পারে। কিন্তু দুঃশীলের বা মূর্খের সঙ্গে বন্ধুত্ব নৈব নৈব চ। নীচ ব্যক্তি শুধু যে নিজেই নীচে থাকতে চায় তাই নয়, সে বন্ধুকেও টেনে নীচে নামায়। তাই অঙ্গার যেমন জ্বলন্ত অবস্থায় হাত পোড়ায় আর ঠাণ্ডা অবস্থায় হাত ময়লা করে, তেমনি নীচের শত্রুতা-মিত্রতা দুই-ই অপকারী। কাজেই তার থেকে সবসময় দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ বা নিজের সমান বন্ধু নাই পাওয়া যায় তবে মন শক্ত করে নিঃসঙ্গ চলাই শ্রেয়। একমাত্র নীচের লোকদের উপরে তোলার শক্তি থাকবে নিজেকে বাঁচিয়ে তাদের সংস্পর্শে আসা চলতে পারে; কিন্তু মূর্খকে উপদেশ দিতে গেলে অনেক সময় বিপরীত ফলও ফলে।

'বিচরণ করিতে করিতে... ...না পান' এই ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে মহাকশ্যপ স্থবিরের সহবিহারিককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। এই দেশনার উৎসস্থল রাজগৃহ।

কশ্যপ স্থবির রাজগৃহের সন্নিকটে পিপ্ফলিগুহায় বাস করার সময় দুইজন সহবিহারিক তাঁহাকে সেবা করিতেন। তাহাদের মধ্যে একজন সাদরে ব্রত পালন করিত। অন্যজন পূর্বজনের দ্বারা কৃতকর্ম নিজে করিয়াছে বলিয়া ভাব দেখাইত। একদিন পূর্বজনের দ্বারা মুখোদক এবং দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত আছে দেখিয়া স্থবিরকে বলিল—'ভন্তে, আপনার মুখ ধুইবার জল এবং দন্তকাষ্ঠ আমি ব্যবস্থা করিয়াছি, আপনি মুখ প্রক্ষালন করুন।' পাদ প্রক্ষালন এবং স্নানকালেও সে ঐরূপই বলে। অন্যজন চিন্তা করিল—'এ প্রত্যহ আমার করা কাজ নিজের বলিয়া দেখায়। ঠিক আছে, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি করিব।' সে যখন ভোজন করিয়া ঘুমাইতেছিল তখন স্নানোদক গরম করিয়া একটি জলপাত্রে ভরিয়া পশ্চাৎদিকের প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল। জল গরম করার পাত্রে সামান্যমাত্র জল রাখিয়া দিল যাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। অন্যজন সায়াহ্ন সময়ে উঠিয়া গরমজল হইতে ধোঁয়া

http://kalpataruboi.org

উঠিতেছে দেখিয়া 'জল গরম করিয়া নিশ্চয়ই স্নানঘরে রাখিয়াছে' এই মনে করিয়া দ্রুত যাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া—'ভন্তে, স্নানঘরে জল রাখা আছে, স্নান করুন' এই বলিয়া স্থবিরের সহিত স্বয়ং স্নানকক্ষে প্রবেশ করিল। স্থবির জল না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, জল কোথায়?' তরুণ ভিক্ষু অগ্নিশালায় যাইয়া গরমজলের পাত্র নামাইয়া দেখিল—কিছুই নাই। তখন সে 'দেখুন দুষ্ট ভিক্ষুর কর্ম। শূন্যপাত্র উনুনে চাপাইয়া কোথায় গেল সে। আমি ভাবিয়াছিলাম স্নানঘরে গরমজল আছে তাই আপনাকে জানাইয়াছি।' এই বলিয়া গালমন্দ করিতে করিতে জলের ঘট লইয়া ঘাটে গেল। অন্যজনও পশ্চাৎদিকের প্রকোষ্ঠ হইতে জল আনিয়া স্নানঘরে রাখিল। স্থবির চিন্তা করিলেন এই তরুণ ভিক্ষু 'আমি জল গরম করিয়া স্নান ঘরে রাখিয়াছি; ভন্তে স্নান করুন' বলিয়া এখন গালমন্দ করিতে করিতে জলের কলসী লইয়া ঘাটে গেল, ব্যাপারটা কি?' চিন্তা করিয়া স্থবির সব বুঝিতে পারিলেন। 'এযাবৎকাল এই তরুণ ভিক্ষু আর একজনের দ্বারা কৃত কর্মকে নিজের বলিয়া চালাইয়াছে। সন্ধ্যাকালে উক্ত ভিক্ষু আসিয়া উপবেশন করিলে স্থবির উপদেশ দিলেন—'আবুসো, ভিক্ষুদের উচিত নিজকৃত কর্মকে নিজের বলিয়া বলা, অন্যকৃত কর্মকে নিজের কর্ম বলিয়া প্রকাশ করা অনুচিত। তুমি এখনই 'ভন্তে, স্নানঘরে জল আছে, স্নান করুন বলিয়া আমি স্নানঘরে প্রবেশ করিলে তুমি জলের কলসী লইয়া গালমন্দ করিতে করিতে ঘাটে চলিয়া গেলে। প্রব্রজিতদের এইরূপ করা অন্যায়।'

সে তখন 'দেখ, স্থবিরের কাণ্ড; সামান্য জলের জন্য তিনি আমাকে এরূপ বলিলেন' এই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পরের দিন স্থবিরের সঙ্গে পিণ্ডপাতে গেল না। স্থবির অন্যজনকে লইয়া এক জায়গায় (পিণ্ডপাতের জন্য) গেলেন। স্থবির চলিয়া গেলে সে স্থবিরের সেবকের বাড়ি গেল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, স্থবির কোথায়?' সে বলিল—'স্থবির অসুস্থ, বিহারেই আছেন।' 'তাঁহাকে কিরূপ খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে!' 'এইরকম খাদ্য দিতে হইবে'। সেবক ঐরকম খাদ্য প্রস্তুত করিয়াই ঐ ভিক্ষুকে দিল। সেই ভিক্ষু মাঝপথে ঐ আহার ভোজন করিয়া বিহারে গেল। স্থবিরও যেখানে গিয়াছিলেন সেখানে সূক্ষ্ম বস্ত্র লাভ করিলে তাহা তাঁহার সঙ্গে আগত ভিক্ষুকেই প্রদান করিলেন। সেই ভিক্ষু ঐ বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া নিজের অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ প্রস্তুত করিল।

স্থবির পরের দিন তাঁহার উক্ত সেবকের বাড়িতে গেলেন। (তাহারা জিজ্ঞাসা করিল)—'ভন্তে, আপনার নাকি অসুখ করিয়াছে। আপনার তরুণ ভিক্ষু যেভাবে বলিয়াছেন সেইভাবেই আমরা আপনার জন্য ভোজন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। তাহা ভোজন করিয়া নিশ্চয়ই এখন ভাল আছে!' স্থবির সব শুনিয়া নীরব রহিলেন। বিহারে যাইয়া যখন সেই ভিক্ষু সন্ধ্যায় বন্দনা করিয়া উপবেশন করিল তখন তাহাকে বলিলেন—'আবুসো, গতকল্য তুমি এইরূপ করিয়াছ! প্রব্রজিতদের পক্ষে এটা অনুচিত। (দায়ককে) জানাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করা

http://kalpataruboi.org

নিয়ম বিরুদ্ধ।

সে ক্রুদ্ধ হইয়া স্থবিরের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া বলিল—'আগের দিন সামান্য জলের জন্য আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া এবং অদ্য তাঁহার সেবককুলে এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া 'দায়ককে জানাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করা অনুচিত' বলিলেন। নিজে যে বস্ত্র লাভ করিয়াছেন তাহা (প্রিয়তম) শিষ্যকেই দিয়াছেন। অহো, স্থবির খুব অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দিব' বলিয়া পরের দিন স্থবির গ্রামে প্রবেশ করিলে স্বয়ং বিহারে থাকিয়া পরিভোগপাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিল, স্থবিরের পর্ণশালায় আগুন দিল। যেগুলি দগ্ধ হয় নাই সেগুলিকে মুদগরের দ্বারা প্রহার করিয়া ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। মৃত্যুর পরে সে অবীচি মহানরকে উৎপন্ন হইল।

জনতা কথা উত্থাপন করিল—'স্থবিরের সহবিহারিক উপদেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিল।' অনন্তর একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তার দর্শনকামী হইয়া জেতবনে শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিলে শাস্তা সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা হইতে আসিতেছে?'

'ভন্তে, রাজগৃহ হইতে।'

'আমার পুত্র মহাকশ্যপ ভাল আছে ত?'

'ভন্তে, তিনি ভালই আছেন, তবে তাঁহার একজন সহবিহারিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।'

শাস্তা—'সে এইবারই যে উপদেশ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে। পূর্বেও সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এই বারই যে পর্ণকুটি ভস্মীভূত করিয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও তদ্রূপ করিয়াছিল' বলিয়া অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে হিমালয় প্রদেশে একটি শৃঙ্গিলপক্ষী বাসা নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একদিন বৃষ্টি হইলে একটি বানর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শৃঙ্গিল তাহাকে দেখিয়া গাথায় বলিল—

'হে বানর, তোমার মাথা, হাত-পা মানুষেরই মত। কিন্তু কি কারণে তোমার বাসস্থান নাই?' বানর 'আমার হাত-পা আছে ঠিকই কিন্তু যে বুদ্ধি থাকিলে বাসস্থান তৈরি করা যায় সেই বুদ্ধি আমার নাই' ইহা চিন্তা করিয়া তাহা (শৃঙ্গিলকে) জানাইবার জন্য এই গাথা বলিল—

'হে শৃঙ্গিল, আমার মানুষের মত মাথা, হাত-পা আছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ সেই প্রজ্ঞা আমার নাই।'

অনন্তর 'তোমার মত যাহারা তাহাদের গৃহবাস কিভাবে হইবে?' এইভাবে (বানরের) নিন্দা করিয়া শৃঙ্গিল দুইটি গাথা বলিল—

'যাহার চিত্ত অস্থির এবং লঘু, যে দ্রোহী, নিত্যই যে অধ্রুবশীল (অর্থাৎ শীল

http://kalpataruboi.org

পালন করে না), তাহার সুখ লাভ হয় না।

'হে কপি, তুমি চেষ্টা কর, তোমার আগের অভ্যাস ত্যাগ কর। শীতবাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তুমি একটি কুটির নির্মাণ কর।'

বানর (ক্রুদ্ধ হইয়া) ভাবিল—'এ আমাকে অস্থিরচিত্ত, লঘুচিত্ত, মিত্রদ্রোহী, অধ্রুবশীল বলিয়া গালমন্দ করিল। এখনই একে মিত্রদ্রোহীভাব দেখাইব' বলিয়া (শৃঙ্গিলের) বাসা ভাঙ্গিয়া দিল এবং চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। বানর যখন তাহার বাসা ভাঙ্গিতেছিল পাখিটি এক পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হইয়া পলাইয়া গেল।

শাস্তা এই ধর্মদেশনাকে আহরণ করিয়া জাতকের সমাধান করিয়া বলিলেন—'তখন বানর ছিল সেই কুটিদূষক ভিক্ষু শৃঙ্গিলপক্ষী ছিল কশ্যপ।' জাতকের সমাধান করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে শুধু এই বারেই নহে, পূর্বেও সে উপদেশক্ষণে (অর্থাৎ যখন তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছিল) ক্রুদ্ধ হইয়া কুটির ধ্বংস করিয়াছিল। আমার পুত্র কশ্যপের এইরূপ মূর্খের সহিত একত্র বাস না করিয়া একাকী বাস করাই শ্রেয়? এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যদি কোন ব্যক্তি ধর্মপথে বিচরণ করিতে করিতে নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা গুণবিশিষ্ট) কিংবা নিজের সমান কোন ব্যক্তিকে না পান, তবে তাঁহার একাকী থাকাই শ্রেয়। কারণ মূর্খের সংসর্গ করা অনুচিত।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬১

অন্বয় : এখানে 'চর' বলিতে ঈর্ষাপথচারকে গ্রহণ না করিয়া মনসাচারকে জানিতে হইবে অর্থাৎ কল্যাণমিত্রকে খোঁজ করিতে করিতে এই অর্থ। নিজের অপেক্ষা শ্রেয় বা নিজের সমান অর্থাৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা গুণের দ্বারা অধিকতর বা সদৃশ কাহাকেও যদি না পাওয়া যায়।

'একচর্যা' অর্থাৎ শ্রেয় কাহাকেও লাভ করিলে নিজে শীলাদি গুণ বর্ধিত করা যায়। সদৃশ কাহাকেও পাওয়া গেলে (অন্ততপক্ষে) পরিহানি ঘটে না। কিন্তু হীনের সহিত (মূর্খের সহিত) একত্রে বাস করিলে, একত্রে সম্ভোগ পরিভোগ করিলে শীলাদি গুণ নষ্ট হয়। তাই বলা হইয়াছে—'এইরূপ ব্যক্তির সেবা করা, ভজনা করা বা সংসর্গ করা উচিত নহে—দয়া বা অনুকম্পা এইক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত। অতএব যদি করুণাবশত 'এই ব্যক্তি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া শীলাদি গুণ বর্ধন করিতে পারে' এইরূপ ব্যক্তি হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা না করিয়া তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতে পারিলেই কুশল। যদি না পারে 'একাকীত্বকে দৃঢ় করিতে হইবে' অর্থাৎ একাকীভাবকে স্থির করিয়া সমস্ত ঈর্ষাপথে একাকীই থাকা উচিত। কেন? 'মূর্খের সংসর্গে থাকিলে কোন সহায়তা হয় না' এখানে 'সহায়তা' বলিতে বুঝাইয়াছে ক্ষুদ্রশীল, মধ্যমশীল, মহাশীল, দশ কথাবস্তু, তেরপ্রকার ধুতাঙ্গগুণ, বিপশ্যনাগুণ, চারি মার্গ, চারি ফল, ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিজ্ঞা। এই সহায়তাগুণ মূর্খের সংসর্গে থাকিলে হয় না।

http://kalpataruboi.org

দেশনাবসানে আগন্তুক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। অন্য অনেক ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনগণের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

মহাকশ্যপ স্থবির সহবিহারিকের উপাখ্যান সমাপ্ত

আনন্দ শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৩

৩. পুত্তা ম'ত্থি ধনং ম'ত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি,
অত্তাহি অত্তনো নত্থি, কুতো পুত্তো কুতো ধনং।...৬২

অনুবাদ : 'আমার পুত্র', 'আমার ধন'—এই চিন্তা করে অজ্ঞলোক দুঃখ ডেকে আনে। সে নিজেই যখন তার নিজের নয়, তখন পুত্র বা ধন কি করে তার নিজের হবে?

অন্বয় : পুত্তা মে অত্থি (আমার পুত্র আছে) ধনং মে অত্থি (আমার ধন আছে) ইতি (এইরূপ চিন্তা করে) বালো বিহঞ্ঞতি (অজ্ঞলোক দুঃখ পায়)। অত্তা হি (আত্মাই অর্থাৎ আপনিই) অত্তনো নত্থি (আপনার নয়), কুতো পুত্তো কুতো ধনং (কোথায় পুত্র, কোথায় ধন)?

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : তৃষ্ণার্ত পথিক যেমন মরীচিকার পিছনে ছুটে প্রাণ হারায়, ধন, পুত্র ইত্যাদির জন্য আকুল হয়ে তেমনি অজ্ঞ মানুষ ডেকে আনে অশেষ দুঃখ। এগুলো না পেলে তার যেমন দুঃখ, পেলেও দুঃখ কিছু কম নয়। অথচ এগুলো সত্যবস্তু নয়, এগুলো দিয়ে মানুষের ইহলোকের বা পরলোকের কোন মঙ্গলই সাধিত হবে না। বরং ধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা, জনের জন্য মায়া প্রকৃত কল্যাণের পথ রুদ্ধ করে রাখে। তা ছাড়া মানুষের নিজের উপরই বা তার কতটুকু অধিকার? বিষয়চিন্তায় মগ্ন থেকে মানুষ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায় না। আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না ঘটতেই একদিন হঠাৎ সব শেষ হয়ে যায়। তারপর অতৃপ্ত বাসনার থেকে আবার জন্ম, আবার ভোগের তৃপ্তি না হতেই মৃত্যু। এই ভাবেই বরাবর আসা-যাওয়া, দুঃখভোগ। আত্মজ্ঞান লাভ হলে তবেই তার অব্যাহতি। তাই বিত্ত, পুত্র কোনটাই মানুষের প্রকৃত আপনবস্তু নয়। আত্মজ্ঞানের মধ্যে দিয়েই সে প্রকৃত প্রিয়বস্তুর সন্ধান পায়।

'আমার পুত্র আছে' এই ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে আনন্দ শ্রেষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে আনন্দ শ্রেষ্ঠী নামে চল্লিশ কোটি[৪৮] বিভবসম্পন্ন অথচ মহাকৃপণ এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাসের প্রতিপক্ষে জ্ঞাতিগণকে একত্রিত করিয়া পুত্র মূলাশ্রীকে তিন বেলা উপদেশ দিতেন—'এই চল্লিশ কোটি ধন 'অনেক বেশি' এই কথা মনে করিও না। যে ধন আছে তা দিবে না। নতুন ধন উৎপাদন করিতে

[৪৮]। পাঠান্তর 'অশীতি কোটি ধন'।

http://kalpataruboi.org

হইবে। এক একটি কার্ষাপণ খরচ করিতে করিতে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য—

অঞ্জনসমূহের ক্ষয় দেখিয়া, পিপীলিকাদের সঞ্চয় দেখিয়া এবং মধুকরদের (মধু) আহরণ দেখিয়া, পণ্ডিত ব্যক্তির গৃহে বাস করা উচিত (অর্থাৎ ব্যয় হইতেই থাকিবে জানিয়া সঞ্চয় করা বিধেয়)।

তিনি অন্য এক সময় নিজে পঞ্চনিধির কথা পুত্রকে না জানাইয়া[৯] ধনগর্বিত ও কার্পণ্যদোষদৃষ্ট হইয়া কালগত হইয়া সেই নগরেই দ্বারপ্রদেশে বসবাসকারী সহস্র চণ্ডাল পরিবারের এক চণ্ডালীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহন করিলেন (গর্ভে উৎপন্ন হইলেন)। রাজা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া পুত্র মূলাশ্রীকে ডাকাইয়া শ্রেষ্ঠীস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই সহস্র চণ্ডাল পরিবার একত্রে জীবিকা অর্জন করিয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু সেই (কৃপণ শ্রেষ্ঠী মৃত্যুর পর চণ্ডালীর কুক্ষিতে) ব্যক্তি প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর হইতে তাহাদের জীবিকা বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা দিনযাপন করিবার জন্য বিন্দুমাত্র অন্নও লাভ করিত না। তাহারা ভাবিল—'আমরা এখন কাজ করিয়াও বিন্দুমাত্র অন্নও লাভ করিতেছি না। আমাদের মধ্যে কোন কালকর্ণীর আবির্ভাব হইয়াছে বোধ হয়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত চণ্ডাল পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হইল। তখন তাহারা দৃঢ়নিশ্চয় হইল যে 'এই পরিবারেই কালকর্ণী জন্মিয়াছে' এবং তাহারা ঐ চণ্ডালীকে বহিষ্কৃত করিল।

সেও (অর্থাৎ চণ্ডালী) যতদিন সে (কৃপণ শ্রেষ্ঠী) কুক্ষিগত ছিল ততদিন অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পুত্রের জন্ম দিল। তাহার হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ যথাস্থানে ছিল না (অর্থাৎ বিকলাঙ্গ ছিল)। সে এইরূপ অঙ্গবৈকল্যযুক্ত হওয়াতে পাংশুপিশাচের ন্যায় কুৎসিত দর্শন হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মাতা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যাহাকে গর্ভে ধারণ করা হয় তাহার প্রতি স্নেহ বলবান হয়। সে তাহাকে অতিকষ্টে লালন-পালন করিতে লাগিল। (পুত্রটি এতই অভাগা যে) যেদিন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যায় মা কিছুই পায় না। আর যেদিন পুত্রকে গৃহে রাখিয়া যায়, সেদিন মা তথাপি কিছু পাইয়া থাকে। যখন ছেলেটি বড় হইল অর্থাৎ স্বয়ং ভিক্ষাচর্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে মনে হইল তখন একদিন মা তাহার হাতে একটি কপালক (এক প্রকার ভিক্ষাপাত্র) হাতে দিয়া বলিল—'বৎস, তোমার জন্য আমরা মহাদুঃখে পতিত হইয়াছি। তোমাকে আমরা আর পোষণ করিতে পারিব না। এই নগরে ভিখারীদের জন্য অন্নসত্রের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ভিক্ষা করিয়া তুমি বাঁচিবার চেষ্টা কর' এই বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল।

সে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহ এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে (পূর্ব জন্মের) আনন্দ শ্রেষ্ঠীর জন্মস্থানে যাইয়া জাতিস্মর জ্ঞান হইয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিব। তিনটি

৯। পাঠান্তর 'জানাইয়া'।

http://kalpataruboi.org

দ্বার প্রকোষ্ঠে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। চতুর্থ দ্বারপ্রকোষ্ঠকে মূলাশ্রী শ্রেষ্ঠীর পুত্রগণ তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। তখন শ্রেষ্ঠীর লোকজনেরা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া 'হে কালকর্ণী, তুমি দূর হও' বলিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া টানিতে টানিতে আবর্জনাস্তূপে ফেলিয়া দিল। শাস্তা আনন্দকে লইয়া পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্থবিরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে স্থবির সব বৃত্তান্ত জানাইলেন। স্থবির মূলাশ্রীকে ডাকাইলেন। তখন অনেক লোকের সমাগম হইল। শাস্তা মূলাশ্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি ইহাকে জান?'

'না ভন্তে, জানি না।'

'ইনি তোমার পিতা আনন্দ শ্রেষ্ঠী।' কিন্তু পুত্র বিশ্বাস করিল না। তখন শাস্তা আনন্দ শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'আনন্দ শ্রেষ্ঠী, তোমার পঞ্চনিধি কোথায় আছে পুত্রকে দেখাইয়া দাও।' আনন্দ শ্রেষ্ঠী, দেখাইয়া দিলে তাহার পুত্র তাহাকে বিশ্বাস করিল। সে তখন শাস্তার শরণাগত হইল। তাহাকে ধর্মদেশনাচ্ছলে শাস্তা এই গাথা বলিলেন—

'আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে' মূর্খেরা এইরূপ চিন্তা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যখন নিজেই নিজের নহে, তখন পুত্র কিংবা ধন কিভাবে আপনার হইবে?'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬২

অন্বয় : 'আমার পুত্র আছে আমার ধন আছে' এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্র তৃষ্ণা এবং ধনতৃষ্ণার দ্বারা মূর্খগণ নিজেদের নষ্ট বিনষ্ট করে, দুঃখ পায় 'আমার পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে' মনে করিয়া কষ্ট পায়, 'বিনষ্ট হইতেছে' মনে করিয়া কষ্ট পায়, 'বিনষ্ট হইবে' মনে করিয়া কষ্ট পায়। ধনের ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ। এইভাবে ছয় প্রকারে (অর্থাৎ তিন প্রকার হইতেছে পুত্রের ক্ষেত্রে এবং তিন প্রকার হইতেছে ধনের ক্ষেত্রে) কষ্ট পায়। 'পুত্রদের পোষণ করিব' বলিয়া দিবারাত্র স্থল ও জল পথাদিতে নানা প্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে যাইয়া কষ্ট পায়। 'ধন উৎপাদন করিব' বলিয়া কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি করিতে করিতে কষ্ট পায়। এইরূপ দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'নিজেই নিজের নহে' এই বিঘাতের দ্বারা দুঃখিত নিজেকে সুখী করিতে অক্ষম ব্যক্তি জীবিতাকালেও 'নিজেই নিজের নহে' মরণমঞ্চে নিপন্ন ব্যক্তির, মারণান্তিক বেদনার দ্বারা অগ্নি জ্বালার দ্বারা পরিদাহ্যমান ব্যক্তির যাহার (দেহের) সন্ধিবন্ধনাদি ছিন্ন হইতেছে, যাহার অস্থিসংঘাট ভিন্ন হইতেছে, চক্ষু নিমীলিত করিয়া পরলোক, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ইহলোক দর্শনকারীর, দিবসে দিবসে দুইবার স্নান করাইয়া, তিনবার ভোজন করাইয়া গন্ধমালাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া যাবজ্জীবন পোষিত হইয়াও সহায়ভাবে দুঃখ-পরিত্রাণ করিতে অসমর্থতার জন্য 'নিজেই নিজের নহে'। 'পুত্র কিংবা ধন কিরূপে আপনার হইবে' অর্থাৎ পুত্র কিংবা ধন সেই সময়ে কি করিবে; আনন্দ শ্রেষ্ঠীও কাহাকেও কিছুই না দিয়া পুত্রের জন্য ধন রাখিয়া পূর্বেই মরণমঞ্চে নিপন্ন হইয়াছিলেন। এখন যে এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহার কেই বা পুত্র, কিই বা ধন। পুত্রগণ বা ধন সেই সময়ে কি

http://kalpataruboi.org

দুঃখ দূর করিয়াছে? কি সুখই বা উৎপন্ন করিয়াছে?

দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। দেশনা জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

আনন্দ শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান সমাপ্ত

গ্রন্থিভেদক চোরের উপাখ্যান—৪

৪. যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বা'পি তেন সো,
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো'তি বুচ্চতি।...৬৩

অনুবাদ : যে মূর্খ জানে যে সে মূর্খ তাকে অন্তত ঐ জ্ঞানটুকুর জন্যও পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু যে মূর্খ ভাবে যে সে পণ্ডিত সেই হল প্রকৃত মূর্খ।

অন্বয় : যো বালো (যে মূর্খ) অত্তনো (নিজের) বাল্যং (মূর্খতা) মঞ্ঞতি (মানে, অবগত আছে) সো তেন বাপি পণ্ডিতো (সে সেই পরিমাণে পণ্ডিত) [যো] চ বালো (কিন্তু যে মূর্খ) পণ্ডিতমানী (নিজেকে পণ্ডিত মনে করে) স বে বালো ইতি (তাকেই যথার্থ মূর্খ) বুচ্চতি (বলা হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি বলে—'কিছু যে জানি না আমি এই মাত্র জানি', তার ঐ উক্তি নেহাতই যদি বিনয় না হয়ে সত্যিও হয়, তা হলেও লোকে তাকে মূর্খ বলে অশ্রদ্ধা করে না। কেননা তার ঐ অকপটকাই শ্রদ্ধেয়। আর জ্ঞান অর্জন করবার প্রথম সোপান হচ্ছে নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতনতা। জ্ঞানের অভাব আছে এই বোধ থাকলে তবেই জ্ঞানলাভ করবার আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু যে আসলে অন্তঃসারশূন্য অথচ নিজেকে জানে মহাপণ্ডিত বলে তার পক্ষে কোনদিনই জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়। অভাববোধ থেকেই পাওয়ার চেষ্টা জন্মায়। মূর্খ অথচ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির জ্ঞানের অভাববোধ নেই, তাই চিরদিনই সে অজ্ঞানই থেকে যায়। যদিও লোকে তার মূঢ়তার কথা ভাল করেই জানে তবুও সে মিথ্যা আস্ফালনের দ্বারা নিজের মূর্খতাকে প্রকাশ করে নিজেকে আরো হাস্যাস্পদ করে তোলে।

'যে মূর্খ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে গ্রন্থিভেদক (গাঁঠ কাটা) চোরদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

ধর্ম শ্রবণের জন্য গমনশীল বহুজনের সহিত দুইজন বন্ধুও জেতবনে যাইয়া একজন ধর্মকথা শুনিয়াছিল, অন্যজন চুরি করার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

যে ধর্মকথা শুনিয়াছিল সে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিল। অন্যজন জনৈক ব্যক্তির কাপড়ের খুঁটে বাঁধা পাঁচটি মাত্র মাসা চুরি করিয়াছিল। চোরের গৃহে অন্নপাক হইয়াছিল, কিন্তু সাধু ব্যক্তির গৃহে সেইদিন অন্নপাক হয় নাই। তখন চোরবন্ধু এবং তাহার ভার্যা উভয়ে সাধু বন্ধুকে উপহাস করিয়া বলিল—'তুমি অতি পণ্ডিত ত, তাই নিজের গৃহে অন্ন সংস্থানও করিতে পার না।' সাধু বন্ধু চিন্তা

http://kalpataruboi.org

করিল—'এই ব্যক্তি নিজের মূর্খতা হেতু নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেছে' এই ভাবিয়া এই ব্যাপারটা শাস্তাকে জানাইবার জন্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে জেতবন যাইয়া শাস্তাকে জানাইল। শাস্তা তাহাকে ধর্মদেশনা করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে মূর্খ নিজের মূর্খত্ব সম্বন্ধে সচেতন, সে সেই পরিমাণে পণ্ডিত। কিন্তু যে মূর্খ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে তাহাকেই যথার্থ মূর্খ বলা হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৩

অন্বয় : এইস্থলে 'যে মূর্খ' অর্থাৎ যে অন্ধমূর্খ অপণ্ডিত হইয়া 'আমি মূর্খ' বলিয়া নিজের 'বাল্য' অর্থাৎ মূর্খত্বকে জানে অর্থাৎ নিজের মূর্খত্ব সম্বন্ধে সচেতন। 'তাহার দ্বারা সে' সেই কারণে সেই ব্যক্তি 'পণ্ডিত' বা পণ্ডিতসদৃশ। সেই ব্যক্তিই 'আমি মূর্খ' ইহা জানিয়া অন্য পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া সেই উপদেশ ধারণ করিয়া পণ্ডিতও হয়, পণ্ডিততরও হয়। 'সেই প্রকৃত মূর্খ' অর্থাৎ যে মূর্খ হইয়াও 'আমার মত বহুশ্রুত বা ধর্মকথিক বা বিনয়ধর বা ধুতাঙ্গধর আর কেই বা আছে' এইভাবে পণ্ডিত্যভিমানী হয়, অন্য পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত না হইয়া, তাঁহার সন্নিধানে না থাকিয়া পরিয়ত্তি শেখে, না প্রতিপত্তি পূর্ণ করে, সে একান্তই মূর্খত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই গ্রন্থিভেদক চোরের ন্যায়। তাই বলা হইয়াছে—'তাহাকেই যথার্থ মূর্খ বলা হয়।'

দেশনাবসানে জ্ঞাতিগণের সহিত ঐ ব্যক্তি এবং জনগণ স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থিভেদক চোরের উপাখ্যান সমাপ্ত

উদায়ী স্থবিরের উপাখ্যান—৫

৫. যাবজীবং পি চে বালো পন্ডিতং পযিরুপাসতি,
 ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সূপরসং যথা।...৬৪

অনুবাদ : হাতা যেমন সূপরসের মধ্যে থেকেও সূপরসের স্বাদ জানে না, তেমনি মূর্খ ব্যক্তি সারাজীবন পণ্ডিতের সান্নিধ্যে থেকেও ধর্ম কি বস্তু তা জানে না।

অন্বয় : যথা (যেমন) দব্বী (দর্বী, চামচ) সূপরসং ন বিজানাতি (সূপরস জানতে অর্থাৎ আস্বাদন করতে পারে না) তথা বাল (সেইরূপ মূর্খ) যাবজীবংপি (যাবজ্জীবনও) চে পন্ডিতং পযিরূপাসতি (পণ্ডিত সন্নিধানে থাকে) সো ধম্মং না বিজানাতি (সে ধর্ম কি তা জানতে পারে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সূপকার কড়াতে হাতা দিয়ে নেড়ে নেড়ে রান্না করে। কতরকম তার স্বাদ—অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়। রান্নার সময়, রান্নার পরে হাতা

http://kalpataruboi.org

অনবরতই পক্ক ব্যঞ্জনের সংস্পর্শে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সব ব্যঞ্জনের স্বাদ কোনদিন তার জানা হবে না, কারণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাই তার নেই। মানুষের মধ্যেও যারা মূর্খ তারা ঐ সূপকারের হাতার সঙ্গে তুলনীয়। জ্ঞানের অভাব তাদের প্রকৃতিতে এমন একটা জড়তা এনে দেয় যে তা ভেদ করে কোন কিছুই ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। সারাজীবন পণ্ডিতের সমাজে বাস করেও পাণ্ডিত্যের ছিটেফোঁটাও তাদের আয়ত্ব হয় না।

'চিরজীবনও যদি মূর্খ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উদায়ি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

কথিত হয় যে, অন্যান্য মহাস্থবিরগণ ধর্মসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে (উদায়ি স্থবির) ধর্মাসনে যাইয়া বসিত। একদিন আগন্তুক কিছু ভিক্ষু তাহাকে ধর্মাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন—'ইনি নিশ্চয়ই বহুশ্রুত মহাস্থবির হইবেন।' এই ভাবিয়া তাহাকে স্কন্ধাদি প্রতিসংযুক্ত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া 'কে এই ব্যক্তি? জ্ঞানবৃদ্ধ মহাস্থবিরগণের সঙ্গে থাকিয়া স্কন্ধ-আয়তন-ধাতুমাত্রও জানে না!' বলিয়া তাহার নিন্দা করিয়া সেই ঘটনা তথাগতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা তাঁহাদের নিকট ধর্মদেশনা করিতে করিতে এক গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন দর্বী (কাঠের চামচ) চিরকাল সূপরসের মধ্যে থাকিয়াও কখনও সূপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি চিরজীবন পণ্ডিত সন্নিধানে বাস করিলেও ধর্ম কি তাহা জানিতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৪

অন্বয় : মূর্খ ব্যক্তি যাবজ্জীবন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া 'ইহা বুদ্ধবচন, এতটাই বুদ্ধবচন' এইরূপভাবে পরিয়ত্তি ধর্ম বা 'ইহা চার, ইহা বিহার, ইহা আচার, ইহা গোচর, ইহা সাবদ্য, ইহা অনবদ্য, ইহা সেবনযোগ্য, ইহা সেবনযোগ্য নহে, ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য, ইহা স্বয়ং উপলব্ধির যোগ্য' এইভাবে প্রতিপত্তি-প্রতিবেধ ধর্ম জানে না। তাহা কিরূপ? 'দর্বী সূপরসের ন্যায়'। যেমন দর্বী নানা প্রকার সূপরসে শেষ পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিলেও 'ইহা লবণাক্ত, ইহা লবণাক্ত নহে, ইহা তিক্ত, ইহা ক্ষার, ইহা কটু, ইহা অম্ল, ইহা অনম্ল, ইহা কষায়' বলিয়া সূপরসের স্বাদ জানিতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তি যাবজ্জীবন পণ্ডিত সন্নিধানে থাকিয়াও উক্ত প্রকারে ধর্ম জানিতে পারে না।

দেশনাবসানে আগন্তুক ভিক্ষুগণ আস্রবসমূহ হইতে চিত্তকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন।

উদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

ত্রিশজন পাবেয়্যক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৬

৬. মুহুত্তম্পি চে বিঞ্ঞূ পণ্ডিতং পযিরুপাসতি,

http://kalpataruboi.org

খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিব্হা সূপরসং যথা।...৬৫

অনুবাদ : জিহ্বা যেমন মুহূর্তেই সূপরসের স্বাদ বুঝতে পারে, তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পকাল পণ্ডিতের সঙ্গে থাকলেই ধর্ম কি তা উপলব্ধি করতে পারেন।

অন্বয় : যথা জিব্হা (যেরূপ জিহ্বা) খিপ্পং (ক্ষিপ্র, মুহূর্ত মধ্যে) সূপরসং বিজানাতি (সূপরস আস্বাদন করতে পারে), [সেইরূপ] বিঞ্ঞূ চে (যদি বিজ্ঞজন) মুহুত্তম্পি (মুহূর্তকালও) পন্ডিতম্ পযিরুপাসতি (পণ্ডিত সান্নিধ্যে থাকলে) ধম্মং বিজানাতি (ধর্ম কি তা জানতে পারেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শুকনো কাঠ আগুনের সংস্পর্শে এলে মুহূর্তেই জ্বলে উঠে, ভিজে কাঠে শুধুই ধোঁয়া। বীজ উর্বর জমিতে উপ্ত হলে তবেই সুফল হয়, পাথুরে জমিতে পড়লে তা বৃথা। সদুপদেশও উপযুক্ত পাত্রে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয়ে থাকে, না হলে তা নিষ্ফল।

'মুহুর্তমাত্র যদি বিজ্ঞ ব্যক্তি' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ত্রিশজন পাবেয়্যক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

কপ্পাসিক বনে জনৈকা স্ত্রীলোককে অনুসন্ধানরত তাঁহাদের ভগবান প্রথম ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই 'এস ভিক্ষু' উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী হইয়া তের প্রকার ধুতাঙ্গ পালনে বর্তমান থাকিয়াও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া 'অনমতগ্গ ধর্মদেশনা' শুনিয়া সেই আসনেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ— 'অহো, এই ভিক্ষুগণ অতিশীঘ্রই ধর্ম জ্ঞাত হইলেন কিভাবে' এই কথা ধর্মসভায় উত্থাপন করিলেন। শাস্তা তাহা শুনিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এই বারেই নহে, অতীতে এই ত্রিশজন বন্ধু ধূর্ত ছিল। তুণ্ডিলজাতকে মহাতুণ্ডিলের ধর্মদেশনা শুনিয়া শীঘ্রই ধর্ম জ্ঞাত হইয়া পঞ্চশীল পালন করিয়াছিল। সেই উপনিশ্রয়ের ফলেই এই জন্মে উপবিষ্ট আসনেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে' এই বলিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন জিহ্বা মুহুর্তকালেই সূপরসের আস্বাদন অবগত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত সন্নিধানে ক্ষণকাল থাকিলেও ধর্ম কি তাহা শীঘ্রই অবগত হইতে পারে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৫

অন্বয় : 'বিজ্ঞ' পণ্ডিত ব্যক্তি 'যদি মুহুর্তকালও' জ্ঞানী 'পণ্ডিতের সন্নিধানে থাকে' সে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শীঘ্রই পরিয়ত্তি ধর্ম জানিতে পারে। তারপর 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া প্রতিপত্তি ধর্ম পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন অনুপহত জিহ্বা প্রসাদযুক্ত ব্যক্তি রসের আস্বাদ জানিবার জন্য জিহ্বাগ্রে রস নিক্ষেপ করিবামাত্র লবণাদি ভেদযুক্ত রস জানিতে পারে, তদ্রূপ পণ্ডিত শীঘ্রই লোকোত্তর ধর্ম জানিতে পারে। দেশনাবসানে বহু ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ত্রিশজন পাবেয়্যক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

kalpataruboi.org

http://kalpataruboi.org

সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠির উপাখ্যান—৭

৭. চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেনে'ব অত্তনা,
করোন্তা পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকপ্‌ফলং।...৬৬

অনুবাদ : অল্পবুদ্ধি মূর্খেরা দুঃখদায়ক পাপ কাজের দ্বারা নিজেকেই নিজের শত্রুতে পরিণত করে বিচরণ করে।

অন্বয় : যং কটুকপ্‌ফলং হোতি (যার ফলে কটু হয়) [তং] পাপকং কম্মং করোন্তা (সেই পাপকর্ম করে), দুম্মেধা (দুর্মেধা মন্দবুদ্ধি) বালা (মূর্খেরা) অমিত্তেন এব (অমিত্র অর্থাৎ শত্রুর ন্যায়) অত্তনা চরন্তি (নিজে বিচরণ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পাপ কাজের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কারণ তার ফল আপাতমধুর। অজ্ঞান মানুষের দৃষ্টি নিকট বর্তমানকে অতিক্রম করে বেশিদূরে যায় না বলে সে পরিণাম দেখতে পায় না। না হলে পাপের ভয়ানক পরিণতির কথা চিন্তা করে সে নিশ্চয়ই তার থেকে দূরে থাকত। পাপ শুধু যে অশেষ দুঃখ ডেকে আনে তাই নয়, তা মানুষকে তার প্রকৃত লক্ষ্য মুক্তির পথ থেকে সরিয়ে এনে তার চরম অনিষ্ট করে থাকে।

'দুর্মেধা মূর্খ ব্যক্তিগণ বিচরণ করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সুপ্রবুদ্ধ নামক কুষ্ঠিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। 'উদান' গ্রন্থে সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠির কথা আছে।

তখন সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠি পরিষদের একপ্রান্তে বসিয়া ভগবানের ধর্মদেশনা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া নিজের প্রতিলদ্ধ গুণের কথা শাস্তাকে জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া পরিষদ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া জনগণ শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া গেলে বিহারে প্রবেশ করিল। সেই সময় দেবরাজ শক্র 'এই সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠি শাস্তার শাসনে নিজের প্রতিলদ্ধ গুণের কথা প্রকট করিতে ইচ্ছুক জানিয়া 'তাহাকে পরীক্ষা করিব' বলিয়া যাইয়া আকাশে স্থিত হইয়াই বলিলেন—'হে সুপ্রবুদ্ধ, তুমি ভীষণ গরীব, খুব দুঃখী মানুষ। আমি তোমাকে অন্তহীন ধন দিব, কিন্তু তোমাকে বলিতে হইবে—'বুদ্ধ বুদ্ধ নহেন, ধর্ম ধর্ম নহে, সঙ্ঘ সঙ্ঘ নহে, আমার বুদ্ধ বা ধর্ম বা সঙ্ঘের প্রয়োজন নাই।' তখন কুষ্ঠি তাঁহাকে বলিল—'তুমি কে?' 'আমি শক্র।' 'তুমি অন্ধমুর্খ, নির্লজ্জ, আমার সঙ্গে কথা বলার তোমার যোগ্যতা নাই। তুমি আমাকে দুর্গত, দরিদ্র ও দুঃখী বলিয়াছ। কিন্তু আমি ত দুর্গত বা দরিদ্র নহি; আমি ত সুখপ্রাপ্ত মহাধনী... ...

'আমার শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হ্রী-ঔত্রাপ্য ধন, শ্রুতিধন, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞারূপ সপ্তম ধন আছে।' যাহার নিকট এই সকল ধন আছে, সে স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক, তাহাকে 'অদরিদ্র' বলা হইয়াছে। তাহার জীবন বৃথা নহে।'

আমার এই সকল সপ্ত প্রকার আর্যধন আছে। যাহাদের নিকট এই সপ্ত

http://kalpataruboi.org

প্রকার ধন আছে তাহারা বুদ্ধগণ বা প্রত্যেকবুদ্ধগণের দ্বারা 'দরিদ্র' বলিয়া কথিত হন না। শক্র তাহার কথা শুনিয়া মাঝপথে তাহাকে ত্যাগ করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্ত কথোপকথনের কথা শাস্তাকে জানাইলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে বলিলেন—'হে শক্র, তাদৃশ শত বা সহস্রের দ্বারাও সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠিকে 'বুদ্ধ বুদ্ধ নহেন', 'ধর্ম ধর্ম নহে', 'সঙ্ঘ সঙ্ঘ নহে' এই কথা বলাইতে পারিবে না। সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠিও শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তার দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া নিজের প্রতিলদ্ধগুণের কথা শাস্তাকে জানাইয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই একটি তরুণবৎসা গাভী তাহাকে হত্যা করিল।

বলা হইয়াছে যে এক যক্ষিণী অনেক শতজন্মে গাভীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু শত জন্মে চারিজনকে হত্যা করিয়াছিল। পুক্কুসাতি কুলপুত্র, বাহিয় দারুচীরিয়, তাম্রদংষ্ট্রীযুক্ত চোরঘাতক এবং সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠি, অতীতে (কোন এক জন্মে) তাহারা চারিজনই শ্রেষ্ঠীপুত্র হইয়া এক নগরশোভিনী গণিকাকে উদ্যানে লইয়া যাইয়া সারাদিন তাহার সঙ্গে আনন্দ ফূর্তি করিল এবং সায়াহ্নে এইরূপ মন্ত্রণা করিল—'এখানে অন্য কেহ নাই। আমরা ইহাকে যে এক সহস্র কার্ষাপণ এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি দিয়াছি তাহাকে মারিয়া সব লইয়া যাইব।' সে তাহাদের কথা শুনিয়া 'ইহারা নির্লজ্জ, আমার সঙ্গে আনন্দ ফূর্তি করিয়া এখন আমাকে মারিতে চায়। ইহাদিগকে আমি উচিত শাস্তি দিব।' যখন তাহারা আমাকে মারিতে লাগিল তখন আমি এই প্রার্থনা করিলাম। 'আমি যেন যক্ষিণী হইয়া ইহারা যেভাবে আমাকে মারিতেছে আমিও যাহাতে তাহাদের মারিতে সমর্থ হই।' সেই কর্মেরই ফলস্বরূপ ইহাদিগকে সে (এই জন্মে) তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে।

অনেক ভিক্ষু তাহার (সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠির) মৃত্যু সংবাদ ভগবানকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, তাঁহার কি গতি হইবে, কি কারণেই বা তিনি কুষ্ঠিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন?' শাস্তা বলিলেন যে সে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া তাবতিংস ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে। অতীতে কোন এক জন্মে তগরশিখী নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া থুথু নিক্ষেপ করাতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করিয়া দীর্ঘকাল নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে এখন কুষ্ঠিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ব্যক্ত করিয়া শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই সত্ত্বগণ নিজেরাই নিজেদের কটুক বিপাককর্ম করিয়া বিচরণ করিতেছে' এই বলিয়া অতীতের সহিত বর্তমানের সমবধান করিয়া আরও ধর্মদেশনা করিতে করিতে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'দুর্মেধা মূর্খ ব্যক্তিগণ, যাহার ফল কটু (তিক্ত) এইরূপ পাপকর্ম করিয়া নিজেকেই নিজের শত্রুতে পরিণত করিয়া বিচরণ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৬

অন্বয় : 'বিচরণ করে' অর্থাৎ চার ঈর্ষাপথের দ্বারা অকুশল সম্পাদন করিয়াই বিচরণ করে। 'মূর্খ' অর্থাৎ ইহলোকার্থ এবং পরলোকার্থ জানে না বলিয়াই এখানে 'মূর্খ' বলা হইয়াছে। 'দুর্মেধা' অর্থাৎ দুষ্প্রাজ্ঞ। 'নিজেকেই নিজের শত্রুতে পরিণত

http://kalpataruboi.org

করিয়া'। 'কটুকফল' অর্থাৎ যাহার ফল কটু (তিক্ত), দুঃখজনক। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠির উপাখ্যান সমাপ্ত

কৃষকের উপাখ্যান—৮

৮. ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি,
যস্স অস্সুমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি।...৬৭

অনুবাদ : যে কাজ করে অনুতাপ করতে হয়, অশ্রুনয়নে কাঁদতে কাঁদতে যার ফলভোগ করতে হয়, তেমন কাজ না করাই ভাল।

অন্বয় : যং কম্ম (যে কর্ম) কত্বা (করে) অনুতপ্পতি (অনুতাপ হয়), যস্স বিপাকং (যার পরিণামে) অস্সুমুখো রোদং পটিসেবতি (অশ্রুমুখে রোদন করতে হয়) তং কতং (তা করা) ন সাধু (ভাল নয়)।

'সেই কর্ম করা ভাল নয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক কৃষককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

সেই কৃষক শ্রাবস্তীর অদূরে একটি ক্ষেত্রে চাষ করিত। কিছু চোর ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া এক ধনী পরিবারের গৃহে সিঁধ কাটিয়া ঢুকিয়া বহু হিরণ্যসুবর্ণ লইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়াই বাহিরে চলিয়া আসিল। একজন চোর অন্যদের বঞ্চিত করিয়া তাহার বটুয়াতে সহস্র মুদ্রার থলি লুকাইয়া সেই ক্ষেত্রে যাইয়া অন্যান্যদের সঙ্গে চুরির দ্রব্য ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার অজ্ঞাতসারে সেই সহস্র মুদ্রার থলি তাহার বটুয়া হইতে পড়িয়া গেল। সেই প্রত্যুষকালে শাস্তা বিশ্ব অবলোকন করিতে করিতে সেই কৃষককে তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িতে দেখিয়া 'কি হইবে' ইহা চিন্তা করিলে তিনি দেখিলেন—'এই কৃষক সকালেই চাষ করিতে যাইবে। ঐসব হৃত দ্রব্যের মালিকেরা চোরদের সন্ধানে যাইয়া চটুয়া হইতে পতিত সহস্রমুদ্রার থলি দেখিয়া ইহাকেই (অর্থাৎ কৃষককেই) ধরিবে। আমি ব্যতীত তাহার অন্য কোন সাক্ষী থাকিবে না; স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয়ও ইহার আছে। অতএব আমাকে যাইতে হইবে।' সেই কৃষকও প্রাতকালে চাষ করিতে গেল। শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কৃষক শাস্তাকে দেখিয়া আগাইয়া যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পুনরায় চাষের কাজ করিতে লাগিল। শাস্তা তাহাকে কিছু না বলিয়াই যেখানে সেই সহস্র মুদ্রার থলি পড়িয়াছিল সেখানে যাইয়া তাহা দেখিয়া আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন— 'আনন্দ দেখ, সাপ।'

'হ্যাঁ ভন্তে, বিষধর।'

কৃষক সেই কথা শুনিয়া 'আমি যখন তখন আসি, এখানে আবার সাপ আছে নাকি!' চিন্তা করিয়া শাস্তা ঐটুকুমাত্র বলিয়া চলিয়া গেলে 'সাপটাকে মারিতে

http://kalpataruboi.org

হইবে' বলিয়া যষ্ঠি লইয়া সেইস্থানে যাইয়া সেই সহস্রমুদ্রার থলি দেখিয়া' শাস্তা এইজন্যই ঐকথা বলিয়া থাকিবেন' মনে করিয়া উহা লইয়া কি করিতে হইবে না বুঝিয়া একপাশে রাখিয়া বালি চাপা দিয়া পুনরায় হলকর্ষণ করিতে লাগিল। মনুষ্যগণ রাত্রি প্রভাত হইলে গৃহে চোরদের দ্বারা কৃতকর্ম দেখিয়া পায়ে পায়ে গিয়া খেতে যাইয়া দেখিতে পাইল সেখানে চোরেরা জিনিসপত্র ভাগ-বাটোয়ারা করিয়াছে এবং কৃষকের পায়ের ছাপও দেখিতে পাইল। তাহারা তাহার পায়ের ছাপ অনুসরণ করিয়া টাকার থলি যেখানে রাখা হইয়াছে সেই স্থান দেখিয়া বালি সরাইয়া থলিটি লইয়া 'তুমি গৃহ লুঠ করিয়া এখন জমিচাষ করিতেছ (যেন কিছুই জান না)' এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা সেই ঘটনা শুনিয়া তাহার বধের আদেশ দিলেন। রাজপুরুষগণ তাহার হাত পেছনে বাঁধিয়া কশাঘাত করিতে করিতে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। সে কশার দ্বারা তাড়িত হইয়া অন্য কিছু না বলিয়া শুধু বলিল—'আনন্দ দেখ সাপ। হ্যাঁ ভন্তে বিষধর।' তখন রাজপুরুষগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

'তুমি ভগবান এবং আনন্দ স্থবিরের কথা বলিতেছ। ব্যাপারটা কি?'

'রাজার দর্শন পাইলে বলিব।' তাহারা তখন তাহাকে রাজার নিকট লইয়া যাইয়া সব কথা জানাইল। তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কেন এইরূপ বলিতেছ?'

সে তখন 'মহারাজ, আমি চোর নই' বলিয়া জমিচাষের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে সব ঘটনা বলিল। রাজা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন—

'ওহে, এই ব্যক্তি জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ শাস্তাকে সাক্ষী করিয়া সব কথা বলিতেছে। এত অপরাধী হইতে পারে না। আমিই যথাকর্তব্য জানিয়া আসিব।' এই বলিয়া তাহাকে লইয়া সায়াহ্নকালে শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভগবন, আপনি কি আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া এই কৃষকের চাষের জায়গায় গিয়াছিলেন?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'আপনি সেখানে কি দেখিয়াছেন?'

'মহারাজ সহস্র মুদ্রার থলি।'

'দেখিয়া কি বলিলেন?'

'মহারাজ, এই কথাই বলিয়াছি।'

'ভন্তে, যদি এই ব্যক্তি আপনাকে সাক্ষী করিয়া কথা না বলিত তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা হইত না। আপনার কথা বলাতেই তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—

'হ্যাঁ মহারাজ, আমিও ততটুকুমাত্র বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম।' যে কাজ করিয়া পশ্চাত্তাপ করিতে হয় সেই কাজ পণ্ডিত ব্যক্তির করা উচিত নয়।' এই

http://kalpataruboi.org

বলিয়া সাবধান করিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে বলিলেন—

'যে কর্ম করিয়া লোকের অনুতাপ করিতে হয় এবং যাহার ফল রোদন করিতে করিতে অশ্রুমুখে ভোগ করিতে হয়, সে কর্ম করা উচিত নয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৭

অন্বয় : 'সেই কর্ম করা উচিত নয়' অর্থাৎ যে কর্ম করিয়া নরকাদিতে জন্ম লইতে হয়। দুঃখোদ্রেককর। স্মরণ করিলে যাহা প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে অনুতাপ দেয়, অনুশোচনাকর। সেই কর্ম 'সাধু নয়' সুন্দর নয়, নিরর্থক। 'যাহা অশ্রুমুখে ভোগ করিতে হয়' অর্থাৎ অশ্রু দ্বারা সিক্তমুখে রোদন করিতে করিতে বিপাক অনুভব করিতে হয়।

দেশনাবসানে কৃষক উপাসক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। উপস্থিত ভিক্ষুগণও স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিলেন।

কৃষকের উপাখ্যান সমাপ্ত

সুমন মালাকারের উপাখ্যান—৯

৯. তং চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি,
যস্স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।...৬৮

অনুবাদ : যে কাজ করে অনুতাপ করতে হয় না, যার ফল আনন্দের সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে উপভোগ করা যায়, তেমন কাজই কল্যাণকর।

অন্বয় : যং কত্বা (যা করে) না অনুতপ্পতি (অনুতাপ হয় না) যস্স চ বিপাকং (এবং যার ফল) পতীতো সুমনো পটিসেবতি (সানন্দে ও প্রসন্নমনে ভোগ করা যায়) তং কম্মং কতং সাধু (সেই কর্ম করাই ভাল)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (৬৭-৬৮) আপাতসুখের আশায় মানুষ এমন অনেক পাপকাজ করে পরিণামে যা ইহলোকে তো বটেই পরলোকেও অকল্যাণের কারণ হয়, যে কাজের ফলে নরকগামী হতে হয়। কাজ একবার করা হয়ে গেলে তাকে আর ফেরান যায় না, তাই কাজ করবার আগেই চিন্তা করা দরকার—তা করা উচিত কি অনুচিত, বরঞ্চ সামান্য সাময়িক সুখ ত্যাগ করা ভাল, কিন্তু যা অসৎ অন্যায়, পাপ তাকে পরিহার করে যা সৎ, কল্যাণদায়ক তেমন কাজই করা উচিত। তাহলে তা নানাবিধ কল্যাণে অনুষ্ঠাতার জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

'সেই কর্ম করাই ভাল' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সুমন নামক মালাকারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সে নাকি প্রত্যহ প্রাতকালেই রাজা বিম্বিসারকে আটটি সুমন পুষ্পের তোড়া দিয়া সেবা করিয়া আটটি কার্ষাপণ লাভ করিত। একদিন সে ফুল লইয়া নগরে প্রবেশ করা মাত্রই ভগবান মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া ষড়বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত করিতে করিতে মহা বুদ্ধপ্রভাবে মহা বুদ্ধলীলায় ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ

http://kalpataruboi.org

করিলেন। ভগবান কখনও কখনও ষড়বর্ণরশ্মি চীবরের দ্বারা আচ্ছাদিত সাধারণ পিণ্ডপাতিকের ন্যায় বিচরণ করেন, যেমন তিনি ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া অঙ্গুলিমালের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। কখনও বা ষড়বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত করিতে করিতে কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ সেইদিনও তিনি শরীর হইতে ষড়বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত করিতে করিতে মহা বুদ্ধপ্রভাবে মহা বুদ্ধলীলায় রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। মালাকার ভগবানের রত্নার্ঘ্যসদৃশ শরীর দেখিয়া বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ এবং অশীতি অনুব্যঞ্জন সমন্বিত শরীর সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া—'আমি শাস্তার জন্য কি করিতে পারি' ইহা চিন্তা করিয়া অন্য কিছু না দেখিয়া—'এই ফুলগুলি দ্বারা ভগবানকে পূজা করিব' ভাবিয়া পুনরায় চিন্তা করিল। 'এইগুলি ত রাজার নিত্য সেবার ফুল। এইগুলি না পাইলে রাজা আমাকে বন্দী করিতে পারেন, হত্যা করিতে পারেন, রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে পারেন। এখন আমি কি করি!' তখন তাহার মনে হইল—'রাজা আমাকে বন্দী করুক বা হত্যা করুক বা রাজ্য হইতে নির্বাসিত করুক তিনি আমাকে কি দিতে পারেন, বড় জোর আমার বাঁচিয়া থাকার মত ধন দিবেন! কিন্তু বুদ্ধপূজা করিলে তাহা অনেক কল্প কোটি জন্মে আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নিজের জীবন তথাগতকেই উৎসর্গ করিল।

সে 'যতক্ষণ না আমার প্রসন্ন চিত্ত তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ (বুদ্ধ) পূজা করিব' এই ভাবিয়া হৃষ্টতুষ্ট ও উৎফুল্ল হইয়া শাস্তাকে পূজা করিল। কি ভাবে? প্রথমে সে দুই মুষ্টি ফুল তথাগতের উপরে ছড়াইয়া দিল, সেগুলি বুদ্ধের মস্তকোপরি বিতানের ন্যায় অবস্থান করিল। আরও দুই মুষ্টি নিক্ষেপ করিল। সেইগুলি (বুদ্ধের) দক্ষিণ হস্ত পার্শ্বে মালাপটের আবরণের ন্যায় অবতরণ করিয়া অবস্থান করিল। আরও দুই মুষ্টি নিক্ষেপ করিল, সেইগুলি (বুদ্ধের) পশ্চাৎদিকে অবতরণ করিয়া অবস্থান করিল। আরও দুই মুষ্টি নিক্ষেপ করিল, সেইগুলি (বুদ্ধের) বামহস্তপার্শ্বে অবতরণ করিয়া অবস্থান করিল। এইভাবে (সুমন পুষ্পের) আটটি তোড়া আট মুষ্টি হইয়া তথাগতের চতুর্দিকে আচ্ছাদিত করিল। শুধু সম্মুখে গমনদ্বারই অবশিষ্ট ছিল। পুষ্পসমূহের বৃন্তসমূহ অন্তর্মুখী এবং পত্রসমূহ বহির্মুখী হইল। মনে হইতেছিল ভগবান যেন (শুভ্র) রজতপটের দ্বারা পরিক্ষিপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন। পুষ্পসমূহ অচিত্তক (জ্ঞানহীন) হইলেও সচিত্তকবৎ আচরণ করিতেছিল। অর্থাৎ কোন পুষ্পই ভিন্ন না হইয়া পতিত না হইয়া শাস্তার সঙ্গেই চলিতে লাগিল। শাস্তা স্থিত হইলেও ইহারাও স্থিত হইল। শাস্তার শরীর হইতে শত সহস্র বিদ্যুল্লতার ন্যায় রশ্মিসমূহ নির্গত হইতেছিল। সম্মুখ হইতে, পশ্চাৎ হইতে, দক্ষিণদিক হইতে, বামদিক হইতে এবং শীর্ষদেশ হইতে নিরন্তর নির্গত রশ্মিসমূহের কোনটাই সম্মুখ সম্মুখ স্থান দিয়া অদৃশ্য না হইয়া সকলেই শাস্তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তরুণতালস্কন্ধের আকার সদৃশ হইয়া সম্মুখদিকেই ছুটিয়া চলিল। ইহাতে সমস্ত নগর প্রকম্পিত হইল।

http://kalpataruboi.org

নগরের অভ্যন্তরে নয় কোটি এবং নগরের বাহিরে নয় কোটি এই অষ্টাদশ কোটি লোকের মধ্যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী ভিক্ষান্ন লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই এমন একজনও ছিল না। সিংহনাদ করিতে করিতে মহতী জনতা সহস্র সহস্র চেলী উৎক্ষেপণ করিয়া শাস্তার পুরোভাগে অগ্রসর হইল। শাস্তা (সুমন) মালাকারের গুণ প্রকট করিতে ত্রিগাবুত প্রমাণ নগরে ভেরীবাদন করাইয়া যেন পথ দিয়া চলিয়াছেন, মালাকারের সকল শরীর পঞ্চবর্ণের প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইল।

সে কিছুক্ষণ তথাগতের সঙ্গে যাইয়া বুদ্ধরশ্মির অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যেন সিন্দুররঙে নিমজ্জিত হইয়া শাস্তাকে স্তুতি ও বন্দনা করিয়া শূন্যহস্তেই গৃহে ফিরিল। তাহার ভার্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

'ফুল কোথায়?'

'আমি বুদ্ধকে পূজা করিয়াছি।'

'রাজাকে এখন কি করিবে?'

'রাজা আমাকে হত্যা করুক বা রাজ্য হইতে নির্বাসিত করুক, আমি জীবনের বিনিময়েই শাস্তাকে পূজা করিয়াছি। আমি এমন পূজা করিয়াছি যে সমস্ত ফুলগুলি অষ্ট মুষ্টি হইয়াছিল। মহতী জনতা সহস্র সহস্র প্রকার উচ্চ শব্দ করিতে করিতে শাস্তার সহিত গমন করিতেছে। তুমি যে বহুলোকের উচ্চশব্দ শুনিতেছ তাহা ঐ শব্দই।' তখন তাহার ভার্যা ছিল অতি মূর্খ। তাই কোন প্রকার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস না করিয়া রাগান্বিত হইয়া তাহাকে গালমন্দ করিল—

'রাজারা হইতেছেন চণ্ডাল। একবার ক্রুদ্ধ হইলে হস্তপাদাদি ছেদনের দ্বারা বহু অনর্থ ঘটাইতে পারেন। তোমার কৃতকর্মের জন্য আমারও অনর্থ হইবে।' এইভাবে গালমন্দ করিয়া পুত্রকন্যাদের সঙ্গে লইয়া রাজকুলে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে?'

'মহারাজ, আমার স্বামী আপনার সেবার ফুল দিয়া শাস্তাকে পূজা করিয়া শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'ফুল কোথায়?' সে তখন আমাকে এইরূপ এইরূপ বলিল। আমি তখন তাহাকে গালমন্দ করিয়া বলিয়াছি 'রাজারা হইতেছেন চণ্ডাল; একবার ক্রুদ্ধ হইলে হস্তপাদাদি ছেদনের দ্বারা বহু অনর্থ ঘটাইতে পারেন। তোমার কৃতকর্মের জন্য আমারও অনর্থ ঘটিবে' এই বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি। তাহার কৃতকর্ম সুকৃত হউক বা দুষ্কৃত হউক, তাহার জন্য সেই দায়ী। মহারাজ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি।'

বুদ্ধের প্রথম দর্শনেই স্রোতাপত্তিফলপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাবান প্রসন্ন আর্যশ্রাবক রাজা তখন চিন্তা করিলেন—'অহো! এই স্ত্রীলোকটি কি মূর্খ! এইরূপ গুণের প্রতিও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছে না!' তিনি ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—

'মা, বল কি! আমার সেবার ফুল দিয়া সে শাস্তাকে পূজা করিয়াছে?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছ। আমার ফুল দিয়া বুদ্ধ পূজা

http://kalpataruboi.org

করার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে।' এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া দ্রুতবেগে শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া শাস্তার সঙ্গেই বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধ রাজার চিত্তপ্রসন্নতার কথা জানিয়া যে বীথিতে ভেরীবাদ্য হইতেছে এ বীথি দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা (বুদ্ধের) ভিক্ষাপাত্র লইয়া শাস্তাকে নিজগৃহে প্রবেশ করাইবার বাসনা করিলেন। শাস্তা রাজাঙ্গনেই উপবেশন করিবার উপক্রম করিলেন। রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন 'এখানে মণ্ডপ প্রস্তুত কর।' সেই মুহূর্তেই মণ্ডপ প্রস্তুত হইল। ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্গে শাস্তা (সেই মণ্ডপে) উপবেশন করিলেন। শাস্তা কেন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন না? কারণ শাস্তা চিন্তা করিয়াছিলেন—

'আমি যদি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করি মহতী জনতা আমার দর্শন পাইবে না। মালাকারের গুণকথাও প্রকাশ পাইবে না। আমি রাজাঙ্গনে উপবেশন করিলে জনতা আমাকে দেখিতে পাইবে, মালাকারের গুণও প্রকাশিত হইবে।' গুণবানদের গুণ বুদ্ধগণই প্রকট করিতে পারেন। অন্যান্যরা গুণবানদের গুণকথা বলিতে ঈর্ষাপরায়ণ হন। চারি পুষ্পপট্ট চতুর্দিকে বর্তমান ছিল। মহতী জনতা শাস্তাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন। শাস্তা আহার কৃত্য সম্পাদন করিয়া দানানুমোদন করত পূর্ববৎ চারিটি পুষ্পপট্টের দ্বারা পরিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে মহাজনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। রাজা শাস্তার অনুগমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মালাকারকে ডাকাইয়া বলিলেন—

'তুমি আমার জন্য আহুত পুষ্প দিয়া বুদ্ধের পূজা কেন করিয়াছ?'

মালাকার বলিল 'মহারাজ, আপনি আমাকে হত্যা করুন বা রাজ্য হইতে নির্বাসিত করুন, আমি জীবনের বিনিময়ে বুদ্ধের পূজা করিয়াছি।'

রাজা 'তুমি মহাপুরুষ' এই বলিয়া তাহাকে আটটি হস্তি, আটটি অশ্ব, আটজন দাস, আটজন দাসী, অষ্টসহস্র কার্ষাপণ মূল্যের মহাপ্রসাধনসমূহ রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া সর্বালঙ্কারবিভূষিত আটজন নারী এবং আটটি শ্রেষ্ঠ গ্রাম এইভাবে প্রত্যেক কিছু 'অষ্ট অষ্ট' করিয়া দান করিলেন।

আনন্দ স্থবির চিন্তা করিলেন—'অদ্য প্রাতকাল হইতে সহস্র সিংহনাদ এবং সহস্র চেলোৎক্ষেপ হইতেছে, মালাকারের কি আশ্চর্য কর্মবিপাক!' তিনি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন 'আনন্দ, এই মালাকার সামান্য পুণ্য কাজ করিয়াছে মনে করিও না। সে জীবনের বিনিময়েও আমার পূজা করিয়াছে। সে এইভাবে আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া 'শত সহস্র কল্প দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না। এই কর্মফলে সে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে করিতে শেষে 'সুমন' নামক প্রত্যেকবুদ্ধ হইবে।'

শাস্তা বিহারে যাইয়া যখন গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন সেই পুষ্পরাশি (বিহারের) দ্বার প্রকোষ্ঠে পতিত হইল। সায়াহ্ন সময়ে ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপন করিলেন—'অহো, কি আশ্চর্য মালাকারের কর্ম।

http://kalpataruboi.org

নিজের জীবনের বিনিময়েও বর্তমান বুদ্ধকে পুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া সেই মুহূর্তে সর্বাষ্টক (সমস্ত কিছু আটটি করিয়া) লাভ করিল।' শাস্তা গন্ধকুটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন প্রকার গমনের অন্যতর গমনের দ্বারা ধর্মসভায় যাইয়া বুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা আলোচনা করিতেছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, যে কর্ম করার পরে পশ্চাত্তাপ হয় না, যতবারই স্মরণ করে (ঐ কর্মের কথা) ততবারই মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। এইরূপ কর্মই সম্পাদন করা উচিত।' এই বলিয়া শাস্তা সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে কর্ম করিলে লোকের অনুতাপ হয় না (অর্থাৎ যাহা সুখদায়ক) এবং যাহার ফল প্রফুল্ল মনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেই কর্ম সম্পাদন করাই ভাল।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৮

অন্বয় : 'যাহা করিয়া' যে কর্ম দেব-মনুষ্যসম্পত্তি এবং নির্বাণসম্পত্তি প্রদানে সমর্থ সেই সুখোদ্রেককর কর্ম করিয়া অনুতাপ করিতে হয় না, এমন কি ইহজগতে (সেই কৃতকর্ম) যতবারই অনুস্মরণ করা যায় ততবারই প্রীতিবেগে 'প্রতীত' সন্তুষ্ট এবং সৌমনস্যবেগে সুমন হইয়া ভবিষ্যতে প্রীতি-সৌমনস্যজাত হইয়া কর্মবিপাক ভোগ করে, 'সেই কর্ম করা সাধু' ভাল। দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

সুমন মালাকারের উপাখ্যান সমাপ্ত

উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান—১০

১০. মধু'ব মঞ্ঞতী বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতী পাপং অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি।...৬৯

অনুবাদ : যতদিন ফল না ফলে ততদিন মূর্খব্যক্তি পাপকাজকে মধুময় বলেই মনে করে। পাপের ফল যখন ফলতে শুরু করে তখন থেকেই তার দুঃখেরও শুরু।

অন্বয় : যাব (যতদিন) পাপং পচ্চতি (পাপ পরিপক্ক হয় না) বালো মধু ইব মঞ্ঞতি (ততদিন মূর্খ তা মধু মনে করে) যদা চ পাপং পচ্চতি (যখন পাপ ফল প্রসব করে), অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি (তখন মূর্খ দুঃখে পড়ে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অসৎ কর্মের প্রতি মানুষের এমন একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে যে ঐ কাজের অনুষ্ঠানই তাকে একটা অদ্ভুত সুখ দেয়। তার উপর পাপের পথে অনেক সময়ই কিছু ঐহিক সুখলাভও হয়ে থাকে। কিন্তু এই উভয় সুখই সাময়িক, অস্থায়ী। এর মোহে যে পাপের পথে পা বাড়ায় সে প্রকৃত মূর্খ—কেননা পরিণামে তার দুঃখ-দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

http://kalpataruboi.org

'মধুর বলিয়া মনে করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উৎপলবর্ণা থেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

তিনি (উৎপলবর্ণা) নাকি পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করিয়া শত সহস্র কল্প পুণ্য সম্পাদন করিয়া দেবলোক এবং মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে করিতে বর্তমান বুদ্ধোৎপত্তিকালে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে জনৈক শ্রেষ্ঠীকুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ (মাতৃগর্ভে আগমন) করিলেন। নীলোৎপলের গর্ভসদৃশ গাত্রবর্ণের জন্য তাঁহার নাম রাখা হয় উৎপলবর্ণা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকল জম্বুদ্বীপের নৃপতিগণ এবং শ্রেষ্ঠীগণ (তাঁহার পিতা) শ্রেষ্ঠীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আপনার কন্যাকে আমাদের দিন'। সংবাদ পাঠান নাই এমন কেহ ছিলেন না। তখন শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'আমি সকলের মন রক্ষা করতে পারিব না। একটা উপায় করিতে হইবে।' মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, তুমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিবে?' যেহেতু তাঁহার (উৎপলবর্ণার) ইহাই অন্তিম জন্ম তাই পিতৃবচন তাঁহার নিকট মনে হইল যেন তাঁহার মস্তকে কেহ শতপাকতৈল সিঞ্চন করিয়াছে। তাই পিতাকে বলিলেন—'পিত, আমি প্রব্রজ্যা লইব।' তিনি (শ্রেষ্ঠী) তাঁহার মহাসৎকার করিয়া ভিক্ষুণী আবাসে লইয়া যাইয়া প্রব্রজিত করিলেন। প্রব্রজিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উপোসথাগারে নিত্যকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া উপোসথাগার সম্মার্জিত করিয়া দীপশিখাতে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পুনঃপুন অবলোকন করিতে করিতে তেজকৃৎস্ন আলম্বন ধ্যান উৎপন্ন করিয়া তাহাকেই ধ্যানপাদ (অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়) করিয়া প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

অন্য এক সময় তিনি জনপদচারিকায় যাইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্ধবনে প্রবেশ করিলেন। তখন ভিক্ষুণীদের অরণ্যবাস নিষিদ্ধ ছিল না। সেখানে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া মঞ্চ বিছাইয়া চতুর্দিকে কাপড় দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইল। তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার মাতুলপুত্র নন্দমাণব গৃহী অবস্থা হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাঁহার (শ্রাবস্তীতে) আগতভাব জানিয়া থেরী ফিরিবার পূর্বেই অন্ধবনে পৌঁছিয়া সেই কুটিরে প্রবেশ করিয়া মঞ্চের নীচে লুকিয়া থাকিল। থেরী ফিরিয়া আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া মঞ্চে বসিবার উপক্রম করিলেন। আসার সময় রৌদ্রতপ্ত হওয়াতে চোখে অন্ধকার দেখাতে (নন্দমাণবের মঞ্চের নীচে লুকিয়ে থাকা) দেখিতে পাইলেন না। তিনি মঞ্চে বসিবামাত্রই (নন্দমাণব) মঞ্চের নীচ হইতে মঞ্চের উপর উঠিয়া 'আমাকে নষ্ট করিও না, আমাকে নষ্ট করিও না' বলিয়া থেরী বারবার বারণ করিলেও সে থেরীকে দমিত করিয়া নিজের কামনা পূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার পাপ সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হইল। সে পাতাল প্রবিষ্ট হইয়া মহা অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল। থেরীও এই ঘটনা অন্যান্য ভিক্ষুণীদের জানাইলেন। ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের এই ঘটনা জানাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে যে মূর্খ ব্যক্তি পাপকর্মে লিপ্ত হয় সে মধু-শর্করা প্রভৃতি কোন একটি মধুররস পাইয়া কোন ব্যক্তি যেমন হৃষ্টতুষ্ট হয় তদ্রূপ হৃষ্টতুষ্ট হয় এবং আনন্দে আত্মহারা হয়' ইহা বলিয়া শাস্তা সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যতক্ষণ পাপ পরিপক্ক না হয় ততক্ষণ মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে মধুর বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু যখন পাপ ফল প্রদান করে তখন তাহাকে দুঃখ পাইতে হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৬৯

অন্বয় : 'মধুর' অর্থাৎ মূর্খ যখন পাপজনক অকুশলকর্ম করে সেই কর্ম তাহার নিকট মধুর ন্যায়, মধুর রসের ন্যায় ইষ্ট, কান্ত এবং মনোরঞ্জক বলিয়া মনে হয়। তাই বলা হইয়াছে 'সে ঐ পাপকর্মকে মধুর বলিয়া মনে করে।' 'যাবৎ' অর্থাৎ যতকাল। 'পাপ পক্ক না হয়' অর্থাৎ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যতক্ষণ সেই পাপকর্ম ফল না দেয়, ততক্ষণ সে তাহাকে এইরূপ (মধুর) মনে করে। 'যখন' অর্থাৎ যখন ইহলোকে বিবিধ কর্ম করাকালে বা ভবিষ্যতে নরকাদিতে মহাদুঃখ অনুভব করাকালে তাহার সেই পাপ পক্ক হয়, তখন সেই মূর্খ 'দুঃখ পায়' দুঃখ লাভ করে, দুঃখ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফললাভ করিয়াছে। অন্য এক সময় ধর্মসভায় জনগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'অর্হতেরাও কামসুখ উপভোগ করেন, কাম সেবন করেন, কি সেবন না করেন? তাঁহারা ত আর কোটরবৃক্ষ (ফাঁপা শুষ্ক কাঠে গুঁড়ি) বা বল্মীক নহেন, তাঁহারা রক্তমাংসের শরীরযুক্ত। অতএব তাঁহারাও কামসুখ আস্বাদন করেন। কাম সেবন করেন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখানে কি বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছে?' 'ভন্তে, এই বিষয় লইয়া' বলাতে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, অর্হৎগণ কামসুখ আস্বাদন করেন না, কামসেবন করেন না। যেমন পদ্মপত্রে পতিত জল থাকে না, স্থির হয় না, ঘুরিয়া পতিত হয়, যেমন সূচাগ্রে সর্ষপ দাঁড়ায় না, স্থির হয় না, ঘুরিয়া পতিত হয়, ঠিক তদ্রূপ অর্হতের চিত্তে বিবিধ কাম লিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না' এই বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা বলিলেন যাহা 'ব্রাহ্মণবর্গে' আছে—

'যে ব্যক্তি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় এবং সূচাগ্রে সর্ষপের ন্যায় কামক্লেশে লিপ্ত হয় না, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪০১

এই শ্লোকের অর্থ ব্রাহ্মণবর্গেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্তা রাজা পসেনদি কোশলকে ডাকিয়া বলিলেন—

'মহারাজ, এই শাসনে যেমন কুলপুত্রগণ তেমনই কুলকন্যাগণও নিজেদের অনেক জ্ঞাতি, ভোগসম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে বাস করে। তখন রাগরক্ত পাপী পুরুষেরা তাহাদের অপমান অতিমানবশে তাহাদের উৎপীড়িত

http://kalpataruboi.org

করে, তাহাদের ব্রহ্মচর্যেরও অন্তরায় ঘটায়। তাই নগরের অভ্যন্তরে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের জন্য বাসস্থান করা কর্তব্য।' রাজা 'সাধু' বলিয়া বুদ্ধের কথাকে সমর্থন করিয়া নগরের একপার্শ্বে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া দিলেন। ইহার পর হইতে ভিক্ষুণীগণ নগরাভ্যন্তরেই বাস করেন।

উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

জম্বুক স্থবিরের উপাখ্যান—১১

১১. মাসে মাসে কুসগ্‌গেন বালো ভুঞ্জেথ ভোজনং,
ন সো সংখতধম্মানং কলং অগ্‌ঘতি সোলসিং।...৭০

অনুবাদ : মূঢ় ব্যক্তি যদি মাসের পর মাস কুশের অগ্রভাগ দ্বারা (একবার মাত্র) আহার করে, তাহলেও সে জ্ঞাতধর্মা ব্যক্তির ষোলভাগের একভাগেরও যোগ্য হয় না।

অন্বয় : বালো (মূর্খ) মাসে মাসে (মাসে মাসে) কুসগ্‌গেন (কুশাগ্র দ্বারা) ভোজনং ভুঞ্জেথ চে (ভোজন করলেও) সো (সে) সংখতধম্মানং (জ্ঞাতধর্মা ব্যক্তির) সোলসিং কলং (ষোল কলার এক কলার) ন অগ্‌ঘতি (যোগ্য হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শুধু নানা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন —এগুলো মানুষকে অধ্যাত্মপথে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যায় না। শুধু ভেখ নিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তাপ, তৃষ্ণাকে যে ক্ষয় করতে পেরেছে সন্ন্যাস তারই জন্য। তাই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে যিনি উচ্চাবস্থা লাভ করেছেন তাঁর আত্মপ্রচারের প্রয়োজন নেই। প্রকৃত যোগীর যৎসামান্য অনুষ্ঠানের মূল্য অন্তঃসারশূন্য বহুল কৃচ্ছ্রসাধনের অপেক্ষা অনেক বেশি।

'মাসে মাসে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জম্বুক নামক আজীবককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

অতীতে কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধকালে গ্রামবাসি এক কুটুম্ব একজন স্থবিরকে বিহার তৈরি করাইয়া দিয়া সেখানে বসবাসকারী সেই স্থবিরকে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা সেবা করিত। স্থবির তাহার গৃহে প্রত্যহ ভোজন করিতেন। একদিন জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু দিনের বেলায় পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ কুটুম্ব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ঈর্ষাপথসমূহে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিয়া 'ভন্তে, এই বস্ত্রখানি রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিবেন' বলিয়া খুব বড় বস্ত্রখণ্ড তাঁহাকে দান করিয়া 'ভন্তে, আপনার কেশ দীর্ঘ হইয়াছে, আপনার কেশচ্ছেদনের জন্য নাপিত আনিব এবং আপনার শয়নের জন্য একটি পালঙ্ক লইয়া আসিব' বলিল। সেই কুলোপগ (কুলগুরু) ভিক্ষু যিনি প্রত্যহ তাঁহার গৃহে ভোজন করিতেন তিনি অর্হৎ ভিক্ষুর সৎকার দেখিয়া খুশি হইতে পারিলেন না। 'এই কুটুম্ব মুহূর্তকাল যাহাকে দেখিয়াছে তাহাকে এরূপ সৎকার পূজা করিতেছে। আর আমি প্রত্যহ তাহার

http://kalpataruboi.org

গৃহে ভোজন করিতেছি, আমাকে ত তদ্রূপ করিতেছে না!' ইহা চিন্তা করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। অন্যজনও (অর্থাৎ অর্হৎ ভিক্ষু) তাঁহার সহিত যাইয়া কুটুম্ব প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিলেন। কুটুম্ব নাপিত লইয়া যাইয়া (অর্হৎ) স্থবিরের কেশচ্ছেদন করাইয়া পালঙ্ক পাতিয়া বলিল—'ভন্তে, এই পালঙ্কে শয়ন করুন।' এবং দুই স্থবিরকে পরদিবসের জন্য নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আবাসিক ভিক্ষু স্থবিরের প্রতি প্রদর্শিত কুটুম্বের সৎকার সহ্য করিতে পারিলেন না। তাই সায়াহ্নে (অর্হৎ) স্থবিরের শয়নস্থানে যাইয়া চারি প্রকারে স্থবিরকে গালমন্দ করিলেন। 'প্রাতঃ, আগন্তুক কুটুম্বের গৃহে ভোজন করা অপেক্ষা গোময় ভক্ষণ করা শ্রেয়, কুটুম্বের দ্বারা আনীত নাপিতের দ্বারা কেশচ্ছেদন করা অপেক্ষা তালাস্থি দ্বারা কেশোৎপাটন শ্রেয়, কুটুম্ব প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করা অপেক্ষা নগ্ন হইয়া বিচরণ করা শ্রেয়, কুটুম্বের দ্বারা আনীত পালঙ্কে শয়ন অপেক্ষা ভূমিতে শয়ন করা শ্রেয়।' (অর্হৎ) স্থবির চিন্তা করিলেন—'আমার কারণে যেন এই মূর্খের বিনাশ না হয়' এই চিন্তা করিয়া কুটুম্বের নিমন্ত্রণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া প্রাতকালে উত্থিত হইয়া যথাসুখে প্রস্থান করিলেন। আবাসিক ভিক্ষুও সকালে বিহারের ব্রতকর্তব্য সমাধা করিয়া ভিক্ষাচার বেলায় 'এখনও আগন্তুক ঘুমাইয়া আছে, ঘন্টার শব্দে জাগিয়া উঠিবে' এই ভাবিয়া নখপৃষ্ঠের দ্বারা ঘন্টা বাজাইয়া গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন। কুটুম্বও সব ব্যবস্থা করিয়া স্থবিরদের আসার পথে চাহিয়া থাকিয়া আবাসিক ভিক্ষুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, স্থবির কোথায়?'

আবাসিক ভিক্ষু বলিলেন—'কিছু বলিও না উপাসক, তোমার কুলগুরু গতকাল তুমি চলিয়া আসিবার পর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া এমন নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে যে, আমি সকালে উঠিয়া বিহার সম্মার্জিত করিয়াছি, পানীয় ঘট এবং পরিভোজনীয় ঘটে জলপূর্ণ করিয়াছি। ঘন্টার শব্দও করিয়াছি কিন্তু তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।'

কুটুম্ব চিন্তা করিল—'তাদৃশ ঈর্ষাপথসম্পত্তির দ্বারা সমন্বাগত আমাদের আর্য এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকিবেন, বিশ্বাস হয় না। আমি তাঁহার সেবা সৎকার করিয়াছি দেখিয়া নিশ্চয়ই এই ভদন্ত (ভিক্ষু) তাঁহাকে কিছু বলিয়া থাকিবেন।' কুটুম্ব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে সাদরে আবাসিক ভিক্ষুকে ভোজন করাইয়া তাহার ভিক্ষাপাত্র উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বলিল 'ভন্তে, যদি আমার আর্য ভিক্ষুকে দেখিতে পান, এই পিণ্ডপাত তাঁহাকে দিবেন।'

ভিক্ষু তাহা লইয়া চিন্তা করিলেন—'যদি আগন্তুক ভিক্ষু এই পিণ্ডপাত ভোজন করে, সে এই স্থানের প্রতি প্রলুব্ধ হইবে' এই ভাবিয়া আসার পথে সেই পিণ্ডপাত রাস্তার ধারে নিক্ষেপ করিয়া স্থবিরের বাসস্থানে যাইয়া তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। ভিক্ষুর পাপকর্মের প্রভাবে তিনি যে বিংশতি সহস্র বৎসর যাবত শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

http://kalpataruboi.org

আয়ুশেষে কালগত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তরকাল মহাদুঃখ ভোগ করিয়া বর্তমান বুদ্ধের সময় রাজগৃহ নগরে এক সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। হাঁটিতে শেখার বয়স হইতে সে কখনও শয্যায় শুইত না, খাদ্যভোজ্য ভোজন করিত না, নিজের মলমূত্র নিজেই আহার করিত। মাতাপিতা তাহাকে এই বলিয়া পোষণ করিয়াছেন 'ছেলে মানুষ ত! না বুঝিয়া ঐরূপ করিতেছে।' কিন্তু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইল তখনও বস্ত্র পরিধান করিতে চাহিত না, নগ্ন হইয়া বিচরণ করিত। ভূমিশয্যায় শয়ন করিত। নিজের মলমূত্র নিজে আহার করিত। তখন তাঁহার মাতাপিতা 'এ সংসারে থাকার উপযুক্ত নহে, কেবল নির্লজ্জ আজীবকদিগেরই উপযুক্ত।' এই ভাবিয়া আজীবকদিগের নিকট লইয়া যাইয়া' এই বালককে প্রব্রজিত করুন' বলিয়া দান করিলেন। তাঁহারা তাহাকে প্রব্রজিত করিলেন। প্রব্রজ্যা প্রদানকালে তাহাকে গলপ্রমাণ গর্তে স্থাপিত করিয়া, তাহার দুই স্কন্ধোপরি কাষ্ঠফলক রাখিয়া নিজেরা তাহার উপর চাপিয়া তালাস্থি দ্বারা তাহার কেশোৎপাটন করিলেন। তাহার মাতাপিতা পরদিবসের জন্য তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিবসে আজীবকগণ তাহাকে বলিলেন—'চল, গ্রামে যাই।' সে 'আপনারা যান, আমি এখানেই থাকিব' বলিয়া যাইতে চাহিল না। তাঁহারা পুনঃপুন বলিলেও সে অনিচ্ছুক হওয়াতে তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সে তাঁহাদের গতভাব জানিয়া শৌচাগারের দরজা খুলিয়া নীচে নামিয়া দুই হাতে মুষ্টি মুষ্টি মল ভক্ষণ করিল। আজীবকগণ তাহার জন্য গ্রাম হইতে ভোজন পাঠাইলেন। সে সেইগুলি খাইতে ইচ্ছা করিল না। বারবার বলা সত্ত্বেও সে বলিল 'আমার এইগুলির প্রয়োজন নাই। আমার আহারকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।' 'কোথায় পাইলে?' 'এখানেই পাইয়াছি।' এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিনও তাহাকে বারবার বলা সত্ত্বেও সে 'আমি এখানেই থাকিব' বলিয়া গ্রামে যাইতে চাহিল না। আজীবকগণ 'এই ব্যক্তি প্রত্যেকদিন গ্রামেও যাইতে চাহে না, আমরা আহার্য পাঠাইলেও তাহা ভোজন করে না, 'আমি এখানেই (আহার্য) পাইয়াছি' বলে। সে কি করে পরীক্ষা করিতে হইবে' বলিয়া গ্রামে যাইবার সময় দুই একজনকে তাহাকে পাহাড়া দিবার জন্য রাখিয়া গেলেন। তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অদৃশ্য হইলেন। সে তাঁহাদের গতভাব জানিয়া পূর্বের ন্যায় শৌচাগারের গর্তে নামিয়া মল ভক্ষণ করিল। পাহাড়াদার আজীবকগণ তাহার সব কাণ্ড দেখিয়া অন্যান্য আজীবকগণকে জানাইলেন। আজীবকগণ তাহা শুনিয়া 'অহো, কি গর্হিত কাজ। শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ জানিতে পারিলে প্রচার করিবে যে আজীবকগণ মল ভক্ষণ করে। এইভাবে আমাদের দুর্নাম ছড়াইবে। এই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে থাকার অনুপযুক্ত' এই ভাবিয়া তাহাকে নিজেদের নিকট হইতে বহিষ্কার করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া সে সাধারণের জন্য যে শৌচাগার আছে সেখানে গেল। একটি বৃহৎ পাষাণখণ্ডকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণের মলত্যাগের জন্য একটি বৃহৎ গূথ কূপ নির্মিত হইয়াছিল। জম্বুক

http://kalpataruboi.org

রাত্রিবেলায় সেখানে মল ভক্ষণ করিত। লোকেরা মলত্যাগের জন্য আসিয়া বসিলে জম্বুক এক হাতে ঐ পাষাণখণ্ডের একপাশ ধরিয়া একটি পা উপরের দিকে তুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখ 'হাঁ' করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া থাকিত। লোকেরা ঐ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'মহাশয়, আপনি মুখ হাঁ করিয়া বসিয়া আছেন কেন?'

'আমি বায়ু ভক্ষণ করি। আমার অন্য কোন আহার নাই।'

'কিন্তু মহাশয়, আপনি কেন এক পা তুলিয়া অন্য পায়ের হাঁটু মুড়িয়া আছেন?'

'আমি উগ্রতপা, ঘোরতপা। আমি দুই পা একসঙ্গে মাটিতে রাখিলে পৃথিবী কম্পিত হইবে। সেইজন্য এক পা উপরে তুলিয়া অন্য পায়ের হাঁটু মুড়িয়া অবস্থান করিতেছি। আমি দিবারাত্র এইভাবেই থাকি। আমি উপবেশনও করি না, শয়নও করি না।'

জনসাধারণ তাহার কথায় বিশ্বাস উৎপাদন করিল। 'অহো কি আশ্চর্য, এইরূপ তপস্বীও হয়! আমরা ইতিপূর্বে এইরূপ ত দেখি নাই।' সকল অঙ্গ-মগধবাসিদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। সকলে আসিয়া মাসের পর মাস তাহার মহাসৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে কিছুই গ্রহণ করিত না। বলিত 'আমি শুধুমাত্র বায়ু ভক্ষণ করি। আমার অন্য কোন আহার নাই। অন্য কিছু আহার করিলে আমার তপস্যা ভঙ্গ হইবে।' লোকেরা বারবার অনুনয় বিনয় করিয়া বলিত 'মহাশয়, আমাদের মহা অনর্থ হইবে। আপনাদের মত ঘোরতপা (তপস্বী) আমাদের দান গ্রহণ করিলে আমাদের চির হিত ও সুখের কারণ হইবে।' কিন্তু তাহার ত অন্য কোন আহারে রুচি নাই। লোকজনেরা বারবার উৎপীড়ন করাতে তাহাদের দ্বারা আনীত ঘৃত গুড়াদি হইতে কুশাগ্রে সামান্যতম গ্রহণ করিয়া জিহ্বাগ্রে ফেলিয়া বলিত 'যাও, ইহাতেই তোমাদের বহু হিতসুখ হইবে।' এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিত। এইভাবে সে পঞ্চান্ন বৎসর যাবত নগ্ন থাকিয়া গূথ ভক্ষণ করিয়া কেশোৎপাটন করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিল।

তথাগত বুদ্ধগণের প্রত্যুষকালে লোকাবলোকন (অর্থাৎ জগতের কোথায় কি বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইতেছে বা হইবে তাহা বুদ্ধদৃষ্টিতে দেখা) অপরিহার্য। একদিন প্রত্যুষে ভগবান যখন এইরূপ লোকবলোকন করিতেছিলেন তখন তাঁহার জ্ঞানজালে এই জম্বুক আজীবক ধরা পড়িল। শাস্তা 'কি হইতে পারে' চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া 'আমি ইহাকে প্রমুখ করিয়া একটি গাথা ভাষণ করিব, গাথাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইবে। এই কুলপুত্রের কারণে বহু লোক স্বস্তিভাব প্রাপ্ত হইবে।' জানিয়া পরদিবসে রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডপাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করিলেন— 'আনন্দ, আমি জম্বুক আজীবকের নিকট যাইব।'

'ভন্তে, আপনি একাকী যাইবেন কি?'

http://kalpataruboi.org

'হ্যাঁ, আমিই যাইব।' এই বলিয়া শাস্তা সায়াহ্নকালে তাহার নিকট গেলেন।

দেবতারা চিন্তা করিলেন—'শাস্তা সায়াহ্নকালে জম্বুক আজীবকের নিকট যাইতেছেন। সে ঘৃণ্য মলমূত্র ও দন্তকাষ্ঠ ক্লিষ্ট পাষাণের উপর থাকে। বৃষ্টিপাত ঘটাইতে হইবে' ইহা চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রভাবে সেই মুহূর্তেই বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন। সেই পাষাণখণ্ড শুচি নির্মল হইল। ইহার উপরে পঞ্চবর্ণের পুষ্প বর্ষণ করিলেন। শাস্তা সায়ংকালে জম্বুক আজীবকের নিকট যাইয়া 'জম্বুক' বলিয়া ডাকিলেন। জম্বুক চিন্তা করিল 'এই দুর্জন ব্যক্তি কে আমাকে জম্বুক বলিয়া সম্বোধন করিতেছে?' সে বলিল— 'তুমি কে?'

'আমি শ্রমণ'।

'হে মহাশ্রমণ, তোমার এখানে কি প্রয়োজন?'

'অদ্য একরাত্রি তোমার এখানে থাকিতে দাও।'

'হে মহাশ্রমণ, এখানে থাকার জায়গা নাই।'

'জম্বুক, এইরকম করিও না, একরাত্রি আমাকে থাকিতে দাও। প্রব্রজিতরাই ত প্রব্রজিতকে চায়। যেমন মানুষ মানুষকে চায়, পশু পশুকে চায়।'

'তুমি কি প্রব্রজিত?' 'হ্যাঁ আমি প্রব্রজিত।'

'যদি তুমি প্রব্রজিত হও, তাহা হইলে কোথায় তোমার অলাবু নির্মিত ভিক্ষাপাত্র, কোথায় তোমার কাঠের চামচ, কোথায় তোমার যজ্ঞোপবীত?' 'আমার সমস্তই আছে। তবে বারবার বাহিরে লইয়া বিচরণ করা কষ্টকর। তাই আমি ভিতরে লইয়াই বিচরণ করি।'

সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'তুমি এইগুলি সঙ্গে না লইয়া বিচরণ করিতেছ।'

তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'জম্বুক, রাগ করিও না। কোথায় থাকিব তাহাই বল।'

'হে মহাশ্রমণ, এখানে থাকিবার জায়গা নাই।'

জম্বুকের বাসস্থানের অবিদূরে একটি পর্বতগুহা আছে। শাস্তা ঐদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন 'ঐ গুহায় কে থাকে?'

'হে মহাশ্রমণ, ওখানে কেহ থাকে না।'

'তাহা হইলে ঐটা আমাকে দাও।'

'হে মহাশ্রমণ, সেটা তুমিই বোঝ।'

শাস্তা গুহায় আসন পাতিয়া বসিলেন। রাত্রির প্রথম যামেই চারিজন দিকপাল মহারাজ চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া শাস্তার সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। জম্বুক সেই আলো দেখিয়া চিন্তা করিল—'এটা কিসের আলো?' রাত্রির মধ্যম যামে দেবরাজ শক্র আসিলেন। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'এই ব্যক্তি আবার কে?'

রাত্রির শেষ যামে এক অঙ্গুলির দ্বারা এক, দুই অঙ্গুলির দ্বারা দুই, দশ অঙ্গুলির দ্বারা দশ চক্রবাল আলোকোদ্ভাসিত করিতে সমর্থ মহাব্রহ্মা সকল অরণ্যপ্রদেশ আলোকোদ্ভাসিত করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জম্বুক

http://kalpataruboi.org

তাঁহাকে দেখিয়াও 'ইনি কে?' ইহা চিন্তা করিয়া প্রাতকালেই শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'হে মহাশ্রমণ, তোমার নিকট চতুর্দিক আলোকিত করিয়া কাহারা আসিয়াছে?'

'চারি মহারাজ।'

'কেন আসিয়াছে?'

'আমার পরিচর্যা করিতে।'

'তুমি কি চারি মহারাজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ?'

'হ্যাঁ জম্বুক, মহারাজাদেরও রাজা।'

'মধ্যম যামে কে আসিয়াছে?'

'হে জম্বুক দেবরাজ শক্র।'

'কেন আসিয়াছে?'

'আমারই পরিচর্যা করিতে।'

'তুমি কি দেবরাজ শক্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ?'

'হ্যাঁ জম্বুক, আমি শক্র অপেক্ষাও বড়। ইনি আমার একজন শ্রামণের সদৃশ, যে শ্রামণের আমি অসুস্থ হইলে আমার সেবা করে, আমার যখন যা প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করে।'

'পশ্চিমযামে সকল অরণ্য উদ্ভাসিত করিয়া কে আসিয়াছে?'

'জগতে ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণ যাঁহাকে 'মহাব্রহ্মাকে নমস্কার' বলে সেই মহাব্রহ্মা।'

'তুমি কি মহাব্রহ্মা অপেক্ষাও বড়?'

'হ্যাঁ জম্বুক, আমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও ব্রহ্মা।'

'হে মহাশ্রমণ, তুমি ত অদ্ভুত লোক। আমি এখানে পঞ্চান্ন বৎসর যাবত বাস করিতেছি। ইহাদের একজনও ত আমাকে সেবা করিতে আসে নাই! আমি এতকাল ধরিয়া বায়ুভূক হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আছি। তাহারা ত কেহ আমার সেবার জন্য আসে নাই!'

তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'জম্বুক, তুমি জগতে মূর্খ জনগণকে ঠকাইয়া এখন আমাকেও ঠকাইতেছ! তুমি কি পঞ্চান্ন বৎসর গূথ ভক্ষণ করিয়া, ভূমিতে শুইয়া, নগ্ন হইয়া তালাস্থিখণ্ডের দ্বারা কেশোৎপাটন করিয়া কাটাও নি? অথচ লোকদের বঞ্চনা করিয়া 'আমি বায়ুভূক, একপায়ে দাঁড়াইয়া থাকি, উপবেশন করি না, শয়ন করি না, বলিয়া বল না, তুমি আমাকেও বঞ্চনা করিতেছ? পূর্বজন্মের পাপজনক হীন মিথ্যাদৃষ্টির কারণে এতকাল তুমি গূথ ভক্ষণকারী, ভূমিতে শয়নকারী এবং নগ্ন হইয়া বিচরণকারী হইয়া তালাস্থিখণ্ডের দ্বারা কেশোৎপাটন করিতেছ। এখনও কি তুমি সেই পাপজনক হীন মিথ্যাদৃষ্টির বশীভূত থাকিবে?'

'হে মহাশ্রমণ, আমি (পূর্বজন্মে) কি করিয়াছি!' শাস্তা তাহাকে তাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করাইলেন। শাস্তা ভাষণ প্রদানকালেই তাহার সংবেগ

http://kalpataruboi.org

উৎপন্ন হইল, হ্রী-অপত্রপা উপস্থিত হইল, সে উৎকুটিক (হাঁটু গাড়িয়া বসা) হইয়া উপবেশন করিল। শাস্তা তাহাকে তাঁহার উদকবস্ত্র প্রদান করিলেন। সে তাহা পরিধান করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। শাস্তাও আনুপূর্বিকভাবে দান কথা, শীলকথা ইত্যাদি বলিয়া তাহার নিকট ধর্মদেশনা করিলেন। সে দেশনাবসানে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রব্রজ্যা এবং উপস্পদা যাচঞা করিল। এইভাবে তাহার পূর্বকর্ম বিনষ্ট হইল। (পূর্বজন্মে) এই ব্যক্তি অর্হৎ মহাস্থবিরকে চারি প্রকারে অপমানিত করিয়া যতকাল এই মহাপৃথিবী ত্রিগাবুত অধিক যোজন উদ্‌গত হইয়াছে ততকাল অবীচি নরকে পক্ক হইয়া অবশেষে পঞ্চান্ন বৎসর এইরূপ বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তাহার পাপকর্মের ফল বিনষ্ট হইয়াছে। বিংশতি সহস্র বৎসর যাবত সে যে শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছে তাহার ফল নষ্ট হয় নাই। তাই শাস্তা দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষু, আইস। সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন কর।' সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহীচিহ্ন অন্তর্হিত হইল, অষ্টপরিষ্কারধারী ষষ্ঠিবর্ষীয় মহাস্থবিরের ন্যায় তাঁহাকে দেখাইতেছিল।

পরের দিন অঙ্গমগধবাসিগণ জম্বুককে সৎকার করিতে (নানাবিধ খাদ্যভোজ্য লইয়া) উপস্থিত হইল। উভয় রাষ্ট্রবাসিগণ সৎকার লইয়া উপস্থিত হইয়া তথাগতকে দেখিয়া চিন্তা করিল—

'আমাদের আর্য জম্বুকই বড়, না শ্রমণ গৌতম?' তারপর ভাবিল 'যদি শ্রমণ গৌতম বড় হইতেন তাহা হইলে জম্বুক শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইত। জম্বুক আজীবক বড় বলিয়াই শ্রমণ গৌতম তাঁহার নিকট আসিয়াছেন।' শাস্তা জনগণের বিতর্ক জানিতে পারিয়া বলিলেন—

'জম্বুক, তোমার ভক্তদের সংশয় বিনোদন কর।' জম্বুক 'ভন্তে, আমিও তাহাই করিতে চাই' বলিয়া চতুর্থ ধ্যানে সমাপন্ন হইয়া উর্ধ্বে তালবৃক্ষ প্রমাণ শূন্যে উঠিয়া বলিল—

'ভন্তে শাস্তাই আমার ভগবান, আমি তাঁহার শ্রাবক' বলিয়া অবতরণ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পুনরায় দ্বিতালবৃক্ষপ্রমাণ, ত্রিতালবৃক্ষপ্রমাণ এইভাবে সপ্ততালবৃক্ষপ্রমাণ শূন্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিয়া তাহার শ্রাবকভাব জ্ঞাপন করিল। তাহা দেখিয়া জনগণ চিন্তা করিল—'অহো! বুদ্ধগণ আশ্চর্য অতুলনীয় গুণসম্পন্ন।' শাস্তা জনগণের সহিত কথা বলিতে বলিতে বলিলেন—

'এই ব্যক্তি এতকাল তোমাদের আনীত সৎকার কুশাগ্রের দ্বারা জিহ্বাগ্রে স্থাপন করিয়া 'তপশ্চর্যা পূর্ণ করিতেছি' বলিয়া এখানে অবস্থান করিয়াছে। যদি এই উপায়ে একশত বৎসর তপশ্চর্যা পূর্ণ করিত, তাহা হইলে ঐ তপশ্চর্যা বর্তমানের ঘৃণাবশত কুশল চেতনাজনিত অনাহার অপেক্ষা ষোল ভাগের একভাগেরও সমতুল্য হইত না।' এই বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ

http://kalpataruboi.org

করিলেন—

'মূর্খ ব্যক্তি মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা অন্ন ভোজন করিলেও সে ধর্মপরিজ্ঞাত অর্হৎদের ষোড়শাংশের একাংশের উপযুক্তও নহে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭০

ইহার অর্থ : 'মূর্খ' অপরিজ্ঞাতধর্মা, শীলাদিগুণবিরহিত তীর্থিক সম্প্রদায়ে প্রব্রজিত হইয়া 'তপশ্চর্যা পূর্ণ করিব' বলিয়া মাসে মাসে কুশাগ্রে ভোজন করিয়া বর্ষশত অতিবাহিত করিলেও, 'সে ধর্মপরিজ্ঞাতদের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত নহে।' 'সঙ্খাতধম্মা' বলিতে জ্ঞাতধর্মা, তুলিতধর্মা। ইহাদের মধ্যে সর্বনিম্নস্তরের জ্ঞাতধর্মা হইতেছেন স্রোতাপন্ন এবং সর্বোপরি জ্ঞাতধর্মা হইতেছেন ক্ষীণস্রব অর্হৎ। এই সকল জ্ঞাতধর্মাদের ষোড়শাংশের একাংশের উপযুক্ত সেই মূর্খ নহে। ইহাই পুদ্গলাধিষ্ঠান দেশনা। ইহার এখানে এই অর্থ তাহার তপশ্চর্যা পূরণকারীর শতবর্ষের চেতনা, আর জ্ঞাতধর্মাদের কুল বা ভোজনকে ঘৃণা করিয়া ভোজন না করা জনিত কুশল চেতনা (এই দুই চেতনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে) তাহার ঐ চেতনা অপেক্ষা দীর্ঘকাল প্রবর্তিত চেতনা ষোড়শাংশের একাংশও নহে। তাই বলা হইয়াছে জ্ঞাতধর্মা সৎপুরুষগণের চেতনার ফল, তাহাকে ষোলভাগে ভাগ করিয়া তাহা হইতে পুনরায় ষোল ষোল ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগের যে ফল তাহাও সেই মূর্খের তপশ্চর্যা অপেক্ষা মহত্তর ফলযুক্ত। দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।

জম্বুক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

অহিপ্রেতের উপাখ্যান—১২

১২. ন হি পাপং কতং কম্মং সজ্জু খীরং'ব মুচ্চতি,
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো।...৭১

অনুবাদ : সদ্য দোহা দুধ যেমন শীঘ্র নষ্ট হয় না, তেমনি কৃত পাপকর্মের ফল শীঘ্র নিঃশেষ হয় না। ভস্মে ঢাকা আগুনের মতো দহন করতে করতে তা মূর্খকে অনুসরণ করে।

অন্বয় : কতং পাপং কম্মং (কৃত পাপকর্ম) খীরং ইব (দুধের ন্যায়) সজ্জু (সদ্য, শীঘ্র) ন হি মুচ্চতি (নষ্ট হয় না)। ভস্মাচ্ছন্নো পাবকো ইব (ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায়) ডহন্তং (তা দহন করতে করতে) বালং অন্বেতি (মূর্খকে অনুসরণ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পাপ করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে। পাপকে বিষবৃক্ষ বলা যেতে পারে। বীজ উপ্ত হলে তার থেকে গাছও জন্মাবে, সেই গাছে ফলও ধরবে ঠিকই। আর বিষবৃক্ষের ফল বিষময়ই হয়ে থাকে—'অ পড়ৎঁঢ়ঃ ঃৎবব নৎরহমবঃয ভড়ৎঃয বারষ ভৎঁরঃং. সেই বিষের জ্বালা ধিকিধিকি আগুনের মতই দীর্ঘকাল দহন করে পাপকর্মার অন্তরকে; অল্পে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি

http://kalpataruboi.org

নেই। পাপের দণ্ডকে এড়াবার উপায় নেই, তা ঠিক মাথায় নেমে আসবে—সে ইহলোকেই হোক কি পরলোকেই হোক।

'পাপকর্ম কৃত হইলে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জনৈক অহিপ্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন জটিল সহস্রের অভ্যন্তরে আয়ুষ্মান লক্ষণ স্থবির ও আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন স্থবির 'রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিব' বলিয়া গৃধ্রকূট (পর্বত) হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন স্থবির একটি অহিপ্রেতকে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন। তখন লক্ষণ স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু, কেন আপনি স্মিত হাসিলেন?'

স্থবির বলিলেন—'বন্ধু লক্ষণ, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ইহা সময় নহে। ভগবানের নিকট যাইয়া তুমি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও।'

তারপর তাঁহার রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া (একপার্শ্বে) উপবেশন করিয়া লক্ষণ স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু মৌদগল্যায়ন, আপনি গৃধ্রকূট হইতে অবতরণকালে স্মিত হাসিলেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আপনি বলিলেন—'ভগবানের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিও।' এখন আপনি ঐ হাসির কারণ বলুন। স্থবির বলিলেন—

'বন্ধু, আমি একটি প্রেতকে দেখিয়া স্মিত হাসিয়াছিলাম। তাহার বিচিত্র শরীর ইহার মাথা মানুষের মাথার মত, আর বাকী শরীর সাপের মত। ইহার নাম অহিপ্রেত। দৈর্ঘ্যে পঞ্চবিংশতি যোজন। ইহার মস্তক হইতে উত্থিত অগ্নিজ্বালা ইহার লেজ অবধি বিস্তৃত হয়, লেজ হইতে উত্থিত অগ্নিজ্বালা মস্তক অবধি, মস্তক হইতে শরীরের মাঝামাঝি অংশ হইতে উত্থিত হইয়া শরীরের দুই পাশে, দুই পাশ হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যস্থলে বিস্তৃত হয়।'

দুইজন প্রেতের শরীর পঞ্চবিংশতি যোজন, অন্যান্যদের ত্রিগাবুত প্রমাণ। অহিপ্রেত এবং কাকপ্রেতের শরীর পঞ্চবিংশতি যোজন। ইহাদের মধ্যে অহিপ্রেতের কথাই বলা হইতেছে। কাকপ্রেতকেও গৃধ্রকূট পর্বতের মাথায় পচ্যমান দেখিয়া মহামৌদগল্যায়ন তাহার পূর্বজন্মকথা জানিবার জন্য এই গাথাটি বলিলেন—

'তোমার জিহ্বা পঞ্চযোজন, মাথা নয়যোজন, তোমার কায় পঞ্চবিংশতি যোজন বিস্তৃত। তোমার কোন পাপের ফলে তুমি এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছ?'

জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেত বলিল—'ভন্তে মৌদগল্যায়ন, আমি কশ্যপ বুদ্ধের সময় সঙ্ঘের জন্য আনীত অন্ন যথেচ্ছ ভোজন করিয়াছিলাম।'

এই গাথা ভাষণ করিয়া আবার বলিল—'ভন্তে, কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে অনেক ভিক্ষু গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইয়া আসনশালায় তাঁহাদের বসাইয়া পাদ ধৌত করিয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া, যাগু পান করাইয়া খাজা (কিছু শুষ্ক খাদ্য) প্রদান করিয়া পিণ্ডপাতকালে

kalpataru.org PDF

http://kalpataruboi.org

আসিয়া ধর্মকথা শুনিবার জন্য উপবেশন করিয়াছিল। ধর্মকথাবসানে স্থবিরদের পাত্র লইয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে নানাবিধ অগ্ররস ভোজনের দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। তখন আমি ছিলাম কাক। আমি আসনশালার পেছনে লুকাইয়াছিলাম এবং একজনের পাত্র হইতে তিনবার মুখ ভর্তি করিয়া তিনটি গ্রাস গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই অন্ন সঙ্ঘেরও নহে, সঙ্ঘের জন্য আনীতও নহে, ভিক্ষুরাও সংগ্রহ করেন নাই। লোকেরা নিজ নিজ ঘরে যাইয়া সমগ্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ঐ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল। তাহা হইতে আমি মাত্র তিন গ্রাস খাদ্য খাইয়াছি। ইহারই পরিণামে আমি কালগত হইয়া অবীচি নরকে পক্ক হইয়া পক্কাবশেষে এখন গৃধ্রকূট পর্বতে কাকপ্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুঃখ অনুভব করিতেছি।' ইহাই কাকপ্রেতের উপাখ্যান।

আর এখন স্থবির 'অহিপ্রেতকে দেখিয়া স্মিত হাসি হাসিয়াছিলেন' বলিলেন। তখন শাস্তা সাক্ষী হইয়া উঠিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, মৌদগল্যায়ন সত্য কথাই বলিয়াছে। আমিও আমার সম্বোধি প্রাপ্তির দিবসে ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু আমি 'যাহারা আমার কথা বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের অকল্যাণ হইবে' ভাবিয়া পরানুকম্পাবশত ইহা বলি নাই।' [লক্ষণসংযুক্তেও মহামৌদগল্যায়নের দ্বারা দৃষ্টকালেই শাস্তা ইহার সাক্ষী হইয়া বিনীত উপাখ্যানসমূহ (পাঠান্তর বিংশতি উপাখ্যানসমূহ) ভাষণ করিয়াছেন] এখানেও তিনি তাহাই ভাষণ করিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ এ প্রেতের পূর্বকর্ম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তাও তাঁহাদের নিকট বলিলেন—

অতীতে বারাণসীর উপকণ্ঠে নদীতীরে প্রত্যেকবুদ্ধের জন্য পর্ণশালা নির্মাণ করা হইয়াছিল। তিনি সেখানে অবস্থানকালে প্রত্যহ নগরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতেন। নগরবাসিগণও সকাল সন্ধ্যায় গন্ধপুষ্পাদি হস্তে প্রত্যেকবুদ্ধের সেবার জন্য উপস্থিত হইত। বারাণসীবাসি জনৈক কৃষক সেই রাস্তার ধারে একটি ক্ষেত্রে চাষ করিত। বহু মনুষ্য সকাল সন্ধ্যায় প্রত্যেকবুদ্ধের সেবার জন্য যাতায়াতকালে ঐ ক্ষেত্র মর্দন করিয়া যাইত। কৃষক 'আপনারা আমার ক্ষেত্র মর্দন করিয়া যাইবেন না' এইভাবে নিবারিত করার ইচ্ছা হইলেও কিছু বলিতে পারিল না। তখন সে ভাবিল 'যদি এখানে প্রত্যেকবুদ্ধের পর্ণশালা না থাকিত, তাহা হইলে লোকেরা আমার ক্ষেত্র মর্দন করিত না। একদিন প্রত্যেকবুদ্ধ পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশ করিলে কৃষক প্রত্যেকবুদ্ধের পর্ণশালায় যাইয়া তাঁহার ব্যবহার্য জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া পর্ণশালা পোড়াইয়া দিল। প্রত্যেকবুদ্ধ দগ্ধ পর্ণশালা দেখিয়া যথাসুখে চলিয়া গেলেন। লোকজন গন্ধমালাদি লইয়া আসিয়া দগ্ধ পর্ণশালা দেখিয়া 'আমাদের আর্য কোথায় গেলেন?' বলিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। সেই কৃষকও লোকজনের সঙ্গে আসিয়া সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিল—'আমিই পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়াছি।' তখন লোকজনেরা 'ইহাকে ধর, এই পাপীর জন্যই আমরা প্রত্যেকবুদ্ধের দর্শন পাইতেছি না' বলিয়া দণ্ডাদির দ্বারা প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। সে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া যতকাল

http://kalpataruboi.org

এই পৃথিবী এক যোজন পর্যন্ত ঊর্ধগত হয় নাই ততকাল নরকে পক্ক হইয়া পক্কাবশেষে গৃধ্রকূট পর্বতে অহিপ্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শাস্তা এইভাবে তাহার পূর্বজন্মের কাহিনী বলিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, পাপকর্ম হইতেছে দুগ্ধবৎ। দুগ্ধ যেমন দোহন করা মাত্রই বিকৃত হয় না, তদ্রূপ কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ফল দেয় না। যখন ফল দেয়, তখন এইভাবে দুঃখিত হইয়া শোক করে' এই কথা বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে বলিলেন—

'যেমন সদ্য দোহন করা দুগ্ধ সঙ্গে সঙ্গে বিকার লাভ করে না, তদ্রূপ পাপকর্ম সঙ্গে সঙ্গেই ফলদান করে না। যেমন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি মূর্খ ব্যক্তিকে নিয়তই দগ্ধ করিয়া চলে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭১

অন্বয় : 'সদ্য ক্ষীর' অর্থাৎ সেই মুহূর্তে গাভীর স্তন হইতে মুক্ত উষ্ণ দুগ্ধ তৎক্ষণাৎ 'মুক্ত হয় না' অর্থাৎ বিকার লাভ করে না। ইহা উক্ত হইয়াছে যেমন এই সদ্য ক্ষীর মুহুর্ত মধ্যেই পরিণামগ্রস্ত হয় না, বিকারপ্রাপ্ত হয় না। যেই পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে তাহাতে তর্কাদি অম্বল প্রক্ষিপ্ত না হইলে, দধিভাজনাদি বা অম্লভাজনাদির সংস্পর্শে না আসিলে সেই দুগ্ধ তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিকত্ব না হারাইয়া পরে বিকৃত হয়, তদ্রূপ পাপকর্মও সম্পাদন করা মাত্রই ফলদান করে না। যদি করিত তাহা হইলে কেহ পাপকর্ম করিতে সাহস পাইত না। যতদিন কুশল কর্মবিপাক বর্তমান থাকে ততদিন ঐ পাপকর্ম ফলদান করে না। কুশলকর্ম বিপাক সমাপ্ত হইলেই পাপকারী নরকে উৎপন্ন হইয়া পক্ক হয়, পাপকর্ম 'দগ্ধমান মূর্খের ন্যায়' তাহার অনুগমন করে। কি প্রকার?' 'ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়', যেমন ছারিকার দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অর্চিবিহীন অঙ্গারকে মাড়াইলেও ছারিকার দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন থাকাতে তাহা দগ্ধ করে না, ইহা ছারিকাকে তপ্ত করিয়া চর্মাদির দহনবশে মস্তকলুঙ্গ পর্যন্ত দহন করিয়া চলে, তদ্রূপ পাপকর্ম যে সম্পাদন করে সেই কর্ম দ্বিতীয় বা তৃতীয় জন্মে নরকাদিতে উৎপন্ন সেই মূর্খকে দগ্ধ করিতে করিতে অনুসরণ করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্নাদি হইয়াছিলেন।

অহিপ্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত

ষষ্টিকূট প্রেতের উপাখ্যান—১৩

১৩. যাবদেব অনত্থায ঞত্তং বালস্স জাযতি,
হন্তি বালস্স সুক্কংসং মুদ্ধমস্স বিপাতযং।...৭২

অনুবাদ : মূর্খের জ্ঞান তার অনর্থই ডেকে আনে। ঐ জ্ঞান (বজ্রের মত) তার মাথায় আঘাত করে তার সৌভাগ্য নাশ করে।

অন্বয় : বালস্স (মূর্খের) যাব এব (যা কিছু) ঞত্তং (জ্ঞান) অনত্থায জাযতি (অনর্থের কারণ হয়); [উহা] বালস্স (মূর্খের) মুদ্ধম্ (মস্তকে) বিপাতযং (আঘাত করে) অস্স (তার) সুক্কংসং (শুক্লাংশ অর্থাৎ সৌভাগ্য, প্রসন্নতা) হন্তি (হরণ

http://kalpataruboi.org

করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অপাত্রে পড়লে অনেক ভাল জিনিসও অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কেননা যে তার ব্যবহার জানে না তার দ্বারা অপব্যবহারের আশঙ্কা প্রবল। বিদ্যা এই রকম একটি বস্তু। বিদ্যা যে ধারণ করতে না পারে বিদ্যাকে কি করে প্রয়োগ করতে হয় তা যে না জানে সেই মূর্খ অস্থানে এবং অসময়ে তা ফলাতে গিয়ে শুধু তার নিজের নয় অপরেরও বিপদ ডেকে আনে।

এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে ষষ্টিকূট প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

পূর্বের ন্যায় (অর্থাৎ অহিপ্রেত উপাখ্যানের ন্যায়) মহামৌদগল্যায়ন স্থবির লক্ষণ স্থবিরের সঙ্গে গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ করার সময় একটি স্থানে আসিয়া স্মিত হাসিলেন। স্থবির স্মিত হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 'ভগবানের নিকট আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে' বলিয়া পিণ্ডাচরণ করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে পুনরায় (লক্ষণ স্থবির) তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। তখন স্থবির বলিলেন—'বন্ধু, আমি একটি প্রেতকে দেখিয়াছি যাহার শরীর ত্রিগাবুত প্রমাণ উচ্চ। প্রদীপ্ত ও সংপ্রজ্জ্বলিত ষাট হাজার অয়কূট তাহার মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পতিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ অয়কূটসমূহ তাহার মস্তকাস্থি ভঙ্গ করিতেছে, মস্তকাস্থি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমি স্মিত হাসিয়াছিলাম। কারণ আমার এই জন্মে এইরকম প্রাণী ইতিপূর্বে দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়া স্মিত হাসিয়াছি। 'পেতবত্থু' (প্রেতবস্তু) নামক পালি গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

'সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ষাট হাজার অয়কূট তোমার মস্তকে পতিত হইতেছে, যেন তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিতেছে' ইত্যাদি।

এই প্রেতকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। শাস্তা স্থবিরের কথা শুনিবামাত্রই বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমি যখন বোধিমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলাম তখন আমি তাহাকে দেখিয়াছি। যাহারা আমার কথা বিশ্বাস করিবে না তাহাদের অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া অন্যদের প্রতি অনুকম্পাবশত বলি নাই। এখন মৌদগল্যায়নের সাক্ষী হিসাবে বলিতেছি।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ ঐ প্রেতের পুর্বজন্মকথা জানিতে ইচ্ছা করিলে শাস্তা তাঁহাদের বলিলেন—

অতীতে বারাণসীতে একজন কুব্জ বাস করিত যে পাথর ছোঁড়ার বিদ্যাতে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। সে নগরদ্বারে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া তাহার পত্রগুলি ছেদন করিতেছিল। গ্রাম্য বালকেরা তাহাকে 'আমাদের হস্তিরূপ দেখাও, অশ্বরূপ দেখাও' এইরূপ বলিলে সে তাহাদের ইচ্ছামত রূপ দর্শন করাইত এবং তাহাদের নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্যভোজ্য লাভ করিত। একদিন রাজা উদ্যানে গমনকালে ঐস্থানে উপনীত হইলেন। বালকেরা কুব্জকে ঐ বৃক্ষের নীচে রাখিয়া পলায়ন করিল। রাজা মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ছিদ্রাবছিদ্র ছায়া তাহার শরীরে পতিত হইতেছে। তিনি 'এটা কি হইল' ভাবিয়া

http://kalpataruboi.org

উপরে তাকাইয়া দেখিলেন বৃক্ষের পত্রসমূহ হস্তি প্রভৃতির রূপ নির্মিত হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কাহার কাজ?' 'ঐ কুব্জ ব্যক্তির' এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'আমার পুরোহিত খুব মুখরা (বেশি কথা বলে)। সামান্য কথা বলিলেও সে বহু ভাষণ দিয়া আমাকে বিরক্ত করে। তুমি কি তাহার মুখে ভিক্ষু অজলণ্ডিকা নিক্ষেপ করিতে পারিবে?' 'হ্যাঁ মহারাজ, পারিব।' 'অজলণ্ডিকা আহরণ করিয়া পুরোহিতের সঙ্গে আপনি পর্দার আড়ালে বসিবেন। আমি আমার কাজ ঠিক করিব।' রাজা তখন তাহাই করিলেন। কুব্জ কাটারীর অগ্রভাগ দ্বারা পর্দায় একটি ছিদ্র করিয়া পুরোহিত যখন রাজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার মুখ খোলামাত্রই এক একটি অজলণ্ডিকা তাহার মুখে নিক্ষেপ করিল। পুরোহিতও মুখে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই গিলিয়া ফেলিলেন। কুব্জ অজলণ্ডিকা শেষ হইলে পর্দা নাড়াইয়া রাজাকে ইঙ্গিত করিল। রাজা তাহার ইঙ্গিতে অজলণ্ডিকা শেষ হইয়াছে জানিয়া বলিলেন—'আচার্য, আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলি, কথা শেষ করিতে পারি না। আপনি এতই মুখরা যে এতগুলি অজলণ্ডিকা গিলিয়া ফেলিয়াও আপনি নিশ্চুপ হইতে পারেন নাই।'

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে কখনও মুখ খুলিয়া রাজার সহিত আলাপ করিতে পারেন নাই। রাজা কুব্জ ব্যক্তির গুণ স্মরণ করিয়া তাহাকে ডাকাইয়া 'তাহার জন্যেই আমি সুখ লাভ করিয়াছি' ভাবিয়া তুষ্ট হইয়া সর্বাষ্টক ধন দিলেন এবং নগরের চতুর্দিকে চারিটি বড় বড় গ্রাম দান করিলেন। তাহা জানিয়া রাজার অর্থধর্মানুশাসক মন্ত্রী এই গাথা বলিলেন—

'যেরূপই হউক না কেন শিল্প (বিদ্যা) উপকারী। দেখ, খঞ্জ প্রহারের দ্বারা চতুর্দিকে গ্রাম লাভ করিয়াছে।'

তখন এই ভগবান ছিলেন সেই অমাত্য। তখন এক ব্যক্তি কুব্জের দ্বারা লব্ধসম্পত্তি দেখিয়া চিন্তা করিল—'এই ব্যক্তি কুব্জ হইয়াও এই বিদ্যার জন্য মহাসম্পত্তি লাভ করিয়াছে। আমাকেও এই বিদ্যা শিখতে হইবে।' সে তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া 'হে আচার্য, আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিন।' 'বৎস, দেওয়া সম্ভব নহে।' সে তাহার দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া 'দেখা যাক, তাহাকে আরাধনা করিব' বলিয়া তাহার হাত পায়ের সেবা করিতে করিতে বহুকাল আরাধনা করিয়া পুনঃপুন যাচঞা করিল। কুব্জ 'এই ব্যক্তি আমার বহু উপকারী' বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে (তাহার) বিদ্যা শিক্ষা দিল। শেষে বলিল 'বৎস, তোমার বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন তুমি কি করিবে?'

সে বলিল—'বাহিরে যাইয়া পরীক্ষা করিব।'

'কি করিবে?'

'গাভী মানুষ ধরিয়া মারিব।'

'বৎস, গাভী মারিলে একশত দণ্ড (শাস্তিস্বরূপ অর্থ প্রদেয়), মানুষ মারিলে এক সহস্র দণ্ড দিতে হইবে। সপুত্রদার তুমি এই অর্থ শোধ দিতে পারিবে না।

http://kalpataruboi.org

অতএব তুমি হত্যা করিও না। যাহাকে প্রহার করিলে কোন শাস্তি হইবে না সেইরকম মাতৃ-পিতৃহীন কাহাকেও গ্রহণ কর।' সে 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া কিছু ঢিল কোমরে বাঁধিয়া তাদৃশ কাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বিচরণরত গাভীকে দেখিয়া 'ইহার মালিক আছে' বলিয়া প্রহার করিতে পারিল না। মনুষ্য দেখিয়া 'ইহার মাতাপিতা আছে' বলিয়া প্রহার করিতে পারিল না।

সেই সময় সুনেত্র নামক প্রত্যেকবুদ্ধ সেই নগরের নিকটে একটি পর্ণশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ব্যক্তি এ প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশদ্বারে দেখিয়া ভাবিল 'ইনি নিশ্চয়ই পিতৃ-মাতৃহীন, ইহাকে প্রহার করিলে শাস্তি হইবে না। ইহাকে প্রহার করিয়া আমার বিদ্যা পরীক্ষা করিব' এই ভাবিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের দক্ষিণকর্ণ লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। ঐ ঢিল দক্ষিণকর্ণ ভেদ করিয়া বামকর্ণ দিয়া বাহির হইল। তাঁহার দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হইল। প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিতে পারিলেন না। আকাশপথে পর্ণশালায় যাইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। মনুষ্যগণ প্রত্যেকবুদ্ধকে না আসিতে দেখিয়া 'তাঁহার কোন অসুখ করিয়া থাকিবে' ইহা চিন্তা করিয়া সেখানে যাইয়া তাঁহাকে পরিনিবৃত দেখিয়া রোদন পরিদেবন করিতে লাগিল। সেই ব্যক্তিও মহাজনতাকে যাইতে দেখিয়া সেখানে যাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের কথা জানিয়া বলিল—'ইনি পিণ্ডপাতের জন্য গমনকালে নগরদ্বারে আমার সম্মুখীভূত হইয়াছেন। আমি নিজের অধিগত বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে প্রহার করিয়াছি।' মনুষ্যগণ 'এই পাপীর দ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধ প্রহৃত হইয়াছেন। ইহাকে ধর, ধর' বলিয়া মারধর করিয়া সেইখানেই তাহার জীবননাশ ঘটাইল। সে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া যতদিন এই মহাপৃথিবী যোজনমাত্র উদ্গত হইয়াছে ততদিন ঐ নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে গৃধ্রকূট মস্তকে ষষ্টিকূট প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। শাস্তা তাহার পূর্বজন্মের কথা বলিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির নিকট উৎপদ্যমান বিদ্যা বা ঐশ্বর্য অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তি বিদ্যা বা ধন লাভ করিয়া নিজের অনর্থই ঘটাইয়া থাকে।' এই বলিয়া জাতকের সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'মূর্খের জ্ঞান তাহার অনর্থেরই কারণ হয়। ঐ জ্ঞান (বজ্রের মত) তাহার মাথায় আঘাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য নাশ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭২

অন্বয় : 'যতদিন' অবধি পরিচ্ছেদনার্থে নিপাত। 'জ্ঞপ্ত' অর্থাৎ জ্ঞানস্বভাব। যে বিদ্যা জানে, যাহাতে ঐশ্বর্য, যশ এবং সম্পত্তিতে স্থিত জনের দ্বারা জ্ঞাত হয়, প্রকট হয়, প্রজ্ঞাপ্ত হয়, তাহার এই নাম। বিদ্যা বা ঐশ্বর্যাদি ভাব মূর্খের অনর্থের কারণই হইয়া থাকে। তাহার জন্য সে নিজের অনর্থই ঘটাইয়া থাকে। 'নষ্ট করে' বিনাশ করে। 'শুক্লাংশ' অর্থাৎ কুশল অংশ। মূর্খের নিকট বিদ্যা বা ঐশ্বর্য উৎপদ্যমান কুশলাংশকেই বিনষ্ট করিবার জন্য উৎপন্ন হয়। 'মূধা' হইতেছে প্রজ্ঞা। 'বিপাতশীল' বিধ্বংসমান। মূর্খের শুক্লাংশ বিনষ্ট হয়, প্রজ্ঞানামক মূধা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিল।

http://kalpataruboi.org

ষষ্টিকূট প্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত

চিত্ত গৃহপতির উপাখ্যান—১৪

১৪. অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য পুরেক্খারঞ্চ ভিক্খুসু,
আবাসেসু চ ইস্সরিযং পূজা পরকুলেসু চ।
১৫. মমেব কতমঞ্ঞন্তু গিহী পব্বজিতা উভো,
মমেবাতিবসা অস্সু কিচ্চাকিচ্চেসু কিম্মিচি,
ইতি বালস্স সঙ্কপ্পো ইচ্ছা মানো চ বড্ঢতি।...৭৩-৭৪

অনুবাদ : যে সম্মান তার প্রাপ্য নয় মূর্খ ভিক্ষু তাই পেতে চায়; সে আরো চায় ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, বিহারের কর্তৃত্ব ও গৃহীদের পূজা। 'গৃহী আর প্রব্রজিত উভয়েই ভাবুক যে এ-কাজ আমি করেছি, সমস্ত কর্তব্য-অকর্তব্যে তারা আমারই বশবর্তী হউক' যে মূঢ় ভিক্ষু এ-রকম ইচ্ছা পোষণ করে তার দুরাকাঙ্ক্ষা আর অহংকার বেড়েই চলে।

অন্বয় : [বালো] অসতং ভাবনম্ ইচ্ছেয্য (মূর্খ অসৎ ভাবনা করে), ভিক্খুসু পুরেক্খারং [ইচ্ছেয্য] (ভিক্ষুদের মধ্যে পুরষ্কার লাভের ইচ্ছায়) আবাসেসু (আবাসে, বিহারে) চ ইস্সরিযং (ঐশ্বর্য) পরকুলেসু চ পূজা (এবং গৃহীদের মধ্যে পূজা) [কামনা করে]। গিহী পব্বজিতা উভো (গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়েই) মম্এব কতমঞ্ঞন্তু ('আমার দ্বারা কৃত' মনে করুক) কিম্মিচি কিচ্চাকিচ্চেসু (সকল কৃত্যাকৃত্যে) মমেব অতিবসা অস্সু (আমারই বশবর্তী হোক) ইতি বালস্স সংকপ্পো ইচ্ছা মানো চ বড্ঢতি (এরূপে মূর্খের সংকল্প, ইচ্ছা ও অহংকার বৃদ্ধি পায়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যে সাধক অহংবোধে স্ফীত হয়েছে সে নিজেকে যতখানি বড় দেখে আসলে যে সে তার চেয়ে অনেক ছোট তা তাকে বোঝান যায় না। ফলে ঐ মিথ্যা ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আরো অনেকগুলি অযথা ধারণা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে এবং তাদের সংখ্যা বেড়েই চলে। সে ব্যক্তি আসলে হয়তো শ্রদ্ধাশূন্য, চরিত্রভ্রষ্ট, অশাস্ত্রজ্ঞ বিবেকহীন অলস, অজ্ঞান। কিন্তু সে চায় লোকে তাকে শ্রদ্ধাবান, চরিত্রবান, শাস্ত্রজ্ঞ, বিবেকী, প্রজ্ঞাবান বলে জানুক। আর এই দাবির শেষ নেই। এই লোকে যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তবে সেই ক্ষমতাকে সম্পূর্ণই আপন স্বার্থে প্রয়োগ করবে। নিজের নিজের সমর্থকদের জন্য সমস্ত সুখ-সুবিধা আত্মসাৎ করে অপরের জন্য সে তারা যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন—কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। জগতের সব ভালই সে নিজেদের প্রাপ্য মনে করে, ফলে অপরের ভাল দেখলে ঈর্ষায় দগ্ধ হয়। ঘরে বাইরে কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সবই নিজের মুঠোয় আনবার জন্য এদের ব্যগ্রতার সীমা নেই। এদের পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অহংকার যত দ্রুত বাড়তে থাকে প্রকৃত লক্ষ্যের থেকে এরা ততই দ্রুত পিছিয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে একদিন অবশ্যই সব মিথ্যার অবসান ঘটবে এবং

http://kalpataruboi.org

নিজরই তৈরি করা অলীক উচ্চাসন থেকে চ্যুত হয়ে সে যথাযোগ্য স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।

'যাহা বর্তমান নাই তাহা ইচ্ছা করা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বিহারকালে সুধর্ম স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। দেশনা মচ্ছিকাসণ্ডে উৎপন্ন হইয়া শ্রাবস্তীতে সমাপ্ত হইয়াছিল।

মচ্ছিকাসণ্ড নগরে চিত্ত নামক গৃহপতি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের অভ্যন্তরস্থ মহানাম স্থবিরকে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার ঈর্ষাপথ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র লইয়া গৃহে প্রবেশ করাইয়া ভোজন করাইয়া ভোজনান্তে ধর্মকথা শ্রবন করিতে করিতে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া অচলশ্রদ্ধ হইয়া অম্বাটকবন নামক নিজের উদ্যানকে সঙ্ঘারামে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরের হস্তে জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সেই মুহূর্তে 'বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল' বলিয়া আসমুদ্রব্যাপ্ত মহাপৃথিবী কম্পিত হইল। মহাশ্রেষ্ঠী উদ্যানে মহাবিহার নির্মাণ করাইয়া সমস্ত দিক হইতে আগত ভিক্ষুদের জন্য দ্বার অবারিত করিলেন। তখন মচ্ছিকাসণ্ডে সুধর্ম স্থবির নামক একজন আবাসিক ভিক্ষু ছিলেন। অন্য এক সময়ে চিত্ত গৃহপতির গুণকথা শুনিয়া দুইজন অগ্রশ্রাবক তাঁহার কল্যাণ কামনায় মচ্ছিকাসণ্ডে আগমন করিলেন। চিত্ত গৃহপতি তাঁহাদের আগমনবার্তা শুনিয়া অর্ধযোজনপথ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া নিজ বিহারে প্রবেশ করাইয়া আগন্তুক ব্রত সম্পাদন করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, কিছু ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি' বলিয়া ধর্মসেনাপতির নিকট যাচঞা করিলেন। তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—'উপাসক, আমরা পথশ্রান্ত, তবে একটু শুনুন' বলিয়া তাঁহার নিকট ধর্মদেশনা করিলেন। তিনি স্থবিরের ধর্ম শুনিবামাত্রই অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, আগামীকল্য ভিক্ষু সহস্রের সঙ্গে আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পরে আবাসিক ভিক্ষু সুমন স্থবিরকে 'ভন্তে আপনিও আগামীকল্য স্থবিরগণের সহিত আসুন' বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই ভিক্ষু 'আমাকে ইনি পরে নিমন্ত্রণ করিলেন কেন?' এই ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিলেন। উপাসক 'ভন্তে, আমি আপনার উপস্থিতি কামনা করিব' বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং পরের দিন নিজের গৃহে মহাদানের ব্যবস্থা করিলেন। সুধর্ম স্থবিরও প্রত্যুষকালেই 'গৃহপতি অগ্রশ্রাবকদের জন্য কিরূপ সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন আগামীকল্য যাইয়া দেখিব' এই চিন্তা করিয়া প্রাতকালেই পাত্রচীবর লইয়া তাঁহার গৃহে চলিয়া গেলেন।

গৃহপতি তাঁহাকে 'ভন্তে, বসুন' বলিলেও 'আমি বসিব না, পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিব' বলিয়া অগ্রশ্রাবকদের জন্য ব্যবস্থাপিত সৎকারের দিকে অবলোকন করিয়া গৃহপতিকে বিব্রত করিবার জন্য বলিলেন—'হে গৃহপতি, আপনি প্রভূত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু একটি জিনিসের অভাব আছে।' 'কি, ভন্তে?'

http://kalpataruboi.org

'গৃহপতি, তিলের নাড়ু।' গৃহপতি তখন তাঁহাকে কাকের সঙ্গে[৩০] তুলনা করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'গৃহপতি, আপনার নিবাস ছাড়িয়া আমি চলিয়া যাইতেছি।' গৃহপতি তাঁহাকে তিনবার বারণ করা সত্ত্বেও তিনি চলিয়া গেলেন এবং শাস্তার নিকট যাইয়া চিত্ত গৃহপতির সঙ্গে তাঁহার যে সকল কথাবার্তা হইয়াছে সবই শাস্তাকে বলিলেন। শাস্তা 'তুমি শ্রদ্ধাবান এবং (সঙ্ঘের প্রতি) প্রসন্ন উপাসকের নিকট হীনমন্যতার পরিচয় দিয়াছ।' বলিয়া তাহার দোষ সাব্যস্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁহাকে উক্ত গৃহপতির নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন—'যাও, চিত্ত গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' তিনি সেখানে যাইয়া 'হে গৃহপতি, আমারই অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন' বলিলেও 'আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রত্যাখ্যাত ও লজ্জিত হইয়াও তিনি গৃহপতির নিকট ক্ষমা পাইলেন না। পুনরায় তিনি শাস্তার নিকট চলিয়া গেলেন। শাস্তা 'উপাসক ইহাকে ক্ষমা করিবেন না' জানিয়াও পাঠাইয়াছিলেন। 'এই ভিক্ষু বড়ই অহংকারী। ত্রিশ যোজন যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসুক' বলিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বলিলেন না যে এটাই হইবে তাঁহার ক্ষমা। প্রত্যাগমন করিবার পর মানশূন্য তাঁহাকে একজন দূতকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন—'ইহার সঙ্গে যাও। যাইয়া উপাসকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।' কোন শ্রমণের এই বলিয়া মান বা ঈর্ষা করা উচিত নহে যে 'এইটা আমার বিহার, এইটা আমার নিবাসস্থান' ইনি আমার উপাসক, ইনি আমার উপাসিকা ইত্যাদি' এইরূপ করিলে ঈর্ষা-মানাদি ক্লেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' এই বলিয়া শাস্তা পূর্বের এবং পরের ঘটনার সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যে সম্মান তাহার প্রাপ্য নহে, মূর্খ ভিক্ষু তাহাই পাইতে চায়। সে আরও চায় ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, বিহারের কর্তৃত্ব ও গৃহীদের পূজা।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৩

'গৃহী আর প্রব্রজিত উভয়েই ভাবুক যে এই কাজ আমি করিয়াছি। সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্যে তাহারা আমারই বশবর্তী হউক।' যে মূঢ় ভিক্ষু এই রকম ইচ্ছা পোষণ করে তাহার দূরাকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কার বাড়িয়াই চলে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৪

অন্বন : 'যাহা বর্তমান নাই' অর্থাৎ যে মূর্খ ভিক্ষু অবিদ্যমান সম্ভাবনাকে ইচ্ছা করে। শ্রদ্ধাবান না হইলেও 'লোকে আমাকে শ্রদ্ধাবান বলিয়া জানুক' এই পাপেচ্ছা 'নিদ্দেস' গ্রন্থে উক্ত প্রকারে মূর্খ, অশ্রদ্ধ, অক্ষীণস্রব, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, অপ্রবিবিক্ত, কুৎসিত, স্মৃতিবিহীন, অসমাহিত, দুষ্প্রাজ্ঞ হইলেও 'অহো লোকেরা আমাকে ইনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, প্রবিবিক্ত, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিমান,

[৩০]। কাক যেমন রক্তবর্ণের মৃত্তিকাখণ্ড দেখিয়া ইহাকে 'মাংস' মনে করিয়া তাহা ভক্ষণের জন্য বারবার চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়ায় এবং অবশেষে 'ঠোকরাইয়া' বুঝিতে পারে উহা মাংসখণ্ড নহে, তখন দুঃখী হইয়া চলিয়া যায় তদ্রূপ।

http://kalpataruboi.org

সমাহিত, প্রজ্ঞাবান, ক্ষীণাস্রব' বলিয়া জানুক এইভাবে অবিদ্যমান সম্ভাবনাকে ইচ্ছা করে। 'পুরেক্খার' অর্থাৎ পরিবার। 'অহো সকল বিহারে ভিক্ষুগণ আমাকেই পরিবৃত করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বিহার করুক' এই প্রকার মিথ্যাচারে থাকিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে 'পুরেক্খার' ইচ্ছা করে। 'আবাসসমূহে' অর্থাৎ সাঙ্ঘিক আবাসসমূহে অর্থাৎ বিহারমধ্যে যেগুলি উত্তম থাকার জায়গা সেইগুলি নিজের খুব নিকটের ভিক্ষুদের 'তোমরা এখানে থাক' বলিয়া প্রদান করিয়া স্বয়ং আরও উত্তম বাসস্থান গ্রহণ করিয়া অন্যান্য আগন্তুক ভিক্ষুদের বিহারপ্রান্তস্থ সাধারণ এবং অমনুষ্য পরিগৃহীত বাসস্থানগুলি 'তোমরা এখানে থাক' বলিয়া প্রদান করিয়া বাসস্থান বন্টনের মধ্যেই ঈর্ষাভাব পোষণ করে।

'পরকুলে পূজা' অর্থাৎ মাতাপিতা বা জ্ঞাতিদের ব্যতিরেকে অন্যান্য কুলে 'অহো, ইহারা আমাকেই দান করুন, অন্যদের নহে' বলিয়া চতুর্প্রত্যয়ের পূজা কামনা করে। 'আমারই' অর্থাৎ যে মূর্খের এইরূপ সঙ্কল্প হয় 'বিহারে যাহা কিছু উপোসথাগারাদি করণবশে নবকর্ম কৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তই আমাদের স্থবিরের দ্বারা কৃত হইয়াছে এই ভাবিয়া গৃহী এবং প্রব্রজিত উভয়ে যেন মনে করে যে আমারই জন্য কৃত পরিকর্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে।' 'আমারই অতিবশে থাকুক' অর্থাৎ গৃহী এবং প্রব্রজিত সকলেই আমারই বশে থাকুক। শটক-গো-বাসি-কুঠার প্রভৃতি যেন উপলব্ধ হয়, এমন কি যাগুমাত্রও তপ্ত করিয়া পানাদি ক্রিয়া এইভাবে কৃত্য-অকৃত্য ক্ষুদ্রক-মহন্ত করণীয়সমূহে যে কোন ভিক্ষু আমারই বশে থাকুক। আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই অন্যেরা কাজ করুক' এই সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। 'ইতি মূর্খের' অর্থাৎ যে মূর্খের তদ্রূপ ইচ্ছা এবং এইরূপ সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, তাহার বিপশ্যনা বা মার্গফল কোনটাই বর্ধিত হয় না। কেবল চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলের যে অবস্থা হয় তদ্রূপ তাহার ছয়দ্বারে উৎপদ্যমান তৃষ্ণা এবং নয়প্রকার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিল। সুধর্ম স্থবিরও এই উপদেশ শুনিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুদূত ভিক্ষুর সহিত যাইয়া (চিত্ত গৃহপতি) উপাসকের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তিনি উপাসকের দ্বারা 'ভন্তে, আমি ক্ষমা করিতেছি, যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, আপনি ক্ষমা করুন।' ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া শাস্তা প্রদত্ত উপদেশ শিরোধার্য করিয়া অবস্থান করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। উপাসকও চিন্তা করিলেন—'আমি শাস্তাকে না দেখিয়াই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছি। না দেখিয়াই অনাগামীফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার এখন উচিত শাস্তাকে দর্শন করা।' তিনি তখন তিল-তণ্ডুল-ঘৃত-গুড়-বস্ত্রাচ্ছাদানাদি দ্বারা পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া শকটগুলি যোজনা করাইয়া 'যাঁহারা শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আসুন, পিণ্ডপাতাদির কোন কষ্ট হইবে না'। এইভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘ, ভিক্ষুণীসঙ্ঘ, উপাসকবৃন্দ এবং উপাসিকাবৃন্দকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সহিত পঞ্চশত ভিক্ষু, পঞ্চশত ভিক্ষুণী, পঞ্চশত উপাসক,

http://kalpataruboi.org

পঞ্চশত উপাসিকা গমন করিলেন। তিনি যাহাতে তাঁহাদের এবং নিজ পরিষদের মোট তিন সহস্র ব্যক্তির ত্রিশ যোজন গমন মার্গে (অর্থাৎ মচ্ছিকাসণ্ড নগর হইতে শ্রাবস্তী) যাগুভাত প্রভৃতির কোন অভাব না হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার নিষ্ক্রমণের কথা জানিয়া প্রতিটি যোজন স্থানে দেবতারা স্কন্ধাবার বন্ধন করিয়া (অর্থাৎ বিশ্রাম স্থান নির্মাণ করিয়া) দিব্য যাগুখাদ্যভাত পানীয়াদির দ্বারা সেই বিশাল জনতাকে সেবা করিলেন। কাহারও কোন কিছুর অভাব হয় নাই। এইভাবে দেবতাদের দ্বারা উপসেবিত হইয়া প্রত্যহ এক যোজন পথ গমন করিয়া তিনি এক মাসে শ্রাবস্তীতে পৌঁছিলেন। পঞ্চশত শকট যেমন পরিপূর্ণ ছিল তেমন পরিপূর্ণই থাকিল। দেব-মনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহারসামগ্রী বিতরণ করিতে করিতেই গেলেন।

শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—'আনন্দ, অদ্য অপরাহ্নে চিত্ত গৃহপতি পঞ্চশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আসিয়া আমাকে বন্দনা করিবে।'

'ভন্তে, তিনি আপনাকে বন্দনা করাকালে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে কি?'

'হে আনন্দ, ঘটিবে বৈ কি!'

'ভন্তে, কি ঘটিবে?'

'তিনি আসিয়া আমাকে বন্দনা করাকালে অষ্টকরীসমাত্র প্রদেশে জানু পরিমাণ গভীর পঞ্চবর্ণের দিব্যপুষ্পের ঘনবর্ষা বর্ষিত হইবে এবং ঐ সমস্ত প্রদেশ জাজ্জ্বল্যমান হইবে।'

ইহা শুনিয়া নগরবাসিগণ 'এইরূপ মহাপুণ্যবান চিত্ত গৃহপতি নাকি অদ্য আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিবেন, এইরকম নাকি প্রাতিহার্য ঘটিবে, আমরাও সেই মহাপুণ্যবান ব্যক্তিকে দেখিতে পাইব' এই চিন্তা করিয়া অনেক উপহার লইয়া রাস্তার উভয়পার্শ্বে দাঁড়াইল। বিহার নিকটস্থ হইলে পঞ্চশত ভিক্ষু প্রথমেই আগমন করিলেন।

চিত্ত গৃহপতি 'মা আপনারা পরে আসুন' বলিয়া মহাউপাসিকাদের নিবারিত করিয়া স্বয়ং পঞ্চশত উপাসক পরিবৃত হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধগণের সম্মুখস্থানে স্থিত বা উপবিষ্ট কেহ থাকে না বা এইদিক ঐদিকে গমনাগমন কাহারও হয় না। বুদ্ধবীথির দুই পার্শ্বে সকলে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। চিত্ত গৃহপতি বিশাল বুদ্ধবীথি অতিক্রম করিলেন। ত্রিফলপ্রাপ্ত আর্যশ্রাবক যেদিকেই অবলোকন করিলেন সেইদিকেই সেই স্থান কম্পিত হইল। জনগণ বুঝিতে পারিলেন 'ইনিই সেই চিত্ত গৃহপতি।' তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ষড়বর্ণের বুদ্ধরশ্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শাস্তার দুই পদের গোড়ালি জড়াইয়া ধরিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন। সেই মুহূর্তেই উক্ত প্রকারে (অর্থাৎ উপরে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে) পুষ্পবৃষ্টি হইল। জনগণ সহস্র সহস্র সাধুবাদ ধ্বনি প্রদান করিল।

তিনি একমাস বুদ্ধের নিকটে অবস্থান করিলেন। তখন বুদ্ধপ্রমুখ সকল

kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিহারেই উপবেশন করাইয়া মহাদান দিয়াছিলেন। নিজের সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও বিহারাভ্যন্তরেই সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও তাঁহার নিজের শকট হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। দেবমনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহার সামগ্রীর দ্বারাই দানকার্য এবং সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আমি আপনাকে দান দিব বলিয়া আসিতে আসিতে পথিমধ্যে একমাস কাটিয়া গেল। এখানেও একমাস অতিবাহিত হইল। আমার দ্বারা আনীত কোন কিছুই আপনাকে দান করিতে পারিলাম না। এতকাল যাবত দেবমনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহারসামগ্রীর দ্বারাই দানকার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমি যদি এখানে এক বৎসরও থাকি, আমি আমার প্রদেয় (যাহা আমি আনিয়াছি দান দিতে) দান করিতে পারিব না। আমি আমার শকটগুলি খালি করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি (অনুগ্রহপূর্বক) বলিয়া দিন কোথায় এইগুলি রাখিব।'

শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—'আনন্দ, একটি জায়গা খালি করিয়া এই উপাসককে দাও।' স্থবির তাহাই করিলেন। চিত্ত গৃহপতিকে জানানো হইল কোথায় তিনি তাঁহার দ্রব্যগুলি রাখিবেন। উপাসকও তাঁহার সঙ্গে আগত ত্রিসহস্র লোকের সহিত শূন্য শকট লইয়া পুনরায় পথে নামিলেন। দেবমনুষ্যগণ উঠিয়া 'আর্য, আপনি শূন্য শকট লইয়া যাইবেন কেন?' বলিয়া সপ্ত রত্নের দ্বারা শকটসমূহ পূর্ণ করিল। তিনি নিজে যাহা আনিয়াছিলেন তদদ্বারা জনগণের সেবা করিতে করিতে চলিলেন।

আনন্দ স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনার নিকট আসিবার সময়ও একমাস আসিয়াছেন, এখানে আসিয়াও একমাস অবস্থান করিয়াছেন। এতকাল যাবত দেব-মনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহার সামগ্রীর দ্বারাই তিনি মহাদান দিয়াছেন। এখন পঞ্চশত শকট খালি করিয়া একমাসে স্বস্থানে গমন করিবেন। দেব-মনুষ্যগণ আসিয়া 'আর্য, আপনি শূন্য শকটগুলি লইয়া চলিয়াছেন' এই বলিয়া সপ্তবিধ রত্নের দ্বারা শকটগুলি পূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি নিজের দ্বারা আনীত দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা জনগণের সেবা করিতে করিতে যাইবেন। ভন্তে, তিনি আপনার নিকট আসিবার কারণেই কি তাঁহার এত সৎকার উৎপন্ন হইয়াছে, নাকি অন্যত্র গেলেও এইরূপ হয়?'

'আনন্দ, আমার নিকট আসার সময়ও উৎপন্ন হয়, অন্য কোথাও যাইবার সময়ও উৎপন্ন হয়। এই উপাসক শ্রদ্ধাবান, শীলবান। এইরূপ ব্যক্তি যেখানেই যান না কেন তাঁহার ঐরূপ লাভসৎকার উৎপন্ন হইবে' বলিয়া প্রকীর্ণ বর্গস্থ এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'শ্রদ্ধাবান শীলবান যশ এবং ধনশালী ব্যক্তি যে যে স্থানেই যান না কেন,

http://kalpataruboi.org

সেই সেই স্থানে পূজিত হন।'[৩]

এইরূপ উক্ত হইলে আনন্দ স্থবির চিত্তের পূর্বজন্মকথা (শাস্তাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন—

'আনন্দ, এই ব্যক্তি পদুমুত্তর ভগবানের পাদমূলে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া শত সহস্র কল্প দেব-মনুষ্যলোকে সংসরণ করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময় মৃগলুব্ধক (ব্যাধ) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একদিন বৃষ্টিপাতের সময় মৃগ হত্যা করিবার জন্য শস্ত্র লইয়া অরণ্যে যাইয়া মৃগের সন্ধানে এদিকে ওদিকে তাকাইতে তাকাইতে দেখিতে পাইল একটি প্রাকৃতিক গুহায় একজন ভিক্ষু উত্তরাসঙ্ঘের দ্বারা মাথা ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে ভাবিল 'নিশ্চয়ই ইনি কোন আর্য হইবেন, শ্রমণধর্ম পালন করিবার জন্য বসিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহার জন্য অন্নের ব্যবস্থা করিব।' এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া একটি চুল্লীতে গতকল্যের মাংস এবং অপর একটি চুল্লীতে অন্ন রন্ধন করিয়া অন্য পিণ্ডপাতচারিক ভিক্ষুদের দেখিয়া তাঁহাদের পাত্র লইয়া (স্বগৃহে) প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসাইয়া ভিক্ষা দান করিয়া একজনকে ডাকিয়া বলিল—'আর্যদের পরিবেশন কর'। এই বলিয়া স্বয়ং কিছু অন্নব্যঞ্জন পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নানাবিধ পুষ্পচয়ন করিয়া পত্রপুটে লইয়া ঐ স্থবিরের বাসস্থানে যাইয়া 'ভন্তে, আমার দান গ্রহণ করুন' বলিয়া পাত্র লইয়া পূর্ণ করিয়া স্থবিরের হাতে দিয়া ঐ পুষ্পের দ্বারা স্থবিরের পূজা করিয়া 'যে প্রকারে আমার এই রসপিণ্ডপাত পুষ্পপূজার সহিত আমার চিত্তকে তুষ্ট করিয়াছেন, তদ্রূপ জন্ম-জন্মান্তরে ইহা সহস্র সহস্র উপহার লইয়া আসিয়া আমার চিত্তকে তুষ্ট করুক, পঞ্চবর্ণের কুসুম বর্ষিত করুক' এই প্রার্থনা করিলেন। সে যাবজ্জীবন কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। জন্মস্থানে জানু গভীর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইল। এখনও তাহার জন্মদিনে এবং এখানে আগত হইলে পুষ্পবৃষ্টির বর্ষণ, (অগণিত) উপহারের উপস্থিতি এবং সপ্তরত্নের দ্বারা (পঞ্চশত) শকট পূর্তি সেই (পূর্বজন্মের) কর্মফলের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে।

চিত্ত গৃহপতির উপাখ্যান সমাপ্ত

বনবাসি তিষ্য শ্রামণেরের উপাখ্যান—১৫

১৬. অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী,
এবমেতং অভিঞ্ঞায ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো
সক্কারং নাভিনন্দেয্য বিবেকমনুরুহযে।...৭৫

অনুবাদ : লাভের পথ এক, নির্বাণের পথ অন্য—একথা জেনে বুদ্ধশিষ্য

[৩]। ধর্মপদ গাথা সংখ্যা-৩০৩। ইহার অর্থ সেখানেই অর্থাৎ প্রকীর্ণ বর্গেই প্রকটিত হইবে।

http://kalpataruboi.org

সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি বিবেককে[৬৬] (পরম জ্ঞান) আশ্রয় করেন।

অন্বয় : অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা (লাভের উপায় অন্য) অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী (নির্বাণের পথ অন্য) বুদ্ধস্স সাবকো ভিক্খু (বুদ্ধশ্রাবক ভিক্ষু) এবং এতং অভিঞ্ঞায (এরূপ জ্ঞাত হয়ে) সক্কারং (সৎকার, সম্মান) ন অভিনন্দেয্য (আকাঙ্ক্ষা করবেন না) বিবেকম্ অনুরুহযে (বিবেক অর্থাৎ পরম জ্ঞান অনুসন্ধান করবেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আর্থিক লাভ আর পারমার্থিক লাভের পথ এক নয়। পরমার্থ করতে গিয়ে মন যদি একবার সামান্যমাত্র 'বিষয় লোভী' হয়ে পড়ে তাহলেই সব নষ্ট। সামান্যই ক্রমে অসামান্য হয়ে সমস্ত মনকে অধিকার করে বসবে। বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে এক বিষম দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে অবশেষে তার অনিবার্য পতন ঘটায়। তাই মুক্তির পথের পথিককে সতর্ক থাকতে হবে যেন চোখ, কান, জিহ্বার প্রলোভনের ফাঁদে না পড়েন। তাঁর নির্জন আবাসে তিনি মগ্ন থাকবেন আপন লক্ষ্যের ধ্যানে। তাঁর চারদিকে গড়ে উঠবে সংযমের শক্ত বেড়াজাল যাতে লাভ-ক্ষতি, নিন্দা-স্তুতি, সম্মান-অসম্মানের রেষারেষিতে ফসলের তছরূপ না হয়।

'লাভের পথ এক' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বনবাসি তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশনার অবতারণা তাহার উৎপত্তিস্থল রাজগৃহ।

বলা হইয়াছে যে সারিপুত্র স্থবিরের পিতা বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণের বন্ধু মহাসেন ব্রাহ্মণ রাজগৃহে বাস করিতেন। সারিপুত্র স্থবির একদিন পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করাকালে তাঁহার প্রতি অনুকম্পাবশত তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বৈভবশূন্য দরিদ্র। তিনি 'আমার পুত্র আমার গৃহদ্বারে পিণ্ডপাতের জন্য আসিয়া থাকিবে। কিন্তু আমি ত দুর্গত, আমার দুর্গতভাবের কথা সে হয়ত জানে না, আমার ত দেওয়ার মত কিছুই নাই।' এই ভাবিয়া স্থবিরের মুখোমুখি হইতে অসমর্থ হইয়া সরিয়া পড়িলেন। স্থবির আরও একদিন গেলেন, ব্রাহ্মণ সেইভাবেই সরিয়া পড়িলেন। 'কিছু পাইলে দিতাম' চিন্তা করিয়াও কিছুই পাইলেন না। অনন্তর এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করিয়া একখানি স্থূল কাপড়ের সহিত একপাত্র পায়স লাভ করিয়া গৃহে আসিয়াই স্থবিরের কথা স্মরণ করিলেন—'এই পিণ্ডপাত আমি স্থবিরকে দিব।' স্থবিরও সেই মুহূর্তে ধ্যান উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়া (দিব্যদৃষ্টিতে) সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া 'ব্রাহ্মণ দান করিবার মত কিছু পাইয়া আমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন, আমার সেখানে যাওয়া উচিত' ভাবিয়া সঙ্ঘাটি উপরে পরিধান করিয়া পাত্র লইয়া তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া

[৬৬]। 'বিবেক' অর্থে সদসৎ বিচার। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে এ-কথাটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিবেক তিন প্রকার : ১. কায় বিবেক (নির্জনবাস), ২. চিত্ত বিবেক (অষ্টসমাপত্তি) ও ৩. উপাধি বিবেক (নির্বাণ)।

http://kalpataruboi.org

নিজের দর্শন দিলেন।

স্থবিরকে দেখামাত্রই ব্রাহ্মণের চিত্ত প্রসন্ন হইল। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে বসাইয়া পায়সপাত্র লইয়া স্থবিরের পাত্রে সমস্ত প্রদান করিলেন। স্থবির অর্ধেক মাত্র লইয়া হাতের দ্বারা পাত্র ঢাকিয়া দিলেন। তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন—'ভন্তে, এখানে সামান্যমাত্রই পায়স আছে। আমাকে পরলোকে সুখী করুন। ইহলোকে সুখ আমি চাই না। আমি নিঃশেষে সমস্ত পায়স আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি' বলিয়া সমস্ত তাঁহার পাত্রে প্রদান করিলেন। স্থবির সেখানেই তাহা ভোজন করিলেন। অনন্তর তাঁহার ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ সেই বস্ত্র তাঁহাকে দিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনি যাহা অধিগত করিয়াছেন, আমি যেন তাহা লাভ করিতে পারি।' স্থবির 'ব্রাহ্মণ, তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার দান অনুমোদন করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় আনুপূর্বিকভাবে চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে জেতবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'দুর্গতকালে প্রদত্তদান চিত্তে অত্যন্ত আনন্দদান করে' এই বাক্য ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণও সেই দান দিয়া প্রসন্নচিত্ত ও আনন্দিত হইয়া স্থবিরের প্রতি অধিকমাত্রায় স্নেহ উৎপাদন করিলেন।

স্থবিরের প্রতি স্নেহবশত মৃত্যুর পর তিনি শ্রাবস্তীতে স্থবিরের এক সেবকের পরিবারে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার মাতা 'আমার কুক্ষিতে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে' জানিয়া স্বামীকে জানাইলেন। তিনি তাঁহার গর্ভ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অত্যুষ্ণ, অতিশীতল, অত্যম্লাদি ভোগ বর্জন করিয়া সুখেই গর্ভ রক্ষা করিতেছিলেন। একদিন তাঁহার এই দোহদ (খাইবার সাধ) উৎপন্ন হইল 'অহো, আমি যেন সারিপুত্র স্থবির প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে বসাইয়া অনবরত ক্ষীরপায়স দান করিয়া স্বয়ং কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া সুবর্ণপাত্র লইয়া ভিক্ষুদের আসনের অন্তিমভাগে বসিয়া এতগুলি ভিক্ষুর উচ্ছিষ্ট পায়স ভোজন করিতে পারি।' তাঁহার সেই কাষায়বস্ত্র পরিধানের দোহদ (সাধ) তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যার পূর্বনিমিত্ত মাত্র। তখন তাঁহার জ্ঞাতিরা 'এই কন্যার দোহদ ধার্মিকই' ভাবিয়া সারিপুত্র স্থবিরকে সঙ্ঘ স্থবির করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষুকে অনবরত ক্ষীরপায়স প্রদান করিলেন। তিনিও (ভার্যা) একখানি কাষায়বস্ত্র অন্তর্বাস এবং আর একদিন কাষায়বস্ত্র বহির্বাসরূপে পরিধান করিয়া সুবর্ণপাত্র লইয়া (ভিক্ষুদের) আসনের অন্তিমপ্রান্তে বসিয়া উচ্ছিষ্ট পায়স ভোজন করিলেন, তাঁহার দোহদ প্রশমিত হইল। তাঁহার গর্ভোৎপত্তির পর হইতে যত মঙ্গলকর্ম কৃত হইয়াছে, দশ মাস পরে পুত্রের জন্মোপলক্ষে যত মঙ্গলকর্ম কৃত হইয়াছে সর্বত্রই সারিপুত্র স্থবির প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুদের নির্জলা মধুপায়স প্রদান করা হইয়াছে। ইহা পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকালে বালকের দ্বারা প্রদত্ত পায়স দানেরই ফল।

জাতমঙ্গল দিবসে সেই বালককে প্রাতকালেই স্নান করাইয়া মণ্ডিত করিয়া

http://kalpataruboi.org

শ্রীশয্যায় শত সহস্র মূল্যের কম্বলের উপরে তাহাকে শোয়ান হইল। সে সেখানে শায়িত অবস্থাতেই স্থবিরকে দেখিয়া 'ইনি আমার পূর্বাচার্য, স্থবিরের জন্যই আমি এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে আমার একটা জিনিস প্রদান করিতে হইবে।' তাহাকে শিক্ষাপদ গ্রহণের জন্য আনয়ন করা হইলে সে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা কম্বলকে বেষ্টন করিয়া উপরে তুলিয়া ধরিল। তখন 'আঙ্গুলে কম্বল লগ্ন হইয়াছে' বলিয়া তাহার তাহা ছাড়াইতে গেলে বালক উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জ্ঞাতিগণ 'যাও যাও বালককে কাঁদাইও না' বলিয়া কম্বলের সহিত তাহাকে লইয়া আসিল। সে স্থবিরকে বন্দনা করার সময় কম্বল হইতে আঙ্গুল অপসারণ করিয়া কম্বলখানি স্থবিরের পাদমূলে ফেলিয়া দিল। জ্ঞাতিগণ 'ছোট ছেলে না জানিয়া করিয়াছে' না বলিয়া 'ভন্তে, পুত্র যাহা দিয়াছে তাহা গ্রহণ করুন' বলিয়া 'ভন্তে, শতসহস্র মূল্যের কম্বলের দ্বারা পূজাকারী আপনার এই দাসকে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিন।' এই কথা বলিলেন।

'এই বালকের নাম কি?'

'ভন্তে, আপনার নাম অনুসারেই ইহার নাম তিষ্য রাখা হইবে।'

গৃহীকালে স্থবিরের নাম ছিল উপতিষ্য মাণব। তাঁহার মাতাও চিন্তা করিলেন—'পুত্রের যাহা সঙ্কল্প তাহা আমাদের ভঙ্গ করা উচিত হইবে না।' এইভাবে বালকের নামকরণ মঙ্গল, অন্নপ্রাশনমঙ্গল, কর্ণভেদমঙ্গল, বস্ত্রপরিধান মঙ্গল, চূড়াকরণমঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গলোৎসবে সারিপুত্র স্থবির প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুদের নির্জলা মধুপায়স প্রদান করা হইয়াছিল।

বালক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তবর্ষ বয়সকালে মাতাকে বলিল—'মা, আমি স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইব।'

'বেশ বাবা, পূর্বেই আমি মনস্থির করিয়াছিলাম যে তোমার সঙ্কল্পে আমি বাধা সৃষ্টি করিব না। হে পুত্র, তুমি প্রব্রজ্যা নাও' বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি আসিলে তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনার দাস বলিতেছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। আমি ইহাকে লইয়া সন্ধ্যায় বিহারে আসিব' এই বলিয়া স্থবিরকে বিদায় দিয়া সায়াহ্ন সময়ে মহাসৎকার সম্মানের সহিত পুত্রকে লইয়া বিহারে যাইয়া স্থবিরকে প্রদান করিলেন। স্থবির তাহার সহিত কথা বলিলেন—'তিষ্য, প্রব্রজ্যা খুব দুষ্কর। উষ্ণতার প্রয়োজন হইলে শৈত্যলাভ করে, শৈত্যের প্রয়োজন হইলে উষ্ণতা লাভ করে। প্রব্রজিতগণ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করে। তোমার ত সুখের শরীর।'

'ভন্তে, আপনি যাহা যাহা বলিবেন আমি সেইভাবেই সমস্ত কাজ করিতে পারিব।'

স্থবির 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাহার প্রতিকূল মনস্কারবশে ত্বকপঞ্চক[৩৩] কর্মস্থান বলিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন।

---

[৩৩]। অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। তচো, দন্তা, নখা, লোমা, কেসা ইত্যাদি।

http://kalpataruboi.org

[এখানে বত্রিশ প্রকার অশুচি দ্রব্য যদদ্বারা এই শরীর গঠিত তাহার সমস্তই উল্লেখ করিতে হইবে] যাহারা অক্ষম তাহাদের জন্য কেবল ত্বকপঞ্চক কর্মস্থান দিতে হইবে। সকল বুদ্ধগণই এই কর্মস্থান প্রয়োগ করিয়াছেন। কেশাদি এক একটি দ্রব্যকে পৃথক পৃথক ভাবে কর্মস্থানরূপে গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন এইরূপ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকাদের সংখ্যা গণনার অতীত। অদক্ষ ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদানকালে প্রব্রজিতদের অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয় বিনষ্ট করিয়া থাকে। অর্থাৎ যথাযথভাবে কর্মস্থান দিতে পারে না। সেইজন্য (সারিপুত্র) স্থবির প্রথমে কর্মস্থান দিয়া পরে তিষ্যকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া দশশীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মাতাপিতা পুত্রের প্রব্রজিত সৎকার করিতে করিতে সপ্তাহকাল বিহারেই বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নির্জলা মধুপায়সই প্রদান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণও 'আমরা প্রত্যেকদিন নির্জলা মধুপায়স খাইতে পারিব না' বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিষ্যের মাতাপিতাও সপ্তম দিনে সন্ধ্যায় নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। শ্রামণের অষ্টম দিনে ভিক্ষুদের সঙ্গে পিণ্ডপাতের জন্য (নগরে) প্রবেশ করিলেন। শ্রাবস্তীবাসিগণ 'অদ্য নাকি শ্রামণের পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিবে আমরা তাহার সৎকার করিব' এই বলিয়া পঞ্চশত বস্ত্রের দ্বারা পঞ্চশত পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পঞ্চশত পিণ্ডপাত সজ্জিত করিয়া লইয়া গমনপথে শ্রামণেরসহ পঞ্চশত ভিক্ষুকে দান করিলেন। পরের দিন বিহারের উপবনে আসিয়া তদ্রূপ দান দিলেন। এই প্রকারে শ্রামণের দুই দিনে এক সহস্র বস্ত্রের সহিত এক সহস্র পিণ্ডপাত লাভ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকালে তিনি যে (সারিপুত্র স্থবিরকে) স্থূল বস্ত্র দান করিয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি এই সব লাভ করিলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ তাঁহার নাম রাখিলেন 'পিণ্ডপাতদায়ক তিষ্য'।

পুনরায় একদিন শীতকালে শ্রামণের বিহারচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন এখানে সেখানে ভিক্ষুগণ অগ্নিশালাদিতে আগুন পোহাইতেছেন। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনারা আগুন পোহাইতেছেন কেন?' 'হে শ্রামণের, আমরা শীতে কষ্ট পাইতেছি।' 'ভন্তে, শীতকালে কম্বলগায়ে দিতে হয়, কম্বলই শীত নিবারণ করিতে পারে।'

'শ্রামণের, আমরা কম্বল কোথায় পাইব, মহাপুণ্যবান, তুমি পাইতে পার।'

'তাহা হইলে ভন্তে, যাঁহাদের কম্বলের প্রয়োজন তাঁহারা আমার সঙ্গে আসুন।' সকল বিহারে এই কথা ঘোষণা করা হইল। অনন্তর ভিক্ষুগণ 'শ্রামণেরের সহিত যাইয়া কম্বল গ্রহণ করিব' বলিয়া সপ্তবর্ষীয় শ্রামণেরকে ভিত্তি করিয়া এক হাজার ভিক্ষু রওনা হইলেন। তিনি 'এতজন ভিক্ষুর জন্য কম্বল কোথায় পাইব' এই কথা মনের কোণেও স্থান না দিয়া তাঁহাদের লইয়া নগরাভিমুখে রওনা দিলেন। [সুপ্রদত্ত দানের এইরূপই ফল হইয়া থাকে] তিনি নগরের বাহিরেই প্রতি ঘরে ঘরে বিচরণ করিতে করিতে পঞ্চশত কম্বল লাভ করিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। লোকেরা এদিক সেইদিক হইতে কম্বল আনিতে লাগিল।

http://kalpataruboi.org

জনৈক ব্যক্তি এক দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন এক দোকানদার পঞ্চশত কম্বল প্রসারিত করিয়া (বিক্রয়ের জন্য) বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ ব্যক্তি বলিলেন—'ওহে এক শ্রামণের কম্বল সংগ্রহ করিতে করিতে আসিতেছে। তুমি তোমার কম্বল ঢাকিয়া রাখ।'

'তিনি কি (কম্বল) দান হিসাবে নিতেছেন না অন্যভাবে?'

'তিনি দান হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন।'

'যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা হইলে দিব না হয় দিব না। তুমি যাও।' এই বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। [কৃপণ ও মূর্খ ব্যক্তিরা এইভাবে দান দিতেছে দেখিয়া হিংসা করে, যেমন কোশলরাজের অসদৃশ (অতুলনীয়) দান দেখিয়া কাল (মার) হিংসা করিয়াছিল। এবং তাহারা নরকে পতিত হয়] দোকানদার চিন্তা করিলেন—'এই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া 'তোমার কম্বল ঢাকিয়া রাখ' বলিয়া আমাকে বলিল। যদিও তিনি দানই গ্রহণ করেন, আমি তাহাকে বলিয়াছি 'আমার যাহা আছে ইচ্ছা হইলে দান করিব। নচেৎ দান করিব না।' কিন্তু চোখের সম্মুখে পড়িলে না দিলে লজ্জা হয়। কিন্তু ঢাকিয়া রাখিলে দোষ নাই। এই পঞ্চশত কম্বলের মধ্যে দু'খানি কম্বল শতসহস্র মূল্যের। এই দু'খানিই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।' এই ভাবিয়া ঐ দু'খানি কম্বল পাড়ে পাড় বাঁধিয়া অন্যগুলির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। শ্রামণেরও ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকানদার শ্রামণেরকে দেখিবামাত্র তাঁহার পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হইল। তাঁহার সমস্ত শরীর পুত্রস্নেহে পরিপূর্ণ হইল। তিনি চিন্তা করিলেন—

'কম্বলের কথা দূরেই থাকুক, ইহাকে দেখিলে হৃদয়মাংসও দান করা উচিত।' তিনি ঐ দু'খানি (মূল্যবান) কম্বল টানিয়া বাহির করিয়া শ্রামণেরের পাদমূলে রাখিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন, আমিও যেন তাহা লাভ করিতে পারি।' শ্রামণেরও 'তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

এইভাবে শ্রমণের নগরের অভ্যন্তরেও পঞ্চশত কম্বল লাভ করিলেন। এইভাবে একদিনেই সহস্র কম্বল লাভ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন। তখন (ভিক্ষুসঙ্ঘ) তাঁহার নাম রাখিলেন 'কম্বলদায়ক তিষ্য স্থবির'। এইভাবে তাঁহার নামকরণ দিবসে যে কম্বল দান করা হইয়াছিল তাহারই ফলশ্রুতি হিসাবে সপ্তবর্ষ বয়ঃকালে তিনি এক সহস্র কম্বল লাভ করিয়াছেন। বুদ্ধশাসন ব্যতীত অন্য কোন স্থান নাই যেখানে অল্প দান করিলেও বহু হয়। বহু দান করিলে বহুতর হয়। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুসঙ্ঘও তদ্রূপ। যেমন ভিক্ষুসঙ্ঘকে অল্প দান করিলেও বহু হয়, বহু দান করিলে বহুতর হয়।' তদ্রূপ এই শ্রামণের একটিমাত্র কম্বল দানের ফলে মাত্র সপ্তবর্ষ বয়ঃকালে এক সহস্র কম্বল লাভ করিয়াছে। জেতবনে

http://kalpataruboi.org

অবস্থানকালে সর্বক্ষণ তাঁহার জ্ঞাতিদায়কগণ[৪৪] তাঁহার নিকট আসিয়া বার্তালাপ করিত। তিনি ভাবিলেন—'আমি এখানে থাকিলে আমার জ্ঞাতিদায়কেরা[৪৫] আসিয়া কথা বলে, আমিও কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না (অর্থাৎ আমি কথা না বলিলে খারাপ দেখায়)। অতএব আমি শাস্তার নিকট কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিব।' তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি অবধি কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া উপাধ্যায়কে বন্দনা করিয়া পাত্রচীবর লইয়া বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া 'যদি কাছাকাছি থাকি তাহা হইলে জ্ঞাতিরা আমাকে ডাকাডাকি করিবে' এই ভাবিয়া বিংশতিশত যোজন দূরে চলিয়া গেলেন। একদিন একটি গ্রামদ্বার দিয়া গমনকালে একজন বুদ্ধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহাউপাসক, এখানে বাসযোগ্য কোন অরণ্য বিহার আছে কি?'

'ভন্তে, আছে।'

'তাহা হইলে আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিন।'

বৃদ্ধ উপাসক তাঁহাকে দেখামাত্রই পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হইল। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া পথ না দেখাইয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। 'ভন্তে আসুন, আমি পথ দেখাইতেছি।' শ্রামণের তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে মাঝপথে নানা পুষ্পফল প্রতিমণ্ডিত বৃক্ষরাজী ও পর্বত প্রদেশ দেখিয়া 'উপাসক, এই স্থানের নাম কি? উপাসক ঐ স্থানের নাম কি?' জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও ঐসকল স্থানের নাম বলিতে বলিতে অরণ্য বিহারে উপস্থিত হইয়া 'ভন্তে, এই স্থান সুখকর, এইখানেই থাকুন' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, আপনার নাম কি?'

'হে উপাসক, আমার নাম বনবাসি তিষ্য।'

'আগামীকল্য আমাদের গ্রামে ভিক্ষার জন্য আসিবেন।' বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া উপাসক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তিনি সকল মনুষ্যদের জানাইলেন—

'বনবাসি তিষ্য এই বিহারে আসিয়াছেন। তাঁহার জন্য যাগু-ভাত ইত্যাদির ব্যবস্থা কর।'

শ্রামণেরের তিনটি নাম হইয়াছে : পিণ্ডপাতদায়ক তিষ্য, কম্বলদায়ক তিষ্য এবং বনবাসি তিষ্য। এই তিনটি নাম লাভ করিয়া তিনি সপ্তবর্ষাভ্যন্তরে চারিটি নাম লাভ করিয়াছিলেন। পরের দিন সকালেই তিনি পিণ্ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। লোকেরা ভিক্ষা দিয়া বন্দনা করিত। শ্রামণের বলিতেন—

'সুখী হউন, দুঃখ হইতে মুক্ত হউন।' একজন ব্যক্তিও তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া গৃহে ফিরিতে পারিত না। সকলেই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। তিনিও নিজের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতেন। সকল গ্রামবাসি তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল—'ভন্তে, এই তিন মাস আপনার এখানে অবস্থানকালীন

---

[৪৪]। পাঠান্তর 'জ্ঞাতি বালকেরা'।

[৪৫]। পাঠান্তর : 'পাঁচ ছয়টি প্রদেশ।'

http://kalpataruboi.org

সময়ে আমরা ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া, পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত ইহার প্রতিমাসে আটটি উপোসথ পালন করিব। আপনি আমাদের কথা দিন যে, আপনি এখানেই থাকিবেন।' তিনিও তাহাদের উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের কথা দিলেন (যে তিনি সেখানেই থাকিবেন) এবং প্রত্যহ সেখানেই পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতেন। যখনই কেহ তাঁহাকে বন্দনা করিত তিনি 'সুখী হউন, দুঃখ হইতে মুক্ত হউন' এই দুইটি মাত্র কথা উচ্চারণ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি সেইখানেই প্রথম মাস এবং দ্বিতীয় মাস অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

বর্ষাবাস এবং প্রবারণার পরে শ্রামণেরের উপাধ্যায় (সারিপুত্র স্থবির) শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি তিষ্য শ্রামণেরের নিকট যাইব।'

'সারিপুত্র যাও।'

তিনি নিজের পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া নির্গত হইয়া যাইবার সময় (বন্ধু মৌদগল্যায়নকে) বলিলেন—'বন্ধু মৌদগল্যায়ন, আমি তিষ্য শ্রামণেরের নিকট যাইতেছি।'

মহামৌদগল্যায়ন স্থবির বলিলেন—'বন্ধু, আমিও যাইব' বলিয়া নিজের পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এইভাবে মহাকশ্যপ স্থবির, অনুরুদ্ধ স্থবির, উপালি স্থবির, পূর্ণ স্থবির ইত্যাদিক্রমে সমস্ত মহাশ্রাবক প্রত্যেকে পঞ্চশত পঞ্চশত ভিক্ষু শিষ্য লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমস্ত মহাশ্রাবকদের ভিক্ষু শিষ্য সংখ্যা চল্লিশ হাজার। তাঁহার একশত কুড়ি যোজন মার্গ গমন করিয়া সেই গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন (যেখানে ঐ শ্রামণের থাকেন)। শ্রামণেরের নিত্য সেবক উপাসক দ্বারদেশেই তাঁহাদের দেখিয়া প্রত্যুদগমন করিয়া বন্দনা করিলেন। অনন্তর সারিপুত্র স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে উপাসক, এই স্থানে কি কোন অরণ্য বিহার আছে?'

'আছে, ভন্তে।'

'সেখানে ভিক্ষু আছে কি নাই?'

'ভিক্ষু আছে ভন্তে।'

'সেখানে কে থাকে?'

'ভন্তে, বনবাসি তিষ্য থাকেন।'

'তাহা হইলে আমাদের রাস্তা দেখাও।'

'আপনারা কে ভন্তে?'

'আমরা শ্রামণেরের নিকট আসিয়াছি।' উপাসক তাকাইয়া দেখিয়া ধর্মসেনাপতিপ্রমুখ সকল মহাশ্রাবকদের চিনিতে পারিলে তাহার শরীর প্রীতিতে রোমাঞ্চজাত হইল এবং 'ভন্তে, আপনারা দাঁড়ান' বলিয়া দ্রুতবেগে গ্রামে প্রবেশ করিয়া 'ওহে তোমরা দেখ, সারিপুত্র স্থবির প্রমুখ অশীতি মহাশ্রাবক নিজের নিজের পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবারসহ (আমাদের) শ্রামণেরের নিকট আসিয়াছেন।

http://kalpataruboi.org

তোমরা সকলে খাট, বিছানা, প্রদীপ, তৈলাদি লইয়া শীঘ্র যাও' এই বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লোকজনেরা ঐ ঘোষণা শোনামাত্রই খাট প্রভৃতি লইয়া স্থবিরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গেই বিহারে প্রবেশ করিলেন। শ্রামণের ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখিয়া কয়েকজন মহাস্থবিরের পাত্রচীবর লইয়া ব্রত সম্পাদন করিলেন। তিনি স্থবিরগণের বাসস্থান ঠিক করিতে করিতে পাত্রচীবর সামলাইয়া রাখিতে রাখিতে অন্ধকার হইয়া গেল। সারিপুত্র স্থবির উপাসকদের বলিলেন—'উপাসকগণ, আপনারা যান, অন্ধকার হইয়াছে।'

'ভন্তে, অদ্য ধর্মশ্রবণের দিন। আমরা যাইব না। ধর্ম শ্রবণ করিব। ইতিপূর্বে ধর্মশ্রবণ করিতে পারি নাই।'

'হে শ্রামণের, তাহা হইলে দীপ জ্বালাইয়া ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষণা কর।' তিনি তাহাই করিলেন।

তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—'তিষ্য, তোমার উপাসকেরা ধর্মশ্রবণ করিতে চান। তুমিই তাহাদের ধর্মদেশনা কর।' উপাসকেরা উঠিয়া সমস্বরে বলিলেন—'ভন্তে, আমাদের আর্য (শ্রামণের) 'সুখী হউন, দুঃখ হইতে মুক্ত হউন' এই দুইটি কথা ছাড়া অন্য ধর্মকথা জানেন না। আমাদের জন্য অন্য ধর্মকথিক দিন।' শ্রামণের অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদের ধর্মকথা বলেন নাই।

তখন উপাধ্যায় (সারিপুত্র) তাঁহাকে বলিলেন—'হে শ্রামণের, কিভাবে সুখী হওয়া যায় এবং কিভাবে দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এই দুই পদের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের শোনাও।'

তিনি 'সাধু ভন্তে' বলিয়া চিত্রব্যজন লইয়া ধর্মাসনে আরোহণ করিয়া পঞ্চনিকায় হইতে অর্থ এবং কারণ উদ্ধার করিয়া যেমন চাতুর্দীপক মহামেঘ ঘনবর্ষা বর্ষণ করে তদ্রূপ স্কন্ধ-ধাতু-আয়তন-বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহকে ব্যাখ্যা করিতে করিতে অর্হত্ত্বকুট পর্যন্ত ধর্মকথা বলিয়া 'ভন্তে, এইভাবে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সুখ হয়, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, অবশিষ্ট লোকেরা জন্মদুঃখাদি এবং নরকদুঃখাদি হইতে মুক্ত হয় না।'

'সাধু শ্রামণের, তোমার (বুদ্ধদেশিত পঞ্চনিকায়ের) ভাষণ সুকথিত হইয়াছে। এখন কিছুটা সুর করিয়া পাঠ কর।' তিনি তাহাও করিলেন। অরুণোদয় হইলে শ্রামণেরের সেবকগণ দুইভাগে বিভক্ত হইল। একভাগ বলিল—'আমরা এইরকম নিষ্ঠুর ত ইতিপূর্বে দেখি নাই। এইটা কি রকম হইল যে তিনি এত ধর্মকথা জানা সত্ত্বেও এতকাল মাতৃ-পিতৃস্থানে থাকিয়া সেবাকারী মনুষ্যদের একটা ধর্মপদও বলেন নাই' বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিল। আর একদল 'আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে। যেহেতু আমরা এইরূপ ভদন্তের গুণ বা অগুণ কিছুই না জানিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছি। এখন হইতে আমরা তাঁহার নিকট ধর্ম শুনিতে পারিব' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল।

সম্যকসম্বুদ্ধও সেই দিন প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকন করিতে করিতে বনবাসি তিষ্যের সেবকদের তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া 'কি হইতে

kalpataru Boi.PDF

http://kalpataruboi.org

পারে' ইহা চিন্তা করিতে করিতে ইহা বুঝিলেন 'বনবাসি তিষ্য শ্রামণেরের সেবকগণ কেহ কেহ তুষ্ট, কেহ কেহ বা রুষ্ট; আমার পুত্র শ্রামণেরের প্রতি যাহারা রুষ্ট তাহারা নরকগামী হইবে। অতএব আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। আমি গেলে সকলেই শ্রামণেরের প্রতি মৈত্রীচিত্ত হইয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে।' (সেই গ্রামের) লোকেরাও ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া গ্রামে যাইয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া যাগুভাত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আসনসমূহ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের আগমন মার্গের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণও শরীর কৃত্যাদি সমাপন করিয়া ভিক্ষাচার বেলায় গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিবার জন্য শ্রামণেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি তিষ্য, তুমি কি আমাদের সহিত যাইবে, না পরে যাইবে?' 'আমার সময় হইলে যাইব, ভন্তে, আপনারা যান।' ভিক্ষুগণ পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

শাস্তা জেতবনেই চীবর (উত্তরাসঙ্গ) বহির্গমনোপযোগী করিয়া) পরিধান করিয়া পাত্র লইয়া একচিত্তক্ষণেই যাইয়া ভিক্ষুদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুদের দর্শন দান করিলেন। 'সম্যকসম্বুদ্ধ আসিয়াছেন' বলিয়া সমস্ত গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল এবং চতুর্দিকে একই লোকাহল উঠিল যে 'বুদ্ধ আসিয়াছেন'। মনুষ্যগণ আনন্দিত হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া যাগু দান করিয়া খাদ্যাদি প্রদান করিল। তাঁহাদের ভোজনকৃত্য শেষ না হইতেই শ্রামণের গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসিগণ বহির্গত হইয়া সাদরে তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার প্রয়োজনমত গ্রহণ করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিলেন। শাস্তা 'হে তিষ্য, লইয়া আস' বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া পাত্র গ্রহণ করিয়া 'হে সারিপুত্র, তোমার শ্রামণেরের পাত্র দেখ' বলিয়া স্থবিরকে দেখাইলেন। স্থবির শাস্তার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রামণেরকে দিয়া বলিলেন—'যাও, নিজের জায়গায় বসিয়া ভোজনকৃত্য সম্পন্ন কর।'

গ্রামবাসিরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া অনুমোদন প্রার্থনা করিল। শাস্তা দানানুমোদন করাকালে এইরূপ বলিলেন—'হে উপাসকগণ, আপনাদের অনেক লাভ হইয়াছে, যে আপনারা আপনাদের কুলোপগ শ্রামণেরের কারণে সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, কশ্যপ, অনুরুদ্ধ প্রভৃতি অশীতি মহাশ্রাবকদের দর্শন লাভ করিয়াছেন। আমিও আপনাদের কুলোপগ শ্রামণেরের কারণেই এখানে আসিয়াছি। ইহারই নিমিত্ত আপনাদের বুদ্ধ দর্শন হইল। আপনাদের অনেক লাভ সুলব্ধ হইয়াছে।'

লোকেরা তখন ভাবিল 'অহো আমাদেরই ত লাভ হইয়াছে। আমাদের আর্য শ্রামণেরের কারণেই ত আমরা বুদ্ধ, ভিক্ষুসঙ্ঘ ইত্যাদি আরাধ্যগণের দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের যথাযোগ্য দানও করিতে পারিয়াছি।' এই বলিয়া শ্রামণেরের প্রতি ক্রুদ্ধ মনুষ্যগণও সন্তুষ্ট হইল। তুষ্ট মনুষ্যগণ আরও অধিকমাত্রায় প্রসন্ন হইল। দান অনুমোদনের শেষে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছেন। শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মনুষ্যগণ শাস্তাকে

http://kalpataruboi.org

অনুগমন করিয়া বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। [শ্রামণেরও শাস্তার সঙ্গে গিয়াছিলেন]

শ্রামণেরের সহিত যাইতে যাইতে শাস্তা সুমধুর স্বরে বলিলেন—'শ্রামণের, এই প্রদেশের নাম কি? এই প্রদেশকে কি বলে?' এইভাবে পূর্বে (শ্রামণেরের) উপাসক যেইভাবে তাঁহাকে দর্শন করাইয়াছিলেন সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শাস্তা অগ্রসর হইলেন। শ্রামণেরও 'ভন্তে, এইটার এই নাম, ঐটার এই নাম' এইভাবে (শাস্তাকে) বলিতে বলিতে আগাইয়া চলিলেন। শাস্তা তাঁহার বাসস্থানে যাইয়া পর্বতশীর্ষে আরোহণ করিলেন। সেইখানে দাঁড়াইলে মহাসমুদ্র দেখা যায়। শাস্তা শ্রামণেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তিষ্য, পর্বতশীর্ষে দাঁড়াইয়া এইদিকে ঐদিকে তাকাইয়া তুমি কি দেখিতেছ?'

'ভন্তে, মহাসমুদ্র।'

'মহাসমুদ্র দেখিয়া তুমি কি চিন্তা করিয়াছিলে?'

'ভন্তে, আমি চিন্তা করিয়াছিলাম আমি দুঃখিত হইয়া (জন্ম-জন্মান্তরে) যে রোদন করিয়াছি সেই অশ্রুজল চারি মহাসমুদ্রের জল অপেক্ষাও বেশি।'

'সাধু সাধু তিষ্য, ইহা এইরূপই। এক একজন সত্ত্ব দুঃখিত হইয়া যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে তাহা চারি মহাসমুদ্রের জল অপেক্ষাও বেশি।' এই কথা বলিয়া ভগবান এই গাথা বলিলেন—

'চারি সমুদ্রের জল অল্প, অশ্রুজল তদপেক্ষা অনেক বেশি। দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া মানুষ শোচনা করে। সৌম্য, তুমি কি কারণে প্রমত্ত হইতেছ?'

তৎপর তাঁহাকে পুনরায় (শাস্তা) জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তিষ্য, তুমি কোথায় থাক?'

'ভন্তে, এই পর্বতগুহায়।'

'সেখানে থাকার সময় তোমার কি মনে হয়?'

'ভন্তে, আমার মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর কতবার যে এইস্থানে আমার দেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই।'

'সাধু সাধু তিষ্য, ঠিক তাহাই। এই পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে এই সত্ত্বগণ শয়ন করে নাই এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই।' এই কথা বলিয়া আবার গাথায় ভাষণ করিলেন—

'উপসাঢ়ক নামে চৌদ্দ হাজার ব্যক্তিকে এইস্থানে দগ্ধ করা হইয়াছে। জগতের এমন কোন স্থান নাই যেখানে মানুষের মৃত্যু হয় নাই। যেখানে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দমগুণ আছে, সেই স্থানকেই আর্যরা ভজনা করে, সেই লোকে মৃত্যু নাই।' দুক নিপাতে উপসাঢ়ক জাতক (নং-১৬৬) দ্রষ্টব্য। এই পৃথিবীতে শরীর নিক্ষেপ করিয়া যে সকল সত্ত্বগণের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যু এমন স্থানে হয় নাই যেখানে কেহ কোনদিন মরে নাই। কেবল আনন্দ স্থবিরের ন্যায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এমন স্থানে তাঁহার পরিনির্বাণ হইয়াছে যেখানে কেহ কোনদিন মরে নাই।

http://kalpataruboi.org

[আনন্দ স্থবির নাকি একশত কুড়ি বৎসর বয়ঃকালে আয়ুসংস্কার অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আয়ু পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি জানাইয়া দিলেন—'এখন হইতে সপ্তম দিবসে আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব।' এই কথা শুনিয়া রোহিণী নদীর উভয়তীরবাসি মনুষ্যগণের মধ্যে এই তীরের অধিবাসিরা বলিল—'আমরা স্থবিরের বহু উপকারী। আমাদের নিকটেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।' পরতীরবাসিরাও বলিল—'আমরা স্থবিরের বহু উপকারী। আমাদের নিকটেই স্থবির পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।' স্থবির তাহাদের কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—'উভয় তীরের অধিবাসিরাই আমার বহু উপকারী। ইহারা অনুপকারী এই কথা বলা সম্ভব নহে। যদি আমি এই তীরে পরিনির্বাণ লাভ করি তাহা হইলে পরতীরবাসি আমার শরীরধাতু গ্রহণ করার জন্য ইহাদের সহিত বিবাদাপন্ন হইবে। যদি পরতীরে পরিনির্বাণ লাভ করি তাহা হইলে এই তীরবাসিরাও তাহাই করিবে। কলহ উৎপন্ন হইলে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই হইবে, উপশম হইলেও আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই উপশম হইবে।' তিনি তাই বলিলেন—'এই তীরবাসিরাও আমার উপকারী, ঐ তীরবাসিরাও আমার উপকারী। অনুপকারী কেহই নহে। এই তীরের অধিবাসিরা এই তীরেই সম্মিলিত হউন, ঐ তীরের অধিবাসিরা ঐ তীরে।' তারপর সপ্তম দিবসে নদীর মধ্যস্থানে সপ্ততালবৃক্ষ প্রমাণ উচ্চতায় আকাশে পদ্মাসনে বসিয়া জনতার নিকট ধর্মদেশনা করিয়া 'আমার শরীর মধ্যখানে ভিন্ন হইয়া একভাগ এই তীরে পড়ুক এবং অন্যভাগ অপরতীরে পড়ুক' এই অধিষ্ঠান করিয়া উপবিষ্ট অবস্থাতেই তেজোধাতু উৎপন্ন করিলেন। শরীর হইতে জ্বালা উত্থিত হইল। শরীর মধ্যস্থানে ভিন্ন হইয়া একভাগ এই তীরে পতিত হইল, অন্যভাগ অন্যতীরে পতিত হইল। তখন জনতা উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে এইরূপ রোদন শব্দ উত্থিত হইল। শাস্তা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে যে রোদন শব্দ হইয়াছিল তদপেক্ষাও এই রোদন শব্দ বেশি করুণার উদ্রেক করে। মনুষ্যগণ চারিমাস যাবত রোদন, পরিদেবনা ও বিলাপ করিতে করিতে এই বলিয়া বিচরণ করিয়াছিল—'শাস্তার পাত্রচীবর গ্রাহক বর্তমান থাকাতে আমরা শাস্তা পরিনিবৃত হইয়াছেন ভাবিনি। এখন মনে হইতেছে বাস্তবিকই আমাদের শাস্তা পরিনিবৃত হইয়াছেন।']

পুনরায় শাস্তা শ্রামণেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তিষ্য, এই বনে চিতাবাঘ প্রভৃতির শব্দে তুমি ভয় পাও না?'

'ভগবন, আমি ভয় পাই না, বরং ইহার শব্দ শুনিয়া আমার বনরতি নামক আনন্দ উৎপন্ন হয়।' এই কথা বলিয়া ষাটটি গাথার দ্বারা বন বর্ণনা করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে ডাকিলেন—

'তিষ্য!'

'কি ভন্তে?'

'আমরা যাইব। তুমি ফিরিয়া যাইবে কি?'

http://kalpataruboi.org

'আমার উপাধ্যায় আমাকে লইয়া গেলে যাইব। ফিরিয়া আসিলে ফিরিয়া আসিব, ভন্তে।'

শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত প্রস্থান করিলেন। শ্রামণেরের কিন্তু ইচ্ছা ছিল প্রত্যাবর্তন করার। (সারিপুত্র) স্থবির তাহা জানিয়া বলিলেন—

'তিষ্য, যদি ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা কর, ফিরিয়া চল।'

তিনি শাস্তা এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। শাস্তা জেতবনেই চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষুদের ধর্মসভায় কথা উঠিল—'অহো, এই বনবাসি তিষ্য শ্রামণের দুষ্কর কর্ম করিয়াছে। (মাতৃকুক্ষিতে) প্রতিসন্ধি গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া তাঁহার জ্ঞাতিরা সাতটি মঙ্গলকার্যের (অর্থাৎ নামকরণ, চূড়াকরণ ইত্যাদি) প্রতিটিতে পঞ্চশত ভিক্ষুদের নির্জলা মধুপায়স দান করিয়াছে। প্রব্রজিতকালে বিহারাভ্যন্তরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সাতদিন ধরিয়া নির্জলা মধুপায়স দান করিয়াছে। প্রব্রজিত হইয়া অষ্টম দিবসে গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় দুই দিনেই শাটক সহস্রসহ এক সহস্র ভিক্ষুর পিণ্ডপাত লাভ করিয়াছে। পুনরায় একদিন একসহস্র কম্বল লাভ করিয়াছে। এখানে বসবাসকালে তাহার কত লাভ সৎকার উৎপন্ন হইয়াছে। এখন ঈদৃশ লাভ সৎকার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মিশ্রক আহারের দ্বারা দিন যাপন করিতেছে। বাস্তবিকই তিষ্য শ্রামণের দুষ্করকারক।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, লাভসৎকার এক জিনিস আর নির্বাণগামিনী প্রতিপদা (মার্গ) অন্য জিনিস। 'আমি এইরূপ লাভসৎকার লাভ করিব' বলিয়া আরণ্যক প্রভৃতি ধুতাঙ্গধারী কোন ভিক্ষু যদি লাভসৎকারের দিকেই মন দেয়, তাহার জন্য চারি অপায়দ্বার উন্মুক্ত থাকে। আর নির্বাণগামী প্রতিপদা রক্ষণশীল ভিক্ষু লাভসৎকার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করে' বলিয়া উভয় ঘটনার সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা বলিলেন—

'লাভের পথ এক এবং নির্বাণের পথ অন্য বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু ইহা জানিয়া সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে না। বিবেক অবলম্বনপূর্বক বিহার করে অর্থাৎ সংসার, অসচ্চিন্তা এবং উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ অনুসন্ধান করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৫

অন্বয় : লাভেচ্ছা এক আর নির্বাণগামী মার্গ অন্য। লাভেচ্ছু ভিক্ষুকে একটু অকুশল কর্ম করিতে হয়। তাহাকে কায়বঙ্কাদি (অর্থাৎ শরীরকে বাঁকাইয়া চলা) প্রভৃতি মিথ্যাকর্ম সম্পাদন করিতে হয়। যে সময় কায়বঙ্কাদি কৃত্য করে তখন তাহার লাভসৎকার উৎপন্ন হয়। পায়সপাত্রে হাত না বাঁকাইয়া সোজাসুজি পাত্রে নামাইয়া ঊর্ধ্বে উঠাইলে হাতই স্রক্ষিত হয় মাত্র (অর্থাৎ বিশেষ কোন লাভ হয় না)। কিন্তু হাত বাঁকাইয়া পাত্রে নামাইয়া উৎক্ষেপ করিয়া পায়সপিণ্ড গ্রহণ করিলে কিছু বহির্গত হয় ঠিক, তবে বেশি লাভ হয়। তবে এই লাভের প্রাপ্তি অধার্মিক।

http://kalpataruboi.org

উপধিসম্পদ, চীবরধারণ, বহুসত্যতা, ভিক্ষুপরিবার, অরণ্যবাস ইত্যাদি উপায়ে লব্ধ লাভই ধার্মিক লাভ। যে ভিক্ষু নির্বাণগামী মার্গ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে কায়বঙ্কাদি ছলনা ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকে অন্ধের ন্যায়, অমূককে মূকের ন্যায়, অবধিরকে বধিরের ন্যায় হইতে হইবে। অশঠ, অমায়াবী হইতে হইবে। এইভাবে, লাভ উৎপাদনের মার্গ এবং নির্বাণগামী মার্গ উভয়ই জানিয়া সকল সংস্কৃত (সকল পরিবর্তনশীল বস্তু) এবং অসংস্কৃত ধর্মসমূহের (নির্বাণ) বোধ যাঁহার হইয়াছে সেই বুদ্ধের শ্রাবক [শ্রবণান্তে জাত হওয়ায় শ্রাবক, উপদেশ অনুশাসনী শ্রবণ যাহার হইয়াছে সেই শ্রাবক] ভিক্ষু অধার্মিক উপায়ে চতুর্প্রত্যয় লাভকে অভিনন্দিত করিবে না। ধার্মিককে প্রতিক্রোশ করিবে না, কায়বিবেকাদি বিবেক বর্ধন করিবে। এখানে কায়বিবেক বলিতে কায়ের একীভাবকে বুঝাইয়াছে। চিত্তবিবেক বলিতে অষ্ট সমাপত্তিকে বুঝাইয়াছে। উপধিবিবেক হইতেছে নির্বাণ। ইহাদের মধ্যে কায়বিবেক জনসান্নিধ্যের কামনাকে তিরোহিত করে, চিত্তবিবেক ক্লেশসান্নিধ্যকে তিরোহিত করে এবং উপধিবিবেক সংস্কার সান্নিধ্যকে তিরোহিত করে। কায়বিবেক চিত্তবিবেকের প্রত্যয়, চিত্তবিবেক উপধিবিবেকের প্রত্যয়। তাই বলা হইয়াছে—

'কায়বিবেক হইতেছে বিবেকার্থ কায়দের নৈষ্ক্রম্যাভিরতদের। চিত্তবিবেক হইতেছে পরিশুদ্ধচিত্ত পরমশুদ্ধিপ্রাপ্তদের। উপধিবিবেক হইতেছে নিরুপধি পুদগলগণের নিসংস্কারগত পুদগলগণের এই তিন প্রকার বিবেকই বর্ধন করিবে, তাহাতে বিহার করিবে, অবস্থান করিবে ইহাই নির্গলিতার্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

বনবাসি তিষ্য শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বাল-বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

৬. পণ্ডিতবর্গ

রাধ স্থবিরের উপাখ্যান—১

১. নিধীনং'ব পবত্তারং যং পস্‌সে বজ্জদস্‌সিনং,
নিগ্‌গয্‌হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পন্ডিতং ভজে,
তাদিসং ভজমানস্‌স সেয্যো হোতি ন পাপিযো।...৭৬

অনুবাদ : যিনি গুপ্তধন দেখিয়ে দেন তাঁকে লোকে যেমন ভজনা করে, যিনি কোন কাজ বর্জনীয় তা বলে দেন, দোষ দেখলে তিরস্কার করেন—সেই জ্ঞানী পণ্ডিতকেও সেই রকম শ্রদ্ধা করবে। তাতে মঙ্গলই হবে, অনিষ্ট হবে না।

অন্বয় : নিধীনং (গুপ্তনিধি) প্রবত্তারং ইব (প্রবক্তা বা প্রদর্শনকারীর ন্যায়) বজ্জদস্‌সিনং (বর্জনীয় বিষয় যিনি প্রদর্শন করেন) নিগ্‌গয্‌হবাদিং (নিগৃহ্যবাদী অর্থাৎ যিনি দোষ দেখলে ভর্ৎসনা করেন) যং মেধাবিং পস্‌সে (মেধাবী ব্যক্তিকে দেখলে) তদিসং পন্ডিতং ভজে (সেই পণ্ডিতকে ভজনা করবে)। তাদিসং ভজমানস্‌স (এরূপ ভজনাকারীর) সেয্যো হোতি (শ্রেয় হয়), ন পাপিযো (পাপ হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মাটির অন্ধকার গহ্বরে কত সম্পদ লুকান রয়েছে সাধারণ মানুষ তার কি জানে। আর ধন যতদিন গুপ্ত থাকে ততদিন তা দিয়ে মানুষের কোন উপকার নেই। যেই বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই গোপন ধনের সন্ধান জানেন, তার খবর জানিয়ে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দেন তিনি শ্রদ্ধেয়, পূজ্য। মানুষের হৃদয় জগতেরও অনেকখানিই অন্ধকার। সেখানে অবিরাম কত অজস্র বাসনার উৎপত্তি আর লয় ঘটেছে তার নিজের কাছেই তা অজানা। ঐসকল বাসনার বশে মানুষ অনেক কাজ করতে চায় যা করা অনুচিত, এমন কিছু কিছু কাজ করেও ফেলে যা অন্যায়। যে পণ্ডিত সে-ই গোপন হৃদয়পুরের খবর রাখেন, তিনি বলে দিতে পারেন কোনটা করণীয় নয়, চিন্তনীয় নয়; তিনিই পারেন উপদেশে, ভর্ৎসনায় মানুষকে অন্যায়ের পথ থেকে নিবৃত্ত করে সৎপথে নিয়ে আসতে। মানুষের এই রকম সখা, গুরু আর দিশারীরা সর্বদাই পূজনীয়। এঁদের সাহায্যেই মানুষ প্রকৃত কল্যাণের পথের সন্ধান পায় আর সে পথ ধরে এগিয়ে যায়।

'গুপ্তনিধি প্রদর্শকের ন্যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আয়ুষ্মান রাধ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (রাধ স্থবির) নাকি গৃহীকালে শ্রাবস্তীতে একজন দুর্গত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি 'ভিক্ষুদের নিকটে জীবন যাপন করিব' এই চিন্তা করিয়া বিহারে যাইয়া

http://kalpataruboi.org

পরিবেণ সম্মার্জন করিয়া, মুখধোবনাদি দিয়া বিহারের মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরাও তাঁহাকে ভালভাবেই গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া দুর্বল হইয়া গেলেন। অনন্তর একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া 'ব্যাপারটি কি' চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন 'এই ব্রাহ্মণ অর্হৎ হইবে' জানিয়া সায়ংকালে বিহারচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া—'হে ব্রাহ্মণ, তুমি এখানে কি কর?' জিজ্ঞাসা করিলেন।

'ভন্তে, আমি ভিক্ষুদের ব্রতকৃত্যাদি সম্পাদন করি।'

'তুমি তাহাদের নিকট কিছু পাও ত?'

'হ্যাঁ ভন্তে, তাঁহারা আমাকে খাইতে দেন। কিন্তু প্রব্রজ্যা দিতে চাহেন না।'

শাস্তা এই উদ্দেশ্যে ভিক্ষুদের সম্মেলন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণের কোন উপকারের কথা কেহ স্মরণ করিতে পার কি?'

সারিপুত্র স্থবির বলিলেন—'ভন্তে, আমি স্মরণ করি। আমি একদিন রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করাকালে এই ব্রাহ্মণ স্বলব্ধ এক চামচ ভিক্ষা আমাকে দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার এই অধিকারের কথা স্মরণ করিতে পারি।'

শাস্তা সারিপুত্রকে বলিলেন—'হে সারিপুত্র, এইরূপ কৃতোপকারী ব্যক্তিকে কি দুঃখ হইতে মুক্ত করা যায় না?'

'সাধু ভন্তে, আমি তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিব' বলিয়া সারিপুত্র ব্রাহ্মণকে প্রব্রজ্যা দিলেন। তিনি ভোজনশালার একেবারে শেষের দিকের আসনটি লাভ করেন এবং অতিকষ্টে যাগুভাত প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন। (সারিপুত্র) স্থবির তাঁহাকে লইয়া চারিকায় বাহির হইলেন এবং সর্বক্ষণ 'ইহা তোমার করা উচিত, ইহা তোমার করা উচিত নহে' বলিয়া উপদেশ দিতেন, অনুশাসন দিতেন। তিনি (অচিরেই) সুবিনীত এবং শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষা করিবার উপযুক্ত হইলেন। সুতরাং যথানুশিষ্ট থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(সারিপুত্র) স্থবির তাঁহাকে লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন—

'হে সারিপুত্র, তোমার শিষ্য সুবিনীত হইয়াছে ত?'

'হ্যাঁ ভন্তে, খুবই সুবিনীত হইয়াছে। কোন প্রকার দোষের কথা বলিলেও ক্রুদ্ধ হয় না, যেমন আগে হইত।'

'হে সারিপুত্র, এইরূপ সার্ধবিহারিক (এক সঙ্গে থাকার উপযুক্ত শিষ্য) পাইলে তুমি কতজন নিতে ইচ্ছুক?'

'ভন্তে, আমি অনেককে গ্রহণ করিতে পারি।'

অনন্তর একদিন ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত হইল 'সারিপুত্র স্থবির নাকি কৃতজ্ঞকৃতবেদী, এক চামচ মাত্র ভিক্ষার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া দুর্গত এক ব্রাহ্মণকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। স্থবিরও উপদেশপটু এবং উপদেশযোগ্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন।' শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু তখনই নহে, পূর্বেও সারিপুত্র কৃতজ্ঞকৃতবেদীই ছিল' এবং পূর্বেই সেই ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

'কুমার অলীনচিত্তের আশ্রয় পাইয়া হৃষ্টমতি (কাশীর) বিশাল সেনাবাহিনী (নিজরাজ্যে) অসন্তুষ্ট কোশলরাজকে জীবন্ত অবস্থায় ধরিয়া আনিল। তদ্রূপ নিশ্রয়সম্পন্ন দৃঢ়বীর্য ভিক্ষু নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য (সর্বদা) কুশল ধর্মের ভাবনা করে এবং ক্রমে তাহার সমস্ত সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়।'

[দুকনিপাতে 'অলীনচিত্ত জাতক' নং-১৫৬) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তখন বর্ধকীর দ্বারা নিজের পায়ের রোগমুক্তির কথা চিন্তা করিয়া একচারিক হস্তি নিজের সর্বশ্বেত হস্তিশাবককে দান করিয়াছিল। সেই হস্তি আর কেহই নহেন, স্বয়ং স্থবির সারিপুত্র। এইভাবে স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া জাতক বর্ণনা করিয়া রাধ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, সকল ভিক্ষুর উচিত রাধের ন্যায় সুবিদিত হওয়া। দোষ দর্শন করাইয়া যিনি উপদেশ দেন তাঁহার প্রতি ক্রোধ করা অনুচিত। উপদেশ দাতাকে নিধি (গুপ্তধন) প্রদর্শনকারীর ন্যায় দেখিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া অতীত এবং বর্তমানের ঘটনার সমন্বয় সাধন করিয়া ধর্ম দেশনাকালে শাস্তা এই গাথা বলিয়াছিলেন—

'গুপ্তধন প্রদর্শকের ন্যায় যে বর্জনীয় বিষয় দেখাইয়া দেয়, যে দোষ দেখিলে ভর্ৎসনা করে, যে জ্ঞানী, এইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুসরণ করিবে। তাদৃশ ব্যক্তিকে ভজনা করিলে অমঙ্গল হয় না, মঙ্গলই হয়।—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৬

অন্বয় : 'নিধিসমূহের' বলিতে এখানে খনন করিয়া স্থাপিত হিরণ্য-সুবর্ণাদি দ্বারা পরিপূর্ণ নিধিকুম্ভসমূহকে বুঝাইতেছে। 'প্রবক্তাকে' কৃচ্ছ্রজীবি এবং দুর্গত মনুষ্যদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া 'আইস, সুখে জীবন ধারণের উপায় তোমাকে দেখাইব' বলিয়া নিধিস্থানে যাইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া যেমন বলেন 'ইহা লইয়া সুখে জীবনযাপন কর।' এইরূপ প্রবক্তার ন্যায়। 'বর্জ্যদর্শীকে' বলিতে দুই প্রকার বর্জনীয় প্রদর্শনকারীর কথা বলা হইয়াছে— ১. যিনি অপরাধীকে এইটা তোমার অনুচিত হইয়াছে, এইটা তোমার স্খলিত, সঙ্ঘমধ্যে তোমাকে নিগৃহীত করিব বলিয়া তিরস্কার করেন। ২. যিনি অজ্ঞাতকে জ্ঞাপন করিতে, জ্ঞাতকে ধারণ করিতে, তাহার শীলাদির বৃদ্ধি কামনা করিয়া সেই সেই বর্জনীয় বিষয় দর্শন করাইয়া অপরাধীকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই এখানে অভিপ্রেত। যেমন দুর্গত মনুষ্য 'ইহা গ্রহণ কর' বলিয়া তর্জন করিয়া, প্রহার করিয়াও নিধি দর্শন করাইলে ক্রুদ্ধ হয় না, আনন্দিত হয়, ঠিক তদ্রূপ এইরূপে ব্যক্তিদের অসারূপ্য (অনুচিত) ও কিছু দোষ দর্শন করাইলে কোপ করা উচিত নহে, তুষ্টই হওয়া উচিত। 'ভন্তে, আপনি আমাদের মহা উপকার করিয়াছেন, আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণের ন্যায় উপদেশ দিয়াছেন, আরও উপদেশ দিন' বলিয়া বলিতে হইবে। 'দোষ দেখিলে ভর্ৎসনাকারী' কেহ কেহ সার্ধবিহারিকদের অনুচিত কোন কিছু এবং দোষ দেখিয়াও 'এই ব্যক্তি আমার মুখোদকদানাদি ক্রিয়া সাদরে

http://kalpataruboi.org

পালন করে। যদি আমি বলি এই ব্যক্তি আমার সেবা করে না ইহাতে আমারই ক্ষতি হইবে' এই কথা যে বলিতে পারে না তাহাকে দোষ দেখিলে ভর্ৎসনাকারী বলা যায় না। বরং সে এই বুদ্ধশাসনে জঞ্জালস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাদৃশ বর্জনীয় কিছু দেখিয়া বর্জ্যানুরূপ তর্জন করিয়া, নমিত করিয়া, দণ্ডকর্ম করিয়া, এমন কি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়াও শিক্ষা দেয় সেই যথার্থ পরোপকারী শিক্ষক, যেমন সম্যকসম্বুদ্ধ। তাই বলা হইয়াছে—'হে আনন্দ, আমি নিরন্তর নিগ্রহ করিয়া মালিন্য দূর করিয়া কথা বলিব। যাহা 'সারবান, তাহা স্থায়ী হইবে।'[৫৬]

মেধাবী অর্থাৎ ধর্মোজপ্রজ্ঞার দ্বারা সমন্বাগত ব্যক্তি। 'তাদৃশ' অর্থাৎ এইরূপ পণ্ডিতকেই ভজনা করা উচিত, পূজা করা উচিত। তাদৃশ আচার্যকে ভজনা করিলে শিষ্যের শ্রেয়ই হয়, তাহার পাপ বর্ধিত হয় না। তাহার কোন ক্ষতি হয় না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাধ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

অশ্বজিৎ ও পুনর্বসুকের উপাখ্যান—২

২. ওবদেয্যানুসাসেয্য অসব্‌ভা চ নিবারযে,
সতং হি সো পিযো হোতি অসতং হোতি অপ্‌পিযো।...৭৭

অনুবাদ : যিনি তিরস্কার করেন এবং অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন তিনি সৎলোকের প্রিয় আর অসতের অপ্রিয় হন।

অন্বয় : [পন্ডিতো] ওবদেয্য (পণ্ডিত ব্যক্তি তিরস্কার করবেন), অসুসাসেয্য (অনুশাসন করবেন) অসব্‌ভা চ নিবারযে (অসৎ আচরণ থেকে নিবারণ করবেন)। সো হি (তিনিই) সতং পিযো অসতং অপ্‌পিযো হোতি (সৎলোকের প্রিয় আর অসৎ লোকের অপ্রিয় হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জ্ঞানী ব্যক্তিরা শুধু নিজেরাই সৎপথের যাত্রী নন, তাঁরা হলেন 'খরমযঃ ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ', তাই তাঁরা অন্যকেও আলো দেখান। যেখানে যেমন প্রয়োজন—কোথাও উপদেশ, কোথাও তিরস্কার, কোথাও বা শাসনের মধ্য দিয়ে তাঁরা মানুষকে তাঁদের পথে নিয়ে আসবার প্রয়াস পান। এঁদের চেষ্টাতেই অনেক পাপ, অনেক মলিনতা থেকে সংসার মুক্ত হয়, মানুষ মুক্তির সন্ধান পায়। কিন্তু যারা আলোকে ভয় পায় সেই সব অন্ধকারের অধিবাসিরা এঁদের কোন সময়ই ভাল চোখে দেখে না—তারা সবসময় এঁদের থেকে দূরে থাকতে চায় আর সুযোগ পেলেই এঁদের কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

'উপদেশ দিবে, শাসন করিবে' এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অশ্বজিৎ এবং পুনর্বসুক ভিক্ষুদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। দেশনার উৎপত্তিস্থল কীটাগিরিতে।

---

[৫৬]। মজ্ঝিম নিকায়, সুত্ত সংখ্যা ১২২ দ্রষ্টব্য।

http://kalpataruboi.org

সেই দুইজন ভিক্ষু নাকি অগ্রশ্রাবকদের শিষ্য ছিল। তথাপি তাহারা ছিল নির্লজ্জ এবং পাপী ভিক্ষু। নিজেদের পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবারের সহিত কীটাগিরিতে অবস্থানকালে তাহারা পুষ্পবৃক্ষাদি রোপণ, অন্যদের দ্বারা রোপণ করান ইত্যাদি নানাপ্রকার অনাচারে লিপ্ত হইয়া কুলদূষক কর্ম করিয়া তদদ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত এবং বিহার সদাচারী ভিক্ষুদের অনাবাসযোগ্য করিয়া ফেলিল। শাস্তা সেই ব্যাপার জানিয়া তাহাদিগকেও বহিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে সপরিবার দুই অগ্রশ্রাবককে ডাকাইয়া বলিলেন—'সারিপুত্র, যাহারা তোমাদের কথা শুনিবে না তাহাদের বহিষ্কার কর। যাহারা তোমাদের কথা শোনে তাহাদিগকে উপদেশ দাও, শাসন কর। উপদেশ এবং অনুশাসন দিলে মূর্খদের নিকট অপ্রিয় এবং মন্দ হইতে হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের নিকট প্রিয় এবং ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে ধর্মদেশনা করিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পণ্ডিত ব্যক্তি তিরস্কার করিবে, শাসন করিবে, অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত করিবে। এইরূপ ব্যক্তি সৎলোকের প্রিয়পাত্র হইবে এবং অসৎ লোকের অপ্রিয় হইবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৭

অন্বয় : 'তিরস্কার করিবে' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঘটনা দর্শন করিয়া সাবধান করা 'উপদেশ', অপ্রত্যক্ষ ঘটনায় 'তোমার নিন্দা হইবে' ইত্যাদি বলিয়া ভবিষ্যত দর্শন করানোর নাম 'অনুশাসন'। সম্মুখে বলা উপদেশ, পরোক্ষে দূত প্রেরণ বা সংবাদ প্রেরণের নাম অনুশাসন। একবার বলা উপদেশ, বারবার বলা অনুশাসন। উপদেশ প্রদানেরই অপর নাম অনুশাসন। তাই বলা হইয়াছে 'উপদেশ দিবে, শাসন করিবে।' পাপকার্য হইতে বিরত করা ও পুণ্যকার্যে নিযুক্ত করাকে 'অসভ্যতা হইতে নিবারণ' বুঝায়। এইরূপ উপদেষ্টা ব্যক্তি বুদ্ধাদি 'সৎ পুরুষগণের প্রিয় হয়।' যাহারা ধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, পরলোক অবিশ্বাসী, আমিষচক্ষুকে (অর্থাৎ লোভী) ও জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রব্রজিত, তাহাদের ন্যায় অসৎ ব্যক্তিকে উপদেশ ও অনুশাসন করা হইলে তাহারা বলে 'তুমি আমাদের উপাধ্যায় নও, আচার্য নও, কেন আমাদের উপদেশ দিতেছ?' এইরূপ বাক্যবাণের দ্বারা বিদ্ধকারী ব্যক্তিদের নিকট অপ্রিয় হয়।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন সেখানে যাইয়া ঐ সকল ভিক্ষুদের উপদেশ ও অনুশাসন দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপদেশ মানিয়া সৎপথে আসিয়াছে, অন্য কেহ কেহ বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

অশ্বজিত ও পুনর্বসুকের উপাখ্যান সমাপ্ত

ছন্ন স্থবিরের উপাখ্যান—৩

৩. ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,

http://kalpataruboi.org

ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।...৭৮

অনুবাদ : পাপীমিত্র ও নীচ ব্যক্তির সংসর্গ না করা উচিত। কল্যাণকামী মিত্র এবং সাধু ব্যক্তির সঙ্গ করবে।

অন্বয় : পাপকে মিত্তে ন ভজে (পাপী মিত্রের ভজনা করবে না), পুরিসাধমে ন ভজে (পুরুষাধমকে ভজনা করবে না), কল্যাণে মিত্তে ভজেথ (কল্যাণমিত্রকে ভজনা করবে), পুরিসুত্তমে ভজেথ (উত্তম পুরুষকে ভজনা করবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসর্গের প্রভাব মানুষের জীবনে অনেক ভাঙা-গড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু বা সঙ্গ নির্বাচন তাই কঠিন কাজ। তবে একটা সাধারণ নীতি সবার পক্ষেই প্রযোজ্য—পাপকাজে যার প্রবণতা, চরিত্র যার হীন তেমন লোকের সঙ্গ সবসময়ই পরিত্যাজ্য। সে যদি বন্ধুও হয় তাহলেও তার থেকে দূরেই থাকতে হবে। অপরপক্ষে যে সচ্চরিত্র, হিতকর্মে রত তার সংসর্গই করা উচিত, তার মিত্রতাই সর্বপ্রকারে কাম্য।

'পাপমিত্রের ভজনা করিবে না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বিহারকালে ছন্ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই আয়ুষ্মান নাকি 'আমি আমাদের আর্যপুত্রদের সঙ্গে মহাভিনিষ্ক্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তখন কাহাকেও দেখি নাই। আর এখন আমি সারিপুত্র, আমি মহামৌদগল্যায়ন, আমরা অগ্রশ্রাবক বলিয়া বিচরণ করিতেছেন' এই বলিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের প্রতি আক্রোশভাবাপন্ন হইয়াছিল। শাস্তা ভিক্ষুগণের নিকট সেই ঘটনার কথা জানিয়া ছন্ন স্থবিরকে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন। সে ঐ মুহূর্তে নীরব থাকিয়া পুনরায় যাইয়া স্থবিরদের আক্রোশ করিত। এই প্রকারে তিনবার আক্রোশ করিলে শাস্তা তাহাকে ডাকাইয়া উপদেশ দিয়া বলিলেন—'ছন্ন, এই দুই অগ্রশ্রাবক তোমার কল্যাণমিত্র উত্তম পুরুষ। এইরূপ কল্যাণমিত্রদের সেবা কর, ভজনা কর।' এই বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পাপী মিত্রকে ভজনা করিবে না, পুরুষাধমকে ভজনা করিবে না, কল্যাণমিত্রকে ভজনা করিবে, পুরুষ্যেত্তমকে ভজনা করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৮

ইহার অর্থ : কায়দুশ্চরিতাদি পাপাচরণে যাহারা রত থাকে তাহারাই পাপমিত্র। যাহারা চৌর্যবৃত্তি ও একুশ প্রকার মিথ্যাজীবিকা বা অসদুপায় অবলম্বন করে তাহারাই পুরুষাধম। পাপমিত্র হউক বা পুরুষাধম হউক উভয় প্রকার ব্যক্তিদের ভজনা বা সেবা করা উচিত নহে। ইহার বিপরীত হইতেছে কল্যাণমিত্র এবং সৎপুরুষ। তাহাদেরই ভজনা এবং সেবা করা উচিত। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিল।

ছন্ন স্থবির কিন্তু এই উপদেশ শুনিয়াও পূর্বের ন্যায় ভিক্ষুদের আক্রোশ এবং নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুনরায় শাস্তাকে এই ব্যাপার জানানো হইল। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার জীবদ্দশায় তোমরা ছন্নকে শিখাইতে পারিবে না, আমার পরিনির্বাণ হইলেই 'তাহাকে শিক্ষা দিও।' শাস্তার

http://kalpataruboi.org

পরিনির্বাণকালে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, ছন্ন স্থবিরের প্রতি আমরা কিরূপ আচরণ করিব?'

শাস্তা আদেশ দিলেন—'আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিবে।' সে (ছন্ন) শাস্তা পরিনিবৃত হইলে আনন্দ স্থবিরের দ্বারা প্রজ্ঞাপিত ব্রহ্মদণ্ডের কথা শুনিয়া দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া তিনবার মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইয়া বলিল 'ভন্তে, আমার সর্বনাশ করিবে না!' এইভাবে যাচঞা করিয়া সম্যকভাবে ব্রত পূর্ণ করিয়া অচিরেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ছন্ন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাকপ্পিন স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৪. ধম্মপতি সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা,
অরিযপ্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পন্ডিতো।...৭৯

অনুবাদ : ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি চিত্তের প্রশান্তিতে সুখে বিরাজ করেন। আর্যগণ প্রদর্শিত ধর্মপথে সর্বদা বিচরণ করাতেই পণ্ডিত ব্যক্তির আনন্দ।

অন্বয় : ধম্মপীতি (ধর্মপ্রীতি অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তি) বিপ্পসন্নেন চেতসা (প্রসন্নচিত্তে) সুখং সেতি (সুখে শয়ন করেন, বাস করেন)। পন্ডিতো অরিযপ্পবেদিতে ধম্মে (পণ্ডিত ব্যক্তির আর্য উপদিষ্ট ধর্মে) সদা রমতি (সর্বদা বিচরণ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধর্ম বা পরমার্থ মানুষের শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তি। মানুষের 'নানা ইচ্ছা ধায় নানা ধিক পানে', বিষয়ের তৃষ্ণা তার চিত্তকে আকুল করে তোলে। কিন্তু যিনি ধর্মকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেছেন তাঁর হৃদয় নির্মল রসধারায় সিঞ্চিত হচ্ছে, সমস্ত তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে সেখানে বিরাজ করছে পরিপূর্ণ প্রশান্তি। ধর্মের পথ শান্তির পথ, তৃপ্তির পথ, আনন্দের পথ। যিনি বিজ্ঞ তিনিই ঐ তত্ত্ব জানেন বলেই সর্বদা ধর্মপথে চলেন।

'ধার্মিক ব্যক্তি সুখে বাস করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহাকপ্পিন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। ইহার এই আনুপূর্বিক কথা অতীতে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বারাণসীর অবিদূরে একটি তন্তুবায় গ্রামে এক জ্যেষ্ঠ তন্তুবায় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন এক সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধ আট মাস হিমালয়ে থাকিয়া বর্ষার চারি মাস জনপদে বাস করিতেন। তাঁহারা একবার বারাণসীর অবিদূরে অবতরণ করিয়া রাজার নিকট আটজন প্রত্যেকবুদ্ধকে পাঠাইলেন এই বলিয়া—'আমাদের বাসস্থানের বিনিময়ে আমাদিগকে হাতের কাজ দিন।' তখন ছিল রাজার হলকর্ষণ উৎসবের সময়। তিনি 'প্রত্যেকবুদ্ধগণ নাকি আসিয়াছেন' শুনিয়া সেই মুহূর্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ

http://kalpataruboi.org

জানিয়া বলিলেন—'ভন্তে, অদ্য অবকাশ নাই। আগামীকল্য হলকর্ষণ উৎসব, তৃতীয় দিবসে আপনাদের কথা চিন্তা করিব।' তারপর তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ না করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ 'চল অন্যত্র যাইব' বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই মুহূর্তে জ্যেষ্ঠ তন্তুবায়ের ভার্যা কোন কারণে বারাণসী যাইবার সময় প্রত্যেকবুদ্ধগণকে দেখিয়া বন্দনা করিয়া 'ভন্তে আপনারা অসময়ে আসিয়াছেন' জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্না জ্ঞানসম্পন্না সেই নারী 'ভন্তে আগামীকল্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

'ভগিনি, আমরা সংখ্যায় কিন্তু অনেক।'

'কতজন ভন্তে?'

'এক সহস্র।'

'ভন্তে, এই গ্রামে আমরা এক সহস্র তন্তুবায় বাস করি। এক একজন এক একজনকে ভিক্ষা দিব। ভন্তে, ভিক্ষা অনুমোদন করুন। আমিই আপনাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিব।' প্রত্যেকবুদ্ধগণ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

সেই নারী গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিলেন—'আমি এক সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আর্যদের জন্য বসিবার জায়গা কর এবং যাগু অন্নাদির ব্যবস্থা কর।' গ্রাম মধ্যে মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া আসন বিছাইয়া পরের দিন প্রত্যেকবুদ্ধগণকে বসাইয়া উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিয়া ভোজনের শেষে সেই গ্রামের সকল নারীদের লইয়া প্রত্যেকবুদ্ধগণকে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, এই তিন মাস এখানে আপনারা বাস করুন, কথা দিন' বলিয়া প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের অনুমতি পাইয়া পুনরায় গ্রামে ঘোষণা করিলেন 'আমার মাতৃ-পিতৃগণ, প্রত্যেক পরিবার হইতে একজন করিয়া কুঠারাদি লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়া আর্যদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করুন।' গ্রামবাসিগণ তাঁহার কথা শুনিয়া একেকজন একটি একটি করিয়া দিবাবাসস্থান এবং রাত্রিবাসস্থান চিহ্নিত করিয়া এক সহস্র পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া নিজ নিজ পর্ণশালাতে বর্ষোপগত প্রত্যেকবুদ্ধগণকে 'আমি সাদরে সেবা করিব, আমি সাদরে সেবা করিব' বলিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। বর্ষাবাস শেষ হইলে 'নিজ নিজ পর্ণশালায় বর্ষাবাসকারী, প্রত্যেকবুদ্ধগণের জন্য চীবরবস্ত্র প্রস্তুত করুন' বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রত্যেককে এক সহস্র মূল্যের চীবর প্রদান করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ বর্ষাবাস শেষ করিয়া অনুমোদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গ্রামবাসিরাও এই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর তাবতিংস ভবনে উৎপন্ন হইয়া গণদেবপুত্র নামে পরিচিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করিয়া কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বারাণসীতে কুটুম্বিক গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ তন্তুবায় জ্যেষ্ঠ কুটুম্বিকের পুত্র হইলেন। তাঁহার ভার্যাও জ্যেষ্ঠ কুটুম্বিকেরই কন্যা হইলেন। তাঁহারা (সকল স্ত্রীগণ) সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরকুলে গমনকালে সেই সেই গৃহেই (বিবাহসূত্রে) গেলেন। অনন্তর একদিন

http://kalpataruboi.org

বিহারে ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষিত হইল। 'শাস্তা ধর্মদেশনা করিবেন' শুনিয়া তাহাদের সকলেই 'ধর্মশ্রবণ করিব' বলিয়া নিজ নিজ ভার্যাদের সঙ্গে বিহারে গেলেন। তাঁহারা বিহার মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্রই বৃষ্টি শুরু হইল। যাঁহাদের কুলোপগ বা জ্ঞাতিশ্রামণেরগণ (বিহারে) ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের পরিবেণে প্রবেশ করিলেন। যাঁহাদের তাদৃশ কেহ ছিলেন না তাঁহারা কোথাও প্রবেশ করিতে না পারিয়া বিহার মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। জ্যেষ্ঠ কুটুম্বিক তাঁহাদের বলিলেন—'আমাদের দুর্দশা দেখুন। এইরূপ দুর্দশাতে কুলপুত্রগণের লজ্জিত হওয়া উচিত।'

'আর্য, আমরা কি করিব?' আমাদের বিশ্বস্ত কেহ না থাকাতে আমরা এইরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সকলে ধন সংগ্রহ করিয়া পরিবেণ তৈরি করাইব।'

'বেশ, আর্যগণ, তাহাই হউক।' এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ এক সহস্র (ধন) দিলেন। অন্যেরা পঞ্চশত পঞ্চশত ছিলেন। স্ত্রীগণ আড়াই আড়াই শত দিলেন। তাঁহারা সেই ধন একত্রিত করিয়া সহস্র কুটাগারযুক্ত মহাপরিবেণ শাস্তার জন্য নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বৃহদাকারে বিহার প্রস্তুত করিতে যাইয়া তাহাদের অর্থের সংকুলান হইল। ফলে পূর্বে যে যাহা ধন দিয়াছিলেন আবার প্রত্যেকে তাহার অর্ধেক ধন প্রদান করিলেন। পরিবেণ নির্মাণ সম্পন্ন হইলে বিহারোৎসব করাকালে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সপ্তাহকাল যাবত মহাদান দিয়া বিংশতি সহস্র ভিক্ষুকে ত্রিচীবর দান করা হইল।

জ্যেষ্ঠ কুটুম্বিকের ভার্যা চিন্তা করিলেন—'আমি ত সকলের সঙ্গে যাহা দিবার দিয়াছি। আমি অতিরিক্ত কিছু শাস্তাকে প্রদান করিব' ইহা চিন্তা করিয়া সহস্র মূল্যের অনোজ (কমলা রঙের) পুষ্পবর্ণের চীবরের সহিত অনোজপুষ্পের দ্বারা পরিপূর্ণ পুষ্পস্থালী লইয়া অনুমোদনকালে শাস্তাকে ঐ অনোজপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া সেই চীবর শাস্তার পাদমূলে রাখিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, জন্ম-জন্মান্তরে আমার গাত্রবর্ণ যেন অনোজপুষ্পের মত হয়। আমার নামও যেন হয় অনোজ।' শাস্তা 'তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা সকলে যতদিন আয়ু ততদিন থাকিয়া সেখান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বুদ্ধের আবির্ভাব হইলে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া জ্যেষ্ঠ কুটুম্বিক কুক্কুটবতী নগরে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাকপ্পিন নামক রাজা হইলেন। অন্যান্যরা অমাত্যকুলে জন্ম নিলেন। জ্যেষ্ঠ কুটুম্বিকের ভার্যাও মদ্ররাজ্যে সাগলনগরে রাজকুলে জন্ম নিলেন। তাঁহার গাত্রবর্ণ অনোজ পুষ্পের মত এবং তাঁহার নামও রাখা হয় অনোজা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা মহাকপ্পিনের গৃহে যাইয়া অনোজাদেবী নামে পরিচিত হইলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও অমাত্যকুলে জন্ম লইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অমাত্যপুত্রগণের সহিতই তাঁহাদের বিবাহ হইল। তাঁহারা সকলে রাজার ন্যায় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। যখন রাজা সর্বালঙ্কার বিভূষিত হইয়া হস্তিতে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহারাও তাহাই করেন। রাজা অশ্ব বা রথে করিয়া বিচরণ করিলে

http://kalpataruboi.org

তাঁহারাও তাহাই করেন। এইভাবে তাঁহারা একত্র হইয়া পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার প্রভাবে একত্রেই সব সম্পত্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার পাঁচটি অশ্ব ছিল—বল, বলবাহন, পুষ্প, পুষ্পবাহন এবং সুপত্র। রাজা স্বয়ং সুপত্র অশ্বে আরোহণ করিতেন এবং অন্য চারিটি অশ্বকে সংবাদাদি আহরণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা তাহাদের প্রাতকালে ভোজন করাইয়া এই বলিয়া প্রেরণ করিতেন—'যাও, দুই বা তিন যোজন হাঁটিয়া বুদ্ধ বা ধর্ম বা সঙ্ঘের উৎপত্তিভাব জানিয়া আমার জন্য সুখের সংবাদ লইয়া আইস।' তাহারা চারিটি দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন যোজন হাঁটিয়া কোন সংবাদ না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

একদিন রাজা সুপত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া অমাত্য সহস্র পরিবৃত হইয়া উদ্যানে গমনকালে দেখিলেন পঞ্চশত ক্লান্ত বণিক নগরে প্রবেশ করিতেছে। তিনি বলিলেন—'ইহারা পথশ্রমে ক্লান্ত। নিশ্চয়ই ইহাদের নিকট কোন ভাল সংবাদ শুনিতে পাইব' এই মনে করিয়া তাহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?'

'মহারাজ, এখান হইতে একশত কুড়ি যোজন দূরে শ্রাবস্তী নামক নগর আছে। সেখান হইতে আসিতেছি।'

'আপনাদের দেশের কোন সুখবর আছে কি?'

'মহারাজ, অন্য কোন খবর নাই, তবে সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন।'

শোনা মাত্রই রাজার শরীর পঞ্চবর্ণের প্রীতিতে ভরপুর হইল এবং ঐ মুহূর্তে আনন্দের আতিশয্যে কিছু ভাবিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কি বলিলেন?'

'মহারাজ, বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন।' রাজা দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার সেইভাবে কাটাইয়া চতুর্থবার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কি বলিলেন?'

'মহারাজ, বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন।'

'বন্ধুগণ, আমি আপনাদের শত সহস্র মুদ্রা দিব। বলুন অন্য কোন সুসংবাদ আছে কি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে।' রাজা তাহা শুনিয়াও পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার অতিবাহিত করিয়া চতুর্থবারে জিজ্ঞাসা করিলে 'ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া 'আপনাদের আরও শতসহস্র দিব' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বন্ধুগণ, অন্য কোন সুখবর আছে কি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছে।' ইহা শুনিয়াও রাজা তৃতীয়বার পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়া চতুর্থবারে 'সঙ্ঘ' এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'আমি আপনাদের আরও শতসহস্র দিব।' তারপর সহস্র অমাত্যদের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

http://kalpataruboi.org

'বন্ধুগণ, আপনারা কি করিবেন?'

'মহারাজ আপনি কি করিবেন?'

'বন্ধুগণ, আমি বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে, ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছে শুনিয়া আর ফিরিয়া যাইব না। শাস্তার উদ্দেশ্যে যাইয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'মহারাজ, আমরাও আপনার সঙ্গে যাইয়া প্রব্রজিত হইব।'

রাজা সুবর্ণপত্রে অক্ষরসমূহ লিখাইয়া বণিকদের বলিলেন—'অনোজা নামক দেবী আপনাদের তিন লক্ষ মুদ্রা দিবেন। তাঁহাকে আপনারা এইরূপ বলিবেন—'রাজা আপনাকে সমস্ত ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন, আপনি সুখে উপভোগ করুন।' যদি জিজ্ঞাসা করেন—'রাজা কোথায়?' বলিবেন 'শাস্তার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইব' বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

অমাত্যগণ নিজ নিজ ভার্যাগণের নিকট অনুরূপ সংবাদই পাঠাইলেন। রাজা বণিকদের প্রেরণ করিয়া (নিজের) অশ্বে আরোহণ করিয়া অমাত্য সহস্র পরিবৃত হইয়া সেই মুহূর্তেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শাস্তাও সেইদিন প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করিতে করিতে সপরিবার মহাকপ্পিন রাজাকে তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িতে দেখিতে পাইলেন এবং চিন্তা করিলেন—

'এই মহাকপ্পিন বণিকদের নিকট তিনটি রত্নের উৎপন্নভাবের কথা শুনিয়া তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া অমাত্য সহস্র পরিবৃত হইয়া আমার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া আগামীকল্য নিষ্ক্রান্ত হইবেন। তিনি সপরিবারে অমাত্য সহস্র সঙ্গে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিবেন। তাঁহার প্রত্যুদগমন করা উচিত' এই চিন্তা করিয়া পরের দিন যেমন চক্রবর্তী রাজার ক্ষুদ্র গ্রামের প্রধানকে প্রত্যুদগমনের ন্যায় পাত্রচীবর লইয়া একশত কুড়ি যোজন রাস্তা অগ্রসর হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে ষড়বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া উপবেশন করিলেন। রাজাও আসিতে আসিতে একটি নদী পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার নাম কি?'

'মহারাজ, ইহার নাম অরবচ্ছা (অপরচ্ছা)।'

'বন্ধুগণ, ইহার দৈর্ঘ্য বা গভীরতা কত?'

'মহারাজ, ইহা গভীরে এক যোজন এবং বিস্তারে দুই যোজন।'

'পারাপারের জন্য কোন নৌকা বা ভেলা আছে কি?'

'মহারাজ নাই।'

'মানুষ নৌকা বা ভেলার খোঁজেই জীবন কাটাইয়া দেয়। জন্ম জরার দিকে লইয়া যায়, জরা মৃত্যুর দিকে। আমি নিঃসংশয় হইয়া ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রভাবে এই জল আমার নিকট জল বলিয়া প্রতিভাত না হউক।' এই বলিয়া ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিতে লাগিলেন—'তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ' ইত্যাদি বুদ্ধানুস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে সপরিবার সহস্র অশ্বসহ

http://kalpataruboi.org

জলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। সিন্ধু ঘোটকেরা যেন বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর ধাবিত হইল। ইহাদের খুরাগ্রও জলে সিক্ত হইল না।

তিনি ইহা উত্তীর্ণ হইয়া সম্মুখে যাইতে যাইতে আর একটি নদী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই নদীর নাম কি?'

'মহারাজ, ইহার নাম নীলবাহনা।'

'ইহার পরিমাণ কত?'

'মহারাজ, গভীরতায় এবং বিস্তারে অর্ধযোজন।'

[ইহার পরের ঘটনা পূর্ববৎ]

সেই নদী দেখিয়া রাজা 'ভগবানের দ্বারা ধর্ম সুব্যাখ্যাত হইয়াছে' ইত্যাদি বলিয়া ধর্মানুস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে ঐ নদীও পূর্ববৎ অতিক্রম করিলেন। সম্মুখে আরও একটি নদীর সম্মুখীন হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এই নদীর নাম কি?'

'মহারাজ, ইহার নাম চন্দ্রভাগা।'

'ইহার পরিমাণ কত?'

'মহারাজ, গভীরতায় এবং বিস্তারে এক যোজন।'

[ইহার পরের ঘটনা পূর্ববৎ]

এই নদী দেখিয়া রাজা 'ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন' ইত্যাদি বলিয়া সঙ্ঘানুস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে ঐ নদীও উত্তীর্ণ হইলেন। এই নদী অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে শাস্তার শরীর হইতে নির্গত ষড়্বর্ণরশ্মি দেখিতে পাইলেন। ন্যগ্রোধবৃক্ষে শাখা প্রশাখা পত্রপুষ্পাদি সুবর্ণময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রাজা চিন্তা করিলেন—

'এই অব্‌ভাস চন্দ্রেরও নহে, সূর্যেরও নহে। কোন দেব-মার-ব্রহ্ম-নাগ-সুপর্ণাদিরও নহে, নিশ্চয়ই আমি শাস্তাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসিবার সময় মহাগৌতম বুদ্ধের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছি।' তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অবনত শরীরে ঐ (ষড়্বর্ণরশ্মিকে) রশ্মি অনুসরণ করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া মনোশিলারসে নিমজ্জিত হওয়ার ন্যায় বুদ্ধরশ্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া অমাত্য সহস্রসহ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। দেশনাবসানে রাজা সপরিবার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। শাস্তা চিন্তা করিলেন—

'ইহাদের নিকট ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর উপস্থিত হইবে কি?' (অতীতের ঘটনা শাস্তার মানসপটে প্রতিভাত হইল) 'এই কুলপুত্রগণ সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধকে এক সহস্র চীবর দান করিয়াছিল। কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে বিংশতি সহস্র ভিক্ষুকে বিংশতি সহস্র চীবর দান করিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্যের নহে!' ইহা জানিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া 'এস ভিক্ষুগণ, দুঃখের সম্যক ক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ কর।' তৎক্ষণাৎ তাঁহারা

http://kalpataruboi.org

অষ্টপরিষ্কারধারী ষষ্টি বৎসর বয়স্ক ভিক্ষুর ন্যায় হইয়া আকাশে উদগমন করিয়া আবার নীচে অবতরণ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই বণিকগণও রাজকুলে যাইয়া দেবীকে রাজার দ্বারা প্রেষিত হইয়াছেন জানাইয়া 'তাঁহারা ভিতরে আসুন' বলাতে প্রবেশ করিয়া বন্দনা করিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। তখন দেবী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়গণ, আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন?'

'রাজা আমাদের আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের তিন লক্ষ মুদ্রা দিন।'

'আপনারা বড় অংক দাবী করিতেছেন। আপনারা রাজার কী করিয়াছেন? রাজা আপনাদের কোন কাজে প্রসন্ন হইয়া এত ধন দিতেছেন?'

'দেবি, আমরা বিশেষ কিছুই করি নাই। আমরা রাজাকে একটি সুসংবাদ দিয়াছিলাম।'

'মহাশয়গণ, আমাকেও কি কোন সুসংবাদ জানাইতে পারেন?'

'হ্যাঁ দেবি?'

'তাহা হইলে বলুন।'

'দেবি, জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন।' তিনিও তাহা শুনিয়া পূর্বের ন্যায় প্রীতিতে রোমাঞ্চিত গাত্রে পরপর তিনবার শুনিয়াও আনন্দের অতিশয্যে 'কি শুনিলাম' সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া চতুর্থবারে 'বুদ্ধ' এই কথা শুনিয়া (হৃদয়ঙ্গম করিয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়গণ, এই কথার জন্য রাজা আপনাদের কত ধন দিয়াছেন?'

'দেবি, এক লক্ষ দিয়াছেন।'

'মহাশয়গণ, রাজা ঠিক করেন নাই। এটা খুব সামান্য মূল্য। আমি আপনাদের তিন লক্ষ মুদ্রা দিব। অন্য কি সুসংবাদ রাজাকে জানাইয়াছেন?'

'তাঁহারা এইটা ঐটা (অর্থাৎ ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছে) করিয়া আরও দুইটি সুসংবাদের কথা জানাইলেন। দেবী পূর্বের ন্যায় প্রীতিতে রোমাঞ্চিত গাত্র হইয়া 'কি শুনিলাম' ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চতুর্থবারে ঐ কথা শুনিয়া তিন তিন লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। এইভাবে তাঁহারা দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিলেন।

তখন দেবী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়গণ, রাজা এখন কোথায়?'

'দেবি, তিনি 'শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইব' বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

'আমার জন্য তিনি কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন?'

'তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন। আপনার যথারুচিত সেইগুলি ভোগ করিতে পারেন।'

'অমাত্যগণ কোথায় গেলেন?'

'দেবি, তাঁহারাও 'রাজার সঙ্গে প্রব্রজিত হইব' বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

http://kalpataruboi.org

তিনি তখন তাঁহাদের (অর্থাৎ অমাত্যগণের) ভার্যাদের ডাকাইয়া বলিলেন—'মাতৃগণ, আপনাদের পতিগণ 'রাজার সহিত প্রব্রজিত হইব' বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আপনারা এখন কি করিবেন?'

'দেবি, তাঁহারা কি আমাদের জন্য কোন সংবাদ পাঠাইয়াছেন?'

'তাঁহারা নিজ নিজ সম্পত্তি আপনাদের দান করিয়াছেন। আপনারা যথারুচি তাহা ভোগ করিতে পারেন।'

'দেবি, আপনি কি করিবেন?'

'মাতৃগণ, সেই রাজা সুসংবাদ শুনিয়াই রাস্তার দাঁড়াইয়া তিন লক্ষ মুদ্রার দ্বারা ত্রিরত্নের পূজা করিয়াছেন এবং থুথুবৎ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া 'প্রব্রজিত হইব' বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি ত্রিরত্নের সংবাদ শুনিয়া তিনটি রত্নকে নয় লক্ষ মুদ্রা দ্বারা পূজা করিয়াছি। এই সম্পত্তি শুধু রাজার নিকটই দুঃখদায়ক নহে, আমারও দুঃখের কারণ। রাজার পরিত্যক্ত থুথুকে কে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখ দিয়া লেহন করিবে? আমারও সম্পত্তির প্রয়োজন নাই। আমিও শাস্তার উদ্দেশ্যে যাইয়া প্রব্রজিত হইব।'

'দেবি, আমরাও আপনার সঙ্গে যাইয়া প্রব্রজিত হইব।'

'মাতৃগণ, যদি পারেন ত ভালই হয়।'

'হ্যাঁ দেবি, পারিব।'

'মাতৃগণ, বেশ তাহাই হউক। তাহা হইলে চল যাই।' বলিয়া এক সহস্র রথ যোজনা করাইয়া রথে আরোহণ করিয়া তাহাদের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া মাঝপথে প্রথম নদী দেখিয়া যেমন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তদ্রূপভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া 'রাজার গমনপথ নিরীক্ষণ কর' বলিলেন।

'দেবি, ঘোটকদের পদচিহ্নও দেখা যাইতেছে না।'

'রাজা ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশ্চয়ই সত্যক্রিয়া করিয়া থাকিবেন। আমিও ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রভাবে এই জল জল না থাকুক' বলিয়া ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিয়া এক সহস্র রথ প্রেরণ করিলেন। জল শুকাইয়া গেল। রথচক্রের অগ্রাগ্রভাগ বা নেমি কিছুই সিক্ত হয় নাই। এই উপায়েই পরবর্তী দুইটি নদীও উত্তীর্ণ হইলেন।

শাস্তাও তাঁহার আগমনভাব জানিয়া এমন করিলেন যাহাতে তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ দৃষ্টিগোচর না হয়। তিনিও যাইতে যাইতে শাস্তার শরীর হইতে নির্গত ষড়্বর্ণরশ্মি দেখিয়া তদ্রূপ চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, মহাকপ্পিন আপনার উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন মনে হয়। তিনি কোথায় ভন্তে, আমাদের দেখান।'

'এখানে বস, এখানেই তাহাদের দেখিতে পাইবে।'

তাঁহারা সকলেই তুষ্টচিত্ত হইয়া 'এখানেই আমাদের পতিদের দেখিতে পাইব' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। শাস্তা তাঁহাদের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত

http://kalpataruboi.org

করিলেন। অনোজাদেবী দেশনাবসানে সপরিবার স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। মহাকপ্পিন স্থবির ভগবানের দ্বারা স্ত্রীদের নিকট দেশিত ধর্মদেশনা শুনিয়া সপরিবার প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই মুহূর্তে শাস্তা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের তাঁহাদের (স্ত্রীদের) দৃষ্টিগোচর করাইলেন। তাঁহারা আসা মাত্রই কাষায়বস্ত্রধারী, মুণ্ডিতমস্তক নিজ নিজ স্বামীদের দেখিলে তাঁহাদের চিত্ত একাগ্র নাও হইতে পারিত, ফলত মার্গফলও প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। তাই অচল শ্রদ্ধায় যখন তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখনই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত সেই ভিক্ষুদের (তাঁহাদের স্বামীদের) দর্শন করাইলেন।

তাঁহারাও (স্ত্রীগণ) তাঁহাদের (স্বামীদের) দেখিয়া পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনাদের প্রব্রজ্যাকৃত্য পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন। এইরূপ উক্ত হইলে, কেহ কেহ ভাবিলেন—'শাস্তা উৎপলবর্ণার (থেরীর) আগমন চিন্তা করিতেছেন।' শাস্তা সেই উপাসিকাদের বলিলেন—'শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভিক্ষুণী নিবাসে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।' তাঁহারা ক্রমে জনপদচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে মাঝপথে জনগণের দ্বারা আনীত সৎকার সম্মান লাভ করিয়া পদব্রজেই একশত কুড়ি যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ভিক্ষুণী নিবাসে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। শাস্তাও ভিক্ষু সহস্রকে সঙ্গে লইয়া আকাশপথে জেতবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন দিবাবিহার স্থানে এবং রাত্রিবিহার স্থানে 'অহো কি সুখ!' 'অহো কি সুখ!' বলিয়া স্বগতোক্তি করিতে করিতে বিচরণ করিতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই কথা জানাইলেন—

'ভন্তে, মহাকপ্পিন 'অহো কি সুখ!' 'অহো কি সুখ!' এই স্বগতোক্তি করিতে করিতে বিচরণ করেন। নিজের কামসুখ, রাজ্যসুখের কথাই স্মরণ করেন মনে হয়।' শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'কপ্পিন, তুমি সত্যই কি কামসুখ, রাজ্যসুখের কথা স্মরণ করিয়া ঐরূপ স্বগতোক্তি কর?'

'ভন্তে, ভগবান আপনিই জানেন কি উদ্দেশ্যে আমি স্বগতোক্তি করি বা না করি।' শাস্তা (তখন ভিক্ষুদের) বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র, কামসুখ বা রাজ্যসুখকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বগতোক্তি করে না। আমার পুত্রের ধর্মপ্রীতি ও ধর্মরতি উৎপন্ন হয়। সে অমৃত মহানির্বাণকে উদ্দেশ্য করিয়াই ঐরূপ স্বগতোক্তি করিয়া থাকে।' বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'ধর্মামৃত পানকারী অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তি সুখে প্রসন্নান্তঃকরণে (চারি ঋদ্ধি পথে) বাস করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি আর্য (বৌদ্ধ সাধনমার্গে আরূঢ় ব্যক্তিগণ কর্তৃক) প্রদর্শিত ধর্মে সর্বদা বিচরণ করায় আনন্দবোধ করেন অর্থাৎ রমিত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৭৯

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : 'ধর্মপীতি' অর্থাৎ ধর্মপানকারী। ধর্মকে পাত্রের দ্বারা যাগু প্রভৃতির ন্যায় পান করা যায় না। নববিধ লোকোত্তর ধর্মকে নামকায়ের দ্বারা স্পর্শ করিয়া ধ্যানাবলম্বনকে প্রত্যক্ষ করত চারি আর্যসত্যকে পরিজ্ঞা (পূর্ণ জ্ঞান), অভিসময় (পূর্ণ উপলব্ধি) প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করিলে প্রকৃত ধর্মরসপায়ী হওয়া যায়। 'সুখে শয়ন করে' ইত্যাদি দেশনামাত্রই। চারি প্রকার ঈর্ষাপথে থাকিয়া সুখ অনুভব করে এই অর্থ। 'প্রসন্নান্তঃকরণে অর্থাৎ অনাবিল নিরুপক্লেশে 'আর্য প্রবর্তিত' অর্থাৎ বুদ্ধাদি আর্যগণের দ্বারা প্রদর্শিত স্মৃত্যুপস্থান ভেদে বোধিপক্ষীয় ধর্মে 'সর্বদা রমিত হন' এইরূপ ধর্মরসপায়ী প্রসন্ন চিত্তে বিহারকারী পাণ্ডিত্যের দ্বারা সমন্বাগত ব্যক্তি সর্বদা রমিত হন, অভিরমিত হন। আনন্দ পান। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্নাদি হইয়াছিলেন।

মহাকপ্পিন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

পণ্ডিত শ্রামণেরের উপাখ্যান—৫

৫. উদকং হি নযন্তি নেত্তিকা উসুকারা নমযন্তি তেজনং,
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা।...৮০

অনুবাদ : সেচক জলকে (যে পথে ইচ্ছা) নিয়ে যায়, শরনির্মাতা তীরের ফলাকে আর সূত্রধর কাঠকে (ইচ্ছামত) নমিত করে। পণ্ডিতেরা দমন করেন নিজের আত্মাকে।

অন্বয় : নেত্তিকা (সেচক) হি উদকং নযন্তি (জলকে পরিচালিত করে), উসুকারা (ইষুকার, তীরনির্মাতা) তেজনং নমযন্তি (তীরের ফলাকে ইচ্ছানুরূপ নমিত করে), তচ্ছকা (তক্ষক, সূত্রধর) দারুং নমন্তি (কাষ্ঠখণ্ডকে আনত করে), পণ্ডিতা অত্তানং দমযন্তি (পণ্ডিত আত্মাকে বা নিজেকে দমন করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের প্রকৃত সুখ ভোগে নয়, সংযমে অর্থাৎ বিষয়ভোগে সংযত হওয়া। চিত্তকে বিষয়ের বাসনা থেকে ফিরিয়ে আনা, তাকে নিয়ন্ত্রিত করা সহজ নয়—খুবই দুরূহ কাজ। এই কঠিন কাজে যিনি সফল হয়েছেন—বলবান ইন্দ্রিয়গুলিকে বিচার আর বিবেকের শক্তিতে জয় করে যিনি নিজেকে অধ্যাত্মভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনিই পণ্ডিত।

'জলকে লইয়া যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পণ্ডিত শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অতীতে কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে বিংশতি সহস্র অর্হৎ পরিবার বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। জনগণ যশের অভিলাষী হইয়া আট কিংবা দশজনের দল করিয়া একত্রে আগন্তুক অন্নাদি দিয়াছিলেন। একদিন শাস্তা ভোজনকৃত্যাবসানে এইরূপভাবে (দান) অনুমোদন করিয়াছিলেন—

'উপাসকগণ, এই জগতে কেহ ভাবেন 'আমার যাহা আছে তাহা হইতে দান দিব, অন্যদের এইজন্য প্রভাবিত করিব কেন?' এবং নিজেই দান দেন,

http://kalpataruboi.org

অন্যদের দান দিতে প্রভাবিত করেন না। তিনি (ইহার ফলে) জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদ লাভ করেন, কিন্তু পরিবারসম্পদ লাভ করেন না। আর কেহ অন্যদের দান দিবার জন্য প্রভাবিত করেন, কিন্তু নিজে দেন না। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে পরিবারসম্পদ লাভ করেন, কিন্তু ভোগসম্পদ লাভ করেন না। আর কেহ নিজেও দেন না, অন্যদেরও দিবার জন্য প্রভাবিত করেন না। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করেন না, পরিবারসম্পদও লাভ করেন না, ভূক্তাবশিষ্টের দ্বারাই জীবনধারণ করেন। আর কেহ নিজেও দেন, অন্যকেও দিবার জন্য প্রভাবিত করেন। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করেন, পরিবারসম্পদও লাভ করেন।'

ইহা শুনিয়া নিকটে দণ্ডায়মান এক পণ্ডিত ব্যক্তি চিন্তা করিলেন—'আমি এমন করিব যাহাতে আমার উভয় সম্পত্তিই লাভ হয়।' তিনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আগামীকল্যের জন্য ভিক্ষা স্বীকার করুন।'

'আপনার কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন?'

'ভন্তে, আপনার পরিবারে কতজন ভিক্ষু আছেন?'

'বিংশতি সহস্র ভিক্ষু।'

'ভন্তে, সকলের সঙ্গে আগামীকল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' শাস্তা অনুমোদন করিলেন। তিনি গ্রামে প্রবেশ করিয়া 'মাতৃ-পিতৃগণ, আগামীকল্য আমাদের বাড়িতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনারা সেই কয়জনের পারেন সেই কয়জনকে দান দিন' এই বলিয়া গ্রামে বিচরণ করাকালে প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে 'আমরা দশজনকে দিব, আমরা কুড়িজনকে দিব, আমরা একশতজনকে দিব, আমরা পঞ্চশতজনকে দিব।' এইভাবে প্রথম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত (দাতাদের নাম) লিষ্টিভূক্ত করিলেন।

সেই সময়, সেই নগরে অতি দারিদ্র্যবশত একজন মহাদুর্গত ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা তাঁহাকে 'মহাদুর্গত' বলিয়াই জানিতেন। পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া 'সৌম্য মহাদুর্গত, আমি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আগামীকল্য নগরবাসিগণ দান দিবেন। আপনি কতজন ভিক্ষুর ভোজন দিতে পারিবেন?'

'প্রভু, ভিক্ষুদের দিয়া আমি কি করিব? যাঁহাদের ধন আছে তাঁহারাই ভিক্ষুদের দিতে পারেন। আমার ত আগামীকল্যের মত যাগুভাত রন্ধন করিবার মত সামান্য তণ্ডুলও নাই। আমি ত দিনমজুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। ভিক্ষুদের কি করিয়া ভোজন দিব?' যাঁহারা অন্যদের উত্তমকার্যে নিয়োজিত করেন তাঁহাদের (কিছুটা) দক্ষও হইতে হয়। সেইজন্য সেই পণ্ডিত ব্যক্তি দুর্গত ব্যক্তি 'কিছু নাই', বলিলেও নীরব না থাকিয়া বলিলেন—

'সৌম্য মহাদুর্গত, এই নগরে সুভোজন ভোজন করিয়া, সুবস্ত্র পরিধান করিয়া, নানাভরণ প্রতিমণ্ডিত হইয়া, শ্রীশয্যায় শয়ন করিয়া বহুলোক ভোগসম্পদ উপভোগ করেন। আর আপনি দিনমজুরী করিয়া পেট ভরিয়াও খাইতে পারেন

http://kalpataruboi.org

না। তথাপি 'আমি পূর্বে পুণ্য করি নাই বলিয়া কিছুই পাইতেছি না' এই কথা বুঝিতে পারেন ত?'

'হ্যাঁ প্রভু বুঝি।'

'তাহা হইলে এখন কেন পুণ্য করিবেন না? আপনি একজন বলবান যুবক। আপনার দিনমজুরী করিয়াও যথাশক্তি দান দেওয়া উচিত নহে কি?'

পণ্ডিত ব্যক্তির কথায় তিনি সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—'আমার নামও লিষ্টিভূক্ত করুন। আমি যে কোন প্রকার মজুরী করিয়া একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিব।' পণ্ডিত ব্যক্তি 'একজন ভিক্ষুর নাম লিষ্টিভূক্ত করিয়া কি করিব' বলিয়া লিষ্টিভূক্ত করিলেন না। মহাদুর্গতও গৃহে যাইয়া ভার্যাকে বলিলেন—'ভদ্রে, আগামীকল্য নগরবাসিগণ সঙ্ঘদান করিবেন।' ব্যবস্থাপক আমাকে বলিলেন—'আপনি অন্তত একজন ভিক্ষুকে দান দিন।' চল আমরা আগামীকল্য একজন ভিক্ষুকে দান দিই।' তখন তাঁহার ভার্যা 'আমরা দরিদ্র, কোথা হইতে দিব' এই কথা না বলিয়া বলিলেন—

'স্বামিন, আপনি ঠিকই করিয়াছেন। আমরা পূর্বজন্মে কিছু দান না দেওয়াতে এইজন্মে দরিদ্র হইয়াছি। আমরা উভয়ে দিন মজুরী করিয়া একজন ভিক্ষুকে হইলেও দান দিব।' এই বলিয়া উভয়ে মজুরীর সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

মহাশ্রেষ্ঠী তাঁহাকে (অর্থাৎ মহাদুর্গতকে) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য মহাদুর্গত, তুমি কি কাজ করিবে?'

'হ্যাঁ প্রভু।'

'কি কাজ করিবে?'

'যাহা আপনি করিতে বলিবেন তাহাই করিব।'

'তাহা হইলে শোন। আমি আগামীকল্যের জন্য দুই তিনশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি। (রন্ধনের জন্য) কিছু কাঠ চিরাইয়া দাও ত।' বলিয়া দাত্র-কুঠারাদি বাহির করিয়া দিলেন। মহাদুর্গত জোরে কোমর বাঁধিয়া মহা উৎসাহ সহকারে কখনও বা দাত্র, কখনও বা কুঠার লইয়া কাঠ চিরাইতে লাগিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে বলিলেন—'সৌম্য, তুমি আজ খুব উৎসাহ সহকারে কাজ করিতেছ, ব্যাপার কি বল ত?'

'প্রভু, আগামীকল্য আমি একজন ভিক্ষুকে দান দিব।'

তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন—'অহো, এই ব্যক্তি ত দুষ্কর কর্ম করিতেছে! 'আমি দুর্গত' বলিয়া নীরব না থাকিয়া 'মজুরী করিয়া একজন ভিক্ষুকে দান দিব' বলিতেছে।'

শ্রেষ্ঠী ভার্যাও তাহার (মহাদুর্গতের) ভার্যাকে দেখিয়া 'মা, তুমি কি কাজ করিবে?'

'আপনি যাহা দিবেন তাহাই করিব।' তখন শ্রেষ্ঠী ভার্যা তাহাকে ঢেঁকিশালায় লইয়া গিয়া ধামা-কুলা মুষলাদি দিলেন [এবং বলিলেন 'ধান ভাঙ্গ'] সে

http://kalpataruboi.org

ত নাচিতে নাচিতে মহানন্দে ধান ভাঙ্গিয়া তূষবিহীন করিতে লাগিল। তখন শ্রেষ্ঠী ভার্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, তোমাকে খুব খুশি খুশি দেখাইতেছে। ব্যাপার কি?'

'আর্যে, এই মজুরীর দ্বারা আমরাও একজন ভিক্ষুকে ভোজন দান করিব।' ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী ভার্যাও প্রসন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন—'অহো! দান দিবার জন্য এই নারী কি দুষ্কর কার্য করিতেছে!'

শ্রেষ্ঠী মহাদুর্গতকে কাঠ চিরানর জন্য চার নাড়ী চাউল দিয়া বলিলেন—'ইহাই তোমার ভূতি।' এবং শুভেচ্ছা হিসাবে তাহাকে আরও চার নাড়ী চাউল দিলেন।'

তিনি গৃহে যাইয়া ভার্যাকে বলিলেন—'আমি মজুরী করিয়া এই শালি লাভ করিয়াছি। ইহাই দান দিব। আর তুমি যাহা মজুরী করিয়া পাইয়াছ তাহা দ্বারা দধি, তেল (কাষ্ঠ) মশলাদি লইয়া আইস।' শ্রেষ্ঠী ভার্যাও তাহাকে এক বাটী ঘৃত, একপাত্র দধি, মশলাদি এবং এক নাড়ী শুদ্ধ তণ্ডুল প্রদান করিলেন। এইভাবে উভয়ের একত্রে নয় নাড়ী চাউল সংগৃহীত হইল। তাহারা 'দানীয় সামগ্রী আমাদের সংগৃহীত হইয়াছে' বলিয়া মহানন্দে পরের দিন প্রাতকালেই উঠিয়া পড়িলেন। ভার্যা মহাদুর্গতকে বলিলেন—'স্বামিন, যাও কিছু শাকসবজি লইয়া আইস যেন আমরা দান দিতে পারি।'

তিনি বাজারে কোন শাকসবজি না পাইয়া নদীতীরে যাইয়া 'অদ্য আমি আর্য ভিক্ষুদের দান দিতে পারিব' বলিয়া মহানন্দে গান করিতে করিতে শাকপাতা বাছিতে লাগিলেন। এক কৈবর্ত জলে মহাজাল ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে মহাদুর্গতের গান শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাকে খুব আনন্দিত দেখাইতেছে, ব্যাপার কি?'

'সৌম্য, আমি পাতা খুঁজিতেছি।'

'কেন?'

'একজন ভিক্ষুকে ভোজন দান করিব।'

'অহো! সেই ভিক্ষুর কি ভাগ্য!'

'সে তোমার শাকপাতা খাইবে?'

'কি করিব সৌম্য, আমি যাহা পাইয়াছি তাহাই খাইবেন।'

'তাহা হইলে এদিকে আইস।'

'সৌম্য, আমি কি করিব?'

'এই মাছগুলি লইয়া বিভিন্ন প্রকার আঁটীতে বাঁধ যাহাতে কোন কোনটা এক পাদ, কোন কোনটা অর্ধপাদ এবং কোন কোনটি এক কার্ষাপণ মূল্যে বিক্রি করা যায়।'

তিনি তাহাই করিলেন। নগরবাসিগণ (মাছ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং) ঐ সকল আঁটিবাঁধা মাছ কিনিয়া লইয়া গেলেন ভিক্ষুদের ভোজন করাইবার জন্য। মহাদুর্গত মাছের আঁটি বাঁধিতে বাঁধিতে ভিক্ষুদের ভিক্ষাচার বেলা উপস্থিত হইল।

http://kalpataruboi.org

বেলা দেখিয়া তিনি বলিলেন—

'সৌম্য, আমি এইবার যাইব। ভিক্ষুদের আসিবার সময় হইয়াছে।'

'কোন মাছের আঁটি পড়িয়া আছে কি?'

'না সৌম্য, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।'

'তাহা হইলে শোন, আমি আমার জন্য চারিটি রোহিত মৎস্য ঐ বালুকায় লুকাইয়া রাখিয়াছি। তুমি যদি ভিক্ষুকে খাওয়াইতে চাও ঐগুলি লইয়া যাও।' এই বলিয়া তাঁহাকে ঐ মাছগুলি প্রদান করিল।

সেইদিন প্রত্যুষকালে শাস্তা জগত অবলোকন করিয়া দেখিলেন মহাদুর্গত তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িয়াছে। তিনি ভাবিলেন—'কি হইতে পারে?' ভাবিয়া দেখিলেন 'মহাদুর্গত একজন ভিক্ষুকে ভোজনদান করিব' বলিয়া ভার্যার সঙ্গে গতকল্য দিনমজুরী করিয়াছে। কিন্তু সে কোন ভিক্ষুকে লাভ করিবে কি?' এই ভাবিয়া তিনি দেখিলেন—'লোকেরা পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা কৃত তালিকা অনুসারে ভিক্ষুদের লইয়া যাইয়া নিজ নিজ গৃহে উপবেশন করাইবে, কিন্তু মহাদুর্গত ত আমাকে ব্যতীত অন্য কোন ভিক্ষু পাইবে না!' বুদ্ধগণ স্বভাবতই দুর্গতদের অনুকম্পা করিয়া থাকেন। অতএব শাস্তা খুব প্রাতেই শরীরকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া 'মহাদুর্গতকে আমি অনুগৃহীত করিব' বলিয়া গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। মহাদুর্গতও মাছ লইয়া গৃহে প্রবেশকালে দেবরাজ শক্রের পাণ্ডুকম্বল শিলাসন উত্তপ্ত হইয়া গেল। শক্র 'কি হইতে পারে' ভাবিয়া পৃথিবী অবলোকন করিয়া দেখিলেন—'গতকল্য মহাদুর্গত 'একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিব' বলিয়া নিজের ভার্যার সঙ্গে দিনমজুরী করিয়াছে, সে কোন ভিক্ষুকে লাভ করিবে কি?' চিন্তা করিয়া দেখিলেন 'ইহার জন্য অন্য কোন ভিক্ষু নহে, স্বয়ং শাস্তা মহাদুর্গতকে অনুগৃহীত করিবার জন্য গন্ধকুটিতে বসিয়া আছেন। মহাদুর্গত নিজের গৃহে রান্না করা যাগুভাত এবং শাকপাতার ঝোল তথাগতকে দান করিবে। আমি বরং তাহার গৃহে যাইয়া পাচকের কাজ করি?' ইহা ভাবিয়া শক্র অজ্ঞাতবশে তাঁহার গৃহসমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এখানে কাহারও কি কোন মজুরী কর্ম আছে?'

মহাদুর্গত তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সৌম্য, তুমি কি কাজ করিবে?'

'প্রভু, আমি সমস্ত কাজ জানি, আমার অজানা কোন কাজ নাই। যাগু-অন্নাদিও আমি রন্ধন করিতে পারি।'

'সৌম্য, তোমার কাজের আমার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমাকে মজুরী দিবার মত কিছু দেখিতেছি না।'

'কি কাজ করিতে হইবে?'

'আমি একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে চাই। তাঁহার জন্য যাগু-অন্নাদির সুব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করি।'

'যদি ভিক্ষুকে ভিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার মজুরীর প্রয়োজন নাই।

http://kalpataruboi.org

আমারও ত পুণ্য হইবে।'

'সৌম্য, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি ভিতরে আইস।'

শক্র তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তৈল তণ্ডুলাদি আনাইয়া 'আপনি যান, নিজের তালিকাভূক্ত ভিক্ষুকে লইয়া আসুন' বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

(এদিকে) দান সংবিভাগকারী তালিকা অনুসারে ভিক্ষুদের সেই সেই গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহাদুর্গত তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—'আমার জন্য নির্দিষ্ট ভিক্ষুকে দিন।'

তাঁহার তখন চৈতন্য হইল, তিনি বলিলেন—'আমি ত তোমার ভিক্ষুর কথা ভুলিয়া গিয়াছি!' তখন মহাদুর্গত মনে হইল কেহ যেন তীক্ষ্ণ অসির দ্বারা তাহার কুক্ষিপ্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন—

'প্রভু, আমার সর্বনাশ করিবেন না। গতকল্য আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমার ভার্যার সঙ্গে দিনমজুরী করিয়া অদ্য প্রাতে শাকপাতার জন্য পদব্রজে নদীতীরে গিয়াছি। আমাকে একজন ভিক্ষু দিন।' এই বলিয়া 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লোকজন একত্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাদুর্গত তোমার কি হইয়াছে?'

তিনি সমস্ত ঘটনা তাহাদের জানাইলেন। তাঁহারা ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য, সত্যিই কি আপনি ইহাকে বলিয়াছিলেন 'তুমি দিনমজুরী করিয়া হইলেও একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দাও?'

'হ্যাঁ, বন্ধুগণ, (তাহাই বলিয়াছিলাম)।'

'আপনি খুব অন্যায় করিয়াছেন, আপনি একজন ভিক্ষুকে বিভিন্ন গৃহে পাঠাইলেন আর ইহাকে একজন ভিক্ষুও দিলেন না?' তাঁহাদের কথায় তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—

'সৌম্য মহাদুর্গত, আমার সর্বনাশ করিও না। তুমি আমাকে মহাবিপদে ফেলিয়া দিলে। লোকেরা তালিকা অনুসারে ভিক্ষুদের নিজ নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছে। আমার গৃহে উপবিষ্ট ভিক্ষু আনিয়া তোমাকে দিতে পারি না। (দেখ) শাস্তা মুখ ধুইয়া গন্ধকুটিতে বসিয়া আছেন। রাজা-যুবরাজ-সেনাপতিগণ শাস্তার গন্ধকুটির দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছেন কখন শাস্তা গন্ধকুটি হইতে বাহির হইবেন এবং শাস্তার ভিক্ষাপাত্র লইয়া যাইবেন। (দেখ), বুদ্ধগণ দুর্গতদের অনুকম্পা করিয়া থাকেন। তুমি বিহারে যাইয়া 'ভন্তে, আমি দুর্গত, আমাকে দয়া করুন' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা কর যদি তোমার পুণ্যবল থাকে তুমি নিশ্চয়ই (শাস্তাকে) পাইবে।'

তিনি বিহারে গেলেন। অন্যান্য দিন মহাদুর্গতকে দেখা যাইত (সকলের খাওয়া হইয়া গেলে) ভূক্তাবশিষ্ট খাইতে। তাই রাজা-যুবরাজেরা বলিলেন—মহাদুর্গত, এখন খাওয়ার সময় হয় নাই। কেন তুমি এখন আসিয়াছ?'

তিনি 'প্রভু জানি, এখন খাওয়ার সময় নহে। আমি শাস্তাকে বন্দনা করিতে

http://kalpataruboi.org

আসিয়াছি' এই কথা বলিতে বলিতে গন্ধকুটির চৌকাঠে মাথা রাখিয়া পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই নগরে আমা অপেক্ষা দুর্গততর আর কেহ নাই! আমার শরণ হউন। আমাকে অনুগৃহীত করুন।'

শাস্তা গন্ধকুটির দ্বার খুলিয়া পাত্র লইয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি যেন রাজচক্রবর্তীর ঐশ্বর্য পাইলেন। রাজা-যুবরাজেরা 'হাঁ করিয়া' পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শাস্তা কাহাকেও তাঁহার ভিক্ষাপাত্র দিলে জগতের কোন ঐশ্বর্যের বিনিময়েও কেহ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। (তথাপি) তাঁহারা এইরূপ বলিলেন—'সৌম্য মহাদুর্গত, শাস্তার পাত্র আমাদিগকে দাও। তোমাকে এত এত ধন দিব। তুমি দুর্গত ব্যক্তি, ধনই গ্রহণ কর। পাত্র দিয়া তুমি কি করিবে?'

মহাদুর্গত বলিলেন—'আমি কাহাকেও দিব না; আমার ধনের প্রয়োজন নাই। আমি শাস্তাকেই ভোজন করাইব।' অন্যান্যরা তাঁহার নিকট পাত্র যাচঞা করিয়া না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। রাজা ভাবিলেন—'মহাদুর্গতকে ধনের প্রলোভন দেখাইলেও শাস্তার ভিক্ষাপাত্র দিল না। আর শাস্তা নিজে কাউকে তাঁহার পাত্র দিলে অন্য কাহারও পক্ষে সেইটা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ আর কত দান করিবে! এর দানকৃত্য সম্পন্ন হইলে শাস্তাকে নিজগৃহে লইয়া যাইয়া আমার জন্য প্রস্তুত আহার তাঁহাকে দান করিব।' এই চিন্তা করিয়া (রাজা) শাস্তার সহিতই গমন করিলেন। (এদিকে) দেবরাজ শক্রও যাগু-খাদ্য-ভক্ত-শাকপাতের ঝোল প্রভৃতি রন্ধন করিয়া শাস্তার উপবেশনযোগ্য আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিয়া বসিয়াছিলেন।

মহাদুর্গত শাস্তাকে লইয়া বলিলেন—'ভন্তে প্রবেশ করুন।' মহাদুর্গতের বাসগৃহ নীচ, মাথা নত না করিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব। কিন্তু বুদ্ধগণ কখনও মাথা নত করিয়া কাহারও গৃহে প্রবেশ করেন না। তদ্রূপ গৃহ হইলে মহাপৃথিবীই অবনত হয় এবং গৃহ উর্দ্ধগত হয়। এটা বুদ্ধগণের সুদত্ত দানের ফলেই সম্ভব হইয়া থাকে। পুনরায় যখন (তাঁহারা) তদ্রূপ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন গৃহ আবার পূর্ববৎ আকার ধারণ করে। অতএব শাস্তা ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া শক্র প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। শাস্তা উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন—'সৌম্য মহাদুর্গত, আমরা যাচঞা করিলেও তুমি শাস্তার ভিক্ষাপাত্র আমাদের দাও নাই। এখন দেখিব কিভাবে তুমি শাস্তার সৎকার কর।' তখন শক্র যাগু-খাদ্যকাদির পাত্র উন্মোচন করিয়া দর্শন করাইলেন। ইহাদের সুগন্ধ সমস্ত নগরকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান। রাজা যাগু প্রভৃতি দেখিয়া ভগবানকে বলিলেন—

'ভন্তে, আমি ভাবিয়াছিলাম মহাদুর্গত আর কতই বা দান দিতে পারিবে। তাহার পর দানকৃত্য সম্পন্ন হইলে আমি শাস্তাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া আমার জন্য প্রস্তুত আহার আপনাকে দান করিব। এই ভাবিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু এইরূপ আহার ত আমি আর কখনও পূর্বে দেখি নাই। আমি এখানে থাকিলে মহাদুর্গত কষ্ট পাইবে। আমি চলিয়া যাইব' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রস্থান

http://kalpataruboi.org

করিলেন। শক্রও শাস্তাকে যাগু প্রভৃতি দিয়া সাদরে পরিবেশন করিলেন। শাস্তাও ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্র ইশারা করিলেন। মহাদুর্গত পাত্র লইয়া শাস্তার অনুগমন করিলেন। শক্র ফিরিয়া মহাদুর্গতের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে সপ্তরত্ন বর্ষিত হইয়া তাঁহার গৃহে সমস্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ করিল। তাঁহার গৃহে আর শূন্যস্থান রহিল না। তাঁহার ভার্যা পুত্রকন্যাদের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। (মহাদুর্গত) শাস্তার অনুগমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া পুত্র-কন্যাদের বাহিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্যাপার কি?'

'স্বামিন, আমাদের সমস্ত গৃহ সপ্ত প্রকার রত্নের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিবার অবকাশও নাই।'

মহাদুর্গত 'অদ্যই আমি আমার দানের ফল প্রাপ্ত হইলাম!' ইহা চিন্তা করিয়া রাজার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া 'কেন আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলে' বলিলেন—'মহারাজ, আমার গৃহ সপ্তপ্রকার রত্নের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনি সেই ধন গ্রহণ করুন।'

রাজা—'অহো, বুদ্ধগণকে দান করিলে (তাহার কি প্রভাব!) অদ্যই ফল প্রাপ্ত হইল!' এই চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তোমার কি চাই?'

'মহারাজ, ধন আনিবার জন্য এক সহস্র শকট চাই।'

রাজা এক সহস্র শকট পাঠাইয়া ধন আনাইয়া রাজাঙ্গনে ছড়াইয়া দিলেন। ধনরাশি তালপ্রমাণ হইয়াছে। রাজা নগরবাসিদের সম্মিলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই নগরে এমন কেহ আছে কি যাহার এত ধন আছে?'

'মহারাজ, কেহ নাই।'

'এইরূপ মহাধনীকে কি করা কর্তব্য?'

'মহারাজ, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠীস্থান প্রদান করা উচিত।'

রাজা তাঁহাকে মহাসৎকার করিয়া শ্রেষ্ঠীস্থান প্রদান করিলেন।

তিনি পূর্বের শ্রেষ্ঠী যে গৃহে বাস করিতেন তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—

এখানে তুমি বৃক্ষতলাদি পরিষ্কার করাইয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস কর। মহাদুর্গত সেই স্থান শোধন করাইয়া সমান করাইয়া ভূমি খননকালে বহু নিধিকুম্ভ উত্থিত হইল যেগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ছিল। তিনি রাজাকে এই বিষয় জানাইলে রাজা বলিলেন—'তোমার পুণ্যফলে এইগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব, তুমিই এইসব গ্রহণ কর।' তিনি গৃহ নির্মাণ করাইয়া সপ্তাহ যাবত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। ইহার পর যথা আয়ুষ্কাল থাকিয়া পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করিয়া আয়ুশেষে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এক বুদ্ধান্তরকাল দিব্যসুখ উপভোগ করিয়া বর্তমান বুদ্ধোৎপত্তির সময়

http://kalpataruboi.org

দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে সারিপুত্র স্থবিরের সেবককুলে শ্রেষ্ঠীকন্যার কুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতাপিতা গর্ভ প্রতিষ্ঠিতভাব জানিয়া গর্ভরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অন্য এক সময় তাঁহার মাতার এইরূপ দোহদ উৎপন্ন হইল 'অহো আমি যেন ধর্মসেনাপতি প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুকে রোহিত মৎস্যরসের দ্বারা দান দিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া (ভিক্ষুদের) আসনপ্রান্তে বসিয়া ভিক্ষুদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য ভোজন করিতে পারি।' তিনি মাতাপিতাকে এই কথা জানাইলে তদ্রূপ করা হইল। তাঁহার দোহদ প্রশমিত হইল। ইহার পর পর আরও সাতটি মঙ্গলকৃত্যে (যেমন জন্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি) রোহিত মৎস্যরসের দ্বারা ধর্মসেনাপতি প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুকে ভোজন করাইয়াছিলেন। [সমন্ত বনবাসি তিষ্য শ্রামণেরের উপাখ্যান-এ (৫/১৫) জ্ঞাতব্য]

মহাদুর্গতরূপে জন্মগ্রহণকালে প্রদত্ত রোহিত মৎস্যরস দানেরই এই ফল। নামগ্রহণ দিবসে মাতা বলিলেন—'ভন্তে, আপনার দাসকে শিক্ষাপদসমূহ প্রদান করুন।' স্থবির বলিলেন—'এই বালকের নাম কি?'

'ভন্তে, এই বালক মাতৃকুক্ষিতে উৎপন্ন হইবার সময় হইতে গৃহে যাহারা জড়-মূক-বধির তাহারাও পণ্ডিত হইয়াছে। অতএব আমার পুত্রের নাম হইবে 'পণ্ডিত'। স্থবির বালককে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিলেন। জাতদিবস হইতে 'আমি আমার পুত্রের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না' ইহা মাতার চিত্তে উৎপন্ন হইল। পুত্র সপ্ত বৎসর বয়ঙ্কালে মাতাকে বলিল—'মা, আমি স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইব।'

'বেশ বাবা, আমি তোমার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না ইহাই আমার অভিপ্রায়' ইহা বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া 'ভন্তে, আপনার দাস প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছুক। আমি সন্ধ্যাকালে ইহাকে লইয়া বিহারে আসিব' এই বলিয়া স্থবিরকে বিদায় দিয়া জ্ঞাতিদের সম্মিলিত করাইয়া 'আমার পুত্রের গৃহীকালে কর্তব্য সৎকার অদ্যই করিব' বলিয়া মহাসৎকার করাইয়া তাহাকে বিহারে লইয়া যাইয়া 'ভন্তে, ইহাকে প্রব্রজ্যা দিন' বলিয়া স্থবিরকে প্রদান করিলেন।

স্থবির প্রব্রজ্যার দুষ্করভাবের কথা জানাইলেও 'ভন্তে, আমি আপনাদের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করিব' জানাইলে 'তাহা হইলে আইস' বলিয়া মস্তকের কেশ সিক্ত করিয়া ত্বকপঞ্চক কর্মস্থান উচ্চারণ করিয়া তাহাকে প্রব্রজিত করিলেন। তাহার মাতাপিতাও সপ্তাহকাল বিহারেই অবস্থান করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে রোহিত মৎস্যরসের দ্বারা দান দিয়া সপ্তম দিবসে সায়াহ্নে গৃহে প্রস্থান করিলেন। স্থবির অষ্টম দিবসে অন্তোগ্রামে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত গেলেন না। কেন? যেহেতু শ্রামণের এখনও ঠিকভাবে পাত্রচীবর গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার ঈর্ষাপথও (দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন ও গমন) শোভন নহে। তাহা ছাড়া বিহারে স্থবিরের অনেক কর্তব্যকৃত্যও আছে। ভিক্ষুসঙ্ঘ অন্তোগ্রামে প্রবেশ করিলে স্থবির বিহারের সর্বত্র

http://kalpataruboi.org

বিচরণ করেন এবং যে স্থান সম্মার্জন করা হয় নাই সেই স্থান সম্মার্জিত করেন, শূন্য পানীয় ঘটসমূহ পূর্ণ করেন, এদিকে ঐদিকে ছড়ান মঞ্চপীঠসমূহ ঠিকঠাক করিয়া রাখেন এবং পরে গ্রামে প্রবেশ করেন। তিনি এইজন্যই এইসব করেন যাহাতে তীর্থিকগণ শূন্য বিহারে প্রবেশ করিয়া বলিতে না পারেন—

'দেখ দেখ শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকগণ কিভাবে থাকে। (অর্থাৎ অপরিচ্ছন্নভাবে থাকে)' সেইদিনও তাই শ্রামণেরের সঙ্গে পাত্রচীবর লইয়া একটু বিলম্বে (গ্রামে) পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন।

শ্রামণের উপাধ্যায়ের সঙ্গে যাইতে যাইতে মাঝপথে একটি খাল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, ইহার নাম কি?'

'শ্রামণের, ইহাকে খানা বলে।'

'ইহা দিয়া কি করা হয়?'

'এদিক সেদিক হইতে জল আনিয়া লোকেরা নিজেদের চাষবাস করিয়া থাকে।'

'ভন্তে, জলের কি চিত্ত আছে?'

'না বৎস।'

'ভন্তে, এইরূপ অচিত্তককে নিজেদের ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যায়?'

'হ্যাঁ বৎস।'

শ্রামণের চিন্তা করিল—'যদি অচিত্তক ভবরূপকে ঈপ্সিত ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইয়া নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে কেন সচিত্তকগণ চিত্তকে নিজের বশে আনিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতে সক্ষম হইবে না?' তারপর সম্মুখে যাইতে যাইতে সে দেখিল একজন ইষুকার শরদণ্ডকে অগ্নির তাপে তপ্ত করিয়া অক্ষিকোটির দ্বারা অবলোকন করিয়া ঋজু করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

'ভন্তে, ইহা কি?'

'বৎস, ইহাদের বলা হয় ইষুকার।'

'ইহারা কি করে?'

'অগ্নিতে তপ্ত করিয়া শরদণ্ডকে ঋজু করে।'

'ভন্তে, শরদণ্ড কি সচিত্তক?'

'অচিত্তক, বৎস।'

সে তখন চিন্তা করিল—'যদি অচিত্তককে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ঋজু করিতে পারে, তাহা হইলে সচিত্তকগণও নিজেদের চিত্তকে বশে আনিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতে সক্ষম হইতে পারে।' তারপর সম্মুখে যাইতে যাইতে দেখিল ছুতোর মিস্ত্রীরা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া চাকার অর, নেমি, নাভি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—

'ভন্তে, ইহারা কাহারা?'

'বৎস, ইহাদের বলা ছুতোর মিস্ত্রী।'

kalpataru boi PDF

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, ইহারা কি করিতেছে?'

'বৎস, ইহারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া শকটের চাকা প্রভৃতি তৈরি করিতেছে।'

'ভন্তে, কাষ্ঠ কি সচিত্তক?'

'বৎস, না অচিত্তক।'

তখন সে ভাবিতে লাগিল—'যদি অচিত্তক কাঠের গুঁড়িকে লইয়া চক্রাদি নির্মিত হইতে পারে, তাহা হইলে সচিত্তক ব্যক্তিগণ কেন নিজ চিত্তকে বশীভূত করিয়া শ্রমণধর্ম (শ্রামণ্য=অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত) হইতে সক্ষম হইবে না?' সে এই সকল নিমিত্ত দেখিয়া বলিল—

'ভন্তে, আপনার পাত্রচীবর যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি ফিরিয়া যাইব।'

স্থবির 'এই শ্রামণের সম্প্রতি প্রব্রজিত তরুণ শ্রামণের মাত্র হইয়া আমার অধস্তন হইয়া আমাকে এইরূপ বলিতেছে!' এই কথা মনে স্থান না দিয়া বলিলেন—'দাও শ্রামণের' বলিয়া নিজের পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন।

শ্রামণেরও উপাধ্যায়কে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় বলিল—'ভন্তে, আমার আহার আনয়নের সময় রোহিত মৎস্যের রসযুক্ত আহার আনিবেন।'

'বৎস, কিভাবে তাহা পাইব?'

'ভন্তে, আপনার পুণ্যপ্রভাবে লাভ না করিলে আমার পুণ্যপ্রভাবে (অবশ্যই) লাভ করিবেন।'

স্থবির চিন্তা করিলেন যে তরুণ শ্রামণের বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনেক উপদ্রব হইতে পারে। তাই তাহাকে চাবি দিয়া বলিলেন—'আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিবে।'

শ্রামণের (বিহারে ফিরিয়া যাইয়া) তাহাই করিল। সে নিজ করজকায়ে জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন করিয়া আত্মভাবের অনিত্যতাকে সংমর্শন করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইল। তাহার গুণতেজের দ্বারা (দেবরাজ) শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া গেল। তিনি 'ইহা কি হইল?' চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন—'পণ্ডিত শ্রামণের উপাধ্যায়কে পাত্রচীবর দিয়া 'শ্রমণধর্ম করিব' বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাকে সেখানে যাইতেই হইবে' চিন্তা করিয়া চারিজন (দিকপাল) মহারাজদের আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—'বিহারের উপবনে বসবাসকারী পাখিদের তাড়াইয়া চতুর্দিকে আরক্ষার ব্যবস্থা কর' এবং চন্দ্র দেবপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'চন্দ্রমণ্ডলকে ফিরাইয়া নাও।' সূর্য দেবপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'সূর্য মণ্ডলকে ফিরাইয়া নাও।' স্বয়ং তিনি (শক্র) যাইয়া যেখানে দরজা খোলা এবং বন্ধ করার রজ্জু ঝুলিতেছে সেখানে পাহাড়ায় বসিলেন। বিহারে শুষ্ক পত্রের পতনের শব্দও হইতেছে না। শ্রামণেরের চিত্ত একাগ্র হইল। তিনি (দ্বিপ্রাহরিক) ভোজন গ্রহণের পূর্বেই আত্মভাবকে সংমর্শন করিয়া অর্থাৎ কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করিয়া তিনটি ফল (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী এবং অনাগামী ফল) প্রাপ্ত হইলেন।

http://kalpataruboi.org

স্থবিরও 'শ্রামণের বিহারে বসিয়া আছে, তাঁহার মনোমত ভোজন ঐ পরিবারেই পাওয়া যাইতে পারে' চিন্তা করিয়া প্রেম ও গৌরবযুক্ত এক সেবকের গৃহাভিমুখে চলিলেন। সেখানে লোকেরা সেইদিন রোহিত মৎস্য লাভ করিয়া স্থবিরের আগমন প্রত্যাশা অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া 'ভন্তে, আপনি এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন' বলিয়া গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া যাগু-খাদ্যকাদি দিয়া রোহিত মৎস্য রসসহযোগে পিণ্ডপাত প্রদান করিলেন। স্থবির ঐ পিণ্ডপাত সঙ্গে লইয়া যাইবার ভাণ করিলেন। লোকেরা তখন বলিল—'ভন্তে, আপনারটা আপনি খান। লইয়া যাইবার জন্য আমরা আপনাকে আবার দিব।' তারপর স্থবিরের ভক্তকৃত্যাবসানে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র রোহিত মৎস্যরসযুক্ত ভোজন দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। স্থবির 'আমার শ্রামণের ক্ষুধার্ত' বলিয়া শীঘ্রই চলিয়া গেলেন। শাস্তাও সেইদিন যথাসময়ে ভোজন গ্রহণ করিয়া বিহারে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন—'পণ্ডিত শ্রামণের উপাধ্যায়কে পাত্রচীবর দিয়া 'শ্রমণধর্ম করিব' বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রব্রজিতকৃত্য সম্পন্ন হইবে কি?' চিন্তা করিতে করিতে সে তিনটি ফল লাভ করিয়াছে জানিয়া 'অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয় আছে কি নাই' চিন্তা করিয়া 'আছে' দেখিয়া 'আহারের পূর্বেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবে কি না' চিন্তা করিতে করিতে জানিলেন—'সক্ষম হইবে।' তখন তিনি ভাবিলেন—'সারিপুত্র শ্রামণেরের জন্য ভোজন সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই ফিরিতেছে। শ্রামণেরের ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। আমি দ্বারকোষ্ঠে পাহাড়া দিয়া বসিয়া থাকিব। সারিপুত্র আসিলে তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সারিপুত্র আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শ্রামণের প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইবে।' তারপর যাইয়া দ্বারকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া (সারিপুত্র) স্থবির উপস্থিত হইলে তাঁহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সারিপুত্র এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাযথভাবে উত্তর দিয়াছেন।

সেই সকল প্রশ্নোত্তর হইতেছে এইরূপ—

'সারিপুত্র, তুমি কি পাইয়াছ?'

'ভন্তে, আহার।'

'সারিপুত্র, আহার কি আহরণ করে?'

'ভন্তে, বেদনা।'

'সারিপুত্র, বেদনা কি আহরণ করে?'

'ভন্তে, রূপ।'

'হে সারিপুত্র, রূপ কি আহরণ করে?'

'ভন্তে, স্পর্শ।'

ইহার এই অভিপ্রায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার ভোজন করিলে তাহার ক্ষুধা তিরোহিত হইয়া সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। আহার পরিভোগের দ্বারা সুখী ব্যক্তির সুখবেদনা উৎপন্ন হইলে শরীরে বর্ণসম্পত্তি হয়। এইভাবে বেদনা রূপকে আহরণ করে। সুখী ব্যক্তির আহারজরূপবশে সুখ এবং সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, সে শয়নে,

http://kalpataruboi.org

উপবেশনে 'আমার এখন আস্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া সুখ সংস্পর্শ (বা সুখ সংস্পর্শজা বেদনা) উৎপন্ন হয়।

এইভাবে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শ্রামণের প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইল। শাস্তাও স্থবিরকে বলিলেন—'যাও সারিপুত্র, তোমার শ্রামণেরকে আহার দাও।' স্থবির যাইয়া দরজায় শব্দ করিলেন। শ্রামণের নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরের হস্ত হইতে পাত্র লইয়া এক পাশে রাখিয়া তালব্যজনের দ্বারা স্থবিরকে ব্যজন করিতে লাগিল। তখন স্থবির তাহাকে বলিলেন—

'শ্রামণের, ভক্তকৃত্য সম্পাদন কর।'

'ভন্তে, আপনি?'

'আমার খাওয়া হইয়াছে, তুমি খাও।'

সপ্তবর্ষীয় বালক প্রব্রজিত হইয়া অষ্টম দিবসে সেই মুহূর্তে বিকশিত পদ্ম-উৎপলের ন্যায় অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রত্যবেক্ষিত স্থান প্রত্যবেক্ষণ করিয়া (অর্থাৎ আহারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিয়া) উপবেশন করিয়া আহারকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি যখন পাত্র ধুইয়া রাখিয়া দিলেন তখন চন্দ্র দেবপুত্র চন্দ্রমণ্ডলকে মুক্ত করিয়া দিলেন, সূর্য দেবপুত্র সূর্য মণ্ডলকে মুক্ত করিয়া দিলেন। চারিজন দিকপাল মহারাজ তাঁহাদের আরক্ষা মুক্ত করিলেন। শক্র দেবরাজ দ্বাররজ্জু স্থানে তাঁহার আরক্ষা মুক্ত করিলেন। সূর্য মধ্যগগনে অন্তর্হিত হইল।

ভিক্ষুগণ গালমন্দ করিতে লাগিলেন—'ছায়া অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সূর্য মধ্যস্থান হইতে অন্তর্ধান করিল। শ্রামণের এখনই মাত্র ভোজন শেষ করিল। ব্যাপার কি?'

শাস্তা সেই ব্যাপার জানিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?'

'ভন্তে,... ...এই বিষয়ে।'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, পুণ্যবান ব্যক্তি শ্রমণধর্ম পালন করাকালে চন্দ্র দেবপুত্র চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য দেবপুত্র সূর্যমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল। চারিজন দিকপাল মহারাজ বিহারোপবনে আরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। শক্র দেবরাজ দ্বাররজ্জু স্থানে আরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। আর আমি 'বুদ্ধ' হইলেও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারি নাই। যাইয়া দ্বারকোষ্ঠে আমার পুত্রের আরক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং করিয়াছি। জলসেচকগণকে খানা দিয়া জল লইয়া যাইতে দেখিয়া, ইষুকারদের শর ঋজু করিতে দেখিয়া, ছুতোরকে কাষ্ঠ ছেদন করিতে দেখিয়া এইগুলিতে আলম্বন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতগণ নিজেদের দান্ত করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারে।' ইহা বলিয়া পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'মৃত্তিকা খননকারিগণ জলকে (ইচ্ছানুরূপ) লইয়া যায়, বাণপ্রস্তুতকারিগণ বাণকে নমিত করে, সূত্রধরগণ কাষ্ঠখণ্ডকে (ইচ্ছানুরূপ) নমিত করে, সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিজকে (অর্থাৎ নিজের মনকে) যেরূপ ইচ্ছা চালিত (বা দমন) করে।'

http://kalpataruboi.org

—ধর্মপদ, শ্লোক-৮০

অন্বয় : 'জলকে' পৃথিবীতে স্থলস্থানকে খনন করিয়া গর্তস্থান পূর্ণ করিয়া বা খানা তৈরি করিয়া অথবা কাঠের দ্রোণির দ্বারা ঈপ্সিত ঈপ্সিত স্থানে জল লইয়া যায় বলিয়া 'নেতৃকা' (জলসেচকগণ)। 'বাণকে' অর্থাৎ শরকে। এইরূপ বলা হয় জলসেচকগণ নিজেদের পছন্দমত স্থানে জল লইয়া যায়, ইষুকারগণ তপ্ত করিয়া শরকে 'নমিত করে' শরকে ঋজু করে। তক্ষকগণ (ছুতোর মিস্ত্রীরা) চক্রের নেমি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য কাষ্ঠখণ্ডকে তক্ষণ করিয়া কাষ্ঠকে নমিত করে। নিজের পছন্দমত ঋজু বা বাঁকা করে। এইভাবে ঈদৃশাকারের আলম্বন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্রোতাপত্তি মার্গ প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া নিজেকে 'দমিত করে'। অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বলা হয় একান্ত দান্ত। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

লকুন্টক ভদ্রিয় স্থবিরের উপাখ্যান—৬

৬. সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পন্ডিতা।...৮১

অনুবাদ : কঠিন শিলাময় পর্বত যেমন বাতাসে বিচলিত হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তেমনি নিন্দা-প্রশংসায় অবিচল থাকেন।

অন্বয় : যথা (যেমন) একঘনো (ঘন, কঠিন) সেলো (শৈল) বাতেন ন সমীরতি (বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয় না) এবং (তেমনি) পন্ডিতা (পণ্ডিত ব্যক্তিগণ) নিন্দাপসংসাসু (নিন্দা-প্রশংসাতে) ন সমিঞ্জন্তি (বিচলিত হন না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যিনি জ্ঞানী, যাঁর সত্ত্বা অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর জগত ভিতরেই বিস্তৃত; বহির্জগতের তাৎপর্য তাঁর কাছে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে। অন্তরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে বাইরের ভালমন্দ মান-অপমান নিন্দা স্তুতিকে অনায়াসেই তুল্য জ্ঞান করেন তিনি। পর্বতের মূল ধরিত্রীর যে গভীরে প্রোথিত থাকে ভূপৃষ্ঠের ঝড়-ঝঞ্ঝার কোন আলোড়নই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না। বাতাস ধীরই হোক আর প্রবলই হোক পর্বতের কাছে দুই-ই সমান। সে সব কিছু তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে থাকে অচঞ্চল।

'পর্বত' যেমন ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লকুন্টক ভদ্রিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সাধারণ শ্রামণেরগণ (লকুন্টক ভদ্রিয়) স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার মাথা, নাক, কান ধরিয়া বলিত 'কি ছোটবাবা[৫৭], তুমি বুদ্ধের শাসনে অনুরক্ত না বিরক্ত?'

স্থবির তাহাদের প্রতি ক্রোধও করিতেন না, বিদ্বেষও করিতেন না।

[৫৭]। স্থবির বামনজাতীয় ছিলেন। তাই শ্রামণেরগণ তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ছোটবাবা' বলিত।

http://kalpataruboi.org

ধর্মসভায় কথা উত্থাপিত হইল 'দেখুন বন্ধুগণ, লকুন্টক ভদ্রিয় স্থবিরকে দেখিয়া শ্রামণের প্রভৃতিরা এইভাবে এইভাবে অপদস্থ করে। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধও হন না, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্নও হন না।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?'

'ভন্তে... ...এই বিষয়।'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, অর্হৎগণ ক্রুদ্ধও হন না, বিদ্বেষভাবাপন্নও হন না। তাঁহারা কঠিন পর্বত সদৃশ, অচল এবং অকম্প্য।' এই কথা বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যেমন ঘন প্রস্তরময় কঠিন পর্বত বায়ুতে বিচলিত হয় না, সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিন্দা-প্রশংসাতে (অষ্টলোকধর্মে) বিচলিত হয় না।'— ধর্মপদ, শ্লোক-৮১

অন্বয় : 'নিন্দা প্রশংসায়' এখানে আটটির মধ্যে দুইটি লোকধর্মের কথা বলা হইয়াছে। তবে ইহার অর্থ অষ্ট লোকধর্মের বশেই জানিতে হইবে। যেমন 'একঘন' অর্থাৎ বড় বা ছোট গর্তহীন শৈল, পূর্ব-পশ্চিমাদি ভেদে আগত 'বাতেন' বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয় না, চালিত হয় না, এইরূপ অষ্ট লোকধর্মে নিমগ্ন থাকিয়াও পণ্ডিতগণ বিচলিত হয় না। বিদ্বেষ বা অনুনয়বশে চালিত হয় না, কম্পিত হয় না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন।

লকুন্টক ভদ্রিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

কাণমাতার উপাখ্যান—৭

৭. যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্পসন্নো অনাবিলো,
এবং ধম্মানি সুত্বান বিপ্পসীদন্তি পন্ডিতা।...৮২

অনুবাদ : গভীর হ্রদ যেমন প্রশান্ত ও অনাবিল, পণ্ডিত ব্যক্তিও ধর্মোপদেশ শুনে সেই রকম প্রসন্ন হয়ে থাকেন।

অন্বয় : যথাপি গম্ভীরো রহদো (গভীর হ্রদ যেমন) বিপ্পসন্নো অনাবিলো (প্রশান্ত ও অনাবিল), এবং পন্ডিতা (পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেইরূপ) ধম্মানি সুত্বান (ধর্মকথা শ্রবণ করে) বিপ্পসীদন্তি (প্রসন্ন হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জল যত গভীর, তার চাঞ্চল্য তত কম। মানুষের চিত্তের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। যতক্ষণ তা অপূর্ণ ততক্ষণ সেখানে চপলতা, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, লঘুতা; পূর্ণ হলেই তা হয় স্থির, শান্ত। চিত্তের প্রকৃত পূর্ণতা আসে ধর্মজ্ঞান থেকে। সেই পুর্ণতা সুগভীর অচলপ্রতিষ্ঠ হ্রদের সঙ্গেই তুলনীয়। উপযুক্ত আচার্যের কাছে ধর্মোপদেশ পেয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধক যে জ্ঞান আর আনন্দ লাভ করেন অচিরেই তা তাঁকে পরম শান্তির অধিকারী করে।

http://kalpataruboi.org

'গভীর হ্রদ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কাণা মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন। [উপাখ্যান বিনয় পিটকে আছে]

তখন ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ : কাণার মাতা কাণাকে পতিকুলে পাঠাইবার সময় একেবারে শূন্যহাতে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যেহেতু একে একে চারিবার পিষ্টক তৈরি করিয়াছিলেন (মেয়ে জামাইকে দিবার জন্য) চারিবারই চারিজন (বৃদ্ধ) ভিক্ষু ঐ সকল পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এদিকে কাণার স্বামী অন্য এক ভার্যা লইয়া আসিলে কাণা সেই কথা শুনিয়া 'ইহারাই (অর্থাৎ ভিক্ষুরা) আমার সংসার নষ্ট করিয়াছে' বলিয়া ঐ পথে ভিক্ষুদের দেখিলেই রাগারাগি করিত, গালাগাল দিত। ভিক্ষুরা ঐ পথ দিয়া যাইতেই পারিতেন না। শাস্তা ইহা শুনিয়া সেখানে গেলেন। কাণার মাতা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইয়া যাগু-খাদ্যকাদি দিলেন। শাস্তা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কাণা কোথায়?'

'ভন্তে, সে আপনাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রোদন করিতেছে।'

'কেন?'

'ভন্তে, সে ভিক্ষুদের দেখিলেই রাগারাগি করে, গালমন্দ করে। তাই আপনাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।'

তখন কাণার মাতা সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে কাণামাতে, আমার শিষ্যগণ তোমার নিকট হইতে দত্তদান গ্রহণ করিয়াছে, না অদত্তদান?'

'দত্তদান ভন্তে।'

'যদি আমার শিষ্যগণ পিণ্ডাচরণের সময় তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয় এবং তুমি যাহা দিয়াছ তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দোষ কোথায় হইল?

'না ভন্তে, আর্যদের (ভিক্ষুদের) কোন দোষ হয় নাই। ইহারই দোষ।'

শাস্তা তখন কাণাকে বলিলেন—'হে কাণে, আমার শিষ্যগণ পিণ্ডাচরণের সময় তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার মাতা তাহাদের পিষ্টক দিয়াছে। এখানে আমার শিষ্যদের দোষ কোথায় হইল?'

'ভন্তে, ভিক্ষুদের দোষ হয় নাই। আমারই দোষ' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর শাস্তা তাহাকে আনুপূর্বিকভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সে (কাণা) স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া বিহারে যাইবার সময় রাজাঙ্গন হইয়া গেলেন। রাজা দেখিয়া 'শাস্তা মনে হইতেছে!' জিজ্ঞাসা করিয়া 'হ্যাঁ মহারাজ' বলিলে (রাজা অমাত্যদের বলিলেন) 'যাও বল যে আমি আসিয়া বন্দনা করিব' দূত পাঠাইয়া রাজাঙ্গনে দণ্ডায়মান শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, কোথায় গিয়াছিলেন?'

http://kalpataruboi.org

'মহারাজ, কাণামাতার গৃহে।'

'কেন ভন্তে?'

'কাণা নাকি ভিক্ষুদের গালমন্দ করে, নিন্দা করে, তাই গিয়াছিলাম।'

'ভন্তে, আপনি কি তাহাকে 'নিন্দা করা হইতে' থামাইয়াছেন?'

'হ্যাঁ মহারাজ, সে ভিক্ষুদেরও আর নিন্দা করিবে না। শুধু তাহাই নহে সে এখন লোকোত্তর মার্গের অধিকারিণী হইয়াছে।'

ভন্তে, ঠিক আছে, আপনি তাহাকে লোকোত্তর মার্গের অধিকারিণী করিয়াছেন, আমি তাহাকে লোকিয় মার্গের অধিকারিণী করিব' বলিয়া রাজা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি ঢাকা দেওয়া উত্তম যান পাঠাইয়া কাণাকে ডাকাইয়া সর্বাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—'আমার কন্যাকে পোষণ করিতে পারে এমন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করুক।' অনন্তর জনৈক সর্বার্থক মহামত্র বলিলেন—'আমি মহারাজের কন্যাকে পোষণ করিব।' এই বলিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া সমস্ত ঐশ্বর্য তাহাকে দিয়া বলিলেন—

'তুমি যথারুচি পুণ্যকর্ম কর।' ইহার পর হইতে কাণা গৃহের চতুর্দ্বারে লোক নিযুক্ত করিয়া মহাদানযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াও সেবার জন্য পর্যাপ্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর খোঁজ পাইল না। কাণার গৃহদ্বারে যত্ন সহকারে রক্ষিত প্রভূত খাদ্যভোজ্য স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন—'বন্ধুগণ, পূর্বে চারিজন বুদ্ধ ভিক্ষু কাণাকে অনুতপ্ত করিয়াছিলেন। সে এইরূপ অনুতপ্ত হইয়াও শাস্তার নিকট আসিয়া শ্রদ্ধাসম্পদ লাভ করিয়াছে। শাস্তা এমন করিয়াছিলেন যাহাতে ভিক্ষুগণ পুনরায় কাণার গৃহদ্বারে ভিক্ষার জন্য যাইতে পারেন। আর এখন সেবার যোগ্য (পর্যাপ্ত) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী খোঁজ করিয়াও পাইতেছে না। অহো! বন্ধুগণ আশ্চর্য গুণসম্পন্ন।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ?'

'ভন্তে... ...এই বিষয়ে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইজন্মেই যে ঐ চারিজন বৃদ্ধ ভিক্ষু কাণাকে অনুতপ্ত করিয়াছে তাহা নহে, অতীতেও করিয়াছিল। শুধু এইজন্মেই যে কাণা আমার কথামত কাজ করিয়াছে তাহা নহে, অতীতেও করিয়াছিল' বলিয়া শ্রবণেচ্ছু ভিক্ষুদের দ্বারা যাচিত হইয়া 'বভ্রু জাতক' (জাতক নং-১৩৭) বর্ণনা করিলেন যাহার সারকথা এই গাথায় আছে :

'একটি বিড়াল খাদ্য পাইলে দ্বিতীয় বিড়ালের উদয় হয়।
এইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ তাহার পর বিড়ালের দল।'

শাস্তা বলিলেন—'তখন এখনকার চারিজন বৃদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন সেই চারিটি বিড়াল। মূষিকা ছিল এই কাণা। আমি ছিলাম সেই মণিকার।' এইভাবে জাতকের সমবধান করিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, অতীতেও কাণা দুর্মনা, আবিলচিত্তা ও বিক্ষিপ্তচিত্তা

http://kalpataruboi.org

হইয়া আমার কথায় স্বচ্ছ হ্রদের জলবৎ বিপ্রসন্নচিত্তা হইয়াছিল।' এই কথা বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'গভীর হ্রদ যেমন নির্মল ও প্রশান্ত, পণ্ডিত ব্যক্তিও তদ্রূপ ধর্মশ্রবণ করিয়া (ধর্মমার্গে প্রবেশ করিয়া) স্থির ও প্রশান্ত হইয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৮২

অন্বয় : 'হ্রদ' বলিতে চতুরঙ্গিণী সেনা অবগাহন করিলে যাহার জল বিক্ষুব্ধ হয় না এইরূপ উদকার্ণবকে গভীর হ্রদ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ চতুরাশীতি সহস্র যোজন গভীর যে মহাসমুদ্র আছে। ইহার চল্লিশ সহস্র যোজন নিম্নে বৃহৎ মৎস্যাদির দ্বারা জল সংক্ষুব্ধ হয় এবং চল্লিশ সহস্র যোজন উপরে বায়ুতে জল কম্পিত হয়। মধ্যভাগে চারি সহস্র যোজন স্থানে জল স্থির থাকে। ইহাকেই গভীর হ্রদ বলা হয়। সেই হ্রদের জল মলিনতা হীনতায় স্বচ্ছ ও প্রশান্ত বলিয়া অনাবিল। এইভাবে 'ধর্মসমূহ' হইতেছে দেশনাধর্মসমূহ। গভীর হ্রদের ন্যায় আমার দেশনাধর্ম শুনিয়া স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ প্রভাবে যাহাদের চিত্ত উপক্লেশশূন্য (অর্থাৎ কালিমাবিহীন) এবং অর্হত্ত্ব জ্ঞান লাভে বিপ্রসন্ন তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতগণই আমার ধর্ম মহাসমুদ্রে প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

কাণমাতার উপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮

৮. সব্বত্থ বে সপ্পুরিসা চজন্তি, ন কামকামা লপযন্তি সন্তো,
সুখেন ফুট্ঠা অথবা দুখেন ন উচ্চবাচং পন্ডিতা দস্সযন্তি।...৮৩

অনুবাদ : যিনি সজ্জন তিনি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে থাকেন। সাধু ব্যক্তিরা ভোগ্য বিষয়ের আলোচনায় রত হন না। সুখ বা দুঃখ যাই আসুক তারা তাতে উল্লসিত হন না বা অবসন্নও হন না।

অন্বয় : সপ্পুরিসা (সৎপুরুষেরা) সব্বত্থ বে (সর্বদাই) চজন্তি (ত্যাগ করেন), সন্তো কামকামা ন লপযন্তি (সত্ত্বগণ কাম্যবস্তুর আলোচনা করেন না)। সুখেন অথবা দুখেন (সুখে অথবা দুঃখে) ফুট্ঠা (স্পৃষ্ট) পন্ডিতা (জ্ঞানিগণ) উচ্চবাচং ন দস্সযন্তি (উচ্চাবচ দেখান না অর্থাৎ সুখে উল্লসিত বা দুঃখে অবসন্ন হন না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যিনি সৎ, ধর্মের অনুশীলনেই জীবন যাপন করেন, যিনি 'ইমং পঠবিং বিজেস্সতি' নিজের অন্তররূপ পৃথিবীকে জয় করেছেন, তিনি পৃথিবীর বশ নন, পৃথিবীই তাঁর বশ। কামনা-বাসনার সংঘাত তাঁকে আর বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। কাজেই বিষয়ে বা তার আলোচনায় তাঁর বিন্দুমাত্রও রুচি নেই। সুখেও যেমন তিনি উচ্ছ্বসিত হন না দুঃখেও তেমনি অধীর হন না। উভয়কেই তিনি একইভাবে গ্রহণ করেন—উভয়ই তাঁর কাছে তুল্যমূল্য।

'সর্বত্র সৎপুরুষগণ ত্যাগ করেন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে

http://kalpataruboi.org

বিহারকালে পঞ্চশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য ভাষণ করিয়াছিলেন। দেশনার উৎপত্তিস্থল বেরঞ্জা।

বোধি লাভের প্রথম দিকে ভগবান বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া বেরঞ্জায় যাইয়া পঞ্চশত ভিক্ষুর সঙ্গে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ মারের আবর্তনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া একদিনও বুদ্ধের প্রতি মন দিতে পারেন নাই। বেরঞ্জায় দুর্ভিক্ষ হইলে ভিক্ষুরা বেরঞ্জার ভিতরে ও বাহিরে পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডপাত না পাইয়া অনেক কষ্টে পড়িলেন। অশ্ববণিকেরা প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক প্রস্থ[৫৮] এক প্রস্থ সিদ্ধ দানা ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিক্ষুদের কষ্ট পাইতে দেখিয়া মহামৌদগল্যায়ন স্থবির ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ভিক্ষুরা মৃত্তিকা ওজঃ ভোজন করুক অথবা তিনি তাহাদের পিণ্ডপাতের জন্য উত্তরকুরুতে লইয়া যাইবেন (এইজন্য তিনি শাস্তার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন)। কিন্তু শাস্তা তাহাতে সম্মত হন নাই। ভিক্ষুগণ একদিনের জন্যও আহারের জন্য চিন্তিত হন নাই এবং ভোজনেচ্ছা বর্জন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্তা তিন মাস সেখানে থাকিয়া বেরঞ্জা ত্যাগের ইচ্ছা বেরঞ্জ ব্রাহ্মণকে জানাইলে তিনি শাস্তার সৎকার-সম্মান করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া (বেরঞ্জা হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে একদিন শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া জেতবনে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রাবস্তীবাসিগণ শাস্তাকে আগন্তুক-ভক্ত প্রদান করিলেন। তখন ভিক্ষুদের ভূক্তাবশিষ্ট ভোজনকারী পঞ্চশত দুর্গত ব্যক্তি বিহারাভ্যন্তরেই বাস করিত। তাহারা ভিক্ষুদের ভূক্তাবশিষ্ট উত্তম ভোজন খাইয়া (সুখে) নিদ্রা যাইয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া নদীতীরে যাইয়া উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করিত, লাফালাফি করিত, মল্লযুদ্ধ করিত, (নানা প্রকার) ক্রীড়া করিত—এইভাবে বিহারের ভিতরে এবং বাহিরে অনাচার করিয়াই বাস করিত। ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত করিলেন—

'দেখুন বন্ধুগণ, এই সব উচ্ছিষ্টভোজীদের দেখুন। দুর্ভিক্ষকালে ইহারা বেরঞ্জায় কোন প্রকার বিকার দেখায়নি। এখন এইরূপ উৎকৃষ্ট আহার ভোজন করিয়া নানাপ্রকার বিকার প্রদর্শন করিয়া বিচরণ করিতেছে। ভিক্ষুগণ বেরঞ্জায়ও শান্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, এখনও শান্ত-উপশান্ত হইয়াই অবস্থান করিতেছেন।' শাস্তা ধর্মসভায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?'

'এই বিষয়... ...।'

'হে ভিক্ষুগণ, পূর্বজন্মেও ইহারা গদ্রভযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চশত গদ্রভ হইয়া পঞ্চশত শিক্ষিত ঘোটকের সুমধুর দ্রাক্ষারসের পীতাবশেষ পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া বিকট চিৎকার করিতে করিতে বিচরণ করিত। ঘোটকদের পীতাবশেষ উচ্ছিষ্ট (দ্রাক্ষাফলের) ছোবড়া জলের দ্বারা মর্দিত করিয়া একপ্রকার

[৫৮]। ২৫০ গ্রামের চাইতে একটু কম জিনিস ধরে এইরকম বেতের পেটিকা।

http://kalpataruboi.org

শণনির্মিত ছাঁকনিতে ছাঁকার কারণে অদ্ভুত বিশ্রী একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত হইত যাহা নীরস জঘন্য। এই পানীয়ই গদ্রভদের পান করিতে দেওয়া হইত। কারণ তাহারা ঘোটকদের জন্য খাদ্য বহন করিত।' এই বলিয়া বালোদক জাতক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন যাহার সারমর্ম এই গাথায় বর্ণিত হইয়াছে—

'অতি অল্প রসযুক্ত নিকৃষ্ট হীন জল পান করিয়া গর্দভের দল মত্ত হয়। রসের সারাংশ উৎকৃষ্ট (দ্রাক্ষা) রস পান করিয়াও সিন্ধু-অশ্ব অপ্রমত্ত থাকে।

হে নরনাথ, যাহার নীচকুলে জন্ম, অল্প পান করিলেও তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। যে উচ্চকুলে জাত, শ্রেষ্ঠ বাহন সে উত্তম রসাগ্র পান করিয়াও প্রমত্ত হয় না।' এইভাবে বালোদক জাতক (জাতক নং-১৮৩) বর্ণনা করিয়া শাস্তা বলিলেন—'ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষেরা (অষ্ট) লোকধর্ম বর্জন করিয়া সুখের সময়ে বা দুঃখের সময়ে নির্বিকারই থাকে।' এই বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'পণ্ডিত ব্যক্তি পঞ্চস্কন্ধাদিতে আসক্তি ত্যাগ করেন, সাধু ব্যক্তি কাম্য বস্তুর বিষয় আলাপ করেন না; সুখে অথবা দুঃখে পড়িয়া তাঁহারা উচ্চাবচ অর্থাৎ উন্নত বা অবনত আকার ধারণ করেন না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৮৩

অন্বয় : 'সর্বত্র' অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধাদি ভেদে সকল ধর্মে। 'সৎপুরুষগণ' অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। 'ত্যাগ করেন' অর্থাৎ অর্হত্ত্বমার্গ জ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ছন্দরাগ ত্যাগ করেন। 'কামকামী' অর্থাৎ কামসমূহকে কামনা করিয়া, কামহেতু এবং কামের কারণে। 'আলাপ করেন না' অর্থাৎ সাধু ব্যক্তি, বুদ্ধ প্রভৃতি সৎপুরুষগণ নিজেরাও কাম্যবস্তুর বিষয় আলাপ করেন না, অন্যদেরও ঐ বিষয়ে আলাপ করান না। যাহারা ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া ভিক্ষাচারকালে লোকদের 'কি উপাসক, তোমার স্ত্রীপুত্রেরা সুখে আছে ত? রাজচোরাদিবশে বা দ্বিপদ-চতুষ্পদে তোমার কোন উপদ্রব নাই ত?' ইত্যাদি বলে, তাহাকেই বলা হয় নিষ্প্রয়োজনীয় বৃথা আলাপ। ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে (উপাসকেরা বলেন) 'হ্যাঁ ভন্তে, আমাদের সকলেরই কুশল। কোন উপদ্রব নাই, আমার গৃহে এখন অন্নপানের অভাব নাই। আপনারা এখানেই থাকুন' এইভাবে নিজেদের নিমন্ত্রণ আদায় করাকে বলা হয় অন্যদের দ্বারা বলানো। সাধু ব্যক্তি এই উভয় প্রকার পন্থাই বিসর্জন করেন।

'সুখে বা দুঃখে পড়িয়া' ইহা দেশনামাত্র। অর্থাৎ দুইটি কথা বলা হইলেও এখানে অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ার কথাই বলা হইয়াছে। অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া তাহারা তুষ্টিভাব বা লজ্জিতভাবের বশে বা সুনাম-দুর্নামের বশে 'উচ্চাবচ' বা উন্নত বা অবনত আকার পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করেন না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

kalpataru boi. org

http://kalpataruboi.org

ধার্মিক স্থবিরের উপাখ্যান—৯

৯. ন অত্তহেতু ন পরস্স হেতু ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্ঠং,
ন ইচ্ছেয্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো স সীলবা পঞ্ঞবা
ধম্মিকো সিযা।...৮৪

অনুবাদ : যিনি নিজের অথবা অপরের জন্য পুত্র, ধন বা রাজ্য কামনা করেন না, যিনি অধর্মের পথে নিজের সমৃদ্ধিও চান না, তিনিই শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক।

অন্বয় : [যো] অত্তহেতু (যিনি নিজের জন্য) পরস্স হেতু (বা পরের জন্য) ন পুত্তম্ নধনম্ ইচ্ছে ন রট্ঠং ইচ্ছে (পুত্র, ধন বা রাষ্ট্র কিছুই ইচ্ছা করেন না), অধম্মেন অত্তনো সমিদ্ধিম্ (অধর্মের দ্বারা আত্মসমৃদ্ধি) ন ইচ্ছেয্য (ইচ্ছা করেন না) স (তিনি) সীলবা (শীলবান) পঞ্ঞবা (প্রজ্ঞাবান) ধম্মিকো সিযা (ধার্মিক হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধার্মিক ব্যক্তি জানেন যে এমন কিছু ধন আছে যে ধনে ধনী হলে অন্য সব ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। তার বাইরে আর কিছু তাই চাওয়ারও নেই, পাওয়ারও নেই। তাই সাধুর লক্ষণই হচ্ছে পার্থিব ভোগসুখের উপকরণ বা প্রেয়বস্তু বা ধন, পুত্র প্রভৃতির প্রতি স্পৃহাশূন্যতা। তিনি জানেন—বিত্ত মানুষকে তৃপ্তি দেয় না, ভোগের পথে মানুষের কল্যাণও লাভ হয় না। তাই যা প্রেয় তাই কাম্য নয়, কাম্য হচ্ছে শ্রেয় যার দ্বারা জ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়।

'নিজের জন্য নহে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ধার্মিক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে জনৈক উপাসক ধর্ম ও শম গুণ অবলম্বন করিয়া সংসারে বাস করিতেন। তিনি প্রব্রজ্যা লাভেচ্ছু হইয়া একদিন ভার্যার সঙ্গে বসিয়া সুখে আলাপ করিবার সময় বলিল—'ভদ্রে, আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।'

'ঠিক আছে প্রভু। যতদিন আমার গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম না দিতেছি ততদিন অপেক্ষা করুন।' (যথাকালে পুত্রের জন্ম হইল) পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল তিনি আবার ভার্যাকে বলিলেন।

ভার্যা বলিল—'প্রভু আর একটু অপেক্ষা করুন। ছেলেটি বয়ঃপ্রাপ্ত হউক।'

'ইহার নিকট অনুমতি লাভ করি বা না করি ইহাতে কি আসিয়া যায়? আমি নিজের দুঃখ হইতে মুক্ত হইব' ইহা চিন্তা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া (দিরা-রাত্র) কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নিজের প্রব্রজ্যা লাভের উদ্দেশ্য সফল করিলেন এবং একদিন তাহাদের (স্ত্রীপুত্রকে) দেখিবার জন্য পুনরায় শ্রাবস্তীতে যাইয়া পুত্রকে ধর্মোপদেশ দিলেন। সেও সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইল। প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ভার্যা (গৃহস্থ জীবনের) চিন্তা করিল 'যাহাদের উদ্দেশ্যে আমার এই গৃহবাস, তাহারা উভয়েই প্রব্রজিত হইয়াছে। আমার আর সংসারে থাকিয়া লাভ কি! আমিও প্রব্রজিত হইব'

http://kalpataruboi.org

বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইল। প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইল। একদিন ধর্মসভায় এই কথা সমুত্থাপিত হইল 'বন্ধুগণ, ধার্মিক উপাসক নিজে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে গৃহত্যাগ করত প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রেরও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি একত্রিত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে।'

'ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের জন্য বা পরের জন্য সমৃদ্ধি কামনা করে না। ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মকেই নিজের শরণরূপে গ্রহণ করিবে' ইহা বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যিনি নিজের বা পরের জন্য পুত্র বা ধন বা রাজ্য কিছুই ইচ্ছা করেন না, যিনি অধর্ম দ্বারা নিজ সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, তিনি শীলসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক হইয়া থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৮৪

অন্বয় : 'নিজের জন্য' ইত্যাদি পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের জন্য বা পরের জন্য পাপকর্ম করেন না। 'পুত্র ইচ্ছা করেন না' পুত্র বা ধন বা রাজ্য পাপকর্মের দ্বারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। এইসব কামনা করিয়া পাপকর্ম সম্পাদন করেন না এই অর্থ। 'নিজের সমৃদ্ধি' যাহা নিজের সমৃদ্ধি তাহাও অধর্মের দ্বারা ইচ্ছা করিবেন না। সমৃদ্ধির কারণেও পাপ করেন না এই অর্থ। 'তিনি শীলবান', এইরকম ব্যক্তিই শীলবান, প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক হইয়া থাকেন। অন্য কেহ নহে এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন।

ধার্মিক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

ধর্মশ্রবণের উপাখ্যান—১০

১০. অপ্পকা তে মনুস্সেসু যে জনা পারগামিনো,
অথাযং ইতরা পজা তীরমেবানুধাবতি।

১১. যে চ খো সম্মদক্খাতে ধম্মে ধম্মানুবত্তিনো,
তে জনা পারমেস্সন্তি মচ্চুধেয্যং সুদুত্তরং।...৮৫-৮৬

অনুবাদ : মানুষের মধ্যে (ভবসাগরের) পারে যেতে পারে অল্প কয়েকজনই। অন্যেরা শুধু তীরেই ছোটাছুটি করে। তবে সুব্যাখ্যাত ধর্মের পথ যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁরা অবশ্যই সুদুস্তর মৃত্যুলোক অতিক্রম করেন।

অন্বয় : মনুস্সেসু (মনুষ্যগণের মধ্যে) যে জনা (যে সব লোক) পারগামিনো (পারগামী অর্থাৎ সংসার সমুদ্র পার হতে সক্ষম) তে অপ্পকা (তাঁরা অল্পসংখ্যক), অথবা ইতরা পজা (অবশিষ্ট লোক) তীরম্ এব অনুধাবতি (তীরেই ধাবমান)। যে চ খো (যাঁরাই) ধম্মে সম্মদক্খাতে (সম্যক ব্যাখ্যাত ধর্মে রত থেকে)

http://kalpataruboi.org

ধম্মানুবত্তিনো (সেই ধর্মের অনুবর্তী হন) তে জনা (সেই লোকেরা) সুদুত্তরং (সুদুস্তর) মচ্চুধেয্যং (মৃত্যুর অধিকার, অর্থাৎ মৃত্যুরূপ সংসার সাগরের) পারম্ এস্সন্তি (পার অতিক্রম করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসার পারাপারের 'যে দেখি অগাধ বারি', সেখানে 'বহিছে তুফান নাহিক বিরাম'। অথচ মানষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে মুক্তি বা নির্বাণ, তা এই সমুদ্র পার হতে পারলে তবেই লভ্য। বেশির ভাগ মানুষ তীর থেকে তুফান আর তরঙ্গাসঙ্কুল জলধির ভীষণরূপ দেখেই ভয় পেয়ে পারে যাবার আশা ত্যাগ করে। কেউবা হয়তো দুর্বল চেষ্টায় অসফল হয়ে খানিক পরেই পিছু হটে আবার আশ্রয় নেয় তীরে। পারে যাওয়ার ভাগ্য হয় শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই যাঁরা সঙ্কল্পে অটল, সদ্গুরু উপদিষ্ট ধর্ম সুদৃঢ় কবচের মত যাঁদের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। যাঁরা 'অনিত্য বিষয় ত্যাজে আর নিত্য নিত্যময়ে ভজে' তাঁরা জন্মমরণময় এই নশ্বর সংসারে থেকে অক্ষয় অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হন।

'মনুষ্যগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ধর্মশ্রবণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে কোন একটি রাস্তার অধিবাসি মনুষ্যগণ একত্রিত হইয়া গণদান দিয়া সারারাত্রি যাবৎ ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। কিন্তু সারারাত্রি ধরিয়া ধর্মশ্রবন করিতে (অনেকেই) সক্ষম হইলেন না। কেহ কেহ কামরতিবশত পুনরায় গৃহেই চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ দ্বেষবশত শুনিল না, কেহ কেহ মানবশত শুনিল না; কেহ কেহ বা তন্দ্রালস্যবশত সেখানেই বসিয়া ঘুমের ঘোরে ধর্ম শুনিতে সক্ষম হন নাই। পরের দিন ভিক্ষুগণ সেই বিষয় জানিয়া ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন। শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনা করিতে এখানে সম্মিলিত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ সামগ্রিকভাবে ভবনিশ্রিত। ভবেতেই তাহারা মগ্ন থাকে। পারগামীর সংখ্যা অল্পই।' এই বলিয়া পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় ঘটাইয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'মনুষ্যগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নির্বাণ সাগরের পারগামী হইতে পারে, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কেবল তীরে দোঁড়াইতে থাকে (অজ্ঞানতা মধ্যে বিচরণ করে)। —ধর্মপদ, শ্লোক-৮৫

'যাহারা উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত ধর্মের অনুসরণ করে, তাহারা নিশ্চিত সুদুস্তর (দূরতিক্রম্য) যমরাজ্য অতিক্রমপূর্বক নির্বাণ লাভ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৮৬

অন্বয় : 'অল্প' অর্থাৎ বেশি নহে। 'পারগামী' অর্থাৎ নির্বাণপারগামী। 'অন্যান্য মনুষ্যরা' অন্যান্য লোকেরা সৎকায়দৃষ্টির তীরেই দৌঁড়াইতে থাকে। ইহাদের সংখ্যা বেশি। 'উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত ধর্মে' অর্থাৎ উত্তমরূপে আখ্যাতে সুকথিতে। 'ধর্মে' দেশনাধর্মে। 'ধর্মানুবর্তী' সেই ধর্ম শুনিয়া তদনুকূল প্রতিপদ পূর্ণ করিয়া

http://kalpataruboi.org

মার্গ এবং ফল লাভের দ্বারা ধর্মানুবর্তী। 'পারগামী হয়' এইরূপ ব্যক্তিরা নির্বাণপারে যাইবে। 'যম রাজ্য' ক্লেশমারসঙ্খাত মৃত্যুর (যমের) নিবাস স্থানভূত ত্রৈভূমিকবর্ত। 'সুদুত্তর' যে সমস্ত ব্যক্তি ধর্মানুবর্তী তাহারা এই 'সুদুত্তর' দূরতিক্রম্য 'যমরাজ্য' উত্তীর্ণ হইয়া অতিক্রম করিয়া নির্বাণপারে যাইবে এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্মশ্রবণ-বস্তু সমাপ্ত

পঞ্চশত আগন্তুক ভিক্ষুর উপাখ্যান—১১

১২. কণ্হং ধম্মং বিপ্পহায সুক্কং ভাবেথ পন্ডিতো,
ওকা অনোকং আগম্ম বিবেকে যত্থ দূরমং।

১৩. তত্রাভিরতিমিচ্ছেয্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো,
পরিযোদপেয্য অত্তানং চিত্তক্লেসে হি পন্ডিতো।

১৪. যেসং সম্বোধি-অঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং,
আদান-পটিনিস্সগ্গে অনুপাদায যে রতা।
খীণাসবা জুতীমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা।...৮৭-৮৯

অনুবাদ : পণ্ডিত ব্যক্তি কৃষ্ণ বা অসত্য ধর্মের অন্ধকার ত্যাগ করে শুক্ল বা সত্যধর্মের আলোকে প্রবেশ করেন। আগার (গৃহ) থেকে অনাগারত্ব লাভ করে তিনি সেই নিঃসঙ্গতায় দিব্য আনন্দের সাধনা করেন যাতে আনন্দলাভ সহজসাধ্য নয়। কামনা-বাসনা পরিহার করে তিনি চিত্তকে সমস্ত মলিনতা থেকে মুক্ত করেন। সম্বোধি-অঙ্গে[৩৯] যাঁদের চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁরা গ্রহণে অনাসক্ত, বৈরাগ্য-নিরত, সেই শুদ্ধাত্মা, জ্যোতির্ময় পুরুষেরা ইহজগতেই নির্বাণ লাভ করেন।

অন্বয় : পন্ডিতো (জ্ঞানী) কণ্হং ধম্মং (কৃষ্ণধর্ম, অজ্ঞানতা) বিপ্পহায (ত্যাগ করে) সুক্কং (শুক্লধর্ম, জ্ঞানালোক) ভাবেথ (চিন্তা করবেন, অনুসরণ করবেন), ওকা (গৃহী) অনোকং আগম্ম (গৃহহীন হয়ে) যত্থ দূরমং (যে স্থান দূরম্য অর্থাৎ ভোগহীন) তত্র বিবেকে অভিরতিং ইচ্ছেয্য (সেখানে বিবেক বা নির্বাণে অভিরতি ইচ্ছা করবেন)। কামে হিত্বা (কামনা পরিত্যাগ করে) অকিঞ্চনো (অকিঞ্চন হয়ে) পন্ডিতো (জ্ঞানী) চিত্তক্লেসে হি (চিত্তক্লেশ থেকে) অত্তানং (নিজেকে) পরিযোদপেয্য (পরিশুদ্ধ রাখবেন)। যেসং চিত্তং (যাঁদের চিত্ত) সম্বোধি-অঙ্গেসু (বোধিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত), সম্মা সুভাবিতং (সম্যক সুভাবিত) যে আদান-পটিনিস্সগ্গে (যাঁরা গ্রহণে অনাসক্ত) খীণাসবা (ক্ষীণস্রব) জুতীমন্তো (জ্যোতিষ্মান) তে (তাঁরা) লোকে (ইহলোকে) পরিনিব্বুতা (পরিনির্বাণ লাভ করেন)।

৩৯। স্মৃতি, ধর্মবিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি আর উপেক্ষা—এই সাতটি বস্তুকে বোধির অঙ্গ বলা হয়। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য এগুলি অপরিহার্য।

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সৎপথে চলা সহজ নয়। সে পথে অজস্র বিপথের হাতছানি, ধর্মের মুখোশ পরে সহস্র অধর্মের প্রলোভন এসে ভিড় করে। যিনি জ্ঞানী তিনিই জানেন কোন পথ গেছে অন্ধকারের দেশে, কোন পথে মিলবে আলোর, অমৃতের সন্ধান। তাঁর কঠিন সাধনার সঙ্গী মেলে কমই, কেননা যেখানে শুধুই কৃচ্ছ্রতা, সেখানে ইন্দ্রিয়সুখের অবকাশ নেই। একাকিত্বের দুঃসহ সেই সাধনায় সুস্থির হলে, সমস্ত মালিন্য দূর হয়ে আলোকে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চিত্ত। এই জন্মেই ঘটে যায় তাঁর 'জনম জনমান্তর'। আর যে বস্তু লাভ করলে অন্য সমস্ত লাভই তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই পরিনির্বাণ লাভ করে ধন্য হন তিনি।

'কৃষ্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চশত আগন্তুক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

কোশলরাজ্যে পঞ্চশত ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করিয়া বর্ষাবাসের শেষে 'শাস্তাকে দেখিতে যাইব' বলিয়া জেতবনে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাদের প্রতিকূল চর্যার কথা শুনিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

'পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের (কৃষ্ণকর্ম) দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক (শুক্লকর্ম) বৈরাগ্যপূর্ণ পুণ্যময় জীবনযাপন করেন; যে বিবেক (নির্বাণ) লাভ দুষ্কর, পণ্ডিত ব্যক্তি বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের মলিনতা পরিহারপূর্বক সেই বিবেকে অভিরমণ করেন।—ধর্মপদ, শ্লোক-৮৭-৮৮

যাঁহাদের চিত্ত সপ্ত বোধিজ্ঞানে (সপ্ত বোধ্যঙ্গে) সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁহারা উপাদান পরিত্যাগ করিয়া অনুপাদানে রত তাঁহারাই ইহলোকে ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ), জ্যোতিষ্মান এবং পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৮৯

অন্বয় : 'কৃষ্ণ ধর্ম' অর্থাৎ কায়দুশ্চরিতাদি অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শুক্লকে ভাবনা কর। পণ্ডিত ভিক্ষু অভিনিষ্ক্রমণ হইতে শুরু করিয়া অর্হত্ত্বমার্গ লাভ পর্যন্ত কায়সুচরিতাদি কুশল ধর্ম ভাবনা করেন। কিভাবে? 'গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়া' 'ওক' হইতেছে আলয়, অনোক হইতেছে অনালয়। আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনালয় নামক নির্বাণকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিয়া ভাবনা করিবেন—এই অর্থ। 'সেখানে অভিরতি ইচ্ছা করিবেন' অর্থাৎ যে অনালয় নামক বিবেকে নির্বাণে এই সকল সত্ত্বগণের দ্বারা দূরভিরম্য, সেখানে অভিরতি ইচ্ছা করিবেন। 'কাম ত্যাগ করিয়া' বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম ত্যাগ করিয়া 'অকিঞ্চন' হইয়া বিবেকে অভিরতি ইচ্ছা করিবেন ইত্যর্থ। 'চিত্তক্লেশের দ্বারা' অর্থাৎ পঞ্চ নীবরণের বন্ধন হইতে নিজেকে বিশুদ্ধ করিবেন, পরিশুদ্ধ করিবেন। সম্বোধির সপ্ত অঙ্গসমূহে সম্যকভাবে চিত্তকে সুভাবিত করিতে হইবে। হেতুর দ্বারা নয়-দ্বারা চিত্ত সুষ্ঠুভাবে ভাবিত বর্ধিত। উপাদানের অগ্রহণ, ত্যাগ। 'আদান' হইতেছে গ্রহণ। ইহার ত্যাগ নামক অগ্রহণে চারি উপাদানের কোনটিকেই গ্রহণ না করিয়া। 'জ্যোতিষ্মান' প্রভাববান, অর্হত্ত্ব মার্গের জ্ঞান-দ্যুতির দ্বারা স্কন্ধাদিভেদে ধর্মসমূহ স্পষ্টীকৃত করিয়া স্থিত। 'তাহারা জগতে' অর্থাৎ এই স্কন্ধাদিলোকে

http://kalpataruboi.org

'পরিনিবৃত' অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি হইতে শুরু করিয়া ক্লেশবর্ত্মের দূরীকরণহেতু সর্বোপাদিশেষ নির্বাণে। অন্তিম চিত্তনিরোধের দ্বারা স্কন্ধবর্ত্মের দূরীকরণহেতু অনুপাদিশেষ নির্বাণে। এই দুই প্রকার পরিনির্বাণের দ্বারা পরিনিবৃত, উপাদানশূন্য প্রদীপবৎ অবিজ্ঞপ্তিকভাব (অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যাহার কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না) প্রাপ্ত হইয়াছেন ইত্যর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

আগন্তুক পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

পণ্ডিত-বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

http://kalpataruboi.org

ধর্মপদ অর্থকথা

পঞ্চম খণ্ড (অর্হৎবর্গ - দণ্ডবর্গ)

৭. অর্হৎ বর্গ

জীবক-প্রশ্ন উপাখ্যান—১

১. গতদ্ধিনো বিসোকস্‌স বিপ্পমুত্তস্‌স সব্বধি,
সব্বগন্থপ্পহীনস্‌স পরিলাহো ন বিজ্জতি।...৯০

অনুবাদ : সংসারের পথ যাঁর শেষ হয়েছে, যিনি বীতশোক, সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং সর্ববন্ধনহীন, তাঁর কোন তাপ নেই।

অন্বয় : গতদ্ধিনো (গতাধ্বন, যাঁর পথ চলা শেষ হয়েছে) বিসোকস্‌স (যিনি বিগতশোক) সব্বধি বিপ্পমুত্তস্‌স (সর্বপ্রকারে বিমুক্ত) সব্বগন্থপ্পহীনস্‌স (সর্বগ্রন্থিহীন) [তাঁরা] পরিলাহো (পরিদাহ, দুঃখ) ন বিজ্জতি (থাকে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতিগুলি সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিকেই অভিভূত করে। সংসার সমুদ্রের পারে যিনি পৌঁছেছেন তাঁকে এরা স্পর্শ করতে পারে না—এই সবেরই ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন তিনি। বিষয় থেকে নিবৃত্ত বলে কোন বন্ধন তাঁকে আবদ্ধ করে নামকায়িক বা মানসিক কোন দুঃখও বিচলিত করে না তাঁকে। বিশাল সমুদ্রের মত উদার তাঁর চিত্ত সুগভীর শান্তিতে আর আনন্দে অচঞ্চল থাকে।

'গতদ্ধিনো' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জীবকের আম্রবনে অবস্থানকালে জীবকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। 'জীবকবস্তু স্কন্ধে' (মহাবস্তু, ৩২৬) বিস্তৃতভাবে বলা আছে।

একসময় দেবদত্ত অজাতশত্রুর সহিত একত্র হইয়া গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ করিয়া 'শাস্তাকে হত্যা করিব' এইরূপ প্রদুষ্টচিত্তে একটি শিলা নিক্ষেপ করিলেন। দুইটি পর্বতশীর্ষ ইহাকে ধারণ করিল, কিন্তু বিদীর্ণ হইয়া একটি প্রস্তরখণ্ড ভগবানের পাদকে আঘাত করিয়া রক্তপাত ঘটাইল। ভগবান ভীষণ বেদনায় কষ্ট পাইলে ভিক্ষুরা তাঁহাকে মদ্রকুচ্ছিতে লইয়া গেলেন। শাস্তা সেখান হইতে জীবকের আম্রবনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন—'আমাকে সেখানে লইয়া যাও।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে জীবকের আম্রবনে লইয়া গেলেন। জীবক সেই ঘটনা শুনিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ব্রণ উপশমের জন্য বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া

http://kalpataruboi.org

ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, আমি নগরাভ্যন্তরে জনৈক ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়া আসিয়াছি। আমি তাহার নিকট যাইয়া পুনরায় আসিব। আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমি যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা যেন ঐ অবস্থাতেই থাকে।' তিনি যাইয়া ঐ ব্যক্তির কর্তব্যকৃত সম্পাদন করিয়া ফিরিবার সময় নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কিছুতেই নগরের বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—'অহো! আমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি। আমি সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে যেরূপ করিয়া থাকি, তথাগতের পাদেও তীব্র ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়াছি। এখন ত সেই বন্ধন খোলার সময়। বন্ধন না খুলিলে সারারাত্রি ভগবানের শরীরে দাহ উৎপন্ন হইবে।' সেই মুহূর্তে শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—'আনন্দ, জীবক সায়ংকালে প্রত্যাগমনকালে নগরদ্বার রুদ্ধ হওয়ায় আসিতে পারিল না। এখন ত ক্ষতস্থানের বন্ধন খুলিয়া ফেলার সময়। তুমি খুলিয়া ফেল।' স্থবির খুলিয়া দিলেন। ক্ষতস্থান বৃক্ষবাকলের ন্যায় অপগত হইল। জীবক অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তার নিকট দ্রুত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনার শরীরে নিশ্চয়ই দাহ উৎপন্ন হইয়াছে।' শাস্তা বলিলেন—

'হে জীবক, তথাগতের সমস্ত পরিদাহ বোধিমণ্ডপেই উপশান্ত হইয়াছে।' তারপর পূর্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদানকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যাঁহার পথ চলা শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক হইয়াছেন, যিনি সর্ব প্রকারে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার কোন দুঃখ নাই। (ধর্মপদ, শ্লোক-৯০)

অন্বয় : 'গতদ্ধিনো' অর্থাৎ গতমার্গ ব্যক্তির। অধ্বা দুই প্রকার—কান্তার অধ্বা এবং বর্ত্ম অধ্বা। ইহাদের মধ্যে কান্তার প্রতিপন্ন ব্যক্তি যতক্ষণ না ঈপ্সিত স্থান প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ সে অধ্বিকই। ইহা প্রাপ্ত হইলেই গতধ্বি নাম হয়। বর্ত্ম সন্নিশ্রিত সত্ত্বগণও যতক্ষণ বর্ত্মে থাকে, ততক্ষণ তাহারা অধ্বনাই। কেন? বর্ত্মের শেষ করে নাই বলিয়া। স্রোতাপন্নাদি ব্যক্তিগণও অধ্বনাই। আর বর্ত্মকে যিনি নিঃশেষ করিয়া স্থিত তিনি হইতেছেন ক্ষীণাস্রব, যাহাকে বলা হয় গতাধ্বন্য। সেই গতাধ্বন্য ব্যক্তির। 'বিশোকের' বর্ত্মমূলক শোক বিগত হইয়াছে যাহার সেই বিশোকের। 'সর্বতোভাবে বিপ্রমুক্তের' অর্থাৎ সমস্ত প্রকার স্কন্ধাদি ধর্মসমূহে যে বিপ্রমুক্ত হইয়াছে। 'সমস্ত গ্রন্থি যাহার প্রহীন হইয়াছে' অর্থাৎ চারি প্রকার গ্রন্থির (অভিধ্যা, ব্যাপাদ, শীলব্রত পরামর্শ এবং সত্যাভিনিবেশ) প্রহীন যে করিয়াছে সেই সর্বগ্রন্থ প্রহীন।

'পরিদাহ থাকে না' পরিদাহ দুই প্রকার—কায়িক এবং চৈতসিক। যাহারা ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) তাহাদের শীতোষ্ণজনিত কায়িক পরিদাহ অনিবৃর্তই তাই জীবক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শাস্তা ধর্মরাজ বলিয়া, দেশনাবিধিকুশলী বলিয়া,

http://kalpataruboi.org

চৈতসিক পরিদাহবশে দেশনাকে বিনিবর্তিত করিয়া বলিলেন—'হে জীবক, পরমার্থবশে এইরূপ ক্ষীণাস্রব ব্যক্তির পরিদাহ থাকে না।' দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জীবক-প্রশ্ন উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাকাশ্যপ স্থবিরের উপাখ্যান—২

২. উয্যুঞ্জন্তি সতিমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে,
হংসা'ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তি তে।...৯১

অনুবাদ : স্মৃতিমান ব্যক্তিরা (ধর্মলাভে) উদ্যমী হন, গৃহমুখে তাঁদের আসক্তি নেই। হাঁসেরা যেমন (অনায়াসেই) জলাশয় ছেড়ে চলে যায়, তাঁরাও তেমনি গৃহ ত্যাগ করেন।

অন্বয় : তে (তাঁরা) সতিমন্তো (স্মৃতিমান) উয্যুঞ্জন্তি (উদ্যমশীল) নিকেতে ন রমন্তি (গৃহে আসক্ত নন)। পল্ললং (পল্বল, পুকুর) হিত্বা (ত্যাগ করে) হংসা ইব (হংসের ন্যায়) তে (তাঁরা) ওকম্ ওকম্ (গৃহসকল) জহন্তি (ত্যাগ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধর্মে যিনি একনিষ্ঠ, তিনি মুক্ত; কিছুই বাঁধতে পারে না তাঁকে। বিশেষ কোন ব্যক্তি বা স্থানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকে না। প্রয়োজনে যেমন তিনি এক জায়গায় দীর্ঘকাল বাস করতে পারেন, আবার প্রয়োজন শেষ হয়ে অনায়াসেই তা ছেড়ে চলে যেতে পারেন স্থানান্তরে। এজন্য কোন বেদনাই তাঁকে বিদ্ধ করে না, কারণ তিনি ওসবের উর্ধ্বে। হাঁস সারাদিন জলে থাকে, দিন ফুরালে সহজেই সে আবার জলাশয় ছেড়ে যায়। যাবার সময় জলের কোন চিহ্নই সে বহন করে নিয়ে যায় না।

'ধর্মাভ্যাসে নিরত থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে মহাকাশ্যপ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। 'আমার পুত্র' ইত্যাদির দ্বারা পূর্বাপর সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় শাস্তা রাজগৃহে বর্ষাবাস উদযাপন করিয়া ভিক্ষুদের জানাইলেন—'অর্ধমাস অতীত হইলে আমি চারিকায় বাহির হইব।' ভিক্ষুদের সঙ্গে চারিকায় গমনেচ্ছু বুদ্ধগণের ইহাই নিয়ম যাহাতে ভিক্ষুগণ নিজ নিজ ভিক্ষাপাত্রকে অগ্ন্যুত্তাপের দ্বারা পরিপক্ক করিয়া চীবরাদি রঞ্জিত করিয়া সুখে যাইতে পারে। সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'আমি এখন হইতে অর্ধমাস অতীত হইলে চারিকায় যাইব।' ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র পরিপক্ক করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকিলে মহাকাশ্যপ স্থবিরও নিজের চীবরাদি ধৌত করিলেন। ভিক্ষুরা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'স্থবির কেন চীবর ধৌত করিতেছেন? এই নগরের ভিতরে এবং বাহিরে আঠার কোটি মনুষ্যের বাস। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্থবিরের জ্ঞাতি নহে, তাহারা স্থবিরের সেবক। আর যাহারা স্থবিরের সেবক নহে,

http://kalpataruboi.org

তাহারা স্থবিরের জ্ঞাতি। তাহারা সকলে চতুর্প্রত্যয়াদি দ্বারা স্থবিরের সম্মান-সৎকার করিয়া থাকে। এইরূপ উপকার ত্যাগ করিয়া স্থবির কোথায় যাইবেন? যাইলেও 'মাপমাদ' নামক পর্বত কন্দরের বেশি দূরে যাইবেন না।' শাস্তা ঐ কন্দর প্রাপ্ত হইলে যে সকল ভিক্ষু ফিরিতে চাহে তাহাদের বলেন—'তোমরা এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাও। প্রমত্ত হইও না।' এইজন্যই ঐ কন্দরের উক্ত নাম হইয়াছে। ভিক্ষুরাও সেই উদ্দেশ্যেই বলিয়াছে যে মহাকাশ্যপ স্থবির 'মাপমাদ কন্দরের' বেশি দূরে যাইবেন না।

শাস্তাও চারিকায় যাইয়া চিন্তা করিলেন—'এই নগরের ভিতরে এবং বাহিরে আঠার কোটি মনুষ্যের বাস। তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল কার্যে ভিক্ষুদের যাইতে হয়। অতএব বিহার একেবারে শূন্য রাখাও ঠিক নহে। কিন্তু কাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিব?' তখন তিনি ভাবিলেন—'এই মনুষ্যগণ কাশ্যপেরই জ্ঞাতি এবং সেবক। কাশ্যপকেই ফিরাইতে হইবে।' তিনি স্থবিরকে বলিলেন—'কাশ্যপ, বিহার একেবারে শূন্য রাখা ঠিক নহে। মনুষ্যগণের মঙ্গলামঙ্গল কার্যে ভিক্ষুদের প্রয়োজন হয়। তুমি সপরিষদ ফিরিয়া যাও।' 'সাধু ভন্তে' বলিয়া মহাকাশ্যপ নিজের পরিষদের ভিক্ষুদের লইয়া ফিরিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ গালমন্দ করিতে লাগিল—'বন্ধুগণ, দেখিলে ত! আমরা এখনই বলাবলি করিতেছিলাম না যে মহাকাশ্যপ কেন চীবর ধুইতেছেন। তিনি ত শাস্তার সঙ্গে যাইবেন না। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইল। শাস্তা ভিক্ষুদের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?'

'ভন্তে, মহাকাশ্যপ স্থবিরের প্রসঙ্গেই বলিতেছিলাম।' এই বলিয়া তাহারা যাহা আলোচনা করিয়াছিল সমস্তই শাস্তাকে জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কখনও ভাবিও না যে কাশ্যপ কোন পরিবার বা চতুর্প্রত্যয়ের প্রতি অনুরক্ত। আমার কথা রক্ষা করিবার জন্যই সে ফিরিয়া গিয়াছে। পূর্বজন্মে সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল—'চতুর্প্রত্যয়ের প্রতি আসক্ত না হইয়া চন্দ্রোপম বিশুদ্ধ হইয়াই যেন আমি বিভিন্ন পরিবারে উপস্থিত হইতে সক্ষম হই।' তাহার কোন কুল বা প্রত্যয়ের প্রতি আসক্তি নাই। আমি চন্দ্রোপম প্রতিপদ (সংযুক্ত নিকায়, ১.২.১৪৬) এবং আর্যবংশ প্রতিপদ দেশনাকালে আমার পুত্র কাশ্যপকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছিলাম।'

ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, কখন স্থবির এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি শুনিতে চাও?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

শাস্তা তাহাদের বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে শতসহস্র কল্পের মাথায় পদুমুত্তর নামক বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' ইত্যাদি বলিয়া পদুমুত্তর পাদমূলে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করা হইতে শুরু করিয়া স্থবিরের সমস্ত

http://kalpataruboi.org

পূর্বচরিত বর্ণনা করিলেন। ইহা থেরপালিতে অর্থাৎ থেরগাথায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। শাস্তা এইভাবে স্থবিরের পূর্বচরিত বিস্তৃতভাবে বলিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমি চন্দ্রোপম প্রতিপদ এবং আর্যবংশ প্রতিপদ আমার পুত্র কাশ্যপ প্রমুখদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছি। আমার পুত্র কাশ্যপের চতুর্প্রত্যয় বা কুল বা বিহার বা পরিবেণের প্রতি কোন আসক্তি নাই। পল্ললে অবতরণ করিয়া তাহাতে বিচরণ করিয়া আমার পুত্র রাজহংসের ন্যায় কোথাও আসক্ত হয় না' এইভাবে পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিতেছিলেন—

'যাঁহারা একাগ্রমনে ধর্মাভ্যাসে নিরত থাকেন, গৃহসুখে আনন্দ লাভ করেন না—হংসগণ যেমন পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহারাও (অর্হৎগণ) সেইরূপ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯১

অন্বয় : 'যাঁহারা একাগ্রমনে ধর্মাভ্যাসে রত থাকেন' অর্থাৎ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অর্হৎগণ শমথ-বিদর্শন সাধনায় যে গুণসমূহ অর্জন করেন তাহাতেই আবর্তন-সমাবর্তন-ব্যুত্থান-অধিষ্ঠান-প্রত্যবেক্ষণাদির দ্বারা বর্তমান থাকেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হন না সর্বদা তাহাতেই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকেন। 'তৃষ্ণা নিকেতনে অভিরমিত হন না' অর্থাৎ তাঁহাদের গৃহবাসে আনন্দই হয় না। 'হংসের ন্যায়' যেমন গোচরসম্পন্ন পুষ্করিণীতে পক্ষিগণ তাহাদের গোচর শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় 'আমার জল, আমার পদ্ম, আমার উৎপল, আমার কর্ণিকা বলিয়া তাহাতে কোন মমত্ব উৎপন্ন করে না, নিরপেক্ষভাবে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইয়া আকাশে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়া যায়, ঠিক তদ্রূপ অর্হৎগণ যত্রতত্র অবস্থানকালে কুলাদির প্রতি অনাসক্ত হইয়া বিহার করিয়া গমনকালেও সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় 'আমার বিহার, আমার পরিবেণ, আমার সেবকগণ বলিয়া মমত্ব উৎপাদন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে চলিয়া যান। 'ওকমোক্ষ' অর্থাৎ আলয়ালয়, সকল আলয় পরিত্যাগ করেন এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফলাদি প্রাপ্তি হইয়াছিল।

মহাকাশ্যপ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বেলট্ঠিসীস স্থবিরের উপাখ্যান—৩

৩. যেসং সন্নিচযো নত্থি যে পরিঞ্ঞাতভোজনা,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো।
আকাসে'ব সকুন্তানং গতি তেসং দুরন্নযা।...৯২

অনুবাদ : যাঁদের সঞ্চয় নেই, যাঁরা পরিজ্ঞার সঙ্গে আহার করেন, এবং শূন্যতা ও অনিমিত্তরূপ বিমোক্ষ লাভ করেছেন, তাঁদের গতি আকাশের পাখির গতির মতই দুর্জ্ঞেয়।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : যেসং (যাঁদের) সন্নিচযো নত্থি (সঞ্চয় নেই) যে পরিঞ্ঞাতভোজনা (যিনি পরিজ্ঞাতভোজী) সুঞ্ঞতো (শূন্যতা) অনিমিত্তো চ বিমোক্খো (এবং অনিমিত্তরূপ বিমোক্ষ) যস্স গোচরো (যাঁর গোচর হয়েছে) আকাসে সকুন্তানং ইব (আকাশের পাখির ন্যায়) তেসং গতি (তাঁদের গতি) দুরন্নযা (দুরন্বয়, দুর্জ্ঞেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বিমোক্ষ বা নির্বাণ হল তাপ থেকে, তৃষ্ণা থেকে মুক্তি। নির্বাণকে শূন্য বলার অর্থ—নির্বাণ বাসনাশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য, আবার তা অনিমিত্ত অর্থাৎ এতে রাগ প্রভৃতি নিমিত্তের অস্তিত্ব নেই। নির্বাণ এক অনির্বচনীয় দিব্য অবস্থা। এ অবস্থা যিনি লাভ করেছেন তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত স্তরে উন্নীত। তিনি পরিজ্ঞাতভোজী অর্থাৎ আহার আর আহার্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যথার্থ। তাঁর কোন সঞ্চয়[৩০] নেই। তাঁর গতিবিধি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। তিনি কখন কোথায় থাকবেন, কোথায় যাবেন তা নির্ণয় করা শূন্যপথে উড়ে যাওয়ার পাখির গতিপথ নির্ণয় করার মতই অসম্ভব।

'যাহাদের সঞ্চয় নাই' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আয়ুষ্মান বেলট্ঠিসীসকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই আয়ুষ্মান বেলট্ঠিসীস গ্রামের এক রাস্তায় ভিক্ষাচরণ করিয়া ভোজনকৃত্য শেষ করিয়া পুনরায় অন্য রাস্তায় ভিক্ষাচরণ করিয়া শুষ্ক ভাত (অর্থাৎ ব্যঞ্জন ছাড়া) লইয়া বিহারে আসিয়া সঞ্চয় করিয়া 'প্রত্যহ পিণ্ডপাতের সন্ধানে যাওয়া দুঃখজনক' এই মনে করিয়া কিছুদিন ধ্যানসুখে কাটাইয়া আহারের প্রয়োজন হইলে তাহা ভোজন করিতেন। ভিক্ষুগণ তাহা জানিতে পারিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন যে ভিক্ষুরা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোন সঞ্চয় করিতে পারিবে না। কিন্তু এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হইবার পূর্বে ঐ ভিক্ষু উক্ত অপরাধ করিয়াছেন এবং যেহেতু তিনি নির্লোলুপ শাস্তা তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন নাই। পূর্বাপর ঘটনার সমবধান করিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যাঁহাদের কোন বস্তুর সঞ্চয় নাই, যাঁহারা 'পরিজ্ঞাত্রয়ের সহিত (জ্ঞাত-পরিজ্ঞা, তীরণপরিজ্ঞা এবং প্রহাণপরিজ্ঞা) ভোজন করেন, শূন্যতা ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহাদের গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের পদনিক্ষেপ যেমন নিরুপণ করা যায় না, তাঁহাদিগের (অর্থাৎ অর্হৎগণের) গতিও সেইরূপ নিরুপণ করা যায় না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯২

অন্বয় : 'সঞ্চয়' বলিতে দুই প্রকার সঞ্চয়—কর্মসঞ্চয় ও প্রত্যয়সঞ্চয়। ইহাদের মধ্যে কুশলাকুশল কর্ম হইতেছে কর্মসঞ্চয় এবং চারি প্রকার প্রত্যয় হইতেছে প্রত্যয় সঞ্চয়। বিহারে বসবাসকারী ভিক্ষু একটি গুড়পিণ্ড, সামান্যমাত্র ঘৃত বা নালিমাত্র তণ্ডুল রাখিলে প্রত্যয়সঞ্চয় হয় না—ইহার বেশি রাখিতে হয়।

---

[৩০]। সঞ্চয় দু'রকম—ক. ভোগসম্পত্তি এবং খ. কুশল-অকুশল কর্ম।

http://kalpataruboi.org

যাহাদের এই উভয়বিধ সঞ্চয় নাই, পরিজ্ঞাতভোজনকারী অর্থাৎ তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা ভোজনকারী। যাগু প্রভৃতির যাগুভাবকে জানা 'জ্ঞাতপরিজ্ঞা'। আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞাবশে ভোজনকে জানা 'তীরণপরিজ্ঞা'। কবলীংকার আহারে (অর্থাৎ স্থূল আহারে) ছন্দরাগ দূরীকরণের জ্ঞান 'প্রহাণপরিজ্ঞা'। এই তিন প্রকার পরিজ্ঞার দ্বারা যাহারা পরিজ্ঞাতভোজী। 'শূন্যতা ও অনিমিত্ত' বলিতে এখানে 'অপ্রণিহিত' বিমোক্ষকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই তিনটি হইতেছে নির্বাণেরই নাম। রাগ-দ্বেষ-মোহের অভাবে নির্বাণ হইতেছে 'শূন্যতা'। সেইগুলি হইতে বিমুক্ত বলিয়া শূন্যতা-বিমোক্ষ। তদ্রূপ রাগাদি নিমিত্তসমূহের অভাবে 'অনিমিত্ত'। সেইগুলি হইতে বিমুক্ত বলিয়া অনিমিত্ত-বিমোক্ষ। রাগাদি প্রণিধিসমূহের অভাবে 'অপ্রণিহিত'। সেইগুলি হইতে বিমুক্ত বলিয়া অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ। ফলসমাপত্তিবশে ইহাকে আলম্বন করিয়া বিহারকারীদের এই ত্রিবিধ বিমোক্ষ যাহাদের গোচর। 'তাঁহাদের গতি দুর্জ্ঞেয়' আকাশে বিচরণকারী পক্ষীদের যেমন পদনিক্ষেপ দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের গতি দুর্জ্ঞেয়, তদ্রূপ যাঁহাদের উক্ত দুই প্রকার সঞ্চয় নাই, যাঁহারা উক্ত তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞাতভোজী, যাঁহাদের উক্ত প্রকার বিমোক্ষ গোচর, তাঁহাদের ত্রিভব (কামভব, রূপভব ও অরূপভব), চতুর্বিধ যোনি (অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক), পঞ্চ গতি (নরক, তির্যক, মনুষ্য, দেব ও ব্রহ্ম), সপ্তবিধ বিজ্ঞান স্থিতি (নানাত্মকায় নানাত্মসংজ্ঞী, নানাত্মকায় একাত্মসংজ্ঞী, একাত্মকায় নানাত্মসংজ্ঞী, একাত্মকায় একাত্মসংজ্ঞী, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন এবং অকিঞ্চনায়তন) ও নব সত্ত্বাবাস—১. মনুষ্য, দেব, বিনিপাতিক—নরক, অসুর, প্রেত ও তির্যক, ২. ব্রহ্মকায়িক দেবতা, ৩. আভাস্বর, ৪. শুভকীর্ণ, ৫. অসংজ্ঞসত্ত্ব, ৬. আকাশানন্তায়তন, ৭. বিজ্ঞানানন্তায়তন, ৮. অকিঞ্চনায়তন এবং ৯. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন) এই পাঁচ প্রকার বিভাগের মধ্যে তাঁহার (অর্হতের) এই গতি হইয়াছে বলিয়া গমনের অজ্ঞানতা হেতু তাঁহার গতি 'দুর্জ্ঞেয়' অর্থাৎ জানা সম্ভব নহে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ হইয়াছিল।

বেলট্‌ঠিসীস স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

অনুরুদ্ধ স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৪. যস্‌সা'সবা পরিক্‌খীণা আহারে চ অনিস্‌সিতো,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো,
আকাসে'ব সকুন্তানং পদং তস্‌স দুরন্নযং।...৯৩

অনুবাদ : যাঁর আস্রবসমূহ[৬৬] ক্ষয় হয়েছে, যিনি আহারে অনাসক্ত, শূন্যতা আর অনিমিত্তরূপ বিমুক্তি (নির্বাণ) যাঁর জানা হয়েছে, আকাশপথে উড্ডীয়মান

[৬৬]। কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা—এই চারটি অকুশল মনোবৃত্তি, যারা চিত্তের মত্ততা আনে।

http://kalpataruboi.org

পাখির গতির মতই তাঁর গতিও দুর্জ্ঞেয়।

অন্বয় : যস্স আসবা (যাঁর আস্রব অর্থাৎ কামাদি দোষ) পরিক্খীণা (পরিক্ষীণ অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে) আহারে চ (এবং আহারে) অনিস্সিতো (অনিঃসৃত, অনাসক্ত) সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো (শূন্যতা ও অনিমিত্তরূপ বিমোক্ষ) যস্স গোচরো (যাঁর গোচর হয়েছে) তেসং পদং (তাঁর গতি) আকাসে সকুন্তানং ইব দুরন্নযং (আকাশে পাখির গতির ন্যায় দুর্জ্ঞেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ইহজীবনেই যাঁরা মুক্ত হয়েছেন তাঁরা সাধারণ মানুষের মত কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ নন। লোকহিতেরই তাঁরা হয়তো কর্ম করেন এবং তাঁদের গতিবিধিও সাধারণের কাছে তাই দুর্বোধ্য মনে হয়। এইরকম নিত্যসন্ন্যাসী মুক্ত পুরুষের বিষয় গীতাতেও উক্ত হয়েছে।

'যাঁহার আস্রবসমূহ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে অনুরুদ্ধ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একদিন স্থবির জীর্ণ চীবর হইয়া আবর্জনাস্তূপে চীবর (ছিন্নবস্ত্র) খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। বর্তমান হইতে পূর্বে তাঁহার তৃতীয় জন্মের ভার্যা তাবতিংস ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া জালিনী নামে দেবকন্যা হইয়াছিলেন। তিনি স্থবিরকে জীর্ণবস্ত্র খুঁজিতে দেখিয়া স্থবিরের জন্য দৈর্ঘ্যে তের হাত এবং প্রস্থে চার হাত বিশিষ্ট তিনখানি দিব্যবস্ত্র লইয়া 'যদি আমি এইভাবে প্রদান করি স্থবির গ্রহণ করিবেন না' চিন্তা করিয়া তিনি যেস্থানে জীর্ণবস্ত্র খুঁজিতেছিলেন সেখানে একটি আবর্জনাস্তূপে এমনভাবে বস্ত্রগুলি রাখিয়া দিলেন যাহাতে বস্ত্রের পাড়ের কিছু অংশ দেখা যায়। স্থবির সেই রাস্তায় জীর্ণবস্ত্রের সন্ধান করিতে করিতে ঐ বস্ত্রসমূহের পাড়ের শেষভাগ দেখিতে পাইয়া টানিয়া বাহির করিয়া ঐ মাপের দিব্যবস্ত্র দেখিয়া 'ইহা উৎকৃষ্ট পাংশুকুল' ভাবিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চীবরকরণ দিবসে শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবার লইয়া বিহারে যাইয়া উপবেশন করিলেন। অশীতি মহাস্থবিরগণও সেখানেই উপবেশন করিলেন। চীবর সেলাই করিবার জন্য মহাকাশ্যপ স্থবির মূলভাগে উপবেশন করিলেন, সারিপুত্র স্থবির মধ্যস্থানে, আনন্দ স্থবির অগ্রভাগে উপবেশন করিলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘ সুতা গুটাইতে লাগিলেন। শাস্তা সুচিতে সুতাপ্রবেশ করাইতেছিলেন এবং মহামৌদগল্যায়ন স্থবির যেখানে যাহা প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করিতেছিলেন।

দেবকন্যাও গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই বলিয়া গ্রামবাসিদের ভিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন—

'আর্য অনুরুদ্ধ স্থবিরের চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য শাস্তা অশীতি মহাশ্রাবক এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত বিহারে উপবেশন করিয়াছেন। তোমরা যাগুভাত প্রভৃতি লইয়া বিহারে যাও। মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরও (ঋদ্ধি প্রভাবে) প্রভূত বৃহৎ জম্বুফল আহরণ করিলেন। পঞ্চশত ভিক্ষু এত খাদ্য নিঃশেষ করিতে পারিলেন না। (দেবরাজ) শক্র চীবর নির্মাণস্থানে একটি বৃত্ত প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ভূমি যেন লাক্ষারসে রঞ্জিত হইল। ভিক্ষুদের ভূক্তাবশেষ যাগু-খাদ্য-ভাতের মহারাশি

http://kalpataruboi.org

পড়িয়া থাকিল। ভিক্ষুগণ নিন্দা করিতে লাগিলেন—'এই কয়জন মাত্র ভিক্ষুর জন্য এত প্রচুর যাগু-আদির কি প্রয়োজন ছিল! আয়োজন দেখিয়া মনে হইতেছে (অনুরুদ্ধ স্থবিরের) জ্ঞাতিগণ এবং সেবকদের বলা হইয়াছিল 'তোমরা এত এত লইয়া আইস'। নিশ্চয়ই অনুরুদ্ধ স্থবির দেখাইতে চান যে তাঁহার কত জ্ঞাতি এবং সেবক আছে।' শাস্তা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি বিষয়ে বলিতেছ?'

'ভন্তে, এই বিষয়ে বলিতেছি।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর অনুরুদ্ধ স্থবির এইসব আহরণ করাইয়াছে?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র অনুরুদ্ধ এইরূপ বলিতে পারে না। অর্হৎগণ প্রত্যয় সামগ্রীর কথা বলিতে পারে না। এই পিণ্ডপাত দেবতার প্রভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। তারপর পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যাঁহার আস্রবসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি আহার চতুষ্টয়ের বশীভূত নহেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষীগণের গতি যেমন দুর্জ্ঞেয়, তাঁহার গতিও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।—ধর্মপদ, শ্লোক-৯২

অন্বয় : 'যাঁহার আস্রবসকল' অর্থাৎ যাঁহার কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারি আস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 'আহারের বশীভূত নহেন' অর্থাৎ আহারে তৃষ্ণাদৃষ্টি নিশ্রয়ের দ্বারা অনিশ্রিত। 'তাঁহার গতি দুর্জ্ঞেয়' যেমন আকাশে গমনরত পক্ষীরা এই স্থান পাদদ্বারা মর্দিত করিয়াছে, এই স্থান উরুদেশদ্বারা আঘাত করিয়া গিয়াছে, এই স্থান মস্তকের দ্বারা, এই স্থান পক্ষের দ্বারা ইহা জানা সম্ভব নহে, তদ্রূপ এইরূপ ভিক্ষুর গতি জানা সম্ভব নহে—'তিনি নরকপদে গিয়াছেন বা তির্যক যোনিপদে গিয়াছেন'। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল।

অনুরুদ্ধ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাকচ্চায়ন স্থবিরের উপাখ্যান—৫

৫. যস্সিন্দ্রিযানি সমথং গতানি, অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্স অনাসবস্স দেবাপি তস্স পিহযন্তি তাদিনো।...৯৪

অনুবাদ : সারথি দ্বারা দমিত অশ্বের মত আপন ইন্দ্রিয়সমূহকে যিনি শান্ত করেছেন, সেই নিরভিমান নিষ্কলুষ পুরুষের সঙ্গে দেবতারাও স্পৃহা করেন।

অন্বয় : সারথিনা সুদন্তা অস্সা যথা (সারথি দ্বারা দমিত অশ্বগণের ন্যায়)

http://kalpataruboi.org

যস্স ইন্দ্রিযানি সমথং গতানি (যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হয়েছে) তাদিনো (তাদৃশ) পহীনমানস্স (প্রহীণমান, নিরভিমান) অনাসবস্স (অনাস্রাব, নিষ্কলুষ) তস্স (তাঁর, সেই লোককে) দেবাপি (দেবগণও) পিহযন্তি (স্পৃহা করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দেহকে যদি রথের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে তার ঘোড়া। এরাই সংসার পথে দেহরথকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে। যিনি বিজ্ঞ, সংযতমনা, তিনি ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগুলিকে সবশে রেখে রথখানিকে চালনা করে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যান। এইরকম শুদ্ধচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ শুধু মানুষেরই শ্রদ্ধেয় নন, তিনি দেবতাদেরও প্রিয়।

'যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পূর্বারামে অবস্থানকালে মহাকচ্চায়ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় ভগবান মহাপ্রবারণার জন্য মিগারমাতার (বিশাখার) প্রাসাদের নীচে মহাশ্রাবক পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাকচ্চায়ন স্থবির অবন্তীতে বিহার করিতেছিলেন। সেই আয়ুষ্মান দূর হইতে আসিয়াও ধর্মশ্রবন করিতে পারিতেন। সেইজন্য মহাস্থবিরগণ আসন গ্রহণ করাকালে মহাকচ্চায়ন স্থবিরের আসন বাদ দিয়া উপবেশন করিতেন। দেবরাজ শক্র দুই দেবলোক হইতে দেবপরিষদের সহিত আসিয়া দিব্যগন্ধমালাদির দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া মহাকচ্চায়ন স্থবিরকে না দেখিয়া 'আমার আর্যকে দেখা যাইতেছে না কেন? ভাল হইত যদি তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন' ইহা চিন্তা করিলেন। স্থবিরও ঠিক ঐ মুহূর্তে আসিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজেকে প্রকটিত করিলেন। শক্র স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার উভয় পায়ের গোড়ালিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া 'ভালই হইয়াছে আর্য আপনি আসিয়াছেন, আমি আর্য আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম' বলিয়া দুই হাতে স্থবিরের পদযুগল সংবাহন করিয়া গন্ধমালাদির দ্বারা পূজা ও বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভিক্ষুগণ নিন্দা করিতে লাগিলেন এই বলিয়া 'শক্র মুখ দেখিয়া সৎকার করেন। অন্যান্য মহাশ্রাবকের তদ্রূপ সৎকার না করিয়া মহাকচ্চায়নকে দেখামাত্রই দ্রুত তাঁহার পায়ের গোড়ালিদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া 'ভালই হইয়াছে আর্য আপনি আসিয়াছেন আমি আর্য আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম' বলিয়া উভয় হস্তের দ্বারা তাঁহার পদযুগল সংবাহন করিয়া পূজা ও বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।' শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র মহাকচ্চায়নের ন্যায় ইন্দ্রিয় বিষয়ে গুপ্তদ্বার ভিক্ষুগণ দেবমনুষ্য সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকেন' এই কথা বলিয়া পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় সাধন করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'সারথি যেমন অশ্বদিগকে দমন করে, সেইরূপ তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে শান্ত করিয়াছেন, তাদৃশ নিরভিমান নিষ্কলুষ পুরুষের দর্শন দেবতারাও কামনা করিয়া থাকেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯৪

অন্বয় : যেই ভিক্ষুর দক্ষ সারথির দ্বারা সুদান্ত অশ্বদিগকের ন্যায় ছয় ইন্দ্রিয়

http://kalpataruboi.org

'শান্ত' দান্তভাব পুনঃ সেবনের অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নববিধ মান (আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠের সদৃশ, শ্রেষ্ঠ হইতে হীন, সদৃশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সদৃশের সদৃশ, সদৃশ অপেক্ষা হীন, অধমের উত্তম, অধমের সমান, অধম অপেক্ষা অধম) ত্যাগ করিয়া স্থিত থাকায় 'প্রহীনমানের', চারি প্রকার আস্রবের অভাবে অনাস্রব ব্যক্তির। 'তাদৃশ' তাদৃশভাবসংস্থিত তথারূপ ব্যক্তিকে দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন, মনুষ্যগণও তাদৃশ ব্যক্তির দর্শন এবং আগমন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাকচ্চায়ন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান (ক)—৬

৬. পঠবীসমো নো বিরুজ্ঝতি ইন্দখীলুপমো তাদি সুব্বতো,
রহদো'ব অপেতকদ্দমো সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো।...৯৫

অনুবাদ : পৃথিবীর মত যিনি অবিচল, ইন্দ্রকীলের[৯৬] মত সহিষ্ণু স্বচ্ছ সরোবরের সম সেই পুরুষের আর সংসার (জন্মান্তর) হয় না।

অন্বয় : তাদি (তাদৃশ, যেরূপ) পঠবীসমো (পৃথিবীর ন্যায়) সুব্বতো (সুব্রত, সহিষ্ণু) ইন্দখীলুপমো (ইন্দ্রকীলের ন্যায়) নো বিরুজ্ঝতি (বিরোধ করে না অর্থাৎ দৃঢ়, অবিচল থাকে) অপেতকদ্দমো রহদো ইব (কর্দমশূন্য হ্রদের ন্যায়) তাদিনো (যেরূপ লোকের) সংসারা ন ভবন্তি (সংসার বা পুনর্জন্ম হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধরিত্রী সহিষ্ণুতার প্রতীক। লোকে পৃথিবীর পূজাও করে, আবার নানাভাবে তাকে অপবিত্র করে আঘাত করে। পৃথিবী লোকের শ্রদ্ধা, উপদ্রব সব কিছুতেই অবিচল। কোন বিরাট স্তম্ভও সেইরকম লোকের সমস্ত আচরণে নির্বিকার। মুক্ত পুরুষেরও ঐ একই লক্ষণ—শুভ, অশুভ, মান, অপমান সবই তাঁদের কাছে সমার্থক। কোনটাতেই তাঁরা উচ্ছ্বসিত বা বিচলিত হন না, তাঁদের অনুরাগ বিরাগ বা শত্রু-মিত্র কিছুই নেই। এঁরা নির্বাণেই অবস্থান করেন এবং এঁদের সংসারে পুনরাবর্তন নেই।

'পৃথিবীর ন্যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র বর্ষাবাসের শেষে চারিকায় যাইতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানকে বলিয়া বন্দনা করিয়া নিজের (পঞ্চশত ভিক্ষুর) পরিবারসহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্যান্য অনেক ভিক্ষুও স্থবিরের অনুগামী হইয়াছিলেন। স্থবিরও যাহাদের নামগোত্র জানা আছে তাহাদের নামগোত্র বলিয়া ফেরত পাঠাইলেন। নামগোত্র অপরিচিত জনৈক ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—'অহো! আমার নামগোত্র জানা থাকিলে আমাকেও নিশ্চয়ই ফেরত পাঠাইয়া দিতেন।' স্থবির

---

[৯৬]। নগরের প্রবেশমুখে স্থাপিত অতি উচ্চ ও দৃঢ় স্তম্ভ।

http://kalpataruboi.org

মহাভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। সেই ভিক্ষু 'অন্যান্য ভিক্ষুদের ন্যায় তিনি আমাকে সম্বোধন করিলেন না' মনে করিয়া স্থবিরের প্রতি রুষ্ট হইলেন। স্থবিরের সঙ্ঘাটির প্রান্তদেশ সেই ভিক্ষুর শরীরকে স্পর্শ করিলে তাহাতেও সেই ভিক্ষু রুষ্ট হইলেন। সেই ভিক্ষু 'ইতিমধ্যে স্থবির নিশ্চয়ই বিহারের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন' জানিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র নিজের অগ্রশ্রাবকত্বের অহঙ্কারে আমাকে এমন চপেটাঘাত করিয়াছেন যে আমার কর্ণকুহর বিদীর্ণ হইয়াছে এবং ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।' শাস্তা স্থবিরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

তখন মহামৌদগল্যায়ন স্থবির এবং আনন্দ স্থবির চিন্তা করিলেন—'আমাদের অগ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ভিক্ষুকে প্রহার করিতে পারেন না' এই কথা শাস্তা জানেন। শাস্তা স্থবিরের দ্বারা সিংহনাদ নাদিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন মনে হয়। আমরা ভিক্ষুপরিষদকে সম্মিলিত করিব।' তাঁহারা চাবি লইয়া সমস্ত পরিবেণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া 'আপনারা সকলে আসুন, আয়ুষ্মানগণ আপনারা সকলে আসুন। এখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের সম্মুখে সিংহনাদ নাদিত করিবেন' এই বলিয়া মহাভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্মিলিত করাইলেন। স্থবিরও আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির 'আমি ঐ ভিক্ষুকে প্রহার করি নাই' ইহা না বলিয়া নিজের গুণকথা বর্ণনাচ্ছলে বলিলেন—'ভন্তে, যাহার কায়ে কায়গতাস্মৃতি অনুপস্থিত, তিনি নিশ্চয়ই কোন সব্রহ্মচারীকে আঘাত করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া চারিকায় চলিয়া যাইতেন'। 'ভন্তে যেমন পৃথিবীতে শুচি এবং অশুচি উভয়ই নিক্ষিপ্ত হয়' ইত্যাদি উপায়ে নিজের চিত্তসমতাকে পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজো ধাতু, রজোহরণ, চণ্ডালকুমার, বৃষভের ছিন্ন বিষাণের সহিত তুলনা করিলেন। তিনি অহিকুণপাদির ন্যায় তাঁহার কায়ে যে জুগুপ্সা, মেদ বিগলিত করিবার চাটুর ন্যায় নিজের কায়সংরক্ষণের কথা প্রকাশিত করিলেন। যখন স্থবির এইরূপ নববিধ উপমার দ্বারা নিজ গুণের কথা প্রকাশ করিতেছিলেন তখন সমুদ্র পর্যন্ত মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল। যখন তিনি রজোহরণ-চণ্ডালকুমারক-মেদকথালিক ইত্যাদি উপমা প্রদর্শন করিতেছিলেন তখন সাধারণ ভিক্ষুগণ অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অর্হৎগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

স্থবির যখন নিজ গুণের কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী ভিক্ষুর সমস্ত শরীরে দাহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থবিরের পাদমূলে নিপতিত হইয়া নিজের দোষের কথা স্বীকার করিলেন। শাস্তা স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—'সারিপুত্র, এই মূর্খকে ক্ষমা কর, তাহা না হইলে তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।' স্থবির উৎকুটিক আসনে বসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি সেই আয়ুষ্মান ভিক্ষুকে ক্ষমা করিতেছি। যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনিও আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন

http://kalpataruboi.org

ভিক্ষুগণ বলাবলি করিতেছিলেন—'বন্ধুগণ দেখ, স্থবিরের অনোপম গুণ প্রত্যক্ষ কর। এইরূপ মিথ্যাবাদী ভিক্ষুর উপর অল্পমাত্রও কোপ বা দ্বেষ প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং উৎকুটিক আসনে বসিয়া করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন।' শাস্তা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?'

'ভন্তে, এই বিষয়ে বলিতেছি।'

'হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সদৃশ (অর্হৎগণ) কোপ বা দ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারেন না। হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্রের চিত্ত মহাপৃথিবীসদৃশ, ইন্দ্রখীল সদৃশ এবং প্রশান্ত উদকসম্পন্ন হ্রদসদৃশ।' এই কথা বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'তাদৃশ সুব্রত পুরুষ (অর্হৎ ভিক্ষু) পৃথিবী ও ইন্দ্রখীলের ন্যায় শুভাশুভে ও শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ বা বিরাগশূন্য, তিনি পঙ্কহীন হ্রদের ন্যায় নির্মল ও শান্ত। রাগ-ক্রোধাদিরূপ মলিনতা তাঁহার থাকে না। তাদৃশ ব্যক্তিকে সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯৫

অন্বয় : হে ভিক্ষুগণ, যেমন লোকে পৃথিবীর উপর পবিত্র গন্ধমাল্যাদি নিক্ষেপ করে, অপবিত্র মূত্রপুরীষাদিও নিক্ষেপ করে; যেমন বালকাদি নগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রখীলে মলমূত্র ত্যাগ করে ও অপর কেহ প্রণত হইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা তাহার সৎকার করে, তথাপি যেমন তাহাতে পৃথিবীর এবং ইন্দ্রখীলের অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই জন্মায় না, সেইরূপ অর্হৎ ভিক্ষু অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা বিচলিত হন না। তাঁহাদের সুন্দর ব্রতের জন্য তাঁহারা সুব্রত। তিনি 'ইহারা চারি প্রত্যয়ের দ্বারা আমার সেবা করিল এবং ইহারা তাহা করিল না' এই ভাবিয়া সৎকারকারী বা অসৎকারকারীর উপর সন্তুষ্ট বা বিরোধী হন না। অতএব তিনি পৃথিবীসম এবং ইন্দ্রখীলসম। যেমন কর্দ্দমশূন্য হ্রদ স্বচ্ছোদক হয়, তদ্রূপ যাঁহাদের ক্লেশ অপগত হইয়াছে, রাগরূপ কর্দমের দ্বারা যাঁহারা অক্লিষ্ট তাঁহারা বিপ্রসন্নই। 'তাদিনো' অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির এইরূপ সুগতি দুর্গতিতে সংসরণবশে 'সংবার' হয় না অর্থাৎ সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। দেশনাবসানে নবসহস্র ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

কোশম্বীবাসি তিষ্য স্থবিরের শ্রামণেরের উপাখ্যান—৭

৭. সন্তং তস্স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কম্ম চ,
সম্মদঞ্ঞা-বিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো।...৯৬

অনুবাদ : সম্যক জ্ঞানের সাহায্যে যিনি মুক্তি লাভ করেছেন সেই সুধীর ব্যক্তির চিত্ত, বাক্য, কর্ম সবই শান্ত হয়।

অন্বয় : সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স (সম্যকজ্ঞান-বিমুক্ত) উপসন্তস্স (শান্ত)

http://kalpataruboi.org

তাদিনো (সেরূপ) তস্‌স (তাঁর, ব্যক্তির) মনং সন্তং হোতি (মন শান্ত হয়) বাচা চ সন্তা কম্ম চ (বাক্য ও কর্ম শান্ত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের সমস্ত অশান্তির মূল হচ্ছে ভোগতৃষ্ণা, বিষয়-কামনা। আর এর নিবৃত্তি হচ্ছে জ্ঞানে। তৃষ্ণার নিবৃত্তিই মুক্তি। কাজেই জ্ঞানের পথেই মুক্তিলাভ হয়। মুক্ত ব্যক্তির চিত্তের চাঞ্চল্য নেই, তা স্থির। তাই তাঁর বাক্যও স্থির, কর্মও স্থির। অবিচল শান্তিতে তিনি বিরাজমান।

'তাঁহার মন শান্ত হয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তিষ্য স্থবিরের শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

জনৈক কোশম্বীবাসি কুলপুত্র শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হইয়া উপসম্পন্ন হইয়া কৌশম্বীবাসি তিষ্য স্থবির নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কোশম্বীতে তাঁহার বর্ষাবাস শেষ হইলে (তাঁহার) সেবক ত্রিচীবর এবং ঘৃত-গুড় আনিয়া তাঁহার পাদমূলে রাখিলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কি উপাসক?' 'ভন্তে, আপনি আমাদের এখানে বর্ষাবাস করিয়াছেন, আমাদের বিহারে বর্ষাবাস করিলে এইরূপ লাভ হয়, ভন্তে গ্রহণ করুন।' 'হে উপাসক, বেশ। কিন্তু আমার ত এইগুলির প্রয়োজন নাই!'

'ভন্তে, কেন?'

'আমার কাছে কোন 'কপ্পিয়কারক' শ্রামণেরও নাই।'

'ভন্তে, যদি আপনার কপ্পিয়কারক না থাকে তাহা হইলে আমার পুত্র আপনার নিকট শ্রামণের হইবে।' স্থবির অনুমোদন দিলেন। উপাসক তাঁহার সপ্তবর্ষীয় পুত্রকে স্থবিরের নিকট লইয়া যাইয়া—'ভন্তে, ইহাকে প্রব্রজ্যা দিন' বলিয়া প্রদান করিলেন। অনন্তর স্থবির তাহার চুল সিক্ত করিয়া ত্বক কর্মস্থান দিয়া প্রব্রজিত করিলেন। সেই বালক ক্ষুরাগ্রেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

স্থবির তাহাকে প্রব্রজ্যা দিয়া অর্ধমাস সেখানে অবস্থান করিয়া 'শাস্তাকে দেখিতে যাইব' বলিয়া শ্রামণেরের দ্বারা জিনিসপত্র বহন করাইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি বিহার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। শ্রামণের উপাধ্যায়ের শয়ন স্থান প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকিল। তাহাতেই বিকাল হইয়া গেল, সে নিজের শয্যা প্রস্তুত করিতে পারে নাই। যখন স্থবিরকে সেবা করিবার জন্য সে আসিয়া বসিল, স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শ্রামণের, তুমি তোমার বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছ ত?'

'ভন্তে, ব্যবস্থা করিবার সময় পাইনি।'

'তাহা হইলে তুমি আমার বাসস্থানেই থাক। কারণ বাহিরে আগন্তুকদের বাসস্থানে তোমার কষ্ট হইবে।' এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই শয়ন স্থানে প্রবেশ করিলেন। স্থবির ছিলেন তখনও পৃথগজন (অর্থাৎ অর্হৎ হন নাই), তাই শয়নমাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। শ্রামণের চিন্তা করিল—'উপাধ্যায়ের সহিত একই শয়ন স্থানে বাস করা অদ্য লইয়া তিনদিন হইল। যদি আমি শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে স্থবির 'সহবাস' করার অপরাধে অপরাধী হইবেন, অতএব আমি

http://kalpataruboi.org

বসিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিব।' ইহা ভাবিয়া উপাধ্যায়ের মঞ্চকসমীপে পদ্মাসনে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল। স্থবির প্রত্যুষকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া 'শ্রামণেরকে ঘরের বাহির করিতে হইবে' ভাবিয়া মঞ্চকপার্শ্বে রক্ষিত ব্যজনী লইয়া ব্যজনীর অগ্রভাগ দ্বারা শ্রামণেরের মাদুরে আঘাত করিয়া ব্যজনী উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া বলিলেন—'হে শ্রামণের, বাহিরে যাও।' ব্যজনীর দণ্ড শ্রামণেরের চক্ষুতে আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার একটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। সে 'ভন্তে, কি বলিলেন?' জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিয়া 'বাহিরে যাও' ইহা উক্ত হইলে 'ভন্তে, আমার চোখ অন্ধ হইয়াছে' না বলিয়া এক হাতে চোখ ঢাকিয়া বাহিরে গেল। ব্রতকরণাদি কালেও 'আমার চোখ অন্ধ হইয়াছে' বলিয়া চুপচাপ বসিয়া না থাকিয়া এক হাতে চোখ ঢাকিয়া অন্য হাতে সম্মার্জনী লইয়া পায়খানা এবং মুখ ধুইবার স্থান সম্মার্জিত করিয়া মুখ ধুইবার জল রাখিয়া পরিবেণ সম্মার্জিত করিল। সে উপাধ্যায়কে দন্তকাষ্ঠ দিবার সময়েও এক হাতেই দিল।

তখন উপাধ্যায় তাহাকে বলিলেন—'এই শ্রামণের অসভ্য ত! আচার্য-উপাধ্যায়কে এক হাতে দন্তকাষ্ঠ দিতে নাই, তাহাও জানে না?'

'ভন্তে, আমি জানি যে ইহা উচিত নহে, কিন্তু আমার এক হাত খালি নাই।'

'শ্রামণের, কেন কি হইয়াছে?'

সে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইল। স্থবির শুনিবামাত্রই উদ্বিগ্ন হইয়া—'অহো! আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি। হে সৎপুরুষ, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার শরণ হও।' এই বলিয়া করজোড়ে সপ্তবর্ষীয় বালকের পাদমূলে উৎকুটিক হইয়া বসিলেন। তখন শ্রামণের তাহাকে বলিল—'ভন্তে, আমি এইজন্য ঐকথা বলি নাই। আপনার চিত্তকে রক্ষা করার জন্যই আমি এইরূপ বলিয়াছি। ইহাতে আপনারও দোষ নাই, আমারও দোষ নাই। সংসারবর্তেরই ইহা দোষ। চিন্তা করিবেন না। আপনি মর্মাহত হইবেন বলিয়া পূর্বে বলি নাই।' স্থবির শ্রামণেরের দ্বারা আশ্বাসিত হইলেও তিনি আশ্বস্ত হইলেন না। সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া শ্রামণেরের জিনিসপত্র লইয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেলেন। শাস্তাও তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। তিনি যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া স্থিত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু, আশা করি তুমি ভালই আছ, কোন অসুবিধা আছে কি?' 'ভন্তে, সমস্তই ভাল, কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু এই শ্রামণেরের মত গুণবান খুব কমই দেখিয়াছি।'

'হে ভিক্ষু, এই শ্রামণের কি করিয়াছে?' তিনি প্রথম হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানকে জানাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সে বলিল—'ভন্তে, ইহাতে আপনারও দোষ হয় নাই, আমারও নহে। সংসারবর্তই দোষের কারণ। আপনি চিন্তা করিবেন না।' এইভাবে আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছে। আমার প্রতি কোন ক্রোধ বা দ্বেষ করে নাই। ভন্তে, আমি এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিপূর্বে দেখি নাই।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'হে ভিক্ষু, ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ কাহারও প্রতি কুপিত হন না, কাহাকেও বিদ্বেষ করেন না। তাঁহারা শান্তেন্দ্রিয় এবং শান্তমানস হইয়া থাকেন।' ইহা বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'সম্যক জ্ঞানদ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত, তাদৃশ ধীর (রাগাদির উপশম হেতু উপশান্ত) ব্যক্তিগণের (ক্ষীণাস্রবগণের) চিত্ত প্রশান্ত হয়। বাক্য শান্ত হয় এবং কর্মও শান্ত হইয়া যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯৬

অন্বয় : 'তাঁহার শান্ত' অর্থাৎ সেই অর্হৎ শ্রামণেরের 'চিত্ত' লোভাদির অভাবে শান্ত উপশান্ত নির্বৃত। তদ্রূপ মুষাবাদাদির অভাবে 'বাক্য' এবং প্রাণাতিপাতাদির অভাবে কায়কর্মও শান্ত। 'যিনি সম্যক জ্ঞানদ্বারা বিমুক্ত' অর্থাৎ কার্যকারণ বিশ্লেষণের দ্বারা জানিয়া পঞ্চ বিমুক্তির দ্বারা যিনি বিমুক্ত। 'উপশান্তের' অর্থাৎ অভ্যন্তরে রাগাদির উপশমের দ্বারা উপশান্ত যিনি। 'তাদৃশ ব্যক্তির' অর্থাৎ তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির।

দেশনাবসানে কোশম্বীবাসি তিষ্য স্থবির প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। এই ধর্মদেশনা অন্যান্য বহুজনের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

কোশম্বীবাসি তিষ্য স্থবিরের শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান (খ)—৮

৮. অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো,
হতাবকাসো বন্তাসো স বে উত্তমপোরিসো।...৯৭

অনুবাদ : যিনি অন্ধবিশ্বাসী নন, যিনি অকৃত[৬৬] (নির্বাণ) জেনেছেন, সংসার সন্ধিছেদ করেছেন, এবং কুশল-অকুশলের আসক্তি ও বাসনা ক্ষয় করেছেন তিনিই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যো নারো (যে ব্যক্তি) অস্সদ্ধো (অশ্রদ্ধ) অকতঞ্ঞূ (অকৃতজ্ঞ, নির্বাণজ্ঞ) সন্ধিচ্ছেদো (যাঁর বন্ধন ছিন্ন) চ হতাবকাসো (ও অবকাশ নষ্ট) বন্তাসো (বাসনাহীন) স বে উত্তমপোরিসো (তিনিই উত্তম পুরুষ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ধর্মসাধনায় বিশ্বাসের স্থান আছে অবশ্যই, কিন্তু অন্ধবিশ্বাস অবিশ্বাসের মতই ক্ষতিকর। তা অনেক সময়ই সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তি, অভিজ্ঞতা সে জায়গায় সহায়ক হয়। এইভাবে সাধনা দ্বারা যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তাঁর সংসার সন্ধি অর্থাৎ যে বন্ধন মানুষকে বারবার সংসারে নিয়ে আসে তাও ছিন্ন হয়েছে। সে ব্যক্তির পার্থিব ভাল-মন্দের প্রয়োজন শেষ হয়েছে, কেননা তাঁর কোন কামনা নেই। এমন ব্যক্তি ইহলোকেই দেবত্বলাভ করেছেন—তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।

'অশ্রদ্ধ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরকে

[৬৬]। অকৃত—যা কারো দ্বারা কৃত হয়নি, যা অনন্তকাল স্থায়ী, তাই নির্বাণ।

http://kalpataruboi.org

উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় ত্রিশজন আরণ্যক ভিক্ষু শাস্তার নিকট আসিয়া বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয় দেখিয়া সারিপুত্রকে আমন্ত্রণ করিয়া—

'হে সারিপুত্র, তুমি কি বিশ্বাস কর যে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে তাহা পরিশেষে নির্বাণরূপ অমৃত উপলব্ধিতে সহায়ক হয়?' এইভাবে শাস্তা শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ে সারিপুত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির বলিলেন—'ভন্তে, আমি এখানে ভগবান আপনার শ্রদ্ধার বিষয়ে যাইতেছি না যে 'শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত... ...সহায়ক হয়'। ভন্তে, যাহাদের ইহা (নির্বাণামৃত) অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত এবং প্রজ্ঞার দ্বারা অস্পৃষ্ট, তাঁহাদের সেখানে অন্যদের শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা আছে। 'শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত... ...সহায়ক হয়' এইভাবে তিনি ঐসকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'সারিপুত্র স্থবির এখনও মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তিনি সম্যকসম্বুদ্ধকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।' ইহা শুনিয়া শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ? আমি সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'সারিপুত্র, তুমি কি বিশ্বাস কর যে পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত হইলে এবং শমথ ও বিপশ্যনা অভাবিত হইলে কেহ মার্গফল লাভ করিতে সমর্থ হয় কি?' সে বলিয়াছে—'ভন্তে, না, এইরকম কেহ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।' তারপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'তুমি কি বিশ্বাস কর না যে দান এবং পুণ্যকর্মের ফল আছে। বুদ্ধাদির গুণ আছে?' বস্তুতপক্ষে সে অন্যদের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে না। যেহেতু সে স্বকীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ ধ্যান, বিপশ্যনা, মার্গ-ফল ধর্মসমূহে আস্থাভাজন। অতএব সে সমালোচনার পাত্র নহে।' ইহা বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যিনি 'অশ্রদ্ধ' অর্থাৎ পরের কথায় বিচারবুদ্ধি বিরহিত হইয়া অজ্ঞতার ঘোরে বিশ্বাস স্থাপন করেন না; অর্থাৎ যিনি ধীর স্থির বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; যিনি 'অকৃতজ্ঞ' অর্থাৎ নির্বাণতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন; যিনি 'সন্ধিচ্ছেদী' অর্থাৎ সংসারাবর্তন ছিন্ন করিয়াছেন; যিনি 'হতাবকাশ' অর্থাৎ কুশলাকুশল, সৎ-অসৎ, ভালমন্দের ফলাফলের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন; যিনি 'বান্তাশ' অর্থাৎ যাঁহার সকল প্রকার কামনা-বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে এবং ভালমন্দের অতীত হইয়াছেন—তিনিই যথার্থ সাধুপুরুষ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯৭

অন্বয় : যিনি স্বয়ং জ্ঞাতা তিনি অন্যের কথাকে বিশ্বাস করেন না বলিয়া 'অশ্রদ্ধ'। 'অকৃতজ্ঞ' অর্থাৎ নির্বাণকে জানিয়াছেন বলিয়া 'অকৃতজ্ঞ', অর্থাৎ যিনি নির্বাণের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। বর্ত্মসন্ধি অর্থাৎ সংসারসন্ধিকে ছিন্ন করিয়া স্থিত তাই 'সন্ধিচ্ছেদ।' কুশলাকুশল কর্মবীজ বিনষ্ট হওয়ার পুনরাগমনের অবকাশ হত

http://kalpataruboi.org

'তাঁহার' তাই তিনি 'হতাবকাশ'। চারি মার্গের দ্বারা কর্তব্যকৃত করিয়াছেন বলিয়া সকল আশা ইহার দ্বারা 'বান্ত' অর্থাৎ নিঃশেষীকৃত বলিয়া 'বান্তাশ'। তিনি এইরূপ মানুষ। লোকোত্তর ধর্মসমূহকে প্রতিবিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি পুরুষগণের মধ্যে উত্তমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই তিনি 'পুরুষোত্তম'। গাথাবসানে আরণ্যক ত্রিশজন ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য বহুজনের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

সারিপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

খদিরবনিয় রেবত স্থবিরের উপাখ্যান—৯

৯. গামে বা যদি বার'রঞ্ঞে নিন্নে বা যদি বা থলে,
যথা'রহন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয্যকং।...৯৮

অনুবাদ : অর্হৎগণ যেখানেই বাস করেন—গ্রামে অথবা অরণ্যে, জলে অথবা স্থলে—সে স্থানই রমণীয়।

অন্বয় : গামে বা যদি বা অরঞ্ঞে (গ্রামে বা অরণ্যে) নিন্নে বা যদি বা থলে (নিম্নে বা স্থলে) যথা অরহন্তো বিহরন্তি (যেখানে অর্হতেরা বিহার করেন) তং ভূমিং রামণেয্যকং (সেই ভূমি রমণীয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দ্রষ্টা হিসাবে সৌন্দর্য দেখার প্রকারভেদ হয়ে থাকে। সৌন্দর্যের সমস্তটুকুই বাইরের ব্যাপার নয়, তার অনেকখানি অন্তরঙ্গের। তাই সুন্দরের সবই দৃশ্য নয়, তার অনেকাংশই অনুভূতিলভ্য। তপোবনে সৌন্দর্য শুধু ফুল, ফল ইত্যাদিতে শোভিত নিসর্গের জন্য নয়, তার প্রকৃত সৌন্দর্য সেখানকার অধিবাসিদের জন্য, সেখানকার দিব্য ভাবরাশির জন্য। তাঁদের অন্তরের শূচিতা, নির্মলতা, উচ্চ চিন্তা এমন অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যে সে স্থানকে সর্বদা পরিপূর্ণ করে রাখে যা চোখকে প্রভাবিত করতে না পারলেও মনকে করে ঠিকই।

'গ্রামে বা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে খদিরবনিয় রেবত স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র সপ্তাশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া, চালা, উপচালা এবং শিশোপচালা এই তিন ভগিনী এবং চুন্দ ও উপসেন নামক দুই ভাইকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। (ভাই) রেবত কুমার একাই গৃহে অবশিষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার মাতা চিন্তা করিলেন—'আমার পুত্র উপতিষ্য এত ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া তিন ভগিনী এবং দুই ভাইকেও প্রব্রজিত করিয়াছে, শুধু রেবতই অবশিষ্ট রহিল। যদি ইহাকেও প্রব্রজিত করে তাহা হইলে আমাদের এত ধন নষ্ট হইয়া যাইবে, কুলবংশও নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতএব তরুণ বয়সেই ইহাকে (রেবতকে) সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিব।' এদিকে সারিপুত্র পূর্বেই ভিক্ষুদের জানাইয়া রাখিয়াছিলেন—'আবুসো, যদি রেবত প্রব্রজ্যায় ইচ্ছুক হইয়া

http://kalpataruboi.org

আসে, আসামাত্রই তাহাকে প্রব্রজিত করিবে। আমার মাতাপিতা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তাহার মাতা এবং পিতা।' তাঁহার মাতাও রেবতকুমারকে সাত বৎসর বয়সেই গৃহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য সমানজাতিক কুলে পাত্রী ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ধার্য করিয়া কুমারকে মণ্ডিত ও প্রসাধিত করিয়া বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া পাত্রীর জ্ঞাতিগৃহে গেলেন। উভয়পক্ষের জ্ঞাতিগণ বিবাহমঙ্গলে একত্রিত হইয়া জলপূর্ণপাত্রে হাত রাখিয়া পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া পাত্রীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া বলিলেন—'মা, তোমার পিতামহীর মত হও; তাঁহার মত দীর্ঘকাল সংসারকে দেখ; তাঁহার মত দীর্ঘজীবন লাভ কর।' রেবতকুমার তখন চিন্তা করিল—'ইহার পিতামহীর মত দ্বারা দৃষ্ট ধর্ম কি?' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—'ইহার পিতামহী কোথায়?' 'বৎস, তুমি দেখিতেছ না ঐ বৃদ্ধাকে যাঁহার বয়স ১২০ বৎসর? যাঁহার পঙ্কদন্ত পলিতকেশ; ত্বকে বলিরেখা প্রকট, যাঁহার শরীরে প্রচুর তিল দৃশ্যমান, যাঁহার দেহ (বয়সের ভারে) ন্যুব্জ হইয়াছে, তিনিই ইহার পিতামহী।' রেবত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল—'তাহা হইলে এও (অর্থাৎ আমার ভার্যাও) একদিন এইরূপ হইবে?'

'হ্যাঁ বৎস, যদি বাঁচিয়া থাকে এইরূপই হইবে।'

রেবত ভাবিল—'আমার ভার্যার এত সুন্দর শরীরও একদিন জরাগ্রস্ত হইয়া এইরূপ কুৎসিত আকার ধারণ করিবে? আমার (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতা উপতিষ্য নিশ্চয়ই এইসব দেখিয়াছেন। অদ্যই আমি পলায়ন করিয়া প্রব্রজিত হইব।' জ্ঞাতিগণ তাহাকে কন্যার সহিত একই যানে আরোহণ করাইয়া বিদায় দিলেন।

কিছুদূর যাইয়া সে শরীরকৃত্য করিবার ভাব দেখাইয়া বলিল—'গাড়ি থামাও, আমি নামিব এবং আবার ফিরিয়া আসিব।' এই বলিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া একটি ঝোপে কিছুক্ষণ কাটাইয়া ফিরিয়া আসিল। পুনরায় কিছুদূর যাইয়া একই ভান করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া আবার চড়িল। তৃতীয়বারও তাহাই করিল। তখন তাহার জ্ঞাতিরা ভাবিল—'এইরকম বারে বারে মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়া বোধ হয় তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে।' এই ভাবিয়া তাহারা তাহার আরক্ষা শিথিল করিয়া দিল। সে কিছুদূর আবার ঐ শরীরকৃত্যের ভান করিয়া নীচে অবতরণ করিয়া বলিল—'আপনারা গাড়ি চালাইয়া আগে আগে যান, আমরা পরে আস্তে আস্তে যাইতেছি।' তারপর সে ঝোপের দিকে চলিয়া গেল। জ্ঞাতিরাও ভাবিলেন—'পরে ঠিক আসিবে।' তাঁহারা গাড়ি চালাইয়া চলিয়া গেলেন। সেও পলায়ন করিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে ত্রিশজন ভিক্ষু বাস করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, আমাকে প্রব্রজ্যা দিন।'

'আবুসো, তুমি ত দেখিতেছি সর্বালঙ্কার বিভূষিত। তুমি কি রাজপুত্র না অমাত্যপুত্র জানি না; কিভাবে তোমাকে প্রব্রজ্যা দিব?'

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, আপনারা আমাকে জানেন না?'

'না, আবুসো।'

'আমি উপতিষ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।'

'এই উপতিষ্য কে?'

'ভন্তে, ভদন্তগণ আমার ভ্রাতাকে সারিপুত্র' বলিয়াই জানেন। সেইজন্য আমি 'উপতিষ্য' বলিলে আপনারা চিনিতে পারিতেছেন না।'

'তুমি কি সারিপুত্র স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'তাহা হইলে আইস, তোমার ভ্রাতা আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ তাহার আভরণসমূহ উন্মোচিত করাইয়া একপাশে রাখাইলেন। তারপর তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া সারিপুত্র স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। স্থবির ইহা শুনিয়া ভগবানকে জানাইলেন—'ভন্তে, আরণ্যক ভিক্ষুদের দ্বারা রেবত প্রব্রজিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে। আমি যাইয়া দেখিয়া আসি।' শাস্তা—'হে সারিপুত্র, তুমি মানিয়া নাও।' বলিয়া সারিপুত্রকে যাইতে দিলেন না। স্থবির কয়েকদিন পরে আবার শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুমতি চাহিলেন। শাস্তা—'হে সারিপুত্র, তুমি মানিয়া নাও, আমরাও যাইব' বলিয়া সারিপুত্রকে যাইতে দিলেন না।

শ্রামণেরও চিন্তা করিল—'যদি এখানে আমি থাকি, জ্ঞাতিগণ আমার অনুসরণ করিয়া ধরিয়া ফেলিবে' ইহা চিন্তা করিয়া ভিক্ষুদের নিকট হইতে অর্হত্ত্ব লাভ না করা পর্যন্ত 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া পাত্রচীবর লইয়া চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে উক্তস্থান হইতে ত্রিশযোজন দূরে খদিরবনে যাইয়া বর্ষাবাস উদযাপন করিলেন এবং তিন মাসের মধ্যেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। সারিপুত্র স্থবিরও প্রবারণার পরে আবার শাস্তার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন রেবতের নিকট যাইবার জন্য। শাস্তা—'হে সারিপুত্র, আমরাও যাইব' বলিয়া পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছুদূর যাইয়া আনন্দ স্থবির দ্বিমুখী রাস্তার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, রেবতের নিকট যাইবার দুইটি রাস্তা আছে—একটির দূরত্ব ষাট যোজন, ঘুরপথ এবং মনুষ্যবাস আছে (অর্থাৎ কোন উপদ্রব নাই), আর একটির দূরত্ব ত্রিশ যোজন, রাস্তা সোজা তবে অমনুষ্যের উপদ্রব আছে। আমরা কোন রাস্তায় যাইব?'

'হে আনন্দ, সীবলী কি আমাদের সঙ্গে যাইতেছে?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'যদি সীবলী সঙ্গে থাকে তাহা হইলে সোজা রাস্তাতেই যাও।'

শাস্তা—'আমি তোমাদের যাগুভাতের ব্যবস্থা করিব, সোজাপথে যাও' না বলিয়া 'সেই সেই পুণ্যবানদের ফলদানের ইহাই স্থান' জানিয়া 'যদি সীবলী আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সোজাপথেই যাও' বলিলেন। শাস্তা সেই রাস্তায়

http://kalpataruboi.org

উপস্থিত হইলে দেবতারা 'আমাদের আর্য সীবলী স্থবিরের সৎকার করিব' চিন্তা করিয়া এক এক যোজন দূরত্বে এক একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া, দিনে এবং যোজনের বেশি দূরে যাইতে না দিয়া প্রাতকালে উঠিয়া দিব্য যাগু প্রভৃতি লইয়া 'আমাদের আর্য সীবলী স্থবির কোথায় আছেন' বলিয়া খোঁজ করিতে লাগিল। সীবলী স্থবির নিজে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন। এই প্রকারে শাস্তা সপরিবারে ত্রিশযোজনিক রাস্তা সীবলী স্থবিরের পুণ্যপ্রভাবেই অতিক্রম করিলেন। রেবত স্থবিরও শাস্তার আগমনের কথা জানিয়া ভগবানের জন্য গন্ধকুটির ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চশত কূটাগার, পঞ্চশত চংক্রমণ স্থান, পঞ্চশত রাত্রিবিহার স্থান এবং পঞ্চশত দিবাবিহার স্থান নির্মাণ করাইলেন। শাস্তা তাঁহার নিকট একমাসকাল মাত্র বাস করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে সীবলী স্থবিরেরই পুণ্যফল অনুভব করিয়াছিলেন।

শাস্তা যখন খদিরবনে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষু চিন্তা করিয়াছিলেন—'এই ভিক্ষু এত সব নবকর্মে নিযুক্ত থাকিলে কি করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিব? শাস্তা 'সারিপুত্র স্থবিরের কনিষ্ঠ ভাই' বলিয়া পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন এবং এইরূপ নবকর্মকারী ভিক্ষুর নিকট আসিয়াছেন।' শাস্তাও সেইদিন প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকনকালে ঐ দুইজন ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহাদের মনের কথা জানিতে পারিলেন। অতএব, সেখানে একমাসকাল অবস্থান করিয়া ফিরিয়া যাইবার দিন এমন অধিষ্ঠান করিলেন যাহাতে ঐ ভিক্ষুদ্বয় নিজেদের তেলনালি, জলের পাত্র এবং উপাহনের কথা ভুলিয়া যায়। এইরূপ অধিষ্ঠান করিয়া নিষ্ক্রমণকালে বিহার প্রবেশের দ্বার অতিক্রম করিবামাত্রই তাঁহার ঋদ্ধি প্রয়োগ করিলেন। সেই ভিক্ষুরাও তখন 'আমি এইটা ভুলিয়া গিয়াছি, আমি ঐটা ভুলিয়া গিয়াছি' বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া খদিরবৃক্ষের কন্টকের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটি খদিরবৃক্ষের শাখায় নিজেদের দ্রব্যগুলি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখিয়া গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শাস্তাও ভিক্ষুসঙ্ঘকে লইয়া আরও একমাস সীবলী স্থবিরের পুণ্যফল উপভোগ করিয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বারামে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই বর্ষীয়ান ভিক্ষুদ্বয় সকালেই মুখ ধুইয়া 'আগন্তুক অন্নদায়িকা বিশাখার গৃহে যাইয়া যাগু পান করিব' বলিয়া যাইয়া যাগু পান করিয়া অন্যান্য খাদ্যাদি খাইয়া উপবেশন করিলেন। তখন বিশাখা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনারাও কি শাস্তার সঙ্গে রেবত স্থবিরের বাসস্থানে গিয়াছিলেন?'

'হ্যাঁ উপাসিকে।'

'ভন্তে, স্থবিরের বাসস্থান খুব রমণীয়, তাই না? 'হে উপাসিকে, রমণীয়তা কোথায়, শ্বেত কন্টকযুক্ত খদির বৃক্ষের গহন বন, যেন প্রেতদের নিবাসস্থান।'

পরে আরও দুইজন তরুণ ভিক্ষু আসিলেন। উপাসিকা তাঁহাদের যাগু এবং খাদ্যাদি দিয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'হে উপাসিকে,

http://kalpataruboi.org

আমাদের বর্ণনার অতীত। সুধর্ম দেবসভাসদৃশ স্থবিরের বাসস্থান, যেন ঋদ্ধি প্রভাবে নির্মিত হইয়াছে।' উপাসিকা চিন্তা করিলেন—'প্রথমে আগত ভিক্ষুগণ এক রকম বলিলেন, ইহারা অন্যথা বলিতেছেন। মনে হয় শাস্তার ঋদ্ধিপ্রভাবে প্রথমে আগত ভিক্ষুরা বিস্মৃত হইয়া কোন কিছু ফেলিয়া আসিয়া আবার আনিতে গিয়াছিলেন, আর পরে আগত ভিক্ষুরা নিশ্চয়ই শাস্তার ঋদ্ধিবলে রমণীয়ভাবে নির্মিত (রেবত স্থবিরের) বাসস্থানে গিয়াছিলেন।' নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় বিশাখা ইহাই মনে করিলেন। তারপর 'শাস্তা আসিলে জিজ্ঞাসা করিব' বলিয়া নীরব রহিলেন। পরমুহূর্তেই শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া বিশাখার গৃহে আসিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সাদরে (খাদ্যভোজ্য) পরিবেশন করিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে শাস্তাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনার সঙ্গে যে সকল ভিক্ষু রেবত স্থবিরের বাসস্থানে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন রেবত স্থবিরের বাবস্থান 'খদিরবৃক্ষের গহন অরণ্য' আবার কেহ কেহ বলিলেন 'রমণীয়'; কি ব্যাপার বলুন ত ভন্তে?' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—

'হে উপাসিকে, গ্রাম হউক বা অরণ্য হউক, যে স্থানে অর্হৎগণ বাস করেন সেই স্থান রমণীয়ই।' ইহা বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'গ্রামে, অরণ্যে, জলে বা স্থলে যেখানেই অর্হৎগণ অবস্থান করেন, সেই স্থান রমণীয়ই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯৮

অন্বয় : যদি অর্হৎগণ গ্রামে কায়বিবেক লাভ না করেন, চিত্তবিবেক (অবশ্যই) লাভ করিয়া থাকেন। দিব্য আলম্বনসমূহও তাঁহাদের চিত্তকে চালিত করিতে পারে না। সেইজন্য গ্রাম হউক বা অরণ্য হউক বা অন্য কোথাও হউক, যেখানে অর্হৎগণ বাস করেন, সেই স্থান রমণীয়ই বটে। ইহাই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্য এক সময়ে ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'আবুসো, কেন আয়ুষ্মান সীবলী স্থবির সাত বৎসর সাত মাস এবং সাত দিন মাতৃগর্ভে ছিলেন; কেন (মাতৃগর্ভরূপ) নরকে পক্ক হইয়াছিলেন; কিভাবেই বা অগ্রলাভ এবং অগ্র যশের অধিকারী হইলেন?' শাস্তা সেই কথা শুনিয়া—'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'ভন্তে, এই বিষয়ে।' ইহা শুনিয়া শাস্তা আয়ুষ্মান সীবলীর পূর্বজন্ম কথা বলিতে লাগিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একনবুতি কল্প পূর্বে বিপর্শী ভগবান জগতে আবির্ভূত হইয়া একবার জনপদচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে পিতার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য আগন্তুক দান সজ্জিত করিয়া নগরবাসিগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আপনারা আসিয়া আমার দানে সহায়ক হউন।' তাঁহারা তাহাই করিলেন এবং 'রাজার দান অপেক্ষা অধিক দান দিব' বলিয়া

http://kalpataruboi.org

শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরের দিন দানের ব্যবস্থা করিয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা আসিয়া তাঁহাদের দান দেখিয়া 'ইহা অপেক্ষাও অধিক দান দিব' চিন্তা করিয়া পরের দিনের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। [এইভাবে চলিতে থাকে] রাজাও নগরবাসিদের পরাজিত করিতে পারিলেন না, নগরবাসিরাও রাজাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠবারে নগরবাসিগণ চিন্তা করিলেন—'এইবার এমন দান দিব যাহাতে 'ইহা অপূর্ণ আছে' এই কথা কেহ বলিতে না পারে।' পরের দিন যথারীতি দানসামগ্রী সাজাইয়া 'কি এখানে নাই' ইহা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন 'টাটকা মধুর অভাব আছে।' খাদ্যদ্রব্যে অবশ্যই পর্যাপ্ত মধুর ব্যবহার হইয়াছিল কিন্তু টাটকা মধু ত নাই! তাঁহারা তখন টাটকা মধুর জন্য নগরের চতুর্দ্বারে চারি সহস্র কার্ষাপণ দিয়া লোক পাঠাইলেন (টাটকা মধুর সন্ধানে)। জনৈক জনপদবাসি গ্রামাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে আসিবার সময় পথিমধ্যে মৌমাছির চাক (মৌচাক) দেখিয়া মৌমাছিদের তাড়াইয়া বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া শাখাদণ্ডসহ মৌচাক লইয়া 'গ্রামাধ্যক্ষকে দিব' বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে যে মধুর সন্ধানে গিয়াছিল সে তাঁহাকে দেখিয়া 'মহাশয়, এই মধু কি বিক্রয়ের জন্য?' জিজ্ঞাসা করিল। 'না মহাশয়, বিক্রয়ের জন্য নহে।' 'এই কার্ষাপণ লইয়া ঐ মধু আমাকে দিন।' তখন ঐ ব্যক্তি চিন্তা করিলেন—'এই মৌচাকের দান এক আনাও নহে, অথচ ইহার জন্য এই ব্যক্তি ষোল আনা দিতে চাহিতেছে। তাহা হইলে ত আমি দাম বাড়াইয়া অনেক অর্থ রোজগার করিতে পারি।' তখন তিনি বলিলেন—'না দিব না।'

'তাহা হইলে দুই কার্ষাপণ নিন।'

'না, দুই কার্ষাপণেও দিব না।'

এইভাবে দান বাড়াইতে বাড়াইতে এক সহস্র কার্ষাপণের বিনিময়ে তিনি ঐ মধু ক্রয় করিতে রাজী হইলেন।

তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন না টাকা রাখিবার জায়গা নাই। যে মধুর দাম এক আনাও নহে তাহার জন্য আপনি এক সহস্র কার্ষাপণ দিতে চাহিতেছেন, ব্যাপার কি?'

'মহাশয়, এই মধুর আমার বিশেষ প্রয়োজন, তাই এত দাম দিতেছি।'

'কি প্রয়োজন, মহাশয়?'

'আমরা আটষট্টি সহস্র ভিক্ষুপরিবারসহ ভগবান বিপশ্যী বুদ্ধের জন্য মহাদান সজ্জিত করিয়াছি। কিন্তু একটু টাটকা মধুর অভাব সেখানে আছে। তাই (এত দাম দিয়া এই মধু) লইতেছি।'

'তাহা হইলে আমি কোন মূল্যই লইব না, আমি আপনাদের মধু দিব যদি আপনারা আমাকে দানে যোগদান করার অনুমতি দেন।' সে গিয়া নগরবাসিদের উক্ত বিষয় জানাইলেন। নগরবাসিগণ তাঁহার মধ্যে বলবতী শ্রদ্ধা দেখিয়া 'সাধু সাধু, তিনিও পুণ্যের অংশীদার হউন' বলিয়া সম্মতি দিলেন। তাঁহারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া যাগুখাদ্যাদি দিয়া বিশাল সোনার থালা আনাইয়া তাহাতে

http://kalpataruboi.org

উক্ত মৌচাক হইতে মধু বাহির করিয়া লইলেন। ঐ ব্যক্তি (গ্রামাধ্যক্ষকে দিবার জন্য) এক পাত্র দধিও আনিয়াছিলেন। তিনি সেই দধিও উক্ত সোনার থালায় ঢালিয়া দিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিলেন। ঐ দধিমিশ্রিত মধু বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রত্যেককে পরিবেশন করা হইল। সেই দধিমিশ্রিত মধু সকলকে পরতৃপ্তি সহকারে পরিবেশন করিয়াও অবশিষ্ট থাকিয়া গেল।

'এইভাবে অল্পমাত্র মধু কিভাবে সকলকে পরিবেশন করা হইল' তাহা অচিন্তনীয়। কারণ বুদ্ধের প্রভাবেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধবিষয় বাস্তবিকই অচিন্তনীয়। 'চারিপ্রকার অচিন্তনীয়' বিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে—ইহাদের কথা চিন্তা করিতে গেলে পাগল হইয়া যাইতে হইবে। সেই ব্যক্তি উক্ত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া এতকাল সংসরণ করিতে করিতে এক সময় দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া বারাণসীতে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। একদিন তিনি 'আমি একটি নগর অধিগ্রহণ করিব' চিন্তা করিয়া একটি নগর (সৈন্যদের দ্বারা) ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং নগরবাসিদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—'হয় রাজ্য দাও, না হয় যুদ্ধ কর।' তাহারা 'রাজ্যও দিব না, যুদ্ধও করিব না' চিন্তা করিয়া নগরের ছোট ছোট দরজা দিয়া যাতায়াত করিয়া জল, কাঠ আহরণ এবং সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

রাজাও চারি মহাদ্বার পাহারা দিয়া সাত বৎসর সাত মাস এবং সাত দিন নগরকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন রাজমাতা 'আমার পুত্র কি করিতেছে?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'দেবি, তিনি ইহা করিতেছেন' জানিয়া তাহাদিগকে বলিলেন—'আমার পুত্র বোকা, যাও তাহাকে যাইয়া বল—'নগরের ছোট ছোট দরজাগুলিও বন্ধ করিয়া নগরকে অবরোধ কর।' রাজা মাতার আদেশ পাইয়া তাহাই করিলেন। নগরবাসিরাও বাহিরে আসিতে না পারিয়া সপ্তম দিবসে নিজেদের রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি (অর্থাৎ বারাণসীর রাজা) এই পাপকর্ম করার ফলে মৃত্যুর পর অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া যতদিন না এই পৃথিবী যোজনমাত্র উদগত হইল ততদিন নরকে পক্ক হইলেন যেহেতু তিনি উক্ত নগরের চারিটি ছোট দরজাও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন (এবং জনসাধারণের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন)। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ঐ মাতারই (অর্থাৎ বারাণসীর সেই রাজমাতা) গর্ভে উৎপন্ন হইয়া সাত বৎসর এবং সাতমাস ঐ গর্ভাভ্যন্তরেই বাস করিয়াছিলেন এবং সাত দিন যোনিমুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে সীবলী তখন নগর অবরোধ করিবার পাপকর্মের ফলে এতকাল নরকে পক্ক হইয়াছেন। (নগরের) চারি ছোট দরজা বন্ধ করার কারণে সেখান হইতে চ্যুত হইয়া সেই মাতারই কুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া এতকাল কুক্ষিতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। নতুন (টাটকা) মধু দানের ফলে অগ্রলাভ এবং অগ্র যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।'

পুনরায় একদিন ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'অহো সেই শ্রামণের

http://kalpataruboi.org

কত ভাগ্যবান কত পুণ্যবান, যিনি একাই পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য পঞ্চশত কূটাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন।' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে?' 'এই বিষয়ে' বলিলে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের পুণ্যও নাই, পাপও নাই, উভয়ই পরিসমাপ্ত হইয়াছে' ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন যাহা (ধর্মপদের) ব্রাহ্মণবর্গে সংকলিত হইয়াছে—

'যিনি এই জগতে পুণ্য ও পাপ উভয়বিধ বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি অশোক, বিরজ (রাগাদি রজ হইতে মুক্ত) এবং শুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৪১২

খদিরবনিয় রেবত স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

জনৈকা স্ত্রীলোকের উপাখ্যান—১০

১০. রমণীযানি অরঞ্ঞানি যত্থ ন রমতি জনো,
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো।...৯৯

অনুবাদ : সব অরণ্যই রমণীয়। সাধারণ লোক সেখানে আনন্দ পায় না, কিন্তু বীতরাগ (অনাসক্ত) ব্যক্তিরা সেখানে সুখ পান; কারণ তাঁরা কামান্বেষী নন।

অন্বয় : অরঞ্ঞানি রমণীযানি (অরণ্যসকল রমণীয়)। যত্থ জনো ন রমতি (যেখানে সাধারণ লোক আনন্দ পায় না), বীতরাগা রমিস্সন্তি (অনাসক্ত লোকেরা সেখানে সুখ পান), তে কামগবেসিনো ন (তাঁরা কামান্বেষী নন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অরণ্যের সৌন্দর্য এক বিরল নির্জনতার সৌন্দর্য। তাতে যে উদাস বৈরাগ্যের ভাব আছে তা সাধারণ মানুষের প্রীতিকর নয়, তা তার ভোগাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে না। বরঞ্চ মনে আনে একটা অজানা ভয়ের আভাস। তাই মানুষ অরণ্যের নির্জনতাকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। কিন্তু ভোগলালসা থেকে যিনি মুক্ত তাঁর কাছে গৃহই ভীতিকর—অরণ্যের জনহীন পরিবেশ তাঁকে আকৃষ্ট করে নানাভাবে। তিনি সংসারের কোলাহল থেকে দূরে অরণ্যের নিভৃত আশ্রয়ে শান্তিতে বাস করেন। সংসারে তাঁর কাম্যবস্তু কিছু নেই, তাই সেখানে তাঁর কোন আকর্ষণও নেই।

'রমণীয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈকা স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একজন পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু শাস্তার নিকট হইতে 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া একটি জীর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেছিলেন। একজন নগরশোভিনী স্ত্রীলোক জনৈক পুরুষের সহিত আসিয়া 'আমি অমুক স্থানে যাইব, তুমি সেখানে আসিবে' বলিয়া সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল। সেই পুরুষটি কিন্তু আসিল না। সেই স্ত্রীলোক তাহার আসার পথ চাহিয়া থাকিয়া তাহাকে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া

http://kalpataruboi.org

স্থবিরকে পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এদিকে সেদিকে তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া—'ইনিও ত একজন পুরুষ, আমি ইহার চিত্তকেই মোহিত করিব' চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া পুনঃপুন নিজ পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচিত ও পরিধান করিতে লাগিল, চুল খুলিয়া আবার বাঁধিতে লাগিল, হাত ধরিয়া হাসিতে লাগিল। স্থবিরের সংবেগ উৎপন্ন হইয়া সকল শরীরকে রোমাঞ্চিত করিল। তিনি চিন্তা করিলেন—'ইহা আবার কি?' শাস্তাও 'আমার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া 'শ্রমণধর্ম' পালন করিব' বলিয়া গত ভিক্ষুর 'কি অবস্থা দেখি ত!' বলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে এবং সংবেগপ্রাপ্ত সেই ভিক্ষুকে দেখিলেন। তিনি তখন গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই সেই ভিক্ষুর সহিত কথা বলিলেন—'হে ভিক্ষু, যাহা কামগবেষীদের অপ্রিয় স্থান, তাহাই বীতরাগগণের (অর্হৎগণের) প্রিয় স্থান।' ইহা বলিয়া অব্‌ভাব বিচ্ছুরিত করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অরণ্য সকল রমণীয়; সেখানে সাধারণ মানুষ আনন্দানুভব করে না। যাঁহারা বীতরাগ (অনাসক্ত) তাঁহারা সেখানে আনন্দানুভব করেন, যেহেতু তাঁহারা কামান্বেষী নহেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-৯৯

অন্বয় : 'অরণ্যানী' সুপুষ্পিত তরুবনসণ্ড প্রতিমণ্ডিত বিশুদ্ধ সলিলসম্পন্ন অরণ্যসমূহ রমণীয়ই বটে। 'যেখানে' অর্থাৎ যে অরণ্যসমূহে, বিকশিত পদ্মবনসমূহে যেমন গ্রাম মক্ষিকা রমিত হয় না, কামান্বেষীও তদ্রূপ রমিত হয় না। 'বীতরাগ ব্যক্তিগণ' যাঁহারা বিগতরাগ ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) তাঁহারা ভ্রমর মধুকরের ন্যায় পদ্মবনে অর্থাৎ তদ্রূপ অরণ্যে আনন্দানুভব করেন। কেন? যেহেতু তাঁহারা কামান্বেষী নহেন।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া আকাশমার্গে আসিয়া তথাগতের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার পাদ বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

জনৈকা স্ত্রীলোকের উপাখ্যান সমাপ্ত

অর্হৎ বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

॥ সপ্তম বর্গ ॥

http://kalpataruboi.org

৮. সহস্রবর্গ

তাম্রদন্তিক চোরঘাতকের উপাখ্যান—১

১.সহস্সম্পি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা,
একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।...১০০

অনুবাদ : অর্থহীন সহস্র কথার থেকে, যা শুনে লোকের শান্তি লাভ হয় তেমন একটি অর্থপূর্ণ কথাই শ্রেয়।

অন্বয় : অনত্থপদসংহিতা বাচা (অনর্থপদযুক্ত বাক্য) সহস্সম্ অপি চে সিযা (সহস্র সংখ্যক হলেও), অত্থপদং একং (অর্থপূর্ণ একটি বাক্য) সেয্যো (শ্রেয়), যং সুত্বা উপসম্মতি (যা শুনলে শান্তি হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' কথার মূল্য তার পরিমাণে নয়, বস্তুতে। ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই নিহিত থাকে সুবিশাল বৃক্ষ। সেরকম দু'একটি মাত্র সত্যবাক্যও অপরিমেয় তাৎপর্য বহন করতে পারে, সাধন করতে পারে মানুষের অশেষ কল্যাণ। কিন্তু, অসার কথার রাশি শুধু বৃথাই নয়, তা অনেক অনিষ্টের কারণও হয়ে ওঠে।

'সহস্র বাক্য' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে তাম্রদন্তিক চোরঘাতককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একুন পঞ্চশত চোর গ্রামে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। জনৈক গাঢ়পিঙ্গলবর্ণের তাম্রদন্তিক ব্যক্তি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল—'আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিতে চাই।' তখন তাহাকে চোরস্বামীর নিকট লইয়া যাইয়া বলিল—'এই ব্যক্তি আমাদের সহিত থাকিতে ইচ্ছুক।' চোরস্বামী তাহাকে দেখিয়া—'এই ব্যক্তি মাতৃস্তন কাটিয়া এবং পিতার গলরক্ত বাহির করিয়া খাইতে সমর্থ, অতি নিষ্ঠুর' ইহা চিন্তা করিয়া আমাদের সঙ্গে ইহাকে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া পরিত্যাগ করিল। সেই ব্যক্তি এইভাবে পরিত্যক্ত হইয়া চোরস্বামীরই একজন শাগরেদকে সেবা করিয়া তুষ্ট করিল। সে তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া চোরস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'প্রভু, এই ব্যক্তি খুবই ভদ্র, আমাদের উপকারী, ইহাকে রাখুন।' এইভাবে যাচঞা করিয়া চোরস্বামীকে রাজী করাইল। অনন্তর একদিন নগরবাসিগণ রাজপুরুষদের সহিত একত্রিত হইয়া ঐ চোরদের ধরিয়া বিচারমন্ত্রীর নিকট লইয়া গেল। বিচারমন্ত্রী তাহাদের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। তখন 'কে ইহাদের হত্যা করিবে?' বলিয়া ইহাদের হত্যা করিতে পারে এমন কাহাকেও না পাইয়া চোরস্বামীকে বলিলেন—'তুমি ইহাদের হত্যা করিয়া জীবন এবং সম্মান উভয়ই লাভ করিতে পার। ইহাদের হত্যা কর।' তাহারা একত্রে বাস করিয়াছে বলিয়া সেও তাহাদের হত্যা করিতে

http://kalpataruboi.org

ইচ্ছুক হইল না। এইভাবে একে একে একুন পঞ্চশত চোরকে জিজ্ঞাসা করা হইল। কেহই রাজী হইল না। সকলের শেষে সেই ঘোরপিঙ্গল বর্ণের তাম্রদন্তিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল। সে 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া সকলকে হত্যা করিয়া জীবন এবং সম্মান উভয়ই লাভ করিল। এইভাবে নগরের দক্ষিণ দিক হইতেও পঞ্চশত চোরকে ধরাইয়া আনিয়া অমাত্যদের দেখাইয়া তাহাদের দ্বারা 'শিরশ্ছেদ' আদেশ প্রাপ্ত হইলে চোরস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকল চোরকে জিজ্ঞাসা করিয়া একজনকেও হত্যা কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'গতকাল যে ব্যক্তি পঞ্চশত চোরকে হত্যা করিয়াছে সে কোথায়?' 'অমুক স্থানে তাহাকে দেখিয়াছি' বলিলে তাহাকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন—'ইহাদের হত্যা কর, সম্মান লাভ করিবে।' সে 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি দিয়া সকলকে হত্যা করিয়া সম্মান লাভ করিল।

তখন 'এই ব্যক্তি খুব ভদ্র, ইহাকে আমরা বরাবর চোরহত্যার কাজেই লাগাইব' এই মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে চোরঘাতকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সে পশ্চিম দিক হইতে আনীত এবং উত্তর দিক হইতে আনীত পঞ্চশত পঞ্চশত চোরকে হত্যা করিল। এইভাবে চতুর্দিক হইতে আনীত দুই হাজার চোরকে হত্যা করিয়া ইহার পর হইতে দৈনিক একজন দুইজন করিয়া আনীত চোরকে হত্যা করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর যাবত চোরঘাতক কর্মই সম্পাদন করিল।

যখন তাহার বয়স হইল, তখন সে একই আঘাতে হত্যা করিতে পারিত না, দুই তিনবার আঘাত করিয়াই মানুষদের কষ্ট দিত। নগরবাসিগণ চিন্তা করিলেন—'আর একজন চোরঘাতককে আনীতে হইবে। এই ব্যক্তি মানুষদের খুব কষ্ট দেয়। ইহাকে বাদ দেওয়া হউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করা হইল। সে পূর্বে চোরঘাতক কর্ম করাকালে কখনও 'নতুন বস্ত্র পরিধান করিতে, নতুন ঘৃত দ্বারা পক্ক ক্ষীরযাগু পান করিতে, সুমনপুষ্পাদির মাল্য ধারণ করিতে এবং গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিতে' পারিত না। যেদিন পদচ্যুত হইল সেইদিন 'আমার জন্য ক্ষীরযাগু প্রস্তুত কর' বলিয়া নতুনবস্ত্র সুমনপুষ্পমাল্য বিলেপন ইত্যাদি অন্যদের দ্বারা গ্রহণ করাইয়া নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিল, মালা ধারণ করিল, গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্তগাত্র হইয়া গৃহে আসিয়া বসিল। তখন নবঘৃত দ্বারা প্রস্তুত ক্ষীরযাগু তাহার সম্মুখে রাখিয়া হাত ধুইবার জল আনিল। সেই মুহূর্তে সারিপুত্র স্থবির সমাপত্তি হইতে উঠিয়া 'অদ্য কোথায় যাইব' বলিয়া নিজের ভিক্ষাচার অবলোকন করিয়া ঐ ব্যক্তির গৃহে ক্ষীরযাগু দেখিয়া 'এই ব্যক্তি আমার সৎকার করিবে কি' চিন্তা করিয়া 'হ্যাঁ আমাকে দেখিয়া আমার সৎকার করিবে এবং সৎকার করিয়া এই কুলপুত্র মহাসম্পত্তি লাভ করিবে' জানিয়া চীবর পারুপিত করিয়া পাত্র লইয়া তাহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান অবস্থায় নিজেকে প্রদর্শিত করিলেন।

সে স্থবিরকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল—'আমি চিরকাল

http://kalpataruboi.org

চোরঘাতক কর্মই করিয়াছি। বহু মনুষ্য হত্যা করিয়াছি, এখন আমার গৃহে ক্ষীরযাগু প্রস্তুত হইয়াছে, স্থবির আসিয়া আমার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। এখন আর্য স্থবিরকে আমার দান দেওয়া উচিত' চিন্তা করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত যাগু একপাশে সরাইয়া রাখিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে বসাইয়া পাত্রে ক্ষীরযাগু প্রদান করিয়া নবঘৃত সিঞ্চিত করিয়া স্থবিরকে ব্যজন করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইল। তখন বহুকাল যাবত অলব্ধপূর্ব ক্ষীরযাগু পান করিবার জন্য তাহার তৃষ্ণা বলবতী হইল। স্থবির তাহার ইচ্ছার কথা জানিয়া বলিলেন—'উপাসক, তুমিও নিজের ক্ষীরযাগু পান কর।' সে অন্যের হাতে ব্যজনী দিয়া যাগু পান করিতে লাগিল। স্থবিরকে যে ব্যজন করিতেছিল তাহাকে স্থবির বলিলেন—'যাও, উপাসককেই ব্যজন কর।' সে ব্যজনীর বাতাসে শান্ত হইয়া উদরপূর্ণ করিয়া যাগু পান করিয়া আসিয়া স্থবিরকে ব্যজন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া স্থবিরের আহারকৃত্য শেষ হইলে তাঁহার পাত্র গ্রহণ করিলেন। স্থবির তাহার দান অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে নিজের চিত্তকে দেশনানুগ করিতে পারিল না। স্থবির তাহা বুঝিতে পারিয়া—'উপাসক, তুমি তোমার চিত্তকে দেশনানুগ করিতে পারিতেছ না কেন?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'ভন্তে, চিরকাল নিষ্ঠুর কর্মই সম্পাদন করিয়াছি, বহু মনুষ্য হত্যা করিয়াছি। তাই নিজের কৃত কর্মকে স্মরণ করিতে করিতে চিত্তকে আর্য আপনার দেশনানুগ করিতে সক্ষম হইতেছি না।' স্থবির চিন্তা করিলেন—'ইহাকে বঞ্চনা করিতে হইবে।' বলিলেন—'তুমি কি তোমার ইচ্ছা অনুসারে এই সকল কাজ করিয়াছ, না অন্যদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া করিয়াছ?'

'ভন্তে, রাজা আমাকে দিয়া করাইয়াছেন।' 'তাহা হইলে উপাসক, তোমার পাপ হইল কোথায়?' স্থবির এইরূপ বলিলে মূর্খ উপাসক ভাবিল 'আমার পাপ হয় নাই।' সে আশ্বস্ত হইয়া স্থবিরকে বলিল—'ভন্তে, আপনি ধর্মদেশনা আরম্ভ করুন।' স্থবির (ধর্মদেশনার দ্বারা) দান অনুমোদন করিতে থাকিলে সে একাগ্রচিত্ত হইয়া ধর্ম শুনিতে শুনিতে স্রোতাপত্তিমার্গের কাছাকাছি কোন একটি স্তরের ক্ষান্তি লাভ করিল। স্থবিরও দান অনুমোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

উপাসক স্থবিরের অনুগমন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে এক যক্ষিণী ধেনুর (দুগ্ধবতী গাভী) বেশে আসিয়া তাহার উরুদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। সে কালগত হইয়া তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'চোরঘাতক পঞ্চান্ন বৎসর যাবত নিষ্ঠুর কর্ম করিয়া অদ্য (পাপকর্মের পরিণাম হইতে) মুক্ত হইয়াছে, অদ্য স্থবিরকে ভিক্ষা দিয়া অদ্যই কালগত হইল, কোথায় সে জন্মগ্রহণ করিল?' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমরা কি বিষয় আলাপে রত ছিলে?' 'ভন্তে, এই বিষয়ে।' শাস্তা বলিলেন—'সে তুষিতপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' 'ভন্তে, কি বলেন, এতকাল ধরিয়া এত মনুষ্য হত্যা করিয়াও সে তুষিত বিমানে জন্মগ্রহণ

http://kalpataruboi.org

করিয়াছে?'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সে মহান কল্যাণমিত্রকে লাভ করিয়াছিল। সে সারিপুত্রের ধর্মদেশনা শুনিয়া অনুলোম জ্ঞান উৎপাদন করিয়া এখান হইতে চ্যুত হইয়া তুষিত বিমানে উৎপন্ন হইয়াছে' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'নগরের চোরঘাতক সুভাষিত শ্রবণ করিয়া অনুলোম ক্ষান্তি লাভ করিয়াছে এবং স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া আনন্দানুভব করিতেছে।'

'ভন্তে, অনুমোদন কথা বলবতী নহে, তাহার কৃত অকুশল কর্মই বলবান; তথাপি সে কি করিয়া বিশেষ স্থান লাভ করিল?'

শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারা উপদিষ্ট ধর্ম অল্পই হউক বা বেশিই হউক, তোমরা তাহার পরিমাপ করিতে যাইও না। অর্থযুক্ত একটি বাক্যও শ্রেয়' এই বলিয়া তিনি ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা সারগর্ভ একটি মাত্র বাক্যও শ্রেয় যাহা শ্রবণ করিয়া লোকে উপশান্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০০

অন্বয় : 'সহস্র' বলিতে পরিচ্ছেদ বচন বুঝাইতেছে, যেমন এক সহস্র, দ্বি সহস্র এই প্রকারে 'সহস্র' শব্দের দ্বারা যদি পরিচ্ছিন্ন বাক্যকে বোঝায় এবং তাহাও যদি অনর্থাবহ হয় অর্থাৎ আকাশ বর্ণনা পর্বত বর্ণনা বন বর্ণনাদি প্রকাশক অনির্বাণদীপক অনর্থক পদযুক্ত বাক্য বহু হয়, তাহা পাপিকাই এই অর্থ। অন্যদিকে একটি মাত্র বাক্য যেমন 'এই কায়, এই কায়গতানুস্মৃতি, তিন প্রকার বিদ্যা অনুপ্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধশাসন কৃত হইয়াছে, পালিত হইয়াছে' এইরূপ একটি অর্থপদ শুনিয়া যদি রাগাদি উপশমের দ্বারা উপশান্ত হয়, সেই অর্থসাধক। নির্বাণপ্রতিসংযুক্ত স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু-ইন্দ্রিয়-বল-বোধ্যঙ্গ-স্মৃত্যুপস্থান পরিদীপক একটিমাত্র বাক্যও শ্রেয়—ইহাই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাম্রদন্তিক চোরঘাতকের উপাখ্যান সমাপ্ত

বাহিয় দারুচীরিয় স্থবিরের উপাখ্যান—২

২. সহস্সম্পি চে গাথা অনত্থপদসংহিতা,
একং গাথাপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।...১০১

অনুবাদ : নিরর্থক শব্দের সহস্র গাথার থেকে একটি গাথাই শ্রেয়, যদি তা শুনে লোকে শান্তি পায়।

অন্বয় : অনত্থপদসংহিতা গাথা সহস্সম্ অপি চে [সিয়া] (অনর্থপদযুক্ত সহস্র গাথা থেকেও) একং গাথাপদং (একটিমাত্র গাথাপদ) যং সুত্বা উপসম্মতি (যা শুনে শান্তি আসে) তং সেয্যো (তাই শ্রেয়)।

'অর্থহীন সহস্র গাথা অপেক্ষা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে

http://kalpataruboi.org

অবস্থানকালে দারুচীরিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় বহু মনুষ্য নৌকাসহযোগে মহাসমুদ্রে গিয়াছিল। সমুদ্রের মধ্যস্থানে তাহাদের নৌকা ভগ্ন হইলে তাহারা মৎস্য-কচ্ছপের ভক্ষ্য হইল। একজন মাত্র নৌকার একটি ফলকের সাহায্যে অনেক কষ্টে ভাসিতে ভাসিতে সুপ্পারক বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার অন্তর্বাস বা বহির্বাস কিছুই ছিল না। অন্য কিছু না পাইয়া সে শুষ্ক কাষ্ঠদণ্ডকে বল্কলের দ্বারা মুড়িয়া অন্তর্বাস-বহির্বাস করিয়া এবং দেবালয় হইতে একটি কপাল (ভিক্ষাপাত্র) সংগ্রহ করিয়া সুপ্পারক বন্দরে আসিল। লোকেরা ঐ বেশে তাহাকে দেখিয়া যাগুভাত প্রভৃতি দিয়া ভাবিল—'নিশ্চয়ই ইনি অর্হৎ হইবে।' তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র আনিয়া দিলে সে—'যদি আমি অন্তর্বাস এবং বহির্বাস পরিধান করি, আমার লাভ সৎকার কমিয়া যাইবে' ইহা ভাবিয়া ঐ সব বস্ত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া দারুচীরই (দারুবস্ত্র) পরিধান করিত। বহু লোক তাহাকে 'অর্হৎ' বলিলে তাহার মনে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইল—'জগতে যাহারা অর্হৎ বা যাহারা অর্হত্ত্বমার্গসম্পন্ন আমি তাহাদেরই একজন।' তখন তাহার একজন পুরাণ জ্ঞাতি দেবতা (কোন পূর্বজন্মের জ্ঞাতি যিনি এখন দেবতা হইয়াছেন) এইরূপ চিন্তা করিলেন।

'পূরাণ জ্ঞাতি' অর্থাৎ পূর্বে কোন জন্মে একত্রে যাহার সঙ্গে শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছেন। পূর্বে যখন কাশ্যপ বুদ্ধের শাসন তিরোহিত হইতেছিল তখন শ্রামণেরগণকে ব্যভিচারগ্রস্ত দেখিয়া সাতজন ভিক্ষু সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধশাসন অন্তর্ধান করিবার পূর্বেই আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিব' বলিয়া সুবর্ণচৈত্য বন্দনা করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি পর্বত দেখিয়া—'যাহারা জীবনের প্রতি আসক্তিপরায়ণ তাহারা ফিরিয়া যাউক এবং যাহারা আসক্তিশূন্য তাহারা পর্বতে আরোহণ করুক' বলিয়া নিঃশ্রেণী (কাঠের সোপান) বাঁধিয়া সকলেই পর্বতে আরোহণ করিয়া নিঃশ্রেণী ফেলিয়া দিয়া সেখানে শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘস্থবির একরাত্রি অতিক্রান্ত না হইতেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি অনবতপ্ত হ্রদে নাগলতার দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা দন্তমার্জন করিয়া, উত্তরকুরু হইতে পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া সেই ভিক্ষুদের বলিলেন—'আবুসো, এই দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা দন্তমার্জন করিয়া মুখ ধুইয়া এই পিণ্ডপাত পরিভোগ কর।'

'ভন্তে, আমাদের মধ্যে কি এইরূপ কথা হইয়াছিল যে যিনি প্রথমে অর্হৎ হইবেন তাঁহার দ্বারা আনীত পিণ্ডপাত অন্যান্যরা পরিভোগ করিবেন?'

'না আবুসো।'

'তাহা হইলে আমরাও যদি আপনার মত বিশেষত্ব অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিজেরা পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া পরিভোগ করিব' বলিয়া ঐ পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলেন না। দ্বিতীয় দিবসে আর একজন ভিক্ষু অনাগামীফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তদ্রূপ পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা এইরূপ বলিলেন—'ভন্তে, আমাদের কি এইরূপ কথা ছিল যে, 'মহাস্থবির

http://kalpataruboi.org

কর্তৃক আহৃত পিণ্ডপাত ভোজন না করিয়া, অধস্তন স্থবির কর্তৃক আহৃত পিণ্ডপাত ভোজন করিব?'

'না আবুসো।'

'তাহাই যদি হয়, আপনাদের মত আমরাও যদি মার্গফলাদি বিশেষ কিছু লাভ করি, আমরাও নিজেদের পুরুষকারের দ্বারা ভোজন আহরণ করিতে সক্ষম হইলে ভোজন করিব' বলিয়া ঐ স্থবিরের পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলেন না।

ঐ সাতজনের মধ্যে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। অনাগামীত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। অন্য পাঁচজন স্থবির বিশেষ কিছু লাভ করিতে না পারিয়া অনাহারে শুকাইয়া গেলেন এবং সপ্তম দিবসে কালগত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তিকালে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া বিভিন্ন কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পুক্কুসাতি নামে রাজা হইলেন, একজন কুমার কস্সপ, একজন দারুচীরিয়, একজন দব্ব মল্লপুত্র, একজন পরিব্রাজক সভিয়। যে ভিক্ষু ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন (অর্থাৎ অনাগামী) তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে 'পুরাণ জ্ঞাতি দেবতা'।

ব্রহ্মলোকোৎপন্নের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—'এই ব্যক্তি (অর্থাৎ দারুচীরিয়) আমার সঙ্গে একত্রে নিঃশ্রেণী (সিঁড়ি) বাঁধিয়া পর্বতে আরোহণ করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছিল। সে এইরূপ মিথ্যা ভেকধারী হইয়া বিচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে। আমি তাহার মধ্যে চৈতন্য উদয় করিব।' তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিলেন—

'হে বাহিয়, তুমি অর্হৎও নহ, অর্হত্ত্বমার্গসমাপন্নও নহ। আর তুমি যে প্রতিপদা গ্রহণ করিয়াছ তাহার দ্বারা অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গ সমাপত্তি কোনটাই লাভ হইবে না। বাহিয় আকাশে স্থিত বক্তা মহাব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল—'অহো আমি ত অন্যায় করিয়াছি। আমি নিজেকে 'অর্হৎ' ভাবিতাম আর ইনি বলিতেছেন 'তুমি অর্হৎও নহ, অর্হত্ত্বমার্গ সমাপন্নও নহ; তাহা হইলে কি জগতে অন্য কোন অর্হৎ আছেন?' তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে দেবতে, এই জগতে কি অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গ সমাপন্ন কেহ আছেন?' তখন দেবতা তাহাকে বলিলেন—'হে বাহিয়, উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী নামক নগরী আছে, সেখানে এখন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন। হে বাহিয়, তিনিই ভগবান অর্হৎ এবং অর্হত্ত্বলাভের মার্গ দেশনা করিয়া থাকেন।'

বাহিয় রাত্রিবেলায় দেবতার কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সুপ্পারক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক রাত্রির মধ্যেই শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুদীর্ঘ একশত কুড়ি যোজন পথ এক রাত্রিতেই অতিক্রম করিলেন। অবশ্য গমনকালে ঐ দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধেরই প্রভাবে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। সেই সময় শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন পিণ্ডপাতের জন্য। বাহিয় দেখিতে পাইলেন প্রাতরাশভূক্ত অনেক ভিক্ষু আলস্য

http://kalpataruboi.org

বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে চংক্রমণ করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'শাস্তা এখন কোথায়?' ভিক্ষুগণ 'ভগবান শ্রাবস্তীতে পিণ্ডপাতের জন্য গিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?' 'আমি সুপ্পারক হইতে আসিতেছি।' 'কখন বাহির হইয়াছেন?' 'গতকল্য সন্ধ্যায় বাহির হইয়াছি।' 'অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, বসুন, পা ধুইয়া তেল মাখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। ভগবান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইবেন।'

'ভন্তে, আমি জানি না কখন আমার বা শাস্তার মৃত্যু হইবে। আমি এক রাত্রিতেই কোথাও না দাঁড়াইয়া একশত কুড়ি যোজন পথ অতিক্রম করিয়াছি। শাস্তার দর্শন লাভ করিয়াই বিশ্রাম করিব। তিনি ইহা বলিয়া ত্বরিত গতিতে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিয়া অনোপম বুদ্ধশ্রীতে ভগবানকে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে দেখিয়া 'বহুকাল পরে আমি সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শন পাইলাম' চিন্তা করিয়া যেইস্থানে বুদ্ধকে দেখিয়াছেন সেই স্থান হইতে অবনত শরীরে যাইয়া রাস্তার মধ্যেই পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বুদ্ধের গুল্ফদ্বয়কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া এইরূপ বলিলেন—'ভন্তে, ভগবান আমার নিকট ধর্মদেশনা করুন, সুগত আপনি ধর্মদেশনা করুন যাহাতে আমার চির হিত ও সুখের কারণ হয়।' তখন শাস্তা তাঁহাকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন—'হে বাহিয়, এখন অসময়; পিণ্ডপাতের জন্য আমি অন্তরঘরে প্রবেশ করিয়াছি।' তাহা শুনিয়া বাহিয় বলিলেন—'ভন্তে, এই সংসারে (অসংখ্যবার) সংসরণকালে স্থূল আহার পূর্বে লব্ধ হয় নাই তাহা ত নহে! আপনার বা আমার মৃত্যুক্ষণ ত জানি না। ভন্তে আমাকে ধর্মদেশনা করুন।' শাস্তা দ্বিতীয়বারও প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার এই চিন্তা হইয়াছিল—'এই ব্যক্তি আমাকে দেখার পর হইতে তাহার সর্বাঙ্গ প্রীতির দ্বারা নিরন্তর পরিপূর্ণ। প্রীতিবেগ বলবান হইলে ধর্ম শুনিলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কিছুক্ষণের জন্য সে চিত্তের সমতায় আসুক! একরাত্রিতে একশত কুড়ি যোজন পথ অতিক্রম করায় তাহার ক্লান্তিও অত্যধিক। তাহার ক্লান্তিরও উপশম হউক।' সেইজন্য দ্বিতীয়বারও প্রত্যাখ্যান করিয়া তৃতীয়বার যাচিত হইতে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়াই—'হে বাহিয়, তোমাকে এইরূপ শিক্ষা করিতে হইবে—'দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র হইবে' ইত্যাদি উপায়ে ধর্মদেশনা করিলেন [বিস্তৃত জানিতে হইলে মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম সূত্র 'মূলপরিয়ায় সুত্ত' দ্রষ্টব্য]। তিনি শাস্তার ধর্মশ্রবণ করিতে করিতে সমস্ত আস্রব বিদূরিত করিয়া প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তখনই তিনি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—'তোমার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে কি?' (তিনি বলিলেন) 'না, পরিপূর্ণ নাই।' তখন শাস্তা এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন—'তাহা হইলে তোমার পাত্রচীবর সংগ্রহ কর।'

তিনি বিংশতি সহস্র বৎসর যাবত শ্রমণধর্ম পালন করাকালে কোন দিন

http://kalpataruboi.org

কোন ভিক্ষুকে পাত্র বা চীবর দিয়া সাহায্য করেন নাই। বরং তিনি বলিতেন—'ভিক্ষু কোন (পাত্রচীবরাদি) প্রত্যয় লাভ করিয়া অন্য কাহারও কথা না ভাবিয়া স্বয়ং তাহা পরিভোগ করা উচিত।' অতএব তাহার ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া ভগবান তাহাকে 'এহি ভিক্খু' (হে ভিক্ষু, আইস) ভাবের দ্বারা প্রব্রজ্যা প্রদান করেন নাই। এইদিকে যখন তিনি পাত্র-চীবরের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন এক যক্ষিণী ধেনুরূপে আসিয়া তাহার ঊরুদেশে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল। শাস্তা পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনকৃত্যাবসানে অনেক ভিক্ষুসহ বহির্গত হইয়া জঞ্জালস্তূপে পতিত বাহিয়ের মৃতদেহ দেখিয়া ভিক্ষুদের আদেশ দিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া একটি মঞ্চক (খাট, স্ট্রেচার) সংগ্রহ করিয়া এই মৃতদেহ নগরের বাহিরে লইয়া যাও এবং দাহ করিয়া একটি স্তূপ নির্মাণ কর।' ভিক্ষুগণ তাহাই করিলেন এবং সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিয়া বিহারে যাইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কৃত্য-সম্পাদনের কথা তাঁহাকে জানাইয়া পরলোকগত বাহিয়ের ভবিষ্যত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান তাঁহাদের নিকট বাহিয়ের পরিনির্বাণ লাভের কথা জানাইয়া 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ যদি কেহ থাকে তাহা হইলে সে হইতেছে এই বাহিয় দারুচীরিয়' এই কথা বলিয়া উক্ত বিষয়ে তাঁহাকে অগ্রস্থানে স্থাপিত করিলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি বলিলেন বাহিয় অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, কিন্তু কখন তিনি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, আমার ধর্মশ্রবণকালে।'

'ভন্তে, কখন তিনি আপনার ধর্ম শ্রবণ করিলেন?'

'পিণ্ডাচরণকালে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া।'

'ভন্তে, পথের মাঝখানে আপনার দেশিত ধর্ম নিশ্চয়ই অল্পমাত্রই ছিল! ঐ অল্পমাত্র ধর্ম শুনিয়া কিভাবে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন?' তখন শাস্তা তাঁহাদিগকে বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, আমার ধর্ম অল্পই হউক বা বেশিই হউক, তোমরা তাহা পরিমাপ করিতে যাইও না। অনর্থাবহ অনেক সহস্র গাথা শ্রেয় নহে, অর্থাবহ একটি গাথাপদও শ্রেয়' এই বলিয়া তিনি পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অর্থহীন সহস্র গাথা অপেক্ষা সারগর্ভ একটি গাথাও শ্রেয় যাহা শ্রবণ করিয়া লোক উপশান্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০১

অন্বয় : একটি 'গাথাপদও শ্রেয়' অর্থাৎ 'অপ্রমাদ নির্বাণের মার্গ, প্রমাদ মৃত্যুর মার্গ। যাহারা অপ্রমত্ত তাহাদের মৃত্যু হয় না, যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃতের ন্যায়' ইত্যাদি একটি গাথাও শ্রেয় এই অর্থ। অবশিষ্ট ১০০নং শ্লোকের ভাব্যবৎ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

বাহিয় দারুচীরিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

থেরী কুণ্ডলকেশীর উপাখ্যান—৩

৩. যো চ গাথাসতং ভাসে অনত্থপদসংহিতা,
একং ধম্মপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।
৪. যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো।...১০২-১০৩

অনুবাদ : অর্থহীন পদযুক্ত শত গাথার থেকে একটিমাত্র ধর্মপদও শ্রেষ্ঠ—যা শুনে লোকের চিত্তে শান্তি আসে। যুদ্ধে সহস্র সহস্র লোককে যিনি জয় করেছেন তাঁর তুলনায় যিনি একমাত্র নিজেকে জয় করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ জয়ী।

অন্বয় : যো চ (যে) অনত্থপদসংহিতা (অনর্থপদযুক্ত) গাথাসতং ভাসে (একশত গাথা বলে) [তার চেয়ে] একং ধম্মপদং (একটি ধর্মবাক্য) যং সুত্বা (যা শুনে) উপসম্মতি (শান্তি আসে) তং সেয্যো (তাই শ্রেয়)। যো সঙ্গামে (যে সংগ্রামে), সহস্‌সেন সহস্‌সং (সহস্রগুণ সহস্র) মানুসে জিনে (মানুষকে জয় করে) [তার অপেক্ষা] একম্ অত্তানং জেয্যম্ (যিনি একমাত্র আত্মাকে জয় করেন) স বে সঙ্গামজুত্তমো (তিনিই উত্তম সংগ্রাম জয়ী)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই বাক্য সার্থক আর ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। প্রগলভতা ও মূর্খতা সমার্থক। তাই সামান্যমাত্র অর্থবহ কথাও আলোর কণিকার মত যুগের অন্ধকার দূর করতে পারে কিন্তু অযথা কথা যতই উচ্চারিত হয় ততই তা গাঢ় থেকে গাঢ়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে মনকে। যে শত্রু চোখের সামনে আছে উপযুক্ত অস্ত্রপ্রয়োগে তাকে বিধ্বস্ত করা হয়তো কঠিন নয়। কিন্তু অদৃশ্য থেকে যে আঘাত হানে তার সঙ্গে যুদ্ধে জেতা সুকঠিন। মানুষের নিজের মনের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন আর দুর্গম প্রদেশ কোথায় আছে? সেই অন্ধকারের আড়াল থেকে যে সব প্রবল শত্রু আঘাতে আঘাতে মানুষকে জর্জরিত করছে তাদের পরাজিত করে যিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন তিনিই বীরশ্রেষ্ঠ। অন্য শত্রু তাঁর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু বাইরের হাজার শত্রুকে জয় করেও নিজের মনকে যিনি স্ববশে আনতে পারেন নি, তাঁর জয়গৌরব সামান্যই।

'যে শতগাথা ভাষণ করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বিহারকালে (থেরী) কুণ্ডলকেশীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীকন্যা ছিল। বয়স ষোড়শ বর্ষের কাছাকাছি। কিন্তু খুবই সুন্দরী, অভিরূপা দর্শনীয়া। এই বয়সের মেয়েরা সাধারণত পুরুষপ্রেমী ও পুরুষের প্রতি অনুরক্তা হয়। তখন তাহার মাতাপিতা সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরের তলায় সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন, সঙ্গে একজন দাসী দিলেন তাহার পরিচর্যার জন্য। একদিন এক চোর কুলপুত্রকে দুইহাত পশ্চাতে বাঁধিয়া প্রতিটি চৌমাথায় তাহাকে কষাঘাত করিতে করিতে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল। শ্রেষ্ঠীকন্যা বহুলোকের কোলাহল শুনিয়া 'দেখি ত

http://kalpataruboi.org

কি!' বলিয়া প্রাসাদতলে দাঁড়াইয়া ঐ চোরকে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া তাহাকে কামনা করিয়া আহার ত্যাগ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তখন তাহার মাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে মা?'

'যদি এই চোর বলিয়া যাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাকে পাই তাহা হইলে জীবন রাখিব, না পাইলে জীবন ত্যাগ করিব, আমি মরিব।'

'মা, এইরূপ করিও না, আমাদের জাতি, গোত্র, ভোগৈশ্বর্য সব দিক দিয়া সদৃশ এবং উপযুক্ত স্বামী তুমি পাইবে।' 'আমার অন্য স্বামীর প্রয়োজন নাই, উহাকে না পাইলে আমি মৃত্যুবরণ করিব।'

মাতা কন্যাকে বুঝাইতে না পারিয়া তাহার পিতাকে ব্যাপারটা জানাইলেন। তিনিও তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। 'কি করা যায়' চিন্তা করিয়া যে রাজপুরুষ চোরটিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন—'এই টাকার বিনিময়ে আপনি এই চোরকে আমার হস্তে অর্পণ করুন।' সেও 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া টাকার থলি লইয়া চোরটিকে মুক্ত করিয়া অন্য একজনকে হত্যা করিয়া 'মহারাজ, চোরকে হত্যা করিয়াছি' বলিয়া রাজাকে জানাইল। শ্রেষ্ঠীও তাহাকে আনিয়া কন্যার নিকট সম্প্রদান করিলেন।

সে (কন্যা) তাহার পর হইতে 'স্বামীর সেবা করিব' বলিয়া সর্বাভরণ ভূষিতা হইয়া নিজেই তাহার জন্য যাগু প্রভৃতি ব্যবস্থা করিত। কিছুদিন গত হইলে চোরটি চিন্তা করিল—'কবে আমি ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার আভরণসমূহ লইয়া কোন এক সুরাগৃহে বিক্রয় করিয়া খাইতে সমর্থ হইব?' সে তখন 'একটি উপায় আছে' চিন্তা করিয়া আহার ত্যাগ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তখন সেই কন্যা তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'স্বামিন, আপনার কি কোন কষ্ট হইতেছে?'

'না ভদ্রে, তেমন কিছু নহে।'

'আমার মাতাপিতা কি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?'

'না ভদ্রে, ক্রুদ্ধ হন নাই।'

'তাহা হইলে কি হইয়াছে?'

'ভদ্রে, যেদিন আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল চোরপ্রপাতে বসবাসকারী দেবতার নিকট বলিকর্মের মানত করাতে সেদিন আমার জীবন ফিরিয়া পাইয়াছি এবং তাঁহারই প্রভাবে তোমাকেও লাভ করিয়াছি। কিন্তু দেবতার সেই মানত আমি এখনও পূর্ণ করি নাই, তাই আমার এত চিন্তা।'

'স্বামিন, চিন্তা করিবেন না, আমি বলিকর্ম করিব। বলুন, কি কি প্রয়োজন?'

'জলবিহীন মধুপায়স এবং লাজসহ পাঁচ রকমের ফুল।'

'বেশ স্বামিন! আমি সব ব্যবস্থা করিব।' বলিয়া বাইরের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বলিল—'স্বামিন! এবার চলুন।'

'তাহা হইলে ভদ্রে, চল। তোমার নিজের লোকজনদের পরে যাইতে বল। তুমি তোমার মহার্ঘ বস্ত্রালংকার লইয়া নিজেকে অলংকৃত কর। আমরা হাসিয়া

http://kalpataruboi.org

খেলিয়া আনন্দ করিতে করিতে যাইব। সে তাহাই করিল।

পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া চোর তাহার ভার্যাকে বলিল—'ভদ্রে, ইহার পর হইতে শুধু আমরা দুইজনেই যাইব। অন্যান্য লোকদের রথসহ ফেরত পাঠাইয়া দাও। স্বয়ং পূজোপকরণের পাত্র তোমার মাথায় লইয়া চল।' সে তাহাই করিল। চোর তাহাকে চোরপ্রপাত পর্বতে আরোহণ করিল। এই পর্বতের একপাশ দিয়া লোকেরা উঠে, অন্য পাশে খাড়া প্রপাত। পর্বতের মাথায় দাঁড়াইয়া অন্য পাশে চোরদের ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহারা (চোরেরা) খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। সেইজন্য ইহার নাম হইয়াছে 'চোরপ্রপাত'। সে পর্বতের মাথায় দাঁড়াইয়া স্বামীকে বলিল—'স্বামিন, এবার বলিকর্ম (পূজা) সম্পাদন করুন।' সে নীরব রহিল। পুনরায় স্ত্রী বলিল—'স্বামিন, আপনি নীরব কেন?' সে তখন তাহাকে বলিল—'আমার বলিকর্মের প্রয়োজন নাই, তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এখানে আনিয়াছি।'

'কি কারণে স্বামিন?'

'তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার আভরণসমূহ লইয়া পলায়ন করিব।'

সে মরণভয়ে ভীত হইয়া বলিল—'স্বামিন, আমিও আপনার, এই আভরণগুলিও তো আপনার। কেন এইরূপ বলিতেছেন?' সে 'এইরূপ করিবেন না' বলিয়া পুনঃপুন যাচঞা করিলেও সে বলিল—'তোমাকে হত্যা করিবই।'

'তাই যদি হয়, আমাকে মারিবে কেন, এই আভরণসমূহ লইয়া আমার জীবন দান কর। ইহার পর হইতে আমাকে 'মৃত' বলিয়া মনে করিবে। আমি দাসী হইয়াও ত আপনার সেবা করিতে পারিব!' এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

'এই সুবর্ণকেয়ূর মুক্তা বৈদূর্য যাহা যাহা আছে সবই আপনি গ্রহণ করুন। আপনার কল্যাণ হউক। আমাকে দাসী বলিয়া গ্রহণ করুন।'

তাহা শুনিয়া চোর বলিল—'এইরূপ করিলে তুমি ফিরিয়া যাইয়া তোমার মাতাপিতাকে সব বলিয়া দিবে। তোমাকে আমি হত্যাই করিব। তুমি অনর্থক বেশি ক্রন্দন করিও না।' এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

'অধিক ক্রন্দন করিও না, তোমার পুটুলি তাড়াতাড়ি বাঁধ। তুমি আর বেশিক্ষণ বাঁচিবে না। সমস্ত দ্রব্য আমিই লইব।'

সে তখন চিন্তা করিল—'অহো, ইহা কি অন্যায় কাজ! প্রজ্ঞাকে রন্ধন করিয়া খাইবার জন্য নহে, বিচার করিবার জন্যই প্রজ্ঞা। আমিও ইহার প্রতি যথাকর্তব্য সম্পাদন করিব।' তখন সে তাহাকে বলিল—

'স্বামিন, যখন আপনাকে 'চোর' বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, আমিই তখন মাতাপিতাকে বলিয়াছিলাম। তাঁহারা এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে আপনাকে আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আমি আপনার উপকারিকা। অদ্য আমাকে সুযোগ দিন যাহাতে আপনাকে প্রাণভরিয়া দেখিয়া প্রণাম করিতে পারি।'

http://kalpataruboi.org

সে বলিল—'বেশ ভদ্রে, ভাল করিয়া দেখিয়া প্রণাম কর' বলিয়া পর্বতের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সে তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া চারি স্থানে বন্দনা করিয়া বলিল—'স্বামিন, ইহাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, আমার সঙ্গেও আপনার শেষ দেখা, আমার আর আপনার সঙ্গে কোন দেখা হইবে না' বলিয়া তাহার সম্মুখে এবং পশ্চাতে আলিঙ্গন করিয়া স্বয়ং পশ্চাতে থাকিয়া পর্বতের অন্তিম সীমায় দণ্ডায়মান প্রমত্ত তাহাকে এক হাতে ঘাত ধরিয়া অন্য হাতে কোমরের কাছা ধরিয়া এক ধাক্কায় পর্বতপ্রপাতে ফেলিয়া দিল। সে পর্বতের গায়ে ধাক্কা খাইতে খাইতে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া (পর্বতের পাদদেশে) ভূমিতে পতিত হইল। চোরপ্রপাতমস্তকে বসবাসকারী দেবতা তাহারা উভয়ের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকের সাধুবাদ দিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'এই কথা ঠিক নহে যে পুরুষই সর্বত্র পণ্ডিত হয়। স্ত্রীও পণ্ডিত হইতে পারে এবং তাহার পাণ্ডিত্য প্রয়োজনক্ষেত্রে প্রদর্শন করিতে পারে।'

সেও চোরকে প্রপাতে নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিল—'যদি আমি গৃহে ফিরিয়া যাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে—'তোমার স্বামী কোথায়?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে যদি আমি বলি 'আমি হত্যা করিয়াছি' তাহা হইলে আমাকে এই বলিয়া বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবে—'দুর্বিনীতে, এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তাহাকে আনিয়াছি, এখন তাহাকে হত্যা করিলে?' যদি আমি বলি 'আমার আভরণসমূহের জন্য সে-ই আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল' তাহারা বিশ্বাস করিবে না। অতএব আমি আর গৃহে ফিরিব না।' এই চিন্তা করিয়া সেখানেই সমস্ত আভরণ ছড়াইয়া দিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পরিব্রাজকাশ্রম পাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'ভন্তে, আমাকে আপনাদের নিকট প্রব্রজিত করুন।' তাহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়া হইল। প্রব্রজিত হইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আপনাদের প্রব্রজ্যার বৈশিষ্ট্য কি?' 'ভদ্রে, দশ প্রকার কৃৎস্নায়তন ভাবনা করিয়া ধ্যান করিতে হইবে অথবা বাদসহস্র শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রব্রজ্যার বৈশিষ্ট্য।' 'মহাশয়গণ, ধ্যান আমি অভ্যাস করিতে পারিব না, আমি বাদসহস্রই শিক্ষা করিব।'

তখন তাঁহারা তাহাকে বাদসহস্র শিক্ষা দিয়া বলিলেন—'তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন তুমি জম্বুদ্বীপে বিচরণ কর এবং খুঁজিয়া দেখ তোমার সঙ্গে কেহ বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ কিনা।' বলিয়া তাহার হাতে একটি জম্বুশাখা দিয়া বলিলেন—'ভদ্রে, যাও, যদি কোন গৃহী তোমার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া জয়ী হয় তুমি তাহার পাদপরিচারিকা হইবে। আর যদি কোন প্রব্রজিত জয়ী হয়, তুমি তাহার নিকট প্রব্রজিত হইবে।'

তাঁহার নাম হইয়া গেল জম্বু পরিব্রাজিকা। তিনি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাঁহাকে দেখিতেন তাঁহাকেই প্রশ্ন করিতেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কেহই সমর্থ ছিল না। 'এইদিক হইতে জম্বু পরিব্রাজিকা আসিবে' শুনিলেই

http://kalpataruboi.org

মানুষেরা অন্যদিকে পলাইয়া যাইত। তিনি গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়া গ্রামদ্বারে বালুকারাশি একত্রিত করিয়া সেখানে জম্বুশাখা পুঁতিয়া—'আমার সহিত কথা বলিতে সমর্থ ব্যক্তি এই জম্বুশাখা মর্দন করুক' বলিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইতেই কেহ সাহস করিত না। তিনিও জম্বুশাখা শুকাইয়া গেলে অন্য (নতুন) জম্বুশাখা পুঁতিয়া রাখিতেন। এইভাবে বিচরণ করিতে করিতে তিনি শ্রাবস্তীতে আসিয়া গ্রামদ্বারে বালুকারাশি একত্রিত করিয়া তাহাতে জম্বুশাখা পুঁতিয়া পূর্বোক্ত উপায়ে (প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া) ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। অনেক গ্রাম্য বালক ঐ জম্বুশাখাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন সারিপুত্র স্থবির পিণ্ডাচরণ করিয়া ভূক্তাবসানে নগর হইতে বাহিরে আসিবার সময় সেই বালকদের জম্বুশাখা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এইটা কি?' বালকেরা সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল।

'তাহা হইলে হে বালকগণ, এই জম্বুশাখাকে পায়ে মর্দিত কর।'

'ভন্তে, আমাদের ভয় করিতেছে।'

'আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, তোমরা মর্দিত কর।' তাহারা স্থবিরের কথা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া জম্বুশাখাকে মর্দিত করিয়া উৎপাটিত করিল। পরিব্রাজিকা আসিয়া তাহাদের গালমন্দ করিয়া বলিলেন—'তোমাদের সঙ্গে ত আমার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নাই, তোমরা কেন আমার শাখা মর্দিত করিলে?'

বালকেরা বলিল—'এই ভন্তে আমাদের দিয়া মর্দিত করাইয়াছেন।'

'ভন্তে, আপনি আমার শাখা মর্দিত করাইয়াছেন?'

'হ্যাঁ ভগিনী!'

'তাহা হইলে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।'

'বেশি দিব।'

তিনি অপরাহ্নে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে স্থবিরের নিকট গমন করিলেন। সকল নগরবাসিদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। 'দুই পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ শুনিব' বলিয়া নগরবাসিগণ তাঁহার সহিত যাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া একপাশে বসিলেন। পরিব্রাজিকা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, আমি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

'হ্যাঁ ভগিনি, জিজ্ঞাসা কর।'

তিনি বাদসহস্র জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তখন স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমার প্রশ্ন কি এইখানেই শেষ, না আরও আছে?'

'ভন্তে, আমার আর প্রশ্ন নাই।'

'তুমি ত অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, আমি একটা প্রশ্ন করিব উত্তর দিবে কি?'

'ভন্তে, জানিলে উত্তর দিব, আপনি জিজ্ঞাসা করুন।'

http://kalpataruboi.org

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'এক বলিতে কি বোঝায়?' তিনি 'এই প্রশ্নের উত্তর ত আমার দেওয়া উচিত' চিন্তা করিলেন, কিন্তু উত্তর না জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, ইহা কি?'

'হে ভগিনি, ইহা হইতেছে বুদ্ধের প্রশ্ন!'

'ভন্তে, আমাকে তাহার উত্তর দিন।'

'যদি আমার মত (প্রব্রজিত) হও, তাহা হইলে দিব।'

'তাহা হইলে আমাকে প্রব্রজিত করুন।'

স্থবির ভিক্ষুণীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে প্রব্রজিত করিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া 'কুণ্ডলকেশী থেরী' নামে পরিচিত হইলেন। কিছুদিন পরে প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুত্থাপিত করিলেন—'কুণ্ডলকেশী থেরী বেশিদিন ধর্মশ্রবণও করেন নাই, প্রব্রজিতকৃত্যও তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়াছে। শোনা যায় কোন এক চোরের সঙ্গে মহাসংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া আসিয়াছেন।' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ?' 'এই বিষয়ে, ভন্তে' বলিলে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমার উপদিষ্ট ধর্ম অল্প বা বহু এই বিষয় লইয়া তোমরা পরিমাপ করিতে যাইও না। অর্থশূন্য পদশতও শ্রেয় নহে, ধর্মপদ একটি হইলেও শ্রেয়। বাহিরের সমস্ত চোরকে জয় করিলেও জয় হয় না, নিজের অভ্যন্তরে ক্লেশচোরকে জয় করাই আসল জয়।' এই বলিয়া উপসংহার করিয়া ধর্মদেশনাকালে তিনি এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যে অনর্থ পদসংযুক্ত শত গাথা বলে, তাহা অপেক্ষা একটি ধর্মপদ শ্রেয় যাহা শুনিয়া লোকের চিত্ত উপশান্ত হয়।

'একজন সহস্রবার সহস্র মানুষকে সংগ্রামে জয় করিতে পারে, কিন্তু যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করিয়াছেন তিনিই সর্বোত্তম সংগ্রামবিজয়ী।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০২-১০৩

অন্বয় : 'গাথাশত' অর্থাৎ যে ব্যক্তি শতপরিচ্ছেদযুক্ত বহু গাথা ভাষণ করে—এই অর্থ। 'অনর্থপদসংহিত' অর্থাৎ আকাশবর্ণনাদিবশে অনর্থক পদযুক্ত সংহিতা। 'ধর্মপদ' অর্থাৎ অর্থসাধক স্কন্ধাদি প্রতিসংযুক্ত—'হে পরিব্রাজকগণ, ধর্মপদ চারি প্রকার। কি কি? অনভিধ্যা (নির্লোভ, রাগশূন্যতা) ধর্মপদ, অব্যাপাদ (অবিদ্বেষ, অদ্বেষ) ধর্মপদ, সম্যকস্মৃতি ধর্মপদ এবং সম্যক সমাধি ধর্মপদ।' এইরূপ উক্ত চারিটি ধর্মপদের মধ্যে একটি ধর্মপদও শ্রেয়। 'যে সহস্রের দ্বারা সহস্র' অর্থাৎ যে সংগ্রামযোদ্ধা সহস্রের দ্বারা গুণিতক সহস্র মানুষকে একটিমাত্র সংগ্রামে জয় করিতে পারে, দশ লক্ষ মানুষকে জয় করিয়া জয়ী হইতে পারে, কিন্তু এই সংগ্রামবিজয় উত্তম বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। 'একমাত্র নিজেকে জয় করিলে' অর্থাৎ দিবারাত্র আধ্যাত্মিক কর্মস্থান সংমর্শন করিয়া নিজের লোভাদি ক্লেশজয়ের দ্বারা নিজেকে জয় করা উচিত। 'তিনিই সংগ্রামবিজয়ী'—তিনিই

http://kalpataruboi.org

সংগ্রামবিজয়ীদের মধ্যে উত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিজেতা। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুণ্ডলকেশী থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

অনর্থজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৪

৫. অত্তা হবে জিতং সেয্যো যা চা'যং ইতরা পজা,
অত্তদন্তস্স পোসস্স নিচ্চং সঞ্ঞতচারিনো।

৬. নেব দেবো, ন গন্ধব্বো, ন মারো সহ ব্রহ্মুনা,
জিতং অপজিতং কযিরা তথারূপস্স জন্তুনো।...১০৪-১০৫

অনুবাদ : অন্য সকলকে জয় করা অপেক্ষা নিজেকে জয় করা শ্রেষ্ঠ। যিনি আত্মজয়ী ও নিত্যসংযমী, তাঁর জয়কে দেবতা, গন্ধর্ব, ব্রহ্মা বা মার কেউই পরাজয়ে পরিণত করতে পারেন না।

অন্বয় : যা চ অযং (এই সব) ইতরা পজা (ইতর প্রজা, সাধারণ লোক) [জয় করা অপেক্ষা] জিতং অত্তা (আত্মজয়) হবে সেয্যো (নিশ্চয়ই শ্রেয়), অত্তদন্তস্স (আত্মদমনকারীর) নিচ্চয় সঞ্ঞতচারিনো (নিত্য সংযতচারীর) তথারূপস্স জন্তুনো পোসস্স জিতং (সেরূপ জন্তুরূপ পুরুষের জয়কে) নেব দেবো অপজিতং কযিরা (দেবতারাও পরাজয়ে পরিণত করতে পারেন না), ন গন্ধব্রো (গন্ধর্বও না) ন ব্রহ্মুনা সহ মারো (ব্রহ্মাসহ মারও পারেন না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : বাইরের শত্রু জয়ে বিজয়ীর যত আনন্দ আর আত্মতুষ্টিই লাভ হোক, সে জয়ের প্রকৃত তাৎপর্যও নেই, স্থায়িত্বও নেই। তদুপরি কোনদিন শত্রু প্রবল হয়ে সেই জয়কে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে এই শঙ্কা অনবরত তাকে উদ্বিগ্ন করে। তারপর একসময় হয়তো সত্যই তার জয়গৌরব ধূলায় লুটায়। কিন্তু যাঁর জয় নিজের অন্তরে, তাঁর কোন ভয় নেই। বাইরের কোন শক্তিই তাঁর জয়কে কেড়ে নিতে পারবে না বা তাঁর চিত্তের দৃঢ় সংযমকে বিচলিত করতেও পারবে না। এই জয়ের কোন তুলনা নেই, এই জয়ই শ্রেষ্ঠ জয়।

'আত্মজয়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক অনর্থজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ 'সম্যকসম্বুদ্ধ কি শুধুমাত্র অর্থই (মঙ্গলই) জানেন, নাকি অনর্থও (অমঙ্গলও) জানেন তাঁহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব' বলিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি কি শুধুমাত্র অর্থই জানেন নাকি অনর্থও জানেন?'

'হে ব্রাহ্মণ, আমি অর্থও জানি, অনর্থও জানি।'

'তাহা হইলে, অনর্থ কি আমাকে বলুন।' তখন শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

http://kalpataruboi.org

'উৎসূরশয্যা (সূর্যোদয় পর্যন্ত শুইয়া থাকা), আলস্য, নিষ্ঠুরতা, দীর্ঘসূত্রতা, কাহাকেও আঘাত করা (শরীরিক বা মানসিক), পরস্ত্রীগমন—হে ব্রাহ্মণ, এইগুলির দ্বারা অনর্থই হয়।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সাধুবাদ দিলেন—'সাধু সাধু গণাচার্য, গণজ্যেষ্ঠ, আপনি অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই জানেন।'

'হে ব্রাহ্মণ, অর্থ এবং অনর্থের জ্ঞাতা আমার সদৃশ আর কেহ আছে কিনা আমার অজ্ঞাত।' তারপর শাস্তা তাঁহার (সেই ব্রাহ্মণের) অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ব্রাহ্মণ, আপনার জীবিকা কি?'

'হে গৌতম, পাশাখেলাই আমার জীবিকা।'

'ইহাতে আপনার জয় হয় না পরাজয় হয়?'

'জয়ও হয়, পরাজয়ও হয়।'

তখন শাস্তা বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, ইহা অল্পমাত্রই। অন্যকে জয় করিলে তাহা শ্রেয় হয় না, যে ব্যক্তি ক্লেশজয়ের দ্বারা আত্মজয় করে, তাহার জয়ই শ্রেয়। কারণ সেই জয়কে কেহ অপজয় (হরণ) করিতে সক্ষম হয় না।' এই কথা বলিয়া তিনি সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'সাধারণ লোককে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয়ই শ্রেয়, যে ব্যক্তি আত্মজয় করিয়াছেন এবং নিত্যই সংযতচারী, সেইরূপ ব্যক্তির জয়কে কোন দেব বা গন্ধর্ব বা কোন মার ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়াও অপজয় করিতে পারে না (পরাজয়ে পরিণত করিতে পারে না)।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০৪-১০৫

অন্বয় : 'হবে' শব্দটি অব্যয়। 'জয়কে' এখানে লিঙ্গ বিপর্যাস, নিজের ক্লেশজয়ের দ্বারা আত্মজয়ই শ্রেয় এই অর্থ। 'যে সকল সাধারণ লোক' অর্থাৎ যে সকল অবশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তি পাশার দ্বারা ধনহরণের দ্বারা, যুদ্ধের দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা জয়ী হয়, তাহার সেই জয় শ্রেয় হইতে পারে না। কেন সেই জয় শ্রেয়, এই জয় শ্রেয় নহে? যেহেতু 'আত্মজয়ীর'... ...'তাদৃশ ব্যক্তির'। ইহা উক্ত হইয়াছে—যেহেতু এই নিঃক্লেশ হেতু আত্মজয়ী ব্যক্তি; সেই আত্মজয়ী ব্যক্তির কায়াদির দ্বারা নিত্যই সংযতচারী ব্যক্তির ঈদৃশ কায়সংযমাদির দ্বারা সংযত ব্যক্তির জয়কে কোন দেব বা গন্ধর্ব বা মার ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া 'আমি ইহার জয়কে অপজয় করিব। মার্গভাবনার দ্বারা প্রহীন ক্লেশসমূহকে পুনরায় তাহার মধ্যে উৎপাদিত করিব' বলিয়া শত চেষ্টা করিলেও যেমন ধনাদির দ্বারা পরাজিত ব্যক্তি পক্ষান্তরে জয়ী ব্যক্তির জয়কে অপজয় করিতে পারে, তদ্রূপ অপজয় করিতে পারে না। (কোন অশুভ শক্তিই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। যেহেতু তিনি পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন।) দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনর্থজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সারিপুত্র স্থবিরের মাতুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৫

৭. মাসে মাসে সহস্‌সেন যো যজেথ সতং সমং,
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তম্পি পূজযে,
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতং।...১০৬

অনুবাদ : মাসে মাসে সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে একশ বছর ব্যাপী যজ্ঞ, আর সাধনায় সিদ্ধ কোন মহাপুরুষকে মুহূর্তকাল মাত্র পূজা—এই দুয়ের মধ্যে মুহূর্তকালের পূজাই শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যে সতং সমং (যে শতবর্ষব্যাপী) মাসে মাসে সহস্‌সসেন যজেথ (মাসে মাসে সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে যজ্ঞ করে) চ একং ভাবিতত্তানং (এবং একজন ভাবিতাত্মা অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ পুরুষকে) মুহুত্তম্‌অপি পূজয়ে (মুহূর্তকালও পূজা করে) যং চে বস্‌সসতং হুতম্ (সেই শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞ) [অপেক্ষা] সাযেব পূজনা সেয্যো (সেই পূজাই শ্রেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের সামর্থ আর সময় বা আয়ু দুই-ই পরিমিত। এর মধ্যেই যদি লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় তবে সঠিক পথটিই বেছে নিতে হবে তাকে। দানের মহিমা আছে, কিন্তু অনুপযুক্ত দেশে, কালে বা পাত্রে সুদীর্ঘকাল যাবত প্রচুর দান করলেও কোন মহৎফলের আশা নেই। অপরপক্ষে ক্ষণকালের জন্যও প্রকৃত সজ্জনের সঙ্গ, পূজা, আরাধনা ভবসাগর উত্তীর্ণ হবার শ্রেষ্ঠ তরণীস্বরূপ।

'মাসে মাসে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরের মাতুল ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

(সারিপুত্র) স্থবির তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, কিছু কুশল কাজ করিতেছেন ত?'

'হ্যাঁ ভন্তে, করি।'

'কি করেন?'

'মাসে মাসে এক সহস্র ব্যয় করিয়া দান করি।'

'কাহাদের দেন?'

'ভন্তে, নির্গ্রন্থদের দিই।'

'কি প্রার্থনা করিয়া দান দেন?'

'ভন্তে, ব্রহ্মলোক (প্রার্থনা করিয়া)'।

'ব্রহ্মলোক যাইবার ইহাই কি মার্গ?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'কে এইরূপ বলিয়াছেন?'

'ভন্তে, আমার আচার্যগণ আমাকে বলিয়াছেন।'

'আপনিও ব্রহ্মলোকের মার্গ জানেন না, আপনার আচার্যগণও জানেন না। একমাত্র শাস্তাই জানেন। হে ব্রাহ্মণ, আসুন। তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মলোকের মার্গ জ্ঞাপন করাইব।' এই বলিয়া তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া—'ভন্তে, এই

http://kalpataruboi.org

ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতেছেন' বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, ভাল হয় যদি আপনি ইহাকে ব্রহ্মলোকের মার্গ প্রদর্শিত করেন।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাই নাকি, ব্রাহ্মণ?'

'হে গৌতম, তাই।'

'হে ব্রাহ্মণ, আপনি এইভাবে শতবর্ষকাল দান করিলেও তাহার ফল অপেক্ষা মুহূর্তমাত্র প্রসন্নচিত্তে আমার শ্রাবকের দর্শন বা তাহাকে এক চামচ মাত্র ভিক্ষাদান মহাফলপ্রদ।' এই কথা বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র মুদ্রা ব্যয় দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে, এবং সেই ব্যক্তিই যদি অন্য একজন ধর্মপরায়ণ স্থিরপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহূর্তমাত্রও পূজা করে, তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০৬

অন্বয় : 'সহস্রের দ্বারা' অর্থাৎ সহস্র (মুদ্রা) ত্যাগের দ্বারা। 'যিনি শত বৎসর ধরিয়া' অর্থাৎ শতবর্ষ যাবত মাসে মাসে সহস্র পরিত্যাগ করিয়া লোকিয় মহাজনগণকে দান দেন। 'একজন স্থিতপ্রাজ্ঞকে' অর্থাৎ যিনি শীলাদি গুণবিশেষের দ্বারা ভাবিতাত্ম সর্বনিম্ন স্তরের স্রোতাপন্ন অথবা উর্ধ্বস্তরের অর্হৎ গৃহদ্বারে সমাগত হইলে তাঁহাকে এক চামচ মাত্র ভিক্ষা অথবা পরিমাণমত আহার এবং একখানা স্থূল বস্ত্র প্রদান করেন, বা পূজাসম্মান করেন, তাহা হইলে বর্ষশতব্যাপীকৃত হোম অপেক্ষা মুহূর্তকালের সেই সজ্জনপূজা শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ, উত্তম—ইহাই ভাবার্থ।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য আরও অনেকে স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের মাতুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের ভাগিনেয়ের উপাখ্যান—৬

৮. যো চে বস্‌সসতং জন্তু অগ্‌গিং পরিচরে বনে,
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তম্পি পূজযে,
সাযেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতং।...১০৭

অনুবাদ : কেউ যদি শতবর্ষ অরণ্যবাসি হয়ে অগ্নির পরিচর্যা করেন অথবা কোন শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষকে মুহূর্তকাল মাত্র পূজা করেন, তবে শতবর্ষের হোমের থেকে তাঁর মুহূর্তের পূজাই শ্রেয়।

অন্বয় : যো চে জন্তু (যে ব্যক্তি) বনে অগ্‌গিং পরিচরে (বনে অগ্নি পরিচর্যা করে) চ ভাবিতত্তানং (এবং শুদ্ধচিত্ত পুরুষকে) একং মুহুত্তম্ অপি পূজযে (এক মুহূর্তও পূজা করে) যং চে বস্‌সসতং হুতং (তবে শতবর্ষের হোম) [অপেক্ষা] সাযেব পূজনা সেয্যো (সেই পূজাই শ্রেয়)।

kalpataru boi PDF

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রকৃত লক্ষ্য কি আর কোন পথে তা লভ্য সে কথা না জেনে শুধু কিছু বাহ্যিক আচার পালনের দ্বারা মানুষের শ্রেয়োলাভ হয় না। একই অর্থহীন কর্মের সুদীর্ঘ পুনরাবৃত্তি মানুষকে একটা যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ করে, মুক্তির থেকে তা বরং দূরেই সরিয়ে আনে। লোহকে চিরকাল ঘষামাজা করলেও সে লোহাই থেকে যায়, কিন্তু স্পর্শমণির ছোঁয়াতে পলকে সে হয়ে যায় সোনা। প্রকৃত আত্মজয়ী মহাপুরুষদের সঙ্গই হল সেই স্পর্শমণি।

'যে ব্যক্তি বর্ষশত বাঁচিয়া থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরের ভাগিনেয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

স্থবির তাহার নিকটও (অর্থাৎ ভাগিনেয়ের নিকট) আসিয়া বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, কুশল কাজ-কর্ম কর ত?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'কি কর?' 'মাসে মাসে একটি করিয়া পশু হত্যা করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখি।' 'কেন কর?' 'কারণ ইহাই নাকি ব্রহ্মলোকে যাইবার মার্গস্বরূপ।' 'কে এইরূপ বলিয়াছে?' 'ভন্তে, আচার্যগণ আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন।' 'তুমিও ব্রহ্মলোকের মার্গ জান না, তোমার আচার্যগণও জানেন না। এস, শাস্তার নিকট তোমাকে লইয়া যাইব' বলিয়া তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, ইহাকে ব্রহ্মলোকের মার্গ বলিয়া দিন।' শাস্তা ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাই নাকি?' হ্যাঁ গৌতম, তাই।'

'হে ব্রাহ্মণ, বর্ষশতব্যাপী অগ্নি-পরিচর্যা করিলেও সেই পরিচর্যা আমার শ্রাবককে এক মুহূর্তের জন্য পূজার ফলের সমান হইতে পারে না।' এই কথা বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা বলিলেন—

'যদি কেহ শতবর্ষ ধরিয়া বনে অগ্নিদেবের পরিচর্যা করেন এবং অপরদিকে সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্মপরায়ণ স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে এক মুহূর্তের জন্যও পূজা করেন, তবে শতবর্ষের হোক অপেক্ষা সেই পূজা শ্রেষ্ঠ।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০৭

অন্বয় : এখানে 'জন্তু' শব্দ দ্বারা সত্ত্বকেই বুঝাইয়াছে। 'বনে অগ্নির পরিচর্যা করে' অর্থাৎ নিষ্প্রপঞ্চভাব প্রার্থনা করিয়া বনে প্রবেশ করিয়া সেখানে অগ্নির পরিচর্যা করে। [আবার সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্মপরায়ণ ভাবিতাত্মা ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকেও মুহূর্তমাত্র পূজা করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির শতবর্ষব্যাপী হোম অপেক্ষাও সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।]

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য অনেকেও স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের ভাগিনেয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত

সারিপুত্র স্থবিরের সহায়ক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—৭

৯. যং কিঞ্চি যিট্‌ঠং ব হুতং ব লোকে সংবচ্ছরং যজেথ পুঞ্ঞপেক্‌খো,

http://kalpataruboi.org

সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি, অভিবাদনা উজ্জুগতেসু সেয্যো।...১০৮

অনুবাদ : ইহলোকে পুণ্যকামী ব্যক্তি সারাবছর যত হোম-যজ্ঞ করেন, তার মূল্য (উচ্চস্তরের সাধুদের পূজার মূল্যের) এক চতুর্থাংশও নয়। শুদ্ধাত্মাদের পূজাই শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : পুঞ্ঞপেক্খো (পুণ্যাপেক্ষ, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী) লোকে (ইহলোকে) যং কিঞ্চি (যা কিছু) যিট্ঠং ব হুতং (যজ্ঞ বা হোম করে) ব সংবচ্ছরং যজেথ (বা সংবৎসরব্যাপী যজন করে), সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি (সে সবই চতুর্থাংশও নয়), উজ্জুগতেসু (ঋজুগত অর্থাৎ সরল প্রকৃতির সাধুদের) অভিবাদনা (অভিবাদন, বন্দনা) সেয্যো (শ্রেয়)।

'যাহা কিছু যাগ বা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে সারিপুত্র স্থবিরের সহায়ক এক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাছেও স্থবির উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, কিছু কুশল কাজ কর ত?' 'হ্যাঁ ভন্তে করি।' 'কি কর?' যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করি।' [তখন নাকি এক একটা যজ্ঞ করিবার জন্য লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিত] ['কেন কর?' 'এটাই ব্রহ্মলোকের মার্গ।' 'কে বলিয়াছে?' 'ভন্তে, আমার আচার্যগণ বলিয়াছেন।' 'তুমি নিজেও ব্রহ্মলোকের মার্গ জান না, তোমার আচার্যগণও জানেন না। চল শাস্তার নিকট যাইব।'] স্থবির তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রাহ্মণ, এই কথা কি সত্য?' 'হ্যাঁ গৌতম, সত্য।'

'হে ব্রাহ্মণ, তুমি সারা বছর ধরিয়া যজ্ঞ লোকজনদের দান দিয়া যে পুণ্য অর্জন কর, তাহা প্রসন্নচিত্তে আমার শ্রাবকদের বন্দনা করিয়া যে কুশলচিত্ত উৎপাদন করে তাহার চারিভাগের একভাগও হয় না।' এই কথা বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহলোকে সংবৎসর ধরিয়া যাহা কিছু যাগ কিংবা হোম করেন, সে সকলের মূল্য মার্গফললাভী ঋজুগত পুদ্গলদের প্রতি সশ্রদ্ধ বন্দনাজনিত পুণ্য অপেক্ষা চতুর্থাংশও নহে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০৮

অন্বয় : 'যাহা কিছু' ইহা অনবশেষ পর্যায়দানবচন অর্থাৎ 'যাহা কিছু' বলিলে বোঝায় যাহার কোন শেষ নাই। সহস্র মূল্যের, শতসহস্র মূল্যের আরও অধিক হইতে অধিক মূল্যের দান বুঝাইতে পারে। সাম্রাজ্য দান, রাজচক্রবর্তীর সমস্ত কিছু দান—সবই বুঝাইতে পারে। 'ইষ্ট' সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলক্রিয়াদি বশে প্রদত্ত দান। 'হুত' উত্তম ব্যবস্থাদি করিয়া কৃত অতিথিকে সেবা দান, প্রার্থীকে দান, কর্ম এবং ফলে বিশ্বাস রাখিয়া কৃত দান। 'বৎসরব্যাপী দান' সমস্ত চক্রবালের মার্গফলহীন জনসাধারণকে সারা বৎসরব্যাপী নিরন্তর দান করেন। 'পুণ্যাপেক্ষ' অর্থাৎ পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া। 'ঋজুগতগণের মধ্যে' অর্থাৎ অধোভাগে অন্ততপক্ষে স্রোতাপন্ন এবং উর্ধ্বভাগে ক্ষীণাস্রব অর্হৎ। ইহা উক্ত হইয়া থাকে—'এইরূপ প্রসন্নচিত্তে শরীরকে অবনত করিয়া বন্দনাকারীর কুশল চেতনার যে ফল, তাহার চতুর্থাংশ ঐ সকল দানফল হয় না। সেইজন্য মার্গফললাভী

http://kalpataruboi.org

ঋজুগতদের অভিবাদনই শ্রেয়।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বহু ব্যক্তিও স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সারিপুত্র স্থবিরের সহায়ক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

আয়ুবর্ধন কুমারের উপাখ্যান—৮

১০. অভিবাদনসীলস্স নিচ্চং বদ্ধাপচাযিনো,
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি, আয়ু বণ্ণো সুখং বলং।...১০৯

অনুবাদ : (জ্ঞানে ও বয়সে) বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ত যিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাঁর আয়ু, বর্ণ (সৌন্দর্য), সুখ ও বল এই চারটি সম্পদ বাড়তে থাকে।

অন্বয় : বদ্ধাপচাযিনো নিচ্চং অভিবাদনসীলস্স (বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তিদের যিনি নিত্য অভিবাদন ও সম্মান করেন) [তস্স] আয়ু, বণ্ণো, সুখং, বলং (তাঁর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল) চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি (এই চারি ধর্ম বৃদ্ধি পায়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করা মাননীয়কে সম্মান দেওয়া—এই সৎ প্রবৃত্তিগুলি মনকে পরিশুদ্ধ করে। মনের পবিত্রতা মানুষের জীবনকে সুখে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। এর থেকেই সে লাভ করে নৈতিক শক্তি আর চিত্তের প্রশান্তি—যার ফলে তার জীবনীশক্তি ও আয়ু বৃদ্ধি পায়।

'অভিবাদনশীলের' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা দীঘলঞ্জিক নগরের নিকট অরণ্যকুটিতে অবস্থানকালে দীর্ঘায়ু কুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

দীঘলঞ্জিক নগরবাসি দুইজন ব্রাহ্মণ বাহিরক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া আটচল্লিশ বৎসর যাবত তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন 'আমার বংশধারা লোপ পাইবে, অতএব আমি গার্হস্থ্যজীবনে ফিরিয়া যাইব' চিন্তা করিয়া নিজের কৃত তপস্যার পুণ্যফল বিক্রয় করিয়া একশত গাভী এবং একশত কার্ষাপণসহ ভার্যা লাভ করিয়া গার্হস্থ্যজীবন শুরু করিলেন। যথাকালে তাহার ভার্যা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। তাহার প্রব্রজিত জীবনের বন্ধু (আর একজন প্রব্রজিত) প্রবাসে যাইয়া পুনরায় সেই নগরে ফিরিয়া আসিলেন। কুটুম্বিক বন্ধুর আগমনবার্তা শুনিয়া পুত্র-কন্যা লইয়া বন্ধুর দর্শনে গেলেন। যাইয়া পুত্রকে মাতার হস্তে দিয়া স্বয়ং বন্ধুকে বন্দনা করিলেন। মাতাও পুত্রকে পিতার হস্তে দিয়া বন্দনা করিলেন। বন্ধু বলিলেন—'আপনারা দীর্ঘায়ু হউন।' কিন্তু যখন শিশুপুত্রকে দিয়া বন্দনা করাইলেন তিনি নীরব রহিলেন (অর্থাৎ কোন আশীর্বাদ করিলেন না)। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমরা বন্দনা করিলে 'দীর্ঘায়ু হউন' বলিলেন কিন্তু এই শিশু বন্দনাকালে কিছুই বলিলেন না।' 'হে ব্রাহ্মণ, ইহার একটি বিপদ আছে।' 'ভন্তে, ইহার আয়ু কতদিন?'

'হে ব্রাহ্মণ, ইহার আয়ু সাত দিন।'

http://kalpataruboi.org

'ভন্তে, কোন প্রতিকারের উপায় আছে?'

'না, আমি প্রতিকারের উপায় জানি না।'

'ভন্তে, কে জানেন?'

'শ্রমণ গৌতম জানেন, তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর।'

'কিন্তু ভয় হইতেছে, তাঁহার নিকট গেলে আমার তপ-পরিহানি হইবে।

'যদি তুমি পুত্রকে ভালবাস, তপ-পরিহানির কথা চিন্তা না করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর।'

তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে স্বয়ং বন্দনা করিলেন। শাস্তা বলিলেন—'দীর্ঘায়ু হও।' যখন তাঁহার ভার্যা বন্দনা করিলেন শাস্তা তাই বলিলেন, কিন্তু যখন শিশুপুত্রকে দিয়া বন্দনা করাইলেন তিনি নীরব রহিলেন। তিনি [পূর্ববৎ] শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তাও তাহাই বলিলেন। বলা হইয়াছে যে সেই ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ না করিয়াই নিজের মন্ত্রকে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রতিকার জানিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি?'

'হে ব্রাহ্মণ, উপায় হইতে পারে।'

'কি ভাবে?'

'যদি তুমি নিজের গৃহদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ইহার মাঝখানে একটি চেয়ার রাখিয়া ইহার চতুর্দিকে আট বা ষোলটি আসন বিছাইয়া তাহাতে আমার শ্রাবকগণকে বসাইয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া নিরন্তর 'পরিত্রাণ' পাঠ করাইতে পারেন, তাহা হইলে ইহা বিপদমুক্ত হইতে পারে।'

'হে গৌতম, আমি মণ্ডপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব। কিন্তু আপনার শ্রাবকদের কিভাবে পাইব?'

'তুমি যদি এতটা করিতে পার আমি আমার শ্রাবকদের পাঠাইব।'

'হে গৌতম, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তিনি নিজের গৃহদ্বারে সমস্ত কাজ শেষ করিয়া শাস্তার নিকট আসিলেন। শাস্তা ভিক্ষুদের পাঠাইলেন। তাঁহারা যাইয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন এবং শিশুপুত্রটিকে ঐ চেয়ারে শোয়াইয়া রাখিলেন। ভিক্ষুগণ, সাতদিন সাতরাত্রি ধরিয়া নিরন্তর পরিত্রাণ পাঠ করিলেন। সপ্তম দিনে সন্ধ্যাকালে শাস্তা স্বয়ং আসিলেন। তিনি আসিলে সমস্ত চক্রবাল দেবতাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবরুদ্ধক নামক একজন যক্ষ দ্বাদশ বৎসর যাবত বৈশ্রবণকে সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করিলেন—'অদ্য হইতে সপ্তম দিনে তুমি এই ছেলেটিকে গ্রহণ করিবে।' তাই যক্ষও আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শাস্তা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রভাবশালী দেবতারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সাধারণ দেবতাগণ সরিয়া যাইতে যাইতে কোথাও স্থান না পাইয়া দ্বাদশ যোজন দূরে চলিয়া গেলেন। অবরুদ্ধ যক্ষও সেইভাবে দূরে সরিয়া গেল। শাস্তা সারারাত্রি ধরিয়া 'পরিত্রাণ' করিলেন। সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইলে

http://kalpataruboi.org

অবরুদ্ধ যক্ষ ছেলেটিকে পাইল না। অষ্টম দিবসে অরুণোদয় হইবামাত্র ছেলেটিকে আনিয়া শাস্তাকে বন্দনা করাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'দীর্ঘায়ু হও।'

'হে গৌতম, এই বালকের আয়ু কত হইবে?'

'হে ব্রাহ্মণ, একশত কুড়ি বৎসর।'

তখন তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিলেন 'আয়ুবর্ধন কুমার'। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে পঞ্চশত উপাসক পরিবৃত হইয়া থাকিত। একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—

'আবুসো, দেখুন সপ্তম দিবসে আয়ুবর্ধন কুমারের মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু সে একশত কুড়ি বৎসর আয়ুলাভ করিয়া পঞ্চশত উপাসকরে দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে। মনে হয় সত্ত্বগণের আয়ুবৃদ্ধির হেতু আছে।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছ?'

'এই বিষয়ে, ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, শুধুমাত্র আয়ুবৃদ্ধি নহে, এই সত্ত্বগণ গুণবান ব্যক্তিদের বন্দনা করিয়া অভিবাদন করিয়া চারি কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিপদ হইতে মুক্ত হয়, আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।' এই বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যিনি সর্বদা বয়োবৃদ্ধ এবং গুণবৃদ্ধ ব্যক্তিদের অভিবাদন ও সম্মান করেন, তাঁহার আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল—এই চারিটি সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১০৯

অন্বয় : 'অভিবাদনশীলের' অর্থাৎ বন্দনশীলের, সর্বদা বন্দনকৃত্যপ্রসূত ব্যক্তির এই অর্থ। 'বৃদ্ধ এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের' অর্থাৎ গৃহীর প্রতি বা একদিনের প্রব্রজিত তরুণ শ্রামণেরের প্রতি, প্রব্রজিত বা প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদাতে বৃদ্ধতর ব্যক্তির প্রতি অর্থাৎ গুণবৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি অভিবাদনশীল ও পূজাব্রত ব্যক্তির 'চারিপ্রকার সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়' আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যগুলিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর আয়ুসংবর্তনিক কুশল করিয়াছে তাহার পঁচিশ বৎসর বয়সকালেই জীবনের বিপদ উৎপন্ন হইতে পারে, সেই বিপদ অভিবাদনশীলতার দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে। সে আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তাহার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বা সৌন্দর্য প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্তরায়শূন্যভাবে প্রবর্তিত আয়ুর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

দেশনাবসানে আয়ুবর্ধন কুমার পঞ্চশত উপাসকের সঙ্গে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্যান্য অনেকেও স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আয়ুবর্ধন কুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সংকিচ্চ শ্রামণেরের উপাখ্যান—৯

১১. যো চ বস্‌সসতং জীবে দুস্‌সীলো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয্যো সীলবন্তস্‌স ঝাযিনো।...১১০

অনুবাদ : দুশ্চরিত্র ও সমাধিবিহীন হয়ে যে একশ বছর বাঁচে তার জীবনের থেকে চরিত্রবান ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যো দুস্‌সীলো অসমাহিতো (যে দুঃশীল ও অসমাহিত হয়ে) বস্‌সসতং জীবে (একশ বছর বাঁচে) [তাঁর জীবন অপেক্ষা] ঝাযিনো সীলবন্তস্‌স (ধ্যানপরায়ণ ও শীলবান ব্যক্তির) একাহং জীবিতং সেয্যো (একদিনের জীবনও শ্রেয়)।

'যে শতবর্ষ জীবিত থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সংকিচ্চ শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে ত্রিশজন কুলপুত্র শাস্তার ধর্মকথা শুনিয়া বুদ্ধশাসনে অচলশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। উপসম্পদার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রন্থধুর এবং বিপশ্যনাধুর এই দুই ধুর (রাস্তা) আছে জানিয়া 'আমরা বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি' মনে করিয়া গ্রন্থধুরে নিরুৎসাহ হইয়া বিপশ্যনাধুর পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় অর্হত্ত্বলাভ না করা পর্যন্ত 'কর্মস্থান' গ্রহণ করিয়া শাস্তার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমরা একটি অরণ্যে যাইতে চাই।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কোন অরণ্যে যাইবে?'

'অমুক অরণ্যে ভন্তে।'

ইহা শুনিয়া শাস্তা চিন্তা করিয়া জানিলেন—'সেখানে তাহাদের একজন উচ্ছিষ্ট ভোজীর কারণে ভয় উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহাও সংকিচ্চ শ্রামণের যাইলে সেই ভয় তিরোহিত হইবে এবং তাহাদের প্রব্রজিতকৃত্যও পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।'

সংকিচ্চ শ্রামণের ছিলেন সারিপুত্র স্থবিরের শ্রামণের যাহার বয়স মাত্র সাত বৎসর। তাহার মাতা শ্রাবস্তীতে ধনীকুলের মেয়ে। সে গর্ভস্থ হইলে তাহার মাতা কোন এক রোগে আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে কালগত হইলেন। তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলেও গর্ভমাংস দগ্ধ হয় নাই। তখন তাঁহার গর্ভমাংস চিতা হইতে নামাইয়া দুই তিন স্থানে শূলবদ্ধ করা হইল। শূলকোটি (গর্ভস্থ) বালকের চক্ষুকোটিকে আঘাত করিল। এইভাবে গর্ভমাংসকে সিদ্ধ করিয়া ইহাকে অঙ্গাররাশিতে নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গারের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার (অর্থাৎ শ্মশানবন্ধুরা) প্রস্থান করিল। গর্ভমাংস দগ্ধীভূত হইল কিন্তু অঙ্গারস্তূপে সুবর্ণবিম্ব সদৃশ বালককে দেখা গেল যেন পদ্মগর্ভে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সে সত্ত্বের ইহাই অন্তিম জন্ম, তাহার মস্তকে সুমেরুপর্বত ভাঙ্গিয়া পড়িলেও অর্হত্ত্ব লাভ না করা পর্যন্ত তাহার মৃত্যু নাই। পরের দিন 'চল চিতা নিভাইয়া আসি' বলিয়া আগত

http://kalpataruboi.org

তাহারা (শ্মশানবন্ধুগণ) বালককে ঐ অবস্থায় নিদ্রিত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি ব্যাপার বল ত! সমস্ত কাঠ দগ্ধ হইয়া, সমস্ত শরীর দগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই বালক ত অক্ষত, ব্যাপার কি!' তারপর তাহারা বালককে লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া নৈমিত্তিকগণকে জিজ্ঞাসা করিল। নৈমিত্তিকগণ বলিলেন—

'যদি এই বালক সংসারধর্ম পালন করে তাহা হইলে তাহার সপ্তম পুরুষকাল পর্যন্ত সকল জ্ঞাতিগণ দুর্গত হইবে। আর যদি প্রব্রজিত হয় তাহা হইলে পঞ্চশত শ্রমণ (ভিক্ষু) পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিবে।' শঙ্কুর আঘাতে তাহার অক্ষিকোটর ভিন্ন হওয়াতে তাহার নাম রাখা হইল 'সংকিচ্চ'। ইহার পর হইতে সে সংকিচ্চ বলিয়া পরিচিত হইল। জ্ঞাতিরা তাহাকে এই মনে করিয়া পোষণ করিলেন—'বড় হইলে আমাদের আর্য সারিপুত্রের নিকট ইহাকে প্রব্রজিত করিব।' যখন তাহার বয়স সাত বৎসর হইল সে কুমারদের মুখে মুখে শুনিল—'তুমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলে তখনই তোমার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার শরীর চিতায় দগ্ধীভূত হইলেও তুমি দগ্ধ হও নাই।' ইহা শুনিয়া সে জ্ঞাতিগণকে জানাইল—'আমি নাকি এইরূপ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার সংসারে থাকিয়া লাভ কি। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

তাঁহারা 'বৎস, তাহাই হউক' বলিয়া তাহাকে সারিপুত্র স্থবিরের নিকট লইয়া যাইয়া 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজিত করুন' বলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। স্থবির তাহাকে ত্বকপঞ্চক কর্মস্থান দিয়া প্রব্রজিত করিলেন। সে ক্ষুরাগ্রেই (অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন করার জন্য মস্তকে ক্ষুর লাগাইয়া 'কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো' বলার সঙ্গে সঙ্গেই) প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইল। ইনিই সংকিচ্চ শ্রামণের।

শাস্তা 'এই সংকিচ্চ শ্রামণের যাইলে সেই বিপদ দূরীভূত হইবে। এবং তাহাদের প্রব্রজিতকৃত্য পরিপূর্ণতা লাভ করিবে' জানিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সারিপুত্র স্থবিরকে দর্শন করিয়া যাও।' তাঁহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া স্থবিরের নিকট যাইয়া 'কি আবুসো' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে—'আমরা শাস্তার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তখন শাস্তা আমাদিগকে বলিলেন—

'তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দর্শন করিয়া যাও। তাই আমরা এখানে আসিয়াছি।' স্থবির চিন্তা করিলেন—'শাস্তা কোন এক কারণে ইহাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। সেই কারণটা কি?' এবং সেই কারণটা জানিতে পারিয়া বলিলেন—'আবুসো, আপনাদের কি কোন শ্রামণের আছে?' 'আবুসো, নাই।' 'যদি না থাকে তাহা হইলে এই সংকিচ্চ শ্রামণেরকে লইয়া যান।'

'আবুসো, তাহার প্রয়োজন নাই' শ্রামণেরের কারণে আমাদের অনেক অসুবিধা হইতে পারে। অরণ্যে বসবাসকারী আমাদের জন্য শ্রামণেরের প্রয়োজন

http://kalpataruboi.org

কি?'

'আবুসো, ইহার কারণে আপনাদের কোন অসুবিধা হইবে না। বরং আপনাদের কারণে ইহার অসুবিধা হইতে পারে। শাস্তাও আমার নিকট আপনাদের পাঠাইবার কারণও তাই। তিনিও চাহিয়াছেন আপনাদের সহিত শ্রামণেরকে প্রেরণ করা। অতএব, ইহাকে সঙ্গে লইয়া যান।' তাঁহারা—'বেশ' বলিয়া সম্মত হইয়া শ্রামণেরসহ একত্রিশজন স্থবিরকে বিদায় জানাইয়া বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে একশত কুড়ি যোজন দূরে এক গ্রামে পৌঁছাইলেন, যেখানে এক সহস্র পরিবার বাস করে।

লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া সাদরে (ভিক্ষা) পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনারা কোথায় যাইবেন?'

'আবুসো, কোন ভাল জায়গায়।'

তখন (গ্রামবাসিরা) তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আর্য আপনারা যদি বর্ষাবাসের এই তিনমাস এখানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমরাও পঞ্চশীল পালন করিয়া উপোসথকর্ম করিতে পারিব।' ভিক্ষুগণ সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের জন্য রাত্রিস্থান, দিবাস্থান, চংক্রমণস্থান ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক পর্ণশালার ব্যবস্থা করিয়া উৎসাহিত হইয়া 'অদ্য আমরা, কল্য আমরা' এইভাবে সকলে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব লইলেন। ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস প্রারম্ভের দিন সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—'বন্ধুগণ, আমরা জীবিত বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়াছি, নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করা ব্যতীত বুদ্ধগণকে আরাধিত করা যায় না। আমাদের সম্মুখে অপায়দ্বারসমূহ উন্মুক্ত। অতএব, প্রাতকালে ভিক্ষাচারের সময় এবং সন্ধ্যায় স্থবিরকে সেবা করার সময় ব্যতীত অন্যসময়ে আমরা দুইজন একত্রিত হইব না। যিনি অসুস্থ হইবেন তিনি ঘন্টাবাদন করিলে আমরা তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে ঔষধ পথ্য দিব। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে রাত্রি বেলায় বা দিনের বেলায় আমরা অপ্রমত্ত হইয়া কর্মস্থান পালন করিব।'

তাঁহারা এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন। একদিন একজন দুর্গত ব্যক্তি যিনি কন্যার আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন, হঠাৎ সেখানে দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হইলে কন্যার নিকট যাইয়া জীবনধারণ করিব বলিয়া রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুগণ গ্রামে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিয়া বাসস্থানে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে একটি নদীতে স্নান করিয়া নদীতটে বালুকাসনে বসিয়া ভোজনকৃত্য সম্পাদন করিলেন। সেই মুহূর্তে ঐ দুর্গত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় যাইতেছেন?' তিনি সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার প্রতি করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন—'উপাসক, আপনি খুবই ক্ষুধার্ত, পাতা লইয়া আসুন, আমরা প্রত্যেকে আপনাকে এক একটি অন্নপিণ্ড দিব।' তিনি পাতা লইয়া আসিলে তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেদের ভোজনরীতি অনুসারে সূপ-

http://kalpataruboi.org

ব্যঞ্জনমিশ্রিত এক একটি পিণ্ড তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইহাই নাকি রীতি যে, ভোজনকালে আগত প্রার্থীকে অগ্রভাত (অর্থাৎ ভাত আর ব্যঞ্জন আলাদা আলাদা ভাবে) না দিয়া নিজেরা যেভাবে ভোজন করে (অর্থাৎ সূপব্যঞ্জন মিশ্রিত ভাত) তাহার অল্প বা বেশি দেওয়া উচিত। সুতরাং তাঁহারাও তাহাই করিলেন। সেই ব্যক্তি ভূক্তাবসানে ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আর্য আপনারা কি কাহারও দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন?'

'না উপাসক, নিমন্ত্রণ নাই, তবে লোকেরা প্রত্যেকদিন এইভাবে আহার দিয়া থাকে।' তিনি চিন্তা করিলেন—'আমরা প্রত্যহ দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিয়াও এইরূপ ভোজন লাভ করিতে পারি না। আমার অন্যত্র যাইয়া লাভ কি? ইহাদের নিকট থাকিয়াই জীবনধারণ করিব।' তখন তাঁহাদের বলিলেন—

'আমি আপনাদের সেবা-পরিচর্যা করিয়া এখানেই থাকিতে চাই।' 'বেশ, উপাসক, থাকুন।' তিনি তাঁহাদের সহিত থাকিয়া তাঁহাদের বাবস্থানে যাইয়া সুষ্ঠুভাবে ব্রত-পরিচর্যাদি করিয়া ভিক্ষুদের অধিকমাত্রায় তুষ্ট করিয়া দুইমাস পরে কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া ভাবিলেন—'যদি জিজ্ঞাসা করিয়া যাই, ইহারা আমাকে ছাড়িবেন না। অতএব না বলিয়াই যাইব' বলিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। এই ব্যক্তির ইহাই বড় অপরাধ হইয়াছিল যে ভিক্ষুদের না জানাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যাইবার পথে একটি বন ছিল। সেই বনে পঞ্চশত চোর বাস করিত। তাহারা সাতদিন হইল ঐ বনের দেবতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—'যে এই বনে প্রবেশ করিবে তাহাকে মারিয়া তাহার রক্তমাংস দিয়া আপনার পূজা করিব।' অতএব সপ্তম দিবসে চোরস্বামী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দূরে তাকাইয়া সেই দুর্গত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া চোরদের সংকেত করিল! তাহারা তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল এবং দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া অরণির দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অনেক জ্বালানি একত্রিত করিয়া মহাঅগ্নিস্কন্ধ প্রস্তুত করিয়া শূল তৈরি করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের এইসব কৃত্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়, এখানে ত কোন শূকর বা মৃগাদি নাই, কেন এই আগুন জ্বালিয়াছ?'

'তোমাকে মারিয়া তোমার রক্তমাংসের দ্বারা দেবতার বলিকর্ম করিব।' তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া ভিক্ষুদের উপকারের কথা ভুলিয়া যাইয়া কেবল নিজের জীবন রক্ষাকল্পে বলিলেন—'মহাশয়, আমি ত উচ্ছিষ্টভোজী, উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইয়া বড় হইয়াছি। উচ্ছিষ্ট ভোজী ত কালকর্ণিক অর্থাৎ দুর্গত ব্যক্তির নামান্তর। কিন্তু ভিক্ষুগণ যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজিত হউন না কেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়ই। অমুক স্থানে একত্রিশজন ভিক্ষু বাস করেন, তাঁহাদের মারিয়া বলিকর্ম করুন। আপনাদের দেবতা খুব প্রসন্ন হইবেন।' তাহা শুনিয়া চোরেরা চিন্তা করিল—'এই লোকটা ত ভালই বলিতেছে। এই কালকর্ণিকে মারিয়া কি হইবে,

http://kalpataruboi.org

ক্ষত্রিয়দের মারিয়াই বলিকর্ম করিব' এবং তাঁহাকে বলিল—'আইস, তাঁহাদের বাসস্থান দেখাইয়া দাও।' বলিয়া তাঁহাকে মার্গদেশক করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিহারমধ্যে ভিক্ষুদের না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় সব ভিক্ষু?' তিনি দুইমাস তাঁহাদের সঙ্গে বাস করার ফলে তাঁহাদের ব্রত-নিয়মাদি জানিতেন। তাই বলিলেন—'তাঁহারা নিজ নিজ দিবাস্থান, রাত্রিস্থানে উপবিষ্ট আছেন। এই ঘন্টা বাজাও। ঘন্টার শব্দে সকলেই একত্রিত হইবেন।' চোরস্বামী ঘন্টা বাজাইলেন।

ভিক্ষুগণ ঘন্টার শব্দ শুনিয়া 'অকালে ঘন্টাশব্দ হইল, বোধ হয় কেহ অসুস্থ হইয়া থাকিবে' চিন্তা করিয়া আসিয়া বিহার মধ্যে উত্তমরূপে সজ্জিত পাষাণ ফলকসমূহে উপবেশন করিলেন। সঙ্ঘ স্থবির চোরদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'উপাসকগণ, ঘন্টা কে বাজাইল?'

চোরস্বামী বলিল—'ভন্তে, আমি বাজাইয়াছি।'

'কেন?'

'আমাদের বনদেবতার নিকট মানত আছে। বলিকর্মের জন্য একজন ভিক্ষুকে লইয়া যাইব।' তাহা শুনিয়া মহাস্থবির ভিক্ষুদের বলিলেন—'আবুসো, ভ্রাতাদের কোন কাজ উৎপন্ন হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতাই তাহা নিষ্পন্ন করেন। আমি আমার জীবন তোমাদের জন্য উৎসর্গ করিয়া ইহাদের সহিত যাইব। সকলের বিপদ না হউক। অপ্রমত্ত হইয়া সকলে শ্রমণধর্ম পালন কর।' একজন অল্পবয়স্ক ভিক্ষু বলিলেন—'ভন্তে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার কৃত্য উৎপন্ন হইলে কনিষ্ঠই তাহা সম্পন্ন করে; আমি যাইব, আপনারা অপ্রমত্ত হউন।' এইভাবে 'আমিই যাইব, আমিই যাইব' বলিতে বলিতে ত্রিশজনই একে একে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এইভাবে তাঁহারা একই মাতার পুত্র বা একই পিতার পুত্র না হইলেও, এমনকি বীতরাগ না হইলেও একজন অন্যদের স্বার্থে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনও 'আপনিই যান' এই কথা বলিতে সমর্থ হন নাই।

সংকিচ্চ শ্রামণের তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনারা থাকুন। আমি আপনাদের জন্য আমার জীবন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।' তাঁহারা বলিলেন—'আবুসো, আমাদের সকলকে এখানে হত্যা করিলেও আমরা তোমাকে একা যাইতে দিব না।'

'কেন ভন্তে?'

'আবুসো, তুমি ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের শ্রামণের, যদি আমরা তোমাকে ত্যাগ করি, (সারিপুত্র) স্থবির বলিবেন—'আমার শ্রামণেরকে লইয়া যাইয়া চোরদের হাতে সমর্পণ করিয়াছে।' বলিয়া তিনি আমাদের নিন্দা করিবেন। সেই নিন্দা হইতে নিস্তার পাইব না। অতএব, আমরা তোমাকে ত্যাগ করিব না।'

'ভন্তে, যখন সম্যকসম্বুদ্ধ আমার উপাধ্যায়ের নিকট আপনাদের প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আমার উপাধ্যায় আমাকে আপনাদের সঙ্গে প্রেরণ

Kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

করিয়াছিলেন—উভয়ের উদ্দেশ্য একই ছিল অর্থাৎ আমার দ্বারা আপনাদের জীবন রক্ষা। অতএব, ভন্তে, আপনারা থাকুন আমিই যাইব।' বলিয়া ত্রিশজন ভিক্ষুকে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন' বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ভিক্ষুদের মহাসংবেগ উৎপন্ন হইল, অক্ষিসমূহ অশ্রুপূর্ণ হইল, হৃদয়মাংস কম্পিত হইল। মহাস্থবির চোরদের বলিলেন—'উপাসকগণ, ইহার বয়স খুবই অল্প। কাজেই তোমরা যখন আগুন জ্বালিবে, শূল প্রস্তুত করিবে এবং (রক্তমাংস ধারণ করিবার জন্য) পাতা বিছাইবে—সে দেখিয়া ভয় পাইবে। ইহাকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া তাহার দৃষ্টির অগোচরেই সব করিবে।' চোরেরা শ্রামণেরকে লইয়া যাইয়া একপাশে রাখিয়া সমস্ত কাজ সমাধা করিল।

কৃত্যশেষে চোরস্বামী অসি উন্মুক্ত করিয়া শ্রামণেরের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রামণের বসাকালে ধ্যান উৎপাদন করিয়াই (অর্থাৎ ধ্যানস্থ হইয়াই) বসিয়াছিলেন। চোরস্বামী অসি ঘুরাইয়া শ্রামণেরের স্কন্ধে আঘাত করিল। কিন্তু অসি বাঁকাইয়া গেল এবং দুই ধার মুখোমুখি হইল (শ্রামণেরের কিছুই হইল না)। তখন চোরস্বামী 'ভাল করিয়া অসি ধরি নাই' মনে করিয়া পুনরায় সোজা করিয়া ধরিল। অসি তালপাতার মত দুমড়াইয়া অসির হাতলের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। সেই সময় শ্রামণেরকে গোটা সুমেরু পর্বতের দ্বারা আঘাত করিলেও তাঁহাকে মারিতে সমর্থ হইবে না, (সামান্য) অসি ত দূরের কথা! এই প্রাতিহার্য (অলৌকিক ঘটনা) দেখিয়া চোরস্বামী চিন্তা করিল—'পূর্বে আমার এই অসি শিলাস্তম্ভ বা খদিরখাণুকে বংশকলির ন্যায় ছেদন করিয়াছে। আর এখন একবার বাঁকাইয়া গেল, আর একবার তালপাতার মত দুমড়াইয়া গেল। এই অসি অচেতন হইয়া ইহার (অর্থাৎ শ্রামণেরের) গুণ জানে, আর আমি সচেতন হইয়াও জানি না।' সে অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পাদমূলে বুক পাতিয়া শুইয়া—'ভন্তে, আমরা ধনলাভের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের দূর হইতে দেখিলেই হাজার হাজার লোক ভয়ে কাঁপে, দুই তিনটা কথাও বলিতে পারে না। আপনার ত সন্ত্রাসের লেশমাত্রও নাই, উল্কামুখে সুবর্ণের ন্যায়, সুপুষ্পিত কর্ণিকার পুষ্পের ন্যায় আপনার মুখ দীপ্যমান, ইহার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এই গাথা বলিল—

'আপনার কোন ভয় ত দূরের কথা, বরং আপনার মুখমণ্ডল প্রসন্ন। এইরূপ মহাভয়েও কেন আপনি ক্রন্দন করিতেছেন না?'

শ্রামণের ধ্যান হইতে উঠিয়া তাহাকে ধর্মদেশনা করিতে করিতে বলিলেন—'আবুসো গ্রামণি, ক্ষীণাস্রব ব্যক্তি তাঁহার (নশ্বর) দেহকে মনে করেন যেন মাথার বোঝায়। সেই দেহ যতই ভিন্ন হয়, নষ্ট হয়, ততই তিনি বরং তুষ্ট হন, ভয়ের ত প্রশ্নই নাই।' ইহা বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'হে গ্রামণি, যিনি তৃষ্ণামুক্ত তাঁহার কোন চৈতসিক দুঃখ নাই। তিনি

http://kalpataruboi.org

আসক্তিমুক্ত তাঁহার সমস্ত ভয় অতিক্রান্ত।

দৃষ্টধর্মে (অর্থাৎ এই জীবনে) যাঁহার ভবনেত্রী (ভববন্ধন) যথাযথভাবে ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে ভয় হয় না, তাঁহার মনে হয় যেন সমস্ত ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।'

চোরস্বামী তাঁহার (শ্রামণেরের) কথা শুনিয়া পঞ্চশত চোরের দিকে তাকাইয়া বলিল—'তোমরা কি করিবে?'

'প্রভু, আপনি কি করিবেন?'

'এইরূপ প্রাতিহার্য দেখিয়া আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, আমি আর্যের নিকট প্রব্রজিত হইব।'

আমরাও তাহাই করিব।'

'বেশ বাবারা' বলিয়া পঞ্চশত চোর শ্রামণেরকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল। তিনি তাহাদের নিজ নিজ অসির দ্বারা কেশ এবং বস্ত্রাঞ্চল ছেদন করিয়া, সেই সকল বস্ত্রাঞ্চল তাম্রমৃত্তিকায় রঞ্জিত করিয়া কাষায়বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদদ্বারা তাহাদের আচ্ছাদিত করিয়া দশশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিলেন। যাইবার সময় চিন্তা করিলেন—'যদি আমি স্থবিরগণকে দর্শন না করিয়া চলিয়া যাই, তাঁহারা শ্রমণধর্ম পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন না। কারণ চোরেরা আমাকে লইয়া যাইবার মুহূর্ত হইতে তাঁহাদের একজনও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। 'আমাদের শ্রামণেরকে মারিয়া ফেলিয়াছে' ইহা চিন্তা করাতে তাঁহাদের চিত্ত কর্মস্থান অভিমুখে রমিত হইতেছে না। অতএব তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়াই আমি যাইব।'

তিনি পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবার লইয়া সেখানে যাইয়া নিজের দর্শন দিয়া তাঁহাদের আশ্বস্ত করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে সৎপুরুষ সংকিচ্চ, তুমি জীবন লাভ করিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে, ইহারা আমাকে মারিতে ইচ্ছা করিয়াও মারিতে না পারিয়া আমার গুণে প্রসন্ন হইয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছে। আমি 'আপনাদের দেখিয়া যাইব' বলিয়া আসিয়াছি, আপনারা অপ্রমত্ত হইয়া শ্রমণধর্ম পালন করুন। আমি শাস্তার নিকট যাইব।' এই বলিয়া সেই ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া নবদীক্ষিতদের সঙ্গে লইয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইলে উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কি সংকিচ্চ, অন্তেবাসীদের লাভ করিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে' বলিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন।

'যাও সংকিচ্চ, শাস্তাকে দর্শন করিয়া আইস' স্থবির এইরূপ বলিলে তিনি 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া অন্তেবাসীদের লইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলে শাস্তাও জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি সংকিচ্চ, তুমি অন্তেবাসীদের লাভ করিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে' বলিয়া সমস্ত ঘটনা শাস্তাকেও জানাইলেন। শাস্তা তাহাদের

http://kalpataruboi.org

জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা চৌর্যকর্মের দ্বারা থাকা দুঃশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা এখন শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়' বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১০

অন্বয় : 'দুঃশীল' অর্থাৎ নিঃশীল। 'শীলবানের' দুঃশীলের 'বর্ষশত' বাঁচা অপেক্ষা শীলবানের দুই প্রকার ধ্যানের (শমথ ও বিদর্শন) দ্বারা ধ্যানীর একদিনও একমুহূর্তও বাঁচিয়া থাকা শ্রেয়। উত্তম এই অর্থ। দেশনাবসানে পঞ্চশত ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। উপস্থিত মহাজনের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অন্য এক সময়ে সংকিচ্চ উপসম্পদা লাভ করিবার দশ বৎসর পরে একজন শ্রামণের গ্রহণ করিলেন। সে ছিল তাঁহারই ভাগিনেয়। 'অধিমুত্ত' শ্রামণের। তাহার বয়স যখন পরিপূর্ণ (অর্থাৎ কুড়ি বছর) স্থবির তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমাকে আমি উপসম্পদা প্রদান করিব। যাও, জ্ঞাতিদের জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তোমার বয়স কত।' এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শ্রামণের মাতাপিতার নিকট যাইবার সময় মাঝপথে পঞ্চশত চোরের দ্বারা ধৃত হইল এবং তাহাকে মারিয়া চোরেরা বলিকর্ম করিবে। কিন্তু শ্রামণের তাহাদের ধর্মদেশনা করিয়া প্রসন্ন করিল। তাহারা : 'আমরা যে এখানে আছি তুমি কাহাকেও বলিবে না' এই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বিপরীত দিক হইতে তখন তাহার মাতাপিতা আসিতেছিলেন। কিন্তু যেহেতু চোরদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্রামণের তাঁহাদের বলিল না যে সম্মুখে চোরেরা আছে। চোরেরা তাহার মাতাপিতাকে হেনস্থা করিল। মাতাপিতা কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বলিলেন—'মনে হয় তুমিও চোরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা যে এখানে আছে আমাদের জানাও নাই।' চোরেরা সেই কান্না শুনিয়া এবং শ্রামণের যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাঁহার মাতাপিতার নিকটও তাহাদের কথা গোপন রাখিয়াছেন দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা যাচঞা করিল। তিনি সংকিচ্চ শ্রামণেরের ন্যায় তাহাদের সকলকে প্রব্রজিত করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট আনয়ন করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাদের শাস্তার নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রামণের সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ হইয়াছে নাকি?'

'হ্যাঁ ভন্তে।' ইহা শুনিয়া শাস্তা পূর্বের ন্যায় সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন

http://kalpataruboi.org

অপেক্ষা চরিত্রবান, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়।' ইহাও অধিমুক্ত শ্রামণেরের উপাখ্যানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

সংকিচ্চ শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

খাণু কোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরের উপাখ্যান—১০

১২. যো চ বস্‌সসতং জীবে দুপ্পঞ্ঞো অসমাহিতো,
একাহং জীবিতং সেয্যো পঞ্ঞাবন্তস্‌স ঝাযিনো।...১১১

অনুবাদ : প্রজ্ঞাহীন ও সমাধিবিহীন হয়ে যে শতবর্ষ জীবনধারণ করে তার জীবনের থেকে প্রজ্ঞাবান, ধ্যানী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়।

অন্বয় : যে দুপ্পঞ্ঞো (সে দুষ্প্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞাহীন) অসমাহিতো (অসমাহিত) বস্‌সসতং জীবে (একশ বছর বাঁচে) [তাঁর জীবন অপেক্ষা] পঞ্ঞাবন্তস্‌স ঝাযিনো একাহং জীবিতং সেয্যো (প্রজ্ঞাবান ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবন শ্রেয়)।

'যে শতবর্ষ জীবিত থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে খাণু কোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু নাকি শাস্তার নিকট 'কর্মস্থান' লইয়া অরণ্যে অবস্থানকালে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া 'শাস্তাকে জ্ঞাপন করিব' বলিয়া সেইস্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া পথের পাশে একটি পাথরের চাতালের উপর বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তখন গ্রাম লুঠ করিয়া পঞ্চশত চোর নিজেদের বহনক্ষমতা অনুসারে জিনিসপত্র বাঁধিয়া মাথায় করিয়া যাইতে যাইতে অনেক দূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া—'আমরা অনেক দূর আসিয়াছি, এই পাথরের চাতালে বিশ্রাম করিব' বলিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া পাথরের চাতালের নিকট যাইয়া ভিক্ষুকে দেখিয়াও 'ইহা গাছের গুঁড়ি' বলিয়া মনে করিল। তখন একজন চোর স্থবিরের মাথায় তাহার বোঝা রাখিল। আরও একজন আসিয়া পাশেই তাহার বোঝা রাখিল। এইভাবে পঞ্চশত চোর পঞ্চশত বোঝা স্থবিরের চতুর্দিকে রাখিয়া নিজেরাও চতুর্দিকে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল এবং অরুণোদয়কালে উঠিয়া নিজ নিজ বোঝা লইতে যাইয়া স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহাকে 'অমনুষ্য' মনে করিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিল। তখন স্থবির তাহাদের বলিলেন—'হে উপাসকগণ, ভয় করিও না, আমি প্রব্রজিত।' তাহারা স্থবিরের পাদমূলে শুইয়া পড়িয়া বলিল—'ভন্তে, ক্ষমা করুন, আমরা আপনাকে গাছের গুঁড়ি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।' স্থবির তাহাদের ক্ষমা করিলেন। তখন চোরস্বামী বলিল—'আমি স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইব।' অন্যান্য সকলে বলিল—'আমরাও প্রব্রজিত হইব।' তাহারা একবাক্যে স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা যাচঞ্ঞা করিল। স্থবির সংকিচ্চ শ্রামণেরের ন্যায় (অর্থাৎ উক্ত

http://kalpataruboi.org

পদ্ধতিতে) সকলকেই প্রব্রজিত করিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হইল খাণু কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি সেই ভিক্ষুদের সঙ্গে শাস্তার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে শাস্তা বলিলেন—'কি কোণ্ডঞ্ঞ, তুমি তোমার অন্তেবাসীদের লাভ করিয়াছ?' তখন স্থবির সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ ভন্তে, আমরা ইতিপূর্বে অন্য কাহারও নিকট এইরূপ প্রভাব দেখি নাই। তাই আমরা প্রব্রজিত হইয়াছি।'

'হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ দুষ্কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তোমরা এখন যে প্রজ্ঞাসম্পদ লাভ করিয়াছ তদদ্বারা একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়' এই বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১১

অন্বয় : 'দুষ্প্রাজ্ঞ' অর্থাৎ প্রজ্ঞাহীন। 'প্রজ্ঞাবানের' অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির। 'ধ্যানীর' অর্থাৎ শমথ ও বিপশ্যনা এই দুই প্রকার ধ্যানে যিনি রত। তাঁহার একদিনের এক মুহূর্তের জীবনও শ্রেয়, উত্তম—এই অর্থ।

দেশনাবসানে পঞ্চশত ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। উপস্থিত মহাজনের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

খাণু কোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

সপ্পদাস স্থবিরের উপাখ্যান—১১

১৩. যো চ বস্সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিযো,
একাহং জীবিতং সেয্যো বীরিযমারভতো দল্হং।...১১২

অনুবাদ : যে অলস আর হীনবীর্য হয়ে একশ বছর বেঁচে থাকে তার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যো কুসীতো হীনবীরিযো (যে অলস ও হীনবীর্য হয়ে) বস্সসতং জীবে (একশ বছর বাঁচে) [তাঁর জীবন অপেক্ষা] দল্হং বীরিযম্ আরভতো (দৃঢ় বীর্যসম্পন্ন ব্যক্তির) একাহং জীবিতং সেয্যো (একদিনের জীবনও শ্রেয়)।

'যে বর্ষশত জীবনধারণ করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সপ্পদাস স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে একজন কুলপুত্র শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রব্রজিত ও উপসম্পন্ন হইয়া এক সময় উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—'আমার মত কুলপুত্রের গার্হস্থ্য

http://kalpataruboi.org

জীবন যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব প্রব্রজিত জীবনে আমার মৃত্যুও শ্রেয়' ইহা চিন্তা করিয়া নিজের মরণোপায় চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন। একদিন সকালেই ভিক্ষুগণ ভোজনাবসানে বিহারে যাইয়া অগ্নিশালায় একটি সর্প দেখিয়া তাহাকে একটি জলপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া লইয়া বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ভোজন সমাপ্ত করিয়া আসিবার সময় সেই ভিক্ষুদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, ঐটা কি?'

'আবুসো, একটি সাপ।'

'ইহাকে লইয়া কি করিবে?' 'ইহাকে ফেলিয়া দিব।'

তাঁহাদের কথা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন 'এই সাপের দ্বারা নিজেকে দষ্ট করিয়া আমি মরিব।' তারপর তাঁহাদের বলিলেন—

'আমাকে দিন, আমি ইহাকে ফেলিয়া দিব' বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে পাত্রটি লইয়া একটি জায়গায় বসিয়া সেই সাপটির দ্বারা নিজেকে দষ্ট করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাপটি তাঁহাকে দংশন করতে চাহে না। তিনি পাত্রের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিলেন, সাপটির মুখ হাঁ করাইয়া নিজের আঙুল তাহাতে প্রবেশ করাইলেন, কিন্তু সাপটি তাঁহাকে দংশন করিল না। তিনি তখন 'এটা আশীবিষ নহে, গৃহপালিত সাপ' চিন্তা করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আবুসো, সাপটাকে ফেলিয়া দিয়াছ ত?'

'আবুসো, ওটা বিষধর সর্প নহে, মনে হয় গৃহপালিত সর্প।'

'আবুসো, ওটা বিষধর সর্পই, বিরাট ফণা তুলিয়া 'হিস হিস' শব্দ করাকালে আমরা অতিকষ্টে তাহাকে ধরিয়াছি। আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন?'

'আবুসো, আমি সর্পটির দ্বারা নিজেকে দষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার মুখে নিজের আঙুল প্রবেশ করাইয়া নিজেকে দষ্ট করাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহা আমাকে দংশন করে নাই।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ চুপচাপ হইয়া গেলেন।

একদিন এক নাপিত দুই তিনটি ক্ষুর লইয়া বিহারে যাইয়া একটি ক্ষুর মাটিতে রাখিয়া অন্যটির দ্বারা ভিক্ষুদের মস্তক মুণ্ডত করিতে লাগিল। সেই ভিক্ষু মাটিতে রাখা ক্ষুরটি লইয়া 'ইহার দ্বারাই আমার গলা কাটিয়া ফেলিব' ভাবিয়া গাছে গ্রীবা স্থাপন করিয়া, কণ্ঠনালীর নীচে ক্ষুরধার স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিলেন, আর উপসম্পদার সময় হইতে নিজের শীলের কথা মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার শীল বিমলচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় এবং সুধৌত মণিস্কন্ধের ন্যায় নির্মল। এইভাবে অবলোকনকালে তাঁহার সমস্ত শরীর প্রীতির দ্বারা রোমাঞ্চিত হইল। তিনি প্রীতিতে বিরাগমুক্ত হইয়া, বিপশ্যনা বর্ধন করিয়া প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ক্ষুরটি লইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, কোথায় গিয়াছিলেন?'

'আবুসো, এই ক্ষুরের দ্বারা গলনালী ছেদন করিয়া মরিব' বলিয়া গিয়াছিলাম।

http://kalpataruboi.org

'তাহা হইলে মরিলেন না কেন?'

'এখন আমি ক্ষুর ধারণ করিতে অসমর্থ। আমি 'এই ক্ষুরের দ্বারা গলনালী ছেদন করিব' বলিয়া যাইয়া জ্ঞানরূপ ক্ষুরের দ্বারা সমস্ত ক্লেশকে ছেদন করিয়াছি।'

ভিক্ষুগণ 'এই ভিক্ষু মিথ্যা এবং অসত্য ভাষণ করিতেছে' বলিয়া ভগবানকে জানাইলেন। ভগবান তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ নিজ হস্তে নিজের জীবন নষ্ট করিতে পারে না।'

'ভন্তে, আপনি ইহাকে 'ক্ষীণাস্রব' বলিতেছেন, এইরূপ অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইবেন কেন?' ইহার অর্হত্ত্বের উপনিশ্রয়ের কারণ কি? সর্পই বা কেন ইহাকে দংশন করে নাই?'

'হে ভিক্ষুগণ, সেই সর্প এখন হইতে পূর্বে তৃতীয় জন্মে ইহার দাস ছিল। সে কি করিয়া নিজের প্রভুকে দংশন করিবে? এইভাবে শাস্তা তাঁহাদের একটি কারণ জানাইলেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হইল 'সপ্পদাস'।

ভগবান কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি শাস্তার ধর্মকথা শুনিয়া সংবেগজাত হইয়া প্রব্রজিত ও উপসম্পন্ন হইয়া এক সময় চিত্তে অনভিরতি উৎপন্ন হওয়াতে সহায়ক এক ভিক্ষুকে জানাইলেন। তিনি সর্বতোভাবে গার্হস্থ্য জীবনের দোষের কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুনরায় বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার অপ্রসন্ন থাকাকালীন সময়ে শ্রমণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নোংরা হইয়া গিয়াছিল। একদিন তিনি জলাশয়ের তীরে বসিয়া সেইগুলি পরিষ্কার করিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুও কাছেই বসিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে তিনি বলিলেন—'আবুসো, আমার ইচ্ছা ছিল পুনরায় গৃহী হইয়া যাইলে এইসব দ্রব্য তোমাকেই দিয়া যাইব।' বন্ধুটির লোভচিত্ত উৎপন্ন হওয়ায় চিন্তা করিলেন—'এই ব্যক্তি প্রব্রজিত থাকুন বা গৃহী হইয়া যান আমার কি লাভ? আমি ইহার জিনিসগুলি আত্মসাৎ করিব।' ইহার পর হইতে তিনি নানাভাবে গার্হস্থ্যজীবনের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—'আমাদের এইভাবে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমরা ভিক্ষাপাত্র লইয়া পরকুলে বিচরণ করি। স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত কোন আলাপ-সালাপ করিতে পারি না।' সেই ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া পুনরায় উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—'আমি উৎকণ্ঠিত হইলে এই ব্যক্তি প্রথমে গার্হস্থ্যজীবনের দোষের কথা বলিয়া এখন আবার গুণের কথা বলিতেছেন কেন? কারণটা কি?' চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে শ্রমণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদির লোভেই এইরূপ বলিতেছেন। তিনি নিজেই নিজের চিত্তকে সংযত করিলেন। এইভাবে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় এক ভিক্ষুকে উৎকণ্ঠিত করার কারণে এই জন্মে তাঁহার অনভিরতি উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ব্যক্তিই বিংশতি সহস্র বৎসর শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বর্তমান জীবনে অর্হত্ত্ব উপনিশ্রয়ের কারণ হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট হইতে এই ব্যাপার জানিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা

http://kalpataruboi.org

করিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু গলনালীতে ক্ষুরধার রাখিয়াও অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ক্ষণে অর্হত্ত্বমার্গ উৎপন্ন হয় কি?'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর পা তুলিয়া আবার ভূমিতে পা রাখিবার পূর্বেই অর্হত্ত্বমার্গ উৎপন্ন হইতে পারে। হীনবীর্য ব্যক্তির শতবর্ষের জীবন অপেক্ষা আরব্ধবীর্যের ক্ষণমাত্র জীবনও শ্রেয়।' ইহা বলিয়া শাস্তা সমবধান করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে অলস ও হীনবীর্য হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১২

অন্বয় : 'অলস' অর্থাৎ কামবিতর্কাদি তিন প্রকার বিতর্কের দ্বারা যে ব্যক্তি কালাতিপাত করে। 'হীনবীর্য' অর্থাৎ নিবীর্য। 'দৃঢ়বীর্য সম্পন্ন ব্যক্তির' অর্থাৎ শমথ ও বিপশ্যনা এই দ্বিবিধ ধ্যান উৎপাদন করিতে সমর্থ, স্থির বীর্য আরম্ভকারী ব্যক্তির। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ] দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সপ্পদাস স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

পটাচারা থেরীর উপাখ্যান—১২

১৪. যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং উদযব্যযং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো উদযব্যযং।...১১৩

অনুবাদ : জীবনের কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ (জন্ম-মৃত্যু) তা পর্যবেক্ষণ না করে যে একশ বছর বেঁচে থাকে তার শতবর্ষের জীবন অপেক্ষা আদি-অন্ত দ্রষ্টা ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যো চ (যে) উদযব্যযং (উদয় ও বিলয় অর্থাৎ জীবেরন উৎপত্তি ও বিনাশ) অপস্‌সং (না দেখে) বস্‌সসতং জীবে (একশ বছর বাঁচে) [তাঁর জীবন অপেক্ষা] উদযব্যযং পস্‌সতো (উদয়-বিলয়দর্শীর) একাহং জীবিতং সেয্যো (একদিনের জীবন শ্রেয়)।

'যে শতবর্ষ জীবনধারণ করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পটাচারা থেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি (পটাচারা) শ্রাবস্তীতে চল্লিশ কোটি বৈভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর অভিরূপা কন্যা ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর তখন তাঁহাকে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলে রাখা হইয়াছিল। এইভাবে রাখা সত্ত্বেও তিনি নিজের একজন বালক ভৃত্যের প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। এদিকে তাঁহার মাতাপিতা সমজাতিককুলে এক কুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন এবং বিহারের দিনও পাকা। বিবাহের দিন প্রায় নিকট হইলে তিনি সেই সেবক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'আমাকে অমুক কুলে বিবাহ দেওয়া হইবে। আমি পতিকুলে চলিয়া

http://kalpataruboi.org

যাইলে তুমি আমার জন্য উপহার লইয়া আসিলেও আমার পতিগৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক তাহা হইলে এখনই আমাকে লইয়া যেদিকে ইচ্ছা পলায়ন কর।' সে বলিল—'ভদ্রে, তাহাই হউক। তাহা হইলে আমি খুব সকালে নগরদ্বারের অমুক স্থানে আসিব, তুমি যে কোন উপায়ে (গৃহ হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেখানে চলিয়া আসিবে।' এই বলিয়া দ্বিতীয় দিনে সঙ্কেত স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনিও খুব সকালেই নোংরা কাপড় পরিয়া আলুথালু কেশে সারা শরীরে চালের গুঁড়া মাখিয়া জলের কলসী লইয়া দাসীদের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া ঐ স্থানে চলিয়া গেলেন। বালকভৃত্য তাঁহাকে লইয়া অনেক দূরে এক গ্রামে বাস করিতে লাগিল। অরণ্যে ক্ষেতের কাজ করিয়া গাছের লতাপাতা জ্বালানির জন্য লইয়া আসিত। শ্রেষ্ঠীকন্যা জলের কলসী করিয়া জল আনিয়া নিজের হাতে মশলা-বাটা, রান্না-বান্না করিয়া নিজের পাপের ফল অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি গর্ভবতী হইলেন। যখন তিনি পরিপূর্ণগর্ভা তখন তিনি স্বামীকে বলিলেন—'এখানে আমার উপকারী কেহ নাই, মাতাপিতারা পুত্র-কন্যার প্রতি কোমল হৃদয় হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাকে লইয়া যাও, আমি সেইখানেই সন্তানের জন্ম দিব।' স্বামী—'ভদ্রে, তুমি কি বলিতেছ! আমাকে দেখিয়া তোমার মাতাপিতা নানাপ্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। আমি সেখানে যাইতে পারিব না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি বারবার অনুরোধ করিলেও যাইতে সমর্থ হইলেন না। একদিন স্বামী অরণ্যে যাইলে তিনি প্রতিবেশিদের ডাকিয়া 'যদি আমার স্বামী আসিয়া আমাকে না দেখিয়া কোথায় গিয়াছে জিজ্ঞাসা করে বলিবেন যে আমি পিত্রালয়ে গিয়াছি' বলিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্বামীও ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া প্রতিবেশিদের জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিয়া 'তাহাকে ফিরাইয়া আনিব' বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইব। কিন্তু নানাপ্রকারে তাঁহাকে বুঝাইয়াও ফিরাইতে সক্ষম হইল না। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রসব বেদনা উৎপন্ন হইল। তিনি একটি গাছের আড়ালে যাইয়া 'স্বামিন, আমার প্রসব বেদনা উঠিয়াছে' বলিয়া মাটিতে শুইয়া ছটফট করিতে করিতে অতি কষ্টে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—'যেজন্য পিতৃগৃহে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, তাহা ত নিষ্পন্ন হইল' ইহা ভাবিয়া পুনরায় তাহার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

অন্য এক সময় তিনি আবার গর্ভবতী হইলেন। পরিপূর্ণগর্ভা হইলে তিনি পূর্বের ন্যায় স্বামীকে বলিয়া অনুমতি না পাইয়া পুত্রকে কোলে লইয়া (পিত্রালয়ে) যাইতে লাগিলেন। স্বামী তাঁহার অনুগমন করিয়া 'দাঁড়াও' বলিলেও তিনি ফিরিতে চাহিলেন না। তাঁহারা যাইবার সময় হঠাৎ ভীষণ অকাল মেঘের সঞ্চার হইল। বিদ্যুৎ প্রভায় আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া, মেঘমণ্ডল হইতে বজ্রপাত করিয়া হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হইল। সেই মুহূর্তে তাঁহার প্রসব বেদনা উৎপন্ন হইল। তিনি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—'স্বামিন, আমার প্রসব বেদনা উৎপন্ন হইয়াছে,

http://kalpataruboi.org

কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার জন্য জায়গা দেখ যেখানে বৃষ্টি নাই।' সে হাতের কুঠার লইয়া এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিল একটি বল্মীকের মাথায় গাছ উঠিয়াছে। সে সেই গাছ কাটিয়া আরম্ভ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই বল্মীক হইতে ঘোরবিষ সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করিল। সেই মুহূর্তে তাহার শরীরে প্রচণ্ড দাহ উৎপন্ন হইল যেন কেহ তাহার দিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার শরীর নীলবর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল। শ্রেষ্ঠীকন্যাও অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামীর আসার পথ চাহিয়া তাহাকে না দেখিয়াই দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিলেন। দুই পুত্রই বাতাস ও বৃষ্টির বেগ সহ্য করতে না পারিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তিনি দুইজনকেই বুকে লইয়া দুই জানু এবং হাতের উপর শরীরের ভার রাখিয়া (যাহাতে ছেলেরা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া না যায়) রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ রক্তশূন্য, পাণ্ডুর বর্ণের পত্রের ন্যায় মনে হইতেছিল। অরুণোদয় হইলে মাংস তালসদৃশ নবজাতককে কোলে লইয়া দ্বিতীয়টিকে তাঁহার আঙুল দিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন—'এস বৎস, তোমার পিতা এইদিকেই গিয়াছে।' বলিয়া স্বামী যেদিকে গিয়াছে সেদিকে যাইয়া বল্মীক মস্তকে মৃতাবস্থায় পতিত নীলবর্ণের স্তব্ধ শরীর দেখিয়া—'আমার জন্যই আমার স্বামী পথে মৃত হইলেন' বলিয়া রোদন পরিদেবন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।

সারারাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি হওয়াতে অচিরবতী নদীর জল কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক কোমর, কোথাও বা এক বুক পরিপূর্ণ দেখিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা দুই পুত্রের সঙ্গে জলে নামিতে অক্ষম হওয়ায় নিজের মন্দবুদ্ধিবশত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই তীরে রাখিয়া অন্যজনকে লইয়া পরতীরে যাইয়া একটি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া গাছের পাতা বিছাইয়া তাহাতে উহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া 'ঐ ছেলের নিকট যাইব' ভাবিয়া শিশুপুত্রটিকে রাখিয়া নদী পার হইতে অনিচ্ছুক হইয়া বারবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখ অবলোকন করিয়া (অবশেষে) পরপারে চলিলেন। যখন তিনি নদীর মাঝখানে তখন দেখিলেন একটি শোনপক্ষী শিশুকুমারকে 'মাংসপেশী' মনে করিয়া আকাশ হইতে নীচে ঝুঁকিতে লাগিল। তিনি তাঁহার পুত্রকে খাইতে শ্যেনপক্ষীকে ঝুঁকিতে দেখিয়া দুই হাত তুলিয়া 'সু সু' বলিয়া তিনবার মহাশব্দ করিলেন। দূরত্ব বেশি হওয়ায় শ্যেন তাঁহার ঐ শব্দ শুনিতে না পাইয়া শিশুকুমারকে তুলিয়া লইয়া আকাশপথে চলিয়া গেল। এদিকে অপর তীরস্থিত পুত্রটি মাকে নদীমধ্যে দুই হাত তুলিয়া মহাশব্দ করিতে দেখিয়া 'আমাকে ডাকিতেছে' মনে করিয়া দ্রুতবেগে জলে নামিয়া ভাসিয়া গেল। শ্রেষ্ঠীকন্যার কনিষ্ঠ পুত্রকে শ্যেন হরণ করিল, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জলে ডুবিয়া গেল।

শ্রেষ্ঠীকন্যা 'আমার এক পুত্রকে শ্যেন লইয়া গেল, আর এক পুত্র জলে ডুবিয়া গেল, রাস্তায় স্বামী কালকবলিত হইল' এই বলিয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে (পিত্রালয়ের দিকে যাইবার সময়) দেখিলেন শ্রাবস্তীর দিক হইতে এক ব্যক্তি আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

kalpataru.boi.pdf

http://kalpataruboi.org

'বাবা, আপনার কোথায় নিবাস?'

'মা, আমি শ্রাবস্তীবাসী।'

'বাবা, শ্রাবস্তিনগরে অমুক রাস্তায় অমুক নামে পরিবার আছে জানেন?'

'মা, জানি; আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিও না, অন্য কিছু থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতে পার।'

'বাবা, আমি অন্য কিছু জানিতে চাহি না, উহাদের কথাই জানিতে চাই।'

'মা আমি যাহা বলিতে চাহি না, তাহাই তুমি আমাকে দিয়া বলাইতে চাহিতেছ। তুমি কি দেখিয়াছ গতকল্য সারারাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে?'

'বাবা, আমি জানি, সারারাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি আমার উপরেই পতিত হইয়াছে, অন্য কাহারও উপরে নহে। আমার উপর কিভাবে বৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা আপনাকে ক্রমশ বলিব, এখন আগে আমাকে বলুন সেই শ্রেষ্ঠীগৃহের খবর কি?'

'মা, গতকাল প্রচণ্ড ঝড়ে শ্রেষ্ঠীগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠীভার্যা ও শ্রেষ্ঠীপুত্র তিনজনই তাহাতে মৃত হইয়াছেন। একই চিতায় তাঁহাদিগকে দাহ করা হইতেছে। মা, তাকাইয়া দেখ ঐ সেই চিতার ধোঁয়া।'

শ্রেষ্ঠীকন্যা সেই মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে, উন্মত্ত হইয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে একই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে এদিক সেদিক ঘুরিতে লাগিলেন—'আমার দুই পুত্র কালকবলিত, আমার পতি পথে মৃত। মাতা, পিতা ও ভ্রাতা একই চিতায় দগ্ধ হইতেছে।'

লোকেরা তাহাকে দেখিয়া—'পাগলী পাগলী' বলিয়া গায়ে নোংরা ফেলিয়া, ধুলা মাথায় মাখাইয়া, লোষ্ট্রাঘাত করিতে লাগিল। শাস্তা জেতবন বিহারে অষ্টপরিষদ মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনাকালে শ্রেষ্ঠীকন্যাকে আসিতে দেখিয়া (বুদ্ধজ্ঞানে) জানিলেন তিনি শতসহস্র কল্প পারমিতা পূর্ণ করিয়াছেন এবং অভিনীহারসম্পন্না (অর্থাৎ নির্বাণ লাভের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধা)।

তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে পদুমুত্তর বুদ্ধের দ্বারা এক বিনয়ধর থেরীকে হাত ধরিয়া স্বর্গের নন্দনবনে স্থাপিত করার ন্যায় বিনয়ধর থেরীদের মধ্যে অগ্রস্থানে স্থাপ্যমানা দেখিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'আমিও যেন ভবিষ্যতে আপনার মত বুদ্ধের নিকট বিনয়ধর থেরীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করিতে পারি।' তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ ভবিষ্যতে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রার্থনা ফলবতী হইবে এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—'ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে এই নারী পটাচারা নামে বিনয়ধর থেরীদের মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করিবে।' এইরূপ প্রার্থিত প্রার্থনাসম্পন্না অভিনীহারসম্পন্নাকে শাস্তা দূর হইতে আসিতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি ব্যতীত অন্য কেহ ইহাকে আশ্রয় দিতে সমর্থ নহে' এই চিন্তা করিয়া যাহাতে শ্রেষ্ঠীকন্যা বিহার অভিমুখেই আসেন সেজন্য ঋদ্ধি প্রয়োগ করিলেন। পরিষদ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—'এই পাগলিনীকে এখানে আসিতে দিও না।' শাস্তা 'সরিয়া দাঁড়াও, তাহাকে আসিতে দাও, বারণ করিও

http://kalpataruboi.org

না' বলিয়া নিকটে আসিলে 'ভগিনি, তুমি স্মৃতি লাভ কর' বলিলেন। তিনি সেই মুহূর্তেই বুদ্ধের প্রভাবে স্মৃতি লাভ করিলেন। তখন নিজের গাত্রে বস্ত্র নাই দেখিয়া লজ্জায় উৎকুটিক হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁহার দিকে একখানি বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি তাহা পরিধান করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তার সুবর্ণবর্ণের পাদদ্বয়ে পঞ্চাঙ্গ প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমাকে আশ্রয় দিন, আপনি আমার শরণ হউন। আমার এক পুত্রকে শ্যেন লইয়া গিয়াছে, এক পুত্র জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, পথে আমার স্বামী কালকবলিত হইয়াছেন, মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ঘর চাপা পড়িয়া মৃত এবং একই চিতায় সকলে দগ্ধ হইতেছেন।'

শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া—'পটাচারে, চিন্তা করিও না, তোমার ত্রাণ, শরণ এবং আশ্রয় হইবার মত সমর্থ ব্যক্তির নিকটই তুমি আসিয়াছ। যেমন তোমার এক পুত্রকে শ্যেন লইয়া গিয়াছে, এক পুত্র জলে ডুবিয়াছে, পথে পতি মৃত হইয়াছে, মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ঘরচাপা পড়িয়াছে, তদ্রূপ এই সংসারে পুত্রাদির মৃত্যুকালে রোদন করিয়া তুমি যত অশ্রুপাত করিয়াছ তাহা চারি মহাসমুদ্রের জলরাশি অপেক্ষাও অধিক।' ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'চারি সমুদ্রের জল অল্প, ততোধিক হইতেছে অশ্রুজল, দুঃখে কাতর মানুষের শোকের অন্ত আছে কি? মা তুমি কি কারণে প্রমত্ত হইতেছ?'

এইভাবে শাস্তা যখন অনাদি সংসারের পর্যায় বর্ণনা করিতেছিলেন (তাহা শুনিয়া) পটাচারার শরীরে শোক কমিয়া গেল। তাঁহার শোক কমিয়াছে দেখিয়া শাস্তা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—

'পটাচারে, পরলোক গমনকালে পুত্রাদি কাহারও ত্রাণ, নিরাপত্তার কারণ বা আশ্রয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা থাকিলেও নাই। পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত শীল বিশুদ্ধ করিয়া নির্বাণগামি মার্গ শীঘ্রই বিশোধন করা।' এই বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'পুত্রকন্যা, পিতা বা বান্ধবগণ কেহই ত্রাণ করিতে পারে না। মৃত্যুর পাশে বদ্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞাতিরা ত্রাণ করিতে পারে না। এ সত্য জানিয়া শীলবান পণ্ডিত শীঘ্রই নির্বাণগামী মার্গ বিশুদ্ধ করবেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮৮-২৮৯

দেশনাবসানে পটাচারা মহাপৃথিবীতে যত পাংশু আছে তত পরিমাণ চিত্তক্লেশসমূহকে দূর করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্যান্য আরও অনেকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি স্রোতাপন্ন হইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে ভিক্ষুণীদিগের নিকট পাঠাইয়া প্রব্রজিত করিলেন। তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়া উত্তম আচারের জন্য 'পটাচারা' নামে অভিহিত হইলেন। একদিন তিনি উদকঘটে জল লইয়া পা ধুইবার সময় জল গড়াইয়া গেল, কিন্তু কিছুদূর যাইয়া থামিয়া গেল। দ্বিতীয়বার পায়ে জল ঢালিলে ঐ জল আরও একটু দূরে যাইয়া থামিয়া গেল। তৃতীয়বারে ঐ জল আরও দূরে যাইয়া থামিয়া গেল। তিনি তাহাকেই 'আলম্বন'রূপে গ্রহণ করিয়া জীবনকে তিন

http://kalpataruboi.org

ভাগ করিয়া চিন্তা করিলেন—'আমার দ্বারা প্রথমবার জল ঢালার ন্যায় এই সত্ত্বগণ জীবনের প্রথমভাগেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়; দ্বিতীয়বার জল ঢালিলে আরও দূরে যাইয়া থামিবার ন্যায় সত্ত্বগণ মধ্যম বয়সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৃতীয়বারের জল আরও দূরে যাইয়া থামিবার ন্যায় সত্ত্বগণ শেষ বয়সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবভাস বিচ্ছুরিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিলেন—'পটাচারে, ইহা এইরূপই। পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় না জানিয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ অপেক্ষা ইহাদের সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যে আদি ও অন্ত (জন্ম ও মৃত্যু) না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা আদ্যন্তদর্শী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৩

অন্বয় : 'উদয়-ব্যয়' না দেখিয়া অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের পঁচিশ প্রকার লক্ষণের দ্বারা উদয়-ব্যয় (আদি-অন্ত, জন্ম-মৃত্যু) না দেখিয়া। 'উদয়-ব্যয় দেখিয়া' অর্থাৎ সেই পঞ্চস্কন্ধসমূহের উদয় এবং ব্যয় দেখিয়া। পূর্বোক্ত ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা এই ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়। দেশনাবসানে পটাচারা প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

পটাচারা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

কিসা গোতমীর উপাখ্যান—১৩

১৫. যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং অমতং পদং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো অমতং পদং।...১১৪

অনুবাদ : অমৃতপদ (নির্বাণ) না দেখে যে একশ বছর জীবিত থাকে তার জীবনের অপেক্ষা অমৃত পদ যিনি দেখেছেন তেমন লোকের একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যো চ (যিনি) অমতং পদং (অমৃত পদ) অপস্‌সং বস্‌সসতং জীবে (না দেখে একশ বছর বাঁচে) [তাঁর জীবন অপেক্ষা] অমতং পদং পস্‌সতো (অমৃতপদদর্শীর) একাহং জীবিতং সেয্যো (একদিনের জীবনও শ্রেয়)।

'যে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কিসা গোতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে চল্লিশ কোটি মূল্যের ধন আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। শ্রেষ্ঠী তাহা দেখিয়া শোকার্ত হইয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া মঞ্চে শুইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার বাড়ি যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সৌম্য, কেন শোক করিতেছ?' সব জানিয়া তিনি বলিলেন—'সৌম্য,

http://kalpataruboi.org

শোক করিও না, আমি একটা উপায় জানি, তুমি তাহাই কর।'

'সৌম্য, কি করিতে হইবে?'

'নিজের দোকানে মাদুর বিছাইয়া সেখানে এই অঙ্গাররাশি স্তূপীকৃত করিয়া বিক্রয় করার ভাণ করিয়া বসিয়া থাক। আগতাগত লোকদের যাহারা এইরূপ বলিবে—'অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে, আর আপনি অঙ্গার বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছেন।' তাহাদের বলিবে—'আমার কাছে যাহা আছে বিক্রয় না করিয়া কি করিবে?' আর যে তোমাকে এইরূপ বলে—'অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে, আর আপনি হিরণ্য-সুবর্ণ বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছেন?' তাহাকে বলিবে—'কোথায় হিরণ্যসুবর্ণ?' যদি বলে 'এই ত', তাহাকে বলিবে—'লইয়া আইস' বলিয়া সে যাহা দিবে তাহা হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। এইভাবে যহা প্রদত্ত হইবে তাহা তোমার হাতে হিরণ্যসুবর্ণ হইয়া যাইবে। যদি সেই ব্যক্তি কুমারী হয় তাহা হইলে তোমার পুত্রের সহিত তাহাকে বিবাহ দিয়া চল্লিশ কোটি ধন তাহাকে প্রদান করিবে এবং সে যাহা দিবে তদদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। আর যদি সেই ব্যক্তি কুমার হয় তাহা হইলে তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া চল্লিশ কোটি ধন তাহাকে দিবে এবং সে যাহা দিবে তদদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে।'

তিনি তখন বলিলেন—'বাঃ, বেশ বুদ্ধি ত?' এই বলিয়া নিজের দোকানে অঙ্গাররাশি স্তূপীকৃত করিয়া বিক্রয় করিবার ভাণ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। যাহারা তাঁহাকে এইরূপ বলিল—'অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে আর আপনি অঙ্গার বিক্রয় করিবার জন্য বসিয়া আছেন।' তিনি তাহাদের বলিলেন—'গোতমী' নামক কুমারী [কৃশ শরীরের জন্য যাহাকে কিসা-গোতমী (কৃশা গৌতমী) বলা হইত] যিনি দরিদ্রকুলে জাত কন্যা নিজের প্রয়োজনে কিছু ক্রয় করিবার জন্য দোকানের সম্মুখে আসিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'বাবা, অন্য লোকেরা বস্ত্র-তৈল-মধু-গুড়াদি বিক্রয় করে, আপনি হিরণ্যসুবর্ণ বিক্রয়ের জন্য বসিয়াছেন?'

'মা, কোথায় হিরণ্যসুবর্ণ?'

'কেন, আপনি তাহা লইয়া বসিয়া আছেন নহে কি?'

'মা, আমার হাতে দাও ত!'

কিসা গোতমী এক মুষ্টি অঙ্গার লইয়া তাঁহার হাতে দিলেন।

তাহা হিরণ্যসুবর্ণে পরিবর্তিত হইল।

তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, তোমার বাড়ি কোথায়?'

'ঐ স্থানে।'

শ্রেষ্ঠী জানিলেন যে তিনি কুমারী। তখন তাঁহাকে আনিয়া পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন এবং সেই অঙ্গাররাশি তাহার হস্তস্পর্শে আবার হিরণ্যসুবর্ণে পরিণত হইল। তিনি ঐ ধন পুত্রবধুর হস্তে অর্পণ করিলেন। যথাসময়ে তিনি গর্ভবতী

http://kalpataruboi.org

হইলেন এবং দশমাস পরে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। কিন্তু পুত্রটি যখন হাঁটিতে শিখিল হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। কিসা গোতমী ইতিপূর্বে মৃত্যু দেখেন নাই। তাই পুত্রকে দাহ করিতে বারণ করিলেন। 'আমি আমার পুত্রের জন্য ভৈষজ্যের সন্ধান করিব' বলিয়া মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া 'তোমরা আমার পুত্রের জন্য ঔষধ দিবে কি যাহাতে সে বাঁচিয়া উঠে!' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। তখন লোকেরা তাঁহাকে বলিল—'মা, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ, মৃত পুত্রের জন্য কেহ ভৈষজ্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়?' তিনি 'অবশ্যই আমার পুত্রের ভৈষজ্য জানে এইরূপ ব্যক্তি আমি লাভ করিব।' মনে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া 'এই মেয়েটি খুব সম্ভব প্রথম সন্তানের মা হইয়াছে এবং ইতিপূর্বে মৃত্যু কি দেখে নাই, আমি নিশ্চয়ই ইহাকে সাহায্য করিব।' এই চিন্তা করিয়া বলিলেন—'মা, আমি ভৈষজ্য জানি না, তবে যিনি ভৈষজ্য জানেন তাঁহাকে আমি জানি।' 'কে জানেন বাবা?' 'মা, শাস্তা জানেন; তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।' তিনি 'বাবা আমি যাইব, বাবা আমি জিজ্ঞাসা করিব' বলিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, আপনি নাকি আমার (মৃত) পুত্রের জন্য ঔষধ জানেন?'

'হ্যাঁ জানি।'

'কি আনিতে হইবে?'

'এক চিমটি মাত্র সরিষা আনিতে হইবে।'

'হ্যাঁ ভন্তে, আমি আনিতে পারিব। কিন্তু কিরূপ গৃহ হইতে আনিতে হইবে?'

'যে গৃহে কোন পুত্র বা কন্যা বা কেহ ইতিপূর্বে মৃত হয় নাই।'

তিনি 'বেশ ভন্তে' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া মৃতপুত্রকে কোলে লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং প্রথম গৃহটির দরজায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই বাড়িতে কি একটু সরিষা পাওয়া যাইবে? ইহা আমার পুত্রের ঔষধের জন্য লাগিবে।'

'হ্যাঁ আছে।'

'তাহা হইলে দাও।'

যখন তাঁহারা সরিষা আনিয়া তাঁহাকে দিতেছিল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, এই বাড়িতে কোন পুত্র বা কন্যা বা অন্য কেহ ইতিপূর্বে মৃত হন নাই তো?'

'মা, তুমি কি বলিতেছ? জীবিতের সংখ্যাই বরং কম, মৃতের সংখ্যা বেশি।'

'তাহা হইলে তোমাদের সরিষা ফিরাইয়া লও, ইহা আমার পুত্রের ঔষধে লাগিবে না।' এই বলিয়া ফেরত দিলেন।

এইভাবে তিনি প্রথম গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বিচরণ করিলেন। তিনি কোন গৃহেই ঈপ্সিত সরিষা না পাইয়া সায়াহ্নসময়ে চিন্তা করিলেন—'অহো! কি অন্যায় কাজ করা হইয়াছে! আমার ধারণা ছিল যে শুধু

http://kalpataruboi.org

আমারই পুত্র মরিয়াছে, এখন দেখিতেছি সমস্ত গ্রামে জীবিত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির সংখ্যাই বেশি।' এইরূপ চিন্তা করার সময় তাঁহার পুত্রস্নেহ এবং মৃদু হৃদয় কঠিন হইয়া গেল। তিনি পুত্রকে অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তার নিকট আসিয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তুমি এক চিমটিমাত্র সরিষা পাইয়াছ?'

'না ভন্তে, পাই নাই। সমস্ত গ্রামে জীবিত অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই বেশি।'

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—তুমি 'আমারই পুত্র মরিয়াছে' মনে করিয়াছিলে, কিন্তু সমস্ত সত্ত্বগণের ক্ষেত্রে ইহাই (অর্থাৎ মৃত্যুই) ধ্রুবসত্য। মৃত্যুরাজ সকল সত্ত্বগণকে তাহাদের বাসনা অতৃপ্ত থাকিতেই মহান জলপ্রবাহের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া অপারসমুদ্রে নিক্ষেপ করে।' ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'মহান জলপ্রবাহ যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ পুত্রে এবং পশুতে ব্যাসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু লইয়া যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-২৮৭

গাথাবসানে কিসাগোতমী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অন্য বহু ব্যক্তিও স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে ভিক্ষুণীদিগের নিকট পাঠাইয়া প্রব্রজিত করিলেন। উপসম্পদা লাভ করিয়া তিনি 'কিসা গোতমী থেরী' নামে পরিচিতা হইলেন। একদিন তাঁহার উপোসথাগারের পালা ছিল (অর্থাৎ উপোসথগৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, উদকাদির ব্যবস্থা করা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করা)। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া (মনোযোগ সহকারে) দেখিলেন কোন কোন দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে আবার স্তিমিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'এইরূপেই এই সত্ত্বগণ উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হইতেছে। শুধু যাঁহারা নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের আর দেখা যায় না।' ইহাই তিনি ধ্যানের আলম্বনরূপে গ্রহণ করিলেন। শাস্তা গন্ধকুটিতে বসিয়াই বুদ্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া তাঁহার সম্মুখেই যেন উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'এইরূপই গোতমি, এই সত্ত্বগণ দীপজ্বালার ন্যায় উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয়; কেবলমাত্র নির্বাণপ্রাপ্ত যাঁহারা তাঁহাদের আর দেখা যায় না। এইভাবে নির্বাণকে না জানিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা নির্বাণকে জানিয়া একমুহূর্তের জীবনও শ্রেয়।' এই কথা বলিয়া সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা ভাষণ করিলেন—

'যে অমৃতপদ (নির্বাণপদ) না দেখিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদ দর্শনকারী ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৪

অন্বয় : 'অমৃতপদ' বলিতে মৃত্যুবিরহিত পদ, অমৃত মহানির্বাণকে বুঝাইয়াছে। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ] দেশনাবসানে কিসা গোতমী উপবিষ্ট অবস্থাতেই

http://kalpataruboi.org

প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কিসা গোতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত

বহুপুত্তিকা থেরীর উপাখ্যান—১৪

১৬. যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং ধম্মমুত্তমং,
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো ধম্মমুত্তমং।...১১৫

অনুবাদ : সদ্ধর্ম না জেনে যে শতবর্ষ বাঁচে, তার জীবনের চেয়ে উত্তম ধর্ম যিনি জেনেছেন তাঁর একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

অন্বয় : যো চ (যিনি) উত্তমং ধম্মং অপস্‌সং (উত্তম ধর্ম না দেখে) বস্‌সসতং জীবে (একশ বছর বাঁচেন) [তাঁর জীবন অপেক্ষা] উত্তমং ধম্মং পস্‌সতো (উত্তমধর্মদর্শীর) একাহং জীবিতং সেয্যো (একদিনের জীবনও শ্রেয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (১১০-১৫) শুধু আয়ু দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ হয় না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার অন্তরের উৎকর্ষে। শীল, সমাধি, সংযম, বীর্য, জ্ঞান যাঁর আয়ত্বে, জীবন রহস্যের আদি-অন্ত যাঁর কাছে উদ্ঘাটিত, অমৃতপদ নির্বাণ যাঁর অধিগত, তিনি জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে শাশ্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের মাপকাঠিতে তখন আর তাঁকে মাপা যায় না। প্রচলিত সংজ্ঞা দিয়েও ধারণা করা যায় না তাঁকে। তাই জীবন যদি অর্থহীন হয় তা শতবর্ষ স্থায়ি হলেই বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে না। মহৎ প্রাপ্তিতে যিনি চরিতার্থ তাঁর একদিনের জীবনও ঐ শতবর্ষের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রজ্ঞার জ্যোতি মুহূর্তেই সকলের মনোজগত উদ্ভাসিত করে তোলে, মানুষকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে।

'যে শতবর্ষ জীবিত থাকে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহুপুত্তিকা থেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে এক পরিবারে সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। তাহারা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ ধর্মতা অনুসারে সুখী হইয়াছিল। এক সময় তাহাদের পিতা কালগত হইলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরেও মহাউপাসিকা পরিবারকে ভাগ করিলেন না। তখন পুত্রগণ তাঁহাকে বলিল—'মা, আমাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আপনার আবার পরিবারের কি প্রয়োজন, আমরা কি আপনার সেবা করিতে সমর্থ নই?' তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন। কিন্তু বারবার ঐ কথা বলাতে চিন্তা করিলেন—'আমার পুত্রেরা আমার দেখাশোনা করিবে, আমার আর পৃথক সম্পদের প্রয়োজন কি?' তিনি সমস্ত সম্পত্তি মাঝামাঝি ভাগ করিয়া তাহাদের দিলেন। কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠপুত্রের ভার্যা তাঁহাকে বলিলেন—'আমাদের আর্যা মা 'আমার জ্যেষ্ঠপুত্র' বলিয়া দুই ভাগ দিয়া এই ঘরেই বারবার আসেন।' অন্যান্য পুত্রগণের ভার্যারাও অনুরূপ কথাই

http://kalpataruboi.org

বলিল। জ্যেষ্ঠকন্যা হইতে শুরু করিয়া অন্য কন্যারাও পতিগৃহে গত হইলে তাঁহাকে ঐ একই কথা বলিল। তিনি অপমানিত হইয়া 'ইহাদের সঙ্গে বাস করিয়া লাভ কি, ভিক্ষুণী হইয়াই জীবনধারণ করিব' বলিয়া ভিক্ষুণী আবাসে যাইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রব্রজিত করিলেন। তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়া 'বহুপুত্তিকা থেরী' নামে পরিচিতা হইলেন। তিনি 'আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, অতএব অপ্রমত্ত থাকিতে হইবে' চিন্তা করিয়া ভিক্ষুণীদের সেবা-শুশ্রূষা করাকালে 'সারারাত্রি ধরিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিব' বলিয়া প্রাসাদের নীচে একটি স্তম্ভের গায়ে হাত রাখিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেন এবং অন্ধকারে চংক্রমণকালে যাহাতে কোন গাছ বা অন্য কিছুর সঙ্গে মাথায় ধাক্কা না লাগে সেইজন্য গাছটির গায়ে হাত রাখিয়া চংক্রমণ করিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিতেন। 'শাস্তার দ্বারা উপদিষ্ট ধর্মই আমি পালন করিব' বলিয়া ধর্মোপদেশ জপ করিতে করিতে এবং অনুস্মরণ করিতে করিতে শ্রমণধর্ম পালন করিতেন। শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই বুদ্ধরশ্মির দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া বহুপুত্তিকা থেরীর সম্মুখেই যেন উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'বহুপুত্তিকে, আমার উপদিষ্ট ধর্মকে ভাবনা না করিয়া উপলব্ধি না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার উপদিষ্ট ধর্ম উপলব্ধি করিয়া এক মুহূর্তকালও জীবন ধারণ করা শ্রেয়।' এই বলিয়া তিনি সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম (বুদ্ধোপদিষ্ট উপদেশ) না বুঝিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহার এক দিবসের জীবনও শ্রেয়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৫

অন্বয় : 'উত্তম ধর্ম' অর্থাৎ নববিধ লোকোত্তর ধর্ম। ইহারই নাম উত্তম ধর্ম। যে তাহা বোঝে না তাহার শতবর্ষ জীবন অপেক্ষা যিনি সেই ধর্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার এক দিনের এক মুহূর্তের জীবনও শ্রেয়। গাথাবসানে বহুপুত্তিকা থেরী প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বহুপুত্তিকা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত

সহস্রবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

অষ্টম বর্গ

৯. পাপবর্গ

চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—১

১. অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারযে,
দন্ধং হি করোতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতি মনো।...১১৬

http://kalpataruboi.org

অনুবাদ : কল্যাণকর্মে তৎপর হও। চিত্তকে পাপ[৬৪] থেকে নিবৃত্ত কর। পুণ্যকাজ[৬৫] করতে আলস্য করলেই মন পাপকাজে আসক্ত হবে।

অন্বয় : কল্যাণে অভিত্থরেথ (কল্যাণকর্মে ত্বরান্বিত হও) পাপা চিত্তং নিবারযে (পাপ থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত কর), দন্ধং (তন্দ্রিত অর্থাৎ আলস্যের সঙ্গে) পুঞ্ঞং করোতো (পুণ্যকর্ম করলে) মনো পাপস্মিং রমতি হি (মন পাপে রত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের চিত্তভূমি একটা রণক্ষেত্র। সেখানে শুভ-অশুভের, পাপ-পুণ্যের, কল্যাণ-অকল্যাণের দ্বন্দ্ব চলছে বিরামহীন। পুণ্যকর্ম, শুভচিন্তায় যদি চিত্তকে ব্যাপৃত না রাখা যায়, তবে সামান্যমাত্র সুযোগেই অশুভ শক্তিগুলি তাকে অধিকার করবার চেষ্টা করবে। তাই পাপকে, অকল্যাণকে জয় করতে হলে, তাকে দূরে রাখতে হলে মানুষকে সদা তৎপর হয়ে দৃঢ়ভাবে পুণ্যকে, কল্যাণকে অবলম্বন করতে হবে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে মুহূর্তের বিলম্বে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘটেছে, চিরকালের মত তারা পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

'কল্যাণকর্ম সত্ত্বর কর' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

বিপর্শী (দশবল) বুদ্ধের সময়ে মহা-একসাটক নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বর্তমানে তিনিই শ্রাবস্তীর চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণ। তাঁহার একটি মাত্র অন্তর্বাস ছিল, তাঁহার ব্রাহ্মণীরও তাহাই। উভয়ের বহির্বাসও ছিল একটি মাত্র। বহির্গমনকালে হয় ব্রাহ্মণ না হয় ব্রাহ্মণী ঐ বহির্বাস ব্যবহার করিতেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—

'ওহে, ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষিত হইয়াছে, তুমি দিনের বেলায় যাইবে না রাত্রিতে? বহির্বাসের অভাবে দুইজন একত্রে যাইতে পারিব না।' ব্রাহ্মণী—'স্বামিন, আমি দিনের বেলায় যাইব' বলিয়া বহির্বাস পরিধান করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ দিনের বেলা গৃহে কাটাইয়া রাত্রে যাইয়া শাস্তার সম্মুখে বসিয়া ধর্মশ্রবণ করিলেন। তখন তাঁহার শরীর পঞ্চবর্ণের প্রীতিতে স্ফুরিত হইল। তাঁহার ইচ্ছা হইল কিছু একটা দান করিয়া শাস্তাকে পূজা করিবেন। তিনি চিন্তা করিলেন—'যদি এই বহির্বাস দান করিয়া তাহা হইলে আমার বা ব্রাহ্মণীর আর বহির্বাস থাকিবে না।' তাঁহার সহস্রবার মাৎসর্য চিত্ত উৎপন্ন হইলে, একবার শ্রদ্ধাচিত্ত উৎপন্ন হয়। আবার সেই শ্রদ্ধাচিত্ত দূর হইয়া সহস্রবার মাৎসর্যচিত্ত উৎপন্ন হয়। এইভাবে বলবান মাৎসর্যকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাচিত্তই উৎপন্ন হইল। তথাপি 'দিব কি দিব না' চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার রাত্রির প্রথম যাম

---

[৬৪]। যা চিত্তকে কলুষিত করে তাই পাপ। পাপের থেকেই মানুষের যত দুঃখের উৎপত্তি। আর রাগ, দ্বেষ, মোহ হল পাপের মূল।

[৬৫]। যে কাজের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় তাই পুণ্য বা কুশলকর্ম।

http://kalpataruboi.org

কাটিয়া গেল। মধ্যম যাম উপস্থিত হইল। তথাপি তিনি দান করিতে সমর্থ হইলেন না। রাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইলে তিনি ভাবিলেন—'শ্রদ্ধাচিত্ত এবং মাৎসর্য চিত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে আমার রাত্রির দুই প্রহর কাটিয়া গেল। এইভাবে যদি আমার মাৎসর্যচিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে তাহা হইলে চারি অপায় হইতে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না। অতএব আমি (এই বহির্বাস) দানই করিব'। তিনি সহস্র মাৎসর্যকে জয় করিয়া শ্রদ্ধাচিত্তকে সামনে রাখিয়া বহির্বাস খুলিয়া শাস্তার পাদমূলে রাখিয়া 'আমি জয় করিয়াছি, আমি জয় করিয়াছি' বলিয়া তিনবার মহাশব্দ করিলেন।

রাজা পসেনদি কোশল ধর্ম শুনিতে শুনিতে ঐ শব্দ শুনিয়া বলিলেন—'ইহাকে জিজ্ঞাসা কর ত সে কি জয় করিয়াছে?' রাজপুরুষেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই ব্যাপার জানাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা 'ব্রাহ্মণ দুষ্কর কার্যই করিয়াছেন, আমি তাঁহার উপকার করিব' বলিয়া এক জোড়া বস্ত্র দান করিলেন। তিনি তাহাও তথাগতকেই দান করিয়া দিলেন। পুনরায় রাজা দুই, চার, আট, ষোল এইভাবে দ্বিগুণ করিয়া দান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেইগুলিও তথাগতকে দান করিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে বত্রিশ জোড়া বস্ত্র দান করিলেন। ব্রাহ্মণ 'নিজে গ্রহণ না করিয়া যাহা পাইয়াছেন সমস্তই দান করিয়াছেন', অনুরোধ রক্ষার্থে একজোড়া নিজের জন্য এবং একজোড়া ব্রাহ্মণীর জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ত্রিশ জোড়া তথাগতকেই প্রদান করিলেন। রাজা তাঁহাকে সাতবার দিয়াও আবার দিতে ইচ্ছুক হইলেন। পূর্বজন্মের মহা-একসাটক চৌষট্টি জোড়া হইতে দুই জোড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এই একসাটকও বত্রিশ জোড়া হইতে দুই জোড়া গ্রহণ করিলেন। রাজা রাজপুরুষদের আদেশ দিলেন—'ওহে, এই ব্রাহ্মণ দুষ্কর কার্য করিয়াছেন। আমার অন্তঃপুর হইতে দুইখানি কম্বল লইয়া আইস।' তাহারা তাহাই করিল। রাজা শতসহস্র মূল্যের দুইখানি কম্বল ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ 'এইগুলি আমার শরীরে কোন উপকারে আসিবে না, এইগুলি বুদ্ধশাসনেরই উপযুক্ত' এই চিন্তা করিয়া একখানি কম্বল গন্ধকুটিতে শাস্তার শয্যার উপরে চাঁদোয়ার মত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, আর একখানি নিজের ঘরে নিত্য তাঁহার গৃহে ভোজনকারী ভিক্ষুর ভোজনস্থানে চাঁদোয়ার মত বাঁধিয়া দিলেন। রাজা সায়াহ্নসময়ে শাস্তার নিকট যাইয়া সেই কম্বল চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, কে এই পূজা করিয়াছে?'

'একসাটক'।

'আমি যাহাতে আনন্দ পাই ব্রাহ্মণও দেখিতেছি তাহাতেই আনন্দ পান' বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে 'চারিটি হস্তি, চারিটি অশ্ব, চারি সহস্র কার্ষাপণ, চারিজন স্ত্রীলোক, চারিজন দাসী, চারিজন পুরুষ, চারিটি গ্রাম—এইভাবে একশত প্রকারের দ্রব্যের প্রত্যেকটি চারি চারি করিয়া দান করিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপিত করিলেন—'অহো! কি আশ্চর্য চুল্ল-

http://kalpataruboi.org

একসাটকের কর্ম, মুহূর্তমধ্যে তিনি 'সর্বচতুষ্ক' লাভ করিলেন, এখনকার কল্যাণকর্মের বিপাক অদ্যই পাওয়া গেল।' শাস্তা আসিয়া 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছ' জিজ্ঞাসা করিয়া 'এই বিষয়ে ভন্তে, বলিতে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, যদি একসাটক রাত্রির প্রথম প্রহরে আমাকে দান করিতেন তাহা হইলে তিনি 'সর্বষোড়শক' লাভ করিতেন। রাত্রির মধ্যম যামে দান করিলে 'সর্বাষ্টক' লাভ করিতেন। কিন্তু রাত্রির শেষ যামে দান করায় তিনি 'সর্বচতুষ্ক' লাভ করিলেন। কল্যাণকর্ম করিতে হইলে তদনুকূল চিত্ত উৎপন্ন হইবামাত্র (ঐ চিত্তকে দূর না করিয়া) সেই মুহূর্তেই সম্পাদন করিতে হইবে। দ্বিধা করিয়া কুশলকর্ম করিলে ফলপ্রাপ্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব, কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইবার মুহূর্তেই কুশলকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে।' এই বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পুণ্যলাভ করিবার জন্য অবিলম্বে চেষ্টা কর। পাপ হইতে চিত্তকে নিবারিত কর। আলস্যের সহিত পুণ্যকর্ম করিলে মন পাপে রত হইয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৬

অন্বয় : 'অবিলম্বে' অর্থাৎ ত্বরিত-ত্বরিত শীঘ্র শীঘ্র করিবে—এই অর্থ। গৃহীর দ্বারা 'শলাকভাত দান দিয়া কিছু কুশলকর্ম করিব' চিত্তে উৎপন্ন হওয়ামাত্র যাহাতে অন্য কেহ সেই সুযোগ না পায় এইভাবে 'আমি আগে, আমি আগে' ত্বরিত ত্বরিতভাবেই করিতে হইবে। প্রব্রজিতও উপাধ্যায় ব্রতাদি সম্পন্ন করাকালে অন্যকে সুযোগ না দিয়া 'আমি আগে, আমি আগে' বলিয়া তরিৎ গতিতে আগেই সম্পন্ন করিবে। 'পাপ হইতে চিত্ত' অর্থাৎ কায়দুচ্চরিতাদি পাপকর্ম হইতে বা অকুশল চিত্তোৎপত্তি হইতে সমস্ত চেষ্টার দ্বারা চিত্তকে নিবারিত করিতে হইবে। 'আলস্য করিলে' অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'আমি দান দিব, কি দিব না,' ইহাতে আমার লাভ হইবে, কি হইবে না' কাজ করে, তাহার মধ্যে একসাটক ব্রাহ্মণের ন্যায় মাৎসর্য সহস্রগুণ উৎপন্ন হইবার অবকাশ লাভ করিবে। 'পাপে মন রমিত হয়' অর্থাৎ কুশলকর্ম করাকালেই ঠিক কুশলে রমিত হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইলে পাপের দিকেই চিত্ত রমিত হইবে। গাথাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

চুল্ল-একসাটক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত

সেয়্যসক স্থবিরের উপাখ্যান—২

২. পাপঞ্চে পুরিসো কযিরা ন তং কযিরা পুনপ্পুনং,
ন তম্হি ছন্দং কযিরাথ, দুক্খো পাপস্স উচ্চযো।...১১৭

অনুবাদ : পাপকাজ যদি কেউ করেও থাকে, সে যেন তার পুনরাবৃত্তি না করে, তাতে যেন তার আসক্তি না জন্মায়। কারণ পাপ সঞ্চয়ের পরিণাম দুঃখ।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : পাপং চে পুরিসো কযিরা (যদি কোন ব্যক্তি পাপ করে) তং পুনপ্পুনং ন কযিরা (তা যেন পুনঃপুন না করে) তম্হি (তাহাতে) ছন্দং (ইচ্ছা, রুচি) ন কযিরাথ (না করে) পাপস্স উচ্চযো দুক্খো (পাপের সঞ্চয় দুঃখ)।

'যদি পুরুষ পাপকর্ম করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সেয়্যসক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি লালুদায়ী স্থবিরের সহবিহারিক ছিলেন; নিজের অনভিরতির কথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলেন যে সেয়্যসক সঙ্ঘাদিশেষ দোষে দুষ্ট এবং যতবার অনভিরতি উৎপন্ন হইবে ততবারই ঐ অপরাধে অপরাধী হইবেন। শাস্তা তাঁহার কার্যকলাপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি নাকি এইরকম কর?' 'হ্যাঁ ভন্তে'। 'তুমি মহা অন্যায় কাজ করিয়াছ; হে মূর্খ, এই কাজ করা তোমার অনুচিত হইয়াছে।' এইভাবে নানাভাবে তাঁহার নিন্দা করিয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন—'এইরূপ কর্ম বর্তমান জন্মে এবং ভবিষ্যত জন্মে দুঃখাবহই হইয়া থাকে' এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যদি কখনও কেহ পাপ করে, তবে যেন তাহা পুনঃ পুনঃ না করে, যেন তাহাতে আসক্তি প্রকাশ না করে। কারণ পাপসঞ্চয় দুঃখকর।' (পাপ ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ প্রদান করে)।—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৭

অন্বয় : যদি 'কোন ব্যক্তি' একবার পাপকর্ম করে, সেই মুহূর্তে যদি প্রত্যবেক্ষণ করে যে 'ইহা অনুচিত, ইহা অন্যায়' তাহা হইলে 'পুনঃ পুনঃ' সে তাহা করিবে না।' যদিও বা তাহাতে (অর্থাৎ সেই পাপকর্মে) কোন ছন্দ বা রুচি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দূর করিয়া ঐ পাপকর্ম সম্পাদন করিবে না। কেন? কারণ পাপ সঞ্চয় দুঃখজনক। পাপের সঞ্চয় ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখই প্রদান করে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

সেয়্যসক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

লাজ দেবকন্যার উপাখ্যান—৩

৩. পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কযিরা কযিরাথেনং পুনপ্পুনং,
তম্হি ছন্দং কযিরাথ সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযো।...১১৮

অনুবাদ : পুণ্যকর্ম যদি কেউ করে, তবে সে যেন তা বারবার করে; তাতে যেন তার রুচি জন্মায়। কারণ পুণ্য সঞ্চয়েই সুখ।

অন্বয় : পুরিসো পুঞ্ঞঞ্চে কযিরা (যদি কোন ব্যক্তি পুণ্য করে) এনং পুনপ্পুনং কযিরাথ (তা যেন পুনঃপুন করে) তম্হি ছন্দং কযিরাথ (তাতে যেন তার রুচি জন্মায়), পুঞ্ঞস্স উচ্চযো সুখো (পুণ্যের সঞ্চয় সুখ)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (১১৭-১১৮) জ্ঞানে বা অজ্ঞানে একবার যে অন্যায় করে

http://kalpataruboi.org

ফেলেছে সে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার কৃতকর্মের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে পাপের পথ থেকে সরে আসতে তার দেরী হয় না। কিন্তু পাপকাজের মোহে আকৃষ্ট হয়ে একবার যে তার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয় তার ফেরবার রাস্তা থাকে না। ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ সুখের মূল্য দিতে হয় তাকে সারা জীবনের দুঃখভোগের দ্বারা। পাপকাজ যে টানে মানুষকে তার দিকে নিয়ে আসে, পুণ্যকাজের সেই টান নেই। পুণ্যকর্মে মহিমা উপলব্ধি হয় ক্রমে ক্রমে, পুনরাবৃত্তির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা। তাই একবার সৎকর্ম করে নিবৃত্ত হতে নেই; বারবার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাতে অনুরক্ত হতে হবে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে এক প্রকার নির্মল সুখ অনুভব করা যায়, যা পাপকর্মে লাভ হয় না। সৎকর্মের ফলই মানুষের প্রকৃত সম্বল, তার ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের উৎস।

'যদি ব্যক্তি পুণ্য সম্পাদন করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লাজ দেবকন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পিপ্‌ফলিগুহায় অবস্থানকালে ধ্যান উৎপাদন করিয়া সপ্তম দিনে ধ্যান হইতে উঠিয়া দিব্যচক্ষুর দ্বারা ভিক্ষাচারস্থান অবলোকন করিতে করিতে দেখিলেন এক শালিক্ষেত্রপালিকা কুলদুহিতা শালিশীর্ষগুলি লইয়া লাজ তৈরি করিতেছে। তারপর সে 'শ্রদ্ধাবতী না অশ্রদ্ধাবতী' বিচার করিয়া 'শ্রদ্ধাবতী' জানিয়া এবং 'সে উপকার করিতে পারিবে কিনা' বিচার করিয়া 'বিশারদা এই কুলদুহিতা আমার উপকার করিবে, করিয়া মহাসম্পত্তি লাভ করিবে' জানিয়া উত্তরাসঙ্গ চীবর পরিধান করিয়া পাত্র লইয়া শালিক্ষেত্রের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কুলদুহিতা স্থবিরকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া পঞ্চবর্ণ প্রীতিতে রোমাঞ্চিত শরীরে 'ভন্তে, দাঁড়ান' বলিয়া লাজ লইয়া স্থবিরের পাত্রে প্রদান করিয়া পঞ্চাঙ্গ (ভূমিতে) স্থাপিত করিয়া বন্দনা করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

'ভন্তে, আপনি এই জন্মে যাহা লাভ করিয়াছেন আমিও যেন একদিন তাহার ভাগী হইতে পারি।' স্থবির 'তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। সেই কন্যাও স্থবিরকে বন্দনা করিয়া নিজের প্রদত্ত দানের কথা চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতে লাগিলেন। সেই ক্ষেত্রের গমনমার্গে একটি গর্তে একটি বিষধর সর্প শুইয়া আছে। সেই সর্প স্থবিরের কাষায়বস্ত্রাচ্ছাদিত জঙ্ঘাতে দংশন করিতে পারিল না। সেই কন্যা দানের কথা চিন্তা করিতে করিতে ফিরিবার সময় ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্পটি গর্ত হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দংশন করিয়া ভূপাতিত করিল। তিনি প্রসন্নচিত্তে কালগত হইয়া তাবতিংস দেবলোকে ত্রিংশৎ যোজনিক কনকবিমানে সুপ্ত প্রবুদ্ধার ন্যায় (অর্থাৎ মনুষ্যলোকে ছিলেন সুপ্তা, প্রবুদ্ধা হইলেন দেবলোকে) সর্বালংকার প্রতিমণ্ডিত ত্রিগাবুত পরিমাণ দেহবিশিষ্টা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি দ্বাদশযোজনিক একখানি দিব্যবস্ত্র অন্তর্বাস ও অপর একখানি বহির্বাসরূপে পরিধান করিয়া অপ্সরা সহস্র পরিবৃত হইয়া সুসজ্জিত বিমানদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের বৈভব দেখাইতেছিলেন। তাঁহার পূর্বজন্মের কর্মকে প্রকাশিত করিবার জন্য সুবর্ণ লাজ পরিপূর্ণ দোদুল্যমান সুবর্ণকলস বিমানদ্বারে

http://kalpataruboi.org

শোভা পাইতেছিল। এই বৈভব দেখিয়া 'কি সুকর্ম করিয়া এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি' তাহা দিব্যচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া জানিতে পারিলেন—'আর্য মহাকাশ্যপ স্থবিরকে প্রদত্ত লাজের ফলস্বরূপ তিনি এই বৈভব লাভ করিয়াছেন।'

তিনি সামান্য দানের দ্বারা এইরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়া 'এখন আমি আর প্রমত্ত হইব না, আর্য মহাকাশ্যপের সেবাশুশ্রূষা করিয়া এই সম্পত্তিকে চিরস্থায়ী করিব' চিন্তা করিয়া প্রাতকালেই কনকময় সম্মার্জনী এবং নোংরা ফেলার কনকময় ঝুড়ি লইয়া যাইয়া স্থবিরের পরিবেণ সম্মার্জিত করিয়া মুখপ্রক্ষালনের জল রাখিলেন। স্থবির তাহা দেখিয়া 'কোন তরুণ বালক বা শ্রামণের এই ব্রত সম্পাদন করিয়াছে মনে হয়।' তিনি দ্বিতীয় দিবসে তদ্রূপ করিলেন। স্থবিরও তাহাই চিন্তা করিলেন। তৃতীয় দিবসে স্থবির তাঁহার সম্মার্জনী শব্দ শুনিয়া তালচ্ছিদ্রাদি দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট দেহজ্যোতি দেখিয়া দ্বার খুলিয়া 'কে সম্মার্জন করিতেছে?' জিজ্ঞাসা করিলেন।

'ভন্তে, আমি আপনার উপাসিকা লাজদেবদুহিতা।'

'আমার ত এই নামের কোন উপাসিকা আছে বলিয়া মনে হয় না।'

'ভন্তে, আমি শালিক্ষেত্র পাহাড়া দিবার সময় আপনাকে লাজ (খই) দান করিয়া প্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরিবারকালে সর্পদষ্ট হইয়া কালগত হইয়া তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি; ভন্তে, আপনার কারণেই আমি এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি, এখনও আপনার সেবাশুশ্রূষা করিয়া এই সম্পত্তিকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছি।'

'গতকল্য এবং পরশু তুমিই তাহা হইলে সম্মার্জন করিয়া মুখপ্রক্ষালনের জল রাখিয়া গিয়াছ?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'হে দেবকন্যে, তুমি চলিয়া যাও। যাহা করিয়াছ করিয়াছ এখন হইতে আর এখানে আসিবে না।'

'ভন্তে, আমার ক্ষতি করিবেন না, আপনার সেবা করিয়া আমার লব্ধসম্পত্তিকে স্থায়ী করিতে সাহায্য করুন।'

'হে দেবকন্যে, তুমি চলিয়া যাও, নচেৎ ভবিষ্যতে চিত্রব্যজনী লইয়া উপবিষ্ট ধর্মকথিকগণ বলাবলি করিবে—'এক দেবকন্যা নাকি আসিয়া মহাকাশ্যপ স্থবিরের ব্রতকৃত্যাদি করিয়া পানীয় পরিভোজনীয় উপস্থাপিত করে।' না, এখন হইতে তুমি এখানে আসিবে না। চলিয়া যাও।'

তিনি বারবার প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমার ক্ষতি করিবেন না।'

স্থবির 'এ ত আমার কথা শুনিতেছে না' চিন্তা করিয়া 'তুমি নিজের মাত্রা বোঝনা!' বলিয়া তাঁহার গালে এক চড় মারিলেন। দেবকন্যা সেখানে থাকিতে না পারিয়া আকাশে উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া—'ভন্তে, আমার লব্ধসম্পত্তি নষ্ট হইতে দিবেন না। চিরস্থায়ী করিতে দিন, (আমি দুঃখমুক্তি কামনা করি) বলিয়া রোদন করিতে করিতে আকাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

http://kalpataruboi.org

শাস্তা জেতবনে গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার রোদন শব্দ শুনিয়া আলোকোদ্ভাসিত করিয়া যেন দেবকন্যার সম্মুখেই উপবিষ্ট হইয়াই বলিলেন—'হে দেবকন্যে, আমার পুত্র কাশ্যপের কাজ হইতেছে সংযম পালন করা। যাহারা পুণ্যার্থী 'আমাদের ইহার প্রয়োজন' চিন্তা করিয়া পুণ্যকর্মই সম্পাদন করে। পুণ্যকর্মই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ প্রদান করে'—এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যদি কেহ পুণ্যকর্ম করে, তবে যেন তাহা পুনঃপুন করে, যেন তাহাতে তাহার রুচি জন্মায়, (কারণ), পুণ্যসঞ্চয় সুখকর। (ইহলোকে পরলোকে পুণ্য সুখ প্রদান করে)'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৮

অন্বয় : যদি 'ব্যক্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে' 'আমি একবার পুণ্য করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট মনে না করিয়া বারবার পুণ্য করিয়া থাকে। তাহার অকরণক্ষণেও সেই পুণ্যে ছন্দ, রুচি, উৎসাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। কেন?' পুণ্যসঞ্চয়ের দ্বারা সুখ হয়। পুণ্যের সঞ্চয় বৃদ্ধি ইহলোক-পরলোক সুখ প্রদান করে বলিয়াই সুখকর। দেশনাবসানে দেবকন্যা পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে অবস্থান করিয়াও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লাজ দেবকন্যার উপাখ্যান সমাপ্ত

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৪

৪. পাপো'পি পস্সতি ভদ্রং যাব পাপং স পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ পাপো পাপানি পস্সতি।

৫. ভদ্রো'পি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি।...১১৯-১২০

অনুবাদ : পাপের ফল যে পর্যন্ত না ফলে, সে পর্যন্ত পাপী পাপকাজকে ভালই মনে করে। কিন্তু পাপ যখন পরিপক্ক হয় তখনই পাপী তার অশুভ পরিণতি দেখতে পায়। পুণ্যকাজ যতক্ষণ না ফল দেয় ততক্ষণ তাকে অকল্যাণকর মনে হয়। কিন্তু যখন তার ফল পাওয়া যায়, তখনই সাধু ব্যক্তি তার কল্যাণরূপটি দেখতে পান।

অন্বয় : যাব পাপং ন পচ্চতি (যতক্ষণ পাপকর্ম পরিপক্ক না হয়) পাপো পি ভদ্রং পস্সতি (ততক্ষণ পাপী সুখ দর্শন করে)। যদা চ পাপং পচ্চতি (যখন পাপ ফল প্রদান করে) অথ পাপো পাপানি পস্সতি (তখন পাপী অমঙ্গল দেখতে পায়)। যাব ভদ্রং ন পচ্চতি (যতক্ষণ কল্যাণকর্ম ফল প্রদান না করে) ভদ্রো পি পাপং পস্সতি (ততক্ষণ সাধু ব্যক্তিও পাপ দেখে থাকেন) যদা চ ভদ্রং পচ্চতি (যখন কল্যাণকর্ম ফলপ্রসূ হয়) অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি (তখন সাধু ব্যক্তি মঙ্গল দেখেন)।

http://kalpataruboi.org

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কর্মের ফলেই তার পরিচয়। অসৎ কর্মের পরিণাম কখনও মঙ্গলকর হয় না, আবার সৎকর্মের পরিণামও কখনই অমঙ্গলকর হয় না। যেমন বীজ বপন করা হবে ফলও তদনুযায়ী পাওয়া যাবে। অনেক সময় পাপকর্ম করেও কেউ কেউ সুখভোগ করছে; আবার পুণ্যকর্মা দুঃখ পাচ্ছে এরকম দেখা যায়। কিন্তু দুই-ই সাময়িক। সাময়িক সুখ বা অসুখ দিয়ে কর্মের বিচার হয় না—বিচার হয় তার পরিণাম দিয়ে। তাই যখন কর্মের অন্তিম ফল ফলে তখনই বোঝা যায় কর্ম শুভ না অশুভ, সৎ না অসৎ।

'পাপ ভদ্র দেখে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনাথপিণ্ডিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডিক (শ্রেষ্ঠী) বিহার তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে চুয়ান্ন কোটি ধন বুদ্ধশাসনে দান করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্রত্যহ তিনবার বুদ্ধের সেবার জন্য যাইতেন। যাইবার সময় 'কি লইয়া আসিয়াছেন' বলিয়া শ্রামণেরগণ এবং তরুণ ভিক্ষুগণ হাতের দিকে চাহিয়া থাকে, কাজেই খালি হাতে যাওয়া যায় না। সকালে গেলে যাগুভাত লইয়া যান; প্রাতরাশ (এখানে প্রাতরাশ বলিতে মূল আহারকে বুঝাইতেছে) গ্রহণের পরে গেলে ঘৃত, নবনীতাদি ভৈষজ্য লইয়া যান। সায়াহ্নকালে গেলে মালা-গন্ধ-বিলেপন দ্রব্যাদি লইয়া যান। এইভাবে প্রত্যহ দান দিয়া শীল রক্ষা করেন। অন্যদিকে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে (অর্থাৎ ক্রমশ ধন হ্রাস পাইতে থাকে)। ব্যবসায়ীরা তাঁহার নিকট হইতে আঠার কোটি ধন ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, পরিবারের জন্য আঠার কোটি হিরণ্য নদীতীরে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইগুলিও নদীর তীর ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে। এইভাবে একে একে তাঁহার ধন ক্ষয় পাইতে থাকে। এমতাবস্থাতেও তিনি সঙ্ঘে দান দিতেই থাকেন, তবে পূর্বের ন্যায় ভাল করিয়া দিতে পারেন না।

একদিন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে গৃহপতি, আপনার পরিবারে আমাদের জন্য দান দেওয়া হয় কি?'

'হ্যাঁ ভন্তে, দেওয়া হয়, তবে নীবার এবং খুদের যাগু ছাড়া কিছুই নহে।'

তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'হে গৃহপতি, 'রুক্ষ দান দিতেছি' বলিয়া চিন্তা করিবেন না। চিত্ত শুদ্ধ থাকিলে বুদ্ধাদিগণের নিকট প্রদত্ত দান রুক্ষ হইতে পারে না; আপনি ত অষ্ট আর্যপুদ্গলকে দান দিতেছেন। আমি ত বেলামকালে সমগ্র জম্বুদ্বীপ চষিয়া ফেলিয়া মহাদান দিয়াও ত্রিশরণগত কোন ব্যক্তিকে পাই নাই, দক্ষিণার্হ ব্যক্তি দুর্লভ হইয়াছিল। অতএব 'আমার দান রুক্ষ' বলিয়া চিন্তা করিবেন না' বলিয়া তাঁহার নিকট 'বেলামসুত্ত' দেশনা করিলেন। তখন তাঁহার দ্বারকোষ্ঠে অধিবাসকারী দেবতা যখন শাস্তা এবং তাহার শিষ্যগণ অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের তেজপ্রভাবে থাকিতে না পারিয়া 'আমি গৃহপতিকে এমন বিরূপ করিয়া দিব যাহাতে ইহারা এই গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে ইহা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াও তাঁহার যখন সুসময় ছিল বলিতে পারি নাই। এখন দুর্গত তাই হয়ত আমার কথা শুনিবেন' চিন্তা করিয়া রাত্রিভাগে

http://kalpataruboi.org

শ্রেষ্ঠীর শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া শূন্যে অবস্থান করিলেন। শ্রেষ্ঠী তাহাকে দেখিয়া 'এ কে?' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'মহাশ্রেষ্ঠীন, আমি আপনার চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠে বসবাসকারী দেবতা; আপনাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছি।'

'তাহা হইলে উপদেশ দিন।'

'মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি আপনার অন্তিমকালের কথা চিন্তা না করিয়াই শ্রমণ গৌতমের শাসনে অনেক ধন বিলাইয়া দিয়াছেন, এখন দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছেন না, এইভাবে চলিতে থাকিলে গ্রাসাচ্ছাদনও লাভ করিবেন না। শ্রমণ গৌতম আপনার কি করিবেন? অতএব অতিরিক্ত দানধর্ম বাদ দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই অর্থ বিনিয়োগ করিয়া পরিবার-পরিজনবর্গকে রক্ষা করুন।'

'আপনার প্রদত্ত উপদেশ এই মাত্র?'

'হ্যাঁ শ্রেষ্ঠী।'

'চলিয়া যান, আপনার মত শত সহস্র এবং শত সহস্র দেবতাও আমাকে বিচলিত করিতে পরিবেন না। আপনি অন্যায় বলিয়াছেন। আমার গৃহে আপনার থাকার কোন প্রয়োজন নাই। যথাশীঘ্র আমার গৃহ পরিত্যাগ করুন।' সেই দেবতা স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবকের বচন শুনিয়া তাঁহার গৃহে থাকিতে না পারিয়া পুত্র-কন্যাদের লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যত্র বাসস্থান লাভ না করিয়া—'শ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেখানেই বাস করিব' চিন্তা করিয়া নগররক্ষক দেবপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের কৃত অপরাধের কথা জানাইয়া বলিলেন—'আসুন, আমাকে শ্রেষ্ঠীর নিকট লইয়া যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেখানেই থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।' দেবপুত্র এই বলিয়া তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন—'আপনি অন্যায় করিয়াছেন, আমি শ্রেষ্ঠীর নিকট যাইতে পারিব না।' তারপর সেই দেবতা চতুর্দিকের দিকপাল চারি মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলে তাঁহারাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। তারপর দেবরাজ শক্রের নিকট যাইয়া সেই ব্যাপার জানাইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন—'মহারাজ, আমি বাসস্থানের অভাবে পুত্র-কন্যাদের হাত ধরিয়া অনাথের মত বিচরণ করিতেছি; আমাকে (অনুগ্রহ করিয়া) বাসস্থান দিন।'

তখন দেবরাজ তাঁহাকে বলিলেন—'আমিও তোমার জন্য শ্রেষ্ঠীকে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে একটা উপায় তোমাকে বলিয়া দিতে পারি।'

'বেশ মহারাজ, তাই বলুন।'

'যাও, শ্রেষ্ঠীর দেওয়ানের বেশে শ্রেষ্ঠীর নিকট যাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা নকল করিয়া, ব্যবসায়ীরা যে আঠার কোটি ধন লইয়াছিল তাহা নিজের প্রভাবে উদ্ধার করিয়া শ্রেষ্ঠীর শূন্য কোষাগারে সঞ্চিত কর। মহাসমুদ্রে প্রবিষ্ট আঠার কোটি ধন আছে, অমুক অমুক স্থানে অস্বামিক (অর্থাৎ মালিকবিহীন) আঠার কোটি ধন আছে, ইহাদের সমস্তই তুমি (নিজের প্রভাবে) সংগৃহীত করিয়া শ্রেষ্ঠীর শূন্য কোষাগারে সঞ্চিত করিয়া দণ্ডকর্ম করিয়া শ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

http://kalpataruboi.org

কর।' দেবতা 'মহারাজ, তাহাই হউক' বলিয়া দেবরাজ যাহা যাহা বলিয়াছেন সমস্তই সম্পাদন করিয়া পুনরায় শ্রেষ্ঠীর শয়নকক্ষে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া শূন্যে দাঁড়াইয়া—'কে এই ব্যক্তি?' জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি আপনার চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠে অবস্থানকারী অন্ধমূর্খ দেবতা, আমার বোখামি ও অজ্ঞানান্ধতার জন্য আপনাকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেইজন্য আমাকে ক্ষমা করুন। দেবরাজ শক্রের আদেশ অনুসারে আমি আপনার চুয়ান্ন কোটি ধন পুনঃ সংগৃহীত করিয়া শূন্য কোষাগার পূর্ণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমি আমার বাসস্থান হারাইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি।' অনাথপিণ্ডিক চিন্তা করিলেন—'এই দেবতা, 'আমি প্রায়শ্চিত করিয়াছি বলিতেছেন' নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞ। আমি তাঁহাকে সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইব।' তিনি দেবতাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া দেবতা যাহা যাহা করিয়াছেন সব শাস্তাকে জানাইলেন। দেবতা শাস্তার পদতলে মাথা রাখিয়া—'ভন্তে, আমার অজ্ঞানান্ধতা ও মূর্খতার জন্য আপনার গুণ না জানিয়া পাপজনক কথা বলিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' এইভাবে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। শাস্তা পাপ-পুণ্য কর্মের বিপাক বিষয়ে শ্রেষ্ঠী এবং দেবতাকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন—'হে গৃহপতি, এই জগতে পাপী ব্যক্তিও যতক্ষণ না পাপ পরিপক্ক হইতেছে ততক্ষণ পাপকে পুণ্য বলিয়া মনে করে। যখন পাপ পরিপক্ক হয়, তখন পাপকে পাপ বলিয়াই জানে। যখন তাহার পুণ্য পরিপক্ক হয়, তখন পুণ্যকে পুণ্য বলিয়াই ভাবে।' ইহা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যতক্ষণ পাপ ফল প্রদান না করে, ততক্ষণ পাপী (পাপেও) সুখ দর্শন করে। কিন্তু যখন পাপ ফল প্রদান করে, তখন পাপী অমঙ্গল দর্শন করে (দুঃখ অনুভব করে)।

'যতক্ষণ পর্যন্ত না পুণ্যকর্ম ফল প্রদান করে, ততক্ষণ সাধু ব্যক্তিও অশুভ দর্শন করিতে থাকেন, অর্থাৎ পাপফল ভোগ করেন, কিন্তু যখন পুণ্যকর্ম ফল প্রদান করে, তখন তিনিও মঙ্গল দর্শন করেন।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১১৯-১২০

অন্বয় : এখানে 'পাপ' বলিতে বুঝাইতেছে কায়দুশ্চরিতাদি পাপকর্মের দ্বারা যুক্ত ব্যক্তি। সেও পূর্ব সুচরিতের প্রভাবে উৎপন্ন সুখ অনুভব করিতে করিতে সুখই দর্শন করে, 'যতক্ষণ না পাপ পরিপক্ক হয়' অর্থাৎ যতক্ষণ না ইহলোকে বা পরলোকে সেই পাপকর্ম বিপাক বা ফল প্রদান করে। যখন ইহা ইহলোকে বা পরলোকে ফল প্রদান করে, ইহলোকে বিবিধ প্রকার কায়িক শাস্তি ভোগ করে, পরলোকেও অপায়দুঃখ অনুভব করিতে করিতে সেই পাপী পাপসমূহকেই দর্শন করে।

দ্বিতীয় গাথায় কায় সুচরিতাদি দ্বারা পুণ্যকর্মের দ্বারা যুক্ত ব্যক্তি পুণ্যবান। তিনি পূর্ব দুশ্চরিতের প্রভাবে উৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিতে করিতে পাপকেই দর্শন করে, যতক্ষণ না পুণ্যফল প্রদান করে, যতক্ষণ না পুণ্যকর্ম ইহলোকে বা পরলোকে ফল প্রদান করে। যখন ইহা ফল দান করে, তখন ইহলোকে লাভ-

http://kalpataruboi.org

সৎকারাদি সুখ, পরলোকেও দিব্যসম্পত্তি সুখ অনুভব করিতে করিতে সেই পুণ্যবান পুণ্যসমূহকেই দর্শন করে।

দেশনাবসানে সেই দেবতা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত পরিষদের নিকট সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান সমাপ্ত

অসংযত পরিক্খার ভিক্ষুর উপাখ্যান—৫

৬. মাপ্পমঞ্ঞেথ পাপস্স ন মং তং আগমিস্সতি,
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভোঁপি পূরতি;
পূরতি বালো পাপস্স থোকথোকম্পি আচিনং।...১২১

অনুবাদ : 'এ আমার কাছে আসবে না' এই ভেবে পাপকে তুচ্ছ করো না। বিন্দু বিন্দু জলপাতে যেমন কলস পূর্ণ হয়, তেমনি অল্প অল্প পাপ সঞ্চয় করতে করতে মূর্খ ব্যক্তিও পাপে পরিপূর্ণ হয়।

অন্বয় : মং তং ন আগমিস্সতি (আমার নিকট তা আসবে না) [ইতি] পাপস্স মা অপমঞ্ঞেথ (একথা বলে পাপকে অপমান বা অবহেলা করবে না)। উদবিন্দুনিপাতেন (বিন্দু বিন্দু জলপাতে) উদকুম্ভো অপি পূরতি (কলসও পূর্ণ হয়), [তথা] থোকথোকম্পি পাপস্স আচিনং (সেরূপ অল্প পাপ সঞ্চয় করে) বালো পূরতি (মূর্খ পাপে পূর্ণ হয়ে যায়)।

'পাপকে অবহেলা করিও না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক অসংযত পরিক্খার ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই ভিক্ষু নাকি মঞ্চপীঠাদি পরিক্খার (সঙ্ঘে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য অট্ঠ পরিক্খারা) (শয়নকক্ষের) বাহিরে ব্যবহার করিয়া বাহিরেই ফেলিয়া রাখিতেন। ঐসব দ্রব্য বৃষ্টির জলে ভিজিয়া, প্রখর রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া এবং উইপোকার দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলেন—'আবুসো, পরিক্খার সমূহ সামলাইয়া রাখিতে হয় না কি!'

'আবুসো, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সামান্যই। ইহার চিত্তও নাই পিত্তও নাই' বলিয়া আবার অনুরূপ ব্যবহার করিতেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার কার্যকলাপের কথা শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই এইরূপ করিয়া থাক?' তিনি শাস্তার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়াও 'ভগবন, আমি ত সামান্য অপরাধই করিয়াছি, তাহার চিত্তও নাই, পিত্তও নাই' এইভাবে তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'ভিক্ষুদের এইরূপ করা উচিত নহে। পাপকর্ম 'অল্প' বলিয়া উপেক্ষা করা (অবজ্ঞা করা) উচিত নহে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুখখোলা পাত্র বসাইয়া

http://kalpataruboi.org

রাখিলে বৃষ্টির এক বিন্দু জলে ঐ পাত্র পূর্ণ হয় না। বারবার বৃষ্টি হইলে (বিন্দু বিন্দু করিয়া) উহা পূর্ণ হয়; ঠিক তদ্রূপ পাপকারী ব্যক্তি এক একটি করিয়া মহাপাপরাশি সঞ্চিত করিয়া থাকে'—ইহা বলিয়া উপসংহার করিয়া ধর্মদেশনাকালে তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'পাপ যতই অল্প হউক না কেন 'উহা আমার কাছে আসিবে না' এই ভাবিয়া কেহ যেন পাপকে অবহেলা না করে; বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া পাপ চয়ন করিলেও অবশেষে পাপে পূর্ণ হইয়া যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২১

অন্বয় : 'অবহেলা করিও না' অর্থাৎ অবজ্ঞা করিও না। 'পাপকে'। 'উহা আমার কাছে আসিবে না' অর্থাৎ 'আমি অল্পমাত্র পাপ করিয়াছি, কবে ইহা পরিপক্ক হইবে?' এইভাবে পাপকে অবহেলা করা উচিত নহে। 'জলকুম্ভও' অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে মুখ খুলিয়া স্থাপিত কোন পাত্র যেমন এক একটি জলবিন্দুর দ্বারা ক্রমশ পরিপূর্ণ হয়, ঠিক তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া পাপ চয়ন করিলেও ইহা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন। শাস্তাও এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন—'উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করিয়া শয্যাদ্রব্য যথাযথভাবে না রাখিলে এই অপরাধ হইবে।'

অসংযত পরিক্খার ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান—৬

৭. মাপ্পমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্স ন মং তং আগমিস্সতি',
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভোপি পূরতি;
ধীরো পূরতি পুঞ্ঞস্স থোকথোকম্পি আচিনং।...১২২

অনুবাদ : 'এ আমার কাছে আসবে না' এই মনে করে পুণ্যকে অবহেলা করো না। জলবিন্দু পড়ে পড়ে যেমন কলসী ভরে উঠে, তেমনি অল্প অল্প করে পুণ্যসঞ্চয় করে পণ্ডিত ব্যক্তি পুণ্যময় হয়ে উঠেন।

অন্বয় : মং তং ন আগমিস্সতি (আমার নিকট তা আসবে না) [ইতি] পুঞ্ঞস্স মা অপমঞ্ঞেথ (এ বলে পুণ্যকে অবহেলা করবে না)। উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি [তথা] থোকথোকম্পি পুঞ্ঞস্স আচিনং (বিন্দু বিন্দু জলপাতে কলসও পূর্ণ হয়, সেরূপ অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় করে) ধীরো পূরতি (ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী পূর্ণ হন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (১২১-২২) 'শনৈঃ কর্ম চ ধর্মশ্চ'—কর্ম আর ধর্মের সাধন ক্রমে ক্রমে হয়, অকর্ম আর অধর্মও তাই। সবকিছুই শুরুতে সামান্য। কিন্তু সামান্যকেও মান্য করতে হয়, কারণ পরিণামে সে অসামান্য হয়ে উঠে। তিল

kalpataru Boi PDF

http://kalpataruboi.org

তিল করেই তাল, আর বিন্দু থেকে হয় সিন্ধু। পাপ-পুণ্যের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। কোন পাপকাজ বা কোন পুণ্যকাজই তুচ্ছ নয়। পুণ্য পুণ্যের প্রেরণা দেয়, আর এক পাপ থেকে আসে অন্য পাপের প্রবৃত্তি। সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। ক্ষুদ্র পাপকর্মও ডেকে আনে মানুষের সর্বনাশ। কাজেই যিনি পণ্ডিত তিনি ক্ষুদ্র বলেই কোন পাপ বা পুণ্য কাজকে অবহেলা করেন না। উভয়কে তার প্রাপ্য দেন তিনি—পাপকে সযত্নে পরিহার করেন আর পুণ্যকে সাদরে বরণ করে নেন। এ যে করে না সে মূর্খ।

'পুণ্যকে অবহেলা করিবে না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় শ্রাবস্তীবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিতেন। একদিন শাস্তা দান অনুমোদন করাকালে এইরূপ বলিলেন—

'হে উপাসকগণ (চার প্রকার উপাসক আছে)—১. কোন উপাসক নিজে দান দেয়, অন্যকে দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে না। সে জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু পরিবারসম্পদ লাভ করে না। ২. কোন উপাসক নিজে দান দেয় না, তবে অন্যকে দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে। সে জন্ম-জন্মান্তরে পরিবারসম্পদ লাভ করে ঠিকই, কিন্তু ভোগসম্পদ লাভ করে না। ৩. কোন উপাসক নিজেও দান দেয় না, অন্যকেও দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে না। সে জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করে না, পরিবারসম্পদও লাভ করে না। পরের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া সে জীবনধারণ করে। ৪. কোন উপাসক নিজেও দান দেয়, অন্যকেও দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে। সেই ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করে, পরিবারসম্পদও লাভ করে।'

জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ধর্মদেশনা শুনিয়া 'অহো! এটা খুব অদ্ভুত! আমি এখন হইতে উভয় সম্পত্তি লাভ করার কার্য সম্পাদন করিব' চিন্তা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া যাইবার সময় শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, আগামীকল্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।' 'অপানার কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন?' 'ভন্তে, সমস্ত ভিক্ষুদের লইয়া যাইবেন।' শাস্তা নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। সেই ব্যক্তিও গ্রামে যাইয়া—'মা বাবারা, আমি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, যে যতজন ভিক্ষুদের জন্য দিতে সক্ষম ততটা যাগু প্রভৃতির জন্য তণ্ডুলাদি দাও, এক জায়গায় রান্না করিয়া দান দিব' বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াইলেন।

একজন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে তাঁহার দোকানের সামনে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিলেন—'এই ব্যক্তি নিজে যতটা পারিবে ততজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ না করিয়া (সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া) এখন সমস্ত গ্রামবাসিকে ভিক্ষা দিবার জন্য বলিয়া বেড়াইতেছে এবং তাঁহাকে বলিলেন—'আপনার পাত্র লইয়া আসুন' বলিয়া তিনি আঙুলের দ্বারা (যতটা তণ্ডুল দেওয়া যায় সামান্য তণ্ডুল দিলেন এবং সমপরিমাণ মুগ, মাষকলাই দিলেন। তখন হইতেই শ্রেষ্ঠী বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হইলেন)। তৈল, গুড়াদি দিবার সময়েও করণ্ড ঐসব দ্রব্যাদির

http://kalpataruboi.org

ভাণ্ডে ফেলিয়া এক কোণ দিয়া বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত তৈল গুড়াদি সামান্যমাত্র দিলেন। উপাসক অন্যান্যদের দানীয় বস্তু একত্রে রাখিলেন এবং শ্রেষ্ঠীর দান পৃথক রাখিলেন। শ্রেষ্ঠী তাহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি যাহা দিয়াছি তাহা পৃথক রাখিল কেন' এবং উপাসকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন বাচ্চা চাকরকে পাঠাইলেন—'যাও ত, দেখ আমার দান দিয়া কি করে?' কিন্তু ঐ উপাসক 'শ্রেষ্ঠী মহাফল লাভ করুন' বলিয়া যাগু ভাত পিষ্টকাদিতে শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত দুই একটি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলেন, অনুরূপভাবে শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত মুগ, মাষকলাই, তৈল, গুড়াদির কয়েক বিন্দু সমস্ত রান্না করা দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেন। বাচ্চা চাকরটি যাইয়া শ্রেষ্ঠীকে সব ব্যাপার জানাইল। ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী ভাবিলেন—'যদি সে পরিষদের মধ্যে আমার দুর্নাম করে, আমার নাম লইবামাত্র তাহাকে ধরিয়া মারিব' এবং বস্ত্রাভ্যন্তরে একটি ছুরিকা বাঁধিয়া লইয়া পরের দিন ভিক্ষুদের ভোজনদানের স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন—'ভন্তে, আমি সকলকে একত্রিত করিয়া এই দান দিয়াছি, সমবেত মনুষ্যগণ 'নিজ নিজ সামর্থানুসারে কেহ বেশি, কেহ অল্প তণ্ডুলাদি দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই মহাফল হউক।' ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'ঐ ব্যক্তি দুই তিন আঙুলের দ্বারা তণ্ডুলাদি দিয়াছেন বলিয়া যদি আমার নাম করে তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিব বলিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি এই ব্যক্তি সকল দাতাদের একত্রিত করিয়া 'যাঁহারা আড়ি আড়ি মাপিয়া দিয়াছেন এবং যাঁহারা চিমটিমাত্র দিয়াছেন সকলের মহাফল হউক বলিতেছেন।' যদি আমি এইরূপ ব্যক্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি তাহা হইলে দেবদণ্ড আমার মস্তকে পতিত হইবে। তিনি তখন সেই উপাসকের পাদমূলে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন—'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।' 'ব্যাপার কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে শ্রেষ্ঠী সমস্ত ঘটনা বলিলেন। এই ক্রিয়া দেখিয়া শাস্তা দানস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে?' উপাসক গতদিবস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন। তখন শাস্তা শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে শ্রেষ্ঠী, ইহা কি সত্য?'

'হ্যাঁ ভন্তে।'

'উপাসক অল্প দান করিলেও তাহাকে অবহেলা করা উচিত নহে। আমার মত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া 'অল্প' মনে করিয়া অবহেলা করা অনুচিত। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যকর্ম করাকালে ভাণ্ড উজাড় করিয়া দান করেন। আবার শূন্য জলপাত্র যেমন ক্রমশ পূর্ণ হয়, দাতার পুণ্যফলও তদ্রূপ পূর্ণ হয়।' এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'পুণ্য যতই অল্প হউক না কেন 'উহা আমার নিকট আসিবে না' (অর্থাৎ অল্পমাত্র পুণ্য অনুষ্ঠান করিলে তাহার কোন ফল হইবে না) এই ভাবিয়া কেহ (কোন পণ্ডিত ব্যক্তি) যেন পুণ্যকে অবহেলা না করেন। বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও

http://kalpataruboi.org

কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অল্প অল্প করিয়া পুণ্য চয়ন করিলেও জ্ঞানবান পুণ্যে পূর্ণ হইয়া যান।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২২

অন্বয় : পণ্ডিত ব্যক্তি পুণ্য করিয়া 'আমি অল্পমাত্র পুণ্য করিয়াছি। ইহা আমাকে কোন ফল দিবে না। এইরূপ সামান্য কর্ম কোথায় আমাকে দেখিবে, আমিও তাহাকে কোথায় দেখিব, কবে ইহা পরিপক্ক হইবে' এইভাবে পুণ্যকে অবহেলা করিবে না, অবজ্ঞা করিবে না। যেমন নিরন্তর জলবিন্দু পতিত হইয়া উন্মুক্ত ভাজন পরিপূর্ণ হয়, ঠিক তদ্রূপ 'ধীর' পণ্ডিত ব্যক্তি 'অল্প অল্প' পুণ্য চয়ন করিয়া পুণ্যপাত্র পরিপূর্ণ করে।

দেশনাবসানে সেই শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন, উপস্থিত পরিষদের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

বিড়ালপাদক শ্রেষ্ঠীর উপাখ্যান সমাপ্ত

মহাধন বণিকের উপাখ্যান—৭

৮. বাণিজো'ব ভযং মগ্‌গং অপ্পসত্থো মহদ্ধনো,
বিসং জীবিতুকামো'ব পাপানি পরিবজ্জযে।...১২৩

অনুবাদ : সঙ্গীবিহীন অথচ ধনবান বণিক যেমন বিপদসঙ্কুল পথ বর্জন করে, বাঁচতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেমন বিষ পরিহার করে, সেরকম ভাবেই পরিত্যাগ করবে পাপকে।

অন্বয় : অপ্পসত্থো (অল্পস্বার্থ, নিঃসঙ্গ) মহদ্ধনো (ধনবান) বাণিজো (বণিকের) ভযং (ভয়ের) মগ্‌গং ইব (মার্গ, পথ) [পরিহারের ন্যায়] জীবিতুকামো (জীবিতকামীর) বিসং ইব (বিষ) [পরিত্যাগের ন্যায়] পাপানি পরিবজ্জয়ে (পাপসমূহ পরিবর্জন করবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সংসার এক দুর্গম অরণ্য। বণিক যেমন বাণিজ্যের আশায় নানা দেশে যায়, নানা পথে ঘোরে, মানুষও তেমনি সুখের আশাতেই সংসার করে। কিন্তু গভীর অরণ্যের দস্যু-তস্করের মতই সংসারে আছে পাপের অনুচর রিপুর দল যারা অনবরত মানুষকে পাপের পথে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ ঘটাবার চেষ্টা করছে। তাই সাবধানী বণিক যেমন সর্বদা বিপদের পথকে এড়িয়ে চলে, মানুষকেও এড়াতে হবে পাপের পথ। জীবনেচ্ছু মানুষ যেমন অতি সাবধানে বিষয়কে বর্জন করে, কল্যাণকামী মানুষ তেমনি সতর্কতায় পরিত্যাগ করবে পাপের সংস্রব।

'বণিক যেমন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহাধন বণিককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

সেই বণিকের গৃহে পঞ্চশত চোর অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। অন্য এক সময় সেই বণিক পঞ্চশত শকট বাণিজ্য দ্রব্যের দ্বারা

http://kalpataruboi.org

পূর্ণ করিয়া ভিক্ষুদের জানাইলেন—'আমি অমুক স্থানে বাণিজ্যের জন্য যাইতেছি, আপনাদের মধ্যে কেহ যদি যাইতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে নিষ্ক্রান্ত হউন, পথে ভিক্ষার অভাব হইবে না।' ইহা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু তাঁহার সহিত রওনা দিলেন। সেই চোরেরাও 'সেই বণিক বাণিজ্যের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন' জানিয়া রাস্তার ধারে ওঁৎ পাতিয়া অবস্থান করিল। বণিকও যাইয়া অটবিমুখে এক গ্রামে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিন গরু ও শকটাদিকেও বিশ্রাম দিলেন। সেই পঞ্চশত ভিক্ষুদের প্রত্যহ আহারের ব্যবস্থাও করিলেন। তিনি বিলম্ব করাতে চোরেরা এক ব্যক্তিকে পাঠাইল খবর নিতে—'যাও ত, তিনি কখন রওনা দিবেন জানিয়া আইস।' সেই ব্যক্তি গ্রামে যাইয়া এক সহায়ককে জিজ্ঞাসা করিল—'বণিক কবে রওনা হইবেন?'

'এই দুই তিন দিন পরে। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?'

লোকটি বলিল—'আমরা পঞ্চশত চোর তাঁহারই জন্য অটবীতে অবস্থান করিতেছি।' সহায়ক 'তাহা হইলে যাও, বণিক শীঘ্রই নিষ্ক্রান্ত হইবেন।' বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া চিন্তা করিল—'আমি কি চোরদের বারণ করিব, না বণিককে' এবং স্থির করিল—'চোরদের দিয়া আমার কি হইবে? এই বণিককে উদ্দেশ্য করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু জীবনধারণ করিতেছেন। বণিককেই আমি ব্যাপারটা জানাইব' এবং বণিকের নিকট যাইয়া 'কবে রওনা হইবেন?' জিজ্ঞাসা করাতে বণিক বলিলেন—'তৃতীয় দিবসে।'

'তাহা হইলে আমার কথা শুনুন। আপনার জন্য পঞ্চশত চোর অটবীতে অপেক্ষা করিতেছে। এখনই যাইবেন না।'

'তুমি কি প্রকারে জানিলে?'

'তাহাদের মধ্যে আমার এক বন্ধুও আছে, তাহার মুখেই শুনিয়াছি।'

'তাহা হইলে আমার আর যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি গৃহেই ফিরিয়া যাইব।' তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া পুনরায় তাহারা একজনকে পাঠাইল খবর নিতে। সে আসিয়া বলিল—'বণিক গৃহে ফিরিয়া যাইবেন।' ইহা শুনিয়া চোরেরা সেই অটবী হইতে বাহির হইয়া বণিকের প্রত্যাবর্তন মার্গের পার্শ্বে লুকাইয়া পড়িল। কিন্তু বণিকের বিলম্ব দেখিয়া আবার খবর নিতে লোক পাঠাইল। ঐ গ্রামের সহায়ক পথিপার্শ্বে চোরদের অবস্থানের কথা জানিয়া বণিককে জানাইল। বণিক তখন চিন্তা করিলেন—'আমার ত কোন কিছুর অভাব নাই। অতএব আমি সম্মুখদিকেও যাইব না, পশ্চাদ্দিকেও যাইব না। যেখানে আমি সেখানেই থাকিব।' তিনি ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া বলিলেন—'ভন্তে, চোরেরা নাকি আমাকে লুঠ করিবার জন্য পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। আবার আমি ফিরিয়া যাইব শুনিয়া আমার প্রত্যাবর্তনের মার্গে অপেক্ষা করিতেছে। আমি কোনদিকে না যাইয়া এখানেই থাকিব। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এখানে থাকিতে ইচ্ছুক থাকুন, যাঁহারা ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যথেচ্ছা করিতে পারেন।' ভিক্ষুগণ 'তাহাই

http://kalpataruboi.org

যদি হয় আমরা ফিরিয়া যাইব' বলিয়া বণিককে বলিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে বসিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মহাধনবণিকের সঙ্গে গেলে না?'

'হ্যাঁ ভন্তে, মহাধনবণিককে লুঠ করিবার জন্য অগ্রে এবং পশ্চাতে উভয়ত্র চোরেরা অপেক্ষা করিতেছে। তিনি তাই সেখানেই (অর্থাৎ অটবিমুখে এক গ্রামে) অবস্থান করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি।' শাস্তা বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, মহাধনবণিক চোরদের পথ ত্যাগ করিতেছেন। বাঁচিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি হলাহল বিষ পরিত্যাগ করে। ভিক্ষুদেরও জানা উচিত যে, ত্রিভব হইতেছে চোরদের দ্বারা উপদ্রুত মার্গসদৃশ এবং পাপ পরিত্যাগ করা উচিত' বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'প্রভুত ধন থাকিলে এবং অল্পসংখ্যক সঙ্গী থাকিলে বণিক যেমন বিপদ সঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করে, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, (পণ্ডিত ব্যক্তি) সেইরূপ পাপ পরিত্যাগ করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৩

অন্বয় : 'ভয়' অর্থাৎ ভাবিতব্য, চোরদের দ্বারা উপদ্রুত বলিয়া ভয়যুক্ত এই অর্থ। ইহা উক্ত হইয়াছে—যেমন মহাধনবণিক সঙ্গে অল্পসংখ্যক সঙ্গী থাকাতে ভয়সঙ্কুল মার্গ ত্যাগ করেন, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন হলাহল বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পণ্ডিত ভিক্ষু অল্পমাত্র পাপকেও পরিবর্জন করিবে। দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

মহাধনবণিকের উপাখ্যান সমাপ্ত

কুক্কুটমিত্র নিষাদের উপাখ্যান—৮

৯. পাণিম্হি চে বণো না'স্স, হরেয্য পাণিনা বিসং,
নাব্বণং বিসমন্বেতি, নত্থি পাপং অকুব্বতো।...১২৪

অনুবাদ : যদি কারো হাতে ক্ষত না থাকে তবে সে হাতে বিষও নেওয়া যায়। অক্ষত ব্যক্তির দেহে যেমন বিষ ক্রিয়া করে না, তেমনি যার চিত্ত নিষ্পাপ, পাপ তার কাছে যেতে পারে না।

অন্বয় : অস্স পাণিম্হি (যদি কারো হাতে) বাণো ন চে (ব্রণ বা ঘা না থাকে) পাণিনা বিসং হরেয্য (তবে হাত দিয়ে বিষও আহরণ করা যায়)। অব্বণং (ব্রণহীন, ক্ষতহীন ব্যক্তির) [দেহে] বিসং ন অন্বেতি (বিষ প্রবেশ করে না)। অকুব্বতো (অকর্তার অর্থাৎ পাপহীন ব্যক্তির) [নিকট] পাপং নত্থি (পাপ হয় না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অগ্নিনিরোধক পোষাক পরে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না। যার শরীর অক্ষত সে হাতে পরে বিষ নিলেও তার কোন ভয় নেই,

http://kalpataruboi.org

কেননা রক্তের সংমিশ্রণে দেহের মধ্যে প্রবেশের পথ না পেয়ে বিষ তার ক্রিয়া করতে পারবে না। তেমনি মনে যার পাপের চেতনা নেই, তার উপরে পাপের ক্রিয়াও নেই। সুস্থ মানসিক বৃত্তিগুলি তার চিত্তকে এমন এক দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত্ত করে রাখে যে পাপের সাধ্য নেই তাকে লিপ্ত করে।

'যদি হন্তে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে কুক্কুটমিত্র নামক নিষাদকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা তাহাকে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলে শ্রীগর্ভে রাখিয়া তাহার আরক্ষার জন্য এক পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় জানালা দিয়া পথের দিকে তাকানো মাত্র সে দেখিল—পঞ্চশত পাশ এবং পঞ্চশত শূল লইয়া পশুবধের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী কুক্কুটমিত্র নামক নিষাদ পঞ্চশত পশুবধ করিয়া তাহাদের মাংসের দ্বারা মহাশকট পূর্ণ করিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রেমাসক্ত হইয়া পরিচারিকার হাতে একটি উপহার দিয়া পাঠাইল—'যাও, এই উপহার ঐ নিষাদকে দাও এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের সময় জানিয়া আইস।' পরিচারিকা যাইয়া নিষাদকে উপহার দিয়া বলিল—'তুমি কবে ফিরিবে?' সে বলিল—'অদ্য মাংস বিক্রয় করিয়া (আগামীকল্য) প্রাতেই নগরের অমুক দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইব।' পরিচারিকা আসিয়া সে যাহা যাহা বলিয়াছে সমস্তই তাহাকে জানাইল। শ্রেষ্ঠীকন্যা নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রালংকারাদি একত্রিত করিয়া প্রাতকালেই মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া কলসী লইয়া দাসীদের সঙ্গে ঘাটে যাইতেছে এইভাবে ছদ্মবেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া নিষাদের আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। সেও সকালেই তাহার শকট চালাইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। শ্রেষ্ঠীকন্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নিষাদ তাহাকে দেখিয়া বলিল—'আমি তোমাকে অমুকের কন্যা বলিয়া জানি না। মা, তুমি আমাকে অনুসরণ করিও না।' (কন্যা বলিল) 'তুমি ত আমাকে ডাক নাই, আমি স্বেচ্ছায় আসিয়াছি, তুমি নীরবে তোমার শকট চালাও।' কিন্তু নিষাদ বারবার তাহাকে বারণ করিল। তখন কন্যা তাহাকে বলিল—'স্বামিন, লক্ষী স্বয়ং আসিলে তাহাকে বারণ করিতে নাই।' সে নিঃসংশয়ে তাহার আগমনের কারণ জানিয়া তাহাকে শকটে তুলিয়া লইয়া চলিল। কন্যার মাতাপিতা এদিকে সেদিকে তাহার খোঁজ করিয়াও না দেখিয়া 'নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে' মনে করিয়া তাহার শ্রাদ্ধকর্ম করিলেন। কন্যাও নিষাদের সহিত সহবাস করিয়া সাতপুত্রের জন্ম দিল এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের বিবাহসুত্রে আবদ্ধ করিল।

অনন্তর একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন করিবার সময় সপুত্র সসুষা কুক্কুটমিত্রকে তাঁহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখিলেন। দেখিয়া 'ব্যাপারটা কি' চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের পনরজনেরই স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় আছে দেখিয়া প্রাতকালেই পাত্রচীবর লইয়া যেখানে কুক্কুটমিত্রের

http://kalpataruboi.org

পাশজাল বিস্তৃত ছিল সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। সেইদিন একটি পশুও তাহার পাশবদ্ধ হয় নাই। শাস্তা কুক্কুটমিত্রের পাশমূলে নিজের পদচিহ্ন প্রদর্শিত করিয়া সম্মুখে একটি তরুচ্ছায়ায় গিয়া উপবেশন করিলেন। কুক্কুটমিত্র সকালেই ধনু লইয়া পাশস্থানে যাইয়া এক একটি পাশ উঠাইয়া দেখিল একটি পশুও পাশবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু শাস্তার পায়ের ছাপ দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল—'কে আমার পাশবদ্ধ পশুগুলিকে মুক্ত করিয়া দিতেছে?' সে পায়ের ছাপ অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল 'এই ব্যক্তিই নিশ্চয়ই আমার পশুগুলিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; ইহাকে মারিয়াই ফেলিব' বলিয়া ধনু গ্রহণ করিল। শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে সে ধনুতে শর যোজনা করিতে পারে। কিন্তু শর যেন নিক্ষেপ করিতে না পারে। কুক্কুটমিত্র শর নিক্ষেপও করিতে পারিল না, ধনুর্গুণ হইতে শরকে ছাড়াইতেও পারিল না; তাহার মনে হইল যেন তাহার পঞ্জরাস্থি বিদীর্ণ হইতেছে। তাহার মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে, সে ক্লান্ত হইয়া মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে তাহার পুত্রেরা চিন্তিত হইল, 'পিতা বিলম্ব করিতেছেন কেন, ব্যাপার কি?' মাতা বলিলেন—'বাবারা যাইয়া দেখ তোমাদের পিতার কি হইয়াছে?' পুত্রেরা ধনু গ্রহণ করিয়া যাইয়া পিতাকে ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া (বুদ্ধকেও দেখিয়া) 'ইনিই নিশ্চয়ই আমার পিতার শত্রু হইবেন' বলিয়া সাতজনই ধনুতে জ্যারোপণ করিল (বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য), কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে সাতজনই যেখানে তাহাদের পিতা সেখানেই মূর্তিবৎ দণ্ডায়মান থাকিল। এদিকে তাহাদের মাতা চিন্তায় পড়িল—'আমার পুত্রেরা বিলম্ব করিতেছে কেন?' এবং সাতজন স্নুষাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাহাদের (আটজনকে) ঐভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া 'তাহারা কাহার দিকে শর নিক্ষেপ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে?' ভাবিয়া তাকাইয়া বুদ্ধকে দেখিতে পাইল এবং হাত তুলিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—'আমার পিতাকে মারিও না, আমার পিতাকে মারিও না।' কুক্কুটমিত্র সেই শব্দ শুনিয়া ভাবিল—'আমি ত মহাপাপ করিতেছিলাম, আমার শ্বশুরকেই হত্যা করিতেছিলাম?' তাহার পুত্রেরাও 'ইনি আমাদের মাতামহ। আমরা ত মহাপাপ করিতেছিলাম!' চিন্তা করিল। কুক্কুটমিত্র 'ইনি আমার শ্বশুর' বলিয়া (শাস্তার প্রতি) মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করিল। পুত্ররাও 'ইনি আমাদের মাতামহ' বলিয়া মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করিল। তখন তাহাদের মাতা শ্রেষ্ঠীকন্যা বলিল—'শীঘ্রই ধনু ফেলিয়া দাও। আমার পিতার নিকট ক্ষমা চাও।'

শাস্তা তাহাদের মৃদুচিত্ততার জন্য ধনু নামাইতে দিলেন। তাহারা সকলে শাস্তাকে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, আমাদের ক্ষমা করুন' বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একপাশে বসিল। তখন শাস্তা তাহাদের নিকট আনুপূর্বিকভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনাবসানে কুক্কুটমিত্র স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধুগণ এবং স্বয়ং মোট পনরজন স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শাস্তা পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনান্তে বিহারে

http://kalpataruboi.org

আসিলেন। তখন আনন্দ স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, কোথায় গিয়াছিলেন?'

'আনন্দ, কুক্কুটমিত্রের নিকট গিয়াছিলাম।'

'ভন্তে, তাহাকে প্রাণাতিপাত কর্ম হইতে বিরত করিতে পারিয়াছেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ আনন্দ, সে সপরিবারে (মোট পনরজর) অচল শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ত্রিরত্নের প্রতি নিঃসংশয় হইয়া, প্রাণাতিপাত কর্ম হইতে বিরত হইয়াছে।'

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, তাহার ভার্যাও ত ছিল?'

'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সে কুলগৃহে কুমারিকা অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছে।'

ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'কুক্কুটমিত্রের ভার্যা নাকি কুমারী অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়া তাহার (কুক্কুটমিত্রের) গৃহে যাইয়া সাতটি পুত্র লাভ করিয়াছে। এতকাল সে স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া স্বামীর আদেশ পালন করিয়াছে, যেমন ধনু লইয়া আইস, শর লইয়া আইস, আমার শক্তি (শিকারের জন্য প্রয়োজন ছুরিকা, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি) লইয়া আইস, শূল লইয়া আইস, জাল লইয়া আইস।' সেও তৎপ্রদত্ত ঐসব দ্রব্য লইয়া প্রাণীহত্যা করে। তাহা হইলে স্রোতাপন্নগণও প্রাণীহত্যা করেন?' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ?'

'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, স্রোতাপন্নগণ প্রাণীহত্যা করেন না। শ্রেষ্ঠীকন্যা 'স্বামীর আদেশ পালন করিব' বলিয়া তদ্রূপ করিয়াছে। 'ইহা লইয়া আমার স্বামী প্রাণীহত্যা করুক' এই চিত্ত তাহার কখনও উৎপন্ন হয় নাই। হস্ততলে ব্রণ না থাকিলে বিষ হাতে গ্রহণ করিলেও তাহা কার্যকর হইবে না। তদ্রূপ অকুশল চেতনার অভাবে পাপ না করিলে ধনু প্রভৃতি আনিয়া দিলেও পাপ হয় না।' এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যদি হস্তে ক্ষত না থাকে তবে হস্তদ্বারা বিষও গ্রহণ করা যায়; অক্ষত মনুষ্যকে বিষ কিছুই করিতে পারে না। সেইরূপ (যাহার চিত্তে পাপ নাই) তাহার কাছে পাপ যাইতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৪

অন্বয় : 'না থাকে'। 'গ্রহণ করিতে পারে' গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। কেন? যেহেতু ব্রণশূন্য হাতকে বিষ কিছুই করিতে পারে না। তদ্রূপ ধনু প্রভৃতি আনিয়া দিলেও অকুশল চেতনার অভাবে পাপ সংঘটিত হইতে পারে না। ব্রণশূন্য হাতকে বিষ যেমন কোন ক্ষতি করিতে পারে না, তদ্রূপ অকুশল চেতনাযুক্ত চিত্তকে পাপ অনুসরণ করিতে পারে না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্য এক সময় ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'সপুত্র সম্লুষ কুক্কুটমিত্রের

http://kalpataruboi.org

স্রোতাপত্তি মার্গের উপনিশ্রয় যদিওবা ছিল, কেনই বা সে নিষাদকুলে জন্ম হইয়াছে?'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনায় বসিয়াছ?' 'এই বিষয়ে ভন্তে।'

'হে ভিক্ষুগণ, অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের ধাতুচৈত্য নির্মাণকালে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল—'এই চৈত্যের মৃত্তিকাই বা কি হইবে। জলই বা কি হইবে?' তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—'হরিতাল মনোশিলা হইবে মৃত্তিকা, আর জল হইতে তিলতৈল।' তাহারা হরিতাল মনোশিলাকে গুঁড়া করিয়া তিলতৈলের দ্বারা মাখিয়া তদদ্বারা ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া 'তাহা সুবর্ণ খচিত করিল। ইহার দ্বারা চৈত্যের অভ্যন্তরের প্রাচীর তৈরি করা হইল। বাহিরের প্রাচীর একঘন সুবর্ণ ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত করা হইল। এক একটি ইষ্টকের দাম এক লক্ষ মুদ্রা। ধাতুনিধান না হওয়া পর্যন্ত চৈত্য নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হইলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—'ধাতু নিধানকালে বহু ধনের প্রয়োজন হইবে। কাহাকে আমরা 'প্রধান' করিব?'

অনন্তর এক গ্রামবাসি শ্রেষ্ঠী—'আমি প্রধান হইব' বলিয়া ধাতু নির্মাণের জন্য এক কোটি হিরণ্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাহা দেখিয়া রাষ্ট্রবাসিগণ এই বলিয়া নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করিল—'এই নগরশ্রেষ্ঠী চৈত্য নির্মাণের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ চৈত্যে তিনি 'প্রধান' হইতে পারিলেন না কেন? গ্রামবাসি শ্রেষ্ঠী মাত্র এক কোটি ধন দিয়া কি করিয়া 'প্রধান' হইলেন? গ্রামবাসি শ্রেষ্ঠী তাহাদের কথা শুনিয়া 'আমি দুই কোটি ধন দিয়া প্রধান হইব' বলিয়া দুই কোটি দান করিলেন। নগরশ্রেষ্ঠী তিন কোটি ধন দিয়া বলিলেন—'আমিই প্রধান হইব।' এইভাবে বৃদ্ধি করিতে করিতে নগরবাসি শ্রেষ্ঠী আট কোটি ধন দিলেন। গ্রামবাসি শ্রেষ্ঠীর গৃহে আছে মাত্র নয় কোটি ধন, নগরশ্রেষ্ঠীর আছে চুয়াল্লিশ কোটি ধন। সেইজন্য গ্রামবাসি শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'আমি যদি নয় কোটি প্রদান করি নগরশ্রেষ্ঠী বলিবেন 'আমি দশ কোটি দিব।' আমি যদি দশ কোটি দিতে না পারি আমার ধনহীনতা প্রকাশ পাইবে।' তিনি তখন বলিলেন—'আমি এত ধন দিব (অর্থাৎ আট কোটি ধন দিব) এবং দারা-পুত্র-পরিবারসহ এই চৈত্যের দাস হইয়া থাকিব' এই কথা বলিয়া সাত পুত্র, সাত পুত্রবধু এবং ভার্যাকে লইয়া নিজেকেসহ চৈত্যকে প্রদান করিলেন। তখন রাষ্ট্রবাসিগণ চিন্তা করিল—'ধন ত উৎপাদন করা যায়, কিন্তু এই ব্যক্তি সপুত্র-দারা নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন, অতএব ইহাকেই প্রধান করা হউক' বলিয়া তাঁহাকেই প্রধান করা হইল। এইভাবে তাঁহারা ষোলজন চৈত্যের দাস হইয়া গেলেন। অবশ্য রাষ্ট্রবাসিরা তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা আজীবন চৈত্যের সেবাশুশ্রূষা করিয়া মৃত্যুর পরে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা এক বুদ্ধান্তরকাল দেবলোকে কাটাইয়া বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তিকালে সেই ভার্যা রাজগৃহে শ্রেষ্ঠীকন্যা

http://kalpataruboi.org

হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি কুমারী অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 'যিনি সত্যদর্শন করেন নাই তাঁহার নিকট পুনর্জন্ম দুঃখদায়ক' তাই তাঁহার স্বামী বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনমাত্রই শ্রেষ্ঠীকন্যার চিত্তে পূর্বমমতা (অর্থাৎ অতীত জন্মের সেই স্মৃতি) জাগ্রত হইল। তাই বলা হইয়াছে—

'পূর্ব (জন্ম) সংবাসহেতু অথবা বর্তমান (জন্মের) হিতহেতু এইরূপ প্রেম উৎপন্ন হয়, যেমন জলে উৎপন্ন হয় পদ্ম।'

তিনি পূর্বজন্মের প্রেমবশতই নিষাদকুলে গিয়াছেন (অর্থাৎ নিষাদ কুক্কুটমিত্তকে বিবাহ করিয়াছেন)। তাঁহার পুত্রগণও দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহারই গর্ভে জন্ম লইয়াছে, তাঁহার পুত্রবধুগণও বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই গৃহে আগমন করিয়াছে (বিবাহসূত্রে)। এইভাবে তাহারা সকলেই সেই জন্মে চৈত্যকে সেবাশুশ্রূষার কর্ম প্রভাবে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুক্কুটমিত্র নিষাদের উপাখ্যান সমাপ্ত

কোক-শুনক-লুব্ধকের উপাখ্যান—৯

১০. যো অপ্পদুট্‌ঠস্‌স নরস্‌স দুস্‌সতি সুদ্ধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গণস্‌স,
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং সুখুমো রজো পটিবাতং'ব খিত্তো।...১২৫

অনুবাদ : যে মূর্খ নিরীহ, নিষ্পাপ আর নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি করে, বাতাসের বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধুলিকণার মত পাপ তার দিকেই ফিরে আসে।

অন্বয় : যো (যো) অপ্পদুট্‌ঠস্‌স নরস্‌স (অপ্রদুষ্ট, নির্দোষ লোকের) সুদ্ধস্‌স (শুদ্ধ), অনঙ্গণস্‌স (নির্লিপ্ত) পোসস্‌স (পুরুষের) দুস্‌সতি (দোষ দেয়, নিন্দা করে), তম্ এব বালং (সেই মূর্খকে) পটিবাতং (প্রতিবাত, প্রতিকূল বায়ুতে) খিত্তো (ক্ষিপ্ত) সুখুমো (সূক্ষ্ম) রজো ইব (ধুলিকণার ন্যায়) পাপং পচ্চতি (পাপ অনুসরণ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : চিন্তায়, কর্মে, আচরণে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে মানুষ সৎ, তাঁর সততাই রক্ষাকবচ। তাতে প্রতিহত হয়ে দুর্জনের অনেক অপচেষ্টা তাদের নিজেদেরই প্রত্যাঘাত করে। পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষদের জীবন এই সত্য বারবার প্রমাণ করেছে।

'যে নির্দোষ পুরুষের' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোক নামক শুনক-লুব্ধককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সে (অর্থাৎ কোক) একদিন পূর্বাহ্নে ধনু লইয়া শুনকপরিবৃত হইয়া অরণ্যে গমনকালে পথিমধ্যে পিণ্ডপাতরত এক ভিক্ষুকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া—'অদ্য

http://kalpataruboi.org

কালকর্ণি দেখিলাম, কিছুই পাইব না' চিন্তা করিয়া প্রস্থান করিল। স্থবিরও গ্রামে পিণ্ডপাত শেষ করিয়া ভুক্তাবসানে পুনরায় বিহারে চলিয়া আসিতেছিলেন। লুব্ধকও অরণ্যে যাইয়া কিছুই না পাইয়া ফিরিবার সময় পুনরায় স্থবিরকে দেখিয়া 'অদ্য আমি এই কালকর্ণিকে দেখিয়া যাইয়া অরণ্যে যাইয়া কিছুই পাইলাম না। এখন আবার সে আমার সম্মুখীন হইয়াছে। কুকুর দিয়া ইহাকে ভক্ষণ করাইব' চিন্তা করিয়া তাঁহার দিকে আঙুল দেখাইয়া কুকুরদের ছাড়িয়া দিল। স্থবিরও অনুনয় করিলেন—'হে উপাসক, এইরূপ করিও না।' 'অদ্য আমি তোমার মুখদর্শন করিয়া যাইয়া কিছুই পাই নাই, পুনরায় তুমি আমার সম্মুখে আসিয়াছ, তোমাকে কুকুর দিয়াই খাওয়াইব' বলিয়া কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিল। স্থবির দ্রুত যাইয়া একটি গাছে উঠিয়া এক পুরুষ উচ্চতায় বসিয়া পড়িলেন। কুকুরগুলি ঐ গাছের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। লুব্ধক যাইয়া 'গাছে উঠিলেও তোমার মুক্তি নাই' বলিয়া শরের তুণ্ড দিয়া তাঁহার পদতলে আঘাত করিল। স্থবির বারবার বলিতে লাগিলেন—'তুমি এইরূপ করিও না।' কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুন আঘাত করিতে লাগিল। স্থবির একটি পদতল বিদ্ধ হইলে তাহা তুলিয়া দ্বিতীয় পদতল ঝুলাইয়া রাখিলেন। তাহাও বিদ্ধ হইলে উঠাইয়া লইলেন। এই প্রকারে লুব্ধক স্থবিরের কথার কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার দুই পদতল (শরতুণ্ডের দ্বারা) ক্ষতবিক্ষত করিল। স্থবিরের মনে হইল যেন তাঁহার শরীর উল্কার দ্বারা দগ্ধ হইতেছে। তীব্র বেদনায় তিনি স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিতে পারিলেন না। তিনি জানেন না কখন তাঁহার বহির্বাস (চীবর) স্খলিত হইয়াছে। সেই চীবর নীচে পতনের সময় লুব্ধক কোককে আপাদমস্তক আবৃত করিল। কুকুরেরা 'স্থবির পতিত হইয়াছে' মনে করিয়া চীবরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজেদের প্রভুকেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অস্থিমাত্র অবশেষ রাখিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর কুকুরগুলি চীবর হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন স্থবির একটি শুষ্কদণ্ড ভাঙ্গিয়া নীচে নিক্ষেপ করিলেন। কুকুরগুলি স্থবিরকে দেখিয়া 'আমরা আমাদের প্রভুকেই খাইয়া ফেলিয়াছি' জানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। স্থবিরের মনে অনুশোচনা হইল—'আমারই চীবরান্তরে প্রবেশ করিয়া এই ব্যক্তি বিনষ্ট হইল। ইহাতে আমার শীল রক্ষিত আছে কি?' তিনি গাছ হইতে নামিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আমার চীবরের জন্যই ত এই ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। আমার কি শীল রক্ষিত আছে। আমার কি শ্রমণভাব রক্ষিত আছে?' শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষু, তোমার শীল ঠিকই আছে। তোমার শ্রমণধর্মও ঠিক আছে। সেই ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি চিত্ত প্রদুষ্ট করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু এইবারেই নহে, অতীতেও সে নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি চিত্ত প্রদুষ্ট করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল' বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে এক বৈদ্য বৈদ্যকর্ম করিবার জন্য গ্রামে বিচরণ করিয়া কোন কাজ

http://kalpataruboi.org

না পাইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার্ত হইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গ্রামদ্বারে অনেক বালকদের খেলা করিতে দেখিয়া 'ইহাদের সর্প দ্বারা দষ্ট করাইয়া চিকিৎসা করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিব' চিন্তা করিয়া একটি গাছের কোটরে মাথা বাহির করিয়া শয়নরত সাপকে দেখিয়া বলিলেন—'ওহে ছেলেরা, এখানে একটা শালিকা পাখির বাচ্চা আছে, ইহাকে ধর।' একটি বালক সাপটিকে গলায় ভালভাবে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল এবং 'সাপ সাপ' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে নিকটে দণ্ডায়মান বৈদ্যের মাথায় নিক্ষেপ করিল। সাপটি বৈদ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তীব্রভাবে দংশন করিয়া সেখানেই তাঁহার জীবননাশ করিল। এইভাবে এই শুনক লুব্ধক কোক পূর্বেও নির্দোষ বালকদের প্রতি চিত্ত দুষ্ট করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

শাস্তা অতীতের এই ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যে মূর্খ ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ এবং নির্মল (রাগ, দ্বেষ, মোহ হইতে মুক্ত) পুরুষের প্রতি চিত্তকে দূষিত করে, বায়ুর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধুলিকণার ন্যায় পাপ তাহারই নিকট আসে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৫

অন্বয় : 'নির্দোষ ব্যক্তির' অর্থাৎ নিজের বা সর্বসত্ত্বগণের প্রতি অদৃষ্ট বা নির্দোষ ব্যক্তির। 'ব্যক্তির' সত্ত্বের, 'চিত্ত দুষ্ট করে অর্থাৎ অপরাধ করে।' 'শুদ্ধ ব্যক্তির' নিরপরাধের। 'পুরুষের' ইহাও আর এক প্রকারে সত্ত্ব শব্দেরই অধিবচন। 'অনঙ্গণের' বিগতক্লেশ ব্যক্তির। 'প্রত্যাগত হয়' প্রত্যাগমন করে। 'বায়ুর বিপরীত দিকে' যেমন কোন ব্যক্তি বায়ুর বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি সূক্ষ্ম রজঃ ক্ষেপণ করে তাহা হইলে সেই রজঃ ঘুরিয়া যাইয়া ক্ষেপণকারীর উপরেই পতিত হয়, ঠিক তদ্রূপ যে ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা প্রহারাদি দিয়া হিংসা করে (উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি করে) সেই পাপ মূর্খ ব্যক্তিটিকে ইহলোকে বা পরলোকে বা নরকাদিতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করায় কারণ সেই পাপ বিপাক দুঃখের আকারে পাপকর্মকারীকেই বিনষ্ট করে।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপস্থিত পরিষদের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

কোন-শুনক লুব্ধকের উপাখ্যান সমাপ্ত

মণিকার কুলোপগ তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—১০

১১. গব্ভমেকে উপ্পজ্জন্তি, নিরযং পাপকম্মিনো,
সগ্গং সুগতিনো যন্তি, পরিনিব্বন্তি অনাসবা।...১২৬

অনুবাদ : (মৃত্যুর পর) কেউ (মানুষ হয়ে) মাতৃগর্ভে জন্মায়,[৬৬] পাপীরা

[৬৬]। বৌদ্ধমতে জন্ম চার রকম—অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও উপপাতিক।

http://kalpataruboi.org

নরকে যায়, পুণ্যবান স্বর্গলাভ করেন। আর যিনি তৃষ্ণামুক্ত হয়েছেন তিনি লাভ করেন নির্বাণ।

অন্বয় : একে গব্‌ভম্ উপ্পজ্জন্তি (কেহ কেহ গর্ভে জন্মায়), পাপকম্মিনো নিরযং যন্তি (পাপীরা নরকে যায়), সুগতিনো সগ্‌গং যন্তি (ধার্মিকেরা স্বর্গে যায়), অনাসবা পরিনিব্বন্তি (অনাস্রব অর্থাৎ নিষ্কামচিত্ত ব্যক্তিরা পরিনির্বাণ লাভ করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আপন আপন কর্মের ফল অনুসরণ করে মানুষ বিভিন্ন গতি লাভ করে। কেউ বা উচ্চ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কেউ বা নিম্ন যোনিতে জন্মে অশেষ দুঃখ ভোগ করে, আর কেউ পায় সুখময় স্বর্গবাসের অধিকার। যাঁর সমস্ত আস্রব বা আসক্তি ক্ষয় হয়েছে তার সংসারেরও শেষ। জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল অতিক্রম করে তিনি লাভ করেন অমৃতপদ বা নির্বাণ।

'কেহ কেহ গর্ভে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মণিকারের কুলোপগ তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই স্থবির কোন এক মণিকারের কুলে দ্বাদশবর্ষ যাবত ভোজন গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কুলে দম্পতি মাতৃ-পিতৃস্থান অবলম্বন করিয়া স্থবিরকে সেবা করিয়াছিলেন। একদিন সেই মণিকার মাংস কাটিতে (অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড করিতে) বসিয়াছিলেন, স্থবিরও তাঁহার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন। ঐ মুহূর্তেই রাজা পসেনদি কোশল একটি মণিরত্ন পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন—'ইহা পরিষ্কার করিয়া ছিদ্র করিয়া পাঠাইয়া দাও।' মণিকার রক্তমাখা হাতেই সে মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া রত্নকরণ্ডকের উপর রাখিয়া হাত ধুইবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহে ছিল একটি পোষা ক্রৌঞ্চ পাখি। সে রক্তে গন্ধ পাইয়া মাংস মনে করিয়া স্থবিরের সম্মুখেই ঐ মণিরত্ন গিলিয়া ফেলিল। মণিকার আসিয়া মণি না দেখিয়া 'মণি কে লইয়াছে' বলিয়া ভার্যা ও পুত্র-কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা 'আমরা লই নাই' বলিলে চিন্তা করিলেন নিশ্চয়ই এই স্থবির লইয়াছেন' এবং ভার্যার সহিত মন্ত্রণা করিলেন—'মণি নিশ্চয়ই এই স্থবিরই লইয়াছেন'। ভার্যা বলিল—'স্বামিন, এইরূপ বলিবেন না, এতকাল ধরিয়া আমরা স্থবিরের কোন দোষ ইতিপূর্বে দেখি নাই। তিনি মণি লইতে পারেন না।' মণিকার স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এইখানে যে মণিরত্নটি ছিল সেটা কি আপনি লইয়াছেন?'

'না উপাসক, আমি লই নাই।'

'ভন্তে, এখানে তো আর কেহ ছিল না, আপনিই লইয়াছেন, আমাকে মণিরত্ন দিন।'

স্থবির তখন দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে তিনি মণিরত্ন গ্রহণ করেন নাই। তখন মণিকার আবার ভার্যাকে বলিলেন—'স্থবিরই মণিরত্ন লইয়াছেন। তাঁহাকে পীড়ন করিয়া কথা আদায় করিব।'

ভার্যা—'স্বামিন, এইভাবে আমাদের বিনষ্টের কারণ হইবেন না। বরং আমরা রাজার দাসত্ব করিব, তথাপি স্থবিরকে এইরূপ বলিবেন না।'

স্বামী—'আমরা সকলে দাসত্ব করিলেও মণিরত্নের মূল্য শোধ করা যাইবে

http://kalpataruboi.org

না।' এই বলিয়া রজ্জু দ্বারা স্থবিরের গলায় ফাঁস লাগাইয়া দণ্ডদ্বারা মস্তকে প্রহার করিলেন। স্থবিরের মাথা, কান এবং নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, অক্ষিযুগল যেন কোটর হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তিনি ভূপতিত হইলেন। সেই ক্রৌঞ্চ রক্তের গন্ধ পাইয়া আবার রক্ত পান করিল। মণিকার স্থবিরের উপর উৎপন্ন ক্রোধবেগে 'তুমি কি করিতেছ' বলিয়া পদাঘাত করিয়া দূরে ক্ষেপণ করিলেন। সে এক প্রহারেই মরিয়া উপুড় হইয়া থাকিল।

স্থবির তাহাকে দেখিয়া—'উপাসক, আমার মাথার বাঁধন শিথিল করিয়া এই ক্রৌঞ্চকে দেখুন মৃত না জীবিত?' তখন তাঁহাকে মণিকার বলিলেন—'ইহার মত তুমিও মরিবে।'

'উপাসক, এই ক্রৌঞ্চই আপনার মণিরত্ন গিলিয়া খাইয়াছে। যদি ইহা না মরিত, তাহা হইলে আমি মরিলেও আপনি মণিরত্ন পাইতেন না।' (ইহা শুনিয়া) মণিকার তৎক্ষণাৎ ক্রৌঞ্চের উদর বিদীর্ণ করিয়া মণিরত্ন লাভ করিয়া কম্পমান ও উদ্বিগ্ন চিত্তে স্থবিরের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন, না জানিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি।'

'উপাসক, আপনারও দোষ নহে, আমারও দোষ নহে। সংসারবর্তেরই দোষ, আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।'

'ভন্তে, যদি আমাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্বের ন্যায় এখানে থাকিয়াই আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।'

'উপাসক, এখন হইতে আমি আর কখনও অন্যের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না। গৃহাভ্যন্তরেই প্রবেশের এই দোষ। এখন হইতে আমার পদযুগল আমাকে যেখানেই লইয়া যাউক না কেন, গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াই ভিক্ষা গ্রহণ করিব' বলিয়া ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিয়া এই গাথা বলিলেন—

'মুনির জন্য আহার প্রস্তুত আছে, কিছু এখানে কিছু সেখানে, এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে। আমি পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিব, আমার তো জঙ্ঘার বল আছে।' এই কথা বলিয়া স্থবির প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ পরিনিবৃত হইলেন। ক্রৌঞ্চ মণিকারের ভার্যার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিল। মণিকার কালগত হইয়া নরকে উৎপন্ন হইলেন। মণিকারের ভার্যা স্থবিরের প্রতি কল্যাণচিত্ততার জন্য মৃত্যুর পরে দেবলোকে উৎপন্ন হইল। ভিক্ষুগণ শাস্তাকে তাহাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে কেহ কেহ মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়, কোন কোন পাপকারী নরকে উৎপন্ন হয়, কল্যাণকারীরা দেবলোকে উৎপন্ন হয়, আর যাহারা অনাস্রব তাহারা পরিনির্বাণ লাভ করে' বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'কেহ কেহ (পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করে, পাপকারিগণ নরকে গমন করে, পুণ্যকারিগণ স্বর্গে গমন করে এবং

http://kalpataruboi.org

অনাস্রবগণ (অর্থাৎ বিষয়বাসনাহীন ব্যক্তিগণ) পরিনির্বাণ লাভ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৬

অন্বয় : এখানে 'গর্ভ' বলিতে মনুষ্যগর্ভকে বুঝাইয়াছে। অন্যান্য সবকিছুর ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা নাই। অর্থ ভাষাতেই পরিস্ফুট। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মণিকার-কুলোকপগ তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

তিন প্রকার ব্যক্তিদের উপাখ্যান—১১

১২. ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স,
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদোসো যত্থট্‌ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা।...১২৭

অনুবাদ : কি আকাশে, কি সমুদ্রমধ্যে, কি পর্বতগুহায়—জগতে এমন স্থান নেই যেখানে প্রবেশ করলে পাপকাজের ফলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

অন্বয় : ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স (অন্তরীক্ষ, সমুদ্রমধ্য কিংবা পর্বতবিবর যেখানেই প্রবেশ কর না কেন) জগতি সো পদেসো ন বিজ্জতি (জগতে এমন কোন প্রদেশ বা স্থান বিদ্যমান নেই) যত্থট্‌ঠিতো (যেখানে স্থিত থাকলে) পাপকম্মা মুঞ্চেয্য (পাপকর্ম মোচন করা যায়)।

'না অন্তরীক্ষে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তিন প্রকার ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহুসংখ্যক ভিক্ষু শাস্তাকে দর্শন করিতে আসিবার সময় এক গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিরা তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিয়া আসনশালায় বসাইয়া যাগু খাদ্যাদি দিয়া পিণ্ডপাতবেলা না আসা পর্যন্ত বসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতেছিলেন। সেই মুহূর্তে ভাত পক্ক করিয়া সূপ-ব্যঞ্জনাদিকে তৈল-মশলাদি দ্বারা সাঁতলানর সময় এক মহিলাকে ভাজন হইতে অগ্নিজ্বালা উঠিয়া ঘরের ছাদে আগুন ধরিয়া গেল। তাহা হইতে একগুচ্ছ অগ্নিদগ্ধাবস্থায় আকাশে উঠিল। তখন আকাশপথে গমনরত একটি কাক সেই জ্বলন্ত খড়ের গুচ্ছে গলা আটকাইয়া দগ্ধাবস্থায় গ্রামের মাঝখানে পতিত হইল। ভিক্ষুগণ তাহা দেখিয়া—'অহো, কি ভয়ঙ্কর! বন্ধুগণ, দেখুন কাকটির কী দূরবস্থা হইয়াছে। এই কাক পূর্বজন্মে কী করিয়াছে শাস্তা ব্যতীত কে-ই বা বলিতে পারেন। চলুন যাই, শাস্তাকে ইহার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অন্য আর একদল ভিক্ষু শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের নৌকা সমুদ্রে অচল হইয়া গেল। যাত্রীরা 'নিশ্চয়ই

http://kalpataruboi.org

নৌকায় কোন কালকর্ণি আছে' বলিয়া শলাকা চালনা করিল। নাবিকের অল্পবয়স্কা এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল নৌকাতে। শলাকা যাইয়া তাহাকে স্পর্শ করিল। 'শলাকা পুনরায় চালনা করুন' বলিয়া পরপর তিনবার চালনা করা হইল এবং তিনবারই সেই নারীকে স্পর্শ করিল। যাত্রীগণ 'কি মহাশয়! বলিয়া নাবিকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নাবিক বলিল—'একজনের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ যাইবে তাহা হইতে পারে না, ইহাকে জলে ফেলিয়া দাও।' তাহাকে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিবার সময় সে মরণভয়ভীত হইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে উঠিল। ইহা শুনিয়া নাবিক বলিল—'ইহার আভরণগুলি নষ্ট হইবে কেন, সেগুলি খুলিয়া লইয়া সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরাইয়া জলে ফেলিয়া দাও। আর আমি তাহাকে জলে ভাসিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারিব না, অতএব যাহাতে আমি না দেখিতে পাই একটি বালুকাপূর্ণ কলসী তাহার গলায় বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।' তাহারা তাহাই করিল। পতিত স্থানে মৎস্য কচ্ছপেরা তাহাকে খাইয়া ফেলিল। ভিক্ষুগণ এই দৃশ্য দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'শাস্তা ব্যতীত কে এই নারীর পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কথা জানিবে। চলুন যাই, আমরা শাস্তাকে তাহার পূর্বজন্মের কথা জিজ্ঞাসা করিব' তারপর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অন্য সাতজন ভিক্ষু শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্য যাইবার সময় সন্ধ্যাকালে একটি বিহারে প্রবেশ করিয়া বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। একটি প্রস্তর নির্মিত প্রকোষ্ঠে সাতটি মঞ্চ (খাট) ছিল। তাঁহারা তাহা লাভ করিয়া শয়ন করিলে রাত্রিবেলায় কূটাগার প্রমাণ পাষাণ গড়াইয়া আসিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আবাসিক ভিক্ষুগণ—'আমরা আগন্তুক ভিক্ষুগণকে এই প্রস্তর প্রকোষ্ঠে থাকিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বিশাল পাষাণখণ্ড আসিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছে, চলুন আমরা ঐ পাষাণখণ্ডকে অপসারিত করিব' বলিয়া সাতটি গ্রামের লোকদের একত্রিত করিয়া চেষ্টা করিয়াও পাষাণখণ্ডকে অপসারিত করিতে পারিলেন না। অন্তে প্রবিষ্ট ভিক্ষুগণও আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও এক সপ্তাহ ধরিয়া পাষাণখণ্ডকে অপসারিত করা সম্ভব হয় নাই। আগন্তুক ভিক্ষুগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মহাদুঃখ অনুভব করিলেন। সপ্তম দিবসে পাষাণখণ্ডটি নিজে নিজেই পুনরাবর্তিত হইয়া অপগত হইল। ভিক্ষুগণ বাহির হইয়া 'কোন পাপের ফলে আমরা এই দুঃখ ভোগ করিলাম, তাহা শাস্তা ব্যতীত আর কে-ই বা বলিতে পারিবেন। চলুন যাই, আমরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব।' এই চিন্তা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্বের দুই দল ভিক্ষুর সহিত (যাঁহারা শাস্তার নিকট যাইতেছিলেন) পথিমধ্যে মিলিত হইয়া সকলে একত্রেই শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিয়া, শাস্তার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ দৃষ্ট, অনুভূত কর্মের কথা আনুপূর্বিকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শাস্তাও আনুপূর্বিকভাবে তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। 'হে ভিক্ষুগণ, সেই কাক নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। অতীতকালে বারাণসীতে এক

http://kalpataruboi.org

কৃষক নিজের একটি গরুকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না। সেই গরুটি কিছুদূর যাইয়া শুইয়া পড়ে। মারিয়া তুলিলেও সে কিছুদূর যাইয়া আবার শুইয়া পড়ে। সে শত চেষ্টা করিয়াও উহাকে দমাইতে না পারিয়া ক্রোধাভিভূত হইয়া 'এখন হইতে তুমি সুখেই শুইয়া থাকিবে' বলিয়া পলালপিণ্ড করিয়া তদদ্বারা উহার গ্রীবাদেশ মোড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দিল। গরুটি দগ্ধ হইয়া সেখানেই মরিয়া গেল। হে ভিক্ষুগণ, তখন কাক সেই পাপকর্ম করিয়াছিল। সে তাহার ফলস্বরূপ অনেককাল নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে সাতবার কাকযোনিতে জন্ম লইয়া এক প্রকারে আকাশে দগ্ধ হইয়াই মরিয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, সেই স্ত্রীলোকটিও নিজের কৃতকর্মেরই ফলভোগ করিয়াছে। সে অতীতে বারাণসীতে একজন গৃহপতির ভার্যা ছিল জল আনা, ধানভাঙা, মশলাদি কোটা, রান্নাবান্না সমস্ত গৃহস্থালির কাজ নিজের হাতেই করিত। তাহার একটি কুকুর ছিল যে বসিয়া বসিয়া ঐ স্ত্রীলোকের সমস্ত কাজকর্ম দেখিত। ক্ষেতে ভাত লইয়া যাইবার সময়, কাঠ-পাতা আহরণের জন্য অরণ্যে যাইবার সময় সে তাহার সঙ্গে যাইত। একদিন তরুণ বালকেরা তাহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল—'ওহে, শুনক লুব্ধক তাহার শুনক লইয়া বাহির হইয়াছে, অদ্য আমরা কিছু মাংস খাইতে পাইব।' সে তাহাদের কথায় লজ্জিত হইয়া তাহার কুকুরকে ঢিল, লাঠি দ্বারা তাড়াইয়া দিলে সে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাকে অনুসরণ করে। সে এখন হইতে পূর্বে তৃতীয় জন্মে তাহার ভর্তা ছিল। কাজেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। অনাদি সংসারে এমন কেহ নাই যে কোন না কোন সময়ে কাহারও পতি বা পত্নী হয় নাই। নিকটবর্তী জন্মের স্নেহ আরও প্রগাঢ় হয়। সেইজন্য সেই কুকুর তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না। একদিন সেই স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর জন্য ক্ষেতে যাগু লইয়া যাইবার সময় কোলের কাছে একটি দড়ি লুকাইয়া লইয়া গেল। কুকুরটি তাহার সঙ্গেই গেল। সে স্বামীকে যাগু দিয়া একটি শূন্য কলসী লইয়া একটি জলাশয়ের নিকট যাইয়া কলসীতে বালুকা পূর্ণ করিয়া নিকটে অবলোকনরত কুকুরটিকে কাছে ডাকিল। কুকুরটি 'বহুকাল পরে আজ মধুরবাক্য শুনিলাম' বলিয়া লেজ নাড়াইতে নাড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার গলা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রজ্জুর একপাশ দিয়া কলসী বাঁধিয়া এবং অন্যপাশ দিয়া কুকুরের গলা বাঁধিয়া কলসীটি জলের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। রজ্জুর টানে কুকুরটিও জলে পড়িয়া গেল। বালুকাপূর্ণ কলসী জলে ডুবিয়া গেলে কুকুরটিও জলে ডুবিয়া মারা গেল। সেই কর্মের বিপাকে সেই নারী বহুকাল নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে একশত জন্মে বালুকাকলসী গলায় বাঁধিয়া জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও নিজেদের কর্মই ভোগ করিয়াছ। অতীতে বারাণসীতে সাতজন গোপালক ছেলে একটি অটবিপ্রদেশে সপ্তাহ ধরিয়া গাভী চড়াইয়া একদিন গাভী চড়াইয়া ফিরিবার সময় একটি বৃহৎ গোসাপ দেখিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিল। গোসাপটি পলাইয়া একটি বল্মীকে প্রবেশ করিল। সেই

http://kalpataruboi.org

বল্মীকের সাতটি মুখ ছিল। ছেলেরা—'এখন আর ধরিতে পারিব না আগামীকল্য আসিয়া ধরিব' বলিয়া সাতজনের প্রত্যেকে ডালপালা ভাঙ্গিয়া বল্মীকের সাতটি মুখে গুঁজিয়া ইহার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দিল। পরের দিন তাহারা গোসাপটির কথা ভুলিয়াই গেল।

অন্যস্থানে গাভীদের চড়াইয়া সপ্তম দিবসে গাভীদের লইয়া ফিরিবার সময় সেই বল্মীকটিকে দেখিয়া তাহাদের স্মৃতি জাগ্রত হইল। তাহারা ভাবিল—'জানি না সেই গোসাপের এখন কি অবস্থা!' বলিয়া নিজ নিজ বন্ধ করা ছিদ্রগুলি খুলিয়া ফেলিল। গোসাপটি অস্থিচর্মসার হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জীবনকে তুচ্ছ করিয়া বল্মীক হইতে বাহিরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া তাহাদের করুণা হইল—'ইহাকে মারিও না। সাতদিন অনাহারে ছিল' বলিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া 'তুমি নির্ভয়ে চলিয়া যাও' বলিয়া তাহাকে বিসর্জন করিল। গোসাপটিকে হত্যা না করার ফলে তাহাদের নরকে পৌঁছিতে হয় নাই। সেই সাতজন একত্রে চৌদ্দ জন্মে সাতদিন সাতদিন করিয়া অনাহারে ছিল। হে ভিক্ষুগণ, তোমরাই সাতজন গোপালক হইয়া সেই পাপকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে। এইভাবে শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তখন একজন ভিক্ষু শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, পাপকর্ম করিয়া আকাশে উড়িয়া, সমুদ্রে ডুবিয়া বা পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপকর্ম হইতে মুক্তি পাইতে পারে কি?' শাস্তা—'হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তাহাই, আকাশাদিতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে যাইয়া পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইতে পারে' বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত বিবরে, জগতে এমন কোন স্থান বর্তমান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে পাপকর্মের ফল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৭

অন্বয় : যদি কোন ব্যক্তি 'এই উপায়ে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইব' ভাবিয়া অন্তরীক্ষে বসিয়া থাকে, চতুরাশীতি যোজন সহস্র গভীর মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, পর্বতকন্দরে অবস্থান করে, তথাপি সে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পূর্বাদি দিকসমূহে জগতে যত প্রদেশ আছে, পৃথিবীতে যত স্থান আছে কোথাও কেশাগ্রমাত্র অবকাশ নাই যেখানে অবস্থান করিয়া পাপকর্ম হইতে মুক্তি পাইতে পারে ইত্যাদি।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপস্থিত বিশাল জনতার নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল।

তিন প্রকার ব্যক্তিদের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের উপাখ্যান—১২

১৩. ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স,
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো যত্থট্‌ঠিতো নপ্পসহেথ পাপকম্মা। ১২৮

অনুবাদ : আকাশে, সমুদ্রে, কি পর্বতকন্দরে—পৃথিবীতে এমন জায়গা নেই যেখানে অবস্থান করলে মৃত্যু স্পর্শ করবে না।

অন্বয় : ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স (অন্তরীক্ষ, সমুদ্রমধ্য কিংবা পর্বতগুহা যেখানেই প্রবেশ কর না কেন) জগতি সো পদেসো ন বিজ্জতি যত্থট্‌ঠিতং (জগতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে অবস্থান করলে) মুচ্চুন পসহে (মৃত্যু আক্রমণ করে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (১২৭-২৮) যতক্ষণ না আসক্তি দূর হচ্ছে ততক্ষণ কর্ম করলে মানুষকে তার ফলভাগী হইতে হবে। সৎকাজের ফল যেমন আনে মঙ্গল অসৎ কাজের পরিণাম তেমনি অমঙ্গল। এইভাবে সদসৎ কাজের দ্বারা মানুষ নিজেই নির্মাণ করছে নিজের সুখ বা দুঃখময় ভবিষ্যত যার হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। পাপকর্মের প্রেরণা আসে মানুষের অশুভ বুদ্ধির থেকে। কাজেই পাপকর্মের অনুষ্ঠানের সময় মানুষের শুভবুদ্ধির বিলোপ ঘটে। পরে হয়তো মানুষ ভীত হয়, অনুতপ্ত হয় কিন্তু পাপের মূল্য তাকে দিতেই হয়; আর মূল্য প্রায়ই শোধ করতে হয় জীবন দিয়ে। এক শোচনীয় মৃত্যু পাপকর্মার মাথার উদ্যত বজ্রের মত অমোঘভাবে নেমে আসে। তার হাত থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই—তা সে জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে যেখানেই পালাক না কেন।

'ন অন্তরীক্ষে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ন্যগ্রোধারামে অবস্থানকালে সুপ্রবুদ্ধ শাক্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

'আমার কন্যাকে ত্যাগ করিয়া তিনি অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং আমার পুত্রকে প্রব্রজিত করিয়া তাহার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন' এই দুইটি কারণে সুপ্রবুদ্ধ শাক্য শাস্তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া একদিন 'এখন আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ স্থানে যাইয়া ভোজন করিতে দিব না' বলিয়া বুদ্ধের গমনমার্গ বন্ধ করিয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া সুরাপান করিতে লাগিলেন। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে 'শাস্তা আসিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে জানানো হইল। তিনি বলিলেন—'তাঁহাকে আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে বল। তিনি তো বয়সে আমা অপেক্ষা বড় নহেন। আমি তাঁহাকে যাইতে দিব না।' বারবার বলা সত্ত্বেও সেইভাবেই বলিয়া বসিয়া থাকিলেন। শাস্তা মাতুলের নিকট হইতে রাস্তা না পাইয়া সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও এক চর পুরুষকে পাঠাইলেন—'যাও, তাঁহার কথা শুনিয়া আইস।' শাস্তাও ফিরিয়া যাইবার সময় মৃদু হাসিলে আনন্দ স্থবিরের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলেন—'ভন্তে, এই মৃদু হাসির কারণ কি?' শাস্তা বলিলেন—'আনন্দ সুপ্রবুদ্ধকে দেখিতেছ ত?' হ্যাঁ, ভন্তে, দেখিতেছি।'

http://kalpataruboi.org

'তিনি অন্যায় করিয়াছেন। আমার মত বুদ্ধের গমনমার্গ বন্ধ করিয়াছেন। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে নিজের প্রাসাদের নীচে সোপান পাদমূলে তাঁহার পাতাল প্রবেশ হইবে।' চর পুরুষ সেই কথা শুনিয়া সুপ্রবুদ্ধের নিকট যাইয়া—'আমার ভাগিনা ফিরিয়া যাইতে যাইতে কি বলিলেন?' জিজ্ঞাসিত হইলে চরপুরুষ যাহা শুনিয়াছিল সব বলিল। তিনি তাহার কথা শুনিয়া—'এখন আমার ভাগিনার কথায় দোষ নাই। তিনি যাহা বলেন নিশ্চয়ই তাহা হয়। তাহা হইলেও এখন আমি প্রমাণ করিব যে তিনি মিথ্যাবাদী। তিনি আমার 'সপ্তম দিবসে পৃথিবীতে প্রবেশ করিবেন' এই কথা না বলিয়া 'প্রাসাদের নীচে সোপান পাদমূলে পৃথিবীতে প্রবেশ করিবেন' বলিয়াছেন। এখন হইতে আমি ঐস্থানেই যাইব না, অতএব সেইস্থানে আমার পৃথিবী প্রবেশ না হইলে তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার উপভোগ্য যাবতীয় কিছু সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরে তোলাইয়া সোপান সরাইয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করাইয়া এক একটি দ্বারে দুইজন করিয়া মল্ল রাখিয়া—'যদি আমি প্রমাদবশত নীচে নামিতে ইচ্ছা করি, আমাকে বাধা দিবে' বলিয়া সপ্তম প্রাসাদতলে শ্রীগর্ভে অবস্থান করিলেন। শাস্তা সেই ব্যাপার জানিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, সুপ্রবুদ্ধ শুধু প্রাসাদতলে কেন, আকাশে উঠিয়া আকাশেই অবস্থান করুন, নৌকায় সমুদ্র মধ্যে চলিয়া যাউন, পর্বত বিবরে প্রবেশ করুন, বুদ্ধগণের কথা দুই হয় না। আমি যাহা বলিয়াছি সেখানেই তাঁহার পাতাল প্রবেশ হইবে' এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিংবা পর্বত বিবরে জগতে এমন কোন স্থান বিদ্যমান নাই যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৮

অন্বয় : 'যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করে না' অর্থাৎ যে প্রদেশে অবস্থান করিলে মৃত্যু স্পর্শ করিবে না, মৃত্যু অভিভূত করিবে না, কেশাগ্রমাত্র স্থানও পৃথিবীতে নাই। [অবশিষ্ট পূর্ব শ্লোকের ব্যাপার ন্যায়] দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শাস্তার ভিক্ষাচরণমার্গ অবরোধ করার সপ্তম দিবসে প্রাসাদের নীচে সুপ্রবুদ্ধের মঙ্গল অশ্ব উদ্দাম হইয়া প্রাসাদের বিভিন্ন ভিত্তিতে প্রহার করিল। সুপ্রবুদ্ধ উপরে অবস্থান করিয়াই তাহার শব্দ শুনিয়া 'কী ব্যাপার' জিজ্ঞাসা করিলেন। 'মঙ্গল অশ্ব উদ্দাম হইয়াছে।' সেই অশ্বটি আবার একমাত্র সুপ্রবুদ্ধকে দেখিলেই শান্ত হয়। তখন তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি আসন হইতে উঠিয়া দ্বারাভিমুখ হইলেন, দরজাগুলি নিজে নিজেই খুলিয়া গেল, সোপান একই স্থানে স্থিত হইল। দ্বারে অবস্থানকারী মল্লগণ তাঁহাকে গলা ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। এইভাবে সাতটি তলায় দ্বারসমূহ আপনাপনি খুলিয়া গেল, সোপানসমূহ যথাস্থানে স্থিত হইল। প্রত্যেকটি তলা হইতে মল্লগণ তাঁহাকে গলা ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। প্রাসাদের নীচে সোপানপাদমূলে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র

Kalpataru Boi.PDF

http://kalpataruboi.org

মহাপৃথিবী উন্মুক্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল, তিনি যাইয়া অবীচিতে উৎপন্ন হইলেন।

সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের উপাখ্যান সমাপ্ত
পাপবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

১০. দণ্ডবর্গ

১. ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান—১

১. সব্বে তসন্তি দন্ডস্স সব্বে ভাযন্তি মচ্চুনো,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।...১২৯

অনুবাদ : দণ্ড আর মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। তাই অপরকে নিজের মত ভেবে (সঙ্গে তুলনা করে) কাউকে আঘাত করবে না বা হত্যা করবে না।

অন্বয় : সব্বে দন্ডস্স ভসন্তি (সবাই দণ্ড থেকে ত্রাস পায়) সব্বে মচ্চুনো ভাযন্তি (সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে)। অত্তানং উপমং কত্বা (আত্মার বা নিজের সঙ্গে তুলনা করে) ন হনেয্য ন ঘাতযে (কাকেও হত্যা করবে না বা হত্যা করাবে না)।

'সকলেই দণ্ডকে ভয় করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় সপ্তদশবর্ষীয় ভিক্ষুগণ নিজেদের শয়নাসনের ব্যবস্থা করিলে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ আসিয়া বলিল—'তোমরা বাহির হও, আমরা বয়োবৃদ্ধ, এই শয়নাসন আমাদেরই প্রাপ্য।' কিন্তু তাহারা 'না আমরা দিব না, কারণ আমরাই প্রথমে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছি' বলিলে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহাদের প্রহার করিল। সপ্তদর্শবর্গীয় ভিক্ষুগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই শব্দ শুনিয়া শাস্তা 'ইহা কি' জিজ্ঞাসা করিলে 'এই বিষয়ে, ভন্তে' বলিলে শাস্তা 'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে কোন ভিক্ষু এইরূপ করিবে না, যে করিবে সে এই আপত্তিদুষ্ট হইবে' হইবে বলিয়া প্রহারদান শিক্ষাপদ (পাচিত্তিয় ৪৪৯) প্রজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু 'যেমন আমি, তেমন অন্যেরাও দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুকে ভয় করে' ইহা জানিয়া অন্যকে প্রহার করিবে না, হত্যা করিবে না' ইহা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনা করাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, সকলে মৃত্যুকে ভয় করে। অতএব সকলকে নিজের ন্যায় মনে করিয়া কাহাকেও স্বয়ং হত্যা করিবে না বা হত্যার কারণ হইবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১২৯

অন্বয় : 'সকলেই ভয় করে' অর্থাৎ সমস্ত সত্ত্বগণ নিজের উপর দণ্ড পতিত হইলে সেই দণ্ডকে ভয় করে। 'মৃত্যুর' অর্থাৎ মৃত্যুকেও ভয় করে। এই দেশনার ব্যঞ্জন নিরবশেষ, শুধু অর্থই সবিশেষ। যেমন রাজা 'সকলে সম্মিলিত হউক' বলিয়া ভেরীবাদন করাইলেও রাজমহামাত্যগণ বাদে অন্যান্যরা সম্মিলিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এখানে 'সকলেই ভয় করে' ইহা উক্ত হইলেও হস্ত্যাজানেয়,

http://kalpataruboi.org

অশ্বাজানেয়, বৃষভাজানেয় এবং ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) ব্যতিরেকে সকলেই দণ্ডকে ভয় করে ইহা জানিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে আবার ক্ষীণাস্রবগণ সৎকায়দৃষ্টি প্রহানের কারণে মরণকসত্ত্বকে না দেখিয়া ভয় করেন না, অন্য তিনজন সৎকায়দৃষ্টির বলবত্তার কারণে নিজের প্রতিপক্ষভূত সত্ত্বকে না দেখিয়া ভয় করে না। 'হত্যা করিবে না, হত্যা করাইবে না' অর্থাৎ যেমন আমি তদ্রূপ অন্যান্য সত্ত্বগণ ইহা মনে করিয়া অন্যকে প্রহার করিবে না বা কাহারও দ্বারা প্রহার করাইবে না এই অর্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

২. ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের উপাখ্যান—২

২. সব্বে তসন্তি দন্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিযং,
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতযে।...১৩০

অনুবাদ : দণ্ডকে সকলেই ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়। তাই সকলকে নিজের মত দেখে কাউকে আঘাত করবে না বা হত্যা করবে না।

অন্বয় : সব্বে দন্ডস্স তসন্তি (সকলেই দণ্ড থেকে ত্রাস পায়) জীবিতং সব্বেসং পিযং (জীবন সকলেরই প্রিয়)। অত্তানং উপমং কত্বা (নিজের সঙ্গে তুলনা করে) ন হনেয্য ন ঘাতযে (কাকেও হত্যা করবে না বা হত্যা করাবে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : (১২৯-৩০) সমস্ত প্রাণীই সুখে আনন্দিত, দুঃখে কাতর, জীবনে আসক্ত, মৃত্যুতে ভীত। এই সহজ লক্ষণগুলি সকলকে বেঁধেছে এক সাধারণ সূত্রে। তাই 'জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম শুধু মানুষ জাতি নয়' সে অখিল প্রাণ, সুখে দুঃখে যে এক। কিন্তু দুর্জয় ক্রোধ যখন জীবের জ্ঞান কেড়ে নেয়, তখন সব ভুলে তারা নৃশংস হানাহানিতে মত্ত হয়—মারে, মরে। অনন্ত মানুষের মনে এই বোধটুকু প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যে অনুভূতিতে আমরা সবাই সমান। কোন আঘাত নিজেকে যতখানি বাজে অপরকেও ততখানিই বাজে। এই উপলব্ধিতে সকল প্রাণীকেই নিজের মত দেখে যিনি উদ্যত মুষ্টিকে সম্বরণ করতে পারেন তিনিই মানুষ, তিনিই প্রকৃত পরম যোগী।

'সকলেই ভয় করে' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

ঘটনার সূত্রপাত পূর্বের উপাখ্যানের ন্যায়, যে উদ্দেশ্যে শাস্তা পূর্বের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের পূর্ববৎ প্রহার করিলে তাহারা উর্দ্ধবাহু হইয়া চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল। শাস্তা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে কোন ভিক্ষু এইরূপ করিবে না। যে করিবে সে আপত্তিদুষ্ট হইবে' বলিয়া

http://kalpataruboi.org

'তলসত্তিক শিক্ষাপদ' (পাচিত্তিয়, ৪৫৪) প্রজ্ঞাপিত করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যেক ভিক্ষুর জানা উচিত 'যেমন আমি তেমন অন্যান্য সকল সত্ত্বগণ। আমি যেমন দণ্ডকে ভয় করি তদ্রূপ সকলেই ভয় করে। যেমন আমার জীবন প্রিয়, তদ্রূপ সকলেরই জীবন প্রিয়' ইহা জানিয়া অন্যকে প্রহার করিবে না, বা প্রহার করাইবে না।' ইহা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

'সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়; (অতএব) নিজের ন্যায় মনে করিয়া কাহাকেও হত্যা করিবে না বা হত্যা করাইবে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩০

অন্বয় : 'সকলেরই জীবন প্রিয়' ইহার অর্থ ক্ষীণস্রব (অর্হৎ) ব্যতিরেকে সমস্ত সত্ত্বগণের নিকট জীবন প্রিয়, মধুর। ক্ষীণস্রব (অর্হৎ) জীবনে বা মরণে উপেক্ষকই থাকেন। অবশিষ্ট পূর্ব উপাখ্যানের ন্যায়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান সমাপ্ত

সম্বহুল কুমারকের উপাখ্যান—৩

৩. সুখকামানি ভূতানি যো দন্ডেন বিহিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।
৪. সুখকামানি ভূতানি যো দন্ডেন হিংসতি,
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো লভতে সুখং।...১৩১-১৩২

অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য সুখাকাঙ্ক্ষী অন্য জীবকে যে দণ্ড দিয়ে হিংসা করে, পরকালে সে কখনও সুখ পায় না। নিজের সুখ প্রাপ্তির আশায় যে সুখান্বেষী অন্য জীবকে দণ্ড দিয়ে হিংসা করে না, পরলোকে তার সুখ লাভ হয়।

অন্বয় : অত্তনো সুখম্ এসানো (আত্মসুখ অন্বেষণ করে) যো সুখকামানি ভূতানি দন্ডেন বিহিংসতি (যে সুখাকাঙ্ক্ষী জীবগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে) সো পচ্চে সুখং ন লভতে (সে পরকালে সুখ লাভ করে না)। অত্তনো সুখম্ এসানো যো সুখকামানি ভূতানি দন্ডেন ন হিংসতি (নিজের সুখ অন্বেষণ করে যে অন্য সুখাকাঙ্ক্ষী প্রাণীগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে না) সো পেচ্চ লভতে (সে পরকালে সুখলাভ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জগতে কে না সুখ চায়? সুখের সন্ধানে সবাই ঘুরছে। নিজের সুখের আশায় স্বার্থপরতা মানুষকে এমন অন্ধ করে ফেলে যে তখন তার চোখে অন্যের চিন্তা প্রায়ই সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। তখন অপরের অনেক দুঃখের মূল্যে নিজের সামান্যতম সুখ সংগ্রহ করতে মানুষ দ্বিধা করে না। কিন্তু ঐ সুখের মূল্য যে তাকে এক সময় পরিশোধ করতে হবে সে কথা সে মনে রাখে কই! তা

http://kalpataruboi.org

হলে সে অন্যকে নিজের আসনে বসিয়ে বিচার করত, জানত যে অপরের প্রতি সহৃদয়তার মধ্য দিয়ে যা পাওয়া যায় তাই প্রকৃত পাওয়া। হিংসার সাহায্যে জোর করে কেড়ে নেওয়া হল নিষ্ঠুরতা, যার পরিণাম শুধুই দুঃখ।

'সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনেক কুমারদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় শাস্তা শ্রাবস্তীতে পিণ্ডপাতের জন্য গমনকালে পথিমধ্যে কিছু বালক একটি বাস্তুসাপকে দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওহে বালকগণ, তোমরা এ কি করিতেছ?' 'ভন্তে, আমরা দণ্ডদ্বারা অহিকে প্রহার করিতেছি।' 'কিন্তু কেন?'

'ভন্তে, দংশন করিতে পারে এই ভয়ে।'

'তোমরা নিজের সুখাভিলাষী হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে সুখ লাভে বঞ্চিত হইবে। নিজের সুখাভিলাষী কখনও অন্যকে প্রহার করিবে না।' এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'যে আত্মসুখাভিলাষী হইয়া সুখকামী জীবগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে, সে পরলোকে কোন প্রকার সুখ পায় না।'

'যে আত্মসুখাভিলাষী হইয়া সুখকামী জীবগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে না, সে পরলোকে সুখ লাভ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩১-১৩২

অন্বয় : 'যে দণ্ডের দ্বারা' অর্থাৎ যে ব্যক্তি দণ্ড বা লোষ্ট্রাদি দ্বারা হিংসা করে, উত্যক্ত করে। 'পরলোকে সে সুখ লাভ করে না' অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পরলোকে মনুষ্যসুখ বা দিব্যসুখ বা পরমার্থভূত নির্বাণসুখ লাভ করে না। দ্বিতীয় গাথায় 'পরলোকে সে সুখ লাভ করে' অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পরলোকে উক্ত প্রকার ত্রিবিধ সুখ লাভ করে—ইহাই অর্থ। দেশনাবসানে সেই পঞ্চশত কুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সম্বহুল কুমারকের উপাখ্যান সমাপ্ত

কোণ্ডধান স্থবিরের উপাখ্যান—৪

৫. মা'বোচ ফরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয্যু তং,
দুক্খা হি সারম্ভকথা পটিদন্ডা ফুসেয্যু তং।
৬. সচে নেরেসি অত্তানং কংসো উপহতো যথা,
এস পত্তো'সি নিব্বাণং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি।...১৩৩-১৩৪

অনুবাদ : কাউকে কর্কশ কথা বলো না, কারণ কর্কশ কথার প্রত্যুত্তর কর্কশই হবে। ক্রুদ্ধবাক্য মাত্রেই দুঃখদায়ক, আর তার প্রত্যাঘাত বক্তাকেই এসে লাগে। ভগ্ন কাঁসারের মত যদি নিজেকে নীরব রাখতে পার, তবেই নির্বাণ তোমার অধিগত হবে। তখন তোমাতে ক্রোধের অস্তিত্ব থাকবে না।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : কঞ্চি ফরুসং মা চো (কাকেও পরুষবাক্য বলো না), বুত্তা তং পটিবদেয্যু (সেরূপ কথা বললে তারও প্রতিবচন হবে)। সারম্ভকথা (সংরম্ভবাক্য, ক্রুদ্ধবাক্য) হি (মাত্রই) দুক্খা (দুঃখজনক) পটিদন্ডা (প্রতিদণ্ড) তং ফুসেয্যুং (তাকে স্পর্শ করবে)। উপহতো কংসো যথা (ভগ্ন কাঁসরের নায়) অত্তানং স চে নেরেসি (যদি নিজেকে জীরব রাখতে পার) এসো নিব্বানং পত্তোঁসি (তবেই তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত হবে), সারম্ভো তো ন বিজ্জতি (তখন ক্রোধ আর তোমার থাকবে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অপরকে আঘাত করবার সব থেকে বড় অস্ত্র বোধ হয় মানুষের জিহ্বা। সাধারণ অস্ত্রের আঘাত লাগে দেহে। তা যদি মারাত্মক না হয় তবে এক সময় ক্ষত শুকিয়ে যায়। কিন্তু পরুষবাক্য আঘাত লাগে মনে। তার ক্ষত সারাজীবনেও শুকায় না। কটুকথার উত্তর কখনও মিষ্ট হয় না, কটুই হয়। প্রত্যুত্তর হয় আরো কটু। এভাবে তিক্ততা বেড়েই চলে, আঘাতে প্রত্যাঘাতে ক্রোধচিহ্ন উত্তরোত্তর উদ্দীপ্ত হয়ে দগ্ধ করে উভয়কেই। তাই প্রগল্‌ভ রসনার থেকে বড় শত্রু মানুষের বোধ হয় আর নেই। ঐ জিহ্বাকে যিনি বশ করতে পেরেছেন, বাক্যে যিনি সংযত, ক্রোধও তাঁর কাছে পরাভূত। এমন সাধু ব্যক্তি আত্মিক উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে জীবনের চরম লক্ষ্য নির্বাণও তাঁর হস্তগত বলা যায়।

'কাহাকেও কর্কশ কথা বলিবে না' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোণ্ডধান স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

কোণ্ডধান স্থবিরের প্রব্রজ্যার দিন হইতেই নাকি একটি স্ত্রীরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করে। স্থবির তাহাকে দেখিতে পান না, কিন্তু অন্যান্য লোকেরা দেখিতে পায়। তিনি যখন গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করেন লোকেরা একটি ভিক্ষা দিয়া বলিত—'ভন্তে, এইটা আপনার জন্য এবং এইটা আপনার সহায়িকার জন্য' বলিয়া দ্বিতীয় ভিক্ষা দিত।

তাঁহার পূর্বকর্ম কি ছিল? কাশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধের সময়ে দুইজন সহায়ক ভিক্ষু একই মাতার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় খুবই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন। দীর্ঘায়ুকে বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুগণ প্রতি বৎসর প্রতি ছয় মাস অন্তর উপোসথের জন্য একত্রিত হইতেন। সুতরাং তাঁহারাও 'আমরাও উপোসথাগারে যাইব' বলিয়া বাসস্থান হইতে বাহির হইলেন। তাবতিংস ভবনে উৎপন্ন এক দেবতা তাঁহাদের দেখিয়া—'এই ভিক্ষুগণ খুবই মিলিয়া মিশিয়া থাকেন, ইহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় কিভাবে?' প্রমাদবশত এইরূপ চিন্তা করিতে না করিতে ঐ ভিক্ষুদের মধ্যে একজন বলিল—'আবুসো, একটু অপেক্ষা কর। আমি শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া আসি।' তখন সেই দেবতা মনুষ্য স্ত্রীর বেশ ধারণ করিয়া স্থবিরের সঙ্গে গাছের আড়ালে প্রবেশ করিল এবং ফিরিয়া আসিবার সময় এক হাতে কেশকলাপ এবং অন্য হাতে পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করিতে করিতে সেই স্থবিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসিল। স্থবির কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু

http://kalpataruboi.org

তাঁহার জন্য অপেক্ষামান সহায়ক ভিক্ষু ফিরিয়া তাকাইতেই ঐ স্ত্রীবেশী দেবতাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। যখন বুঝিল যে সহায়ক ভিক্ষু তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে তখন সেই দেবতা অন্তর্ধান করিল। সহায়ক ভিক্ষু বন্ধুকে কাছে আসিলে বলিলেন—'আবুসো, তুমি শীলভ্রষ্ট হইয়াছ।'

'না আবুসো, আমার এইরূপ হয় নাই।'

'আমি এখনই দেখিলাম এক তরুণী এইরকম করিতে করিতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে। তথাপি তুমি বলিতেছ তোমার কোন শীলবিপত্তি ঘটে নাই, ব্যাপার কি?' তাঁহার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে তিনি বলিলেন—'আবুসো, আমার সর্বনাশ করিও না, আমার এইরূপ কোন কিছু হয় নাই।' সহায়ক ভিক্ষু বলিলেন—'এই কথা বলিয়া দণ্ডকের চোখে দেখিলাম, তোমার কথায় বিশ্বাস করিব কেন? এই কথা বলিয়া দণ্ডকের ন্যায় ভিন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন এবং উপোসথাগারেও 'আমি ইহার সহিত উপোসথ করিব না' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। সহায়ক ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুদের বলিলেন—'ভন্তে, আমার অণুমাত্রও শীলবিপত্তি ঘটে নাই।' অন্যজন বলিলেন—'আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি।' দুই সহায়ক একে অন্যের সহিত উপোসথকর্ম করিতেছেন না দেখিয়া সেই দেবতা 'আমি খুব অন্যায় কাজ করিয়াছি' ভাবিয়া বলিল—'ভন্তে, আমাদের আর্য ভদন্তের কোন শীলবিপত্তি হয় নাই, আমিই পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছি। ভন্তে, আপনি তাঁহার সহিত উপোসথ করুন।' আকাশে স্থিত দেবতার কথায় বিশ্বাস করিয়া সহায়ক ভিক্ষু নিজ সহায়কের সহিত উপোসথ করিলেন, কিন্তু পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হইতে পারিলেন না। ইহাই দেবতার পূর্বকর্ম।

আয়ুশেষে সেই সহায়ক ভিক্ষুদ্বয় যথাসুখে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। দেবতা অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তরকাল নরকে পক্ক হইয়া বর্তমান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। যেদিন তিনি প্রব্রজিত হইয়াছেন সেইদিন হইতে সেই স্ত্রীরূপ তদ্রূপ প্রতিভাত হইত। সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল কোণ্ডধান স্থবির। তাঁহাকে সেইভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন—'হে মহাশ্রেষ্ঠী, এই দুঃশীল ভিক্ষুকে আপনার বিহার হইতে বাহির করিয়া দিন। ইহার কারণে অন্যান্য ভিক্ষুদেরও দুর্নাম হইতে পারে।' 'ভন্তে, শাস্তা কি বিহারে নাই?' 'হ্যাঁ উপাসক আছেন।' 'ভন্তে, তাহা হইলে শাস্তাই যথাকর্তব্য করিবেন।' ভিক্ষুগণ যাইয়া বিশাখাকেও তদ্রূপ বলিলেন। তিনিও তাঁহাদের ঐকথা বলিয়াই বিদায় দিলেন।

ভিক্ষুগণ উপাসক এবং উপাসিকার কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া রাজাকে জানাইলেন—'মহারাজ, কোণ্ডধান ভিক্ষু একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করাতে সকলেরই বদনাম হইতেছে। আপনি তাহাকে আপনার রাজ্য হইতে

http://kalpataruboi.org

বহিষ্কার করিয়া দিন।'

'ভন্তে, সেই ভিক্ষু এখন কোথায়?' 'মহারাজ, বিহারেই আছে।' 'কোন শয়নাসনে অবস্থান করেন?' 'ঐ শয়নাসনে।' 'তাহা হইলে আপনারা যান, আমি নিজেই তাহাকে ধরিব।' রাজা সায়াহ্ন সময়ে বিহারে যাইয়া ঐ ভিক্ষুর শয়নাসনের চতুর্দিকে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং স্থবিরের বাসস্থানাভিমুখে গেলেন। স্থবির কোলাহল শুনিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা দেখিলেন যে সেই স্ত্রীরূপ ভিক্ষুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। স্থবির রাজার আগমনের কথা জানিয়া পুনরায় বিহারে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। রাজা স্থবিরকে বন্দনা করিলেন না এবং সেই স্ত্রীরূপকেও আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি দ্বারান্তরে, খাটের নীচে কোথাও সেই স্ত্রীরূপকে না দেখিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, এই স্থানে আমি একটি স্ত্রীরূপ দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায় গেল?' 'মহারাজ, আমি ত দেখি নাই।' 'এখনই আমি দেখিয়াছি আপনার পেছনে দাঁড়াইয়াছিল।' 'না, আমি ত দেখিনি!' রাজা চিন্তা করিলেন—'ব্যাপারটা কি?' তারপর বলিলেন—'ভন্তে, আপনি এইস্থান হইতে বাহির হউন।' স্থবির বাহিরে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই স্ত্রীরূপ আবার তাঁহার পেছনে দণ্ডায়মান অবস্থায় দৃষ্ট হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিলেন। রাজাকে আসিতে দেখিয়া স্থবির আবার উপবেশন করিলেন। [সেই স্ত্রীরূপ অদৃশ্য হইল] রাজা কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া পুনরায় স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, ঐ স্ত্রীরূপ কোথায় গেল?' 'মহারাজ, আমি ত দেখি নাই।' 'ভন্তে, কি বলিতেছেন, এইমাত্র ত আমি আপনার পেছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।' 'হ্যাঁ মহারাজ, লোকেরাও বলে যে আমার পেছনে পেছনে একটি স্ত্রীরূপ বিচরণ করে। কিন্তু আমি কখনও দেখি নাই।' রাজা 'কোন প্রতিরূপকে (মায়ামূর্তি) হইতে পারে' মনে করিয়া পুনরায় স্থবিরকে বলিলেন—'ভন্তে, আপনি আবার নীচে নামুন।' স্থবির তাহাই করিলেন। তখন সেই স্ত্রীরূপ আবার তাঁহার পশ্চাতে দৃষ্ট হইল। দেখিয়া রাজা উপরে উঠিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় তিনি স্থবিরকে তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি দেখি নাই।' রাজা তখন স্থির নিশ্চিত হইলেন যে ইহা মায়ামূর্তি মাত্র। তিনি তখন স্থবিরকে বলিলেন—'ভন্তে, এইরূপ পাপমূর্তি আপনার পেছনে পেছনে গেলে কেহই আপনাকে ভিক্ষা দিবে না। আপনি প্রত্যহ আমার গৃহেই আসিবেন। আমিই চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা নিত্য আপনার সেবা করিব?' এইভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষুরা রাজার নিন্দা করিয়া বলিলেন—'আবুসো, দেখুন। রাজার অন্যায় কাজ। তিনি এই ভিক্ষুকে বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া আসিয়া চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।' সেই ভিক্ষুকেও বলিলেন—'ওহে দুঃশীল, তুমি এখন রাজকোণ্ড হইয়াছ!' সেই ভিক্ষুও পূর্বে ইহাদের কিছুই বলিতে

http://kalpataruboi.org

পারিতেন না। এখন বলিলেন—'তোমরাই দুঃশীল, তোমরাই কোণ্ড। তোমরাই নারী লইয়া বিচরণ কর।' তাঁহারা যাইয়া শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, আমরা কোণ্ডধান ভিক্ষুকে দুঃশীল বলাতে তিনি আমাদেরই দুঃশীল বলিয়া গালি দিতেছেন।' শাস্তা তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু, সত্যই কি এইরূপ বলিয়াছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে, তাহা সত্য।' 'কেন?' 'যেহেতু আমাকে বলিয়াছে!' 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুকে কেন এইরূপ বলিয়াছ?' 'ভন্তে, ইহার পেছনে পেছনে একজন স্ত্রীলোক ঘোরে। তাই বলিয়াছি।' 'ইহারা তোমার পেছনে পেছনে স্ত্রীরূপকে ঘুরিতে দেখিয়া বলিয়াছে, তুমি কেন বলিয়াছ? ইহারা দেখিয়াই বলিয়াছে। তুমি না দেখিয়াও ইহাদের কেন এইরূপ বলিয়াছ। তোমার পূর্বজন্মের পাপদৃষ্টির ফলেই এই মায়ামূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে, এখন আমার কেন পাপদৃষ্টির আশ্রয় লইতেছ?' ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, পূর্বজন্মে ইনি কি করিয়াছিলেন?' তখন শাস্তা তাহার পূর্ব জীবনের বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষু, এইরূপ পাপকর্মের ফলেই তোমার এই দশা। এখন তুমি আর ঐরূপ পাপকাজ করিও না। ভিক্ষুদের সঙ্গে তুমি আর কিছু বলিবে না। তুমি নীরব হইয়া যাও, মুখপ্রদেশে ভগ্ন কংস থালার ন্যায় নিঃশব্দ হইয়া যাও। এইভাবে নির্বাণপ্রাপ্তও হওয়া যায়।' এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

'কাহাকেও কর্কশবাক্য বলিও না; যাহাকে কর্কশবাক্য বলিবে, সে তোমাকে পুনরায় কর্কশবাক্য বলিবে। ক্রোধপূর্ণ (প্রত্যুত্তর) বাক্য দুঃখদায়ক (জানিবে)। দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে।

'ভগ্ন কাঁসা যেমন নিঃশব্দ হইয়া যায়, তুমিও তদ্রূপ নিশ্চুপ হইয়া যাও। বৃথা বাক্যব্যয় করিও না। তাহা হইলে তুমি বুঝিবে তুমি নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছ। কাহারও সহিত তোমার কোন বিরোধ নাই।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩৩-১৩৪

অন্বয় : 'কাহাকেও কর্কশবাক্য বলিও না' অর্থাৎ কাহাকেও কোন ব্যক্তিকেই কর্কশ কথা বলিবে না। 'উক্ত' অর্থাৎ কাহাকেও দুঃশীল বলিলে সেও পরে তদ্রূপ বলিতে পারে। 'ক্রোধপূর্ণ বাক্য' অর্থাৎ ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিহিংসামূলক কথা দুঃখজনক। 'প্রতিদণ্ড' অর্থাৎ কায়দণ্ডাদির দ্বারা অন্যকে প্রহার করিলে তাদৃশ প্রতিদণ্ড তোমার মস্তকেই পতিত হইবে। 'যদি নিজেকে নীরব করিতে পার অর্থাৎ যদি নিজেকে নীরব করিতে সক্ষম হও। 'উপহত কংসের ন্যায়' অর্থাৎ মুখের দিকে ছিন্ন করিয়া তলদেশ মাত্র রক্ষিত কংসথালার ন্যায়। ইহা হস্তের দ্বারা পাদের দ্বারা, দণ্ডের দ্বারা প্রহৃত হইলেও শব্দ করে না। 'ইহা প্রাপ্ত হইয়াছ' অর্থাৎ যদি এইরূপ হইতে সক্ষম হও। এই প্রতিপদা পূর্ণকারী এখন অপ্রাপ্ত হইলেও ইহারই নাম নির্বাণপ্রাপ্তি। 'তোমার কোন বিরোধ থাকিবে না' অর্থাৎ এইরূপ হইলে 'তুমি দুঃশীল, তোমরা দুঃশীল' ইত্যাদি উত্তরকরণবাক লক্ষণযুক্ত বিরোধও তোমার থাকিবে না, ইহাই অর্থ।

http://kalpataruboi.org

দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোণ্ডধান স্থবিরও শাস্তা কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বন করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অচিরেই আকাশে উদ্‌গমন করিয়া প্রথম শলাকা গ্রহণ করিলেন।

কোণ্ডধান স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

উপোসথিক স্ত্রীগণের উপাখ্যান—৫

৭. যথা দন্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং,
এবং জরা চ মচ্চু চ অযুং পচেন্তি পাণিনং।...১৩৫

অনুবাদ : রাখাল যেমন দণ্ডের দ্বারা তাড়না করে গরুর পালকে গোষ্ঠে নিয়ে যায়, জরা আর মৃত্যুও তেমনি প্রাণীর আয়ুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মরণের দিকে।

অন্বয় : যথা গোপালো (যেরূপ গোপাল) দন্ডেন গাবো গোচরং পাচেতি (দণ্ড দ্বারা গরু গোচারণে তাড়িয়ে নিয়ে যায়) এবং জরা চ মচ্চু চ পাণিনং অযুং পাচেন্তি (সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ুকে তাড়না করছে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এই সংসার প্রাণীদের এক অস্থায়ী আবাস মাত্র। মৃত্যুরূপী মহাকাল রাখালের মত দণ্ডপাণি হয়ে অবিরাম তাদের তাড়না করে নিয়ে যাচ্ছে অন্তিম গোষ্ঠভূমি মরণের দিকে। তাকে উপেক্ষা করে এক মুহূর্তও কারো থেমে থাকবার উপায় নেই। সহায়, সম্পদ, বল সবই তার কাছে নিষ্ফল, অর্থহীন। এই যখন জীবনের পরিণতি, তখন তুচ্ছ ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপাত পরিশ্রমের, কষ্ট স্বীকারের কোন মূল্যই নেই।

'যেমন দণ্ডের দ্বারা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পুব্বারামে অবস্থানকালে বিশাখাদি উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে এক মহা-উপোসথ দিবসে পঞ্চশত নারী উপোসথিক হইয়া বিহারে গিয়াছিলেন। বিশাখা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বয়োবৃদ্ধা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাত, কি উদ্দেশ্যে আপনারা উপোসথিক হইয়াছেন?' তাঁহারা 'দিব্যসম্পত্তি লাভের ইচ্ছা করিয়া' এই কথা বলিলে, যাঁহারা মধ্যমবয়স্কা তাঁহাদের একই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা 'সপত্নীগণের সহিত সহবাস হইতে মুক্তির ইচ্ছায়' এই কথা বলিলে, যাঁহারা অল্পবয়স্কা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা 'আমাদের প্রথম সন্তান যেন পুত্র হয় এই কামনায়' এই কথা বলিলে, যাঁহারা কুমারী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা 'অল্পবয়সেই যেন পতিকুলে যাইতে পারি এই প্রার্থনা করিয়া' এই কথা বলিলে, বিশাখা তাঁহাদের সকলের বিভিন্ন মনোরথের কথা জানিয়া তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শাস্তাকে জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—

http://kalpataruboi.org

'হে বিশাখে, সত্ত্বগণের সুখ প্রভৃতি দণ্ডহস্তকগোপালক সদৃশ। জন্ম জরার দিকে, জরা ব্যাধির দিকে, ব্যাধি মৃত্যুর দিকে প্রেরণ করে। মৃত্যু কুঠারের দ্বারা ছেদনবৎ জীবনকে ছেদন করে। এতৎসত্ত্বেও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে অব্যাহতি কামনা করে না, বরং পুনঃপুন জন্মই কামনা করিয়া থাকে।' এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'যেমন গোপাল গরুদিগকে যষ্টিদ্বারা তাড়না করিয়া গোচারণ ভূমিতে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু জীবনকে (আয়ুকে) তাড়না করিয়া মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩৫

অন্বয় : 'তাড়না করিয়া লইয়া যায়' অর্থাৎ দক্ষ গোপাল যেমন কেদারে (ক্ষেত্রে=শস্যক্ষেত্রে) প্রবেশোন্মুখ গরুদিগকে দণ্ডের দ্বারা নিবারিত করিয়া সেই দণ্ডের দ্বারাই তাড়না করিয়া সুলভ তৃণোদক গোচরে লইয়া যায়। 'আয়ুকে তাড়না করে' অর্থাৎ জীবিতেন্দ্রিয়কে (প্রাণকে) ছেদন করে, বিনষ্ট করে। এই গোপালকের ন্যায় হইতেছে জরা এবং মৃত্যু। গরুগণের ন্যায় হইতেছে জীবিতেন্দ্রিয় (প্রাণ), গোচরভূমির ন্যায় হইতেছে মৃত্যু। জন্ম সত্ত্বগণের জীবিতেন্দ্রিয়কে জরার দিকে লইয়া যায়, জরা ব্যাধির দিকে, ব্যাধি মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। এই মৃত্যুই কুঠার দ্বারা ছেদনের ন্যায় জীবনকে ছেদন করিতে করিতে যায়—এই উপমাই এখানে অভিপ্রেত। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন।

উপোসথিক স্ত্রীগণের উপাখ্যান সমাপ্ত

অজগর প্রেতের উপাখ্যান—৬

৮. অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি,
সে হি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্‌গিদড্‌ঢো'ব তপ্পতি।...১৩৬

অনুবাদ : নির্বোধ ব্যক্তি পাপকাজ করবার সময় (তার ফল কি হবে তা) বুঝতে পারে না। যে মন্দবুদ্ধি সে নিজের কর্মের ফলেই (অবিরত) অগ্নিদগ্ধ হবার মত যন্ত্রণা ভোগ করে।

অন্বয় : অথ বালো পাপানি কম্মানি করং ন বুজ্ঝতি (নির্বোধ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে তখন তা বুঝতে পারে না)। দুম্মেধো সেহি কম্মেহি (দুর্মেধা ব্যক্তি স্বকর্ম দ্বারা) অগ্‌গিদড্‌ঢো ইব তপ্পতি (অগ্নিদগ্ধের ন্যায় তপ্ত হয় অর্থাৎ যন্ত্রণা ভোগ করে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কোন কাজের কি পরিণাম তা বুঝতে পারে না সেই প্রকৃত মূর্খ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে শুধু প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সে কাজ করে যায়। কিন্তু বুঝেই করুক আর না বুঝেই করুক কর্মফল তো তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। তাই ক্রোধ বা হিংসার বশে দুষ্কর্ম করে অজ্ঞান মানুষ অনন্ত দুঃখের ফলভাগী হয়।

http://kalpataruboi.org

'পাপ কর্ম করিয়া' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে অজগর প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির লক্ষণ স্থবিরের সহিত গৃধ্রকূট হইতে অবতরণকালে তাঁহার দিব্যচক্ষুর দ্বারা পঞ্চবিংশতি যোজনিক অজগর প্রেতকে দেখিয়াছিলেন। ইহার মস্তক হইতে অগ্নিজ্বালা উত্থিত হইয়া শরীরের অন্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, শরীরের অন্তভাগ হইতে (অগ্নিজ্বালা) উত্থিত হইয়া মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং শরীরের উভয় পার্শ্ব হইতে (অগ্নিজ্বালা) উত্থিত হইয়া মধ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্থবির ইহা দেখিয়া স্মিতহাসি হাসিলেন। লক্ষণ স্থবির তাঁহার স্মিত হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহামৌদ্গল্যায়ন—'আবুসো, এই প্রশ্নের উত্তরদানের ইহা সময় নহে। শাস্তার নিকট গেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও' এই কথা বলিয়া রাজগৃহে পিণ্ডপাত সমাপ্ত করিয়া শাস্তার নিকট যাইবার সময় লক্ষণ স্থবির পুনরায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে স্থবির বলিলেন—'আবুসো, সেখানে আমি এইরূপ একটি প্রেতকে দেখিয়াছি যাহার শরীরপ্রমাণ এইরকম এইরকম। আমি ইহাকে দেখিয়া 'আমি ইতিপূর্বে এইরূপ প্রেত দেখি নাই' বলিয়া স্মিত হাসি হাসিয়াছিলাম।' শাস্তা 'হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবকগণ এইরূপ চক্ষুষ্মান' ইত্যাদি বলিতে বলিতে মৌদ্গল্যায়নের কথাকে স্বীকৃতি দিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, আমিও বোধিমণ্ডপেই ঈদৃশ প্রেত দর্শন করিয়াছি। কিন্তু যাহারা আমার কথাকে অবিশ্বাস করিবে তাহাদের মহাপাপ হইবে মনে করিয়া পূর্বে প্রকাশ করি নাই। এখন মৌদ্গল্যায়নকে সাক্ষী পাইয়া বলিতেছি। ভিক্ষুগণ ঐ প্রেতের পূর্বজন্মকথা জানিতে চাহিলে শাস্তা বলিলেন—

অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সুমঙ্গল শ্রেষ্ঠী স্বর্ণময় ইষ্টক ভূমিতে বিছাইয়া বিংশতি উসভ (১ উসভ=১৪০ হাত) পরিমিত স্থান অধিগ্রহণ করিয়া (উক্ত পরিমাণ স্থান ক্রয় করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছিল), তদনুরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া বিহার নির্মাণ করাইলেন এবং তদনুরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া বিহারে মহোৎসব করাইয়াছিলেন। তিনি একদিন প্রাতেই শাস্তার নিকট যাইবার সময় নগরদ্বারে একটি অতিথিশালায় আপাদমস্তক কাষায়বস্ত্র আবৃত করিয়া কললম্রক্ষিত পায়ে শায়িত এক চোরকে দেখিয়া বলিলেন—'এই ব্যক্তি কললম্রক্ষিত পায়ে রাত্রে বিচরণ করিয়া দিনের বেলায় সুপ্ত হইয়াছে মনে হইতেছে।' চোর মুখ খুলিয়া শ্রেষ্ঠীকে দেখিয়া 'দাঁড়াও তোমাকে কি করিতে হয় আমি জানি' এই বলিয়া শ্রেষ্ঠীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সাতবার তাঁহার শস্যক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিল, সাতবার ব্রজে গরুদের বা কাটিয়া দিল, সাতবার গৃহে আগুন দিল—এইভাবে সে নিজের কোপ সংবরণ করিতে না পারিয়া শ্রেষ্ঠীর এক সেবকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া জানিয়া লইল 'শ্রেষ্ঠীর প্রিয়তম বস্তু কি?' সে বলিল 'গন্ধকুটি ব্যতিরেকে তাঁহার প্রিয়তম কিছু নাই।' ইহা শুনিয়া চোর 'গন্ধকুটি দগ্ধ করিয়া আমার ক্রোধ নির্বাপিত করিব' বলিয়া শাস্তা ভিক্ষায় বাহির হইলে সে গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া জলের পাত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া দিল এবং গন্ধকুটিতে আগুন লাগাইয়া দিল। শ্রেষ্ঠী 'গন্ধকুটি পুড়িয়া

http://kalpataruboi.org

যাইতেছে' শুনিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন গন্ধকুটি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধীভূত গন্ধকুটিকে দেখিয়াও শ্রেষ্ঠী বিন্দুমাত্রও দৌর্মনস্য উৎপাদন না করিয়া খুব জোড়ে হাততালি দিলেন। যাহারা তাঁহার কাছে ছিল তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—'প্রভু, এত অর্থ ব্যয় করিয়া কৃত গন্ধকুটি দগ্ধীভূত হইলেও আপনি হাততালি দিতেছেন?' তিনি বলিলেন—'আমি মনে করি অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা আমার এত ধন অসাধারণ বুদ্ধশাসনে সুনিহিত হইয়াছে। আমি আবার এত ধন ত্যাগ করিয়া শাস্তার জন্য গন্ধকুটি নির্মাণ করিতে সমর্থ হইব—এই ভাবিয়া আনন্দে হাততালি দিয়াছি।' তিনি পুনরায় সেই পরিমাণ ধন দিয়া গন্ধকুটি নির্মাণ করাইয়া বিংশতি সহস্র ভিক্ষু পরিবার সমন্বিত শাস্তাকে দান করিলেন। ইহা দেখিয়া সেই চোর ভাবিল—'ইহাকে না মারিয়া চুপ করাইতে পারিব না। অতএব ইহাকে মারিবই।' ইহা ভাবিয়া (পরিধেয়) বস্ত্রাভ্যন্তরে ছুরিকা বাঁধিয়া সাতদিন যাবত বিহারে বিচরণ করিয়াও সুযোগ পাইল না। মহাশ্রেষ্ঠীও সাতদিন ধরিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, এক ব্যক্তি সাতবার আমার শস্যক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিয়াছে, সাতবার ব্রজে গরুদের পা কাটিয়া দিয়াছে, সাতবার গৃহে আগুন লাগইয়াছে, এখন মনে হয় গন্ধকুটিও সেই ব্যক্তিই পোড়াইয়া দিয়াছে। অতএব আমি এই দানের প্রথম পুণ্যানিশংস তাহাকেই দিতেছি।'

ইহা শুনিয়া চোর 'আমি খুব অন্যায় কাজ করিয়াছি। অপরাধী আমার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও কোপ করেন নাই, বরং তিনি তাঁহার দানের প্রথম আনিশংস আমাকেই দিতেছেন। আমি ইহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার কত অনর্থ ঘটাইয়াছি। এইরূপ মহাপুরুষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলে আমার মস্তক দেবদণ্ড পতিত হইবে।' ইহা চিন্তা করিয়া সে শ্রেষ্ঠীর পাদমূলে লুটাইয়া 'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।' 'কেন কি হইয়াছে?' 'প্রভু, আমি এইরূপ অন্যায় কাজ করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন শ্রেষ্ঠী তাহাকে বলিলেন—'তুমিই আমার এই এই ক্ষতি করিয়াছ?' 'হ্যাঁ প্রভু, আমিই করিয়াছি।' 'আমি ত তোমাকে কখনও দেখি নাই। তুমি কেন ক্রোধবশত আমার এত ক্ষতি করিলে?' চোর তখন শ্রেষ্ঠীকে সেইদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল যেদিন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় তিনি এই এই কথা বলিয়াছিলেন। 'প্রভু, এই কারণেই আপনার প্রতি আমার ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল।' শ্রেষ্ঠীও নিজের সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ বাবা, আমি বলিয়াছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' চোর ক্ষমা করিলে তিনি বলিলেন—'বাবা, উঠ, আমিও তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যাইতে পার।' 'প্রভু, যদি ক্ষমাই করেন, তাহা হইলে সপুত্রভার্যা আমাকে আপনার গৃহে দাস করুন।' 'বাবা, তোমাকে আমি সামান্য ঐ কথা বলাতে তুমি আমার মহা ক্ষতি করিয়াছ, তোমাকে আমার গৃহে রাখিলে তোমার সঙ্গে ত আমি কোন কথাই বলিতে পারিব না। অতএব আমার গৃহে তোমার

http://kalpataruboi.org

থাকিবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। বাবা, তুমি চলিয়া যাও।' চোর তাহার সেই দুষ্কর্মের জন্য আয়ুশেষে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকাল নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে এই গৃধ্রকূট পর্বতে (অজগর প্রেত হইয়া) পক্ক হইতেছে।

শাস্তা এইভাবে তাহার পূর্বকর্মের কথা ব্যক্ত করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, পাপীগণ পাপ করাকালে বুঝিতে পারে না, পরে নিজের কর্মের দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিজেই নিজের দাবাগ্নি সদৃশ হয়' এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

'মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে, তখন তাহা বুঝিতে পারে না; দুর্মেধ ব্যক্তি নিজ কর্মদ্বারা (নরকগামী হইয়া) অগ্নিতে দগ্ধ হইবার ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩৬

অন্বয় : 'পাপকর্মসমূহ' অর্থাৎ কেবলমাত্র 'বাল' ক্রোধবশে পাপ করে তাহা নহে, পাপ করাকালে বুঝিতেও পারে না। পাপ করাকালে 'পাপ করিতেছি' ইহা বুঝিতে পারে না যে তাহা নহে। 'এই কর্মের এইরূপ বিপাক হইতে পারে' ইহা জানে না বলিয়াই বলা হইয়াছে 'বুঝিতে পারে না।' 'নিজ কর্মের দ্বারা' অর্থাৎ সে নিজের সেই সকল 'কর্মের দ্বারা' 'দুর্মেধ নিষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হইয়া 'অগ্নিতে দগ্ধ হইবার ন্যায়' যন্ত্রণা ভোগ করে—ইহাই সরলার্থ। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অজগর প্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান—৭

৯. যো দন্ডেন অদন্ডেসু অপ্পদুট্ঠেসু দুস্সতি,
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।

১০. বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনং,
গরুকং বা'পি আবাধং চিত্তক্খেপং'ব পাপুণে।

১১. রাজতো বা উপসুসগ্গং অব্ভক্খানং'ব দারুণং,
পরিক্খযং'ব ঞাতীনং, ভোগানং'ব পভঙ্গুরং।

১২. অথব'স্স অগারাণি অগ্গি ডহতি পাবকো,
কাযস্স ভেদা দুপ্পঞ্ঞো নিরযং সো'প্পজ্জতি।...১৩৭-৪০

অনুবাদ : নিরস্ত্র এবং নির্দোষ ব্যক্তির উপর যে দণ্ড প্রয়োগ করে সে শীঘ্রই (ইহজন্মেই) দশরকম অবস্থার কোন একটিকে লাভ করে। সে তীব্র যন্ত্রণা, ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে, তার অঙ্গচ্ছেদন, কঠিন ব্যাধি বা চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, সে রাজদণ্ড, যশোহানি, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পদ নাশ হেতু দুঃখ পায় অথবা তার গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়। মৃত্যুর পর তার গতি হয় নরকে।

http://kalpataruboi.org

অন্বয় : যো অদন্ডেসু অপ্পদুট্‌ঠেসু দুস্‌সতি (যে অদণ্ডনীয় ও অপ্রদুষ্ট ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করে) [সো] দসন্নং অঞ্‌ঞতরং ঠানং (সে দশবিধ স্থানের অন্যতর স্থান) খিপ্পম্ এব নিগচ্ছতি (ক্ষিপ্র প্রবেশ করে)। ফরুসং (তীব্র, পরুষ) বেদনং (বেদনা) জানিং (হানি, ক্ষয়-ক্ষতি) সরীরস্‌স চ ভেদনং (শরীর ভঙ্গ, অঙ্গহানি), গরুকং আবাধং (কঠিন ব্যাধি) বাপি চিত্তক্‌খেপং (অথবা চিত্তবিক্ষেপ) রাজতো উপস্‌সগ্‌গং বা (রাজা থেকে উপসর্গ বা রাজরোষ), দারুণং অব্‌ভক্‌খানং বা (দারুণ অপবাদ), ঞাতীনং পরিক্‌খযং বা (জ্ঞাতিক্ষয়), ভোগানং পভঙ্গুরং পাপুণে (ভোগ অর্থাৎ সম্পদ নাশ প্রাপ্ত হয়)। অথবা অস্‌স (অথবা এর) অগারানি পাবকো অগ্‌গি ডহতি (গৃহসকল পাবক অগ্নিদাহ করে); দুপ্পঞ্‌ঞো সো (সেই দুষ্প্রজ্ঞ, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) কাযস্‌স ভেদা (দেহাবসানে) নিরযং উপ্পজ্জতি (নরক প্রাপ্ত হয়)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অর্থের লোভেই হোক কি অন্য যে কোন কারণেই হোক, নিরপরাধ, নিরস্ত্র ব্যক্তিকে শস্ত্রপাণি হয়ে আক্রমণ ও হত্যা করার মধ্যে যে হীনতা আর লজ্জাকর কাপুরুষতা আছে তার প্রতিবিধানে কোন শাস্তিই বোধ হয় যথেষ্ট নয়। সর্বজনীন ধিক্কার তো তার অবশ্যই প্রাপ্য।

'যে দণ্ডের দ্বারা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় তীর্থিকগণ সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিল—'আবুসো, তোমরা জান কি কেন শ্রমণ গৌতমের লাভসৎকার মহা হইয়া উৎপন্ন হয়?' 'হ্যাঁ জানি, মহামৌদ্‌গল্যায়ন নামক ভিক্ষুর জন্যই উৎপন্ন হয়। তিনি দেবলোকে যাইয়া দেবতাদের কৃতকর্মের এইরূপ সম্পত্তি লাভ করা যায়। আবার নরকে যাইয়া তাহাদের কৃতকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া মনুষ্যদের বলেন—এইরূপ কর্ম করিলে এইরূপ দুঃখ পাইতে হয়। মনুষ্যগণ তাঁহার কথা শুনিয়া মহা লাভসৎকার প্রদান করে। যদি আমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত লাভসৎকার আমাদেরই প্রাপ্য হইবে।' তাহারা 'একটি উপায় আছে' বলিয়া সকলেই সহমত হইয়া 'যে কোন উপায়ে হউক তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে' এই সিদ্ধান্ত লইয়া নিজ নিজ ভক্তদের প্ররোচিত করিয়া এক সহস্র কার্ষাপণ সংগৃহীত করিয়া মনুষ্যঘাতকর্ম করিয়া বিচরণশীল চোরদের ডাকিয়া এক সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিল—'মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির এ কালশিলায় থাকেন, তাঁহাকে হত্যা কর।' চোরেরা অর্থলোভে ঐ কাজের দায়িত্ব লইয়া 'স্থবিরকে হত্যা করিব' বলিয়া তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। স্থবির ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া (ছদ্মবেশে) দরজার চাবির ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইলেন। চোরেরা ঐদিন স্থবিরকে না পাইয়া পুনরায় এক দিন তদ্রূপ করিল। স্থবির জানিতে পারিয়া কর্ণিকামণ্ডল (ঘরের ছাদে বরগাগুলি যেখানে মিলিত হইয়াছে) ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন। এইভাবে চোরেরা মাসের গোড়ার দিকে, মাসের মাঝামাঝি সময়ে চেষ্টা করিয়াও স্থবিরকে ধরিতে পারিল না। মাসের শেষে স্থবির (তাঁহার কোন এক

http://kalpataruboi.org

পূর্বজন্মে) কৃত পাপকর্মের ফলের কথা জানিয়া আর পলায়ন করিলেন না। চোরেরা আসিয়া স্থবিরকে ধরিয়া এমন প্রহার করিল যে স্থবিরের অস্থিসমূহ তণ্ডুলকণার ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তিনি 'মৃত' মনে করিয়া এক ঝোপে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

স্থবির 'শাস্তাকে দর্শন করিয়াই পরিনির্বাণ লাভ করিব' ভাবিয়া নিজের শরীরকে ধ্যানরজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া স্থির করিয়া আকাশপথে শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া 'ভন্তে, আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব' বলিলেন। 'মৌদ্গল্যায়ন, তুমি পরিনির্বাণ লাভ করিবে?' 'হ্যাঁ প্রভু।' 'কোথায় যাইয়া?' 'ভন্তে, কালশিলাপ্রদেশে'। 'তাহা হইলে, মৌদ্গল্যায়ন, আমাকে কিছু ধর্মকথা বলিয়া যাও। তোমার মত শ্রাবকের সহিত ত আমার আর দর্শন হইবে না।' তিনি 'ভন্তে, তাহাই করিব' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আকাশে উঠিয়া পরিনির্বাণ দিবসে সারিপুত্র যেরূপ করিয়াছিলেন তদ্রূপ নানাপ্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়া ধর্মভাষণ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া কালশিলারণ্যে যাইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। 'চোরেরা স্থবিরকে হত্যা করিয়াছে' এই কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হইল। রাজা অজাতশত্রু চোরদের ধরিবার জন্য চর নিযুক্ত করিলেন। চোরেরাও সুরাপানকালে মত্ত হইয়া একজন অন্যকে পিঠে আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল। সে গর্জন করিয়া বলিল—'ওহে, দুর্বিনীত, তুমি আমার পিঠে আঘাত করিলে কেন?' 'ওরে দুষ্টচোর, তুমি স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নকে প্রথমে প্রহার কর নাই?' 'আমি যে প্রহার করিয়াছি তুমি কি তাহা জান না?' এইভাবে তাহারা যখন 'আমি প্রহার করিয়াছি', বলিয়া বিবাদ করিতেছিল সেই কথা শুনিয়া চরপুরুষেরা সকল চোরকে বাঁধিয়া লইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা চোরদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরাই স্থবিরকে হত্যা করিয়াছ?' 'হ্যাঁ মহারাজ।' 'কে তোমাদের (হত্যার জন্য) নিযুক্ত করিয়াছিল।' 'মহারাজ দিগম্বর শ্রামণগণেরা।' রাজা পঞ্চশত দিগম্বর সাধুদের ধরিয়া পঞ্চশত চোরের সঙ্গে রাজাঙ্গণে নাভিপ্রমাণ গর্তে তাহাদের প্রোথিত করিয়া পলালপুঞ্জের দ্বারা ঢাকিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। তারপর তাহারা দগ্ধ হইয়াছে জানিয়া অয়লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করাইয়া সকলকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করাইলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন—'মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবির নিজের অনুরূপ মৃত্যুবরণ করেন নাই।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে?' 'এই বিষয়ে, ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গল্যায়ন এই জন্মের অনুরূপ মৃত্যুবরণ করে নাই ঠিকই, কিন্তু তাহার পূর্বজন্মে কৃত কর্মের কথা চিন্তা করিলে বলিতে হয় সে নিজের কর্মানুরূপ মৃত্যুই বরণ করিয়াছে।' 'ভন্তে, তাঁহার পুর্বজন্মে কৃত পাপকর্ম কি ছিল?' এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে শাস্তা বিস্তৃতভাবে বলিলেন—

অতীতে বারাণসীবাসি জনৈক কুলপুত্র স্বয়ং সমস্ত গৃহস্থালী কর্ম করিয়া (রন্ধনাদিসহ) মাতাপিতার সেবা করিত। তখন মাতাপিতা একদিন তাহাকে

http://kalpataruboi.org

বলিলেন—'বাবা, তুমি একাকী গৃহের কাজ, অরণ্যের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া থাক, তোমার জন্য আমরা একটি বউ আনিব।' সে বলিল—'মা এবং বাবা, আমার এইরূপ কোন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই। যতদিন আপনারা জীবিত থাকিবেন ততদিন আমিই স্বহস্তে আপনাদের সেবা করিব।' কিন্তু সে বারবার নিষেধ করিলেও তাহার মাতাপিতা তাহার জন্য একটি বধু লইয়া আসিলেন। সেই বধু অল্প কিছুদিন তাঁহাদের সেবা করিয়া পরে তাঁহাদের দর্শনেও অনীহা প্রকাশ করিয়া বলিল—'আমি তোমার মাতাপিতার সঙ্গে একত্রে বসবাস করিতে পারিব না' বলিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি কুলপুত্র তাহার কথায় কর্ণপাত না করিলে একদিন কুলপুত্র বাড়ির বাহিরে গেলে সেই স্ত্রী গোবর-মাটি, খড়কুটো যাগুফেন লইয়া ঘরের সর্বত্র ছড়াইল। কুলপুত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কী?' সে বলিল—'এই অন্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারই এই কাজ, সমস্ত ঘর নোংরা করিয়া থাকে, আমি ইহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারিব না।' এইভাবে সেই স্ত্রী বারবার তাহাকে উত্যক্ত করিলে তাঁহার মত পূর্ণপারমিতার ব্যক্তিও মাতাপিতা হইতে আলাদা হইয়া গেলেন। সে (স্ত্রীকে বলিল—)

'আমি তাঁহাদের যথোচিত ব্যবস্থা করিব' বলিয়া তাঁহাদের ভোজন করাইয়া বলিল—'মা, বাবা, অমুক স্থানে আত্মীয়রা আপনাদের আগমন প্রত্যাশা করিতেছে, সেখানে যাইব' বলিয়া তাঁহাদের যানে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইবার সময় বনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া বলিল—'পিত, আপনি এই গোযানের রজ্জু হাতে নিন, প্রতোদের ভয়ে গরুগুলি এমনিই যাইবে। এইস্থানে ডাকাতরা থাকে, আমি নামিতেছি' বলিয়া পিতার হস্তে রজ্জু দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে গলার স্বর পরিবর্তন করিয়া ডাকাতদের গর্জন শব্দ করিল। মাতাপিতা ঐ শব্দ শুনিয়া 'ডাকাত পড়িয়াছে' মনে করিয়া পুত্রকে বলিলেন—'বাবা, আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। (আমাদের মৃত্যু ভয় নাই)। তুমি নিজেকে রক্ষা কর।' সে মাতাপিতা করুণ স্বরে সেই কথা বলিলেও ডাকাতের গর্জন করিতে করিতে মাতাপিতাকে হত্যা করিয়া বনে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

ইহাই তাহার (মৌদ্‌গল্যায়নের) পূর্বকর্ম। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্‌গল্যায়ন এ পাপকর্মের ফলে অনেক শতসহস্র বৎসর নরকে পক্ক হইয়া বিপাকাবশেষে একশত জন্মে অনুরূপভাবে প্রহৃত ও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই প্রকারে মৌদ্‌গল্যায়ন নিজ কর্মানুরূপ মৃত্যুই লাভ করিয়াছে। পঞ্চশত ডাকাতের সঙ্গেই ঐ ফল লাভ করিয়াছে। যাহারা অপ্রদৃষ্টের প্রতি প্রদুষ্টচিত্ত হয় তাহারা দশ উপায়ে দুঃখ-দুর্দশা লাভ করে' এই কথা বলিয়া শাস্তা উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন—

'যে নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ডের দ্বারা উৎপীড়িত করে, সে শীঘ্রই দশবিধ গতির মধ্যে এক প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়—

http://kalpataruboi.org

'সে দারুণ 'দৈহিক যন্ত্রণা', 'ধ্বংস', 'অঙ্গহানি', 'কঠিন ব্যাধি' এবং 'উন্মত্ততা' প্রাপ্ত হয়—

'সে 'রাজদণ্ড' ও দারুণ 'অপবাদ', 'জ্ঞাতিক্ষয়' এবং 'ধনহানি' প্রাপ্ত হয়—'ইহার 'গৃহসকল অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়', 'দেহান্তে এই মূঢ় নরকে গমন করে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৩৭-১৪০

অন্বয় : 'নিরপরাধ ব্যক্তিসমূহে' অর্থাৎ কায়দণ্ডাদিরহিত ক্ষীণস্রবসমূহে। 'অপ্রদুষ্ট ব্যক্তিসমূহে' অর্থাৎ নিজ বা পরবিষয়ে যাহারা নিরপরাধ তাহাদিগেতে, 'দশবিধ গতির মধ্যে একটি' অর্থাৎ দশ প্রকার দুঃখের কারণের মধ্যে একটি কারণ। 'যাতনা' অর্থাৎ শিরোরোগাদিভেদে তীব্র যন্ত্রণা। 'ধ্বংস' অর্থাৎ কৃচ্ছ্রের দ্বারা অধিগত ধনের হানি। 'ছেদন' অর্থাৎ হস্তচ্ছেদাদি অঙ্গহানি। 'গুরুতর ব্যাধি' অর্থাৎ পক্ষাঘাত-একচক্ষুক-কুব্জ-কুনী-কুষ্ঠ-রোগাদি নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি। 'চিত্তক্ষেপ' অর্থাৎ উন্মাদ। 'উপসর্গ' অর্থাৎ রাজার আদেশে যশোলোপ, সেনাপতি স্থানাদি হইতে চ্যুত করা। বধ বন্ধনাদি উপসর্গ। 'অপবাদ' অদৃষ্ট-অশ্রুত-অচিন্ত্যপূর্ব কোন আকস্মিক অপবাদ। 'তুমি এইরূপ সন্ধিচ্ছেদাদি কর্ম, রাজাপরাধিতকর্ম করিয়াছ' বলিয়া দারুণ অপবাদ। 'জ্ঞাতিক্ষয়' নিজের আশ্রয় হইতে সমর্থ জ্ঞাতিগণের পরিক্ষয়। 'নাশ' অর্থাৎ ভঙ্গুরভাব, পূতিভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার গৃহে যে ধন তাহা পূতিভাব প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, সুবর্ণ অঙ্গারভাব প্রাপ্ত হয়, মুক্তা কার্পাসবীজতুল্য হয়, কার্ষাপণ ভগ্ন মৃৎপাত্র খণ্ড তুল্য হয়, তাহার দ্বিপদ-চতুষ্পদাদি জন্তু অন্ধ ও খঞ্জ হয়। 'অগ্নি সহন করে' অর্থাৎ বৎসরে দুই তিনবার দাহক কোন পার্থিব অগ্নি না থাকিলেও অশনিপাতের দ্বারা তাহার গৃহদাহ হয় অথবা স্বভাবত উৎপন্ন অগ্নিতে তাহার গৃহ প্রজ্বলিত হয়। 'নরক' অর্থাৎ এই জন্মেই সেই মূর্খ ব্যক্তি উক্ত দশবিধ শাস্তির যে কোন একটি (একাধিকও হইতে পারে) ভোগ করিয়াও তাহার পরিণাম ভবিষ্যতেও ভোগ করিতে হয়, তাই সে নরকে উৎপন্ন হয়। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

বহুভণ্ডিক ভিক্ষুর উপাখ্যান—৮

১৩. ন নগ্গচরিযা ন জটা ন পঙ্কা নানাসকা থণ্ডিলসাযিকা বা,
রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং সোধেন্তি মচ্চং অবিতিণ্ণকঙ্খং।...১৪১

অনুবাদ : নগ্নচর্যা, জটাধারণ, পঙ্কলেপন, অনশন বা ভূমিশয্যা, ধুলি কি ভস্মলেপন অথবা উৎকুটিক তপশ্চর্যা[৬৭]-এর কোনটাই সংশয়ে আবদ্ধ ব্যক্তিকে

[৬৭]। যোগাভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট আসনবিশেষ, যাতে দুই পায়ের উপর ভয় দিয়ে বসতে হয়।

http://kalpataruboi.org

শোধন করতে পারে না।[৬৮]

অন্বয় : ন নগ্গচরিযা (নগ্নচর্যা) ন জটা ন পঙ্কা ন অনাসকা (জটা, পঙ্ক, অনশন) ন থন্ডিলসাযিকা বা (কিংবা স্থন্ডিল বা ভূমিতে শয়ন), ন ব রজো চ জল্লং (কিংবা জলীয় রজ অর্থাৎ কর্দমলেপন), ন উক্কুটিকপ্পধানং (উৎকুটিকল্পধান যোগাভ্যাস) ন চ অবিতিণ্ণকঙ্খ মচ্চং (সংশয় অনুত্তীর্ণ মর্ত্যকে বা ব্যক্তিকে) সোধেন্তি (শোধন করতে পারে না)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের প্রকৃত মুক্তি তার মনে। তাই যেখানে মনের সায় নেই সেখানে বাইরের কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন শুধুই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। তাতে আত্মপীড়নের তৃপ্তি থাকলেও মুক্তি নিকটতর হয় না। উপলব্ধির আলোকে চিত্ত আলোকিত হলে তবেই সংশয়ের অন্ধকার দূরে যায়। সেই আলো অন্তরে জ্বালাতে হবে নিজেকেই।

'নগ্নচর্যা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহুভণ্ডিক ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসি জনৈক কুটুম্বিক ভার্যা কালগত হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রব্রজ্যাকালে তিনি একটি পরিবেণ, একটি অগ্নিশালা এবং একটি ভাণ্ডাগার নির্মাণ করাইয়া ঘৃত-মধু-তৈলাদির দ্বারা ভাণ্ডাগার পূর্ণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। প্রব্রজিত হইয়া নিজের চাকরদের ডাকাইয়া যথারুচি আহার রন্ধন করাইয়া ভোজন করিতেন। তিনি বহু দ্রব্য এবং প্রত্যয় সামগ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন। রাত্রিতে একপ্রকার অন্তর্বাস-বহির্বাস চীবর পরিধান করিতেন, দিনের বেলায় অন্য। তিনি দিনের বেলায় অন্য বিহারের নিকটেই বাস করিতেন। একদিন তিনি চীবর এবং অন্যান্য শয্যাদ্রব্যাদি রৌদ্রে শুকাইতেছিলেন। তখন কিছু ভিক্ষু বাসস্থানের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ স্থানে আসিয়া ঐ ভিক্ষুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, এইগুলি কাহার?' 'এইগুলি আমার।' 'আবুসো, ভগবান আমাদের জন্য ত্রিচীবরের বিধান দিয়াছেন। তুমি অল্পেচ্ছু বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া এত কিছু প্রত্যয়সামগ্রী পুঞ্জীভূত করিয়াছ?' তখন তাঁহারা তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া শাস্তাকে জানাইলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু অতিবহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষু, এই কথা কি সত্য?' 'হ্যাঁ ভন্তে, সত্য।' 'হে ভিক্ষু, কেন তুমি এত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছ? আমি কি নিষ্কাম হইবার জন্য উপদেশ দিই নাই?' সেই ভিক্ষু তাহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া 'তাহা হইলে আমি এইভাবেই চলিব' বলিয়া উত্তরাসঙ্গ চীবর পরিভোগ করিয়া পরিষদের মধ্যে একচীবর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাস্তা তখন তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার সপক্ষে বলিতে লাগিলেন—'হে ভিক্ষু, তুমি ত পূর্বজন্মে হ্রী (লজ্জা) এবং ঔত্তাপ্য (পাপকর্মে

---

[৬৮]। জটা, নগ্নতা প্রভৃতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বাহ্য চিহ্ন বুদ্ধদেব ত্যাগ করতে বলতেন। বিশাখার উপাখ্যান প্রভৃতি কাহিনীতে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

http://kalpataruboi.org

ভীতি) এবং সাধক ছিলে। এমন কি যখন তুমি উদক রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে তখনও হ্রী এবং ঔত্তাপ্যের সাধনায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলে। এই জন্মে এমন বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া চারি পরিষদের উপস্থিতিতে গায়ের চীবর ফেলিয়া দিয়া হ্রী এবং ঔত্তাপ্যবর্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছ?' তিনি শাস্তার কথা শুনিয়া হ্রী-ঔত্তাপ্য জাগ্রত করিয়া উত্তরাসঙ্গের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণ ঐ ভিক্ষুর পূর্বজন্ম বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অতীত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

অতীতে বারাণসী রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব একবার জন্ম লইয়াছিলেন। তাহার নামকরণ দিবসে তাহার নাম রাখা হইল মহিংসকুমার। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম চন্দ্রকুমার। তাহাদের মাতা কালগত হইলে রাজা আর একজন রমণীকে অগ্রমহিষী পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। তিনিও এক পুত্রের জন্ম দিলেন। তাহার নাম রাখা হইল সূর্যকুমার। রাজা তুষ্ট হইয়া অগ্রমহিষীকে বলিলেন—'আমি তোমার পুত্রকে বর দিতে চাই।' তিনিও 'মহারাজ যখন প্রয়োজন হইবে তখন লইব' বলিয়া পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজাকে বলিলেন—'আমার পুত্রের জন্মকালে তাহাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন আমার পুত্রকে রাজ্য দিন।' রাজা 'আমার দুই পুত্র অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করিতেছে। আমি তোমার পুত্রকে রাজ্য দিতে পারিব না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেও বারবার যাচিত হইয়া 'এই স্ত্রী আমার পুত্রদ্বয়ের ক্ষতি করিতে পারে' মনে করিয়া পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন—'বৎসগণ, আমি সূর্যকুমারের জন্মের সময় তাহাকে বর দিয়াছিলাম। এখন তাহার মাতা রাজ্য দাবী করিতেছে। আমি তাহাকে দিতে চাই না। কিন্তু তাহার মাতা তোমাদের অনেক ক্ষতি করিতে পারে। তোমরা চলিয়া যাও। অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া বাস কর এবং আমার মৃত্যুর পর আসিয়া রাজ্য গ্রহণ কর।' এই বলিয়া তাহাদের অরণ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পিতাকে বন্দনা করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণকালে রাজাঙ্গণে ক্রীড়ামান সূর্যকুমারকে দেখিল। সূর্যকুমার সমস্ত ঘটনা জানিয়া তাহাদের সঙ্গেই চলিয়া গেল। তাহারা হিমালয়ে প্রবেশকালে বোধিসত্ত্ব রাস্তা হইতে নামিয়া একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া সূর্যকুমারকে বলিলেন—'বৎস, এই সরোবরে নামিয়া স্নান করিয়া, জলপান করিয়া পদ্মপাতায় করিয়া আমাদের জন্য জল লইয়া আইস।' সেই সরোবর বৈশ্রবণের নিকট হইতে এক উদকরাক্ষস লাভ করিয়াছিল। বৈশ্রবণ তাহাকে বলিয়াছিলেন—'দেবধর্মজ্ঞাতা ব্যতিরেকে অন্য যে কেহ এই সরোবরে অবতরণ করিবে, তুমি তাহাকে খাইতে পার।' ইহার পর হইতে যাহারা ঐ সরোবরে অবতরণ করিয়াছে 'দেবধর্ম কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক উত্তর দিতে না পারিলে উদকরাক্ষস তাহাদের ভক্ষণ করিয়াছে। সূর্যকুমারও ঐ সরোবর সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া তাহাতে অবতরণ করিয়াছে।

http://kalpataruboi.org

তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—'তুমি দেবধর্ম কি জান?' সে বলিল—'চন্দ্রসূর্যই দেবধর্ম।' তখন 'তুমি দেবধর্ম কি জান না' বলিয়া উদকরাক্ষস তাহাকে জলে প্রবেশ করাইয়া নিজ ভবনে নিয়া রাখিল। বোধিসত্ত্বও তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চন্দ্রকুমারকে পাঠাইলেন। সেও জিজ্ঞাসিত হইল—'তুমি দেবধর্ম কি জান?' সে বলিল—'চতুর্দিক হইতেছে দেবধর্ম।' উদকরাক্ষস তাহাকেও জলে প্রবেশ করাইয়া সেইভাবেই রাখিয়া দিল।

তাহাকেও বিলম্ব করিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব 'কোন বিপদ হইয়া থাকিবে' মনে করিয়া স্বয়ং যাইয়া দুইজনেরই সরোবরে অবতরণের চিহ্ন দেখিলেন। 'এই সরোবর নিশ্চয়ই রাক্ষস দ্বারা পরিগৃহীত' ইহা জানিয়া খড়্গ বাহির করিয়া ধনু হস্তে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। রাক্ষস তিনি সরোবরে নামিতেছেন না দেখিয়া বনকর্মী পুরুষের বেশে আসিয়া বলিল—'মহাশয়, আপনি পথশ্রান্ত। কেন আপনি এই সরোবরে নামিয়া স্নান করিয়া, জলপান করিয়া, পদ্মমূল ভক্ষণ করিয়া, পদ্মমাল্য গলায় ধারণ করিতেছেন না?' বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন 'ওই সেই যক্ষ' এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি আমার ভাইদের ধরিয়া রাখিয়াছ?' 'হ্যাঁ, আমি ধরিয়া রাখিয়াছি।' 'কেন?' 'এই সরোবরে যাহারাই নামে আমি তাহাদের সকলকেই ধরিয়া রাখি।' 'সকলকেই ধরিয়া রাখ?' 'দেবধর্ম জ্ঞাতাদের বাদ দিয়া অন্য সকলকে ধরিয়া রাখি।' দেবধর্ম দিয়া তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?' 'হ্যাঁ আছে।' 'আমি বলিব।' 'তাহা হইলে বলুন।' 'কিন্তু এই নোংড়া শরীরে ত আর বলা যায় না!' যক্ষ বোধিসত্ত্বকে স্নান করাইয়া, জলপান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়া সজ্জিত মণ্ডপমধ্যে পালঙ্কে তাঁহাকে বসাইয়া নিজে তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। তখন বোধিসত্ত্ব 'সাদরে শ্রবণ কর' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'জগতে যাহারা হ্রী-ঔত্তাপ্যসম্পন্ন, শুদ্ধধর্ম সমন্বিত, সন্ত এবং সৎপুরুষ তাহাদেরই দেবধর্ম বলা হয়।' (জাতক, ১॥১॥৬) যক্ষ এই ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল—'হে পণ্ডিতপ্রবর, আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন। আমি আপনার একজন ভাইকে ফেরত দিব। কাহাকে দিব বলুন।' 'আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া আইস।' 'হে পণ্ডিতপ্রবর, আপনি দেবধর্ম জানেন বটে, কিন্তু আপনি ইহার চর্চা করেন না।' 'কেন?' 'যেহেতু আপনি জ্যেষ্ঠকে বাদ দিয়া কনিষ্ঠকে আনিতে বলিয়া, জ্যেষ্ঠকে অসম্মান করিতেছেন।' 'হে যক্ষ, আমি দেবধর্মও জানি, ইহার চর্চাও জানি। আমরা ইহারই কারণে এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। ইহারই জন্য ইহার মাতা আমাদের পিতার নিকট রাজ্য চাহিয়াছে। আমাদের পিতা তাহাকে বর না দিয়া আমাদের জীবন রক্ষার জন্য বনবাসে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সেই কনিষ্ঠ কুমার আমাদেরই অনুগমন করিয়াছে। 'তাহাকে এক যক্ষ খাইয়া ফেলিয়াছে' বলিলে কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাই নিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া আমি তাহাকেই ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছুক।' যক্ষ বোধিসত্ত্বের প্রতি প্রসন্ন

http://kalpataruboi.org

হইয়া 'সাধু পণ্ডিতপ্রবর, আপনি বাস্তবিকই দেবধর্ম জানেন এবং ইহার চর্চাও জানেন' এই বলিয়া দুই ভাইকেই আনিয়া প্রদান করিল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে যক্ষজীবনের দোষের কথা জানাইয়া তাহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই যক্ষের দ্বারা উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া নিরাপদে সেই বনে বাস করিলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে যক্ষকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে আসিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকুমারকে উপরাজ এবং সূর্যকুমারকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি রমণীয় স্থানে যক্ষের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া যাহাতে সে লাভ-সৎকার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা করিয়া জাতক সমবধান করিয়া বলিলেন—'তখন রাক্ষস ছিল এই বহু ভাণ্ডারী ভিক্ষু, সূর্যকুমার আনন্দ, চন্দ্রকুমার সারিপুত্র এবং মহিংসকুমার ছিলাম আমি।' এইভাবে শাস্তা জাতক কাহিনী বলিয়া 'এইভাবেই, হে ভিক্ষু, তুমি পূর্বে দেবধর্মের সন্ধানে হ্রী-ঔত্তাপ্যসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছ। আর এখন চারি পরিষদের মধ্যে এইভাবে দাঁড়াইয়া আমার সম্মুখে 'আমি অল্পেচ্ছু' বলিয়া অন্যায় করিয়াছ। কেবলমাত্র বস্ত্র ত্যাগ করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না' এই কথা বলিয়া উপসংহারে ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন।

'নগ্নচর্যা, কিংবা জটা, কিংবা পঙ্ক, কিংবা অনশন, কিংবা ভূমিতে শয়ন, কিংবা কর্দম-মর্দন, কিংবা উৎকুটিক অর্থাৎ দুই পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া উপবেশন—এই সকলের কিছুই তৃষ্ণাধীন মনুষ্যকে শুদ্ধিদান করিতে পারে না।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪১

অন্বয় : 'অনাসক' অর্থাৎ অনশন, অন্নের অগ্রহণ এই অর্থ। 'স্থণ্ডিশায়িকা' অর্থাৎ ভূমিশয়ন। (রজঃ এবং জলীয়) অর্থাৎ কর্দমলেপনাকারে শরীরকে রজোযুক্ত করা। 'উৎকুটিক আসন' অর্থাৎ দুই পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া আরব্ধবীর্য হইয়া উপবেশন করা (বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উৎকুটিক হইয়া উপবেশন করিয়া বন্দনাদি করিয়া থাকেন, আপত্তিদেশনাদি করিয়া থাকেন। যোগের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা কোন শারীরিক ব্যায়ামও নহে)। এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে—যে মরণশীল ব্যক্তি 'এইভাবে আমি লোক-নিঃসরণ নামক শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইব' বলিয়া এই সকল নগ্নচর্যাদির কোন একটিকে চর্চা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি যে কেবল মিথ্যাদৃষ্টিকেই বৃদ্ধি করিবে তাহা নহে, আত্মপীড়নেরও ভাগী হইবে। এইগুলি উত্তমরূপে গৃহীত বা চর্চিত হইলেও অষ্টবস্তুক-সংশয় অনুত্তীর্ণ মর্ত্যকে (মরণশীল ব্যক্তিকে) শোধন করিতে পারে না। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বহুভণ্ডিক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সন্ততি মহামাত্যের উপাখ্যান—৯

১৪. অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য সন্তো দন্তো নিযতো ব্রহ্মচারী,
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দন্ডং, সো ব্রাহ্মণো সো
সমণো স ভিক্খু।...১৪২

অনুবাদ : অলঙ্কারে ভূষিত হলেও যিনি শান্ত, দান্ত, নিয়ত[৬৯] এবং ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাশূন্য হয়ে সম আচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শ্রমণ, প্রকৃত ভিক্ষু।

অন্বয় : যো অলঙ্কতো চেপি (যে অলঙ্কৃত হয়েও) সন্তো সন্তো নিযতো ব্রহ্মচারী (শান্ত, দান্ত, নিয়ত ও ব্রহ্মচারী) সব্বেসু ভূতেসু (সর্বভূতে) দন্ডং নিধায (দন্ডদানে বিরত হয়ে) সমং চরেয্য (শম আচরণ করেন) সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্খু (তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার শীলে, চরিত্রে। আর পবিত্রতা হল অন্তরের বস্তু। তাই শুধু চোখের দেখার বিচারে অনেক ভুলই ঘটতে পারে। সাধুর গেরুয়া অনেক দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। আবার যার অঙ্গে রাজবেশ তার হৃদয় হতে পারে যোগী-শ্রেষ্ঠের আবাস। বাইরের খোলসটা তাই তুচ্ছ, আসল মানুষ আছে ভিতরে। তা চোখ দিয়ে দেখার নয়, মন দিয়ে জানার। কিন্তু চোখের দেখাই দেখে বেশির ভাগ লোক, মনের দেখা দেখবার লোক বিরল।

'অলঙ্কৃত হইয়াও' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সন্ততি নামক মহামাত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি অর্থাৎ সন্ততি মহামাত্য একবার রাজা পসেনদি কোশলের কুপিত প্রত্যন্তপ্রদেশ উপশান্ত করিয়া ফিরিয়াছেন। রাজা খুশি হইয়া তাঁহাকে সাতদিনের জন্য রাজত্ব করিতে দিলেন এবং নৃত্যগীতকুশলা একজন নারীকে দিলেন। তিনি সাতদিন ধরিয়া সুরামদমত্ত হইয়া সপ্তম দিবসে সর্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্নান করিতে যাইবার সময় পিণ্ডপাতের জন্য শাস্তাকে দ্বারে দেখিয়া হস্তিস্কন্ধে থাকিয়াই মাথা নোওয়াইয়া বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন। শাস্তা মুচকি হাসিলেন। আনন্দ স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনি স্মিত হাসি হাসিলেন কেন?' কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শাস্তা বলিলেন—'আনন্দ, দেখ সন্ততি মহামাত্যকে। অদ্য তিনি সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিত হইয়া আমার নিকট আসিবেন এবং চতুষ্পদিক গাথাবসানে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া সপ্ততালবৃক্ষের উচ্চতায় শূন্যে উপবেশন করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।' স্থবিরের সহিত আলোচিত বুদ্ধবচন বহুলোক শ্রবণ করিয়াছিল। যাহারা তাহাদের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিক তাহারা চিন্তা করিল—'দেখ শ্রমণ গৌতমের কাণ্ড, যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া

[৬৯]। চারটি লোকোত্তর মার্গের (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্ব) নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

http://kalpataruboi.org

ফেলিলেন। অদ্য নাকি এই সুরামদমত্ত আভরণমণ্ডিত হইয়া ইহার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিবে!' অদ্যই তাঁহাকে আমরা বুদ্ধলীলা এবং সন্ততি মহামাত্যলীলা দেখিতে পাইব।'

সন্ততি মহামাত্যও স্নানতীর্থে সারাদিন উদকক্রীড়া করিয়া উদ্যানে যাইয়া পানশালায় উপবেশন করিলেন। সেই নারীও রঙ্গশালার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহার নাচগান প্রদর্শন করিতে লাগিল। সেই নারী তাহার শরীরলীলা প্রদর্শনের জন্য সপ্তাহ যাবত অভূক্ত থাকার কারণে সেইদিন নৃত্যগীত প্রদর্শনকালে তাহার কুক্ষিতে তীব্রবেদনা অনুভূত হইল, মনে হইল যেন কেহ তাহার হৃদয়মাংস (ছুরিকা দ্বারা) ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। সেই মুহূর্তেই সে মুখব্যাদান এবং অক্ষিযুগল বিস্ফারিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সন্ততি মহামাত্য 'তাহাকে ধর ধর' বলিলেন, কিন্তু বলা হইল 'প্রভু, তিনি মৃত'। এই কথা শোনামাত্রই তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া সেই মুহূর্তেই যেন তাহার সপ্তদিবসের পীত সুরা তপ্তকপালে উদকবিন্দু (ঘাম) হইয়া পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তিনি ভাবিলেন—'তথাগত ব্যতিরেকে অন্য কেহ আমার এই শোকাগ্নি নির্বাপিত করিতে পারিবে না।' এবং বলকায় পরিবৃত হইয়া সায়াহ্ন সময়ে শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার এইরূপ শোক উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি আমার এই শোক অপনোদন করিতে পারিবেন বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাকে আশ্রয় দিন।' তখন শাস্তা বলিলেন—'শোক নির্বাপণ করিতে সমর্থ ব্যক্তির নিকটই আপনি আসিয়াছেন। এই নারী (জন্ম-জন্মান্তরে) এইভাবে মৃত হইলে রোদন করিয়া আপনি যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন তাহা চারি মহাসাগরের জল অপেক্ষাও অধিক' এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'যাহা অতীতে ছিল তাহা বিস্মৃত হউন, সম্মুখেও (অর্থাৎ বর্তমানেও) আপনার কিছুই নাই। (অতীত এবং বর্তমানের) মধ্যেও আপনার গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই। এই উপলব্ধির দ্বারা উপশান্ত হইতে পারিবেন। [সুত্তনিপাত, গাথা-১৫৫,১১০৫]

গাথাবসানে সন্ততি মহামাত্য অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় আয়ুসংস্কার অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার আয়ু অল্পমাত্রই আছে। তিনি তখন শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, আমার পরিনির্বাণ অনুমোদন করুন।' শাস্তা তাঁহার কৃতকর্ম জানিলেও 'মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিব বলিয়া উপস্থিত মিথ্যাদৃষ্টিকগণ সুযোগ পাইবে না, বুদ্ধলীলা ও সন্ততি মহামাত্যলীলা দেখার জন্য উপস্থিত সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার কৃতকর্মের কথা শুনিয়া পুণ্যকে সমাদর করিবে' ইহা দেখিয়া শাস্তা সন্ততিকে বলিলেন—'তাহা হইলে তুমি তোমার কৃতকর্মের কথা প্রকাশ কর, তবে ভূমিতে থাকিয়া নহে, সপ্ততাল বৃক্ষের উচ্চতায় শূন্যে অবস্থান করিয়া বল।' তিনি 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এক তালবৃক্ষের উচ্চতায় আরোহণ করিয়া আবার নামিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আবার উপরে আরোহণ করিতে করিতে সপ্ততালবৃক্ষের উচ্চতায় উঠিয়া

http://kalpataruboi.org

উপবেশন করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার পূর্বজন্মের কথা শ্রবণ করুন—

'এখন হইতে একনবুতিকল্প পূর্বে বিপর্শী সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবকালে আমি বন্ধুমতি নগরে এক বংশে জন্ম লইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম—'কি কর্ম করিলে অন্যদের বিচ্ছেদদুঃখ এবং পীড়াদুঃখ হইতে মুক্ত করা যায়' ইহা চিন্তা করিতে করিতে বুঝিলাম 'ধর্মঘোষককর্ম'ই একমাত্র উপায়। তাহার পর হইতে আমি সেই কর্মই করিতে লাগিলাম। লোকজনদের একত্র করিয়া 'পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, উপোসথ দিবসগুলিতে উপোসথ পালন কর, দান দাও, ধর্মশ্রবণ কর, বুদ্ধরত্নাদির ন্যায় অন্য কোন রত্ন নাই। অতএব ত্রিরত্নের সেবা কর' এইভাবে সর্বজন মধ্যে ঘোষণা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আমার শব্দ শুনিয়া বুদ্ধপিতা বন্ধুমতি মহারাজ আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, তুমি কি কর্ম করিয়া বিচরণ করিতেছ?' 'মহারাজ, ত্রিরত্নের গুণ প্রকাশিত করিয়া জনগণকে পুণ্যকর্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বিচরণ করিতেছি।' 'তুমি কিসে বসিয়া যাতায়াত কর?' 'মহারাজ, পায়ে হাঁটিয়া।' 'বৎস, তুমি এইভাবে বিচরণের যোগ্য নহ। এই পুষ্পমাল্য পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠেই তুমি যাতায়াত কর এই কথা বলিয়া মুক্তামাল্য সদৃশ পুষ্পমাল্য এবং একটি সুদান্ত অশ্ব আমাকে দিলেন। আমি রাজপ্রদত্ত উপহার লইয়া সেইভাবে ধর্মঘোষ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিলে রাজা আবার একদিন আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'বৎস, এই অশ্বও তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি এই চারি সিন্ধু ঘোটকযুক্ত রথে বসিয়া বিচরণ কর' এবং চারি সিন্ধু ঘোটকযুক্ত রথ প্রদান করিলেন। তৃতীয়বারও রাজা তাঁহার ধর্মঘোষ শুনিয়া ডাকাইয়া বলিলেন—'বৎস, তুমি কিভাবে যাতায়াত কর?' 'মহারাজ, আপনি যাহা দিয়াছেন তাহাতেই।' 'না, রথও তোমার উপযুক্ত নহে' বলিয়া আমাকে অনেক ঐশ্বর্য এবং মহাপ্রসাধন দ্রব্যাদিসহ একটি হস্তী প্রদান করিলেন। আমি সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিত হইয়া হস্তিস্কন্ধে উপবেশন করিয়া অশীতি সহস্র বৎসর ধর্মঘোষকের কাজ করিয়াছি। এতকাল আমার শরীর হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে উৎপলগন্ধ প্রবাহিত হইত। ইহাই আমর কৃতকর্ম।

এইভাবে তিনি নিজ পূর্বকর্মের কথা বলিয়া আকাশে উপবেশন করিয়া তেজোধাতুকে উৎপন্ন করিয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শরীরে অগ্নিজ্বালা উত্থিত হইয়া রক্তমাংস দগ্ধ করিল, সুমনপুষ্পসদৃশ ধাতুসমূহ অবশিষ্ট রহিল। শাস্তা শুদ্ধবস্ত্র প্রসারিত করিলেন। ধাতুসমূহ তাহাতেই পতিত হইল। সেইগুলিকে পাত্রে রাখিয়া চৌরাস্তার মোড়ে স্তূপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে সেইগুলি স্থাপিত করিলেন। উদ্দেশ্য—'বহুলোক ইহাকে বন্দনা করিয়া পুণ্যের ভাগী হইবে।' ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'আবুসো। সন্ততি মহামাত্য গাথাবসানে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া (সর্বাভরণ) অলঙ্কৃত অবস্থাতেই শূন্যে বসিয়া পরিনির্বৃত হইয়াছেন। তাঁহাকে কি 'শ্রমণ' বলা হইবে না 'ব্রাহ্মণ'? শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে

http://kalpataruboi.org

এখন সম্মিলিত হইয়াছ?' 'এই বিষয়ে, ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, আমার এই পুত্রকে শ্রমণও বলা যায় ব্রাহ্মণও বলা যায়' এই বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'অলঙ্কৃত হইয়াও যিনি শমচারী; যিনি শান্ত, দান্ত, সুসংযত ও ব্রহ্মচারী; যিনি সর্বভূতে হিংসারহিত, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪২

অন্বয় : 'অলঙ্কৃত' অর্থাৎ বস্ত্রাভরণের দ্বারা প্রতিমণ্ডিত। ইহার অর্থ বস্ত্রালংকারাদির দ্বারা বিভূষিত হইয়াও তিনি কায়াদির দ্বারা 'শমচর্যা করেন' রাগাদির উপশমের দ্বারা 'শান্ত', ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা 'দান্ত', অর্হত্ত্বাদি চারিমার্গ নিয়ত গমনহেতু তিনি 'সুসংযত', শ্রেষ্ঠচর্যার দ্বারা তিনি 'ব্রহ্মচারী', কায়দণ্ডাদির রহিততার জন্য 'সর্বভূতে তিনি হিংসারহিত', পাপমলকে বাহিত বা বিধৌত করেন বলিয়া তিনি 'ব্রাহ্মণ', সর্বপ্রকার পাপকে শমিত বিদূরিত করেন বলিয়া তিনি 'শ্রমণ', সর্বপ্রকার ক্লেশ বা কলুষতাকে ধ্বংস করেন বলিয়া তিনি 'ভিক্ষু'—এইরূপ জানিতে হইবে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সন্ততি মহামাত্যের উপাখ্যান সমাপ্ত

পিলোতিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান—১০

১৫. হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্জতি,
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্সো ভদ্রো কসামিব।

১৬. অস্সো যথাভদ্রো কসানিবিট্ঠো আতাপিনো সংবেগিনো ভরাথ,
সদ্ধায সীলেন চ বিরিযেন চ সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছযেন চ;
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা পহস্সথ দুক্খমিদং অনপ্পকং।

...১৪৩-৪৪

অনুবাদ : অভিজাত ঘোড়া যেমন চাবুক এড়িয়ে চলে, তেমনিভাবে স্বাভাবিক লজ্জাবোধে নিন্দনীয় কাজ এড়িয়ে চলেন এমন লোক ক'জন আছেন? সুশিক্ষিত ঘোড়া যেমন চাবুকের স্পর্শমাত্রে দ্রুতগতি হয়, তেমনি উদ্যোগী আর কর্মতৎপর হও। শ্রদ্ধায়, শীলে, বীর্যে, ধ্যানে ও বিচারে পূর্ণজ্ঞান আর সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, স্মৃতিমান হয়ে মহৎ দুঃখ থেকে মুক্ত হও।

অন্বয় : লোকস্মিং (লোকে, পৃথিবীতে) হিরী-নিসেধো (হ্রী-নিষেধ অর্থাৎ লজ্জাবশত নিষিদ্ধকর্ম থেকে বিরত থাকেন) কোচি পুরিসো বিজ্জতি (এমন কোন পুরুষ আছেন), যো ভদ্রো অস্স (যেমন সুশিক্ষিত অশ্ব) কসামিব (কশাঘাতের) নিন্দং অপ্পবোধতি (নিন্দাসহ্য করে না)। কসানিবিট্ঠো (কশাহত) ভদ্রো অস্সো যথা (সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায়) আতাপিনো সংবোগিনো ভবাথ (উদ্যোগী ও

http://kalpataruboi.org

বেগবান হবে)। সদ্ধায়, সীলেন চ বিরিযেন চ সমাধিনা (শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, সমাধি) ধম্মবিনিচ্ছযেন চ সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা (এবং ধর্মবিনিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হও), ইদং অনপ্পকং [তাহলে] (এই অল্প, অপরিমেয়) দুক্খং পহস্সথ (দুঃখ জয় করতে পারবে)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শিক্ষিত ঘোড়া ইঙ্গিতমাত্রে চালকের অভিপ্রায় বুঝে নেয়। শিক্ষা তাকে যে তৎপরতার অধিকারী করেছে তার সাহায্যেই সে দুর্দম গতিতে ছুটে চলে গন্তব্যের দিকে—কশাঘাতের অপেক্ষা না রেখেই। শিক্ষিত মনও ঐরকম তন্ময়তা নিয়ে নিজেই ধাবমান হয় আপন লক্ষ্যে। ধর্মশিক্ষা মানুষকে যে বিবেকের অধিকারী করে তাই তাকে পাপকাজ থেকে নিবৃত্ত করে, পুণ্যকাজে উৎসাহ দেয়। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য। আবার সুশিক্ষিত ঘোড়ার যদি কখনও চাবুক দরকারও হয়, তবে তার ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই সে সমস্ত শক্তি সংহত করে গতিতে দুরন্ত হয়ে ওঠে। দুঃখের হাত থেকে যিনি মুক্তি পেতে চান তাঁকে ধর্মাচরণে ঐ রকম হতে হবে। হতে হবে বীর্যবান, চরিত্রবান, শ্রদ্ধাশীল, ধ্যানপরায়ণ, নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান, সদাচারে অপ্রতিম।

'হ্রী-নিষেধ' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে পিলোতিক তিষ্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

একসময় আনন্দ স্থবির দেখিলেন ছিন্নবস্ত্রখণ্ড পরিহিত একটি বালক কপাল বা ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'এইভাবে তোমার জীবনধারণ অপেক্ষা প্রব্রজ্যা শ্রেয় নহে কি?' 'ভন্তে, কে আমাকে প্রব্রজ্যা দিবেন?' 'আমি তোমাকে প্রব্রজিত করিব' বলিয়া তাহাকে লইয়া যাইয়া স্বহস্তে স্নান করাইয়া 'কর্মস্থান' দিয়া প্রব্রজিত করিলেন। প্রব্রজিত হইয়া সেই বালক পূর্বের ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডটি প্রসারিত করিয়া দেখিল যে তাহাতে এমন কোন অংশ নাই যদদ্বারা জলছাঁকনিও করা যাইতে পারে। তখন সে তাহার পূর্বের ভিক্ষাপাত্রসহ সেই ছিন্নবস্ত্রখণ্ড একটি বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিল। সে প্রব্রজিত হইয়া এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া বুদ্ধগণের জন্য উৎপন্ন লাভ-সৎকার পরিভোগ করিতে করিতে মহামূল্যবান চীবর পরিধান করিয়া বিচরণ করিতে করিতে স্থূলশরীর হইয়া গেল এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিল—'লোকের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত এই চীবর পরিধান করিয়া আমার লাভ কি? আমি নিজের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডই পরিধান করিব' বলিয়া সেই স্থানে যাইয়া ঐ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড লইয়া নিজেকে নিজে এইভাবে উপদেশ দিল—'অহ্রীক, নির্লজ্জ, এইরূপ সুন্দর আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র (চীবর) ত্যাগ করিয়া এই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া কপাল-হস্তে ভিক্ষার জন্য যাইতেছ?' নিজেকে নিজে এইভাবে উপদেশ দানকালে তাহার চিত্ত সংস্থিত হইল। সে তখন ঐ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বিহারে চলিয়া আসিল। কিছুদিন পরে সে আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া সেইভাবে নিজেকে নিজে উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিল। তৃতীয়বারও তদ্রূপ করিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে এইভাবে যাইতে এবং আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা

http://kalpataruboi.org

করিলেন—'আবুসো, কোথায় যাইতেছ?' 'আবুসো, আমি আচার্যের নিকট যাইতেছি' বলিয়া এইভাবে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডকেই ধ্যানের আলম্বন করিয়া নিজেকে শুদ্ধ করিয়া কিছুদিনের মধ্যে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, এখন তুমি আচার্যের নিকট যাইতেছ না, এটা ত অস্বাভাবিক মনে হইতেছে!' 'আবুসো, যতদিন আচার্যের সহিত সংসর্গ ছিল গিয়াছি, এখন সংসর্গ ছিন্ন হইয়াছে, তাই তাঁহার নিকট যাই না।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে জানাইলেন—'ভন্তে, পিলোতিক স্থবির অন্য কথা বলিতেছে।' 'হে ভিক্ষুগণ কি বলিতেছে?' 'ভন্তে, সে এইরূপ বলিতেছে।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—'হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র সংসর্গ থাকাকালীন আচার্যের নিকট যাইত, এখন তাহার সংসর্গ ছিন্ন হইয়াছে, নিজেই নিজেকে নিষেধের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।' ইহা বলিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি নিজেই লজ্জাবশত নিষিদ্ধ কর্ম হইতে (অকুশল বিতর্ক হইতে) বিরত থাকেন? যিনি সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন কশাঘাতের অপেক্ষা করে না, তিনিও সেই নিন্দার উৎপত্তির পূর্বেই অবগত হন?'

'কশাহত শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তোমরা ক্ষিপ্র ও তেজস্বী হইবে। শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, সমাধি, ধর্মবিনিশ্চয় দ্বারা বিদ্যাচরণ ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া তোমরা এই দুঃখরাশি অতিক্রম করিবে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪৩-১৪৪

অন্বয় : চিত্তাভ্যন্তরে উৎপন্ন অকুশল বিতর্ককে হ্রীর দ্বারা নিষিদ্ধ করে বলিয়া 'হ্রীনিষেধ'। 'জগতে কেহ' অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি দুর্লভ জগতে এইরূপ ব্যক্তি কেহ আছে কি? 'যে নিন্দাকে' অর্থাৎ অপ্রমত্ত হইয়া শ্রমণধর্ম পালন করাকালে নিজের নিন্দা উৎপন্ন হইবার পূর্বেই অবগত হয়। 'কশার ন্যায়' অর্থাৎ ভদ্র অশ্ব যেমন নিজের উপর কশাঘাত পতিত হইতে দেয় না। যে এইভাবে পূর্ব হইতেই নিন্দাকে অবগত হয়, সেইরূপ ব্যক্তি দুর্লভ ইহাই অর্থ। দ্বিতীয় গাথার ইহাই সংক্ষেপার্থ :

'হে ভিক্ষুগণ, ভদ্র অশ্ব যেমন প্রমাদগ্রস্ত হইলে কশাহত হয়, আমিও তদ্রূপ চিত্ত কলুষের দ্বারা আহত' এই মনে করিয়া ভিক্ষু যেমন উদ্যোগী হয়, তদ্রূপ তোমরাও 'উদ্যোগী এবং তেজস্বী' হইবে। এইরূপ হইতে পারিলে লৌকিক ও লোকোত্তর দ্বিবিধ 'শ্রদ্ধা' এবং চতুর্পারিশুদ্ধি শীলের দ্বারা, কায়িক ও চৈতসিক বীর্যের দ্বারা, অষ্টসমাপত্তি সমাধির দ্বারা, কারণ-অকারণ-জানন-লক্ষণযুক্ত ধর্মবিনিশ্চয়ের দ্বারা সমন্বাগত হইয়া ত্রিবিদ্যা বা অষ্টবিদ্যা পঞ্চদশ চরণ (আচরণ) সম্পত্তির দ্বারা সম্পন্ন বিদ্যাচরণ। উপস্থিত স্মৃতির দ্বারা সর্বদা স্মৃতিমান হইয়া এই (সংসারের) মহাদুঃখকে ত্যাগ করিবে। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিলোতিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত

http://kalpataruboi.org

সুখ শ্রামণেরের উপাখ্যান—১১

১৭. উদকং হি নযন্তি নেত্তিকা উসুকারা নমযন্তি তেজনং,
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা অত্তানং দমযন্তি সুব্বতা।...১৪৫

অনুবাদ : জলসেচনকারীরা জলকে তাদের ইচ্ছামত পথে চালিয়ে নিয়ে যায়, শরনির্মাতা শরকে ইচ্ছানুযায়ী ঋজু করে, সূত্রধর যেমন ইচ্ছা নমিত করে কাষ্ঠখণ্ডকে। পণ্ডিত ব্যক্তি তেমনি দমন করেন নিজেকে।

অন্বয় : নেত্তিকা (সেচনকারীরা) হি উদকং নযন্তি (জলকে চালনা করে) উসুকারা তেজনং নমযন্তি (বাণ-নির্মাতারা বাণকে নমিত করে) তচ্ছকা দারুং নমযন্তি (তক্ষক বা সূত্রধর কাঠকে নমিত করে), [সেরূপ] সুব্বতা অত্তানং দমযন্তি (সুব্রত ব্যক্তিগণ আত্মাকে দমন করেন)।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষ নিজে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানে নানা জড়বস্তুকে ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কাজে লাগায়। কিন্তু শুধু ইচ্ছায় তো কাজ হয় না; কাজ করতে গেলে কাজের কৌশল জানা চাই, যাকে নিয়ে কাজ তার ধর্ম জানা চাই। যিনি জ্ঞানী তাঁর কারবার আবার জড়পদার্থ নিয়েও নয়, নিজেকে নিয়ে। তিনি বাঁধতে চান নিজের 'পাগলা মনটারে', যে মনকে বাঁধা চঞ্চল বাতাসকে বাঁধার মতই দুরূহ। সেই দুষ্কর কর্মের সাধনাই তাঁর সাধনা। কারণ আত্মশাসনের পথই উন্নতির পথ, মুক্তির পথ।

'জলকে লইয়া যায়' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সুখ শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

অতীতে বারাণসী শ্রেষ্ঠীর গন্ধকুমার নামে এক পুত্র ছিল। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজা তাহাকে ডাকাইয়া আশ্বস্ত করিয়া মহা সৎকারের সহিত তাহাকেই শ্রেষ্ঠীস্থান প্রদান করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি গন্ধশ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হইলেন। একদিন তাহার ভাণ্ডাগারিক ধনগর্ভদ্বার খুলিয়া 'প্রভু, এতটা হইতেছে আপনার পিতার ধন, এইগুলি আপনার পিতামহদির ধন' বলিয়া বাহির করিয়া দেখাইলেন। তিনি সেই ধনরাশি অবলোকন করিয়া বলিলেন—'তাঁহারা (মৃত্যুর সময়) এই ধন লইয়া যান নাই কেন?' 'প্রভু, মৃত্যুকালে কেহ ধন সঙ্গে লইয়া যায় না। সত্ত্বগণ নিজকৃত কুশল এবং অকুশল কর্মের ফলই লইয়া যান।' তিনি চিন্তা করিলেন—'তাঁহারা মূর্খতাবশত ধন সংগৃহীত করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, আমি কিন্তু এইগুলি লইয়াই যাইব।' এইরূপ ভাবিয়া 'দান দিব, পূজা করিব' ইত্যাদি চিন্তা না করিয়া 'আমি এইসব ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইব' ভাবিয়া তিনি এক লক্ষ ব্যয় করিয়া স্ফটিকময় স্নানাগার তৈরি করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া স্ফটিকময় স্নানফলক তৈরি করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া বসার পালঙ্ক তৈরি করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া ভোজনপাত্র তৈরি করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া ভোজনস্থানে মণ্ডপ তৈরি করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া ভোজনপাত্রের জন্য অলঙ্কৃত কুশন তৈরি করাইলেন, এক লক্ষ ব্যয় করিয়া গৃহে

http://kalpataruboi.org

সিংহপঞ্জর তৈরি করাইলেন। (প্রত্যহ) নিজের প্রাতরাশের জন্য এক সহস্র এবং নৈশভোজনের জন্য এক সহস্র ব্যয় করিতেন। পূর্ণিমা দিবসে ভোজনের জন্য এক লক্ষ ব্যয় করিতেন। সেই অন্ন ভোজনের দিন এক লক্ষ ব্যয় করিয়া নগর সজ্জিত করিয়া ভেরীবাদন করাইয়া জানাইতেন—'গন্ধশ্রেষ্ঠীর অন্নভোজনের আড়ম্বর সকলে দেখুন।'

বিশাল জনতা মঞ্চ, অতিমঞ্চ বাঁধিয়া সমবেত হইল। গন্ধশ্রেষ্ঠীও শতসহস্র মূল্যের স্নানাগারে শতসহস্র মূল্যের ফলকে বসিয়া ষোড়শ গন্ধোদক কলসীর দ্বারা স্নান করিয়া সেই সিংহপঞ্জর উন্মোচন করিয়া সেই (মহার্ঘ) পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। তারপর সেই অলঙ্কৃত কুশনে (গোলাকার বালিশ) ভোজনপাত্র রাখিয়া শতসহস্র মূল্যের ভোজন তাহাতে পরিবেশন করা হইল। তিনি নৃত্যকুশলীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই আড়ম্বরপূর্ণ ভোজন গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

অন্য এক সময়ে একজন গ্রামবাসি নিজের উপার্জনের জন্য দারু (জ্বালানী) প্রভৃতি যানে করিয়া লইয়া নগরে যাইয়া বন্ধুর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। সেইদিন ছিল পূর্ণিমা। 'গন্ধশ্রেষ্ঠীর ভোজনলীলা দেখুন' বলিয়া নগরে ভেরীবাদন করা হইল। তখন বন্ধুটি তাহাকে বলিল—'গন্ধশ্রেষ্ঠীর ভোজনলীলা কখনও দেখিয়াছ কি?' 'না বন্ধু দেখি নাই।' 'তাহা হইলে চল যাই। নগরে ভেরীবাদন করা হইতেছে। আমরা তাঁহার মহাসম্পত্তি (আড়ম্বরপূর্ণ ভোজন) দর্শন করিব' এই বলিয়া নগরবাসি গ্রামবাসিকে সঙ্গে লইয়া চলিল। বিশাল জনতা মঞ্চে অতিমঞ্চে উঠিয়া ভোজনদৃশ্য দেখিতে লাগিল। গ্রামবাসি ভাতের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই নগরবাসিকে বলিল—'তাহার ভোজনপাত্রে প্রদত্ত ভাতের পিণ্ডের প্রতি আমার লোভ হইয়াছে।' 'বন্ধু, এইরকম আশা করিও না, পাওয়া সম্ভব নহে।' 'বন্ধু, আমি না পাইলে বাঁচিব না।' সে তাহাকে থামাইতে না পারিয়া পরিষদের প্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনবার 'প্রভু, প্রণাম' বলিয়া মহাশব্দ করিল। 'তুমি কে?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিল 'প্রভু, আমি।' 'কী চাই?' 'প্রভু এই একজন গ্রামবাসি। আপনার ভোজনপাত্রের ভাতের পিণ্ডের প্রতি তাহার লোভ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রভু, একটা পিণ্ড তাহাকে দিন।' 'না, সম্ভব নহে।' 'বন্ধু, শুনিলে ত?' 'শুনিয়াছি, কিন্তু পাইলে বাঁচিব, না পাইলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।' বন্ধুটি আবার উচ্চস্বরে বলিল—'প্রভু, না পাইলে এই ব্যক্তি মরিয়া যাইবে। তাহার জীবনদান করুন।' 'ওহে, একটি পিণ্ডের মূল্য একশতও হইতে পারে, দ্বিশতও হইতে পারে। যে যাহা চায়, তাহাকে তা প্রদান করিলে আমি কি ভোজন করিব?' 'প্রভু, না পাইলে এই ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত। আপনি তাহার জীবনদান করুন।' 'বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব নহে। যদি না পাইলে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা 'হইলে তিন বৎসর আমার গৃহে ভৃত্যের কাজ করুক। তাহা হইলে সে আমার ভোজন লাভ করিবে।' গ্রামবাসি এই কথা শুনিয়া 'বন্ধু, তাহাই হউক' বলিয়া স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া 'শ্রেষ্ঠীর ভোজন লাভ করিবার জন্য তিন বৎসর ভৃত্যগিরি করিব' বলিয়া শ্রেষ্ঠীর গৃহে প্রবেশ করিল। সে ভৃত্যের কাজ করাকালে সমস্ত কাজ সাদরে সম্পন্ন করিত।

http://kalpataruboi.org

গৃহে বা অরণ্যে, দিনে বা রাত্রে সমস্ত কর্তব্যকৃত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। নগরের সর্বত্র সে 'ভাতের ভৃত্য' বলিয়া পরিচিত হইল। যখন তাহার দিন পূর্ণ হইল ভাতের ব্যবস্থাপক প্রভুকে গিয়া বলিল—'প্রভু, ভাতের ভৃত্যের দিন পূর্ণ হইয়াছে। তিন বৎসর ধরিয়া সে দুষ্কর কর্মের দ্বারা ভৃত্যের কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছে। কোন একটি কাজও তাহার দ্বারা অসম্পূর্ণ থাকে নাই।'

তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহার নিজের প্রাতরাশ ও নৈশভোজনের জন্য দুই সহস্র, ঐ ব্যক্তির প্রাতরাশের জন্য এক সহস্র মোট তিন সহস্র দিয়া বলিলেন—'আমার জন্য তোমরা যাহা যাহা কর, অদ্য তাহার জন্যই করিবে।' এই কথা বলিয়া তিনি কেবলমাত্র চিন্তামণি নামক প্রিয়ভার্যাকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোকদের বলিলেন—'অদ্য তোমরা তাহারই মনোরঞ্জন করিবে।' এবং সমস্ত ভোগ্য তাহাকে প্রদান করিলেন। সে শ্রেষ্ঠীর স্নানোদকের দ্বারা শ্রেষ্ঠীর স্নানাগারে শ্রেষ্ঠীর ফলকে উপবেশন করিয়া স্নান করিয়া তাঁহারই পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারই পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। শ্রেষ্ঠীও নগরে ভেরীবাদন করাইলেন—'ভক্তভৃতিক গন্ধশ্রেষ্ঠীর গৃহে তিন বৎসর ভৃত্যগিরি করিয়া ভক্তপাতি লাভ করিয়াছে। তাহার ভোজনসম্পত্তি দর্শন করুন।' বহু মনুষ্য মঞ্চ, অতিমঞ্চে আরোহণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গ্রামবাসি যেদিকেই অবলোকন করিল সেই দিকই কম্পমান অনুভূত হইল। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে ভক্তপাতি (অন্নপাতি) পরিবেশিত হইল। (আহার গ্রহণের পূর্বে) তাহার হস্ত প্রক্ষালনের সময় গন্ধমাদন পর্বতের একজন প্রত্যেকবুদ্ধ সপ্তম দিবসে ধ্যানসমাপত্তি হইতে উঠিয়া 'অদ্য কোথায় ভিক্ষাচরণের জন্য যাইব' ভাবিয়া ভক্তভৃতিককে দেখিতে পাইলেন। তারপর চিন্তা করিলেন—'তিন বৎসর ভৃত্যগিরি করিয়া ভক্তপাতি লাভ করিয়াছে। তাহার শ্রদ্ধা আছে, কি নাই?' 'আছে' জানিয়া আবার চিন্তা করিলেন—'অনেকের শ্রদ্ধা থাকিলেও প্রদর্শন করিতে চাহেন না, এই ব্যক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে ত?' দেখিলেন যে সে শ্রদ্ধা অবশ্যই প্রদর্শন করিবে এবং ইহার দ্বারা সে মহাসম্পত্তি লাভ করিবে। ইহা জানিয়া বহির্বাস চীবর পরিধান করিয়া পাত্র লইয়া আকাশে উত্থিত হইয়া পরিষদের মধ্যে অবতরণ করিয়া ভক্তভৃতিকের নিকট নিজেকে প্রদর্শিত করিলেন।

সে প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'পূর্বে দান করি নাই বলিয়া একটি ভক্তপাতির জন্য তিন বৎসর পরগৃহে ভৃত্যের কাজ করিয়াছি। এখন এই অন্ন আমাকে একদিন রক্ষা করিবে। যদি আমি ইহা আর্য (প্রত্যেকবুদ্ধকে) দান করি তাহা হইলে এই দান আমাকে অনেক সহস্র কোটি কল্প রক্ষা করিবে। অতএব আর্যকেই আমি ইহা দান করিব।' সে তিন বৎসর ভৃত্যের কাজ করিয়া লব্ধ ভক্তপাতি হইতে একটি পিণ্ডও মুখে স্থাপন না করিয়া তৃষ্ণাকে সংযত করিয়া নিজেই পাতি তুলিয়া লইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট যাইয়া পাতিটি অন্যের হাতে

http://kalpataruboi.org

রাখিয়া পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বামহস্তে পাতি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পাত্রে ভিক্ষান্ন প্রদান করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ পাতির অন্ন অর্ধপরিমাণ হইলে নিজের হাত দিয়া পাত্র ঢাকিয়া দিলেন। তখন সে বলিল—'ভন্তে, একটি অংশকে দুইভাগে ভাগ করা যায় না। আমাকে ইহজন্মের জন্য অনুগ্রহ করিবেন না, পরলোকের জন্য অনুগ্রহ করুন। সবশেষ না করিয়াই প্রদান করিব।' নিজের জন্য কিছুই না রাখিয়া যে নিরবশেষ দান করা হয় তাহা মহাফলদায়ী হয়। সে তাহাই করিয়া সমস্ত দান দিয়া পুনরায় বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, একটিমাত্র ভক্তপাতির জন্য তিন বৎসর ভৃত্যের কাজ করিয়া (অনেক) দুঃখ অনুভব করিয়াছি, এখন হইতে জন্ম-জন্মান্তরে আমার যেন সুখই হয়, আপনি যে ধর্ম দর্শন করিয়াছেন (অর্থাৎ নির্বাণধর্ম), আমিও যেন তাহার ভাগী হইতে পারি।' প্রত্যেকবুদ্ধ 'তাহাই হউক। চিন্তামণির ন্যায় তোমার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হউক, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার সমস্ত মনসংকল্প পূর্ণ হউক' এই বলিয়া অনুমোদন করাকালে দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'তোমার যাহা কিছু ইচ্ছা সমস্তই পূর্ণ হউক। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার সমস্ত সংকল্প পূর্ণ হউক।'

'তোমার যাহা কিছু ইচ্ছা সমস্তই পূর্ণ হউক। জ্যোতিরস মণির ন্যায় তোমার সমস্ত সংকল্প পূর্ণ হউক।' ইহা ভাষণ করিয়া 'এই সকল মনুষ্য যতক্ষণ না আমি গন্ধমাদন পর্বতে ফিরিয়া যাই আমাকে যেন দেখিতে পায়' এই অধিষ্ঠান করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গন্ধমাদনে চলিয়া গেলেন।

বিশাল জনতা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি (প্রত্যেকবুদ্ধ) সেখানে যাইয়া সেই পিণ্ডপাত পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধকে ভাগ করিয়া দিলেন। সকলেই ঐ পিণ্ডপাতের অংশ লাভ করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলেন। 'অল্প পিণ্ডপাত কিভাবে (সকলের জন্য) যথেষ্ট হইল' তাহা চিন্তা করা উচিত নহে। চারি প্রকার অচিন্তেয়্যের কথা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয় একটি। জনতা প্রত্যেকবুদ্ধগণের নিকট পিণ্ডপাত বিভাজন করিয়া দিতে দেখিয়া সহস্র সহস্রবার সাধুবাদ দিলেন। ঐ সাধুবাদ অশনিশতনিপাত শব্দের ন্যায় নিনাদিত হইল। ইহা শুনিয়া গন্ধশ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন—'মনে হইতেছে ভক্তভৃতিক মৎপ্রদত্ত সম্পত্তি ধারণে অক্ষম হইয়াছে। তাই উপস্থিত জনতা পরিহাস সহকারে উচ্চশব্দ করিতেছে।' তিনি প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া 'প্রভু সম্পত্তি ধারকগণের এইরূপই হওয়া উচিত' বলিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইল। তিনি তাহা শুনিবামাত্রই তাঁহার শরীর পঞ্চবর্ণ প্রীতির দ্বারা রোমাঞ্চিত হইল। তিনি 'সে দুষ্কর কর্ম করিয়াছে, আমি এতকাল এইরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়াও কিছুই দান করিতে পারি নাই' চিন্তা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সত্যিই কি তুমি এইরূপ করিয়াছ?'

'হ্যাঁ প্রভু।'

http://kalpataruboi.org

'তুমি আরও সহস্র লইয়া তোমার দানের অংশ আমাকে দাও।' সে তাহাই করিল। শ্রেষ্ঠীও নিজের সমস্ত কিছু দুই ভাগ করিয়া একভাগ তাহাকে দিলেন।

চারি প্রকার সম্পদ আছে—বস্তুসম্পদ, প্রত্যয়সম্পদ, চেতনাসম্পদ এবং গুণাতিরেকসম্পদ! ইহার মধ্যে নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিত অর্হৎ বা অনাগামী 'বস্তুসম্পদ' লাভের যোগ্য। ধর্ম ও শমগুণের দ্বারা প্রত্যয়সমূহের উৎপত্তিই 'প্রত্যয়সম্পদ'। দান দিবার পূর্বে, দান দিবার সময়ে এবং দান দিবার পরে—এই ত্রিকালে চেতনার যে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ভাব তাহাই 'চেতনাসম্পদ'। দক্ষিণার্হ ব্যক্তির নিরোধসমাপত্তি হইতে যে উত্থিতভাব তাহাই 'গুণাতিরেকসম্পদ'। এই ব্যক্তির নিকট ক্ষীণাস্রব প্রত্যেকবুদ্ধ দক্ষিণার্হ। ভৃত্যগিরি করিয়া লব্ধ প্রত্যয়সামগ্রী তাহার নিকট ধর্ম উপায়েই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই চেতনা ত্রিকালেই পরিশুদ্ধ ছিল। নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিতমাত্র প্রত্যেকবুদ্ধকে লাভ করা গুণাতিরেক—এইভাবে তাহার নিকট চারিপ্রকার সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের প্রভাবে দাতাগণ ইহজন্মেই মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য উক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠীর নিকট মহাসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে রাজাও তাহার কৃতকর্মের কথা শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া এক সহস্রের বিনিময়ে পাত্র গ্রহণ করিয়া সানন্দে মহাভোগস্কন্ধ তাহাকে প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠীস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নাম রাখিলেন ভক্তভৃতিক শ্রেষ্ঠী। তিনি গন্ধশ্রেষ্ঠীর সহিত একত্রে পানভোজন করিয়া যতদিন আয়ু ততদিন থাকিয়া চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তরকাল দিব্যসম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন এবং বর্তমান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে সারিপুত্র স্থবিরের সেবককুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর গর্ভ রক্ষা করিবার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতার এই প্রকার দোহদ উৎপন্ন হইল—'অহো, আমার ইচ্ছা আমি পঞ্চশত ভিক্ষুর সঙ্গে সারিপুত্র স্থবিরকে শতপ্রকার রসযুক্ত ভোজন দিয়া কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া সোনার শরা লইয়া ভিক্ষুদের বসিবার আসনের শেষ প্রান্তে বসিব এবং ভিক্ষুদের উচ্ছিষ্টাবশেষ ভোজন করিব।' তিনি তদ্রূপ করিয়া তাঁহার দোহদ দিবারাত্রি করিলেন। তিনি অন্যান্য শুভ দিনেও অনুরূপভাবে দান দিয়া পুত্রের জন্ম দিয়া পুত্রের নামগ্রহণ দিবসে সারিপুত্র স্থবিরকে বলিলেন—'ভন্তে, আমার পুত্রকে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিন।' স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার নাম কি?'

'ভন্তে, যখন হইতে এই পুত্র আমার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছে তখন হইতে এই গৃহে কাহারও কোন দুঃখকষ্ট হয় নাই, তাই ইহার নাম হইবে 'সুখকুমার'। স্থবির ঐ নাম দিয়াই শিশুপুত্রকে শিক্ষাপদসমূহ দিলেন।

একদিন তাঁহার মাতার মনে এই চিন্তা উচিত হইল—'আমি আমার পুত্রের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখিব না।' তিনি তাহার কর্ণবেধের শুভদিনে ঐরূপ দান দিলেন। কুমারও সপ্তবর্ষ বয়সকালে বলিল—'মা, আমার ইচ্ছা স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' 'বেশ বাবা, তাহাই হইবে। আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

http://kalpataruboi.org

যাইব না।' এই বলিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া—'ভন্তে, আমার পুত্র প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, আমি সন্ধ্যার সময় ইহাকে বিহারে লইয়া আসিব' বলিয়া স্থবিরকে পাঠাইয়া দিয়া জ্ঞাতিগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন—'গৃহীজীবনে আমার পুত্রের প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা অদ্যই সম্পন্ন করিব।' তারপর পুত্রকে অলঙ্কৃত করিয়া মহা জাঁকজমক সহকারে বিহারে লইয়া যাইয়া স্থবিরের নিকট সমর্পণ করিলেন। স্থবির ঐ পুত্রকে বলিলেন—'বৎস, প্রব্রজ্যা খুব দুষ্কর। ইহাতে তুমি কি সুখ পাইবে?' 'ভন্তে, আমি আপনাদের উপদেশ পালন করিব' এই কথা বলাতে 'কর্মস্থান' দিয়া তাহাকে প্রব্রজিত করিলেন। ইহার মাতাপিতাও প্রব্রজ্যার সৎকার করিবার জন্য সাতদিন ধরিয়া বিহারেই অবস্থান করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে শতরস ভোজন দিয়া সন্ধ্যায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অষ্টম দিবসে সারিপুত্র স্থবির ভিক্ষুসঙ্ঘ গ্রামে প্রবেশ করিলে বিহারে কর্তব্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া শ্রামণেরকে দিয়া পাত্রচীবর গ্রহণ করাইয়া পিণ্ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে শ্রামণের জলস্রোত দেখিয়া পণ্ডিত শ্রামণেরের ন্যায় প্রশ্ন করিল। স্থবিরও তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। শ্রামণের সেই কারণসমূহ জানিয়া স্থবিরকে বলিল—'আপনি যদি আপনার পাত্রচীবর স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি ফিরিয়া যাইব।' স্থবির তাহার ইচ্ছাতে বাধা সৃষ্টি না করিয়া বলিলেন—'শ্রামণের, আমার পাত্রচীবর দাও।' স্থবির তাঁহার পাত্রচীবর গ্রহণ করিলে শ্রামণের স্থবিরকে বন্দনা করিয়া ফিরিবার সময় বলিল—'ভন্তে, আমার আহার যদি আনেন তাহা হইলে শতরস ভোজনই আনিবেন।' 'আমি কোথায় তাহা পাইব?' 'ভন্তে, নিজের পুণ্যফলে না পাইলেও আমার পুণ্যফলে অবশ্যই পাইবেন।' স্থবির তাহাকে ঘরের চাবি দিয়া পিণ্ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেও বিহারে যাইয়া স্থবিরের শয়নকক্ষ খুলিয়া প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া নিজের 'কায়ে কায়ানুদর্শী' হইয়া ধ্যানস্থ হইল।

তাহার গুণপ্রভাবে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র 'ইহা কেন?' বলিয়া পৃথিবীতে অবলোকন করিয়া শ্রামণেরকে দেখিয়া—'সুখ শ্রামণের নিজের উপাধ্যায়কে পাত্রচীবর দিয়া 'শ্রমণধর্ম পালন করিব বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত' এই চিন্তা করিয়া চারিজন দিকপাল মহারাজদের ডাকিয়া বলিলেন—'ওহে তোমরা যাও, বিহারে উপবনে দুঃশব্দকারী পাখিদের তাড়াইয়া দাও' বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যাইয়া বিহারের চতুর্দিকে প্রহরা নিযুক্ত করিলেন। চন্দ্র এবং সূর্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা নিজ নিজ বিমান লইয়া অবস্থান কর।' তাঁহারা তাহাই করিলেন। শক্র স্বয়ং স্থবিরের কক্ষদ্বারের রজ্জু পাহাড়া দিতে লাগিলেন (যাতে কেহ দরজা খুলিতে না পারে)। বিহার শান্ত এবং নীরব হইল। শ্রামণের একাগ্রচিত্তে বিদর্শন বর্ধিত করিয়া তিনটি মার্গফল প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে স্থবির 'শ্রামণের শতরসযুক্ত ভোজন লইয়া যাইতে

http://kalpataruboi.org

বলিয়াছে, কিন্তু কাহার গৃহে তদ্রূপ ভোজন পাওয়া যাইবে' চিন্তা করিতে করিতে একটি অধ্যাসয়সম্পন্ন সেবকপরিবার দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা 'ভন্তে, অদ্য এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন' বলিয়া তুষ্টচিত্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া স্থবিরকে গৃহে বসাইয়া যাগুখাদ্যাদি দিয়া দ্বিগ্রাহরিক ভোজনকাল উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মকথা শ্রবণ করাইতে প্রার্থনা করিলেন। স্থবির তাঁহাদের নিকট উৎকৃষ্ট ধর্মকথা ভাষণ করিয়া ভোজনকাল উপস্থিত হইলে দেশনা সমাপ্ত করিলেন। তারপর তাঁহাকে শতরসসম্পন্ন ভোজন দেওয়া হইলে তিনি তাহা লইয়া গমনোদ্যত হইলে 'ভন্তে, আপনি ইহা ভোজন করুন। আমরা আপনাকে আরও দিব' বলিয়া ভোজন করাইয়া পুনরায় পাত্রপূর্ণ করিয়া উক্ত ভোজন দান করিলেন। স্থবির তাহা লইয়া 'আমার শ্রামণের ক্ষুধার্ত হইয়াছে' চিন্তা করিয়া দ্রুত বিহারে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন শাস্তা প্রাতকালেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গন্ধকুটিতে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন—'অদ্য সুখ শ্রামণের উপাধ্যায়কে পাত্রচীবর দিয়া 'শ্রমণধর্ম পালন করিব' বলিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে কি?' তিনি দেখিলেন যে শ্রামণের তিনটি মার্গফল লাভ করিয়াছে। সে আরও উত্তরিতর কিছু প্রাপ্ত হইবে কিনা চিন্তা করিয়া দেখিলেন—

অদ্য সে অর্হত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এদিকে সারিপুত্র 'আমার শ্রামণের ক্ষুধার্ত' বলিয়া দ্রুত ভোজন লইয়া ফিরিতেছে। যদি এই শ্রামণের অর্হত্ত্ব লাভ করিবার পূর্বে সারিপুত্র তাহাকে ভোজন প্রদান করে তাহা হইলে ইহার ক্ষতি হইবে। অতএব আমি যাইয়া দ্বারকোষ্ঠে পাহাড়া দিব' চিন্তা করিয়া গন্ধকুটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া পাহাড়া দিতে লাগিলেন।

স্থবিরও ভোজন লইয়া উপস্থিত। শাস্তা বিলম্ব করাইবার জন্য তাঁহাকে চারিটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নোত্তর দান শেষ হইলে শ্রামণেরও অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইল। শাস্তা স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—'যাও সারিপুত্র, তোমার শ্রামণেরকে ভোজন দাও।' স্থবির যাইয়া দরজার কড়া নাড়িলেন। শ্রামণেরও বাহিরে আসিয়া উপাধ্যায়ের ব্রত নিষ্পন্ন করিয়া 'তোমার আহারকৃত্য শেষ কর' বলাতে স্থবিরের ভোজনের প্রয়োজন নাই জানিয়া সেই মুহূর্তেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত সপ্তবর্ষীয় কুমার নীচু আসন দেখিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া আহারকৃত্য শেষ করিয়া পাত্র ধৌত করিলেন। সেই সময় চারিজন দিকপাল মহারাজগণও তাঁহাদের প্রহরা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। চন্দ্র এবং সূর্য তাঁহাদের বিমান লইয়া চলিয়া গেলেন। শক্রও কক্ষদ্বার রজ্জুর স্থান হইতে নিজ প্রহরা ত্যাগ করিলেন। দেখা গেল সূর্য যেন মধ্যগগণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ বলিলেন—'মনে হইতেছে যেন সায়াহ্ন সমাগত। অথচ শ্রামণের এখনই তাহার ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছে। অদ্য কি পূর্বাহ্নই দীর্ঘস্থায়ী এবং সায়াহ্ন অল্পস্থায়ী?' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় আলোচন করিতে সম্মিলিত হইয়াছ?'

'ভন্তে, অদ্য পূর্বাহ্ন দীর্ঘস্থায়ী এবং সায়াহ্ন অল্পস্থায়ী। কারণ শ্রামণের এইমাত্র তাহার ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছে, অথচ সূর্য মধ্যগগণ অতিক্রম

http://kalpataruboi.org

করিয়াছে মনে হইতেছে।'

'হে ভিক্ষুগণ, পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের শ্রমণধর্ম করণকালে এইরূপই হইয়া থাকে। অদ্য চতুর্দিকপাল মহারাজগণ চতুর্দিকে প্রহরা দিয়াছিলেন। চন্দ্র এবং সূর্য নিজ নিজ বিমান লইয়া স্থিত হইয়াছিল। (দেবেন্দ্র) শক্র দ্বাররজ্জুর নিকট প্রহরা দিয়াছিলেন। আমিও দ্বারকোষ্ঠকে প্রহরা দিয়াছি। সুখ শ্রামণের পয়ঃপ্রণালী নির্মাতাকে যথেচ্ছা জলকে প্রবাহিত করিতে দেখিয়া, শরনির্মাণকারীকে শরের ঋজুতা সম্পাদন করিতে দেখিয়া, তক্ষককে (কাষ্ঠ নমিত করিয়া) চক্রাদি নির্মাণ করিতে দেখিয়া অদ্য নিজেকে দমিত করিয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে'। শাস্তা ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'পয়ঃপ্রণালী নির্মাতাগণ (যথেচ্ছা) জল প্রবাহিত করে, ইষুকারগণ ইষুর ঋজুতা সম্পাদন করে, তক্ষকগণ (সূত্রধরগণ) কাষ্ঠকে নমিত করে। (তদ্রূপ) পণ্ডিতগণ আত্মদমন করিয়া থাকে।'—ধর্মপদ, শ্লোক-১৪৫

অন্বয় : 'সুব্রতগণ' যাহারা সুখে উপদেশ প্রদানযোগ্য, অনুশাসিতব্য এই অর্থ। অবশিষ্ট শ্লোক ৮০-র ব্যাখ্যাতুল্য। দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুখ শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত

দণ্ডবর্গের বর্ণনা সমাপ্ত

ধর্মপদ অর্থকথা-১ সমাপ্ত